ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

কর্তৃত্ববাদ পতন-পরবর্তী দেড় বছর: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

চূড়ান্ত প্রতিবেদন

০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

(পরিমার্জিত সংস্করণ ৩০ এপ্রিল ২০২৬)

কর্তৃত্ববাদ পতন-পরবর্তী দেড় বছর: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মুহাম্মদ বদিউজ্জামান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিচালনা
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো*
মো. জুলকারনাইন, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো-কোয়ালিটেটিভ*
ফারহানা রহমান, *রিসার্চ ফেলো*
রাজিয়া সুলতানা, *রিসার্চ ফেলো*
মো. মোস্তফা কামাল, *রিসার্চ এসোসিয়েট-কোয়ালিটেটিভ*
মোঃ মোহাইমেনুল ইসলাম, *রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট*

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণার মান উন্নত করার জন্য নিয়মিতভাবে তথ্য দেওয়া, বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান মতামত ও সহযোগিতা প্রদান করার জন্য রিসার্চ ও পলিসি বিভাগের সকল সহকর্মীর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা। গবেষণাটি পরিচালনায় সার্বিক সহায়তা ও তত্ত্বাবধান এবং খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা করেছেন রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামান। প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, পরিচালক, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগ এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগের সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। সবশেষে গবেষণার ধারণাপত্র তৈরি থেকে শুরু করে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করার সময় পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা, মতামত ও তথ্য প্রদানের জন্য টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের এবং নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জমানের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

প্রতিবেদন প্রকাশ: ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ (পরিমার্জিত সংস্করণ ৩০ এপ্রিল ২০২৬)

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২; ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: https://www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নজিরবিহীন সহিংসতা, রক্তপাত ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অর্জন, যা রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার অভূতপূর্ব সুযোগ তৈরি করে। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থী ও আপামর জনসাধারণ বিশেষ করে নারী ও শ্রমজীবি মানুষের সর্বাত্মক অংশগ্রহণে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট কর্তৃত্ববাদী সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়, এবং ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার মূল প্রত্যাশা ছিল একটি বৈষম্যহীন, সম-অধিকারভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো এবং নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্ত নিশ্চিত করা, যার মূল অভীষ্ট জনপ্রতিনিধিত্ব, সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও চর্চায় আমূল পরিবর্তন যেখানে জনগণের রায় ও অর্পিত ক্ষমতায় এবং জনগণের কাছে কার্যকর জবাবদিহির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। এ অভীষ্ট অর্জন প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন অংশীজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে; তবে চলার পথে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি ছিল।

দেশে গণতন্ত্র, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ধারাবাহিকভাবে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে বিশেষ করে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত বহুমুখী গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ইতোপূর্বে বিভিন্ন সময়ে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় ও সরকারি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেছে টিআইবি। নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত তৈরি ও রাষ্ট্রকাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে টিআইবি'র পক্ষ থেকে ২৮ আগস্ট ২০২৪ একগুচ্ছ সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হয়, এবং পরবর্তীতে খাতভিত্তিক পলিসি ব্রিফ উপস্থাপন ও প্রকাশ, বিভিন্ন খসড়া আইনের ওপর পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান, বিভিন্ন টাস্কফোর্স ও কমিটির নিকট সুপারিশ উপস্থাপন, এবং উপদেষ্টাসহ সরকারের উচ্চপর্যায়ে মতবিনিময় অব্যাহত ছিল।

রাষ্ট্র সংস্কারের প্রত্যাশা পূরণে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে অন্তর্বর্তী সরকারসহ সকল অংশীজনের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর প্রথম ১০০ দিন এবং পরবর্তীতে অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছর মেয়াদের ঘটনাপ্রবাহের ওপর পর্যবেক্ষণভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে টিআইবি। এর ধারাবাহিকতায় 'কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী দেড় বছর: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি' শীর্ষক গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে যেখানে কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর অন্তর্বর্তী সময়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণায় অন্তর্বর্তী সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ, বিশেষ করে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও তার পূর্বে সংঘটিত অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার; রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কাঠামো সংস্কার; এবং ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কিত ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন খাতে সরকারের নিয়মিত কার্যক্রম, অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ, এবং বিভিন্ন অংশীজনের (রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম, সামরিক বাহিনী) ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণায় দেখা যায়, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নজিরবিহীন আত্মত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অসামান্য অর্জন, যা রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার একটি অভূতপূর্ব সুযোগ তৈরি করেছে। এ অভীষ্ট অর্জনে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন অংশীজনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

গবেষণায় দেখা যায়, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বহুবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অন্তর্বর্তী সময়ে বিচার, সংস্কার, নির্বাচন, রাষ্ট্র পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, এবং রাষ্ট্র সংস্কার, বিচার ও নির্বাচনের অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। তবে এ অবকাঠামো পর্যাপ্ত শক্তিশালী হয়নি – উপরোক্ত তিনটি ক্ষেত্রেই বিশেষ করে রাষ্ট্র সংস্কারের ভিত্তি যতটুকু মজবুত হতে পারতো ততটুকু হয়নি। এ ভিত্তির ওপর রাষ্ট্র সংস্কারের বাস্তব সুফল অর্জনের পথে ইতোমধ্যে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও প্রবল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

- **সংস্কার –** রাষ্ট্র সংস্কারের বেশ কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে জুলাই সনদে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে ঐকমত্যে পৌঁছানো একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হলেও রাষ্ট্র সংস্কারের মূলমন্ত্র তথা জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার অভীষ্টের জন্য অপরিহার্য বিধান সম্পর্কে জুলাই সনদে ঐকমত্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের প্রতিরোধ লক্ষ করা যায়, যার ফলে সংস্কারের ভিত্তি দুর্বল হয়েছে। পরবর্তীতে অধ্যাদেশ ও সরকারি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রতিরোধক মহল, বিশেষ করে আমলাতন্ত্রের প্রভাবশালী মহলের অন্তর্ঘাতমূলক অপশক্তির কাছে সরকারের নতি স্বীকারের ফলে সংস্কার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। আশু বাস্তবায়নযোগ্য সংস্কারে অগ্রগতি অর্জনে সরকারের ব্যর্থতা এবং বিশেষ করে জুলাই সনদের আওতার বাইরে সংস্কার কমিশনসমূহের সুপারিশ বাস্তবায়নে কোনো উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ছিল না। এছাড়া সংস্কার প্রতিরোধক ঝুঁকি বিশ্লেষণে আগ্রহ না থাকার কারণে প্রতিরোধক শক্তির হাতে অন্তর্বর্তী সরকার আত্মসমর্পণ করেছে।

- **বিচার –** কর্তৃত্ববাদী সরকারের আমলে এবং জুলাই আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হলেও যথাযথ বিচারিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করার ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ করা যায়।
- **নির্বাচন –** বিভিন্ন অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কা সত্ত্বেও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সুষ্ঠু, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তবে নির্বাচনী ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার প্রবণতা অব্যাহত ছিল।
- **রাষ্ট্র পরিচালনা –** একদিকে প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রধানত উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অপসারণের মাধ্যমে দলীয়করণ থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা, অন্যদিকে একদলের স্থলে অপর দলীয়করণ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে কার্যত দলীয়করণের ধারা অব্যাহত ছিল। পুলিশ-প্রশাসনসহ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অস্থিরতা, নতুন রাজনৈতিক বলয় তৈরির প্রয়াস এবং ব্যাপক রদ-বদলের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক অকার্যকরতা লক্ষ করা যায়। এসব ক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণহীনতা দৃশ্যমান ছিল। সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অ্যাড-হক প্রবণতা লক্ষণীয় ছিল। প্রশাসন পরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রে সরকারের দৃঢ়তা ও কর্মপরিকল্পনার ঘাটতি ছিল। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্বশীলদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা লক্ষ করা যায় - কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতা/ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর পরিবর্তন করার প্রবণতা ছিল। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা হয়নি। সরকারি দপ্তরসমূহে তথ্য গোপন করার প্রবণতা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ না করার চর্চা অব্যাহত ছিল। অবাধ তথ্য প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতে বিষয়টি গুরুত্ব পায়নি। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও সরকারি কর্মচারীদের সম্পদ বিবরণী প্রকাশের চর্চা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা সত্ত্বেও ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপনে ব্যর্থতা লক্ষ করা যায়।

সুশাসনের আলোকে উপরোক্ত খাতগুলোতে বেশ কিছু ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। সুশাসিত, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় ভিত্তি স্থাপনে ব্যর্থতা, সর্বোপরি সংস্কারের নামে গৃহীত উদ্যোগ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বাস্তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে এবং প্রত্যাশা পূরণে ক্ষেত্রবিশেষে উল্টো যাত্রা করেছে।

নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের অংশ হিসেবে নতুন ও পুরনো রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত, জনগণের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার জন-আকাঙ্ক্ষা থাকলেও এই প্রত্যাশা পূরণের কোনো দৃশ্যমান দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না – দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক চর্চার ঘাটতি, ক্ষমতার রাজনীতি, অর্থ, পেশি ও ধর্মনির্ভর রাজনৈতিক চর্চা, দলবাজি, দখলবাজি, চাঁদাবাজি, এবং প্রথাগত নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন অব্যাহত ছিল। অর্থ, পেশি ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতির হাতে নারীর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব জিম্মি হয়েছে। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিকাশ ও প্রভাব দৃশ্যমান ছিল। অনেক ক্ষেত্রে সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের কারণে জেন্ডার, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়েছে, যা বৈষম্যবিরোধী চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক। সাম্য, মানবিক মর্যাদা, ন্যায়বিচার, সকলের সমান অধিকার, সকলের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সরকারের ব্যর্থতা ছিল পীড়াদায়ক - কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা বা তোষণমূলক অবস্থানের কারণে ধর্মান্ধদের ক্ষমতায়ন হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের শুরুর দিকে বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমে নাগরিক সমাজকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হলেও পরবর্তী সময়ে তাদের অগ্রাহ্য করার প্রবণতা দেখা যায়। একদিকে বিভিন্ন সংস্কারে নাগরিক সমাজের সুপারিশ উপেক্ষা করা হয়েছে, অন্যদিকে সরকারের মধ্যে নাগরিক সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ থাকলেও প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে নাগরিক সমাজ সম্পর্কে সাধারণ জনগণের নেতিবাচক ধারণার বিস্তার ঘটেছে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতার চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সাংবাদিক ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিতে ব্যর্থতা দৃশ্যমান ছিল। একদিকে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা এখন রাষ্ট্রের পাশাপাশি অতিক্ষমতায়িত অরাষ্ট্রীয় শক্তির হাতে জিম্মি, অন্যদিকে গণমাধ্যমের মধ্যেও অভ্যন্তরীণ শত্রুর অস্তিত্ব বিদ্যমান।

গবেষণা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজটি টিআইবি'র গবেষক শাহজাদা এম আকরামের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়েছে। গবেষণাদলে আরও ছিলেন মো. জুলকারনাইন, ফারহানা রহমান, মো. মোস্তফা কামাল, রাজিয়া সুলতানা, ও মোঃ মোহাইমেনুল ইসলাম। গবেষণাটি পরিচালনার বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান মতামত ও সহযোগিতা প্রদান করার জন্য টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের ও রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামানকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, পরিচালক, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগ এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগের সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই গবেষণার ফলাফলের আলোকে রাষ্ট্র সংস্কারে অন্তর্বর্তী সরকার ও অন্যান্য অংশীজন উপকৃত হলেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে পাঠকদের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সূচি

অধ্যায় এক: ভূমিকা ৭

প্রেক্ষাপট ৭

গবেষণার যৌক্তিকতা ৯

গবেষণার উদ্দেশ্য ১০

গবেষণার পরিধি ১০

গবেষণাপদ্ধতি ও সময় ১০

প্রতিবেদনের কাঠামো ১০

অধ্যায় দুই: বিচার ১১

জুলাই আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ ১১

গুম ও মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত তদন্ত ও বিচার ১৭

উপসংহার ২১

অধ্যায় তিন: সংস্কার ২২

জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা ২২

আইনি সংস্কার ৩৮

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ৫১

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার ও আহতদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত সংস্কার ৬০

উপসংহার ৬৪

অধ্যায় চার: নির্বাচন ৬৬

নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন ৬৬

নির্বাচনের সময় নির্ধারণ ৬৭

নির্বাচন কমিশনের গৃহীত উদ্যোগ ও কার্যক্রম ৬৮

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৭৬

গণভোট ৮০

নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ৮২

উপসংহার ৮৪

অধ্যায় পাঁচ: অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ ৮৪

অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ৮৫

অর্থপাচার রোধ ও পুনরুদ্ধার ৯১

উপসংহার ৯৫

অধ্যায় ছয়: সরকারের নিয়মিত কার্যক্রম ৯৬

প্রশাসন ৯৬

আইন-শৃঙ্খলা ১১০

বিচারিক সেবা ১২৩

আর্থিক খাত ১২৫

শিক্ষা ১৩৮

স্বাস্থ্য ১৪৯
স্থানীয় সরকারব্যবস্থা ১৫২
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ১৫৫
পরিবেশ সংরক্ষণ ১৬০
বৈদেশিক কর্মসংস্থান ১৬৫
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ১৬৮
উপসংহার ১৭৬
অধ্যায় সাত: অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা ১৭৭
রাজনৈতিক দল ১৭৭
নাগরিক সমাজ ১৯৬
গণমাধ্যম ১৯৯
সেনাবাহিনী ২০৩
উপসংহার ২০৬
অধ্যায় আট: উপসংহার ২০৭
সুশাসনের ঘাটতির ধরন ২০৭
সার্বিক পর্যবেক্ষণ ২০৮

অধ্যায় এক: ভূমিকা

প্রেক্ষাপট

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহে নজিরবিহীন সহিংসতা, রক্তপাত ও ত্যাগের বিনিময়ে ৫ আগস্ট ২০২৪ কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ঘটে। সরকার পতনের পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক এবং সুশীল সমাজের সদস্যদের সাথে আলোচনা শুরু করেন। ২০২৪ সালের ৬ আগস্ট রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদ ভেঙে দেন।[১] আন্দোলনের প্রধান সংগঠক বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে প্রস্তাব করে। ড. ইউনূস তখন প্যারিসে অবস্থান করছিলেন এবং তিনি এই পদ গ্রহণে সম্মতি জানান।[২] ৭ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকারের গঠন চূড়ান্ত হয় এবং ৮ আগস্ট রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন ড. ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের আগে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা যেতে পারে কিনা এই বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে মতামত চেয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতির পাঠানো রেফারেন্সের (মতামত) পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এর ওপর ইতিবাচক মতামত দেন।[৩]

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে আরও ১৬ জন উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। এই উপদেষ্টাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বরা হলেন: সালেহউদ্দিন আহমেদ, ড. আসিফ নজরুল, আদিলুর রহমান খান, হাসান আরিফ, মো. তৌহিদ হোসেন, সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, শারমিন এস মুরশিদ, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন, সুপ্রদীপ চাকমা, বিধান রঞ্জন রায়, ড. এ এফ এম খালিদ হোসেন, ফরিদা আখতার, নূরজাহান বেগম, মো. নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ সজিব ভূঁইয়া। তবে ৮ আগস্ট প্রধান উপদেষ্টাসহ ১৪ জন উপদেষ্টা শপথ গ্রহণ করেন এবং পরে তাদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করা হয়। ঢাকার বাইরে অবস্থান করার কারণে সুপ্রদীপ চাকমা ও বিধান রঞ্জন রায় ১১ আগস্ট, এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরার পর ১৩ আগস্ট ফারুক-ই-আজম শপথ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে দেশ গঠনের লক্ষ্যে আরও চারজন উপদেষ্টা নির্বাচন করা হয় - ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, আলী ইমাম মজুমদার এবং জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তারা সকলেই ১৬ আগস্ট শপথ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ১০ নভেম্বর ২০২৪ আরও তিন উপদেষ্টা[৪] এবং ২০২৫ এর ৫ মার্চ আরেকজন উপদেষ্টা[৫] শপথ গ্রহণ করেন। তবে তথ্য ও সম্প্রচার এবং ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্বে থাকা নাহিদ ইসলাম ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, এবং ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে মাহফুজ আলম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করেন।[৬] মেয়াদের শেষ পর্যন্ত প্রধান উপদেষ্টসহ উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ২১ জন (প্রধান উপদেষ্টা, ২০ জন উপদেষ্টা), চারজন বিশেষ সহকারী ও দূত (উপদেষ্টার পদমর্যাদা), এবং পাঁচজন বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা) দায়িত্ব পালন করেছেন।[৭]

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর ফলে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হওয়ায় বর্তমান সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক বা অন্তর্বর্তী সরকার ব্যবস্থা এবং প্রধান উপদেষ্টা বা উপদেষ্টার পদ বলে কিছু না থাকার কারণে অন্তর্বর্তী সরকারের আইনি ভিত্তি নিয়ে যাতে প্রশ্ন না ওঠে, সেজন্য ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ অন্তর্বর্তী সরকার অধ্যাদেশ, ২০২৪-এর চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় উপদেষ্টা পরিষদ। এ অধ্যাদেশে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আদালতে বৈধতার প্রশ্ন তুলে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে অবৈধ বা বাতিল করা যাবে না; ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত নতুন প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার দিন পর্যন্ত হবে বর্তমান সরকারের মেয়াদ; অন্তর্বর্তী সরকারের কাজ; অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক প্রণীত অধ্যাদেশ ও কার্যক্রমের বৈধতা; রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা; প্রধান উপদেষ্টা বা উপদেষ্টা পদে নিয়োগ পাওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা ইত্যাদি।[৮]

---

[১] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, https://en.wikipedia.org/wiki/Interim_government_of_Muhammad_Yunus; https://en.wikipedia.org/wiki/Interim_government_system_of_Bangladesh (৫ নভেম্বর ২০২৪)।

[২] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, https://en.wikipedia.org/wiki/Yunus_ministry (৫ নভেম্বর ২০২৪)।

[৩] সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপিল বিভাগের মতামত চাইতে পারেন। সূত্র: *প্রথম আলো*, 'অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা যেতে পারে, বৃহস্পতিবারই মত দেন সুপ্রিম কোর্ট', ০৯ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/vd1pfvl0s7 (৫ নভেম্বর ২০২৪)।

[৪] *প্রথম আলো*, 'উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নিলেন সেখ বশির উদ্দিন, মোস্তফা সরয়ার ফারুকী ও মাহফুজ আলম', ১০ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/wouiql5t77 (১১ নভেম্বর ২০২৪)।

[৫] *ডেইলি স্টার*, 'সি আর আবরার সোর্ন ইন অ্যাজ অ্যাডভাইজার;, ৫ মার্চ ২০২৫, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/cr-abrar-sworn-adviser-3840016 (১ মার্চ ২০২৬)।

[৬] *ডেইলি স্টার বাংলা*, 'উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম পদত্যাগ করেছেন,' ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-653941 (২ আগস্ট ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'দলীয় নাকি স্বতন্ত্র প্রার্থী হচ্ছেন তাঁরা', ১২ ডিসেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=1212a6e42356 (১৩ ডিসেম্বর ২০২৫)।

[৭] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, https://cao.gov.bd/pages/static-pages/694146bba31054345f0fc949; https://cao.gov.bd/pages/static-pages/694146bea31054345f0fcb4c (২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮] শহীদুল ইসলাম, 'আইনি কাঠামো পাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার, অধ্যাদেশ চূড়ান্ত', *প্রথম আলো*, ০৬ নভেম্বর ২০২৪, https://www.ajkerpatrika.com/national/ajpsnosmsxoe3 (৯ নভেম্বর ২০২৪)।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার মূল প্রত্যাশা ছিল একটি বৈষম্যহীন, সম-অধিকারভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো এবং নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্ত নিশ্চিত করা। এর মূল অভীষ্ট জনপ্রতিনিধিত্ব, সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও চর্চায় আমূল পরিবর্তন যেখানে জনগণের রায় ও অর্পিত ক্ষমতায় এবং জনগণের কাছে কার্যকর জবাবদিহিমূলক সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে যা আন্দোলন বা বর্তমান সংস্কার প্রক্রিয়ার অন্যতম ভিত্তি। কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর ছাত্র-জনতার প্রত্যাশাকে সংক্ষেপে নিচে উপস্থাপন করা যায়:

- আইনের শাসন - আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও তার পূর্বে সংঘটিত অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার, ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পূর্ণ তালিকা প্রণয়ন, সহায়তা ও পুনর্বাসন;
- অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা - মূল্যস্ফীতি হ্রাস, বাজার ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, রিজার্ভ বৃদ্ধি, পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনা;
- দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র ও প্রশাসন;
- রাষ্ট্র, রাজনীতি ও নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কার - সংবিধান, রাজনৈতিক দল, নির্বাচনী ব্যবস্থা;
- খাত ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সংস্কার - সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান (নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, ইত্যাদি), বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, আর্থিক খাত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পরিবহন, পরিবেশ;
- নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর - দ্রুততম সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন; এবং
- তরুণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান।

দায়িত্ব গ্রহণের পর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান প্রতিশ্রুতি ছিল একটি গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি সাংবিধানিক পরিষদ গঠন করা। এই সরকার আগামী সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে এবং দেশের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে কাজ করবে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করতে এবং দেশের জনগণের কল্যাণে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।[৯] তবে প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। প্রধান উপদেষ্টা জাতির উদ্দেশে দেওয়া তাঁর ভাষণে (২৫ আগস্ট ও ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪) অন্তর্বর্তী সরকারের লক্ষ্য, সরকারের পক্ষ থেকে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরার পাশাপাশি ভবিষ্যতে কী কী করা হবে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন। প্রথম ভাষণে তিনি জানান নির্বাচন কবে হবে তা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। দেশবাসীকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কখন তারা এই সরকারকে বিদায় দেবে। দেশের সংকটকালে ছাত্রদের আহ্বানে তাঁরা দায়িত্ব নিয়েছেন এবং সরকার সমস্ত শক্তি দিয়ে এই দায়িত্ব পালন করবে। তিনি আরও বলেন, ফ্যাসিবাদী সরকারপ্রধান দেশ ত্যাগ করার পর তাঁরা এমন একটি দেশ গড়তে চান যেখানে প্রতিটি নাগরিকের মানবাধিকার সুরক্ষিত থাকবে। তাঁদের লক্ষ্য উদার, গণতান্ত্রিক, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়া।[১০] দ্বিতীয় ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা জানান, যার মধ্যে ছয়টি খাতে সংস্কার কমিশন গঠন, আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ফেরানো, লুটপাট বন্ধের পরিকল্পনা, শিক্ষা খাতের উন্নয়ন, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও বৈদেশিক সহায়তা নিশ্চিত করা উল্লেখযোগ্য।[১১]

সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে দেওয়া উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতিগুলো ছিল নিম্নরূপ[১২]:

১. প্রশাসন, বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা খাত এবং তথ্য প্রবাহে প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পূর্ণ করে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজন করা;
২. বিচার বিভাগকে দুর্নীতি ও দলীয় প্রভাবমুক্ত করা - একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা;
৩. জুলাই-আগস্ট মাসে গণ-অভ্যুত্থানে বল প্রয়োগ ও হতাহতের ঘটনার স্বচ্ছ তদন্ত করা;
৪. ফ্যাসিবাদী সরকারের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, খুন, অপহরণ এবং আয়না ঘরের মতো অপকর্মের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা;
৫. জনমুখী ও দলীয় প্রভাবমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক কাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে পুলিশ কমিশন গঠন করা;
৬. দেশরক্ষা বাহিনী, পুলিশ ও অন্যান্য সব বাহিনীর মধ্যে যারা হত্যাকাণ্ড, গুম, খুন বা শারীরিক, মানসিক অত্যাচারে সরাসরি জড়িত তাদের চিহ্নিত করে বিচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৭. গণ-অভ্যুত্থানে সকল শহীদের পরিবার পুনর্বাসন; সকল আহত শিক্ষার্থী ও জনতার চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করা;

[৯] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, https://en.wikipedia.org/wiki/Yunus_ministry (৫ নভেম্বর ২০২৪)।

[১০] *প্রথম আলো*, 'দেশবাসীকে ঠিক করতে হবে, কখন আমাদের ছেড়ে দেবেন', ২৬ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/vyppd4vm82 (২৭ আগস্ট ২০২৪)।

[১১] *প্রথম আলো*, জাতির উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টা: সংস্কারের মাধ্যমে নতুন যাত্রা শুরু করতে চাই, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/8zze0a54g0 (১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[১২] *প্রথম আলো*, 'জাতির উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টা: সংস্কারের মাধ্যমে নতুন যাত্রা শুরু করতে চাই', ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/8zze0a54g0 (১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

৮. অন্তর্বর্তী সরকারের সব উপদেষ্টার দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পদের বিবরণ প্রকাশ; পর্যায়ক্রমে সকল সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রেও নিয়মিত এবং বাধ্যতামূলক করা;
৯. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে ন্যায়পাল নিয়োগে অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা;
১০. আর্থিক খাতে সার্বিক পরিস্থিতি এবং সংস্কার বিষয়ে একটি রূপকল্প তৈরি; নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ; ব্যাংকিং খাতে দীর্ঘ মেয়াদি সংস্কারের জন্য ব্যাংক কমিশন গঠন; শেয়ারবাজার, পরিবহন খাতসহ যেসব ক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে তা নিরসনে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
১১. তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা; মত প্রকাশের স্বাধীনতা বাধাগ্রস্ত করে এমন সব আইন বাতিল বা আইনের নিপীড়নমূলক ধারা সংশোধন করা;
১২. শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ সংস্কার; শিক্ষার্থীদের জন্য সৃজনশীল, নিরাপদ ও ভীতিমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা; পাঠ্যক্রমকে যুগোপযোগী করা;
১৩. জনগণের জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে এ খাতে প্রয়োজনীয় সংস্কার করা; এবং
১৪. পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নদী দূষণ বন্ধ করা, দখলকৃত বনভূমি উদ্ধার করা।

তবে সময়ের ধারাবাহিকতা ও উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তী সরকারের মূল লক্ষ্য দাঁড়ায় তিনটি -

- **ন্যায়বিচার** - বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও তার পূর্বে সংঘটিত অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার;
- **সংস্কার** - রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কাঠামো; বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান; এবং
- **নির্বাচন** - দ্রুততম সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন।

২০২৫ সালের ৬ জুন প্রধান উপদেষ্টা জাতির উদ্দেশে তাঁর ভাষণে বলেন, "পতিত স্বৈরাচার বাংলাদেশকে যেভাবে ধ্বংসস্তূপ বানিয়েছে, সেখান থেকে নতুন করে যাত্রা শুরু করতে হলে ন্যূনতম তিনটি আবশ্যিক কাজ সম্পন্ন করতে হবে। প্রথমটি হলো, বিচার ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ দৃশ্যমান করে তোলা। দ্বিতীয়টি, রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সংস্কার সাধনে প্রয়োজনীয় ঐকমত্য ও পথনকশা তৈরি করা। এবং সর্বশেষ একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজন করে ক্ষমতা হস্তান্তরের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা। সে লক্ষ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত নির্বাচনব্যবস্থাকে স্থায়ীভাবে সংস্কার করা।" তিনি বলেন, "এই তিনটি ম্যান্ডেট হচ্ছে দেশবাসীর সঙ্গে আমাদের চুক্তি।"[১৩] এর পাশাপাশি দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ, অর্থপাচার রোধসহ রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারের নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন করাও ছিল অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব।

অন্তর্বর্তী সরকারকে দায়িত্ব গ্রহণকালে এবং পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। এসব চ্যালেঞ্জের মধ্যে দুর্বল অর্থনীতি, বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের চাপ, অকার্যকর ও দুর্বল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, সব খাত ও প্রতিষ্ঠানে পতিত সরকারের সমর্থক ও সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর অসহযোগিতা, দুর্নীতিগ্রস্ত সেবা ব্যবস্থা, সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর প্রভাব, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও অরাজকতা, পতিত সরকারের ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম, এবং উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগ উল্লেখযোগ্য।

দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে অন্তর্বর্তী সরকার বিচার, সংস্কার ও নির্বাচন নিয়ে কাজ করার সাথে সাথে সরকারের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৭ ফেব্রুয়ারি নতুন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করে। দেশে নতুন সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ ভেঙে দেওয়া হয়।[১৪]

গবেষণার যৌক্তিকতা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) প্রধান লক্ষ্য গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করা। এ সংক্রান্ত গবেষণা ও অধিপরামর্শ টিআইবির ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ। ইতোপূর্বে বিভিন্ন সময়ে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় ও সরকারি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেছে টিআইবি। কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর প্রথম ১০০ দিনের ঘটনাপ্রবাহের ওপর পর্যবেক্ষণভিত্তিক প্রতিবেদন[১৫] (১৮ নভেম্বর ২০২৪), এবং কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর এক বছরের ঘটনাপ্রবাহের ওপর পর্যবেক্ষণভিত্তিক গবেষণা প্রতিবেদন[১৬] (৪ আগস্ট ২০২৫) প্রকাশ করে টিআইবি। দুর্নীতি প্রতিরোধ, গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রকাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে টিআইবি'র পক্ষ থেকে সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয় ২০২৪ সালের ২৮ আগস্ট।

---

[১৩] *প্রথম আলো*, 'প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ: এপ্রিলের প্রথমার্ধে নির্বাচন', ৭ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=76a5b03bb3 (৭ জুন ২০২৫)।

[১৪] *ঢাকা পোস্ট*, 'উপদেষ্টা পরিষদ ভেঙে দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি,' ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.dhakapost.com/national/431811 (১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৫] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, *টিআইবি*, "'নতুন বাংলাদেশ': কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী ১০০ দিনের ওপর পর্যবেক্ষণ", https://ti-bangladesh.org/articles/research/7128।

[১৬] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, *টিআইবি*, 'কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী এক বছর: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি,' https://ti-bangladesh.org/en/articles/research/7290।

পরবর্তী সময়ে খাতভিত্তিক পলিসি ব্রিফ উপস্থাপন ও প্রকাশ, বিভিন্ন খসড়া আইনের ওপর পর্যালোচনা, বিভিন্ন টাস্কফোর্স ও কমিটির নিকট সুপারিশ উপস্থাপন, এবং উপদেষ্টাসহ সরকারের উচ্চপর্যায়ে মতবিনিময় কার্যক্রম টিআইবির পক্ষ থেকে অব্যাহত ছিল।

রাষ্ট্র সংস্কারের প্রত্যাশা পূরণে অন্তর্বর্তী সরকারসহ সকল অংশীজনের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। এর ধারাবাহিকতায় পর্যবেক্ষণভিত্তিক বর্তমান গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর অন্তর্বর্তী সময়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে -

১. অন্তর্বর্তী সময়ে বিচার, সংস্কার, নির্বাচন, সরকারি কার্যক্রম, দুর্নীতি প্রতিরোধ, এবং গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করা;
২. উল্লিখিত কার্যক্রমে বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা; এবং
৩. এসব কার্যক্রমের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে চিহ্নিত করা।

গবেষণার পরিধি

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে -

১. বিচার – বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও তার পূর্বে সংঘটিত অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত ও বিচার;
২. সংস্কার – রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো;
৩. নির্বাচন – সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
৪. রাষ্ট্র পরিচালনা – বিভিন্ন খাতে নিয়মিত কার্যক্রম (প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, বিচারিক সেবা, আর্থিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকারব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পরিবেশ, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক);
৫. অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ;
৬. বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা – রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম, সামরিক বাহিনী।

গবেষণাপদ্ধতি ও সময়

এ গবেষণায় গুণগত গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করে প্রধানত গুণগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে পরিমাণগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

- **তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি:** বিভিন্ন উৎস হতে সংগৃহীত তথ্য অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস হতে যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা হয়েছে।
- **তথ্যের উৎস:** সংশ্লিষ্ট সরকারি পরিপত্র, অধ্যাদেশ ও বিধিমালা (খসড়া / চূড়ান্ত); সংবাদপত্র ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংবাদ, প্রবন্ধ, মতামত ও বিশ্লেষণ; রাজনৈতিক দল, বিশেষজ্ঞ, গবেষক, সাংবাদিক, ছাত্র ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের প্রকাশিত সাক্ষাৎকার; সরকারি ও অন্যান্য ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
- **গবেষণার সময়:** গবেষণায় ৫ আগস্ট ২০২৪ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রতিবেদনের কাঠামো

এই গবেষণা প্রতিবেদন আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য, পরিধি ও গবেষণাপদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও তার পূর্বে সংঘটিত অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত ও বিচার কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় এবং বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান সংস্কার পর্যালোচনা করা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। চতুর্থ অধ্যায়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন খাতে সরকারের নিয়মিত কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে। সপ্তম অধ্যায়ে বিভিন্ন অংশীজন, যেমন রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম, সামরিক বাহিনীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সবশেষ অধ্যায়ে সুশাসনের ঘাটতির ধরন বিশ্লেষণ ও সার্বিক পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায় দুই: বিচার

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও তার পূর্বে সংঘটিত অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত ও বিচার ছিল অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এই অধ্যায়ে এ বিষয়ে সরকারের দেড় বছরের অগ্রগতি ও ঘাটতি আলোচনা করা হয়েছে।

জুলাই আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় (ওএইচসিএইচআর) ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং প্রতিবেদন ১২ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ করে। 'বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্টে সংঘটিত বিক্ষোভের সময়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অপব্যবহার' নামক প্রতিবেদনে মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য বিগত সরকার ও শাসক দল আওয়ামী লীগকে সরাসরি দায়ী করা হয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রাক্তন আওয়ামী লীগ সরকার, এর নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থা এবং আওয়ামী লীগের দলীয় সহিংস সত্তাসমূহ পদ্ধতিগতভাবে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনে জড়িত ছিল, যার মধ্যে রয়েছে শত শত বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, বিক্ষোভকারীকে গুরুতর আহত-নির্যাতন, নির্বিচারে গ্রেপ্তার ও আটকসহ নানা ধরনের নিপীড়ন। বিক্ষোভ চলাকালে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই), জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এনএসআই) এবং র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব)-এর গণমাধ্যমগুলোকে সঠিক প্রতিবেদন করতে বাধা দেওয়ার কথাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সেনাবাহিনীও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে – গুলি চালাতে অনিচ্ছুক থাকলেও তারা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে শারীরিক সুরক্ষা আবরণ (physical protective cover) দেয়।[১৭]

বিবিসি আইয়ের একটি অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ঢাকার অন্যতম ব্যস্ত এলাকা যাত্রাবাড়ীতে পুলিশের নির্বিচার গুলিতে কমপক্ষে ৫২ জন নিহত হন। ওইদিন বিকেলে যাত্রাবাড়ী থানার সামনে ৩০ মিনিটের বেশি সময় ধরে হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছিল বলে বাংলাদেশ পুলিশের একজন মুখপাত্র বিবিসির কাছে স্বীকার করেন। এই অনুসন্ধানের ভিত্তিতে আরও জানা যায়, বিক্ষোভকারী ছাত্র-জনতার ওপর 'প্রাণঘাতী অস্ত্র (লেথাল উইপন)' ব্যবহারের নির্দেশনা শেখ হাসিনা নিজেই দিয়েছিলেন। বিক্ষোভের সময়কার সম্প্রতি ফাঁস হওয়া একটি অডিও বিবিসি আই অডিও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের দিয়ে যাচাই করে, তারা নিশ্চিত হয় কণ্ঠটি পলাতক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছিল।[১৮] অডিও-তে তাকে বলতে শোনা যায়, "তাঁরা (এসব বাহিনীর সদস্যরা) যেখানেই তাঁদের (আন্দোলনকারী) পাবে, গুলি করবে।"

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলা

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় (২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত) সারা দেশে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা ৭৫২টি হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার করা হয়।[১৯] অন্যদিকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে হতাহতের ঘটনায় ১৯ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ছাত্র-জনতার হত্যাকারী, হত্যার নির্দেশদাতা ও ইন্ধনদাতাদের বিরুদ্ধে সারা দেশে ১ হাজার ৭৮৫টি মামলা দায়ের করা হয়,[২০] যার মধ্যে হত্যা মামলা ৮৩৭টি।[২১] উল্লেখ্য, ২ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ৩১টি হত্যা মামলাসহ ১০৬টি মামলার চার্জশিট আদালতে দাখিল করা হয়েছে।[২২] এ সকল মামলায় গ্রেপ্তারকৃত মন্ত্রীদের মধ্যে কেবল সাবের হোসেন চৌধুরী ও এম এ মান্নান জামিনে ছাড়া পেলেও অন্যরা সবাই কারাগারে আছেন। পাশাপাশি গ্রেপ্তার হয়েছেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ.

---

[১৭] জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাই কমিশনারের কার্যালয়ের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং প্রতিবেদন: বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্টে সংঘটিত বিক্ষোভের সময়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অপব্যবহার, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.ohchr.org/sites/default/files/2025-05/hr-reoprt-bangla-v3.pdf (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[১৮] ক্রিস্টোফার জাইলস, ঋদ্ধি ঝা, রাফিদ হোসেইন, তারেকুজ্জামান শিমুল, 'বিবিসির অনুসন্ধানে ৫ই অগাস্ট ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে পুলিশি হত্যাকাণ্ডের যে চিত্র উঠে এসেছে', *বিবিসি নিউজ বাংলা*, ০৯ জুলাই ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/ce9x120d74yo (১৭ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'জুলাইয়ে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের অনুমোদন শেখ হাসিনা নিজেই দিয়েছিলেন', ০৯ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ze4wyae5qu (২৫ জুলাই ২০২৫)।

[১৯] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, https://images.prothomalo.com/prothomalo-bangla/2024-11-10/brx47wyc/zehzgzel.pdf (১৩ নভেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা ও মব সন্ত্রাস: আইন উপদেষ্টা', ৩১ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/b7rrj8dlck (৬ আগস্ট ২০২৫)।

[২০] *দৈনিক সংগ্রাম*, 'চব্বিশের জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান-সারাদেশে ১৭৮৫ মামলা। হত্যা মামলা ২৫টিসহ ৮১টির চার্জশিট', ১৯ নভেম্বর ২০২৫, https://www.dailysangram.com/bangladesh/country-news/hmaTOVZkxsdM/ (২০ নভেম্বর ২০২৫); প্রতিবেদন প্রকাশের হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যায়।

[২১] *ডয়েচে ভেলে*, 'বাংলাদেশ: ভুয়া মামলা থেকে মুক্তি মিলবে কবে?', ৯ নভেম্বর ২০২৫ https://www.dw.com/bn/বাংলাদেশ-ভুয়া-মামলা-থেকে-মুক্তি-মিলবে-কবে/a-74678613 (২০ নভেম্বর ২০২৫); প্রতিবেদন প্রকাশের হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যায়।

[২২] *জাগোনিউজ২৪*, 'জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ১০৬ মামলায় অভিযোগপত্র দাখিল', ২ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.jagonews24.com/national/news/1072716 (২০ জানুয়ারি ২০২৫); প্রতিবেদন প্রকাশের হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যায়।

রহমানসহ তিনজন উপদেষ্টা। এর বাইরে গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক আমলা।[২৩] ২০২৫ সালের ২০ নভেম্বর পর্যন্ত পতিত সরকারের ১২৮ জন মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।[২৪]

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং আওয়ামী লীগ সরকারের দেড় দশকের শাসনামলে গুম-খুন-নির্যাতনের ঘটনায় ৪ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা ও চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়ে ৪৫০টি অভিযোগ জমা পড়ে। উল্লেখ্য, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ইউপিডিএফ নেতা মাইকেল চাকমা[২৫], বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন আহমদের[২৬] গুমের অভিযোগও এর ভেতর রয়েছে। এখন পর্যন্ত ৪৫টি মামলা হয়েছে।[২৭] এর ভেতর গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে করা একটি মামলা রয়েছে, আর বাকি তিনটি হল রাজধানীর চানখাঁরপুল এলাকায় ছয়জনকে গুলি করে হত্যার মামলা, আশুলিয়ায় ছয়জনের লাশ পোড়ানোর মামলা এবং রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ হত্যার মামলা। এসব মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২০৯ জনকে আসামি করা হয়েছে। এর মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৮৪ জনকে, যাদের মধ্যে সাবেক মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী, সাবেক উপদেষ্টা, সাবেক মেয়র ও সাবেক সংসদ সদস্য আছেন। এখনো পলাতক ১২৫ জন।[২৮]

এছাড়া গণ-অভ্যুত্থানে হত্যায় জড়িত বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হয়েছে। পুলিশের গুলিবর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় সরকার পতন-পরবর্তী ১১ মাসে সারা দেশে পুলিশের বিরুদ্ধে ৭৬১টি মামলায় আসামির তালিকায় রয়েছেন পুলিশের ১ হাজার ১৬৮ সদস্য। এসব মামলার আসামিদের মধ্যে সাতজন সাবেক আইজিপি, ৪১ অতিরিক্ত আইজিপি, ১২ সাবেক ডিআইজি, ১১ জন বর্তমান ডিআইজি, ৪৯ জন অতিরিক্ত ডিআইজি, ৬৬ জন পুলিশ সুপার এবং বিভিন্ন পদের আরও ৯৮২ জন পুলিশ সদস্য রয়েছেন। এর মধ্যে সাবেক আইজিপি আবদুল্লাহ আল-মামুন, এ কে এম শহীদুল হক, সাবেক ডিআইজি মোল্লা নজরুল ইসলাম, এডিশনাল এসপি আব্দুল্লাহিল কাফীসহ ৬১ জন পুলিশ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। এসব অধিকাংশ মামলার তদন্ত শেষ হয়নি।[২৯] তবে ২০ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে রাজধানীর চানখাঁরপুলে শিক্ষার্থী আনাসসহ ছয় জনকে হত্যার ঘটনায় সাবেক ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ আট পুলিশ সদস্যকে অভিযুক্ত করে জুলাই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা।[৩০] কিছু কিছু বিভাগীয় পদক্ষেপের বাইরে বাস্তবে পুলিশের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর জবাবদিহির অগ্রগতি হয়নি। পুলিশের বিরুদ্ধে করা মামলার তদন্ত শেষ না হওয়ার পেছনে পুলিশের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে না পারা সরকারের সদিচ্ছা ও সক্ষমতার ঘাটতির পরিচায়ক।

আইন সংশোধন

অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের এক বছরের মধ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩ তিনবার সংশোধন করা হয়। প্রথমে ২০২৪ সালের আগস্টে সরকার পতনের পর বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার সুপারিশের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।[৩১] আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) ২০১০ সালে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারপ্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ ছিল বলে সুষ্ঠু বিচার ও নিরপেক্ষ বিচারিক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে এ সংক্রান্ত আইন সংশোধনের আহ্বান জানায়।[৩২] এর পরিপ্রেক্ষিতে আইন মন্ত্রণালয় আট দফা সংশোধনী প্রস্তাবের খসড়া নিয়ে ২৩

---

[২৩] *প্রথম আলো*, 'গণ-অভ্যুত্থানের ৬ মাস: সাবেক ৩৬ মন্ত্রী, ৪৩ এমপি গ্রেপ্তার', ৮ ফেব্রুয়ারি, https://www.prothomalo.com/bangladesh/hvkmmh6md4 (২৫ জুলাই ২০২৫)।

[২৪] *দৈনিক গণমুক্তি*, 'আসামী ২ লাখ ২৪ হাজার: আওয়ামীলীগের বিরুদ্ধে ১৬ মাসে ৪ হাজার মামলা, গ্রেপ্তার ৭৫ হাজার', ২০ নভেম্বর ২০২৫, https://dailyganomukti.com/আওয়ামীলীগের-বিরুদ্ধে-১৬/ (২০ নভেম্বর ২০২৫); প্রতিবেদন প্রকাশের হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যায়।

[২৫] *ডেইলি স্টার বাংলা*, 'ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মাইকেল চাকমার অভিযোগ', ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news-637336 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[২৬] *প্রথম আলো*, 'শেখ হাসিনাসহ সাতজনের বিরুদ্ধে গুমের অভিযোগ দিলেন বিএনপির সালাহউদ্দিন', ৩ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/kqck4teg69 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[২৭] *ডয়েচে ভেলে*, 'বাংলাদেশ: ভুয়া মামলা থেকে মুক্তি মিলবে কবে?', ৯ নভেম্বর ২০২৫ https://www.dw.com/bn/বাংলাদেশ-ভুয়া-মামলা-থেকে-মুক্তি-মিলবে-কবে/a-74678613 (২০ নভেম্বর ২০২৫); প্রতিবেদন প্রকাশের হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যায়।

[২৮] *প্রথম আলো*, 'শেখ হাসিনাসহ আসামি ২০৬, গ্রেপ্তার ৭৩ জন', ১ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/1tpzt1euff (২৮ জুলাই ২০২৫); *বাসস*, 'জুলাই অভ্যুত্থানে ৭৩১ হত্যাসহ ১৭৩০ মামলা, সুষ্ঠু তদন্তে কাজ করছে পুলিশ: আইজিপি', ৬ আগস্ট ২০২৫, https://www.bssnews.net/bangla/national/222294 (৬ আগস্ট ২০২৫); প্রতিবেদন প্রকাশের হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যায়।

[২৯] *ইন্ডিপেনডেন্ট*, '১১ মাসে গ্রেপ্তার ৬১ পুলিশ সদস্য, শেষ হয়নি কোনো মামলার তদন্ত', ৮ জুলাই ২০২৫, https://www.itvbd.com/226549 (২০ জুলাই ২০২৫)।

[৩০] *একাত্তর টিভি*, 'আট পুলিশের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে প্রথম তদন্ত প্রতিবেদন', ২১ এপ্রিল ২০২৫, https://ekattor.tv/capital/77231/আট-পুলিশের-বিরুদ্ধে-ট্রাইব্যুনালে-প্রথম-তদন্ত (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)।

[৩১] সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শাহদীন মালিকের মতে ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনে যুদ্ধাপরাধের বিচার করার কথা বলা হয়েছে। এই আইন সংস্কার না করে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের বিচার করা হলে বিতর্ক উঠতে পারে। সূত্র: কাদির কল্লোল, 'আওয়ামী লীগের তৈরি আইনেই এগোচ্ছে ট্রাইব্যুনাল', *প্রথম আলো*, ১৮ অক্টোবর ২০২৪।

[৩২] *প্রথম আলো*, 'সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিতের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধনের আহ্বান এইচআরডব্লিউর', ২৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/o4we8aws64 (২৪ অক্টোবর ২০২৪)।

সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ ঢাকায় একটি মতবিনিময় সভা করে, যেখানে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনে পাঁচটি ধারা-উপধারা সংযোজন এবং তিনটি ধারা সংশোধনের খসড়া প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়।[৩৩] কিন্তু আইন সংস্কার করার আগেই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ট্রাইব্যুনাল বিচারের প্রাথমিক কাজ শুরু করে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ বিগত সরকারের কর্তাব্যক্তিদের এবং সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ দাখিল করা হয়। যদিও সরকারের মতে ট্রাইব্যুনালের প্রাথমিক কাজ শুরু এবং আইন সংশোধনের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই।[৩৪]

পরবর্তীতে ২০২৪ সালের ২৪ নভেম্বর সংশোধিত অধ্যাদেশ জারি হয়, যেখানে ১১টি ধারা সংশোধন, ২টি ধারা প্রতিস্থাপন ও ৪টি ধারা সন্নিবেশ করা হয়। এর ফলে ট্রাইব্যুনালে দেশের বাইরে সংঘটিত অপরাধ, এবং দেশের অভ্যন্তরে কোনো বিদেশির করা অপরাধের বিচার করা যাবে। এছাড়া মানবতাবিরোধী অপরাধের সংজ্ঞায় জোরপূর্বক গুমসহ বিভিন্ন অপরাধ যুক্ত করা, বিদেশি পর্যবেক্ষককে অনুমতি প্রদান, অডিও ও ভিডিওর মাধ্যমে বিচারকাজ ধারণ ও সম্প্রচার, বিদেশি কাউন্সেলের বিধান, বিচারকালে অভিযুক্তের অধিকার, অন্তর্বর্তীকালীন আপিলসহ আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সংগতিপূর্ণ বিভিন্ন বিধান যুক্ত করা হয়।[৩৫]

এরপর ২০২৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি উক্ত আইনের দ্বিতীয় সংশোধনী হয়। দ্রুত বিচার সম্পন্ন করার জন্য এই আইনে আসামির আত্মপক্ষ সমর্থনের সময় ছয় (৬) সপ্তাহ থেকে কমিয়ে তিন (৩) সপ্তাহ করা হয়। পাশাপাশি, বিচার ত্বরান্বিত করতে তল্লাশি ও জব্দের জন্য তদন্ত কর্মকর্তার ট্রাইব্যুনাল থেকে অনুমতি নেওয়ার বিধান বাতিলসহ বেশ কিছু সংশোধনী আনা হয়।[৩৬]

সর্বশেষ ২০২৫ সালের ১০ মে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী আন্দোলনের নেতাদের একাংশ কর্তৃক গঠিত দল জাতীয় নাগরিক পার্টি, জামায়াতে ইসলামীসহ কয়েকটি দলের আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের দাবির মুখে উপদেষ্টা পরিষদের জরুরি বৈঠকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন আরেক দফা সংশোধনের সিদ্ধান্ত হয়। এর ফলে কোনো সংগঠন যেমন রাজনৈতিক দল বা তার সহযোগী কোনো সত্তার উক্ত আইনের আওতাভুক্ত কোনো অপরাধে জড়িত থাকার প্রমাণসাপেক্ষে ট্রাইব্যুনাল ওই সংগঠনের কার্যক্রম স্থগিত বা নিষিদ্ধ করা, নিবন্ধন বা লাইসেন্স বাতিল এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা পায়।[৩৭] একই সময়ে অন্তর্বর্তী সরকার ট্রাইব্যুনালে আওয়ামী লীগ এবং দলটির নেতাদের বিচার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দলটির যাবতীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে।[৩৮]

আইন সংশোধনের পাশপাশি ৮ মে ২০২৫ তারিখে সাবেক বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে তিন সদস্যের আরেকটি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। মূলত দ্রুত বিচার নিষ্পত্তি এবং অভিযোগ-অভিযুক্তের সংখ্যা, কাজের চাপ ইত্যাদি বিবেচনায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ গঠন করা হয়। এর প্রেক্ষিতে বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের পূর্বে গঠিত ট্রাইব্যুনালকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[৩৯]

জুলাই-আগস্ট গণহত্যায় জড়িতদের বিচার

জুলাই-আগস্টের মানবতাবিরোধী অপরাধের আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু হয়েছে, এবং এখন পর্যন্ত নিয়মিত তিনটি মামলার বিচারের রায় দেওয়া হয়েছে। ১০ জুলাই ২০২৫ তারিখে গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনাসহ তিনজনকে অভিযুক্ত করে বিচার শুরুর আদেশ দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১। এই মামলায় বাকি দুই আসামি সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, বর্তমানে ভারতে পলাতক ও অন্য আসামি পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন। অভিযোগ গঠনের শুনানিতে মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত থাকার দায় স্বীকার করে সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন 'অ্যাপ্রুভার' বা রাজসাক্ষী হয়েছিলেন। দেড় হাজারের বেশি মানুষকে হত্যার উস্কানি, প্ররোচনা ও নির্দেশ, 'সুপিরিয়র কমান্ড রেসপন্সিবিলিটি' এবং 'জয়েন্ট ক্রিমিনাল এন্টারপ্রাইজের' মোট পাঁচটি অভিযোগ আনা হয়েছিল উপরোক্ত তিন আসামির বিরুদ্ধে। এসব ঘটনায় আসামিরা জ্ঞাতসারে এ ধরনের অপরাধ সংঘটনের নির্দেশ, প্ররোচনা, উস্কানি,

---

[৩৩] *প্রথম আলো*, 'দল নিষিদ্ধের প্রস্তাব সংশোধনীর খসড়ায়', ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/v7c20gzdi7 (২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৩৪] *প্রথম আলো*, 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারকাজ শুরু', ১৭ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/unx670n4gj (১৭ অক্টোবর ২০২৪)।

[৩৫] *বিডিনিউজ২৪.কম*, 'সংশোধনে আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন 'আন্তর্জাতিক মানের' হয়েছে: প্রসিকিউটর', ২৫ নভেম্বর ২০২৪, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/1b331165f9ef (২০ জুলাই ২০২৫)।

[৩৬] *প্রথম আলো*, 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনে সংশোধন: আসামির আত্মপক্ষ সমর্থনের সময় কমল', ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/1rnztg9133 (২০ জুলাই ২০২৫)।

[৩৭] *বিডিনিউজ২৪.কম*, 'ট্রাইব্যুনালে দোষী সাব্যস্ত হলে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের বিধান', ১১ মে ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/politics/2f9a00e7c185 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৩৮] International Crimes (Tribunals) (Second Amendment) Ordinance, 2025, ১০ মে ২০২৫, https://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/57491_59258.pdf (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৩৯] *প্রথম আলো*, 'বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ গঠন', ৮ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/0rv4wq7rbn (২৮ জুলাই ২০২৫)।

সহায়তা, সম্পৃক্ততা এবং ষড়যন্ত্রসহ অন্যান্য অমানবিক আচরণ করার মাধ্যমে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত করেছে বলে শুনানিতে জানা যায়।[৪০] ১৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে মামলার রায়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মৃত্যুদণ্ড, রাজসাক্ষী হওয়ায় পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শকের পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।[৪১] মামলায় প্রায় ১০ হাজার পৃষ্ঠার নথি, ৯৩টি ডকুমেন্টারি, ৩২টি বস্তুগত আলামত এবং ৮৪ জন সাক্ষীর জবানবন্দি উপস্থাপন করা হয়।[৪২]

আরেকটি মামলায় গত ২৬ জানুয়ারি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর চানখাঁরপুল এলাকায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ তিন পুলিশ কর্মকর্তার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। অন্য পাঁচ আসামিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেন ট্রাইব্যুনাল-১।[৪৩] এছাড়া সাভারের আশুলিয়ায় ছয়জনের লাশ পোড়ানোসহ সাতজনকে হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সংসদ সদস্যসহ ছয়জনকে মৃত্যুদণ্ড, সাতজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, দুজনকে সাত বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আর একজন সাক্ষী হওয়ায় তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।[৪৪]

এছাড়া ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ হত্যায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় যুক্তিতর্ক শেষ হয়ে মামলাটি রায়ের অপেক্ষায় আছে।[৪৫] বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ হত্যা মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠিত হয় ১৪ জুলাই ২০২৫। এ মামলার বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য মো. হাসিবুর রশীদসহ মোট ৩০ জনকে আসামি করা হয়েছে। আসামিদের মধ্যে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রক্টর শরিফুল ইসলাম, পুলিশের সাবেক সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) আমির হোসেন, সাবেক কনস্টেবল সুজন চন্দ্র রায় ও নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ নেতা ইমরান চৌধুরী ওরফে আকাশসহ ছয়জন কারাগারে। বাকি ২৪ আসামিকে আত্মসমর্পণ করতে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার জন্য গত ১১ জুলাই আদেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল-২।[৪৬] আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দুটি বেঞ্চে মোট ১০টি মামলা বিচারাধীন ও নিষ্পত্তির পর্যায়ে রয়েছে।[৪৭]

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালে মোট পাঁচটি মামলার মধ্যে ২ জুলাই ২০২৫ আদালত অবমাননার একটি মামলায় তাঁকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এটিই প্রথম কোনো মামলা, যেখানে শেখ হাসিনার কারাদণ্ড হয়েছে। এর আগে ২০২৪ সালের ৫ ডিসেম্বর সাবেক প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া ঘৃণা, বিদ্বেষ ও উসকানিমূলক (হেইট স্পিচ) সব ধরনের বক্তব্য ও বিবৃতি প্রচার ও প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা দেয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। অভ্যুত্থান-পরবর্তী বিভিন্ন সময় শেখ হাসিনার প্রকাশিত অডিও আন্দোলনে নিহতদের পরিবারের সদস্য ও আহতদের মনে ভীতি সঞ্চার করবে এই অভিযোগে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়।[৪৮] এখন ট্রাইব্যুনালে আর তিনটি মামলা বিচারাধীন।[৪৯]

এছাড়া হেগের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার সরকারের মন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রনায়কদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ এনে একজন আইনজীবী অভিযোগ করেছেন। লন্ডনের একজন আইনজীবী আসরাফুল আরাফিন

---

[৪০] *সমকাল*, 'মানবতাবিরোধী অপরাধে শেখ হাসিনার বিচার শুরু', ১১ জুলাই ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh/article/304823 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৪১] *বিবিসি নিউজ*, 'যেসব অভিযোগে শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছে ট্রাইব্যুনাল', ১৭ নভেম্বর ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/cx2pv942vzxo (২০ নভেম্বর ২০২৫)।

[৪২] *প্রথম আলো*, 'লন্ডনে প্রসিকিউশনের গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর: ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার বিচার আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে হয়েছে', ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/sv6n2jajex (২০ ডিসেম্বর ২০২৫)।

[৪৩] *প্রথম আলো*, 'আশুলিয়ায় লাশ পোড়ানোর মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য সাইফুলসহ ৬ আসামির মৃত্যুদণ্ড', ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/aql7wp7bba# (৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৪৪] *প্রাগুক্ত।*

[৪৫] *প্রথম আলো*, 'আবু সাঈদের মামলায় যুক্তিতর্ক শেষ, এখন রায়ের অপেক্ষায়', ২৭ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ipy05uf1k2 (১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৪৬] *প্রথম আলো*, 'শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলায় 'রাজসাক্ষী' সাবেক আইজিপি', ১১ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/fft12ry4gx (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৪৭] *প্রথম আলো*,' লন্ডনে প্রসিকিউশনের গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর: ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার বিচার আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে হয়েছে', ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/sv6n2jajex (২০ ডিসেম্বর ২০২৫)।

[৪৮] *ইত্তেফাক*, 'শেখ হাসিনার বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রচার-প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা', ৬ ডিসেম্বর, ২০২৪, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/366781/6751d8e5b8af3 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৪৯] *জাগোনিউজ*, *'শেখ হাসিনার আরও ৩ মামলা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন'*, ২০ নভেম্বর ২০২৫ https://www.jagonews24.com/law-courts/news/1069404 (২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)। একটি হলো ডিজিএফআইয়ের বন্দীশালা অর্থাৎ জেআইসি, সেখানে যে গুম এবং নির্যাতন করা হয়েছে তার একটি মামলা। আরেকটি হলো র‍্যাবের টিএফআই সেলে যে নির্যাতনের অভিযোগ, সে মামলা। এছাড়া ২০১৩ সালে শাপলা চত্বরে গণহত্যার ঘটনায় একটি মামলা।

২৮ অক্টোবর ২০২৪ রোম সংবিধির ১৫ অনুচ্ছেদের অধীনে গণ-অভ্যুত্থানের সময় বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গোপন আটক কেন্দ্রে নির্যাতন, এবং অন্যান্য নৃশংসতার অভিযোগে মামলাটি দায়ের করেন।[৫০]

২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করতে রেড অ্যালার্ট জারির জন্য আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোলের কাছে অনুরোধ জানায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়। তিনি মানবতাবিরোধী অপরাধ সংগঠনের অভিযোগে অভিযুক্ত এবং বাংলাদেশের জুরিসডিকশনের বাইরে চলে যাওয়ার কারণে আন্তর্জাতিক পুলিশিং সংস্থা হিসেবে ইন্টারপোল যাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা নেয় এবং তাঁর ব্যাপারে অন্তত রেড অ্যালার্ট জারি করে, সেই ব্যাপারে অনুরোধ পাঠনো হয়।[৫১] ১০ এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত সাবেক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, সাবেক মহাপরিদর্শক বেনজীর আহমেদেসহ মোট ১২ জনের বিরুদ্ধে 'রেড নোটিশ' জারির জন্য ইন্টারপোলের কাছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিঠির প্রেক্ষিতে আবেদন করেছে বাংলাদেশ পুলিশের ন্যাশনাল সেন্ট্রাল ব্যুরো (এনসিবি),[৫২] যদিও এর ভেতর শুধু বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি করেছে আন্তর্জাতিক সংস্থাটি।[৫৩]

এছাড়া হাইকোর্টের মামলার তদন্তে বিভিন্ন সংস্থার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন এবং তদন্ত শেষে ছয় মাসের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।[৫৪] এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এসব শাস্তির মধ্যে রয়েছে সাময়িক বহিষ্কার, ক্লাস ও পরীক্ষা থেকে বিভিন্ন মেয়াদে বিরত রাখা।[৫৫]

বিচারপ্রক্রিয়ায় ঘাটতি

জুলাই-আগস্ট গণহত্যায় জড়িতদের বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হলেও এই প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অভিযুক্তের গোপনে দেশত্যাগের অভিযোগ রয়েছে, যেখানে সেনাবাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা সংস্থা ও স্থানীয় রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে সহায়তার অভিযোগ রয়েছে।[৫৬] শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের অন্তত ১৫ জন কেন্দ্রীয় নেতা, সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যরা দেশ ছেড়েছেন বলে জানা যায়, যদিও অবৈধ পথে দেশ ছাড়ায় ইমিগ্রেশন বিভাগের নথিতে তাঁদের দেশত্যাগের তথ্য নেই। এর বাইরে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ এবং অন্যান্য সংগঠনের সাবেক ও বর্তমান নেতাদের মধ্যে অন্তত ২৭ জনের দেশ ছাড়ার খবর জানা যায়। তবে দেশ ছেড়ে পালানো ব্যক্তিদের প্রকৃত সংখ্যা কয়েকশত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এছাড়া পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে ৫ আগস্ট ২০২৪-এর কিছুদিন আগে বিদেশে পাড়ি জমিয়ে আর দেশে ফেরেননি আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের অন্তত ১৩ নেতা।[৫৭] পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১০ কর্মকর্তা 'ওয়ারেন্ট' এবং 'ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা' সত্ত্বেও বিদেশে পালিয়ে গেছেন।[৫৮] উল্লেখ্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিগত সরকার-সংশ্লিষ্ট যে ৬২৬ জনকে বিভিন্ন সেনানিবাসে আশ্রয় দিয়েছিল তার তালিকা প্রকাশ করে ২২ মে ২০২৫। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)-এর প্রকাশিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি হতে জানা যায়, ৬১৫ জন নিজ উদ্যোগে সেনানিবাস ত্যাগ করেছেন, অভিযোগ বা মামলার ভিত্তিতে চারজনকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং সাতজন এখনো সেনানিবাসে অবস্থান করছেন। ৬২৬ জন আশ্রিতদের

---

[৫০] *ডেইলি স্টার*, 'লইয়ার ফাইলস কমপ্লেইন্ট এগেইনস্ট শেখ হাসিনা অ্যাট দ্যা হেগ', ৩ নভেম্বর ২০২৪, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/lawyer-files-complaint-against-hasina-the-hague-3742856 (৯ নভেম্বর ২০২৪)।

[৫১] *প্রথম আলো*, 'শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তারে ইন্টারপোলকে রেড অ্যালার্ট জারির অনুরোধ', ১২ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/4v8s77bfj7 (১৩ নভেম্বর ২০২৪)।

[৫২] *প্রথম আলো*, 'ইন্টারপোলে আবেদন: হাসিনা, কাদের, বেনজীরসহ ১২ জনের বিরুদ্ধে 'রেড নোটিশ' জারির চিঠি', ১৯ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/n5wliglzaj (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৫৩] *প্রথম আলো*, 'সাবেক আইজিপি বেনজীরের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের 'রেড নোটিশ' জারি', ২২ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/rm4jmlhu22 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৫৪] *প্রথম আলো*, 'তদন্তে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠনের নির্দেশ', ১ অক্টোবর ২০২৪।

[৫৫] *প্রথম আলো*, 'ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি-সম্পাদকসহ ২৮ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার', ০৫ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/9h5727kxph (৬ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ছাত্রলীগের ২০ নেতা-কর্মীকে শাস্তি দিল কর্তৃপক্ষ', ০২ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/rog3sd6shn (৩ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি-সম্পাদকসহ ১৮ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি', ০২ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ol0cb2h39a (২ অক্টোবর ২০২৪); শিক্ষা বার্তা, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের ১২৮ জন বহিষ্কার' ২০ জুলাই ২০২৫, https://shikshabarta.com/224212/ (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৫৬] *মানবজমিন*, 'আনোয়ারুজ্জামানের দেশত্যাগ নিয়ে সিলেটের রাজনীতিতে নিঃশব্দ উত্তেজনা', ২৭ মার্চ, ২০২৫, https://m.mzamin.com/news.php?news=154232 (২৮ জুলাই ২০২৫); *নেত্র নিউজ*, 'এনএসআই ও ডিজিএফআই-এর অনাপত্তিতে আবদুল হামিদের বিদেশযাত্রা: নথি', ৯ মে ২০২৫, https://netra.news/2025/nsi-dgfi-cleared-abdul-hamid-passage/(২৮ জুলাই ২০২৫); *যুগান্তর*, 'শিরীন শারমিন কোথায়, ঘরে বসে আঙুলের ছাপ দেওয়ার অভিযোগ' ২৪ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.jugantor.com/politics/907848 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৫৭] মাহমুদুল হাসান, 'দেশ ছেড়েছেন আওয়ামী লীগের অনেকেই', *প্রথম আলো*, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/uvtv0pg64r (১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৫৮] মারজিয়া হাশমি মোমো, 'টেন বাংলাদেশ আর্মি অফিসার্স "ফ্লেড অ্যাব্রড ডেসপাইট ওয়ারান্টস অ্যান্ড ট্রাভেল ব্যানস", *নেত্র নিউজ*, ১৫ জুলাই ২০২৫, https://netra.news/2025/10-bangladesh-army-officers-fled-abroad-despite-warrants-and-travel-bans/ (২৮ জুলাই ২০২৫)।

মধ্যে ২৪ জন রাজনৈতিক ব্যক্তি, ৫ জন বিচারক, ১৯ জন বেসামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তা, ২৮ জন পুলিশ কর্মকর্তা ও ৪৮৭ জন পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যসহ বিবিধ ১২ জন এবং ৫১ জন পরিবার পরিজন ছিলেন।[৫৯] এখানে লক্ষণীয়, প্রকাশিত তালিকার অনেকে আসামি হিসেবে পরবর্তীতে বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত, তৎকালীন পুলিশের আতিরিক্ত আইজিপি প্রধান মনিরুল ইসলাম, সাবেক মন্ত্রী শিরিন শারমিন চৌধুরীসহ অনেকে এখনো আত্মগোপনে আছেন। এক্ষেত্রে সেনাবাহিনীকে জবাবদিহি করা হয়নি বা সরকারের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। পাশাপাশি ৫ আগস্ট গুলি চালানোর ঘটনায় সেনাবাহিনী বা সরকারের তরফ থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

পতিত সরকারের পতনের পরপর এ সময়ে ক্ষেত্রবিশেষে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মামলা দায়ের করা হয় এবং মামলায় ঢালাওভাবে আসামী হিসেবে নাম দেওয়া হয়। দায়েরকৃত মামলাগুলোয় নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত অভিযুক্ত আসামি প্রায় ১ লাখ ৫৪ হাজার ৭৩৬ জন।[৬০] দায়েরকৃত মামলাগুলোয় গ্রেপ্তার হয়েছেন ২১ হাজার ৮৫৪ জন। এখানে উল্লেখ্য একই মামলায় অনেকক্ষেত্রেই অভিযুক্তের সংখ্যা শতাধিক। এছাড়া পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে অন্তত ৬৬৩টি ফৌজদারি মামলা রুজু করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪৫৩টি হত্যা মামলা। বাকি ২১৭টি মামলার অধিকাংশই হত্যাচেষ্টা, অপহরণ ও গুমের মামলা।[৬১] এছাড়া জুলাই আন্দোলনে বিভিন্ন ফৌজদারি অপরাধে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ৪ হাজার ১৭টি মামলায় অভিযুক্ত ২ লাখ ২৪ হাজার ৮১৩ জন ও গেস্থপ্তার হয়েছেন ৭৫ হাজার ৪০০ জন যার ৫৫ ভাগ জামিনে মুক্ত। এ হার জেলা শহরে আরও বেশি।[৬২]

এসব মামলার ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে, যেখানে পূর্বশত্রুতা, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করা এবং চাঁদাবাজি ও হয়রানি করতে অনেককে আসামি করা হয়েছে, আবার অব্যাহতি দেওয়ার নামে চাঁদাবাজি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আসামী কে বা কারা তা বাদী জানেন না।[৬৩] চাপের মুখে তদন্ত না করে মামলা গ্রহণ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হলেও এবং কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি হলেও ঢালাও মামলা, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অপরাধের ধরন অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট মামলা না দেওয়ার ফলে মামলার ভিত্তি দুর্বল হয়েছে। তবে ঢালাও বা হয়রানিমূলক আসামি করার বিষয়ে ওঠা অভিযোগ তদন্ত করতে প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও সরকারি কৌঁসুলির (পিপি) সমন্বয়ে এবং মহানগরের ক্ষেত্রে পুলিশ কমিশনার ও বিভাগীয় কমিশনারের সমন্বয়ে কমিটি করা হয়েছে।[৬৪]

এসব মামলার প্রতিবেদন তৈরিতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন তদন্ত কর্মকর্তারা। পদ্ধতিগত জটিলতা ও ঘটনার পরিষ্কার চিত্র না থাকায় ৩০ শতাংশ মামলার অগ্রগতি হয়নি। এসব মামলার প্রতিবেদন দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধানত চার ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে পুলিশের – বেশির ভাগ শহীদের ময়নাতদন্ত না হওয়ায় লাশ উত্তোলন করা, মেডিকেল প্রতিবেদনে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার কথা উল্লেখ না থাকা বা মৃত্যুর সঠিক কারণ লেখা না থাকা, এজাহারে ঘটনাস্থলের ভুল বর্ণনা এবং মামলায় অনেক ঢালাও আসামি থাকা। এর বাইরে বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের ভিডিওর ফরেনসিক প্রতিবেদন তৈরিতে বিলম্ব, নাম-পরিচয়হীন বেওয়ারিশ লাশ সংশ্লিষ্ট মামলা ও

---

[৫৯] *ইত্তেফাক*, 'সেনানিবাসে আশ্রয় দেওয়া ৬২৬ জনের তালিকা প্রকাশ', ২২ মে ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/733123 (২৫ জুলাই ২০২৫)।

[৬০] *দৈনিক সংগ্রাম*, 'চব্বিশের জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান-সারাদেশে ১৭৮৫ মামলা। হত্যা মামলা ২৫টিসহ ৮১টির চার্জশিট', ১৯ নভেম্বর ২০২৫, https://www.dailysangram.com/bangladesh/country-news/hmaTOVZkxsdM/ (২০ নভেম্বর ২০২৫); প্রতিবেদন প্রকাশের হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যায়।

[৬১] *প্রাগুক্ত।*

[৬২] *দৈনিক গণমুক্তি*, 'আসামী ২ লাখ ২৪ হাজার: আওয়ামীলীগের বিরুদ্ধে ১৬ মাসে ৪ হাজার মামলা, গ্রেপ্তার ৭৫ হাজার', ২০ নভেম্বর ২০২৫, https://dailyganomukti.com/আওয়ামীলীগের-বিরুদ্ধে-১৬/ (২০ নভেম্বর ২০২৫); প্রতিবেদন প্রকাশের হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যায়।

[৬৩] দেখুন নজরুল ইসলাম, 'আগে ছিল 'গায়েবি' মামলা, এখন 'ইচ্ছেমতো' আসামি', *প্রথম আলো*, ১৬ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/485gbnaxwd (১৬ অক্টোবর ২০২৪); রাজিউল ইসলাম, 'দিনাজপুরে হত্যা মামলা থেকে নাম কাটাতে চলছে 'হলফনামা-বাণিজ্য', *প্রথম আলো*, ১৬ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/fdliwdtyzi (১৬ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'মামলায় এত আসামি কে দিল, তা নিয়ে প্রশ্ন বাদীর', ২০ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/1gu32klr5s (২২ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'জেড আই খান পান্নার নাম বাদ দিতে এবার বাদীর আবেদন', ২১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/kwn9b0te6h (২২ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'জীবিত স্বামীকে গণ-অভ্যুত্থানে 'মৃত' দেখিয়ে শেখ হাসিনাসহ ১৩০ জনের বিরুদ্ধে মামলা', ১২ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/qaiisxltqi (১৩ নভেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'সাবেক এমপির বিরুদ্ধে মামলা: বাদী বিএনপি কর্মী বললেন, 'ভুল বুঝিয়ে করানো হয়েছে', ০১ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/qvkdmde093 (৬ নভেম্বর ২০২৪); *সমকাল*,'তিন লাখ ৫৯ হাজার গ্রেপ্তার', ১ জুন, ২০২৫, https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2025-06-01/1/49 (২৫ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'প্রমাণ ছাড়া এসব গ্রেপ্তার থামাতেই হবে', ৫ জুন, ২০২৫, https://www.prothomalo.com/opinion/column/k2omhe2ggb (২৫ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'এসব মামলায় ক্ষুণ্ন হচ্ছে গণ-অভ্যুত্থানের ভাবমূর্তি', ২২ জুলাই, ২০২৫, https://www.prothomalo.com/opinion/column/2c8cpdfe65 (২৫ জুলাই ২০২৫)।

[৬৪] *প্রথম আলো*, 'শেখ হাসিনাসহ আসামি ২০৬, গ্রেপ্তার ৭৩ জন', ১ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/1tpzt1euff (২৮ জুলাই ২০২৫)।

তদন্ত অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এজন্য কোথাও বিকল্প উপায়ে ঘটনার প্রমাণ সংগ্রহ বা যেসব ক্ষেত্রে তদন্তসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলোর জন্যও অপেক্ষা করা হচ্ছে।[৬৫]

এছাড়া গত সরকারের বিভিন্ন প্রভাবশালী রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তার নিয়ে লুকোচুরি পরিলক্ষিত হয়েছে – এককজন অভিযুক্তকে একাধিকবার একেক জায়গা থেকে গ্রেপ্তারের সংবাদ দেওয়া হয়।[৬৬] আইনি প্রক্রিয়া লঙ্ঘন করে গ্রেপ্তার ও রিমান্ডের পুরনো ধারা বিদ্যমান বলে লক্ষ করা যায়।[৬৭] বিচারপ্রক্রিয়া পরিচালনার সময় কয়েকটি প্রতিশোধপরায়ণ হয়রানির ঘটনা ঘটেছে – এর মধ্যে গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী আদালতে আক্রমণের শিকার হওয়া, পরীক্ষা দিতে আসা ছাত্রলীগ নেত্রী আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সামনে লাঞ্ছিত হওয়া, সাবেক বিচারপতির ওপর আক্রমণ, এবং আসামী পক্ষের আইনজীবীর ওপর হামলার ঘটনা উল্লেখযোগ্য।[৬৮] এছাড়া অযৌক্তিক মামলা দায়ের ও বিনা বিচারে আটক, মামলায় জামিনযোগ্য হলেও জামিন না দিয়ে দীর্ঘদিন আটকে রাখা, এবং সাংবাদিক ও পেশাজীবীদের হত্যা মামলার আসামি করা হয়েছে। ক্ষেত্রেবিশেষে সরকারি প্রভাবের অভিযোগ ছিল।

আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ সংশোধন করার আগেই বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করা নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নিয়োগকৃত বিচারক ও কৌঁসুলিদের নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক/ সমালোচনা হয়েছে, এবং ট্রাইব্যুনালে নিয়োগকৃত বিচারকদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এছাড়া ট্রাইব্যুনালে আসামীপক্ষের আইনজীবী রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী হওয়ায় স্বার্থের সংঘাত হবে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।[৬৯]

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের আগে-পরে সারা দেশে বিভিন্ন থানায় হামলা হয়। সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতায় ৪৪ জন পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়।[৭০] কিন্তু ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় যারা সক্রিয়ভাবে আন্দোলনের পক্ষে কাজ করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে ১৫ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট ঘটনার জন্য কোনো মামলা, গ্রেপ্তার বা হয়রানি না করার নির্দেশ দেওয়া হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায়।[৭১] পরবর্তীতে অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারে উদ্যোগ গৃহীত হয়। এ ধরনের দায়মুক্তি নিয়ে বিভিন্ন মহলে সমালোচনা ওঠে। অন্যদিকে ঢালাওভাবে প্রতিশোধপ্রবণ আটক করা হয়েছে এবং অনেকক্ষেত্রে জামিন না-মঞ্জুর করা হয়েছে। ২০২৬ সালের ২৫ জানুয়ারি জুলাই গণঅভ্যুত্থান (সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ) অধ্যাদেশ, ২০২৬ জারি করা হয় যেখানে ২০২৪ সালের ১৫ জুলাই থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত দায়মুক্তি দেওয়া হয়।[৭২]

বিচারের রায় ঘোষণা সরাসরি সম্প্রচার করার ইতিবাচক দৃষ্টান্ত দেখা গেলেও পুরোপুরি ন্যায্য ও আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে বিচারকার্য সম্পাদন ও বিচারের রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে সমালোচনা ছিল। এছাড়া বিচার প্রক্রিয়ায় দুর্বলতার কারণে প্রকৃত অপরাধীদের ন্যায়বিচার প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

গুম ও মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত তদন্ত ও বিচার

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর মানবাধিকার নিশ্চিতে গুম সংক্রান্ত তদন্ত ও বিচার কার্যক্রম শুরু করে। মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর হিসাব অনুযায়ী সারা দেশে ২০০৪ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত সময়ে কৈফিয়তহীন হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন ২ হাজার ৯৫৪ জন।[৭৩] অন্তর্বর্তী সরকার গুম থেকে সকল ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য গুমবিরোধী

---

[৬৫] *প্রথম আলো*, 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মামলার তদন্তে চার চ্যালেঞ্জ', ১২ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/z0wpkunwj5 (২৫ জুলাই ২০২৫)।

[৬৬] *খবরের কাগজ*, 'অপরাধী মন্ত্রীদের গ্রেপ্তারে লুকোচুরি কেন, প্রশ্ন রিজভীর', ২২ অক্টোবর ২০২৪, https://khaborerkagoj.com/politics/833340 (১৭ নভেম্বর ২০২৪)।

[৬৭] *প্রথম আলো*, 'সালমান, দীপু মনি, ইনু, মেননসহ ছয়জন আবার বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ডে', ০৮ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/3nhsn7mfq8 (৮ অক্টোবর ২০২৪)।

[৬৮] *প্রথম আলো*, 'পরীক্ষা দিতে আসা ছাত্রলীগ নেত্রীকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সামনেই লাঞ্ছিত করলেন মহিলা দলের নেত্রীরা', ২৭ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/qmqwjcdmx8 (২৮ অক্টোবর ২০২৪); রাফিউল ইসলাম, এমরুল হাসান বাপ্পী, 'আদালত প্রাঙ্গণে আসামি-আইনজীবীদের ওপর হামলা চলছেই', *ডেইলি স্টার*, ২ নভেম্বর ২০২৪, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news-626621 (১৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[৬৯] ডেভিড বার্গম্যান, 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচার ও বিচারক নিয়ে কিছু প্রশ্ন', *প্রথম আলো*, ২৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/opinion/column/zan427qihs (১৭ নভেম্বর ২০২৪)।

[৭০] *প্রথম আলো*, 'জুলাই-আগস্টে নিহত পুলিশ সদস্যদের তালিকা প্রকাশ', ২৫ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/zqhqbxhiij (১৭ নভেম্বর ২০২৪)।

[৭১] *বিবিসি বাংলা*, 'মামলা-গ্রেফতার থেকে দায়মুক্তির প্রশ্ন আসছে কেন, কারা পাবে?', ১৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.bbc.com/bengali/articles/c4g9ynqdzglo (১৪ নভেম্বর ২০২৪)।

[৭২] জুলাই গণঅভ্যুত্থান (সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ১৮ নং অধ্যাদেশ), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1611.html (২৫ জানুয়ারি ২০২৬)।

[৭৩] পার্থ শঙ্কর সাহা, 'দেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে ২০ বছরে নিহত ২,৯৫৪', *প্রথম আলো*, ০৪ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/jj8t0ayonm (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

আন্তর্জাতিক কনভেনশনে (ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দ্য প্রটেকশন অব অল পারসনস ফ্রম এনফোর্সড ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স – আইসিপিপিইডি) স্বাক্ষর করে ২৯ আগস্ট ২০২৪।[৭৪] এ বিষয়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রত্যেক নাগরিকের মানবাধিকার নিশ্চিত করা এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করা বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের অগ্রাধিকারমূলক বিষয়গুলোর অন্যতম। উল্লেখ্য, আইসিপিপিইডি জাতিসংঘের আওতাধীন একমাত্র আন্তর্জাতিক কনভেনশন যা জোরপূর্বক অন্তর্ধানকে কেন্দ্র করে গৃহীত হয়, যার লক্ষ্য জোরপূর্বক অন্তর্ধান বা গুম প্রতিরোধ করা, ভুক্তভোগীদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, এবং গুরুতর এই মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৫ এর জুলাই পর্যন্ত চারজনকে গুম থেকে উদ্ধার করা হয়। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে হাসিনা সরকারের পতনের পরদিন ৬ আগস্ট প্রায় আট বছর পর গোপন বন্দিশালা থেকে মুক্ত হন সাবেক সেনা কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (বরখাস্ত) আবদুল্লাহিল আমান আযমী ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আহমাদ বিন কাসেম (আরমান)। একই দিনে পাঁচ বছরের বেশি সময় পর গোপন বন্দিশালা থেকে মুক্ত হন পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) নেতা মাইকেল চাকমা।[৭৫] পরবর্তীতে ২০২৪ সালের ২১ ডিসেম্বর ঢাকার ধামরাই থেকে ভারত থেকে ঠেলে পাঠানো (পুশ-ইন) রহমতউল্লাহকে উদ্ধার হয়। তাকে ২০২৩ সালের ২৯ আগস্ট বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।[৭৬]

গুম সংক্রান্ত তদন্ত কমিশন

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গুমের ঘটনা তদন্তে ও ভুক্তভোগীদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে ২৭ আগস্ট ২০২৪ তারিখে কমিশন গঠন করে অন্তর্বর্তী সরকার। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ২০১০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), বিশেষ শাখা, গোয়েন্দা শাখা, আনসার ব্যাটালিয়ন, জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই), প্রতিরক্ষা বাহিনী, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই), কোস্টগার্ডসহ দেশের আইন প্রয়োগ ও বলবৎকারী কোনো সংস্থার কোনো সদস্য কর্তৃক জোরপূর্বক গুম হওয়া ব্যক্তিদের সন্ধানের নিমিত্তে এই তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনকে তদন্ত করে ৪৫ কার্যদিবসের মধ্যে সরকারের কাছে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়।[৭৭]

গুম সংক্রান্ত তদন্ত কমিশন এ পর্যন্ত দুইটি অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। গুম-সংক্রান্ত তদন্ত কমিশন ২০২৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর 'আনফোল্ডিং দ্য ট্রুথ' (সত্য উন্মোচন) শীর্ষক প্রথম অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন প্রধান উপদেষ্টার কাছে জমা দেয়, যেখানে গত ১৫ বছরে সংঘটিত বিভিন্ন গুমের ঘটনায় নির্দেশদাতা হিসেবে শেখ হাসিনার সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়ার কথা জানানো হয়।[৭৮] পরবর্তীতে কমিশন ৪ জুন ২০২৫ দ্বিতীয় অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন[৭৯] এবং সর্বশেষ ৪ জানুয়ারি ২০২৬ প্রধান উপদেষ্টার কাছে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেয়।[৮০] চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, কমিশনের কাছে এখন পর্যন্ত ১ হাজার ৯১৩টি অভিযোগ দাখিল হয়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে ১ হাজার ৫৬৯টি অভিযোগ সংজ্ঞা অনুযায়ী গুম হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এই ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে কমিশন দেখেছে, ১ হাজার ২৮২ জন (৮১.৭১ শতাংশ) নিখোঁজ ব্যক্তি পরে জীবিত অবস্থায় ফিরে এসেছেন এবং ২৮৭ জন (১৮.২৯ শতাংশ) এখনো 'মিসিং অ্যান্ড ডেড' ক্যাটাগরিতে। ২৮৭ জনের মধ্যে ২৫১ জন এখনো নিখোঁজ এবং ৩৬ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গুমের ঘটনাগুলোয় র‍্যাব, পুলিশ, ডিজিএফআইসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে আরও জানা যায়, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের শুরুতে সেনাবাহিনী যখন ব্রিগেডিয়ার আজমির অপহরণ পরীক্ষার জন্য একটি কোর্ট অব ইনকোয়ারি গঠন করে, ঠিক সে সময়ই র‍্যাবের বিরুদ্ধে ওঠা বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলী গুমের অভিযোগটি তদন্ত করতেও সেনাবাহিনীর একটি অভ্যন্তরীণ বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু সেই বোর্ড কোনো সিদ্ধান্তে না পৌঁছেই পরবর্তী সময়ে রহস্যজনকভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়।[৮১]

---

[৭৪] *প্রথম আলো*, 'গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ', ২৯ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/xyxurugc66 (১৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[৭৫] *প্রথম আলো*, 'গুম হওয়া ব্যক্তিদের সন্ধানে ৫ সদস্যের তদন্ত কমিশন', ২৮ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/haveesb5ix (১৪ নভেম্বর ২০২৪)।

[৭৬] *যুগান্তর*, 'গুম হওয়া' যুবককে দেড় বছর পর উদ্ধার', ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪, https://www.jugantor.com/country-news/894002 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৭৭] https://cabinet.gov.bd/sites/default/files/files/cabinet.portal.gov.bd/notices/de2c9b0a_6b66_477a_84cf_14a6b1ed84e4/55808_69193.pdf (১৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[৭৮] আহমদুল হাসান, 'গুম করা হতো তিনটি ধাপে', *প্রথম আলো*, ১৫ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/xpsdh2pi9v (২৯ জুলাই ২০২৫)

[৭৯] মাহমুদুল হাসান, '৩৬ জেলায় গুমের ঘটনার তথ্য পেয়েছে কমিশন', *প্রথম আলো*, ০৪ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/02f5789a4d (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৮০] *প্রথম আলো*, 'আওয়ামী লীগের শাসনামলে গুম হওয়া অন্তত ২৫১ জন এখনো নিখোঁজ', ৫ জানুয়ারি ২০২৬, prothomalo.com/bangladesh/rxamglr3gf (৫ জানুয়ারি ২০২৬)।

[৮১] *আমার দেশ*, 'ইলিয়াস আলী গুম তদন্ত বোর্ডের 'রহস্যজনক' বিলুপ্তি', ৯ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.dailyamardesh.com/national/amdurfdxo41uf (৯ জানুয়ারি ২০২৬)।

'আনফোল্ডিং দ্য ট্রুথ: আ স্ট্রাকচারাল ডায়াগনসিস অব এনফোর্সড ডিজঅ্যাপিয়ারেন্স ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক গুম কমিশনের প্রথম প্রতিবেদনে গুমের শিকার ২৫৩ জনের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১০১ জন নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয় প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিএনপির ৩৭ জন, এরপর ইসলামী ছাত্রশিবিরের ৩১ জন, জামায়াতে ইসলামীর ২৫ জন রয়েছেন। এছাড়া ইসলামী আন্দোলনের দুজন, হেফাজতে ইসলামের দুজন, আওয়ামী লীগের দুজন এবং খেলাফত মজলিস ও তাবলিগ জামাতের একজন করে রয়েছেন। এছাড়া প্রতিবেদন মতে, ৬৪টি জেলার মধ্যে ৩৬টিতেই গুমের ঘটনা ঘটেছে। সবচেয়ে বেশি ৫১ জন গুমের শিকার হয়েছেন ২০১৭ সালে। পাশাপাশি যাদের তুলে নেওয়া হয়েছে তাঁদের বেশির ভাগের বয়স ১৯ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। এর মধ্যে কমপক্ষে ১০ জন অপহরণের সময় ১৮ বছরের কম বয়সী ছিলেন। ভুক্তভোগীদের এক দিন থেকে পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে বিভিন্ন মেয়াদে আটকে রাখা হয়েছিল। বিশ্লেষিত ঘটনার মধ্যে বেশিরভাগ গুমই সরকারি সংস্থাগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো, বিশেষ করে পুলিশ, র‍্যাব, ডিবি ও সিটিটিসি ৬৭ শতাংশের বেশি ঘটনার জন্য দায়ী। আবার অনেক ঘটনা একাধিক সংস্থার যৌথ অভিযানের মাধ্যমে হয়েছে, যেমন ডিজিএফআই ও এনএসআই প্রায়ই মূল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করেছে। পাশপাশি গুমের ঘটনায় জড়িত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সরকারি পুরস্কার, পদক ও পদায়নের জন্য এসব করতেন বলে প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।[৮২]

গৃহীত উদ্যোগ

গুমের শিকার হয়ে এখনো নিখোঁজ থাকা ব্যক্তির পরিবারকে 'নিখোঁজ সনদ' বা 'ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স সার্টিফিকেট' দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এই সনদের মাধ্যমে পরিবারগুলো নিখোঁজ স্বজনদের ব্যাংক হিসাব, সম্পত্তি ও অন্যান্য আর্থিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা পাবে।[৮৩]

গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে অন্তর্বর্তী সরকার এ পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ৪২ জন কর্মকর্তার পাসপোর্ট বাতিল করেছে। পাশাপাশি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই)-এর ১১ জন, র‍্যাবের ১৫ জন, পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসি) এবং গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)-এর ছয় জন, এবং সেনাবাহিনীর ১০ জন কর্মকর্তার ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।[৮৪] এছাড়া ২০২৫ সালের ৬ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গুমে জড়িত ১১ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন ডিজিএফআইয়ের (প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর) সাবেক মহাপরিচালক এবং একজন সাবেক পরিচালক।[৮৫] কিন্তু ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা সত্ত্বেও সেনাবাহিনীর ১০ কর্মকর্তা পলাতক বলে জানিয়েছে গুম কমিশন। এই ১০ জন সেনা কর্মকর্তার বিদেশে পলায়ন রোধ করার ক্ষেত্রে সরকার ব্যর্থ হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকার মানবাধিকার সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ঢাকায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনারের কার্যালয় করা নিয়ে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়।[৮৬] তবে ২৯ জুন ২০২৫ জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিশনারের ঢাকা কার্যালয় তিন বছরের জন্য চালু করতে খসড়া সমঝোতায় নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ।[৮৭] এরপর ১৯ জুলাই মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সহায়তার লক্ষ্যে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিশনারের কার্যালয় স্থাপনে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়েছে। তবে মিশন স্থাপনের তীব্র বিরোধিতা করছে হেফাজতে ইসলাম, খেলাফতে মজলিসসহ বিভিন্ন ইসলামপন্থী দল। হেফাজত ইসলামের প্রাক্ত যুগ্ম মহাসচিব মামুনুল হক বলেন, 'আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর জন্য দরজা খুলে দেওয়া মানে অপরাধীদের দায়মুক্তি ও জনগণের প্রতি অবিচার। এই খাল কেটে কুমির আনার অধিকার সরকারকে কেউ দেয়নি'।[৮৮]

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আয়নাঘরের অস্তিত্ব, গুম ও খুনের দায় স্বীকার করে দেশবাসীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন র‍্যাব মহাপরিচালক একেএম শহিদুর রহমান ২০২৪ এর ১২ ডিসেম্বর। বিভিন্ন সময়ে র‍্যাবের বিরুদ্ধে গুম খুনের যেসব অভিযোগ

---

[৮২] *প্রথম আলো*, '৩৬ জেলায় গুমের ঘটনার তথ্য পেয়েছে কমিশন', ৫ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/02f5789a4d (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৮৩] ইসমাঈল হোসাইন, 'গুমের শিকারদের জন্য 'নিখোঁজ সনদ' দেবে সরকার: তদন্ত কমিশনের আশ্বাস', *জনকণ্ঠ*, ১০ জুলাই ২০২৫, https://www.dailyjanakantha.com/national/news/831090 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৮৪] মারজিয়া হাশমি মোমো, 'টেন বাংলাদেশ আর্মি অফিসার্স "ফ্লেড অ্যাব্রড ডেসপাইট ওয়ারান্টস অ্যান্ড ট্রাভেল ব্যানস", *নেত্র নিউজ*, ১৫ জুলাই ২০২৫, https://netra.news/2025/10-bangladesh-army-officers-fled-abroad-despite-warrants-and-travel-bans/ (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৮৫] আহমদুল হাসান, 'গুম করা হতো তিনটি ধাপে', *প্রথম আলো*, ১৫ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/xpsdh2pi9v (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৮৬] *প্রথম আলো*, 'ঢাকায় জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের কার্যালয় হবে: উপদেষ্টা শারমিন মুরশিদ', ২৯ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ihr2lml3z4 (১৮ নভেম্বর ২০২৪); রাহীদ এজাজ, 'জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের দপ্তর ঢাকায় এখনই হচ্ছে না', *প্রথম আলো*, ২৯ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/q7cpo3lkrv (১৮ নভেম্বর ২০২৪)।

[৮৭] *মানবজমিন*, 'তিন বছরের জন্য জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয় হচ্ছে ঢাকায়', ৩০ জুন ২০২৫, https://mzamin.com/news.php?news=168300 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৮৮] *সমকাল*, 'ঢাকায় জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তর খোলার সমঝোতা স্মারক সই', ১৯ জুলাই ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh/article/306130 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

উঠেছে, সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে তার বিচারের প্রত্যাশা জানিয়ে ভুক্তভোগীদের পরিবারের কাছে ক্ষমা চান তিনি।[৮৯] অপরদিকে গুম ও খুনের দায়ের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা না থাকার দাবি করা হয়। ৩ জুলাই ২০২৫ তারিখে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে সামরিক কর্মসূচি নির্দেশকের কর্নেল মোঃ শফিকুল বলপ্রয়োগে গায়েব হয়ে যাওয়ার ঘটনা সংশ্লিষ্ট সেনা সদস্যদের বিরুদ্ধে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান। এখন পর্যন্ত তা তদন্ততাধীন রয়েছে।[৯০] গুমের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের অবস্থান অস্পষ্ট।

২০২৫ এর জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) প্রধান উপদেষ্টার কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করে যেখানে উল্লেখ করা হয়, শেখ হাসিনা সরাসরি গুম ও খুনের নির্দেশ দিত। এছাড়া, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) বিলুপ্ত করার সুপারিশ তুলে ধরে এইচআরডব্লিউ বলেছে, গুম ও হত্যার জন্য দায়ী কর্মকর্তাদের অপরাধের জন্য জবাবদিহির আওতায় আনা উচিত।[৯১] পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পরিচালিত গুমের ঘটনা তদন্তে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের গুমবিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এনফোর্সড অর ইনভলান্টারি ডিজঅ্যাপিয়ারেন্স (ডব্লিউজিইআইডি) এক যুগ ধরে বাংলাদেশে আসতে চাইলেও প্রথমবার ১৫ জুন ২০২৫-এ জাতিসংঘের গুম কমিটির দুই সদস্যের প্রতিনিধিদল ঢাকায় আসেন, এবং গুমসংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করেন। এসময় তারা সহযোগিতার আশ্বাসের পাশাপাশি গুমের তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।[৯২]

এছাড়া ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এ প্রকাশিত ওএইচসিএইচআর এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদনে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের সাময়িক বরখাস্ত করা; গুমের সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে নিরপেক্ষ, যথাযথ বিচার করা; গুম কমিশনে আসা গুমের ঘটনাগুলো প্রকাশ; গোয়েন্দা, আইনশৃঙ্খলা ও সামরিক বাহিনী দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন গোপন আটকের স্থানের তথ্য প্রকাশ এবং সেগুলো বন্ধ করা; র‍্যাব বিলুপ্ত করা; ডিজিএফআইয়ের কার্যক্রম সামরিক গোয়েন্দা তৎপরতার মধ্যে সীমিত করা ও সে অনুযায়ী আইনি ক্ষমতা সীমিত করার সুপারিশ করা হয়।[৯৩] তথাপি ওএইচসিএইচআর-এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন ও গুম কমিশনের সুপারিশ সত্ত্বেও র‍্যাব বিলুপ্তি ও গোয়েন্দা বাহিনীর সংস্কার বাস্তবায়নে অগ্রগতি নেই। কর্তৃত্ববাদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং জনগণের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন, চাঁদাবাজি এবং আর্থিক খাতসহ রাষ্ট্রীয় দখলের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত গোয়েন্দা সংস্থা যেমন ডিজিএফআই, ডিবি, এনএসআই সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে লক্ষ করা যায় এবং র‍্যাব বিলুপ্তির সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের অবস্থান অস্পষ্ট। র‍্যাব ও টিএফআই সেল বিলুপ্ত না করে র‍্যাবের নাম (প্রস্তাবিত নাম স্পেশাল ইন্টারভেনশন ফোর্স বা এসআইএফ) ও পোশাক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।[৯৪] অন্যদিকে র‍্যাবের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ। ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ র‍্যাবের জন্য ১৬৩ টি গাড়ি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।[৯৫] এছাড়া বেআইনি আড়িপাতা ও নজরদারি বন্ধে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আলোচিত 'ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার' (এনটিএমসি) বিলুপ্ত করে একই ধরনের আরেকটি প্রতিষ্ঠান 'সেন্টার ফর ইনফরমেশন সাপোর্ট' (সিআইএস) নামক নতুন সংস্থা গঠনের অনুমোদন দেওয়া হয়। টেলিযোগাযোগ (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫-এ বিচারিক অনুমোদন ছাড়া ইন্টারনেট বন্ধ ও তথ্য আড়িপাতা নিষিদ্ধ করে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে।[৯৬]

'আয়নাঘর' থেকে কয়েকজনকে উদ্ধার করা হলেও নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আলামত নষ্টের অভিযোগ উঠেছে। আয়নাঘরের বিভিন্ন আলামত নষ্ট করা হয়েছে জানিয়ে সংবাদ সম্মেলনে গুম কমিশনের সদস্য সাজ্জাদ হোসেন বলেন, "সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ এভিডেন্স তারা নষ্ট করে দিয়েছে ওয়ালে পেইন্ট করে।"[৯৭] এছাড়া

---

[৮৯] *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'র‍্যাবের আয়নাঘর, গুম-খুন স্বীকার করলেন মহাপরিচালক, চাইলেন ক্ষমা', ১২ ডিসেম্বর ২০২৪, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/5d8cf409b18d (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৯০] *ডেইলি স্টার*, 'ফোর্সড ডিজঅ্যাপিয়ারেন্স: আর্মি টু টেক লিগ্যাল অ্যকশন ইফ এনি মেম্বার ফাউন্ড কমপ্লিসিট,' ৪ জুলাই ২০২৫, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/forced-disappearance-army-take-legal-action-if-any-member-found-complicit (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৯১] *প্রথম আলো*, 'গুম ও হত্যার নির্দেশ দিতেন শেখ হাসিনা', ২৮ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/cn1jxi7k58 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৯২] *প্রথম আলো*, 'গুমের বিচারপ্রক্রিয়া ত্বরান্বিত চায় জাতিসংঘ, ঢাকায় তদন্ত কমিশনের সঙ্গে বৈঠক', ১৭ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/kil7k0fe2x (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৯৩] জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাই কমিশনারের কার্যালয়ের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং প্রতিবেদন: বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্টে সংঘটিত বিক্ষোভের সময়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অপব্যবহার, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.ohchr.org/sites/default/files/2025-05/hr-reoprt-bangla-v3.pdf (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৯৪] *প্রথম আলো*,' বদলে যাচ্ছে র‍্যাবের নাম, পোশাকও বদলাবে', ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/mfkx3ltqwc (৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৯৫] *প্রথম আলো*, 'সরকারের শেষ সময়ে র‍্যাবের জন্য ১৬৩ গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত', ২৮ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/pvi5dolx7w (২৮ জানুয়ারি ২০২৬)।

[৯৬] *বিডিনিউজ২৪.কম*, 'ইন্টারনেট কখনই বন্ধ নয়, এনটিএমসি বিলুপ্ত করতে অধ্যাদেশের খসড়া অনুমোদন', ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/business/d68934a8e1b7# (২৪ ডিসেম্বর ২০২৫)।

[৯৭] *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'নষ্ট করা হয়েছে 'আয়নাঘরের' আলামত: গুম সংক্রান্ত কমিশন', ৩ অক্টোবর ২০২৪, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/8b8c1dff64fd (৩০ জুলাই ২০২৫)।

গণমাধ্যম ও ভুক্তভোগীদের সঙ্গে নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস 'আয়নাঘর' নামে পরিচিত গোপন বন্দিশালা পরিদর্শন করতে চাইলেও সেনাবাহিনীর বাধার মুখে প্রথমে তা স্থগিত হয়।[৯৮] পরবর্তীতে ২০২৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি কিছু গণমাধ্যম ও ভুক্তভোগীদের সঙ্গে নিয়ে ঢাকার আগারগাঁও, কচুক্ষেত ও উত্তরায় অবস্থিত তিনটি গোপন বন্দিশালা কয়েকজন উপদেষ্টাসহ পরিদর্শন করেন প্রধান উপদেষ্টা। তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম এবং যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া নিজেরা যেসব 'আয়নাঘরে' বন্দি ছিলেন, সেগুলো চিহ্নিত করেন। পরিদর্শনের ব্যাপারে অনেক ভুক্তভোগী না জানা ও ডাক না পাওয়ায় হতাশ হন।[৯৯] এছাড়া প্রত্যক্ষ পরিদর্শনকারীরা অনেক কিছুতে পরিবর্তন দেখতে পান যা আলামত নষ্টের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ পর্যন্ত গুম হওয়া ব্যক্তিদের সন্ধানের জন্য সারা দেশে মোট ১৬টি গোপন বন্দিশালা পরিদর্শন করা হয়েছে বলে গুমসংক্রান্ত কমিশন জানায়। গুমসংক্রান্ত অভিযোগগুলোর মধ্য থেকে ১৩১টির বিষয়ে আইন মোতাবেক এফআইআর বা জিডি রেকর্ড করে ভুক্তভোগীদের সন্ধান-উদ্ধারে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পুলিশের মহাপরিদর্শকের কাছে পাঠানো হয়।[১০০]

গুম ও জুলাই অভ্যুত্থানে হত্যার ঘটনায় জড়িত সেনা সদস্যদের বেসামরিক আদালত, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচার শুরু হয়েছে। এর মধ্যে গুম-নির্যাতনের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের দুটি মামলায় এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় করা একটি মামলায় ১৫ জন সেনাকর্মকর্তা, আরেকটি মামলায়[১০১] ১২ জন সেনা কর্মকর্তার বিচার শুরু হয়েছে। ১৫ জন সেনাকর্মকর্তাকে বৈষম্যমূলক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সেনানিবাসের অভ্যন্তরে সাবজেল বা উপ-কারাগারে রাখা হয়।[১০২] গুমের বিচারে ধীরগতি এবং আলামত নষ্টের ক্ষেত্রে জবাবদিহির ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এছাড়া গুমে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও সেনা কর্মকর্তাদের একাংশের বিচার শুরু হলেও মূল হোতাদের অনেকেই বিচারের বাইরে। গুমের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর জড়িত সদস্যদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের দুর্বল অবস্থান প্রতীয়মান। এছাড়া র‍্যাব বিলুপ্তি ও গোয়েন্দা বাহিনীর সংস্কার সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের দৃশ্যত নেতিবাচক অবস্থান লক্ষ করা যায়।

উপসংহার

জুলাই-আগস্ট গণহত্যায় জড়িতদের বিচারপ্রক্রিয়া চলমান হলেও ট্রাইব্যুনালের বিচারকাজে ধীরগতি নিয়ে অভিযোগ রয়েছে। কিছু কিছু বিভাগীয় পদক্ষেপের বাইরে বাস্তবে পুলিশের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর জবাবদিহির অগ্রগতি নেই, যা সরকারের সদিচ্ছা ও সক্ষমতার ঘাটতির প্রতিফলন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নিয়োগকৃত বিচারক ও কৌঁসুলিদের নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক ও সমালোচনা, এবং তাদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। ঢালাও মামলা, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অপরাধের ধরন অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট মামলা না দেওয়ার ফলে মামলার ভিত্তি দুর্বল হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। এর ফলে মামলার প্রতিবেদন তৈরিতে চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে, যেখানে পদ্ধতিগত জটিলতা ও ঘটনার পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায় না। এছাড়া আইনি প্রক্রিয়া লঙ্ঘন করে গ্রেপ্তার ও রিমান্ডের পুরনো ধারা বিদ্যমান ছিল। একদিকে নির্বিচার দায়মুক্তি, আর অন্যদিকে ঢালাওভাবে প্রতিশোধপ্রবণ আটক ও জামিন না-মঞ্জুর বিচার প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। বিচারের রায় ঘোষণা সরাসরি সম্প্রচার করার ইতিবাচক দৃষ্টান্ত দেখা গেলেও পুরোপুরি ন্যায্য ও আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে বিচারকার্য সম্পাদন ও বিচারের রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে সমালোচনা রয়েছে। এছাড়া বিচার প্রক্রিয়ায় দুর্বলতার কারণে প্রকৃত অপরাধীদের ন্যায়বিচার প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

---

[৯৮] *নেত্র নিউজ*, 'নো অ্যাক্সেস: সারভাইভরস অ্যান্ড জার্নালিস্টস বারড ফ্রম বিজিটিং আয়নাঘর অ্যান্ড টিএফআই', ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://netra.news/2025/no-access-survivors-and-journalists-barred-from-visiting-aynaghar-and-tfi (৩০ জুলাই ২০২৫)।

[৯৯] *বিবিসি নিউজ বাংলা*, 'আয়নাঘর' পরিদর্শনে না ডাকায় ভুক্তভোগীদের অনেকের ক্ষোভ', ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/cx2pzl5wpyzo (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[১০০] *প্রথম আলো*, 'গুমের শিকার ব্যক্তিদের সম্ভাব্য চার ধরনের পরিণতি হয়েছিল', ১৯ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/n95lhylgdd (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[১০১] *প্রথম আলো*, 'বর্তমান-সাবেক ১২ সেনা কর্মকর্তাসহ ১৭ আসামির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন', ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/94ij79ej2e (২৩ ডিসেম্বর ২০২৫)।

[১০২] *প্রথম আলো*, 'আত্মসমর্পণকারী সেনা কর্মকর্তারা নির্দোষ, অপরাধীরা পালিয়েছেন: আইনজীবী', ২২ অক্টোবর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/xemt6k60a2 (২২ অক্টোবর ২০২৫)।

অধ্যায় তিন: সংস্কার

রাষ্ট্র সংস্কার নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কয়েক ধরনের উদ্যোগ চিহ্নিত করা যায়। এই অধ্যায়ে রাষ্ট্র সংস্কারের অংশ হিসেবে জাতীয় ঐকমত্য পৌঁছানোর উদ্যোগ, আইনি সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান সংক্রান্ত বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে।

জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা

সংস্কার কমিশন গঠন ও সংস্কার প্রস্তাব

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দুই দফায় প্রতিষ্ঠান ও খাতভিত্তিক ১১টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। প্রথম পর্যায়ে ২০২৪ এর অক্টোবরে ছয়টি কমিশন - জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, নির্বাচনব্যবস্থা, সংবিধান, পুলিশ প্রশাসন, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) - গঠন করা হয়। পরবর্তীতে আরও পাঁচটি কমিশন - গণমাধ্যম, স্বাস্থ্য, নারীবিষয়ক, শ্রম, এবং স্থানীয় সরকার বিষয়ক সংস্কার কমিশন - গঠন করা হয় ২০২৪ সালের নভেম্বরে। প্রথম ধাপের ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদন ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রকাশ করা হয়।[১০৩] পরবর্তীতে মে ২০২৫-এর মধ্যে আরও পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।[১০৪]

সংস্কার কমিশনগুলো তাদের কাজ পরিচালনার জন্য সুসংগঠিত ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। প্রতিটি কমিশন সংশ্লিষ্ট খাতের বর্তমান অবস্থা, আইনি কাঠামো, প্রশাসনিক দুর্বলতা ও জনঅভিযোগ বিশ্লেষণ করে। কমিশনগুলো নাগরিক সমাজ, পেশাজীবী সংগঠন, রাজনৈতিক দল, বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ জনগণের মতামত গ্রহণ করে। এই অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে গণশুনানি, কর্মশালা ও পরামর্শ সভা আয়োজন করা হয়। কোনো কোনো কমিশন দেশব্যাপী জরিপ পরিচালনাও করে। এছাড়া কমিশনগুলো সংশ্লিষ্ট খাতের প্রচলিত আইন, বিধিমালা ও প্রশাসনিক নির্দেশনা পর্যালোচনা করে এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে। এসব কমিশন স্ব স্ব খাতের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশমালা তৈরি করে। এই সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত, প্রশাসনিক ও কাঠামোগত পরিবর্তনের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। সবশেষে কমিশনগুলোর প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় যাতে জনগণ, গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক দলগুলো তা পর্যালোচনা করতে পারে এবং জাতীয় পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে বাস্তবায়নের রূপরেখা নির্ধারণ করা যায়।[১০৫] এই ১১টি কমিশনের মোট প্রধান সুপারিশের সংখ্যা ১,৭০০ এর বেশি (দেখুন সারণি ১)।

সারণি ১: সংস্কার কমিশনগুলোর গঠন, প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ, সুপারিশের সংখ্যা ও প্রধান সুপারিশ

সংস্কার কমিশন	গঠনের তারিখ	প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	সুপারিশের সংখ্যা	প্রধান সুপারিশ
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন	৩ অক্টোবর ২০২৪	০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	২০৮	মেধাভিত্তিক পদোন্নতি, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত প্রশাসন, নাগরিক সেবায় ডিজিটাল রূপান্তর
দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন	৩ অক্টোবর ২০২৪	১৫ জানুয়ারি ২০২৫	৪৭	দুদকের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি, রাজনৈতিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা, সম্পদের হিসাব বাধ্যতামূলক
নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন	৩ অক্টোবর ২০২৪	০৩ জানুয়ারি ২০২৫	১৬৩	স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন, ইভিএম বাতিল, কাগজভিত্তিক ব্যালট পুনঃপ্রবর্তন, রাজনৈতিক দল নিবন্ধন কঠোরকরণ
পুলিশ সংস্কার কমিশন	৩ অক্টোবর ২০২৪	১৫ জানুয়ারি ২০২৫	১০৮	পুলিশি নির্যাতন বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা, কমিউনিটি পুলিশিং জোরদার, নিয়োগ ও পদোন্নতিতে স্বচ্ছতা
বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন	৩ অক্টোবর ২০২৪	৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	৩১১	বিচারকদের নিয়োগে স্বচ্ছতা, বিচারাধীন মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি, বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ
সংবিধান সংস্কার কমিশন	৭ অক্টোবর ২০২৪	১৫ জানুয়ারি ২০২৫	৬৮	সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, নির্বাহী ক্ষমতার ভারসাম্য, মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে সংবিধানে সংশোধনী

[১০৩] *যুগান্তর*, '৬ সংস্কার কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশ', ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.jugantor.com/national/914355 (১৫ জুলাই ২০২৫)।

[১০৪] *বিডিনিউজ ২৪. কম*, 'স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন প্রধান উপদেষ্টার হাতে', ৫ মে ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/health/27d079585fc1 (৫ মে ২০২৫)।

[১০৫] সংস্কার কমিশনগুলোর প্রতিবেদনের জন্য দেখুন https://cao.gov.bd/site/files/7dcbcf43-344b-4aa3-8c95-dde73b542cde/ (২৮ জুলাই ২০২৫)।

সংস্কার কমিশন	গঠনের তারিখ	প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	সুপারিশের সংখ্যা	প্রধান সুপারিশ
স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন	১৭ নভেম্বর ২০২৪	৫ মে ২০২৫	৯৯	স্বাস্থ্যে জাতীয় বাজেটের ১৫% বরাদ্দ, নিম্ন আয়ের মানুষকে বিনা মূল্যে চিকিৎসা, সংবিধানে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে আইনি অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি, স্বতন্ত্র 'বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সার্ভিস' গঠন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সেবা বিভাগ পৃথককরণ, জনবল নিয়োগ ও উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, দালাল দমন
নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন	১৮ নভেম্বর ২০২৪	১৯ এপ্রিল ২০২৫	৪৩৩	বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ককে ধর্ষণ হিসেবে ফৌজদারি আইনে অন্তর্ভুক্ত করা; নারীবিদ্বেষী বয়ান, বক্তব্য ও ছবি পরিবেশন থেকে বিরত থাকা; যৌনকর্মীদের মর্যাদা ও শ্রম অধিকার নিশ্চিত করা; অভিন্ন পারিবারিক আইনের মাধ্যমে সব ধর্মের নারীদের জন্য বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার ও ভরণপোষণে সমান অধিকার নিশ্চিত করা
শ্রম সংস্কার কমিশন	১৮ নভেম্বর ২০২৪	২১ এপ্রিল ২০২৫	২৫*	বিভিন্ন খাতের শ্রমিকের মজুরি তিন বছর পরপর মূল্যায়ন ও পুনর্নির্ধারণ, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মজুরি না দিলে শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ, ট্রেড ইউনিয়ন করার শর্ত শিথিল, নারী শ্রমিকের মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস, স্থায়ী শ্রম কমিশন প্রতিষ্ঠা
স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন	১৮ নভেম্বর ২০২৪	১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	২১০	সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার মেয়র এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদের নির্বাচন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে না করা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কোনো নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের প্রতীক ব্যবহার না করা, জেলা পরিষদের সদস্যদের জনগণের সরাসরি বা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন
গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন	১৮ নভেম্বর ২০২৪	২২ মার্চ ২০২৫	১১৪	সাংবাদিকদের নিরাপত্তা আইন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল, তথ্য অধিকার আইন কার্যকর করা
মোট			**১,৭৮৬**	

** শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে মূল বিষয়ের সংখ্যা। তবে এসব বিষয়ের অধীনে মোট সুপারিশের সংখ্যা ৪০০-এর বেশি।*

কয়েকটি সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে উল্লেখযোগ্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশে উপসচিব পদে প্রশাসন ক্যাডারের কোটা ৭৫% থেকে কমিয়ে ৫০% করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এতে বিসিএস ৩০ থেকে ৪১ ব্যাচের কর্মকর্তারা ক্ষুব্ধ হন এবং বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের নেতাদের সঙ্গে দেখা করে প্রতিবাদ জানান। নবীন কর্মকর্তারা এই সিদ্ধান্তকে "অবিচার" বলে অভিহিত করেন এবং ঢাকায় বিয়াম ফাউন্ডেশনে একত্রিত হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে কমিউনিটি পুলিশিং ও নির্যাতনবিরোধী ব্যবস্থা সুপারিশ করা হলেও পুলিশ বাহিনীর অভ্যন্তরে কিছু সদস্য এই সুপারিশকে "অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ" হিসেবে দেখেন। কিছু পুলিশ কর্মকর্তা মনে করেন, এতে পুলিশের কার্যক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হ্রাস পাবে। এছাড়া পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সুপারিশ না করার অভিযোগ ওঠে, যেমন পুলিশ সংস্কার কমিশনের খসড়া প্রতিবেদনে স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠনের প্রস্তাব থাকলেও চূড়ান্ত প্রতিবেদনে তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই বিষয়ে সমালোচকরা মনে করেন, এটি একটি বড় ধরনের পিছু হটা এবং পুলিশের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হারানো।[১০৬]

দুদক সংস্কার কমিশনের সুপারিশে রাজনৈতিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব ছিল। কিছু রাজনৈতিক দল ও নেতারা এই সুপারিশকে "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত" বলে দাবি করেন। তারা অভিযোগ করেন, এটি নির্বাচনপূর্ব রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে

[১০৬] বিস্তারিত দেখুন হারুন উর রশীদ স্বপন, 'স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠনে বাধা কোথায়?', *ডয়েচে ভেলে*, ১৭ জুলাই ২০২৫, https://www.dw.com/bn/a-73300984 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

দুর্বল করার কৌশল হতে পারে। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে উপজেলা পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট পুনঃস্থাপন এবং জেলা প্রশাসককে মামলা গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়ার সুপারিশ নিয়ে আইনজীবী মহলে বিভক্ত মত দেখা যায়। অনেকে মনে করেন, এতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হতে পারে এবং প্রশাসনের হাতে বিচারিক ক্ষমতা চলে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে ইভিএম বাতিল ও কাগজভিত্তিক ব্যালট পুনঃপ্রবর্তনের সুপারিশে কিছু রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে যারা ইভিএম ব্যবস্থাকে সমর্থন করে, তারা অসন্তোষ প্রকাশ করে। তারা দাবি করেন, ইভিএম প্রযুক্তি আধুনিক ও স্বচ্ছ, এবং এর পরিবর্তন পিছিয়ে যাওয়ার লক্ষণ।[১০৭]

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন ঘিরে বাংলাদেশে বিশেষ করে ধর্মীয় ও রক্ষণশীল মহলের পক্ষ থেকে বেশ কিছু তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। প্রধান যেসব সুপারিশ বিতর্ক সৃষ্টি করে তার মধ্যে বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার ও ভরণপোষণে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা, মুসলিম উত্তরাধিকার আইন বাতিলের প্রস্তাব, সকল ধর্মের জন্য অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়ন, যৌনকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি, সংসদে ৩০০ আসন নারীর জন্য সংরক্ষণের প্রস্তাব, বৈবাহিক ধর্ষণকে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া, এবং সিডও (CEDAW) সনদের সংরক্ষণ প্রত্যাহারের সুপারিশ উল্লেখযোগ্য। ইসলামী চিন্তাবিদ ও ধর্মীয় সংগঠনগুলো এই সুপারিশগুলোকে "পবিত্র কুরআনের বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক" বলে অভিহিত করে। তারা অভিযোগ করেন, এটি ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়ের ওপর সুপরিকল্পিত আঘাত এবং ধর্মীয় ভারসাম্য ও পারিবারিক কাঠামো ধ্বংসের ষড়যন্ত্র। এছাড়া অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রবর্তনের প্রস্তাবকে তারা ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে দাবি করেন।[১০৮] কমিশনের এসব সুপারিশে আপত্তি জানিয়ে নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন বাতিল করা এবং তাদের প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করার দাবি জানায় কয়েকটি ইসলামী দল।[১০৯] এমনকি নারী সংগঠনের ভেতরেও বিভক্তি দেখা যায়। কিছু রক্ষণশীল নারী সংগঠন মনে করে, সমান উত্তরাধিকার বা বৈবাহিক ধর্ষণকে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া পারিবারিক সম্পর্ককে জটিল করে তুলবে। অন্যদিকে প্রগতিশীল নারী সংগঠনগুলো এই সুপারিশগুলোকে "ঐতিহাসিক ও সাহসী পদক্ষেপ" হিসেবে দেখেছে। কিছু রাজনৈতিক দল এই কমিশনের সুপারিশকে "রাজনৈতিকভাবে বিভাজন সৃষ্টিকারী" বলে অভিহিত করেছে। তারা দাবি করেন, এই ধরনের সংস্কার জনমত উপেক্ষা করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

২০২৫ সালের ১৩ মার্চ অনুষ্ঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে বাছাই করা আশু বাস্তবায়নযোগ্য প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। নির্বাচনব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, পুলিশ, জনপ্রশাসন ও বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের ১২১টি প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট ১৪টি মন্ত্রণায়ল/বিভাগে পাঠানো হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের মতে এই প্রস্তাব বা সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন নেই। এ বিষয়ে ৩০ পৃষ্ঠার একটি নথি তৈরি করার কথা সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়। মন্ত্রণালয়গুলো তাদের মতো করে এগুলো বাস্তবায়ন করবে। এর অংশ হিসেবে ১৯ মার্চ থেকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরগুলোতে এ-সংক্রান্ত নির্দেশনা ও প্রস্তাবগুলো পাঠানো শুরু করে। সংস্কার কমিশনের আশু বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে কত সময় প্রয়োজন এবং এসব বাস্তবায়নে টাকা খরচ হবে কি না, হলে তা কত, সেই তথ্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা দপ্তরগুলোকে জানাতে বলা হয়।[১১০]

প্রতিবেদন দাখিলের দীর্ঘদিন পর যে পাঁচটি সংস্কার কমিশনের আশু বাস্তবায়নযোগ্য মোট ১২১টি প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বাছাই করা হয়েছিল সেগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর মধ্যে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের নয়টি, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের ৩৮টি, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের ৪৩টি, পুলিশ সংস্কার কমিশনের ১৩টি এবং জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের ১৮টি সংস্কার প্রস্তাব আশু বাস্তবায়নযোগ্য হিসেবে বাছাই করা হয়।[১১১]

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১১টি সংস্কার কমিশন, শ্বেতপত্র কমিটি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ও মানবাধিকার-সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধান কমিটিগুলো বিপুলসংখ্যক সুপারিশ জমা দিলেও বাস্তবায়নে অগ্রগতি অত্যন্ত সীমিত ছিল বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে লক্ষ করা যায়। দেখা যায়, বেশিরভাগ খাতে সুপারিশ প্রস্তাব পর্যায়ে বা প্রাথমিক প্রশাসনিক পদক্ষেপে আটকে ছিল। আইন বা নীতিগত কাঠামোতে রূপ

[১০৭] *ইনকিলাব*, '৬ সংস্কার কমিশনের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশ', ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://dailyinqilab.com/national/article/730955 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[১০৮] *কালবেলা*, 'নারী কমিশনের রিপোর্ট বাতিল করে কমিশন পুনর্গঠনের দাবি', ০৭ মে ২০২৫, https://www.kalbela.com/national/185675 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[১০৯] *ইত্তেফাক*, 'নারী সংস্কার কমিশনের যেসব সুপারিশে আপত্তি', ০৪ মে ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/730194 (৪ মে ২০২৫)।

[১১০] *প্রথম আলো*, 'সংস্কারের বেশ কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ', ২৫ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/xpqsocjfwn (২৬ মার্চ ২০২৫)।

[১১১] *প্রথম আলো*, 'সুপারিশ দ্রুত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত, ১৮টি প্রস্তাব বাছাই', ২১ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=216c6233f8e (২২ জুন ২০২৫)। এই ১৮ প্রস্তাবের মধ্যে ৮টি অপেক্ষাকৃত সহজে বাস্তবায়নযোগ্য প্রস্তাব নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। এগুলো হলো (১) মহাসড়কের পেট্রোল-পাম্পগুলোতে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট সংক্রান্ত, (২) মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটকে ডায়নামিক করা, (৩) কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি গঠন, (৪) কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালনা, (৫) গণশুনানি, (৬) তথ্য অধিকার আইন, (৭) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পুনর্গঠন এবং (৮) ডিজিটাল রূপান্তর এবং ই-সেবা।

পেয়েছে খুব অল্প সুপারিশ। অধিকাংশ খাতেই বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি হয়নি। ফলে ভবিষ্যতের নির্বাচিত সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ওপর বেশিরভাগ সুপারিশের বাস্তবায়ন নির্ভর করছে।[১১২]

বিভিন্ন খাতে সংস্কারের অগ্রগতি নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে তথ্যের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন খাতে যেসব অগ্রগতি বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নিচে বর্ণনা করা হলো।

- বিচার বিভাগের ৩০টি সুপারিশের মধ্যে আটটি বাস্তবায়িত হয়েছে, যেমন সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ কমিশন গঠন, ইনফরমেশন ডেস্ক স্থাপন, নারী ও শিশুদের জন্য আদালতে স্বতন্ত্র স্থান নির্ধারণ, আইনজীবীর বিরুদ্ধে করা মামলায় অন্য পক্ষে অন্য আইনজীবী নিয়োগে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি, আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের সঙ্গে মধ্যস্থতা কার্যক্রমকে সংযুক্তকরণ, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন সংশোধন। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধন করা হয়েছে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতার পথে স্বাধীন সচিবালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইনি সংস্কার এ সরকারের শীর্ষস্থানীয় অর্জনের মধ্যে অন্যতম, অবশ্য যদি বাস্তবিকই প্রয়োজনীয় আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা নিশ্চিত করা হয়। সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হলেও এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। কমিশনের সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হবে কিনা তা নির্ভর করছে ভবিষ্যতের নির্বাচিত সংসদ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের ওপর।[১১৩]
- দুদক সংস্কার কমিশনের মোট ৪৭টি সংস্কার প্রস্তাবের মধ্যে ২২টি সংস্কার প্রস্তাবের স্তরে ছিল, যেখানে সংস্কারসংক্রান্ত ধারণা বা প্রতিশ্রুতি শুধু প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়েছে। এ ছাড়া ১৮টি সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা সীমিত রয়েছে সার্কুলার, নোটিস কিংবা প্রাথমিক প্রশাসনিক পদক্ষেপের মধ্যেই। এ ছাড়া মাত্র সাতটি সংস্কার নীতি, আইন বা বিধিমালার মাধ্যমে আইনি ও নীতিগত কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির একটি প্রাথমিক ধাপ। তবে কোনো সংস্কারই বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক বা প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে ওঠেনি।[১১৪] ২০২৫ সালের শেষ দিকে সরকার যখন 'দুদক আইন সংশোধন অধ্যাদেশ ২০২৫' এর খসড়া অনুমোদন করে, তখন দেখা যায় যে সংস্কার কমিশনের অনেক মৌলিক সুপারিশ সেখান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।[১১৫] বিশেষ করে বাছাই কমিটিতে রাজনৈতিক প্রভাব কমানোর প্রস্তাব এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার বিধানগুলো সরকার গ্রহণ করেনি।[১১৬] টিআইবি সরকারের এই আচরণকে 'সংস্কার-বিমুখ' এবং 'স্বার্থান্বেষী মহলের অকার্যকরতা বজায় রাখার চেষ্টা' হিসেবে অভিহিত করে।[১১৭]
- জনপ্রশাসন সংস্কারের ক্ষেত্রে ২০৮টি সুপারিশের মধ্যে 'আশু বাস্তবায়নযোগ্য' হিসেবে ১৮টি চিহ্নিত হয়। এদের মধ্যে আটটি দ্রুত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হলেও প্রকৃত বাস্তবায়ন মাত্র তিনটি - মহাসড়কের ফিলিং স্টেশনে শৌচাগার স্থাপন, পাসপোর্ট পাওয়ার মৌলিক অধিকার, এবং সরকারি দপ্তরে গণশুনানি নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে অভিযোগ রয়েছে যে গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত সংস্কার বাদ দিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অগ্রাধিকার পেয়েছে।[১১৮] সরকারি কর্মচারীদের পদোন্নতি না হলেও বেতন বাড়ানোর সুবিধা এবং বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের 'পার্শ্ব নিয়োগ' (Lateral Entry)-এর প্রস্তাব যুক্ত করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন ও অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট পর্যালোচনার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। কমিশনের ৩২টি প্রধান সুপারিশের মধ্যে ২০টিই বাদ দিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। উল্লেখযোগ্য বাদ পড়া বিষয়গুলো হলো: প্রশাসনিক পুনর্গঠন (মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা কমানো, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ বাতিল এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগকে একীভূত করা), বিভাগ গঠন (প্রস্তাবিত কুমিল্লা ও ফরিদপুর বিভাগ গঠন), ক্যাডার সংস্কার (২৬টি বিসিএস ক্যাডারকে ১২টি সার্ভিসে রূপান্তর এবং পিএসসি পুনর্গঠন), এবং জবাবদিহিতা (জেলা-উপজেলায় নাগরিক কমিটি গঠন এবং সরকারি কর্মচারীদের জন্য নতুন আচরণবিধি ও হলফনামা)।[১১৯]

  সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা চাকরির ১৫ বছরেই স্বেচ্ছায় অবসরে যেতে পারবেন - জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের এই সুপারিশ বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কর্তৃত্ববাদী সরকারের গত ১৫ বছরে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের তিনটি বিতর্কিত জাতীয় নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করা জেলা প্রশাসক (ডিসি), জেলার পুলিশ সুপারসহ (এসপি) নির্বাচনকালীন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্য যেসব কর্মকর্তার চাকরির মেয়াদ ২৫ বছর হয়েছে, তাঁদের বেশির ভাগকেই

---

[১১২] সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, 'সুপারিশেই আটকে আছে সংস্কার,' ২০ জানুয়ারি ২০২৬, https://cpd.org.bd/ (২০ জানুয়ারি ২০২৬)।

[১১৩] সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, 'সুপারিশেই আটকে আছে সংস্কার,' প্রাগুক্ত; *সমকাল*, 'বিচার বিভাগে ৩০ সুপারিশের মধ্যে বাস্তবায়ন আটটি', ০৩ নভেম্বর ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh/article/323505/ (০৪ নভেম্বর ২০২৫)।

[১১৪] *প্রাগুক্ত*।

[১১৫] *টিবিএস*, 'অধ্যাদেশ থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব বাদ: হোঁচট খেল দুদক সংস্কারের উদ্যোগ', ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-431126 (১ মার্চ ২০২৬)।

[১১৬] *টিআইবি*, 'কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ বাদ দিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর চূড়ান্ত অনুমোদন; রাষ্ট্রসংস্কার কী সরকারের কাছে শুধুই ফাঁকাবুলি?', ২৮ নভেম্বর ২০২৫, https://www.ti-bangladesh.org/en/articles/press-release/7363 (১ মার্চ ২০২৬)।

[১১৭] *প্রাগুক্ত*।

[১১৮] দেলওয়ার হোসেন, 'জনপ্রশাসন সংস্কারের ২০৮ সুপারিশের মধ্যে বাস্তবায়ন তিনটি', *সমকাল*, ০২ নভেম্বর ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh/article/323339/ (০৩ নভেম্বর ২০২৫)।

[১১৯] দেলওয়ার হোসেন, 'কম গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ বাস্তবায়নে বেশি ঝোঁক', *সমকাল*, ২৮ আগস্ট ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh/article/312822/ (৩১ আগস্ট ২০২৫)।

বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়। যাঁদের চাকরির মেয়াদ ২৫ বছর হয়নি, তাঁদের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়। এ ধরনের কর্মকর্তাদের অবসরে পাঠাতেই মূলত এই সুপারিশ বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[১২০]

- গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের ২৩টি প্রস্তাব ছিল আশু করণীয়। এই কমিশনের মোট ২৭টি সুপারিশের মধ্যে ১৪টি সংস্কার এখনো প্রস্তাবের পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। এ ছাড়া ১১টি সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আইনি ও নীতিগত কাঠামোর আওতায় এসেছে একটি সংস্কার। একইভাবে মাত্র একটি সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক বা প্রশাসনিক ব্যবস্থার সূচনা হলেও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ ও দৃশ্যমান অগ্রগতি দেখানোর মতো কার্যকর বাস্তবায়ন শূন্য।[১২১]
- স্থানীয় সরকার সংস্কারে মোট ১৮০টি সুপারিশের মধ্যে 'আশু বাস্তবায়নযোগ্য' ৬০টি থাকলেও একটি সুপারিশও বাস্তবায়ন হয়নি।[১২২]
- পুলিশ সংস্কার কমিশন শতাধিক সংস্কারের সুপারিশ করলেও এর মধ্যে আশু বাস্তবায়নযোগ্য হিসেবে সরকারের দেওয়া ১৮টি সুপারিশের মধ্যে ১১টি বাস্তবায়ন করেছে পুলিশ। বাকি সুপারিশ বাস্তবায়ন না হওয়ার পেছনে অর্থের অভাব, একাধিক মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টতা, এবং চর্চার ঘাটতির কারণে সময়সাপেক্ষতাকে কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[১২৩]
- শ্রম খাতের ২৫টি সুপারিশের মধ্যে বাস্তবায়ন হয়েছে তিনটির। জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কাঠামোসহ বড় সুপারিশগুলো উপেক্ষিত হয়েছে, এবং আইন সংস্কার না হওয়ায় বাস্তবায়ন সম্ভাবনা কম।
- স্বাস্থ্য খাতে ৩৩টি সুপারিশের মধ্যে বাস্তবায়ন হয়েছে ছয়টি। এর মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য খাতের সব কেনাকাটায় ই-জিপি চালু, অপ্রয়োজনীয় টেস্ট ও ওষুধ প্রেসক্রাইব এবং ওষুধ কোম্পানির প্যাডে প্রেসক্রিপশন লেখা বন্ধ; বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় দ্রুত সার্ভিস সেন্টার স্থাপন; স্বাস্থ্যসেবার শীর্ষ কর্মকর্তাদের নিয়োগে সার্চ কমিটি গঠন; পূর্ণাঙ্গ বেতন কাঠামো না হলেও ইন্টার্ন এবং বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের বেতন হালনাগাদ; এবং স্বাস্থ্যশিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা নামে চলা বিভাগকে একীভূত করা।[১২৪] স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষাবিদদের মতে, ২০২৫ সালে বেশ কিছু নীতিগত উদ্যোগ এবং সংস্কারের সুপারিশ করা সত্ত্বেও, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে দৃশ্যমান উন্নতি খুব কমই দেখা গেছে। যার ফলে দীর্ঘস্থায়ী সংকটগুলি মূলত অমীমাংসিত রয়ে গেছে।[১২৫]

অন্তর্বর্তী সরকারের নেওয়া আইনগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক সংস্কার উদ্যোগ তুলে ধরে একটি বই প্রকাশ করা হয় ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে।[১২৬] এ উপলক্ষে প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই অন্তর্বর্তী সরকার বিভিন্ন খাতে সংস্কারের জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সংস্কার কমিশন গঠন করে এবং কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কার্যক্রম শুরু করে। "আঠারো মাসে সরকার প্রায় ১৩০টি আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করেছে এবং ৬০০-এর বেশি নির্বাহী সিদ্ধান্ত নিয়েছে।" এর মধ্যে প্রায় ৮৪ শতাংশ সংস্কার কার্যক্রম ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে দাবি করা হয়। তবে এই বইয়ের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ৪৭টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মোট ৫২৮টি সংস্কারের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ২৯৪টি (৫৫.৬৮%) ও চলমান ২৩৪টি (৪৪.৩২%)। এছাড়াও এই বইয়ে কোন সংস্কার কমিশনের কোন সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়নি।

---

[১২০] উবায়দুল্লাহ বাদল, 'সরকারি চাকুরেদের ১৫ বছরেই স্বেচ্ছা অবসর', *কালের কণ্ঠ*, ২৭ জুন, ২০২৫, https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2025/06/27/1537842 (২৮ জুন ২০২৫)।

[১২১] *প্রাগুক্ত*।

[১২২] *সমকাল*, 'স্থানীয় সরকার সংস্কার: আশু বাস্তবায়নের ৬০ প্রস্তাব, একটিও কার্যকর হয়নি', ০১ নভেম্বর ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh/article/323190/ (০৩ নভেম্বর ২০২৫)।

[১২৩] মাহমুদুল হাসান, 'পুলিশের আশু বাস্তবায়নযোগ্য প্রস্তাব আটকে আছে ৪ কারণে', *প্রথম আলো*, ২৭ অক্টোবর ২০২৫, যঃঃঢ়ং://বঢ়ধঢ়বৎ.ঢ়ৎড়ঃযড়সধষড়.পড়স/ঐড়সব/ঝযধৎবঅৎঃরপষব?ঙৎমওফ=২৭১০ব৭ভ৬৬প৯০ (২৮ অক্টোবর ২০২৫)। বাস্তবায়িত ১১ প্রস্তাব হচ্ছে - ১. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা বা তাদের প্ররোচনায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রধান নিজেই তদন্তের নির্দেশ দিতে পারবেন। ২. গ্রেপ্তার, তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ-সংক্রান্ত বিষয়ে আপিল বিভাগের নির্দেশনা বাস্তবায়নে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া। ৩. রাতের বেলা (সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ের মধ্যে) গৃহ তল্লাশি করতে হলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি বা স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিত করার নির্দেশনা। ৪. থানায় মামলা দায়ের ও তদন্তের কার্যক্রম সার্কেল অফিসার ও পুলিশ সুপার নিয়মিত তদারক। ৫. ভুয়া বা গায়েবি মামলায় অনিবাসী, মৃত বা নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য করা। ৬. আদালতে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে মিডিয়ার সামনে অপরাধী হিসেবে উপস্থাপন না করার নির্দেশ। ৭. মামলা দায়ের, রেকার বিল ও চার্জ-সংক্রান্ত কার্যক্রমে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তদারকি জোরদার করা। ৮. চাকরিপ্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, সনদ বা নম্বরপত্র যাচাইয়ের দায়িত্ব নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের। ৯. রাজনৈতিক মতাদর্শ যাচাইয়ের প্রথা বাতিল। ১০. কেউ স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব বা অখণ্ডতার বিরুদ্ধে কার্যক্রমে জড়িত থাকলে কিংবা আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে তা ভেরিফিকেশন প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকবে। ১১. চাকরির জন্য পুলিশ ভেরিফিকেশন সর্বোচ্চ এক মাসের মধ্যে শেষ করার নির্দেশও অনুসরণ করা।

[১২৪] তবিবুর রহমান, 'স্বাস্থ্য খাতে ৩৩ সুপারিশের মধ্যে বাস্তবায়ন মাত্র ৬টি', *সমকাল*, ০১ নভেম্বর ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh/article/323191/ (০৩ নভেম্বর ২০২৫)।

[১২৫] *নিউ এজ*, 'হেলথ সেক্টর সীস লিটল প্রগ্রেস', ৭ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.newagebd.net/post/country/287398/health-sector-sees-little-progress (৭ জানুয়ারি ২০২৬)।

[১২৬] Chief Adviser's Office, *Reforms by the Interim Government*, Government of the People's Republic of Bangladesh, January 2026, https://objectstorage.ap-dcc-gazipur-1.oraclecloud15.com/n/axvjbnqprylg/b/V2Ministry/o/office-cao/2026/1/741689b5-8fa8-434e-a655-b171fd2ee36d.pdf (৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

দেখা যাচ্ছে সংস্কারের জন্য খাত বা প্রতিষ্ঠান নির্ধারণে কোনো সুনির্দিষ্ট কৌশল অনুসরণ করা হয়নি – ১১টি কমিশন, বিভিন্ন শ্বেতপত্র ও কমিটির বাইরে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অন্য অনেক খাত, যেমন শিক্ষা, কৃষি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবসার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাত কোন যুক্তিতে বাদ পড়েছে তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলো প্রতিনিধিত্বশীল না হওয়ার অভিযোগ ছিল, যেমন ছয়টি কমিশনে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো প্রতিনিধিত্ব না থাকা, নারীর সংখ্যা কম থাকা, সাবেক আমলার আধিক্য, এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রাধান্য।[১২৭]

কোনো কোনো সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের (জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন) ওপর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়।[১২৮] জনপ্রশাসন সংস্কারে গঠিত কমিশনের সদস্যদের প্রত্যাখ্যান করেন প্রশাসন ক্যাডার ছাড়া বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (বিসিএস) ২৫টি ক্যাডারের কর্মকর্তারা।[১২৯] এছাড়া সংস্কার কমিশনের ব্যয় নিয়েও সমালোচনা ছিল।[১৩০] এসব প্রতিবেদনের সুপারিশ প্রত্যাখ্যান, আন্দোলন, কমিশন বিলুপ্ত করার দাবি উঠলেও সংস্কারবিরোধী শক্তি চিহ্নিত করা এবং সরকারের পক্ষ থেকে জোরালো অবস্থান নেওয়া হয়নি।

দেখা যাচ্ছে সবগুলো সংস্কার কমিশনের কাছ থেকে সংগৃহীত অন্তর্বর্তী মেয়াদে আশু বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশমালা নিয়ে সরকারের পদক্ষেপ সম্পর্কে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বাস্তবে দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি ছিল না। অন্যদিকে প্রথম পর্যায়ে গঠিত ছয়টির বাইরের সংস্কার কমিশন, এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর শ্বেতপত্র ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন সম্পর্কে কোনো কর্মপরিকল্পনা ছিল না।

সংস্কার কমিশনগুলোর আশু বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর বাস্তবায়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি – সাংবিধানিক সংস্কার কমিশন বাদে বাকি ১০টি কমিশনের মধ্যে মোট ৩৬৭টি আশু বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ হিসেবে চিহ্নিত হলেও সেপ্টেম্বর ২০২৫ নাগাদ মাত্র ৪৮টি সংস্কার বাস্তবায়িত হয়েছে; এর বাইরে দশটি কমিশনের মোট ১,৪১৬টি সুপারিশ বাস্তবায়নে কোনো সুনির্দিষ্ট পথরেখা নির্ধারিত হয়নি। বাস্তবে রাষ্ট্র সংস্কারের ভিত্তি স্থাপনের সুযোগের যথাযথ সদ্ব্যবহার হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

২০২৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশন গঠনের ঘোষণা করা হয়, এবং ২০২৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি একটি সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠিত হয়।[১৩১] এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস, এবং সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পান সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজ। কমিশনের মোট সদস্য সংখ্যা সাতজন, যাঁরা প্রত্যেকে বিভিন্ন সংস্কার কমিশনের প্রধান ছিলেন - জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রধান আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী, পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রধান সফর রাজ হোসেন, নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান ড. বদিউল আলম মজুমদার, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রধান বিচারপতি এমদাদুল হক এবং দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান ড. ইফতেখারুজ্জামান। ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ থেকে এ কমিশন কাজ শুরু করে। কমিশনের মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় ছয়মাস (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ থেকে শুরু করে আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত)। কমিশন ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচনব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, সংবিধান ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশসমূহ বিবেচনা ও জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করবে বলে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্দেশ্য জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচনব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, সংবিধান ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশসমূহ বিবেচনা ও জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা, এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাবগুলির উপর একটি জাতীয় অবস্থান তৈরি করা যা জুলাই সনদ তৈরির সাথে সম্পর্কিত।[১৩২]

---

[১২৭] *প্রথম আলো*, 'ছয় সংস্কার কমিশনে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব নেই, নারী কম', ২৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/7gdqmv1vu9 (২৪ অক্টোবর ২০২৪)। উল্লেখ্য, প্রথমে ঘোষিত ছয়টি কমিশনের মোট সদস্য ৫০ জন, এর মধ্যে সাবেক আমলা ১৫, সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা ২, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ৮, বিচারপতি ও বিচারক ৫, আইনজীবী ৬, শিক্ষার্থী প্রতিনিধি ৬ এবং অন্যান্য পেশার (এনজিও, মানবাধিকারকর্মী, বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি) ৮ জন। এসব পেশাজীবীর মধ্যে নারী পাঁচজন। কমিশনের প্রধান পদে নারী মাত্র একজন। সার্বিকভাবে সংস্কার কমিশনগুলোতে আমলাদের প্রাধান্য লক্ষ করা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষকদের প্রাধান্য লক্ষ করা গেছে (৮ জন শিক্ষকের মধ্যে পাঁচজন)।"

[১২৮] *প্রথম আলো*, 'জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সদস্যদের প্রত্যাখ্যান করল ২৫টি ক্যাডারের জোট', ০৫ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/0ovvuuchn9 (৭ অক্টোবর ২০২৪)।

[১২৯] *প্রথম আলো*, 'জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সদস্যদের প্রত্যাখ্যান করল ২৫টি ক্যাডারের জোট', ০৫ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/0ovvuuchn9 (৭ অক্টোবর ২০২৪)।

[১৩০] *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, 'কত খরচ সংস্কার কমিশনে?', ২৫ জুলাই, ২০২৫, https://www.bd-pratidin.com/first-page/2025/07/25/1140071 (২৬ জুলাই ২০২৫)।

[১৩১] *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, 'ড. ইউনূসের নেতৃত্বে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন, প্রজ্ঞাপন জারি', ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.bd-pratidin.com/national/2025/02/13/1084876 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[১৩২] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন https://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/56878_37313.pdf (২৮ জুলাই ২০২৫)।

রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপ

প্রথম পর্বের আলোচনা: জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ছয়টি প্রতিবেদনের প্রিন্ট কপি ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সব রাজনৈতিক দলের কাছে পাঠায়। পরবর্তীতে ২০২৫ সালের ০৫ মার্চ পাঁচটি কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ৯২৬টি সুপারিশের মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ নিয়ে স্প্রেডশিট আকারে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে তাদের মতামত প্রদানের জন্য পাঠায়। এই ১৬৬টি সুপারিশের মধ্যে সংবিধান সংস্কারসংক্রান্ত সুপারিশ ছিল ৭০টি, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার বিষয়ে ২৭টি, বিচার বিভাগ সংস্কার সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি এবং দুর্নীতি দমন কমিশন সংক্রান্ত সুপারিশ ২০টি। উল্লেখ্য, সরকারের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন সম্ভব এবং এর জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন না হওয়ার কারণে পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো স্প্রেডশিটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি বলে ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

স্প্রেডশিটে মোট ৩৫টি রাজনৈতিক দল/ জোটের কাছ থেকে মতামত পাওয়া যায়। কোনো কোনো দল স্প্রেডশিটে মতামত দেওয়ার পাশাপাশি কমিশনগুলোর প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশের বিষয়ে বিস্তারিত মন্তব্য ও বিশ্লেষণ জমা দেয়। দলগুলোর মতামত দেওয়ার পাশাপাশি ২০ মার্চ ২০২৫ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৩৩টি রাজনৈতিক দল জোটের সঙ্গে ৪৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।[১৩৩]

প্রথম দফায় ৬২টি বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে - দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠন; উভয় কক্ষে ডেপুটি স্পিকার পদে বিরোধী দল থেকে মনোনয়ন; রাষ্ট্রপতির অভিশংসন প্রক্রিয়া; সংবিধান বিষয়ক অপরাধ ও সংবিধান সংশোধনের সীমাবদ্ধতা বিষয়ক বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্ত করা; নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠান; সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্য সংবিধানে এই মর্মে বিধান যুক্ত করা যে, "বাংলাদেশ একটি বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে।" এছাড়া বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার বিধান সংবিধানে যুক্ত করা; সাবেক বিচারপতিদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন; সুপ্রিম কোর্টের অধীন স্বাধীন স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠা যার উপর বিচার বিভাগের প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাজেট প্রণয়ন, অধস্তন আদালতের বিচারকের পদোন্নতি, বদলি ও শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে; সুপ্রিম কোর্ট জেলা ইউনিটের সমন্বয়ে স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস গঠন; স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস গঠন; আইনজীবী সমিতি নির্বাচনে দলীয় রাজনীতির প্রভাব বিলোপ; স্বাধীন ও স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন; তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর সংশোধন এবং অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, ১৯২৩-এর সংশোধন, তিনটি পাবলিক সার্ভিস গঠন এবং দুটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা; দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে সংবিধান সংশোধন; বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের চর্চা বন্ধ করা; নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিত করা; দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ধারা ৩২ক বিলুপ্ত করা; আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯-এর সংশোধন বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হয়।[১৩৪]

প্রথম পর্যায়ে গঠিত ৬টি সংস্কার কমিশনের মধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন ব্যতীত বাকি পাঁচটি কমিশন তাদের মোট ১৬৫টি সুপারিশকে আশু বাস্তবয়নযোগ্য চিহ্নিত করে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট প্রেরণ করে। এর মধ্যে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন সংক্রান্ত ১৪টি, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সংক্রান্ত ৫০টি, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন সংক্রান্ত ৫১টি, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সংক্রান্ত ৩২টি এবং পুলিশ সংস্কার কমিশন সংক্রান্ত ১৮টি সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। কমিশন মনে করে যে এই সব সুপারিশ নির্বাহী সিদ্ধান্ত, বিধি প্রণয়ন অথবা অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্ভব। উল্লেখ্য, এই সুপারিশগুলো বিভিন্ন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে আছে এবং এগুলো রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের কাছে পাঠানো ১৬৬টি সুপারিশের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সরকার এর মধ্যে ১৮টি সুপারিশ পূর্ণাঙ্গরূপে এবং ১২টি সুপারিশ আংশিকভাবে বাস্তবায়ন করছেন বলে ঐকমত্য কমিশনকে জানিয়েছে। এছাড়া ৯২টি সুপারিশ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা: প্রথম পর্বে ঐকমত্য হয়নি এমন ২০টি মৌলিক কাঠামোগত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এগুলো হচ্ছে - (১) সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০ সংশোধন; (২) সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি নির্বাচন; (৩) নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ; (৪) রাষ্ট্রপতির ক্ষমা সম্পর্কিত বিধান; (৫) বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রীকরণ- (ক) সুপ্রিম কোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ, (খ) উপজেলা পর্যায়ে অধস্তন আদালতের সম্প্রসারণ; (৬) জরুরী অবস্থা ঘোষণা; (৭) প্রধান বিচারপতি নিয়োগ; (৮) সংবিধান সংশোধন; (৯) প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধান; (১০) 'জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল' বা 'এনসিসি' [যা পরে সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের বাছাই কমিটি নামে উপস্থাপিত এবং শেষ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন গঠন, (১১) সরকারি কর্ম কমিশন, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, দুর্নীতি দমন কমিশন এবং ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান সম্পর্কিত আলাদা প্রস্তাব হিসেবে গৃহীত]; (১২) প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদকাল; (১৩) পুলিশ কমিশন গঠন ; (১৪) সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব (সংখ্যা বৃদ্ধি, নির্বাচন পদ্ধতি ইত্যাদি); (১৫) উচ্চকক্ষের গঠন, সদস্য নির্বাচনের পদ্ধতি, এখতিয়ার ইত্যাদি; ১৬) রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি, ইলেকটোরাল কলেজ ইত্যাদি; (১৭) তত্ত্বাবধায়ক সরকার; (১৮) নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রস্তাব; (১৯) রাষ্ট্রের মূলনীতি; (২০) রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব [অনুচ্ছেদ

[১৩৩] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন https://reform.gov.bd/#/view-notice/104 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[১৩৪] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন *বাংলা ট্রিবিউন*, 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন: প্রথম ধাপে ৬২ প্রস্তাবে একমত রাজনৈতিক দলগুলো,' ৩১ জুলাই ২০২৫, https://www.banglatribune.com/national/909356/ (০১ আগস্ট ২০২৫)।

৪৮(৩)]। সেগুলোর বিষয়ে ৩০টি দলকে একসঙ্গে নিয়ে ২০২৫ সালের ৩ জুন থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্বের বিষয়ভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের আওতায় দুই দফায় ৩১ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত মোট ২৩টি সংলাপ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় পর্বের আলোচনায় ১১টি বিষয়ে কোনো ধরনের ভিন্নমত বা নোট অব ডিসেন্ট ছিলো না, বাকি ৯টি বিষয়ে নোট অব ডিসেন্টসহ সিদ্ধান্ত হয়েছে। ভিন্নমত ছাড়া (Without Note of Dissent) যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয় সেগুলো হচ্ছে - (১) সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি; (২) নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ; (৩) রাষ্ট্রপতির ক্ষমা সম্পর্কিত বিধান; (৪) বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রীকরণ-(ক) সুপ্রিম কোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ, (খ) উপজেলা পর্যায়ে অধস্তন আদালতের সম্প্রসারণ; (৫) জরুরী অবস্থা ঘোষণা; (৬) প্রধান বিচারপতি নিয়োগ; (৭) সংবিধান সংশোধন; (৮) প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদকাল; (৯) নির্বাচন কমিশন গঠন; (১০) পুলিশ কমিশন গঠন; এবং (১১) নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রস্তাব।

ভিন্নমতসহ (With Note of Dissent) যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয় সেগুলো হচ্ছে - (১) সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০ সংশোধন; (২) প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধান; (৩) সরকারি কর্ম কমিশন, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, দুর্নীতি দমন কমিশন এবং ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান সম্পর্কিত [ইতিপূর্বে সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের বাছাই কমিটি নামে প্রস্তাবিত ছিল (যা পূর্বে 'জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল' বা 'এনসিসি' নামে প্রস্তাবিত ছিল)]; (৪) সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব (সংখ্যা বৃদ্ধি, নির্বাচন পদ্ধতি ইত্যাদি); (৫) দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট (উচ্চকক্ষের গঠন, সদস্য নির্বাচনের পদ্ধতি, এখতিয়ার ইত্যাদি); (৬) রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি; (৭) তত্ত্বাবধায়ক সরকার; (৮) রাষ্ট্রের মূলনীতি; এবং (৯) রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব [অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)]। নিচে সংক্ষেপে এই ২০টি প্রস্তাব ও সেগুলোর সিদ্ধান্ত তুলে ধরা হলো।

১. সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ পরিবর্তন: ৭০ অনুচ্ছেদ নিয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব ছিল, অর্থবিল ছাড়া অন্য যেকোনো বিষয়ে সংসদে নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা পাবেন সংসদ সদস্যরা। দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার মধ্য দিয়ে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে, অর্থবিল ও আস্থা ভোট ছাড়া অন্য যেকোনো বিষয়ে সংসদে নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যরা (এমপি) পূর্ণ ক্ষমতা পাবেন বা স্বাধীন থাকবেন।[১৩৫]

২. সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতিত্ব নির্ধারণ: সংবিধান সংস্কার কমিশনের আরেকটি প্রস্তাব ছিল, সবগুলো সংসদীয় কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে করা হবে। আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়েছে, সরকারি হিসাব, অনুমিত হিসাব, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিশেষ অধিকার-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি–এই চারটিসহ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি পদ আসনের সংখ্যানুপাতে বিরোধী দলের মধ্য থেকে দেওয়া হবে। অর্থাৎ বিরোধী দলগুলো সংসদে যে কটি আসন পাবে, তার অনুপাতে সংসদীয় কমিটির সভাপতি পদ পাবে।[১৩৬]

৩. নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ: নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ বিষয়ে আশু এবং দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে ঐকমত্য হয়। আশু ব্যবস্থা হিসেবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের সহায়তায় যথাযথ দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে একটি বিশেষায়িত কমিটি গঠন (যদি ইতিমধ্যে তা গঠিত হয়ে থাকে, তবে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে) করা এবং সেই কমিটির পরামর্শক্রমে সংসদীয় এলাকা নির্ধারণ করা।[১৩৭]

৪. রাষ্ট্রপতির ক্ষমা-সম্পর্কিত বিধান: রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন নিয়ে একটি আইন করা হবে, যেখানে রাষ্ট্রপতি কাউকে ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারবেন। সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ সব নির্বাহী ক্ষমার ক্ষমতা প্রয়োগের সুপারিশ করার জন্য আইনি ব্যবস্থার বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে ঐকমত্য হয়। রাষ্ট্রপতি এই আইন ও বিধান অনুসরণ করেই ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য প্রেরণের আগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাঁর বৈধ উত্তরাধিকারের মতামত গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।[১৩৮]

৫. উচ্চ আদালতের বিকেন্দ্রীকরণ: বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দলগুলোর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ঢাকার বাইরে প্রতিটি বিভাগেও হাইকোর্টের এক বা একাধিক স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন করা হবে। এ

---

[১৩৫] রিয়াদুল করিম, 'আলোচনার পর আলোচনা, ঐকমত্য কত দূর', *প্রথম আলো*, ২৪ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/8h6x4b2ppf (২৫ জুন ২০২৫)।

[১৩৬] *প্রাগুক্ত*।

[১৩৭] *প্রথম আলো*, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারে একমত, রূপরেখা নিয়ে মতভিন্নতা', ৩ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=37b48cbc54&eid=1&imageview=0&epedate=03/07/2025&sedId=1 (৩ জুলাই ২০২৫)।

[১৩৮] *প্রথম আলো*, 'বিভাগীয় পর্যায়ে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনে ঐকমত্য', ৪ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=4753e77a49 (৫ জুলাই ২০২৫)।

জন্য সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হবে। সেখানে বলা হবে, 'রাজধানীতে সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে। তবে রাজধানীর বাইরে প্রতিটি বিভাগে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নির্ধারিত হাইকোর্ট বিভাগের এক বা একাধিক স্থায়ী বেঞ্চ থাকবে।'[১৩৯]

অধস্তন আদালত পর্যায়ক্রমে উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ করার বিষয়ে ঐকমত্য হয়। তবে এ ক্ষেত্রে ছয়টি বিষয় বিবেচনা করতে বলা হয়েছে - ১. জেলা সদরে অবস্থিত সদর উপজেলা আদালত জেলা জজকোর্টের সঙ্গে সংযুক্ত করা। ২. বিদ্যমান চৌকি আদালত ও উপজেলা আদালত প্রয়োজনীয় সংস্কার ও অবকাঠামো নির্মাণ করা। ৩. জেলা সদরের কাছাকাছি উপজেলায় নতুন আদালত স্থাপন না করা ও প্রয়োজনীয় জরিপ পরিচালনা করা। ৪. অবশিষ্ট উপজেলায় জনসংখ্যার ঘনত্ব, ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য, যাতায়াতব্যবস্থা, দূরত্ব, অর্থনৈতিক অবস্থা ও মামলার সংখ্যা বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে আদালত স্থাপন করা। ৫. অধস্তন আদালতের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা। ৬. আইনগত সহায়তা কার্যক্রম উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা। সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনের তথ্য অনুসারে, দেশের ২৩টি জেলার ৪৩টি উপজেলায় ৭১টি চৌকি আদালত রয়েছে।[১৪০]

৬. জরুরি অবস্থা জারির ক্ষমতা: জরুরি অবস্থা জারির বিধান নিয়ে সিদ্ধান্ত হয় যে মন্ত্রিসভার অনুমোদন নিয়ে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা জারি করবেন। এ ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিরোধীদলীয় নেতা বা তাঁর অনুপস্থিতিতে উপনেতা অংশ নেবেন। কোন অবস্থায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা যাবে, তাও নির্ধারণ করা হয়। জরুরি অবস্থার মধ্যেও কিছু মৌলিক অধিকার স্থগিত করা যাবে না বলে ঐকমত্য হয়।[১৪১]

৮. প্রধান বিচারপতি নিয়োগ: প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত হয়, আপিল বিভাগের কর্মে জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেবেন রাষ্ট্রপতি। তবে কোনো দল যদি নির্বাচনী ইশতেহারে যুক্ত করে যে জ্যেষ্ঠতম দুজনের মধ্য থেকে একজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে, তারা ক্ষমতায় গেলে সে অনুযায়ী সংবিধান সংশোধন করতে পারবে।[১৪২]

৯. নির্বাচন কমিশন গঠন: নির্বাচন কমিশন (ইসি) গঠন বা প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য হয়। সিইসি ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে সংবিধানে সংসদের সরকারি দল, বিরোধী দল ও বিচার বিভাগের প্রতিনিধির সমন্বয়ে পাঁচ সদস্যের একটি বাছাই কমিটির বিধান থাকবে। এ কমিটির সর্বসম্মতিতে বাছাই করা ব্যক্তিদের ইসিতে নিয়োগ দেবেন রাষ্ট্রপতি। সিইসি ও কমিশনারদের জবাবদিহির জন্য আইন ও আচরণবিধি প্রণয়ন করা হবে। তবে সিইসি ও অন্য কমিশনার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কমিটির সবাই একমত না হলে কী হবে, প্রস্তাবে তার উল্লেখ করা হয়নি। দলগুলোর মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগের প্রস্তাবে কিছুটা সংশোধনী আনে ঐকমত্য কমিশন।[১৪৩]

১০. সরকারি কর্ম কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, এবং ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান সম্পর্কিত: বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগও কার্যত প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মধ্যে। এ কারণে সাংবিধানিক পদে নিয়োগের জন্য নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইনসভা–এই তিন অঙ্গের সমন্বয়ে জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি) গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিল সংবিধান সংস্কার কমিশন। পরবর্তীতে সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেয় ঐকমত্য কমিশন। তাতেও ঐকমত্য না হওয়ায় নির্বাচন কমিশন, সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি), দুদক, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) ও ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান সংবিধানে যুক্ত করার প্রস্তাব দেয় ঐকমত্য কমিশন। এর মধ্যে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগের বিষয়ে ঐকমত্য হয়। বাকি চারটি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের পদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে বিএনপিসহ কয়েকটি দলের জোরালো আপত্তি ছিল। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পিএসসি, দুদক, সিএজি ও ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান সংবিধানে যুক্ত করা হবে। একটি বাছাই কমিটি এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের বাছাই করবে। ওই ব্যক্তিদের নিয়োগ দেবেন রাষ্ট্রপতি। তবে বিএনপিসহ পাঁচটি দল ও জোটের এ বিষয়ে আপত্তি আছে।

---

[১৩৯] *প্রাগুক্ত।*

[১৪০] *প্রথম আলো*,'পর্যায়ক্রমে উপজেলায় আদালত সম্প্রসারণে একমত দলগুলো', ৮ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=872ff13d60 (৮ জুলাই ২০২৫)।

[১৪১] *প্রথম আলো*, 'জরুরি অবস্থা জারি ও প্রধান বিচারপতির নিয়োগে ঐকমত্য', ১৪ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=1471178b353&eid=1&imageview=0&epedate=14/07/2025&sedId=1 (১৪ জুলাই ২০২৫)।

[১৪২] *প্রাগুক্ত।*

[১৪৩] *প্রথম আলো*, 'ইসি গঠনের পদ্ধতি নিয়ে ঐকমত্য', ২৪ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=2473d4e0c74&eid=1&imageview=0&epedate=24/07/2025&sedId=1 (২৪ জুলাই ২০২৫)।

১১. প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধান সংস্কার: প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত হয়, একই ব্যক্তি একসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধান থাকতে পারবেন না, এ প্রস্তাবে তিন-চতুর্থাংশ দল একমত।[১৪৪]

১২. প্রধানমন্ত্রী পদে ১০ বছরের বেশি নয়: রাজনৈতিক দলগুলো সব বিবেচনা পাশে রেখে একমত হয় যে একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী পদে যত মেয়াদ বা যতবারই হোক, সর্বোচ্চ ১০ বছর থাকতে পারবেন। এ জন্য সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদগুলোতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী করা হবে।[১৪৫]

১৩. স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন: পুলিশ বাহিনীর পেশাদারিত্ব ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা এবং পুলিশি সেবাকে জনবান্ধব করার লক্ষ্যে একটি 'স্বাধীন পুলিশ কমিশন' গঠনের প্রস্তাবে ঐকমত্য হয়। প্রস্তাবে পুলিশ কমিশন গঠনের তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয় - ১. পুলিশ যাতে আইনানুগভাবে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়, তা নিশ্চিত করা। ২. পুলিশ বাহিনীর কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের নিষ্পত্তি করা। ৩. নাগরিকদের পক্ষ থেকে পুলিশ বাহিনীর কোনো সদস্য-সদস্যদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের নিষ্পত্তি করা। পুলিশ কমিশনের কাজ কী হবে, সেটাও প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে কোনো পুলিশ সদস্যের অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় শাস্তির মাত্রা নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেওয়া; পুলিশের কাজে বেআইনি প্রভাব বা হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষা প্রদানে নির্দেশনা দেওয়া; পুলিশের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে নাগরিকদের অভিযোগ আমলে নিয়ে যথাযথ তদন্তের ভিত্তিতে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়া ইত্যাদি।[১৪৬]

১৪. সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব: সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব ক্রমান্বয়ে ১০০ আসনে উন্নীত করার বিষয়ে প্রায় সব দল একমত হয়। এ বিষয়ে ঐকমত্য হয়, সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে বিদ্যমান ৫০টি সংরক্ষিত আসন বহাল রাখা হবে। জুলাই সনদ স্বাক্ষরের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে বিদ্যমান ৩০০ সংসদীয় আসনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার আহ্বান জানানো হয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে। পরবর্তী নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো ন্যূনতম ১০ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেবে, যা সংবিধানে যুক্ত হবে। ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়নের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে প্রতিটি সাধারণ নির্বাচনে ন্যূনতম ৫ শতাংশ বর্ধিত হারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন অব্যাহত থাকবে, যা সংবিধানে যুক্ত হবে। সংরক্ষিত নারী আসন ২০৪৩ সাল পর্যন্ত বহাল থাকবে বলেও সিদ্ধান্ত হয়।[১৪৭]

১৫. সংসদে উচ্চকক্ষ গঠন: জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষ হবে ১০০ আসনের। সদস্যরা মনোনীত হবেন সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে (Proportional Representation-PR), অর্থাৎ জাতীয় নির্বাচনে দলগুলো যে ভোট পাবে, তার ভিত্তিতে দলগুলোর মধ্যে এসব আসন বণ্টন করা হবে। তবে এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হয়নি বিএনপি, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট, ১২-দলীয় জোট, এনডিএম ও এলডিপি। উচ্চকক্ষের সদস্যরা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন না। তারা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (proportional representation) পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। এই পদ্ধতি অনুযায়ী, নিম্নকক্ষের (জাতীয় সংসদ) নির্বাচনে কোনো দল বা জোটের প্রাপ্ত ভোটের শতাংশের ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের আসন বন্টন করা হবে। উচ্চকক্ষের জন্য কোনো সংরক্ষিত আসন থাকবে না।

উচ্চকক্ষের আইন প্রস্তাব করার ক্ষমতা থাকবে না, তবে নিম্নকক্ষে পাস হওয়া অর্থবিল ছাড়া অন্যান্য সব বিল অবশ্যই উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ উভয় কক্ষেই উপস্থাপন করতে হবে। উচ্চকক্ষের কোনো বিলকে স্থায়ীভাবে আটকে রাখার ক্ষমতা থাকবে না। যদি উচ্চকক্ষ এক মাসের বেশি সময় ধরে কোনো বিল আটকে রাখে, তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে বিলটি উচ্চকক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উচ্চকক্ষের মূল কাজ হবে নিম্নকক্ষ থেকে পাঠানো বিল পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা। উচ্চকক্ষকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিলটি অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। যদি উচ্চকক্ষ কোনো বিল প্রত্যাখ্যান করে, তবে তারা সংশোধনের সুপারিশসহ বিলটি নিম্নকক্ষে ফেরত পাঠাতে পারে। নিম্নকক্ষ সেই সুপারিশ আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। যদিও বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল এই প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করেছে, তবে বিএনপি এবং তাদের সমমনা কিছু দল এই সিদ্ধান্তের কয়েকটি অংশে ভিন্নমত প্রকাশ করেছে। তারা চেয়েছিল যে উচ্চকক্ষের আসন বন্টন নিম্নকক্ষে দলগুলোর প্রাপ্ত আসনের ভিত্তিতে হোক, এবং উচ্চকক্ষের ক্ষমতা আরও বেশি হোক।[১৪৮]

---

[১৪৪] *প্রথম আলো*, 'জুলাই সনদের খসড়া প্রস্তুত, পুলিশ কমিশনে ঐকমত্য', ২৮ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=28712f56913&eid=1&imageview=0&epedate=28/07/2025&sedId=1 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[১৪৫] *প্রথম আলো*, '১২ মৌলিক সংস্কার প্রস্তাবে ঐকমত্য', ২৯ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=2979bc3a499&eid=1&imageview=0&epedate=29/07/2025&sedId=1 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[১৪৬] *প্রথম আলো*, 'জুলাই সনদের খসড়া প্রস্তুত, পুলিশ কমিশনে ঐকমত্য', *প্রাগুক্ত*।

[১৪৭] *প্রথম আলো*, 'মৌলিক সংস্কারের সব বিষয়ে মতৈক্য হয়নি,' ৩১ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=3170c151952&eid=1&imageview=0&epedate=31/07/2025&sedId=1 (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[১৪৮] মহিউদ্দিন আলমগীর, মো. আব্বাস, 'ন্যাশনাল কনসেনসাস: অ্যাকর্ড রিচড, ডিসেন্ট নোটেড', *ডেইলি স্টার*, ১ আগস্ট ২০২৫, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/natl-consensus-commission-accord-reached-dissent-noted-3952831 (01 August 2025).

১৬. রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব [অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)]: রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা এবং নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে কিছু দল ভিন্নমত পোষণ করে। বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ছাড়া অন্য যেকোনো বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নিতে হয়। ঐকমত্য কমিশন ১২টি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে সরাসরি ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব করে - অ্যাটর্নি জেনারেল, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য, তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, আইন কমিশনের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান ও সদস্য, এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস রেগুলেটরি কমিশনের (বিটিআরসি) চেয়ারম্যান ও সদস্য, সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই) ও জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দার (এনএসআই) মহাপরিচালক। দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা শেষে ঐকমত্য হয়, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন, আইন কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, ইউজিসি, এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে নিয়োগে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নিতে হবে না। তবে গভর্নর ও এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে নিয়োগের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ভিন্নমত দেয় বিএনপিসহ কয়েকটি দল।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য হয়। তাতে বলা হয়, সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যদের গোপন ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা হবে। অবশ্য একটি দলের এ বিষয়ে ভিন্নমত আছে।[১৪৯]

১৭. নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রস্তাব: সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ, রক্ষা ও বাস্তবায়নে দলগুলো একমত হয়। কী কী মৌলিক অধিকার থাকবে, তা সনদে উল্লেখ করা হবে না। এটি ঐকমত্য কমিশনের প্রতিবেদনের পরিশিষ্টে উল্লেখ থাকবে। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সংক্রান্ত প্রস্তাব নিয়ে কিছু দলের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা গেছে।

১৮. রাষ্ট্রের মূলনীতি: সংবিধানের মূলনীতি প্রসঙ্গে কমিশনের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়, 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বিষয়ে আলোচনার প্রেক্ষাপটে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হচ্ছে, সংবিধানে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতির কথা রাষ্ট্র পরিচালনার নীতির অংশ হিসেবে উল্লেখ থাকবে।' তবে সংবিধানের মূলনীতি পরিবর্তন নিয়ে কিছু দলের আপত্তি আছে।

১৯. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ পদ্ধতি: ঐকমত্য কমিশন নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টাকে নিয়োগের জন্য একটি পাঁচ সদস্যের নির্বাচন প্যানেলের মাধ্যমে প্রস্তাব করে। প্রস্তাবনা অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী, সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার (বিরোধী দল থেকে), এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে এই প্যানেল গঠিত হবে। এই সংস্থাটি ১২ জন মনোনীত ব্যক্তির তালিকা থেকে একজন প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচন করবে, যারা ক্ষমতাসীন দল, প্রধান বিরোধী দল এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল কর্তৃক জমা দেওয়া হবে। যদি কমিটি ১২০ ঘন্টার মধ্যে একজন প্রধান উপদেষ্টা চূড়ান্ত করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে পরবর্তী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ক্ষমতাসীন দল তিনটি নাম, প্রধান বিরোধী দল তিনটি এবং তৃতীয় বৃহত্তম দল দুটি নাম প্রস্তাব করবে। যদি এই প্রক্রিয়াও ব্যর্থ হয়, তবে ক্ষমতাসীন দল এবং প্রধান বিরোধী দল প্রত্যেকেই তিনজন করে যোগ্য প্রার্থী প্রস্তাব করবে, এবং সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী অন্যান্য দল আরও দুটি নাম প্রস্তাব করবে। ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী ব্লক উভয়ই একে অপরের তালিকা থেকে একজন করে প্রার্থী নির্বাচন করবে। তারা ছোট দলগুলোর তালিকা থেকেও একজন মনোনীত ব্যক্তিকে বেছে নেবে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত মনোনীত ব্যক্তিকেই প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের প্রক্রিয়া নিয়ে কিছু দল একমত হতে পারেনি।[১৫০]

২০. সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি: জাতীয় ঐকমত্য কমিশন দ্বিতীয় দফার আলোচনার শেষ দিনে (৩১ জুলাই ২০২৫) সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলো চূড়ান্ত করে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মতে, সংবিধানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংশোধন করতে হলে কেবল সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা যথেষ্ট হবে না। এই বিষয়গুলো সংশোধনের জন্য দুটি ধাপে অনুমোদন প্রয়োজন হবে:

১. সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা: প্রথম ধাপে, সংশোধনী প্রস্তাবটি সংসদে অবশ্যই দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাস হতে হবে।

২. গণভোট (Referendum): দ্বিতীয় ধাপে, সংসদের অনুমোদনের পর সংশোধনী প্রস্তাবটি জনগণের মতামতের জন্য গণভোটে পেশ করতে হবে। গণভোটে যদি প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থন পায়, তবেই এটি কার্যকর হবে।

এই দুই ধাপের পদ্ধতি কেবল কিছু নির্দিষ্ট মৌলিক বিষয় সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা: নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত যেকোনো সংশোধনী।
- সংবিধানের প্রস্তাবনা (Preamble): সংবিধানের প্রস্তাবনার যেকোনো পরিবর্তন।

[১৪৯] *প্রাগুক্ত।*

[১৫০] *প্রাগুক্ত।*

- অনুচ্ছেদ ৮: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ ৮।
- অনুচ্ছেদ ৪৮: রাষ্ট্রপতির নিয়োগ ও ক্ষমতা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ৪৮।
- অনুচ্ছেদ ৫৬: প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ৫৬।
- অনুচ্ছেদ ১৪২: সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ১৪২।

বেশিরভাগ দল এই প্রস্তাবের সঙ্গে একমত হলেও কয়েকটি দল এতে ভিন্নমত পোষণ করে। বিএনপি এবং তাদের সমমনা কয়েকটি দল একটি 'নোট অব ডিসেন্ট' জমা দিয়ে জানায়, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে অর্থবিল ও আস্থা ভোটের পাশাপাশি সংবিধান সংশোধন এবং জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক (যেমন যুদ্ধ পরিস্থিতি) বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হোক।[১৫১]

তবে জাতীয় সংসদে নারী আসন নিয়ে ঐকমত্য কমিশনের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান নারী অধিকারকর্মীরা। কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে তাঁরা অভিযোগ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনের কোনো সুপারিশ জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গ্রহণ করেনি। নারী অধিকারকর্মীদের দেওয়া প্রস্তাবও উপেক্ষা করা হয়েছে। ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় নারী অধিকারের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে সবচেয়ে কম।[১৫২]

জুলাই জাতীয় সনদ

জুলাই জাতীয় সনদের তিনটি ভাগ আছে। প্রথম ভাগে আছে সনদের পটভূমি। দ্বিতীয় ভাগে ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাব এবং তৃতীয় ভাগে আছে সনদ বাস্তবায়নের সাত দফা অঙ্গীকারনামা। এই সনদে প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র ক্ষমতা কিছুটা কমানো, কিছু প্রতিষ্ঠানে নিয়োগে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়ানো, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকারি ও বিরোধী দলের সমন্বয়ে গঠিত বাছাই কমিটির মাধ্যমে নিয়োগের বিধান করা, কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে দেওয়া, আইনসভা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করা, এক ব্যক্তি জীবনে সর্বোচ্চ ১০ বছর প্রধানমন্ত্রী পদে থাকতে পারবেন এবং একই ব্যক্তি একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধান হতে পারবেন না–এমন বিধান করা, আস্থা ভোট ও অর্থবিল ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে আইনসভায় সংসদ সদস্যদের ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া, বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণসহ বেশ কিছু মৌলিক সংস্কারের প্রস্তাব রয়েছে। অবশ্য এর মধ্যে কোন প্রস্তাবে কার ভিন্নমত আছে, তা সনদে উল্লেখ করা হয়েছে।

জুলাই সনদের শেষ অংশে আছে সনদ বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য সাত দফা অঙ্গীকারনামা।

১. ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে।
২. জনগণের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের অভিপ্রায় সাধারণত প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে। রাজনৈতিক দল ও জোটগুলো সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ গ্রহণ করছে। তাই এই সনদ পূর্ণাঙ্গভাবে সংবিধানে তফসিল হিসেবে বা যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত করা হবে।
৩. দলগুলো সনদের বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কোনো আদালতে প্রশ্ন তুলবে না। উপরন্তু সনদ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে দলগুলো আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।
৪. দীর্ঘ ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হবে।
৫. গণ-অভ্যুত্থানপূর্ব ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সব হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও শহীদ পরিবারগুলোকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।
৬. সনদ বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করা হবে।
৭. যেসব সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য, সেগুলো কোনো কালক্ষেপণ না করে দ্রুততম সময়ে অন্তর্বর্তী সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

---

[১৫১] *প্রথম আলো*, 'জুলাই জাতীয় সনদ: মৌলিক ১২টি সংস্কার প্রস্তাবে ঐকমত্য,' ২৯ জুলাই, ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=2979bc3a499&eid=1&imageview=0&epedate=29/07/2025&sedId=1 (২৯ জুলাই ২০২৫); Mohiuddin Alamgir, Md Abbas, 'Nat'l consensus commission: Accord reached, dissent noted,' *Daily Star*, 01 August 2025, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/natl-consensus-commission-accord-reached-dissent-noted-3952831 (01 August 2025).

[১৫২] *প্রথম আলো*, 'নারী আসন নিয়ে ঐকমত্য কমিশনের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ,' ৩ আগস্ট ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=38496e8376&eid=1&imageview=0&epedate=03/08/2025&sedId=1 (০৩ আগস্ট ২০২৫)।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে সংবিধান, নির্বাচনব্যবস্থা, বিচার বিভাগসহ রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রস্তাব নিয়ে তৈরি এই সনদে ১৭ অক্টোবর সই করে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ ২৪টি রাজনৈতিক দল ও জোট। পাশাপাশি সনদে সই করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এবং জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যরা।[১৫৩] প্রথমে এনসিপি ও চারটি বাম দল এই সনদে সই না করলেও ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের পর জুলাই সনদে স্বাক্ষর করে এনসিপি।[১৫৪] জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর করার দিনে দাবি পূরণে জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় 'জুলাই যোদ্ধা' পরিচয় দেওয়া ব্যক্তিরা বিক্ষোভ করে। তাদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনায় শেরেবাংলা নগর থানায় চারটি মামলা করে পুলিশ, এবং অজ্ঞাতপরিচয় ৯০০ জনকে আসামি করা হয়।[১৫৫] পরবর্তীতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে ১৭ অক্টোবরের ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে ধরে জুলাই যোদ্ধারা জানান, তাঁরা কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা বা সহিংসতা ঘটাতে যাননি, বরং তাঁদের ন্যায্য দাবিগুলো তুলে ধরার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।[১৫৬]

শেষ মুহূর্তে জুলাই জাতীয় সনদে কিছু সংশোধন ও পরিবর্তন আনা হয়। সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামায় একটি নতুন ধারা যুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়, যা মুদ্রিত সংস্করণে নেই। চূড়ান্ত সনদে প্রতিটি প্রস্তাবের পাশে কোন দল ভিন্নমত দিয়েছে তা উল্লেখ করা হয়। একটি নোট যোগ করা হয় - কোনো দল নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ করে জনগণের ম্যান্ডেট পেলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা নিতে পারবে। সংশোধিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তফসিলে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র থাকবে, তবে ৭ মার্চের ভাষণ ও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা থাকবে না। 'জুলাই যোদ্ধাদের' আন্দোলনের মুখে অঙ্গীকারনামার একটি দফায় পরিবর্তন আনা হয় – গুম, খুন ও নির্যাতনের বিচার, শহীদদের মর্যাদা, আহতদের সহায়তা ও আইনগত দায়মুক্তি নিশ্চিত করা হবে। এই নতুন ধারা পরে মুদ্রিত সনদে যুক্ত করা হবে।[১৫৭]

সনদে অন্তর্ভুক্ত ৮৪টি প্রস্তাবের মধ্যে ৪৮টি সংবিধান-সম্পর্কিত। সংবিধান-সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের জন্যই জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ জারি হয় এবং তা নিয়ে গণভোট হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। প্রস্তাবগুলোকে চারটি বিষয়ে ভাগ করে একটি প্রশ্নে গণভোটের সিদ্ধান্ত হয়। এর মধ্যে ৩০টি প্রস্তাবে বড় দলগুলোসহ বেশির ভাগ দল একমত। গণভোটের প্রশ্নে এগুলো ছিল একটি বিষয় হিসেবে। ভিন্নমত থাকা ১৮টি সংস্কার প্রস্তাব তিনটি ভাগে রাখা হয় - একটি ভাগে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান (মোট ৫টি প্রতিষ্ঠান, মোট প্রস্তাব ৬টি) জুলাই সনদে বর্ণিত প্রক্রিয়ার আলোকে গঠন করা; আরেক ভাগে উচ্চকক্ষের গঠন ও ক্ষমতা সম্পর্কিত বিষয় (এখানে দুটি প্রস্তাব); আরেকটি ভাগে সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি, প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধান, সংসদে নিজ দলের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার স্বাধীনতাসহ ১০টির মতো প্রস্তাব। এই ভাগের প্রস্তাবগুলো দলগুলো প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাস্তবায়ন করবে বলে আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি ২: যেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবে যেসব দল বা জোটের ভিন্নমত (নোট অব ডিসেন্ট) আছে

প্রস্তাব	**ভিন্নমত (নোট অব ডিসেন্ট)**
রাষ্ট্রের মূলনীতি	বাংলাদেশ জাসদ, সিপিবি, বাসদ, বাসদ (মার্ক্সবাদী), গণফোরাম
রাষ্ট্রপতির নির্বাচনপদ্ধতি	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব	কিছু ক্ষেত্রে ভিন্নমত আছে বিএনপি, এনডিএম, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, বাংলাদেশ লেবার পার্টি, ১২-দলীয় জোট, এলডিপি
প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধান	বিএনপি, এনডিএম, ১২-দলীয় জোট ও জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট
তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা	বিএনপি (গঠনপ্রক্রিয়া সংসদের হাতে ন্যস্ত করার পক্ষে), কিছু অংশে ভিন্নমত আছে বাংলাদেশ লেবার পার্টি, এনডিএম, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট, ১২-দলীয় জোট, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি
উচ্চকক্ষে পিআর	বিএনপি, এনডিএম

[১৫৩] *প্রথম আলো*, 'জুলাই জাতীয় সনদে ২৪ দলের সই', ১৮ অক্টোবর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=181082d914bc (১৯ অক্টোবর ২০২৫)। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় অংশ নেওয়া যে ছয়টি দল সনদে সই করেনি সেগুলো হলো জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), বাসদ (মার্ক্সবাদী), বাংলাদেশ জাসদ ও গণফোরাম।

[১৫৪] *প্রথম আলো*, 'জুলাই সনদে স্বাক্ষর করেছে এনসিপি', ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=1722f312421&eid=1&imageview=0&epedate=17/02/2026&sedId=1 (১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৫৫] *প্রথম আলো*, 'জুলাই সনদ সইয়ের দিনে সংঘর্ষের ঘটনায় চার মামলা, আসামি ৯০০', ১৯ অক্টোবর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=1910b03d6d9a&eid=1&imageview=0&epedate=19/10/2025&sedId=1 (১৯ অক্টোবর ২০২৫)।

[১৫৬] *প্রথম আলো*, 'জুলাই যোদ্ধাদের সঙ্গে ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক', ২১ অক্টোবর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=2110029a910e (২২ অক্টোবর ২০২৫)।

[১৫৭] *প্রথম আলো*, 'শেষ মুহূর্তে সনদে কিছু সংশোধন', ১৮ অক্টোবর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=1810aab1af2f (১৯ অক্টোবর ২০২৫)।

প্রস্তাব	ভিন্নমত (নোট অব ডিসেন্ট)
উচ্চকক্ষের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	বিএনপি, এনডিএম
উচ্চকক্ষের দায়িত্ব ও ভূমিকা	সিপিবি, এনডিএম, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ, আম জনতার দল
নারী আসনের বিধান	সিপিবি, বাসদ, আম জনতার দল
ন্যায়পাল নিয়োগ, সরকারি কর্ম কমিশনে নিয়োগ, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিয়োগ ও দুর্নীতি দমন কমিশনে নিয়োগ	বিএনপি, এনডিএম, ১২-দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট
ওপেন গভর্নমেন্ট পার্টনারশিপের পক্ষভুক্ত হওয়া	জামায়াতে ইসলামী, গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য, জাকের পার্টি, জেএসডি ও বিএসপি

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া: সংবিধান-সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলোর বাস্তবায়নে তিনটি স্তর। প্রথমত, আইনি ভিত্তি দিতে আদেশ জারি। সরকার ১৩ নভেম্বর ২০২৫ জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ জারি করে। এই আদেশে বলা হয় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থানের ফলে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ঘটে এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য সুশাসন, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, প্রশাসন ও বিচার বিভাগে সংস্কার। জুলাই জাতীয় সনদ হচ্ছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মাধ্যমে ৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোটের সম্মতিতে প্রণীত সংস্কার সনদ। সংবিধান সংস্কার বিষয়ে জনগণের অনুমোদন নিতে গণভোট আয়োজন করা হবে, যেখানে মূল প্রশ্ন হচ্ছে ভোটারদের জিজ্ঞাসা করা হবে তারা জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে সম্মত কিনা। গণভোটে ইতিবাচক ফল এলে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নিয়ে সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন হবে, যা ২৭০ দিনের মধ্যে সংস্কার সম্পন্ন করবে। এই পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সংস্কার চূড়ান্ত হবে এবং গেজেটে প্রকাশের মাধ্যমে কার্যকর হবে। সংস্কার সম্পন্নের পর ৪৫ দিনের মধ্যে প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষ গঠন করা হবে। আদেশ বাস্তবায়নের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করতে পারবে। জুলাই জাতীয় সনদ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আদেশ জারি, নভেম্বরের মধ্যে গণভোট, এবং সনদ বাস্তবায়নে সরকারের পদক্ষেপ নিয়ে বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য দেখা যায়।[১৫৮]

সনদ বাস্তবায়নের উপায় নির্ধারণ করার বিষয়টি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কর্মপরিধিতে ছিল না। জামায়াত, এনসিপিসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ৩১ জুলাইয়ের পর ঐকমত্য কমিশন সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে দলগুলো ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক আলোচনা করে। ৯ অক্টোবর এ আলোচনা শেষ হয়। আলোচনায় গণভোটের মাধ্যমে সনদ বাস্তবায়নে ঐকমত্য হয়। কিন্তু সনদ ও গণভোটের আইনি ভিত্তি, সময় ও পথ-পদ্ধতি নিয়ে দলগুলোর মধ্যে ভিন্নমত থেকে যায়। ২০২৫ সালের ২৮ অক্টোবর সনদ বাস্তবায়নে দুটি বিকল্প সুপারিশ সরকারকে দেয় জাতীয় ঐকমত্য কমিশন, যেখানে গণভোটের সময় নিয়ে সিদ্ধান্তের ভার সরকারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর সরকার দলগুলোকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একটি ঐক্যবদ্ধ নির্দেশনা দেওয়ার জন্য সাত দিনের সময় দেয়। তবে দলগুলোর মধ্যে আলোচনা হয়নি এবং তারা সরকারকে কোনো ঐক্যবদ্ধ নির্দেশনা দিতে পারেনি। এমন প্রেক্ষাপটে অন্তর্বর্তী সরকার নিজেই সনদ বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে সিদ্ধান্ত দেয়। এ ক্ষেত্রে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশকেই ভিত্তি ধরা হয়। একই সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর বিশেষ করে বিএনপি ও জামায়াতের দাবি সমন্বয় করার চেষ্টা করা হয়েছে।[১৫৯]

সারণি ৩: জুলাই সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ–দলভিত্তিক দাবি বনাম চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

বিষয়/প্রস্তাব	বিএনপির অবস্থান	জামায়াতের অবস্থান	এনসিপির অবস্থান	আদেশে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি নাকি প্রজ্ঞাপন	আদেশের বিপক্ষে; প্রজ্ঞাপনের পক্ষে	আদেশের পক্ষে	প্রধান উপদেষ্টা দ্বারা আদেশ জারি	রাষ্ট্রপতির নামে আদেশ জারি
গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন একই দিনে	একই দিনে ভোট গ্রহণের পক্ষে	নির্বাচনের আগে গণভোট	–	একই দিনে আয়োজন
উচ্চকক্ষ (পিআর বনাম নিম্নকক্ষ-অনুপাত)	নিম্নকক্ষ আসনের অনুপাতে বণ্টন	পিআর (ভোট-অনুপাত)	পিআর (ভোট-অনুপাত)	পিআর পদ্ধতি অনুমোদিত
সংবিধান সংশোধনে উচ্চকক্ষের ভূমিকা/ভোট	উচ্চকক্ষে নেওয়ার বিরোধিতা	–	–	উচ্চকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতার (≥৫১/১০০) শর্ত

[১৫৮] *প্রথম আলো*, 'উদ্বিগ্ন সরকার, দায়িত্ব দিল দলগুলোকে', ০৪ নভেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=41136b1ef83&eid=1&imageview=0&epedate=04/11/2025&sedId=1 (০৪ নভেম্বর ২০২৫)।

[১৫৯] রাজীব আহমেদ, 'জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশে কোন দলের দাবি কতটা রাখা হলো', *প্রথম আলো*, ১৩ নভেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/4jc5xbu5gs (১৮ ডিসেম্বর ২০২৫); প্রথম আলো, 'জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে', ১৪ নভেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=14110892d422 (১৬ নভেম্বর ২০২৫)।

বিষয়/প্রস্তাব	বিএনপির অবস্থান	জামায়াতের অবস্থান	এনসিপির অবস্থান	আদেশে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
নোট অব ডিসেন্ট (ভিন্নমত অনুযায়ী বাস্তবায়ন)	পূর্ণাঙ্গ 'ডিসেন্ট' স্বীকৃতি চেয়েছিল	–	–	আংশিক স্বীকৃতি; মূল প্রতিষ্ঠানসংক্রান্ত দাবিগুলো গৃহীত নয়
দুদক নিয়োগ পদ্ধতি	সরকার আইন করে নিয়োগ দেবে	–	–	বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি প্রস্তাব করবে; রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেবেন
পিএসসি, সিএজি, ন্যায়পাল নিয়োগে ভিন্নমত	পরিবর্তিত পদ্ধতির পক্ষের দাবিগুলো	–	–	মূল দাবিগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়নি
তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন-পদ্ধতি	গঠনপদ্ধতিতে ভিন্নমত	–	–	বিএনপির প্রস্তাব আমলে নেওয়া হয়নি
স্বয়ংক্রিয় সংবিধান সংশোধন (২৭০ দিন পর)	আপত্তি	–	সমর্থন (ঐকমত্য কমিশনের বিকল্প সুপারিশ)	স্বয়ংক্রিয় যুক্তকরণ অন্তর্ভুক্ত হয়নি
গণপরিষদ/দ্বৈত ভূমিকা (পরবর্তী সংসদ)	সংসদকে সংস্কার পরিষদের ক্ষমতা দেওয়ার বিপক্ষে	সংসদের দ্বৈত ভূমিকার পক্ষে	গণপরিষদ বা সংসদের দ্বৈত ভূমিকার পক্ষে	পরবর্তী সংসদ সংবিধান সংস্কার পরিষদ হিসেবে কাজ করবে

সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংসদের উচ্চকক্ষ গঠন এবং ন্যায়পাল, সরকারি কর্মকমিশনসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পদ্ধতির বিষয়ে বিএনপির ভিন্নমত গুরুত্ব পায়নি। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীর দাবি অনুযায়ী জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট হয়নি। আর এনসিপির দাবি ছিল জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি করবেন প্রধান উপদেষ্টা - তাদের এই দাবিও পূরণ হয়নি।

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের উপায়-সম্পর্কিত সুপারিশ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কাছে হস্তান্তর করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। সুপারিশগুলোর মধ্যে নয়টি সুপারিশ নির্বাহী আদেশে বাস্তবায়ন করা যাবে বলে মনে করে কমিশন। সেগুলো হলো–

১. যেসব উপজেলা জেলা সদরে অবস্থিত (সদর উপজেলা), সেসব উপজেলার আদালতসমূহ জেলা জজকোর্টের সঙ্গে সংযুক্ত রেখে সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে। বিদ্যমান চৌকি আদালত, দ্বীপাঞ্চল ও ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত উপজেলা আদালতসমূহ বহাল রেখে এর প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে।

১. জেলা সদরের কাছাকাছি উপজেলাগুলোতে নতুন আদালত স্থাপনের প্রয়োজন নেই (প্রয়োজনীয় জরিপ পরিচালনা সমাপ্ত করে)। অবশিষ্ট উপজেলাগুলোর জনসংখ্যার ঘনত্ব, ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য, যাতায়াতব্যবস্থা, দূরত্ব, অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে পর্যায়ক্রমে আদালত স্থাপন করা হবে।

২. অধস্তন আদালতের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা এবং আইনগত সহায়তা কার্যক্রম উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে।

৩. বিচার বিভাগের সকল স্তরে বিচারক ও সহায়ক জনবল বৃদ্ধি এবং বিশেষায়িত আদালত স্থাপন করা হবে।

৪. মামলার দীর্ঘসূত্রতা ও হয়রানি নিরসন, স্বচ্ছতা আনয়ন, মামলার খরচ হ্রাস ও বিচারপ্রাপ্তি সহজলভ্য করার জন্য বিভিন্ন বিধি প্রণয়ন, সংশোধন ও সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নির্দেশনা জারির মাধ্যমে আদালত ব্যবস্থাপনার সংস্কার ও ডিজিটাইজ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৫. আইনজীবীদের আচরণবিধি যুগোপযোগীকরণ, জেলা পর্যায়ে বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন এবং এর প্রধান হিসেবে একজন বিচারককে দায়িত্ব প্রদান করা হবে। অপর দিকে আদালত প্রাঙ্গণে দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হবে।

৬. জুলাই গণভ্যুত্থানকালে গণহত্যা ও নিপীড়নের সঙ্গে জড়িত এবং ভোট জালিয়াতি ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের চিহ্নিতকরণ এবং তাঁদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একটি স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করা হবে।

৭. ভৌগোলিক অবস্থান ও যাতায়াতের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দুটি প্রশাসনিক বিভাগ গঠন করা হবে।

৮. রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিবর্তে একটি দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবিরোধী দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা হবে। সংবিধানের বিধান অনুযায়ী ন্যায়পাল নিয়োগ করে ন্যায়পালের কার্যালয়কে এই কৌশলপত্র বাস্তবায়নের সঙ্গে কার্যকরভাবে যুক্ত করা হবে।

৯. সেবা প্রদানকারী সব সরকারি প্রতিষ্ঠানের, বিশেষত থানা, রেজিস্ট্রি অফিস, রাজস্ব অফিস, পাসপোর্ট অফিস এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ সব সেবা-পরিষেবা খাতের সেবা কার্যক্রম ও তথ্য-ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ (এন্ড-টু-এন্ড) অটোমেশনের আওতায়আনা হবে।

১০. বাংলাদেশকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ওপেন গভর্নমেন্ট পার্টনারশিপের পক্ষভুক্ত হতে হবে।[১৬০]

[১৬০] *প্রথম আলো*, '৯টি সুপারিশ নির্বাহী আদেশে বাস্তবায়নের পরামর্শ কমিশনের', ২৯ অক্টোবর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=2910b4598bd0 (৩০ অক্টোবর ২০২৫)।

বাস্তবায়নের দ্বিতীয় স্তরে গণভোট আয়োজন করার কথা, যা হবে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ এবং জুলাই জাতীয় সনদের সংবিধান সংস্কার-সম্পর্কিত অংশ নিয়ে। গণভোটে 'হ্যাঁ' জয়ী হলে তৃতীয় স্তর শুরু হবে। এ ক্ষেত্রে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন করা হবে। সংসদ সদস্যরা একই সঙ্গে নিয়মিত সংসদের সদস্য এবং সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সংস্কার পরিষদ প্রথম অধিবেশন শুরুর তারিখ থেকে ১৮০ কার্যদিবসের মধ্যে জুলাই জাতীয় সনদ এবং গণভোটের ফলাফল অনুসারে সংস্কার সম্পন্ন করবে। তবে পরিষদ নির্দিষ্ট সময়ে সংবিধান সংস্কার না করলে কী হবে, তা বাস্তবায়ন আদেশে উল্লেখ নেই।

আর যদি গণভোটে 'না' জয়ী হয়, তাহলে সংবিধান-সম্পর্কিত সংস্কার প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা আর থাকবে না। সে ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত সংস্কার নির্ভর করবে ভবিষ্যতে কারা ক্ষমতায় যাবে এবং সংসদে কতটা সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে তার ওপর।
প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কোথায় কমবে - বর্তমান সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর হাতে সকল নির্বাহী ক্ষমতা ন্যস্ত থাকলেও প্রস্তাবিত সংস্কার অনুসারে সাংবিধানিক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর ক্ষমতা কমবে এবং নির্বাচন কমিশন, ন্যায়পাল, পিএসসি, সিজিএ (মহাহিসাব নিরীক্ষক) ও দুদকের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ সরকারি দল-বিরোধী দল-বিচার বিভাগের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত বাছাই কমিটির মাধ্যমে হবে, যেখানে রাষ্ট্রপতি কমিটির বাছাইকৃত ব্যক্তিদের নিয়োগ দেবেন। পাশাপাশি প্রস্তাবনা অনুযায়ী একজন ব্যক্তি জীবনে সর্বোচ্চ দশ বছর প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন এবং প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধানের দায়িত্ব আলাদা রাখতে হবে।

মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন, প্রেস কাউন্সিল, আইন কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এবং এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে কারও পরামর্শ বা সুপারিশ ছাড়াই নিজ এখতিয়ারে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিতে পারবেন। জুলাই সনদে আইনসভা বা সংসদকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করা এবং উচ্চকক্ষে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতিতে গঠন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, সংবিধান সংশোধন করতে নিম্নকক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ এবং উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন লাগবে। সংস্কার বাস্তবায়িত হলে আগামী সংসদেই আইনসভার উচ্চকক্ষ গঠিত হবে। জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ অনুযায়ী, গণভোটে 'হ্যাঁ' জয়ী হওয়ার পর সংবিধান সংস্কার পরিষদ প্রস্তাবগুলোর অনুমোদন করার ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে উচ্চকক্ষ গঠন করা হবে। সংসদ সদস্যরা অর্থবিল এবং আস্থা ভোট ছাড়া অন্য যেকোনো বিষয়ে স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারবেন। এ ছাড়া চারটি গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় কমিটিসহ কিছু কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে দেওয়া হবে। সংস্কার প্রস্তাবের পাশাপাশি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) আদেশ মানুষ সমর্থন করছেন কি না, তা জানতে চাওয়া হবে গণভোটে। 'হ্যাঁ' জয়ী হলে জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশও গণভোটের মাধ্যমে বৈধতা পাবে।[১৬১]

সংবিধান সংস্কার প্রক্রিয়া নিয়ে প্রধান বিতর্ক ছিল জটিল ও দুর্বোধ্য গণভোটপদ্ধতি, ২৭০ দিনের "স্বয়ংক্রিয় সংশোধন"-এর ঝুঁকি, এবং শতাধিক ভিন্নমত বাদ পড়া। ৪৮টি বিষয় একসঙ্গে ভোটে তোলায় বিভ্রান্তি ও কম অংশগ্রহণের আশঙ্কা তৈরি হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, সরল গণভোট ও সংসদীয় আলোচনাভিত্তিক ধাপে ধাপে সংস্কারই বাস্তবসম্মত পথ।[১৬২]

জুলাই ঘোষণাপত্র

কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতনের পর গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর 'জুলাই ঘোষণাপত্র' তৈরির উদ্যোগ নেয়। যদিও অন্তর্বর্তী সরকারের আশ্বাসে ঘোষণাপত্র প্রকাশের অবস্থান থেকে ছাত্ররা সরে আসেন। তখন জুলাই ঘোষণাপত্রের বিষয়টি রাজনীতিতে ব্যাপক আলোচনায় আসে। সে সময় সরকারের পক্ষ থেকে জুলাই ঘোষণাপত্রের একটি খসড়া রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠানো হয়েছিল। ২০২৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি বিএনপি এ বিষয়ে তাদের প্রস্তাব সরকারের কাছে জমা দেয়। এরপর প্রায় পাঁচ মাস সরকারের দিক থেকে কোনো উদ্যোগ বা তৎপরতা দেখা যায়নি। পরে জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) কয়েকটি দলের আন্দোলনের মুখে গত ১০ মে উপদেষ্টা পরিষদের বিশেষ সভায় ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে জুলাই ঘোষণাপত্র চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। দুই দফায় (২০২৫ সালের জানুয়ারি ও জুন) প্রতিশ্রুতি দিয়েও সরকার জুলাই ঘোষণাপত্র দিতে পারেনি। অবশেষে বিএনপিসহ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত নিয়ে জুলাই ঘোষণাপত্র চূড়ান্ত করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। এ ঘোষণাপত্রের রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলগুলো সম্মত হয়েছে।[১৬৩]

---

[১৬১] রিয়াদুল করিম, 'হ্যাঁ' জিতলে খুলবে সংস্কারের পথ', *প্রথম আলো*, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=3011d6d4621 (৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৬২] রিয়াদুল করিম, 'সুপারিশ নিয়ে বিতর্ক, কতটা যৌক্তিক', *প্রথম আলো*, ৩১ অক্টোবর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=3110f42d93d6 (০২ নভেম্বর ২০২৫); রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর, 'জুলাই সনদ বাস্তবায়নে কেন এমন দুর্বোধ্য পথ', *প্রথম আলো*, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=3116c83be54 (০৩ নভেম্বর ২০২৫)।

[১৬৩] উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ৫ আগস্ট জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে জাতির সামনে জুলাই ঘোষণাপত্র উপস্থাপন করা হয়।

'জুলাই ঘোষণাপত্র' হলো ২০২৪ সালের জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের একটি দলিল, যার মাধ্যমে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।[১৬৪] রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক স্বীকৃতির অঙ্গীকার রেখে 'জুলাই ঘোষণাপত্র' প্রকাশ করে অন্তর্বর্তী সরকার, যেখানে ২৮টি দফা রয়েছে। জুলাই ঘোষণাপত্রের ১০টি মূল বিষয় হচ্ছে -

১. **ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:** মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে গণতন্ত্রের ধারাবাহিক সংগ্রাম এবং ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ জুলাই গণ-অভ্যুত্থান।
২. **ফ্যাসিবাদবিরোধী বিজয়:** ৫ আগস্ট ২০২৪ শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশত্যাগের মাধ্যমে দীর্ঘ ১৬ বছরের একদলীয় শাসনের অবসান।
৩. **অন্তর্বর্তীকালীন সরকার:** দ্বাদশ জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়ে ৮ আগস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে সাংবিধানিকভাবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন।
৪. **রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি:** জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান।
৫. **গণতান্ত্রিক সংস্কার:** সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার, আইনের শাসন ও মানবাধিকার নিশ্চিত করা।
৬. **দুর্নীতি ও বৈষম্য দূরীকরণ:** ফ্যাসিবাদ, দুর্নীতি, শোষণমুক্ত সমাজ ও বৈষম্যহীন রাষ্ট্র গঠন।
৭. **অপরাধের বিচার:** গুম-খুন, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি লুণ্ঠনের দ্রুত বিচার।
৮. **শহীদদের সম্মান:** আন্দোলনের শহীদদের জাতীয় বীর ঘোষণা এবং আহতদের আইনি সুরক্ষা ও সহায়তা।
৯. **টেকসই উন্নয়ন:** পরিবেশ ও জলবায়ুসহিষ্ণু অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ।
১০. **সংবিধান সংশোধন:** পরবর্তী নির্বাচিত সরকার ঘোষণাপত্রকে সংবিধানের তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করবে এবং অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করবে।[১৬৫]

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় কোন কোন প্রস্তাব আলোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তার কোনো ব্যাখ্যা ছিল না। কোনো রাজনৈতিক দলকে আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানোর এবং ঐকমত্য নির্ধারণের মানদণ্ড পরিষ্কার ছিল না। রাজনৈতিক দলের বাইরে অন্যান্য অংশীজনের সাথে আলোচনা না করা বা আলোচনায় সম্পৃক্ত না করার অভিযোগ, এবং প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ও শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়ার অভিযোগ ছিল।

জাতীয় সংসদে নারী আসন বিষয়ে জুলাই সনদে ঐকমত্যের নামে যা হয়েছে তার ফলে নারীদের কার্যকর প্রতিনিধিত্বের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থতার আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়া কর্তৃত্ববাদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং জনগণের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন, চাঁদাবাজি এবং আর্থিক খাতসহ রাষ্ট্রীয় দখলের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যেমন ডিজিএফআই, ডিবি, এসবি, এনএসআই সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। একেবারে শেষ সময়ে এসে মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হলেও সরকারের পুরো মেয়াদে তথ্য কমিশন ও মানবাধিকার কমিশনের মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ কমিশন গঠনে ব্যর্থতাও লক্ষণীয়।

রাষ্ট্র সংস্কারের বেশ কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে ঐকমত্যে পৌঁছানো গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হলেও প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মৌলিক সংস্কারের প্রস্তাবে 'নোট অব ডিসেন্ট' দিয়ে জুলাই সনদ স্বাক্ষরের ফলে রাষ্ট্র সংস্কারের মূল অভীষ্ট অর্জনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। শুরু থেকে কোনো পর্যায়ে সংস্কার-প্রতিরোধক মহলকে চিহ্নিত করে প্রতিহত করার গুরুত্ব অনুধাবন না করে বরং এই অপশক্তির কাছে ধারাবাহিকভাবে আত্মসমর্পণের ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ বাতিল, অনেক সংস্কার-পরিপন্থী সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এমনকি জুলাই সনদকে যুক্তিহীনভাবে লঙ্ঘন করে নেতিবাচক উদাহরণ স্থাপন করা হয়েছে।

আইনি সংস্কার

দায়িত্ব নেওয়ার পর অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কারের অংশ হিসেবে বেশ কিছু অধ্যাদেশ জারি করে, যার কোনো কোনোটি বিদ্যমান আইনের সংশোধন। এর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট খাতে বিভিন্ন বিধিমালা ও নির্দেশনা জারি করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান। ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট থেকে ২০২৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৩৩টি অধ্যাদেশ (২০২৪ সালে ১৭টি, ২০২৫ সালে ৮০টি এবং ২০২৬ সালে ৩৬টি) প্রণয়ন করা হয়েছে।[১৬৬] এসব অধ্যাদেশ প্রধানত প্রশাসনিক, মানবতাবিরোধী অপরাধ, আইন-শৃঙ্খলা, দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং বিভিন্ন খাতভিত্তিক। এর বাইরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য বিধি ও নির্দেশনা জারি করা হয়। নিচে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আইন, বিধি ও নির্দেশনা নিয়ে আলোচনা করা হলো।

---

[১৬৪] *প্রথম আলো*, 'গণ-অভ্যুত্থানের শহীদেরা 'জাতীয় বীর', ০৬ আগস্ট ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=68e4469918&eid=1&imageview=0&epedate=06/08/2025&sedId=1 (০৬ আগস্ট ২০২৫)।

[১৬৫] *প্রথম আলো*, 'গণ-অভ্যুত্থানের স্মারক দলিল জুলাই ঘোষণাপত্রে কী আছে', ০৬ আগস্ট ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=6839899167&eid=1&imageview=0&epedate=06/08/2025&sedId=1 (০৬ আগস্ট ২০২৫)।

[১৬৬] প্রণীত অধ্যাদেশগুলোর জন্য দেখুন http://bdlaws.minlaw.gov.bd/laws-of-bangladesh-chronological-index.html

মানবতাবিরোধী অপরাধ সংক্রান্ত আইনি সংস্কার

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৭৩ সংশোধন: সরকার পতনের পর বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার সুপারিশের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।[১৬৭] আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) ২০১০ সালে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারপ্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ ছিল বলে সুষ্ঠু বিচার ও নিরপেক্ষ বিচারিক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে এ সংক্রান্ত আইন সংশোধনের আহ্বান জানায়।[১৬৮] এর প্রেক্ষিতে আইন মন্ত্রণালয় ৮ দফা সংশোধনী প্রস্তাবের খসড়া নিয়ে ২৩ সেপ্টেম্বর ঢাকায় একটি মতবিনিময় সভা করে, যেখানে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনে পাঁচটি ধারা-উপধারা সংযোজন এবং তিনটি ধারা সংশোধনের খসড়া প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়।[১৬৯] পরবর্তীতে ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) সংশোধন অধ্যাদেশ, ২০২৪ অনুমোদন পায় এবং ২০২৫ সালে আরও দুটি অধ্যাদেশ (ফেব্রুয়ারি ও মে মাসে) জারি করা হয়।

সংশোধনীর মাধ্যমে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযোজন ও পরিবর্তন করা হয়েছে তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি বিষয় হলো -

- **মানবতাবিরোধী অপরাধের সংজ্ঞা সম্প্রসারণ:** মানবতাবিরোধী অপরাধের সংজ্ঞায় গুম, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, যৌন দাসত্ব, জোর করে যৌনকর্ম, জোর করে গর্ভধারণ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা।
- **রাজনৈতিক দলের দায়বদ্ধতা:** কোনো রাজনৈতিক দল যদি এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধ করে, তবে সেই দলকে ১০ বছর পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা।
- **সামরিক বিচারকের পরিবর্তে বেসামরিক বিচারক নিয়োগ:** ট্রাইব্যুনালে সামরিক বিচারকের পরিবর্তে বেসামরিক বিচারক নিয়োগের বিধান।
- **ট্রাইব্যুনালের স্বায়ত্তশাসন:** ট্রাইব্যুনালকে তার নিজস্ব বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বাধীনতা প্রদান।
- **সাক্ষ্য ও প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা:** সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রাসঙ্গিকতা সংক্রান্ত বিধান সংযোজন; অডিও এবং ভিডিওর মাধ্যমে বিচারকাজ ধারণ ও সম্প্রচারের বিধান।
- **তদন্তকারী কর্মকর্তার ক্ষমতা:** তল্লাশি ও জব্দ করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তার ট্রাইব্যুনালের অনুমতি নেওয়ার বিধানটি উঠিয়ে দেওয়া, ফলে এখন তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রয়োজনে যেকোনো কিছু জব্দ ও তল্লাশি করতে পারবেন।
- **আসামির আত্মপক্ষ সমর্থনের সময়সীমা:** আসামির আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য নির্ধারিত সময় ছয় সপ্তাহ থেকে কমিয়ে তিন সপ্তাহ করা।
- **বিচারকালে অভিযুক্তের অধিকার, অন্তর্বর্তীকালীন আপিল, পর্যবেক্ষক, সাক্ষী ও ভুক্তভোগীর সুরক্ষা:** এই বিষয়গুলি সম্পর্কিত বিধান সংযোজন করা।
- **আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যতা:** আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের রোম সংবিধি এবং আন্তর্জাতিক আইনের প্রচলিত বিধানের সাথে সামঞ্জস্যতা আনার চেষ্টা করা।

সর্বশেষ সংশোধনীর গেজেট প্রকাশ করা হয় ৬ অক্টোবর। সেই গেজেটে বলা হয়, কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল হলে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার অযোগ্য হবেন। এ ছাড়া কোনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সদস্য, কমিশনার, চেয়ারম্যান, মেয়র বা প্রশাসক হিসেবে নির্বাচিত হতে পারবেন না বা এসব পদে নিয়োগ পাবেন না। এমনকি প্রজাতন্ত্রের (সরকারের) কোনো সেবায় নিয়োগ পাওয়ারও অযোগ্য হবেন। সরকারের কোনো অফিসে (পাবলিক অফিস) থাকতে পারবেন না। তবে ট্রাইব্যুনাল কাউকে অব্যাহতি বা খালাস দিলে তাঁর ক্ষেত্রে এসব বিষয় প্রযোজ্য হবে না বলেও আইনের সংশোধনীতে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যাঁদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল হয়েছে, তাঁরা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। একই সঙ্গে তাঁরা সরকারি চাকরিতে আর থাকতে পারবেন না।[১৭০]

তবে আইনটির বিভিন্ন সংশোধন নিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন এবং আইনি মহলে কিছু সমালোচনা রয়েছে।

- **দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া ও ন্যায়বিচারের প্রশ্ন:** আসামির আত্মপক্ষ সমর্থনের সময় কমানো এবং তদন্তকারী কর্মকর্তার তল্লাশি ও জব্দ করার ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে দ্রুত বিচার নিশ্চিত হলেও এটি অভিযুক্তের ন্যায্য বিচার পাওয়ার অধিকারকে সীমিত করতে পারে বলে অনেকে মনে করেন।

---

[১৬৭] সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শাহদীন মালিকের মতে ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনে যুদ্ধাপরাধের বিচার করার কথা বলা হয়েছে। এই আইন সংস্কার না করে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের বিচার করা হলে বিতর্ক উঠতে পারে। সূত্র: কাদির কল্লোল, 'আওয়ামী লীগের তৈরি আইনেই এগোচ্ছে ট্রাইব্যুনাল', *প্রথম আলো*, ১৮ অক্টোবর ২০২৪।

[১৬৮] *প্রথম আলো*, 'সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিতের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধনের আহ্বান এইচআরডব্লিউর', ২৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/o4we8aws64 (২৪ অক্টোবর ২০২৪)।

[১৬৯] *প্রথম আলো*, 'দল নিষিদ্ধের প্রস্তাব সংশোধনীর খসড়ায়', ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/v7c20gzdi7 (২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[১৭০] International Crimes (Tribunals) (Third Amendment) Ordinance, 2025 (২০২৫ সনের ৫৩ নং অধ্যাদেশ), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1566.html (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

- **আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যহীনতা:** যদিও আইন সংশোধনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করা হয়েছে, তবুও কিছু সমালোচক মনে করেন যে, কিছু ক্ষেত্রে এখনো আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের ঘাটতি রয়ে গেছে, বিশেষ করে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া (due process) এবং ন্যায়বিচার প্রক্রিয়ার অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে।
- **রাজনৈতিক দলের নিষিদ্ধকরণ বিতর্ক:** মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবটি বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। কেউ কেউ যুক্তি দেন যে, অন্য আইনে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার সুযোগ থাকলেও এই আইনে এমন বিধান যুক্ত করা হলে তা নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে।
- **নিরপেক্ষতার প্রশ্ন:** কিছু সমালোচনা নিরপেক্ষ ছিল না বলে দাবি করা হয়, তবে বিচার প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।

সার্বিক বিচারে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৭৩-এর সংশোধনগুলো যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রক্রিয়াকে সময়োপযোগী এবং কার্যকর করার লক্ষ্য নিয়ে করা হলেও আইনটির প্রয়োগ এবং সংশোধনীগুলির কার্যকারিতা নিয়ে বিতর্ক এবং পর্যালোচনা এখনো বিদ্যমান।

গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫: গুমের অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড রেখে অধ্যাদেশ জারি করা হয়। গুমকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে অধ্যাদেশে বলা হয়, কোনো সরকারি কর্মচারী বা শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য নিজ পরিচয়ের বলে অথবা সরকারি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন, সমর্থন বা সম্মতির ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার, আটক, অপহরণ বা অন্য যেকোনোভাবে স্বাধীনতা হরণ করলে এবং পরে সেই ঘটনা অস্বীকার করলে বা ব্যক্তির অবস্থান, অবস্থা বা পরিণতি গোপন রাখলে তা 'গুম' হিসেবে গণ্য হবে। এখানে 'স্বাধীনতা হরণ' বলতে কোনো ব্যক্তিকে তাঁর সম্মতি ছাড়া নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ রাখাকে বোঝাবে। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে ভুক্তভোগী আইনগত সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হলে দায়ী ব্যক্তি যাবজ্জীবন বা সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ ৫০ লাখ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন বলে অধ্যাদেশে উল্লেখ করা হয়। গ্রেপ্তারের পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হলে, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করার আগপর্যন্ত নিরাপত্তার স্বার্থে গ্রেপ্তারের তথ্য গোপন রাখা হলে, তা গুম হিসেবে বিবেচিত হবে না।[১৭১]

পরবর্তীতে এই অধ্যাদেশের সংশোধনে বলা হয় গুম হওয়া ব্যক্তি অন্যূন ৫ বছর ধরে গুম থাকলে এবং জীবিত ফিরে না আসলে ট্রাইবুন্যাল তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'ডিসাপিয়ার্ড' বা 'গুম' ঘোষণা করতে পারবে। সরকার 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার ট্রাইবুনাল' এর জন্য মানবাধিকার কমিশনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ দিতে পারবে। ভুক্তভোগী বা অভিযোগকারীও ব্যক্তিগত উদ্যোগে ট্রাইবুনাল আইনজীবী নিয়োগ করতে পারবেন এবং গুম হওয়া ব্যক্তির স্ত্রী বা তার ওপর নির্ভরশীল পরিবারের কোনো সদস্য কমিশনের পূর্বানুমতি ব্যাতিরেকে গুম হওয়া ব্যক্তির সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারবে।[১৭২]

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান (সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ) অধ্যাদেশ, ২০২৬: এই অধ্যাদেশের ফলে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণের কারণে গণঅভ্যুত্থানকারীদের বিরুদ্ধে করা সব দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা, অভিযোগ বা কার্যধারা নির্ধারিত বিধান অনুসরণ করে প্রত্যাহার করা হবে। এ ছাড়া নতুন কোনো মামলা, অভিযোগ বা কার্যধারা গণ-অভ্যুত্থানকারীদের বিরুদ্ধে নেওয়া যাবে না (বারিত থাকবে)। এই বিধান সত্ত্বেও কোনো গণ-অভ্যুত্থানকারীর বিরুদ্ধে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকালে হত্যাকাণ্ড সংঘটনের অভিযোগ থাকলে তা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে দাখিল করা যাবে এবং কমিশন এ অভিযোগ তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তবে যে ক্ষেত্রে হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তি কোনো প্রতিষ্ঠান বা বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন, সে ক্ষেত্রে কমিশন ওই প্রতিষ্ঠান বা বাহিনীর বর্তমান বা পূর্বে কর্মরত কোনো কর্মকর্তাকে তদন্তের দায়িত্ব দিতে পারবে না। তদন্ত চলাকালে আসামিকে গ্রেপ্তার বা হেফাজতে নেওয়ার প্রয়োজন হলে তদন্ত কর্মকর্তা যুক্তিসংগত কারণ উল্লেখ করে আগে কমিশনের অনুমোদন নেবেন।[১৭৩]

নির্যাতনবিরোধী কনভেনশন: রাষ্ট্রীয় নির্যাতন বা গুমের শিকার ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণসহ পুনর্বাসনের অধিকার কার্যকরভাবে নিশ্চিত করতে নির্যাতন, অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক-অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১৪ (১)-এর বিষয়ে বাংলাদেশের দেওয়া ডিক্লারেশন প্রত্যাহারের প্রস্তাব জাতিসংঘে গৃহীত হয়। ২০২৫ সালের ২৯ ডিসেম্বর প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের সাপ্তাহিক বৈঠকে এ ডিক্লারেশন (ঘোষণাপত্র) প্রত্যাহারের প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়। নির্যাতনবিরোধী কনভেনশনটি ১৯৮৪ সালে গৃহীত হয়। বাংলাদেশ ১৯৯৮ সালে কনভেনশনটিতে অনুসমর্থন দেয়। বর্তমানে ১৭৩টি রাষ্ট্র এই কনভেনশন অনুসমর্থন করে। কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১৪(১)-এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশসহ মোট পাঁচটি রাষ্ট্র চুক্তিতে যোগদানের সময়

[১৭১] গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৭৩ নং অধ্যাদেশ), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1586.html (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৭২] গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ০৬ নং অধ্যাদেশ), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1599.html (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৭৩] 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান (সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ) অধ্যাদেশ, ২০২৬' (২০২৬ সনের ১৮ নং অধ্যাদেশ), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1611.html (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

রিজার্ভেশন (সংরক্ষণী শর্ত) দিয়েছিল। এ শর্তের কারণে এত দিন রাষ্ট্রীয় নির্যাতন বা গুমের শিকার ব্যক্তিদের ন্যায্য ও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণসহ পুনর্বাসনের অধিকার কার্যকরভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব ছিল না।[১৭৪]

দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইনি সংস্কার

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আয় ও সম্পদ বিবরণী প্রকাশের নীতিমালা, ২০২৪: এই নীতিমালাটি ২০২৪ সালের ১৫ অক্টোবর প্রণীত হয়। এই নীতিমালাটি মূলত স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে জনগণের কাছে সরকারের শীর্ষ পদে থাকা ব্যক্তিদের আর্থিক অবস্থান পরিষ্কার থাকে। এই নীতিমালার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে -

- **প্রকাশের বাধ্যবাধকতা:** অর্ন্তবর্তী সরকারের উপদেষ্টা এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য তাদের ও তাদের পরিবারের সদস্যদের (স্বামী/স্ত্রী, নির্ভরশীল সন্তান) আয় ও সম্পদের বিবরণী প্রকাশ বাধ্যতামূলক।
- **সময়সীমা:** সরকার গঠনের এক মাসের মধ্যে এই বিবরণী প্রকাশ বাধ্যতামূলক।
- **প্রকাশের মাধ্যম:** বিবরণীটি অন্তর্বর্তী সরকারের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা, যাতে সাধারণ মানুষ তা সহজেই দেখতে পারেন।
- **হালনাগাদ:** প্রতি বছর বিবরণীটি হালনাগাদ করা এবং মেয়াদ শেষেও আরেকটি চূড়ান্ত বিবরণী প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক।
- **নিরীক্ষণ:** নীতিমালা অনুযায়ী অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানের দ্বারা একটি কমিটি গঠন যারা জমা দেওয়া আয় ও সম্পদ বিবরণীর সত্যতা যাচাই-বাছাই করবে। কোনো অসঙ্গতি পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।[১৭৫]

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ২০২৫: পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ২০২৫ একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি পরিবর্তন, যা বাংলাদেশের সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে। এই অধ্যাদেশটি ২০২৫ সালের ৪ মে তারিখে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং পরে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। এটি Public Procurement Act, 2006-এর একটি সংশোধন। এই পরিবর্তনগুলো সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়াকে আরও আধুনিক, দক্ষ এবং দুর্নীতিমুক্ত করতে সাহায্য করবে বলে মনে করা হচ্ছে। অধ্যাদেশের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ -

- **টেন্ডার সিন্ডিকেট ভাঙা:** এই অধ্যাদেশের একটি প্রধান লক্ষ্য হলো সরকারি কেনাকাটায় টেন্ডার সিন্ডিকেট ভেঙে ফেলা। এটি টেন্ডার প্রক্রিয়ায় সুস্থ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
- **অনলাইনে বাধ্যতামূলক:** এই সংশোধনীতে ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (e-GP) পদ্ধতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যা সরকারি কেনাকাটায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি করবে।
- **দাম নির্ধারণের সীমা বাতিল:** ওপেন টেন্ডারিং পদ্ধতিতে (OTM) জাতীয় কাজের জন্য দরপত্রে পূর্বনির্ধারিত ১০ শতাংশ মূল্যের সীমা বাতিল করা হয়েছে। এর ফলে, দরদাতারা আরও বেশি প্রতিযোগিতামূলক দর দিতে পারবেন।
- **মালিকানার তথ্য প্রকাশ:** চুক্তিপ্রাপ্ত ঠিকাদার বা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মালিকানার তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- **নতুন ক্রয় বিভাগ:** ভৌত সেবাগুলোকে একটি পৃথক ক্রয় বিভাগ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- **এনজিও'র অংশগ্রহণ:** এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে নিবন্ধিত এবং অনুমোদিত এনজিও-কে সরকারি প্রকল্পে বিড করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যা পূর্বে ছিল না।
- **আন্তর্জাতিক নথি ব্যবহারের সুযোগ:** জটিল প্রকল্পের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত টেন্ডার নথি ব্যবহারের সুযোগ রাখা হয়েছে।[১৭৬]

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আইনি সংস্কার

মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কার্যালয়: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহা হিসাব-নিরীক্ষক কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব, সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারি হিসাব নিরীক্ষা ও রিপোর্টদানের মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং সরকারি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারি হিসাব নিরীক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ প্রণীত হয়। এই অধ্যাদেশের প্রধান লক্ষ্য সরকারি অর্থের প্রাপ্তি ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

---

[১৭৪] *প্রথম আলো*, 'বাংলাদেশের প্রস্তাব জাতিসংঘে গৃহীত: রাষ্ট্রীয় নির্যাতন-গুমের শিকার ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পথ সুগম হলো', ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/o8uh2wps1b (৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৭৫] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'অর্ন্তবর্তী সরকারের উপদেষ্টা এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আয় ও সম্পদ বিবরণী প্রকাশের নীতিমালা, ২০২৪', https://bangladesh.gov.bd/sites/default/files/files/bangladesh.gov.bd/order/0010077c_2901_4966_9615_7c0f16d5570d/2024-10-15-order-150.pdf (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[১৭৬] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫', http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1529.html (মে, ২০২৫): মে ২০২৫ এর বিশেষ গেজেট - মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, https://www.dpp.gov.bd/bgpress/index.php/document/get_extraordinary/57415 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

নিশ্চিত করা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের হিসাব নিরীক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত বিধান প্রণয়ন করা।[১৭৭] এর কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় নিচে উল্লেখ করা হলো:

- **মহা হিসাব-নিরীক্ষকের ক্ষমতা:** অধ্যাদেশটি মহা হিসাব-নিরীক্ষকের (CAG) ক্ষমতা ও কার্যপরিধি নির্ধারণ করে, যাতে তিনি স্বাধীনভাবে সরকারি হিসাব নিরীক্ষা ও রিপোর্ট প্রদান করতে পারেন।
- **হিসাব নিরীক্ষার আওতা:** প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব, সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারি হিসাব নিরীক্ষার আওতাধীন করা হয়েছে।
- **ব্যয় ও পরিশোধ সংক্রান্ত নিরীক্ষা:** সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা এবং পরিশোধ সঠিক হয়েছে কিনা তা নিরীক্ষা করার বিধান রাখা হয়েছে।
- **রাজস্ব ও প্রাপ্তি সংক্রান্ত নিরীক্ষা:** সরকারি রাজস্ব সংগ্রহ ও প্রাপ্তি সংক্রান্ত হিসাব নিরীক্ষার বিধান রয়েছে, যাতে এই খাতে কোনো প্রকার অনিয়ম না হয়।
- **ভান্ডার ও মজুত সংক্রান্ত নিরীক্ষা:** সরকারি ভান্ডার ও মজুতের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য নিরীক্ষার বিধান রাখা হয়েছে।
- **সম্পদ ও দায় সংক্রান্ত নিরীক্ষা:** সরকারি সম্পদ ও দায় সঠিকভাবে হিসাবভুক্ত হয়েছে কিনা তা নিরীক্ষা করার বিধান রয়েছে।
- **সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) নিরীক্ষা:** সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের চুক্তি, চুক্তি ব্যবস্থাপনা ও এর মাধ্যমে গৃহীত প্রকল্পসমূহের সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অংশের হিসাব নিরীক্ষার ক্ষমতা মহা হিসাব-নিরীক্ষককে দেওয়া হয়েছে।
- **বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত সরকারি অর্থের নিরীক্ষা:** বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় প্রদত্ত সরকারি অর্থের বিষয়ে হিসাব নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার বিধান রাখা হয়েছে, যাতে সরকারি অর্থের অপচয় না হয়।
- **মিতব্যয়িতা, দক্ষতা এবং ফলপ্রসূতা নিরীক্ষা:** সরকারি অর্থের ব্যবহার কতটা মিতব্যয়ী, দক্ষ এবং ফলপ্রসূ হচ্ছে, তা নিরীক্ষা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।
- **বার্ষিক কর্মকৃতি প্রতিবেদন:** মহা হিসাব-নিরীক্ষক তার কার্যালয়ের কার্যক্রম, কর্মকৃতি, পেশাগত নৈতিক মূল্যবোধ, হিসাব নিরীক্ষা পদ্ধতি পর্যালোচনাপূর্বক বার্ষিক কর্মকৃতি প্রতিবেদন প্রকাশ করবেন।
- **বিশেষজ্ঞ নিয়োগ:** নিরীক্ষা কার্যক্রমে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের বিধান রাখা হয়েছে।[১৭৮]

সরকারি হিসাব নিরীক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫-এ বেশ কিছু ইতিবাচক দিক থাকলেও এটি নিয়ে কিছু সীমাবদ্ধতা এবং সমালোচনা রয়েছে, যা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

- **রাজস্ব নিরূপণ ও আদায় নিরীক্ষা সিএজির এখতিয়ারবহির্ভূত রাখা:** অধ্যাদেশের ৭ ধারায় রাজস্ব 'নিরূপণ' ও 'আদায়' নিরীক্ষার সুযোগ না রাখা। টিআইবিসহ বিভিন্ন সংস্থা মনে করে, এর ফলে সরকারি রাজস্ব নিরূপণ ও আদায় সংক্রান্ত বিষয় সম্পূর্ণরূপে জবাবদিহির বাইরে থেকে যাবে, যা কর ফাঁকি ও দুর্নীতির সুযোগ করে দিতে পারে। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের রায়ে মহা হিসাব নিরীক্ষকের ক্ষমতা নিশ্চিত করা হলেও এই অধ্যাদেশে তা উপেক্ষা করা হয়েছে।
- **সিএজির সাংবিধানিক মর্যাদা খর্ব:** অধ্যাদেশের ১৭ ধারায় সিএজিকে চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমতি এবং ১৮ ধারায় বিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদনের বাধ্যবাধকতার কথা বলা হয়েছে। সমালোচকরা মনে করেন, এটি মহা হিসাব-নিরীক্ষকের সাংবিধানিক মর্যাদাকে অবজ্ঞা করার শামিল, কারণ রাষ্ট্রের অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে সিএজি সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে তার কার্যসম্পাদনে প্রতিবন্ধকতা অনুভব করতে পারে।
- **স্বার্থান্বেষী মহলের প্রভাব:** টিআইবিসহ অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করে যে, অধ্যাদেশটির কিছু বিধান স্বার্থান্বেষী মহলের প্রভাবদুষ্ট হতে পারে, বিশেষ করে রাজস্ব বোর্ড ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বার্থান্বেষী মহলের দ্বারা সরকার প্রভাবিত হচ্ছে কিনা, এমন প্রশ্ন উঠেছে।
- **ত্রুটিপূর্ণ অধ্যাদেশ:** সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের আপত্তি ও সুনির্দিষ্ট সুপারিশ উপেক্ষা করে অধ্যাদেশটি যেভাবে পাস করা হয়েছে, তা অত্যন্ত হতাশাজনক ও নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হচ্ছে। অনেকে এটি একটি "কর ফাঁকি ও দুর্নীতি সহায়ক আইন" হিসেবেও আখ্যায়িত করেন।
- **তদন্তের সময়সীমা এবং আপিলের সুযোগ:** সরকারি চাকরি আইন সংশোধনে একই ধরনের একটি অধ্যাদেশ (যা সরকারি হিসাব নিরীক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ থেকে ভিন্ন) জারির সময় সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলনের মুখে পড়েছিল। যদিও সেই অধ্যাদেশে তদন্ত শেষ করার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা এবং অভিযুক্তের আপিলের সুযোগ রাখা হয়েছিল, তবে রাষ্ট্রপতির আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ না থাকায় কিছু প্রশ্ন রয়ে গেছে। সরকারি হিসাব নিরীক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর ক্ষেত্রেও একই ধরনের সীমাবদ্ধতা দেখা যেতে পারে, যদি স্বচ্ছতা ও ন্যায্য প্রক্রিয়ার ওপর জোর না দেওয়া হয়।

[১৭৭] সরকারি হিসাব নিরীক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ১৭ নং অধ্যাদেশ), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1530.html (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৭৮] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1530.html (২ আগস্ট ২০২৫)।

দুর্নীতি দমন কমিশন: দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫-এ[১৭৯] দুদকে কমিশন সদস্য সংখ্যা তিন থেকে পাঁচ-এ বৃদ্ধি করা হয়েছে, যার মধ্যে একজন নারী কমিশনার ও আইসিটি বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত করার বিধান যুক্ত করা হয়েছে। দ্রুততর মামলা ও তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার বিধান যুক্ত করা হয়েছে - ১২০ দিনের নির্দিষ্ট তদন্তসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। কমিশনকে সরাসরি মামলা (Direct FIR) করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। কমিশনের কর্মকর্তাদের পরিচয় গোপন রেখে "গোপনীয় অনুসন্ধান" পরিচালনার জন্য সুস্পষ্ট বিধান রাখা হয়েছে। দেশের বাইরে অবস্থানরত বাংলাদেশি কিংবা দেশে থাকা বিদেশিরা অন্য দেশে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত ও বিচার করার এখতিয়ার দুর্নীতি দমন কমিশনকে প্রদান করা হয়েছে। কমিশনের আর্থিক স্বায়ত্বশাসন বৃদ্ধি করা হয়েছে, যদিও সমপর্যায়ের অন্য কমিশনের মত পরিপূর্ণ আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়নি। ছয় মাস অন্তর কাজের প্রতিবেদন প্রকাশের বিধান করা হয়েছে। কমিশনের কর্মকর্তাদের সম্পদ বিবরণী জমা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে; যদিও প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয়নি।

তবে এই অধ্যাদেশে দুদক চেয়ারম্যান ও কমিশনার বাছাই কমিটিতে সদস্য হিসেবে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের প্রতিনিধি মনোনয়নের এখতিয়ার বিরোধী দলের নেতার পরিবর্তে স্পিকারের হাতে দেওয়া হয়েছে। টিআইবির মতে এর ফলে বাছাই কমিটির কার্যকরতা হ্রাস পেয়েছে এবং সরকারি দলের প্রভাব জোরদার হয়েছে। দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসনের কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন বাংলাদেশি নাগরিককে কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনয়নের দায়িত্ব প্রধান বিচারপতির ওপর না দিয়ে রাষ্ট্রপতির হাতে অর্পণ করা হয়েছে। দুদকের জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত প্রস্তাবিত 'পর্যালোচনা কমিটি' উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাতিল করা হয়েছে, যদিও এ প্রস্তাবে সকল রাজনৈতিক দলের নিরবিচ্ছিন্ন সমর্থন রয়েছে এবং এ সম্পর্কে সরকার ও দুদক উভয়েই অবহিত ছিল। চেয়ারম্যান ও কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার ঘাটতি লক্ষণীয় - শর্টলিস্ট করা প্রার্থীদের নাম প্রকাশের বিধান বাদ দেওয়া হয়েছে; শক্তিশালী ও অংশগ্রহণমূলক সার্চ কমিটির বদলে আগের মতোই নির্বাহী ও আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণাধীন কাঠামো বহাল রাখা হয়েছে। দুদকের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি মোকাবিলায় স্বতন্ত্র 'ইন্টিগ্রিটি ইউনিট', আর্থিক ও প্রশাসনিক স্বাধীনতা নিশ্চিতে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়েছে। দুদকের সামগ্রিক কার্যক্রম, বিশেষ করে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, তদন্ত, গোপন অনুসন্ধান এবং মামলা-মোকদ্দমার জন্য 'এন্ড-টু-এন্ড অটোমেশনের' প্রস্তাব উপেক্ষা করা হয়েছে। কমিশনার নিয়োগে অভিজ্ঞতার শর্ত ১৫ বছরের বদলে ২০ বছর করা হয়েছে। জনবল বৃদ্ধির সুপারিশ উপেক্ষা করা হয়েছে। কর্মীদের জন্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার প্রস্তাব উপেক্ষা করা হয়েছে। বিশেষ করে দুদকের কর্মকর্তাদের মধ্যে দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশের কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। দুদকের ঊর্ধ্বতন পদে, বিশেষ করে প্রশাসনিক চাকরি থেকে, নিযুক্ত আমলাদের সর্বোচ্চ সীমার প্রস্তাব উপেক্ষা করা হয়েছে। কোনো অপরাধ সংঘটনের সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক তদন্তপূর্ব আবশ্যিক অনুসন্ধান করার বিধান বাতিল করে সরাসরি এজাহার দায়েরের বিধান যুক্ত করা হলেও আঞ্চলিক পর্যায়ে অনুরূপ ক্ষেত্রে অনাবশ্যকভাবে কমিশনের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক যাছাই-বাছাইয়ের বিধান যুক্ত করা হয়েছে। দুর্নীতির বিচারে আপোষ করার সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করে জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ বা উভয়ই প্রদান করতে সম্মত হলে সাজা মার্জনার ঢালাও সুযোগ রেখে দুর্নীতির সুরক্ষার 'ফ্লাড-গেইটের' বিধান রাখা হয়েছে। অন্যদিকে একই আইনে দুর্নীতির অপরাধকে আপোষ অযোগ্য বলে বিধান রাখা হয়েছে-যা উক্ত ধারার স্ববিরোধী। এছাড়া বেসরকারি খাতের ঘুষ-দুর্নীতিকে আইনের আওতায় আনা হয়নি।[১৮০]

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন: গুম প্রতিরোধ এবং গুমের শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষার আইনি দায়িত্ব প্রদানসহ এখতিয়ার বাড়িয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ চূড়ান্ত করা হয় ৩০ অক্টোবর ২০২৫, এবং অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয় ৮ ডিসেম্বর।[১৮১] এই অধ্যাদেশে মানবাধিকারের সংজ্ঞা সম্প্রসারিত হয়েছে। এর ফলে সংবিধানে যে মৌলিক অধিকার আছে, এর বাইরেও বাংলাদেশ যেসব আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি অনুসমর্থন করেছে বা পক্ষভুক্ত হয়েছে, এমনকি আন্তর্জাতিক আইনে মানবাধিকারের যেসব ধারণা আছে, সেগুলো বলবৎ করার ক্ষেত্রেও মানবাধিকার কমিশন ভূমিকা রাখতে পারবে। একজন চেয়ারম্যান এবং চারজন সার্বক্ষণিক সদস্য (মোট পাঁচজন) নিয়ে কমিশন গঠিত হবে। চেয়ারম্যান ও কমিশনারদের নিয়োগের জন্য আপিল বিভাগের একজন বিচারকের নেতৃত্বে সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি বাছাই কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে, যাঁরা সাক্ষাৎকার ও গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন। শৃঙ্খলা বাহিনীসহ সরকার বা রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় সংঘটিত সব ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় মানবাধিকার কমিশনকে তদন্ত ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া গুম প্রতিরোধ এবং গুমের শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষা আইনসহ মানবাধিকার সংরক্ষণমূলক যেকোনো আইনের মূল দায়িত্ব মানবাধিকার কমিশনকে প্রদানের সুযোগ রাখা হয়েছে। কমিশনের আদেশ প্রতিপালনকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫-এ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, সেনাবাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থার মতো প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট আটককেন্দ্র কমিশনের কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। কমিশনের

---

[১৭৯] দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৭৯ নং অধ্যাদেশ), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1592.html (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৮০] *টিআইবি*, 'অন্তর্বর্তী সরকারের অধ্যাদেশ প্রণয়নে সংস্কার বিমুখতা', অবস্থানপত্র, ১২ জানুয়ারি ২০২৬, https://ti-bangladesh.org/upload/files/position-paper/2026/Presentation-on-Ordinace-Passed-By-IG-TIB-Bn.pdf?v=1.3 (১ মার্চ ২০২৬)।

[১৮১] জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৭৪ নং অধ্যাদেশ), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1587.html (১ মার্চ ২০২৬)।

চেয়ারপার্সন এবং সকল কমিশনারকে সার্বক্ষণিক হিসেবে নিয়োগের বিধান করা হয়েছে। নির্যাতন ও অন্যান্য অমানবিক অপরাধের মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয় এই কমিশনের কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় জাতীয় প্রত্যাশা ও আর্ন্তজাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যদিও অধ্যাদেশের প্রথম দফায় সৃষ্ট সম্ভাবনাকে পরবর্তীতে খর্ব করা হয়েছে।

২০২৫ সালের ৯ নভেম্বর জারিকৃত অধ্যাদেশে বাছাই কমিটির সদস্য হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব অন্তর্ভুক্ত না থাকলেও ৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অবহিত না করে অধ্যাদেশ সংশোধন করে বাছাই কমিটিতে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের অন্তর্ভুক্তির বিধান সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে চেয়ারপার্সন ও কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি ও দলীয় নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদের স্বীয় পদে থেকেই প্রেষণ, লিয়েন বা অবৈতনিক ছুটি নিয়ে কমিশনের চেয়ারপার্সন বা কমিশনার হিসেবে নিয়োগের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। ব্যাপকভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি বা সরকারি কর্মচারীকে কমিশনে প্রেষণে নিয়োগের সুযোগ তৈরি (যা কমিশনের মোট জনবলের সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ) করে দেওয়া হয়েছে। যা কমিশনের স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা এবং সরকারি প্রভাব বা হস্তক্ষেপ মুক্ত হয়ে কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি করবে।

অন্তর্বর্তী সরকারের করা সংশোধিত অধ্যাদেশে কমিশনের কাজ ও ক্ষমতা বাড়লেও এসব কাগজেই সীমাবদ্ধ। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ২০২৪ সালের নভেম্বরে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন আহমেদ পদত্যাগ করেন। একই সঙ্গে পাঁচজন সদস্যও পদত্যাগ করেন। মানবাধিকার কমিশনের আইন অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বা অভিযোগের ভিত্তিতে অনুসন্ধান ও তদন্ত করতে পারে কমিশন। মধ্যস্থতা ও সমঝোতার মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তি, ক্ষতিগ্রস্তকে আইনি সহায়তা দেওয়া, নারী ও শিশু অধিকারসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা, কারাগার ও আটককেন্দ্র পরিদর্শন করে তা উন্নয়নের জন্য সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করাসহ মানবাধিকারবিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে ক্ষমতা কমিশনকে দেওয়া আছে। তবে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রায় পুরোটা সময়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পুনর্গঠনের উদ্যোগে ঘাটতি লক্ষ করা যায়।[১৮২] প্রায় দেড় বছর ধরে অচল থাকার পর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপারসন ও চার কমিশনার নিয়োগ দেওয়া হয় ২০২৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি।[১৮৩]

তবে অভিযোগ করা হয় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এমন পরিবর্তন আনা হয়েছে, যাতে কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এর ফলে কমিশনকে স্বাধীনভাবে গঠনের যে সম্ভাবনা ছিল, তা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে। বাছাই কমিটিতে মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে যুক্ত করা হয়েছে যা আমলাতন্ত্রের একতরফা নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার কৌশল। অংশীজনদের অন্ধকারে রেখে এই পরিবর্তন আনা হয়েছে, যা টিআইবির ভাষায় "সংস্কারবিরোধী আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠীর কাছে সরকারের আত্মসমর্পণ"। এতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে সরকারের প্রভাবমুক্ত রেখে গঠনের সুযোগ ধূলিসাৎ হয়েছে। আরও দেখা যায় ৯ নভেম্বর জারি করা মূল অধ্যাদেশটি নিয়ে লঘু আশাবাদ থাকলেও ৮ ডিসেম্বর বাছাই কমিটির গঠনপদ্ধতি পরিবর্তনের মাধ্যমে সরকার পুরো ব্যবস্থা নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে। এই পরিবর্তন মানবাধিকার কমিশনসহ দেশের অন্যান্য কমিশনগুলোকে দীর্ঘদিন ধরে অকার্যকর করে রাখার যে ধারাবাহিক সরকারি প্রভাব, সেটাই অব্যাহত রাখার অংশ। "অবহিত করার বাধ্যবাধকতা" শব্দটি বদলে "অবহিত করা যাইবে"–এভাবে শিথিল করার মতো ধারা যুক্ত হওয়ায় কমিশনের কার্যকারিতা আরও দুর্বল হয়েছে। নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ প্রতিরোধের জন্য নতুন বিভাগ গঠনের মতো ইতিবাচক পদক্ষেপও এখন কার্যত নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে।[১৮৪]

তথ্য কমিশন: তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী, তথ্য কমিশন গঠিত হয় জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বাড়াতে। তথ্য না পেলে নাগরিকেরা কমিশনে অভিযোগ করতে পারবেন এবং কমিশন শুনানি শেষে জরিমানা, ক্ষতিপূরণ বা বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করতে পারে। সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার আবদুল মালেক ও তথ্য কমিশনার শহীদুল আলম ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে পদত্যাগ করেন। আরেক তথ্য কমিশনার মাসুদা ভাট্টিকে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে অপসারণ করা হয়। এরপর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনার নিয়োগ দিতে পারেনি অন্তর্বর্তী সরকার। বর্তমানে কমিশনের নিয়মিত সচিবও নেই। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. ইয়াসীনকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০২৪ সালে সারা দেশে তথ্য চেয়ে ১২ হাজারের বেশি আবেদন জমা পড়ে। আর

---

[১৮২] মোশতাক আহমেদ, 'অচল মানবাধিকার ও তথ্য কমিশন: পুনর্গঠনে ঢিলেমি', *প্রথম আলো*, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=3011fee311b (৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৮৩] *প্রথম আলো*, 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে চেয়ারপারসন ও ৪ কমিশনার নিয়োগ', ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=62069a0c5d (৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)। চেয়ারপারসন হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত গুম-সংক্রান্ত কমিশন অব ইনকোয়ারির (গুম-সংক্রান্ত তদন্ত কমিশন) প্রধান ছিলেন। কমিশনারদের মধ্যে দুজন সাবেক গুম-সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের সদস্য। তাঁরা হলেন মো. নূর খান ও নাবিলা ইদ্রিস। বাকি দুজন কমিশনার হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক মো. শরীফুল ইসলাম ও মানবাধিকারকর্মী ইলিরা দেওয়ান।

[১৮৪] *প্রথম আলো*, 'আমলাতন্ত্রের করায়ত্তে মানবাধিকার কমিশন', ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=14129a2c7faa&eid=1&imageview=0&epedate=14/12/2025&sedId=1 (১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)।

শুরু থেকে ওই বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট আবেদন ছিল ১ লাখ ৬৮ হাজারের বেশি। কমিশন না থাকার সময় থেকে এখন পর্যন্ত ছয় শতাধিক অভিযোগ নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে।[১৮৫]

পুলিশ: পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫-এ[১৮৬] স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পুলিশ কমিশনের প্রত্যাশা পদদলিত করে এমনকি 'স্বাধীন' বা 'নিরপেক্ষ' শব্দগুলোও ব্যবহার না করে শুধুমাত্র একটি 'সংবিধিবদ্ধ সংস্থা' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। একইসাথে এর গঠন, কার্যপরিধি ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিধানসমূহ এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যা জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে প্রস্তাবিত সুপারিশ ও সিদ্ধান্তের সাথে সাংঘর্ষিক। অন্যদিকে এ অধ্যাদেশের বলে যদি পুলিশ কমিশন গঠিত হয় তবে তা হবে সম্পূর্ণভাবে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশি ও প্রশাসনিক আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্বাধীন একটি প্রতিষ্ঠান, যা এ ধরনের কমিশনের মৌলিক উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হবে।

পুলিশ কমিশন গঠনে পুলিশ কমিশনের সদস্য হিসেবে একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা (গ্রেড-১) ও একজন সাবেক পুলিশ সদস্যকে (গ্রেড-১) অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি এবং সাবেক পুলিশ সদস্যকে কমিশনের সদস্য সচিবের কর্তৃত্ব প্রদান করা করা হয়েছে - যা বাংলাদেশ তথা বৈশ্বিক অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব। এভাবে সাবেক পুলিশ সদস্যকে সদস্য-সচিবের কর্তৃত্ব প্রদান করে প্রস্তাবিত কমিশনের চেয়ারপার্সন ও অন্য কমিশনারদের পদমর্যাদা ও কর্ম-সক্ষমতাকে খর্ব করা হয়েছে। একই সাথে কমিশনের চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা তার অবসর গ্রহণের পূর্বের পদমর্যাদার সমরূপ করা এবং সদস্যদের পদমর্যাদা নির্ধারণের ক্ষমতা সরকারকে প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে কমিশনের স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টির ঝুঁকি তৈরি হয়েছে, কমিশনের নিরপেক্ষতাকে পদদলিত করা ও কমিশনে সরকার এবং নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

পুলিশ কমিশনের চেয়ারপার্সন ও সদস্য নিয়োগের বাছাই কমিটির গঠন ও কর্মপদ্ধতি পরিপূর্ণভাবে আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে কমিশন গঠন ও কাজে ক্ষমতাসীন সরকারের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব ও স্বার্থের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র সৃষ্টির সুযোগ তৈরি হয়েছে। সরকারকে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সরকারি কর্মচারীকে কমিশনে প্রেষণে নিয়োগ করার এখতিয়ার প্রদান করা হয়েছে। প্রথম তিন বছর এই সংখ্যার কোনো সীমা নির্ধারণ করা হয়নি এবং পরবর্তীতে ৩০ শতাংশে সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলা হলেও সরকারি নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখার জন্য এ হারও যথেষ্টর চেয়ে বেশি।[১৮৭]

খাতভিত্তিক আইনি সংস্কার

শিক্ষা: ঢাকার সাতটি বড় সরকারি কলেজের জন্য 'ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি' নামে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ, ২০২৬ জারি করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। এর মাধ্যমে ঢাকার সাতটি কলেজ নতুন বিশ্ববিদ্যালয়টির সঙ্গে 'সংযুক্ত' কলেজ হিসেবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। ঢাকা মহানগরের সাতটি কলেজ (ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, সরকারি তিতুমীর কলেজ, সরকারি বাঙলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও কবি নজরুল সরকারি কলেজ) ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির 'সংযুক্ত কলেজ' হিসেবে থাকবে এবং কলেজগুলোর পরিচয়, বৈশিষ্ট্য, অবকাঠামো ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ও অন্যান্য বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা অক্ষুণ্ন থাকবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একাডেমিকভাবে 'সংযুক্ত' স্নাতক, স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পর্যায়ের ঢাকার সাতটি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা ও সনদ দেওয়ার বিধান অনুসরণ করবে। একই সঙ্গে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব একাডেমিক কার্যক্রমও চালু থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও সংযুক্ত কলেজে শিক্ষাদানের জন্য পাঠ্যক্রম নির্ধারণ ও পরীক্ষা গ্রহণ, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষাদান, গবেষণা, ডিগ্রি প্রদান, ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করবে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়টি। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আচার্য, উপাচার্য, সিনেট, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিলসহ পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক কাঠামো রাখা হয়েছে। আচার্য হিসেবে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালন করবেন এবং তিনি সিনেট মনোনীত তিনজনের প্যানেল থেকে একজনকে চার বছরের জন্য উপাচার্য নিয়োগ দেবেন। একাডেমিক কাউন্সিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান একাডেমিক সংস্থা হবে। অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা, আইন, চারুকলা এবং বিধি দিয়ে নির্ধারিত অন্যান্য 'স্কুল' থাকবে। অন্যান্য স্কুল বিদ্যমান কোনো স্কুল বা স্কুলগুলো বিভাজনের মাধ্যমে, একত্রীকরণের মাধ্যমে, নতুন স্কুল সৃষ্টি করে অথবা অন্য যেকোনো উপায়ে গঠিত হতে পারবে। স্কুলগুলো একাডেমিক কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণে থেকে নির্ধারিত বিষয়ে পাঠদান, পাঠ্যক্রম পরিচালনা ও গবেষণা কার্যক্রমের দায়িত্ব পালন করবে।[১৮৮]

স্বাস্থ্য: ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর মূল উদ্দেশ্য তামাক ও নিকোটিনজাত দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মানুষকে সুরক্ষা দেওয়া, বিড়ি উৎপাদন সংক্রান্ত পৃথক অধ্যাদেশ বাতিল করে একীভূত আইন প্রণয়ন, ই-সিগারেট, ভ্যাপ, হিটেড টোব্যাকোসহ ইমাজিং তামাক পণ্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ক্লিনিক, খেলার

---

[১৮৫] মোশতাক আহমেদ, 'অচল মানবাধিকার ও তথ্য কমিশন: পুনর্গঠনে ঢিলেমি', *প্রাগুক্ত*।

[১৮৬] পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৭৬ নং অধ্যাদেশ), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1589.html (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৮৭] *টিআইবি*, 'অন্তর্বর্তী সরকারের অধ্যাদেশ প্রণয়নে সংস্কার বিমুখতা', *প্রাগুক্ত*।

[১৮৮] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ, ২০২৬' (২০২৬ সনের ২৬ নং অধ্যাদেশ), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1619.html (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

মাঠ ও শিশুপার্কের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাক বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সব 'পাবলিক প্লেস' ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের পাশাপাশি তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ বিধান লঙ্ঘনের অপরাধে জরিমানা ৩০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ হাজার টাকা করা হয়েছে। প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া, ওটিটি প্ল্যাটফর্মসহ সব মাধ্যমে তামাকের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ, বিক্রয়স্থলে প্যাকেট প্রদর্শন ও প্রচারণা নিষিদ্ধ, সিএসআর কার্যক্রমে তামাক কোম্পানির নাম বা লোগো ব্যবহার এবং কোনো অনুষ্ঠান বা কর্মসূচির নামে তামাক কোম্পানির আর্থিক সহায়তা দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি, সংরক্ষণ, বিক্রয় ও ব্যবহার দণ্ডনীয় অপরাধ। বিধান লঙ্ঘনে সর্বোচ্চ ৬ মাস কারাদণ্ড ও ৫ লাখ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। কুম্ভি পাতা ও টেন্ডু পাতার বিড়ি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[১৮৯]

মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর মাধ্যমে মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন, ১৯৯৯ রহিত করা হয়েছে। অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন ও প্রতিস্থাপনের জন্য আগের আইনের বিধান অপ্রতুল ছিল। পরিবারের সদস্যদের বাইরের কেউ চাইলে নিঃস্বার্থভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দান করতে পারবেন। শুধু পরিবারের সদস্যরাই নন, যাঁদের সঙ্গে 'ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট' আছে, তাঁদেরও এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[১৯০]

নির্বাচনী ব্যবস্থা

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধন অধ্যাদেশ ২০২৫:[১৯১] এতে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সংশোধনী আনা হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে -

১. **জোটে অংশ নিলেও নিজ দলের প্রতীক ব্যবহার:** আগে জোটভুক্ত দলগুলো শরিক বড় দলের প্রতীক ব্যবহার করতে পারত। নতুন বিধান অনুযায়ী এ সুযোগ নেই। বিএনপির মতে, এতে ছোট দলগুলোর রাজনৈতিক সুবিধা কমে যাবে। জামায়াত ও এনসিপির মতে, দলীয় পরিচয় ও স্বকীয়তা বজায় থাকবে–এটি ভালো।
২. **সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনীকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্তর্ভুক্ত:** সশস্ত্র বাহিনী এখন পুলিশের মতোই ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করবে।
৩. **পলাতক আসামি নির্বাচনে অযোগ্য:** আদালত কর্তৃক 'পলাতক' ঘোষিত কেউ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযোগ দাখিল হলেও প্রার্থী হওয়ার সুযোগ থাকবে না।
৪. **প্রার্থীর দেশ-বিদেশের সম্পদের বিবরণ বাধ্যতামূলক:** হলফনামায় দেশি-বিদেশি সব সম্পদের হিসাব দিতে হবে। তথ্য অনলাইনে প্রকাশ করা হবে। জামানত বাড়ানো হয়েছে ২০,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা।
৫. **অনুদান ও চাঁদা:** রাজনৈতিক দলকে ৫০,০০০ টাকার বেশি অনুদান বা চাঁদা ব্যাংকিং চ্যানেলে লেনদেন করতে হবে।
৬. **ইভিএম বাতিল:** ইভিএম ব্যবহারের বিধান সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়েছে।
৭. **একক প্রার্থী থাকলে 'না' ভোট:** কোনো আসনে একক প্রার্থী হলে ভোটাররা 'না' ভোট দিতে পারবেন।
৮. **ভোট বন্ধে ইসির ক্ষমতা বৃদ্ধি:** অনিয়ম দেখলে ইসি পুরো আসনের ভোট বন্ধ করতে পারবে।
৯. **অন্যান্য বিধান:** প্রবাসীরা পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন। ভোট গণনায় গণমাধ্যম উপস্থিত থাকতে পারবে। পোস্টাল ব্যালট সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিতদের জন্যও প্রযোজ্য।

নির্বাচনী ব্যবস্থাকে পরিচ্ছন্ন ও যুগোপযোগী করতে নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন একগুচ্ছ সুপারিশ দিয়েছিল সরকারকে। সেগুলোর মধ্যে আরপিওতে (গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ) যুক্ত করা আবশ্যক ছিল এমন ২৮টি সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয়নি। এর মধ্যে রয়েছে নতুন দল নিবন্ধনের শর্ত শিথিল করা; দলের সাধারণ সদস্যদের তালিকা প্রস্তুত করে তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা এবং তালিকা প্রতিবছর একবার হালনাগাদ করা; দলের সাধারণ সদস্যদের গোপন ভোটে দলের স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সব কমিটির সদস্যদের নির্বাচিত করা; দলের সাধারণ সদস্যদের গোপন ভোটে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকা থেকে সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য তিনজনের একটি প্যানেল তৈরি করা, যা থেকে দলের কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ড কর্তৃক দলীয় মনোনয়ন প্রদানের বিধান করা; মনোনয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের তিন বছরের সদস্য থাকা বাধ্যতামূলক করার বিধান আবার সংযোজন করা; একই ব্যক্তির একাধিক আসনে প্রার্থী হওয়ার বিধান বাতিল করা।[১৯২]

---

[১৮৯] ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫(২০২৫ সনের ৮০ নং অধ্যাদেশ), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1593.html (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৯০] মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৬৬ নং অধ্যাদেশ), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1579.html (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৯১] Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2025 (২০২৫ সনের ৫৬ নং অধ্যাদেশ), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1569.html (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৯২] *প্রথম আলো*, '২৮ সুপারিশ আরপিওতে যুক্ত করা হয়নি', ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=25123430bc44&eid=1&imageview=0&epedate=25/12/2025&sedId=1 (২৫ ডিসেম্বর ২০২৫)।

পরিবেশ

ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও কৃষিভূমি সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৬:[১৯৩] এতে ভূমি ও কৃষিজমি অপব্যবহারের সর্বোচ্চ শাস্তি তিন বছরের জেল বা ১০ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, অপরিকল্পিত নগরায়ন, আবাসন, উন্নয়নমূলক কার্য, শিল্প- কারখানা স্থাপন ও রাস্তাঘাট নির্মাণসহ নানা কারণে প্রতিনিয়ত ভূমির প্রকৃতি ও শ্রেণি পরিবর্তিত হচ্ছে এবং দেশে কৃষিভূমির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষিভূমি সুরক্ষা এবং ভূমিরূপ, ভূ-প্রকৃতি ও বাস্তবসম্মত ব্যবহার অনুসারে ভূমির অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়।

বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি সংরক্ষণ অধ্যাদেশ ২০২৫:[১৯৪] বাংলাদেশের হাওর অঞ্চলের ইকোসিস্টেম বিশ্বে বিরল ও অনন্য। কিন্তু নদী ও নদীপথের বাধা সৃষ্টি করে অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ, বিষ ও কীটনাশকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং পর্যটনের বিরূপ প্রভাবের কারণে এই ইকোসিস্টেম ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে পড়ছে। অন্যদিক, জলাশয় রক্ষায় আইনি কাঠামোরও অপ্রতুলতা রয়েছে। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশে হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব, কর্তৃত্ব ও অধিক্ষেত্র সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হবে। হাওর ও জলাভূমি এলাকার জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ, প্রতিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণের লক্ষ্যে সুরক্ষা অধ্যাদেশ জারির বিধান রাখা হয়েছে। পাশাপাশি, হাওর ও জলাভূমি এলাকার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সংরক্ষিত হাওর ও জলাভূমি এলাকা ঘোষণা করার বিধানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও, হাওর ও জলাভূমি এলাকায় নিষিদ্ধ কার্যক্রমের বিবরণ প্রদান, নিষিদ্ধ কার্যক্রম সংঘটিত হলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য করা এবং উক্ত অপরাধের জন্য আরোপনীয় দণ্ডের বিধান করা হয়েছে। হাওর ও জলাভূমি এলাকায় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ব্যতিক্রম সাপেক্ষে অধিদপ্তরের মতামত গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। পাশাপাশি, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অন্যান্য কর্তৃপক্ষ/দপ্তর/সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়, স্থানীয় অংশীজনদের সম্পৃক্ততা এবং সংরক্ষণ কার্যক্রমে তাদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিধি, প্রবিধান ও নির্দেশিকা প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার ও তথ্য ব্যবস্থাপনা

ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫:[১৯৫] কোনো ব্যক্তির উপাত্ত তাঁর মালিকানাধীন গণ্য করে তাঁর সম্মতিতে আইনসম্মতভাবে প্রক্রিয়াকরণের বিধান রাখা হয়েছে। সরকার ব্যক্তিগত উপাত্ত চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেছে–উন্মুক্ত ব্যক্তিগত উপাত্ত, অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিগত উপাত্ত, গোপনীয় ব্যক্তিগত উপাত্ত এবং সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত উপাত্ত। অধ্যাদেশে ব্যক্তিগত উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়ার জন্য উদ্দেশ্য, ধারণ-মেয়াদ, স্থানান্তর ও প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করে উপাত্তধারীর সম্মতি গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে। শিশু বা সম্মতি দেওয়ার মতো সক্ষম নয়, এমন ব্যক্তিসম্পর্কিত উপাত্ত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে মা-বাবা বা আইনগত অভিভাবক বা সিদ্ধান্ত দিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্মতি লাগবে। আর সংবেদনশীল ব্যক্তিগত উপাত্ত শর্ত সাপেক্ষে প্রক্রিয়া করার বিধান রাখা হয়েছে। জিম্মাদারের প্রক্রিয়া করা উপাত্তে উপাত্তধারীর প্রবেশাধিকারের বিধান রাখা হয়েছে। উপাত্তধারী যেকোনো সময় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে তাঁর সম্মতি প্রত্যাহার করতে পারবেন। জাতীয় নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, জনশৃঙ্খলা বা জনস্বার্থ, অপরাধ প্রতিরোধ, তদন্ত, কর ফাঁকি প্রতিরোধ, জনস্বাস্থ্য, সরকারি তহবিলের অপব্যবহার, অনুসন্ধান বা তদন্ত, পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা, শিক্ষা, শৈল্পিক কাজ বা সাহিত্য রচনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হলে উপাত্তধারীর সম্মতি গ্রহণ থেকে অব্যাহতির বিধান রাখা হয়েছে। অনুমোদিত খসড়ায় উপাত্তধারীর অধিকার লঙ্ঘিত হলে প্রশাসনিক জরিমানা এবং ক্ষতিপূরণ আদায়ের বিধানও রাখা হয়েছে। এ ছাড়া এই অধ্যাদেশের বিধান লঙ্ঘন করে অসৎ উদ্দেশ্যে প্রক্রিয়া করা, অননুমোদিতভাবে প্রবেশ বা হস্তক্ষেপ, বেআইনি টেম্পারিং, অপব্যবহার, সংবেদনশীল ব্যক্তিগত উপাত্ত অননুমোদিতভাবে প্রক্রিয়া করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে দণ্ড আরোপের বিধান রাখা হয়েছে।

তবে এ অধ্যাদেশে বিশ্বজুড়ে অনুসৃত উপাত্ত সুরক্ষা মূলনীতি (Data Protection Principles) যেমন আইনসম্মতা, মানবাধিকার প্রাধান্য, ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা, উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধতা, তথ্য ন্যূনতমীকরণ, নির্ভুলতাসহ সততা ও গোপনীয়তা এবং জবাবিদিহির বিষয়গুলো বাদ দেওয়া বা ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। ধারা ২৪-এ অব্যাহতি-সংক্রান্ত বিষয়াদিতে "অপরাধ প্রতিরোধের" নামে ব্যক্তিগত উপাত্তে ঢালাও প্রবেশাধিকারের সুযোগ রাখা হয়েছে, যা উপাত্ত সুরক্ষার নামে নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার শংকা রয়েছে। সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার অনুপস্থিতিতে জাতীয় নিরাপত্তা এবং জনগণের স্বার্থরক্ষার নামে ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করার এখতিয়ারও রাখা হয়েছে।

---

[১৯৩] ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও কৃষিভূমি সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ১২ নং অধ্যাদেশ), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1605.html (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৯৪] বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ১১ নং অধ্যাদেশ), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1604.html (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৯৫] ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৬১ নং অধ্যাদেশ), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1574.html (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

পরবর্তীতে ব্যক্তিগত উপাত্তের নিরাপত্তা জোরদার ও আইনের প্রয়োগ সহজতর করতে 'ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬' প্রণয়ন করে অন্তর্বর্তী সরকার। মূল অধ্যাদেশের ধারা ৪৮-এর সংশোধনীতে নির্দিষ্ট অপরাধের ক্ষেত্রে 'কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে' এই শব্দগুলোর পরিবর্তে শুধু 'অর্থদণ্ডে'র বিধান প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে।[১৯৬]

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫:[১৯৭] এই অধ্যাদেশের ইতিবাচক দিক হচ্ছে পরোয়ানার মাধ্যমে গ্রেফতারের বিধান, অনলাইন জুয়া নিষিদ্ধকরণ, ব্লক কনটেন্টের তালিকা প্রকাশের বিধান করা। তবে জটিল কাঠামো এবং একাধিক বিষয়ের একত্রীকরণ - সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ কাঠামো এবং বিষয়বস্তু এখনো আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অধ্যাদেশটি মূলত তিনটি বিষয় বিশেষ করে সাইবার সুরক্ষা, সাইবার অপরাধ এবং অনলাইনে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে একত্রিত করে একটি মিশ্র আইনে পরিণত হয়েছে, যেটি প্রায়োগিক জটিলতার সাথে সাথে অপব্যবহারের সুযোগও তৈরি করছে। যার বড় উদাহরণ সাম্প্রতিক সময়ে অনলাইনে অপপ্রচারের অভিযোগে 'মিম' ও 'স্যাটায়ার ধর্মী' পেইজের নামে মামলা করা। কতিপয় তথ্য-উপাত্ত অপসারণ বা ব্লক করার ক্ষমতা [ধারা ৮ (২)] ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক ঘৃণামূলক বা জাতিগত বিদ্বেষমূলক বক্তব্য বিষয়ে অস্পষ্টতা এর অপব্যবহারের সুযোগ বাড়াবে। কেননা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার অনুপস্থিতিতে কোনটি ধর্মীয় বা ঘৃণামূলক বক্তব্য আর কোনটি নয় তার বিচার অনেকটাই আপেক্ষিক ও তর্কযোগ্য। তাৎক্ষণিক কনটেন্ট ব্লক করার ক্ষত্রে পরবর্তীতে ট্রাইব্যুনালের অনুমতি নেওয়ার বিধান রাখা হলেও এক্ষেত্রে 'চুজ এন্ড পিক' করার সুযোগ রয়ে গেছে। অপরাধ ও দণ্ড [ধারা ২৬ (১) ও (২)] সংক্রান্ত অপরাধ বিশেষ করে সাইবার স্পেসে ধর্মীয় বা জাতিগত বিষয়ে সহিংসতা, ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক তথ্য প্রকাশে জেল জরিমানার অপব্যবহারের শংকা রয়েছে। জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি (ধারা ৫) পুরোপুরি সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকায় কনটেন্ট ব্লকিং এর মতো সংবেদনশীল বিষয়ে স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠতে পারে। একইভাবে জাতীয় সাইবার সুরক্ষা কাউন্সিল (ধারা ১২) সরকার প্রধানের নেতৃত্বে তৈরি হওয়ার ফলে সাইবার স্পেসে সরকারের ক্ষমতাকেই জোরদার করবে। ২৫ সদস্যের সাইবার কাউন্সিলে মাত্র দুজন আইসিটি বা মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ থাকবেন, তাও সরকার মনোনীত। ফলে সরকারের বাইরে অংশীজনের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব না থাকার শংকা এবং পুরো জাতিকে সরকারের নিয়ন্ত্রণ, নজরদারি ও স্বার্থের দ্বন্দ্বের ঝুঁকি অব্যাহত রাখা হয়েছে।

পরবর্তী সংশোধনে রহিত করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮-এর ২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩১ ধারাগুলোর অপরাধ সংঘটনে সহায়তার অপরাধে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালে নিষ্পন্নাধীন কোনো মামলা বা অন্যান্য কার্যধারা অথবা পুলিশ কর্মকর্তা বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্তাধীন মামলা বা কার্যক্রম বাতিল হবে এবং এ বিষয়ে আর কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। এ ছাড়া ওই ধারাগুলোর অধীন কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালের দেওয়া দণ্ড ও জরিমানা বাতিল বলে গণ্য হবে।

জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ ২০২৫:[১৯৮] এর আওতায় 'জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ' নামে একটি স্বাধীন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার বিধান রাখা হয়েছে। ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর আলোকে সকল প্রকার উপাত্তের (ডেটা) ব্যবস্থাপনা, আন্তঃপরিচালন এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আলাদা এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে অর্পণ করা হয়েছে জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের হাতে। আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা অনুযায়ী সাধারণত এই ধরনের কর্তৃপক্ষ উপাত্ত সুরক্ষা আইনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গঠিত হয়। জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা "কর্তৃপক্ষ উহার দায়িত্ব পালন ও কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবে" বলা হলেও এই কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ বাছাই করবেন মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বাধীন একটি কমিটি। যার ফলে বাংলাদেশের বাস্তবতায় এই প্রক্রিয়ায় সরকারের পছন্দ এবং অনুগত লোকজনই এই সুযোগ লাভ করবেন বলে তাদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে। কর্তৃপক্ষ একইসাথে অধ্যাদেশটির অধীনে নিজেকে একটি আন্তঃপরিচালন গেটওয়ে (NRDEX) প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন ও পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ নিজেই একটি ডেটা পরিচালন অপারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে, যা সুস্পষ্ট স্বার্থের দ্বন্দ্বযুক্ত পরিবেশ তৈরি করবে।[১৯৯]

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬:[২০০] সহিংসতার উসকানিকে অপরাধের আওতাভুক্ত করা হয়েছে টেলিযোগাযোগ আইনের সংশোধনীতে। এতে বলা হয়েছে, ইন্টারনেট বা টেলিযোগাযোগ সেবা কখনোই বন্ধ করা যাবে না। ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশনস মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) বিলুপ্ত করে এর পরিবর্তে 'সেন্টার ফর ইনফরমেশন সাপোর্ট' (সিআইএস) নামে নতুন একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে। অধ্যাদেশে 'স্পিচ অফেন্স' (মুক্তমত প্রকাশসংক্রান্ত) বিষয়ে থাকা নিবর্তনমূলক ধারা পরিবর্তন করে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫-এর ধারাবাহিকতায় কেবল সহিংসতার আহ্বানকে অপরাধ

[১৯৬] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬' (২০২৬ সনের ২৩ নং অধ্যাদেশ), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1616.html (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৯৭] সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৫ নং অধ্যাদেশ), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1538.html (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬); সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৫৪ নং আইন), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1567.html (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৯৮] জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৬০ নং অধ্যাদেশ), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1573.html (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৯৯] *টিআইবি*, 'অন্তর্বর্তী সরকারের অধ্যাদেশ প্রণয়নে সংস্কার বিমুখতা', *প্রাগুক্ত*।

[২০০] বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ২৫ নং অধ্যাদেশ), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1618.html (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

হিসেবে রাখা হয়েছে। এ ছাড়া টেলিযোগাযোগ সেবায় আপিল ও সালিস-সংক্রান্ত ধারাও যুক্ত করা হয়েছে। সিম বা ডিভাইস রেজিস্ট্রেশনের তথ্য ব্যবহার করে কোনো নাগরিককে নজরদারি বা অযথা হয়রানি করা আইনগত দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

রাজস্ব ব্যবস্থাপনা

রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং রাজস্বনীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫:[২০১] প্রথমে এনবিআর-এর বিদ্যমান কাঠামো পুনর্গঠন করে 'রাজস্ব নীতি বিভাগ' (Revenue Policy Division) এবং 'রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ' (Revenue Management Division) নামে দুটি আলাদা বিভাগ গঠন করা হয়। ২০২৫ এর ১২ মে রাজস্বনীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারির পর এর বিরোধিতা করে প্রায় দেড় মাস আন্দোলন করেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। ২০২৫ সালের জুন মাসের শেষের দিকে দেশের শুল্ক-কর কার্যালয়ে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এমন অবস্থায় ব্যবসায়ীদের মধ্যস্থতায় আন্দোলন স্থগিত করেন এনবিআরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। পরবর্তীতে এনবিআরে আন্দোলনের জেরে বরখাস্ত, বদলিসহ নানা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পরবর্তী সংশোধনে আগের অধ্যাদেশ থেকে মোট ১১টি সংশোধন আনা হয়। সংশোধনীগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো রাজস্বনীতি বিভাগে রাজস্ব খাতের অভিজ্ঞ ও যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তাকে সচিব করা।

রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে আলাদা করার মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নে অর্ন্তবর্তী সরকারের প্রস্তুতিহীনতা এবং অদূরদর্শিতার প্রদর্শনী ঘটেছে, রাজস্ব কর্মকর্তা কর্মচারীদের অভূতপূর্ব আন্দোলন এবং তা দমনে চাকরিচ্যুতি থেকে শুরু করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে রাজস্ব খাতে অস্বস্তি এবং আস্থার সংকট তৈরি করা হয়েছে। চূড়ান্ত বিবেচনায় আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে রাজস্ব আদায়কারী বিভাগটিকে আইনি সুরক্ষা নিশ্চিতপূর্বক স্বতন্ত্র সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ হিসেবে রূপান্তরিত করতে ব্যর্থতার কারণে তা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কতৃত্বের প্রতিনিধিত্বকারী আর্থিক বিভাগেরই আওতাধীন করা হয়েছে। এনবিআর সংস্কারের মূল লক্ষ্য রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি কতটুকু অর্জিত হবে তা প্রশ্নবিদ্ধ।[২০২]

এনবিআরকে দুটি স্বতন্ত্র বিভাগে বিভক্ত করার উদ্যোগটি আইনি জটিলতা, ব্যবসা বিধির অস্পষ্টতা, সাংবিধানিক বাধা ও প্রশাসনিক অস্থিরতার কারণে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে পড়ে। বিভাজন প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে রাজস্ব প্রশাসনে অস্থিরতা তৈরি করেছে – জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের বাধ্যতামূলক অবসর, বরখাস্ত ও কর্মবিরতির ফলে কর-জিডিপি অনুপাত কমে গেছে, আর বিশেষজ্ঞরা বলছেন নীতি ও প্রশাসন আলাদা করাটা জরুরি হলেও প্রক্রিয়াটি তড়িঘড়ি, অংশীজনবিহীন ও আইনি দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ। সংবিধানের ৫৫(৬) অনুযায়ী অধ্যাদেশ দিয়ে নতুন বিভাগ তৈরির সীমাবদ্ধতা, ক্যাডার কম্পোজিশনসহ একাধিক বিধি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা এবং নির্বাচনের আগে প্রক্রিয়া শেষ না হওয়ার বাস্তবতা বিবেচনায় অনেকেই মনে করছেন বিষয়টি শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত সরকারের ওপরেই ছেড়ে দিতে হবে।[২০৩]

এনবিআর বিলুপ্ত করে রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা–দুটি নতুন বিভাগ গঠনের সরকারি উদ্যোগ চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে প্রশাসন ক্যাডারের তীব্র বিরোধিতা, আইনি নোটিশ, সচিব নিয়োগে অচলাবস্থা এবং নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগের কারণে কার্যত স্থবির হয়ে পড়ে। নির্বাচনের ঠিক আগে এ উদ্যোগ ঝুলে যাওয়ায় সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন নতুন সরকার না আসা পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া আর এগোবে না। প্রশাসন ক্যাডারের কেউ কেউ দুটি সচিব পদ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাওয়ায় সংঘাত তীব্র হয়েছে, এমনকি এক যুগ্ম সচিব অধ্যাদেশকে অসাংবিধানিক দাবি করে বাতিলের নোটিশ পাঠিয়েছেন। একই সঙ্গে এনবিআর সংস্কারবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেকে সাময়িক বরখাস্ত হলেও এখন লঘুদণ্ড দিয়ে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে, আর পাঁচজনকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়েছে। ফলে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক জটিলতায় এনবিআর বিভাজন উদ্যোগ অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে এবং নির্বাচনের আগে বাস্তবায়নের সম্ভাবনা অত্যন্ত কমে গেছে।[২০৪]

এনজিও

বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫:[২০৫] এর ফলে এখন থেকে বছরে ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত অনুদানের ক্ষেত্রে এনজিওগুলোকে অনুমোদন নেওয়ার দরকার হবে না।

---

[২০১] রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৪ নং অধ্যাদেশ), (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬); রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৪৬ নং অধ্যাদেশ), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1559.html (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[২০২] টিআইবি, 'অন্তর্বর্তী সরকারের অধ্যাদেশ প্রণয়নে সংস্কার বিমুখতা', *প্রাগুক্ত*।

[২০৩] দৌলত আক্তার মালা, 'আইনি ও প্রক্রিয়াগত জটিলতায় স্থবির এনবিআর বিভাজন', *দি ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস*, ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬, https://bangla.thefinancialexpress.com.bd/economy/aini-oo-prkrizagt-jtiltaz-sthbir-enbiar-bivajn (৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[২০৪] রিয়াদ হোসেন ও শেখ আবদুল্লাহ, 'প্রশাসন ক্যাডারের বিরোধিতায় কি ঝুলে যাচ্ছে এনবিআর ভাগ করা?', *টিবিএস*, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.tbsnews.net/bangla/Economy/news-details-447986 (৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

[২০৫] বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৭৭ নং অধ্যাদেশ), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1590.html (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

বিবিধ সংস্কার

নিজের মন্ত্রণালয়ে প্রকল্প অনুমোদনে মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের ক্ষমতা সীমতি করার জন্য একটি নির্দেশিকা সংশোধন করে অন্তর্বর্তী সরকার, যার ফলে ৫০ কোটির বেশি টাকার প্রকল্প হলে তা পাঠাতে হবে পরিকল্পনা কমিশনে। সেখানে প্রকল্প যাচাই-বাছাই শেষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় অনুমোদন নিতে হবে। এ কমিটির সভাপতি হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী বা সরকারপ্রধান। তবে প্রকল্প ব্যয় ৫০ কোটি টাকার নিচে হলে তা মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা আগের মতোই অনুমোদন দিতে পারবেন। ১২ জানুয়ারি প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) সভায় এ পরিবর্তন আনা হয়। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কোনো স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, আধা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, করপোরেশন, রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি শতভাগ নিজস্ব অর্থায়নে ৫০ কোটি টাকার বেশি অর্থের প্রকল্প নিলে তা পরিকল্পনা কমিশনে পাঠাতে হবে।[২০৬]

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যেসব অধ্যাদেশ প্রণীত হয়েছে তার মধ্যে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ ও এনজিও খাতের জন্য প্রযোজ্য ফরেইন ডোনেশনস (ভলান্টারি অ্যাক্টিভিটিজ) রেগুলেশন সংশোধনমূলক অধ্যাদেশের মতো ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল ক্ষেত্রে প্রতিরোধক মহল, বিশেষ করে আমলাতন্ত্রের প্রভাবশালী মহলের অন্তর্ঘাতমূলক অপশক্তির কাছে সরকারের নতি স্বীকারের ফলে সংস্কার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কারের মূলমন্ত্র তথা জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার অভীষ্টের পরিপন্থী অনেক বিধান রচিত হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন, পুলিশ কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, সাইবার সুরক্ষা, ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা, জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি অধ্যাদেশসমূহের প্রতিটি ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থের তুলনায় আমলাতন্ত্রসহ ক্ষমতাসীনদের একচ্ছত্র ও জবাবদিহিহীন কর্তৃত্বের চর্চা অব্যাহত রাখার সুযোগ রাখা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ যেভাবে প্রণীত হয়েছে এর ফলে বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে পেশাগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করে জনকল্যাণমুখী, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক বাহিনী গঠনে দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত একটি স্বাধীন পুলিশ কমিশনের স্বপ্ন সম্পূর্ণভাবে ধুলিস্যাৎ করা হয়েছে। লোক-দেখানো এ অধ্যাদেশে এমন অনেক উপাদান রয়েছে যে এর ওপর ভিত্তি করে গঠিত তথাকথিত পুলিশ কমিশন অবসরপ্রাপ্ত প্রশাসনিক ও পুলিশ আমলাদের ক্ষমতার অব্যাহত অপব্যবহারের রিসোর্ট ছাড়া আর কিছুই হবে না। বাস্তবে এটি পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানে পরিনত হবে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশটি একটি আন্তর্জাতিক মানের আইন হিসেবে পরিগণিত হতে পারতো যদি এক্ষেত্রে শেষ পর্যায়ে খসড়া প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় যেসব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীজনদের সম্পৃক্ত করা হয়েছিল তাদের অন্ধকারে রেখে অন্তর্ঘাতী প্রক্রিয়ায় এতে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের অপ্রতিরোধ্য সুযোগ সৃষ্টি না করা হতো। সাইবার সুরক্ষা, ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা ও জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশে উল্লেখযোগ্য যুগোপযোগী ইতিবাচক বিধান থাকলেও প্রতিটিতে নিজস্ব আঙ্গিকে ও সামষ্টিকভাবে সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হাতে কোনো প্রকার বিচারিক সুরক্ষা ছাড়া জবাবদিহিহীনভাবে বাকস্বাধীনতা, ভিন্নমত ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা দমনের আইনগত ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে, যাতে কর্তৃত্ববাদী আমলের ন্যায় ব্যাপক নজরদারিভিত্তিক শাসনব্যবস্থা চলমান রাখার সুযোগ রাখা হয়েছে।

দুদক সংস্কার কমিশনের আশু করণীয় সুপারিশমালা সরকার বা দুদকের নিকট প্রত্যাশিত গুরুত্ব পায়নি। অন্যদিকে অন্য কোনো অংশীজনকে সম্পৃক্ত না করে দুদক ও সরকারি আমলাতন্ত্রের একচ্ছত্র কর্তৃত্বে দুদকের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার পাশাপাশি জবাবদিহির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সুপারিশ উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে, যদিও প্রতিবেদন প্রকাশের পর এক্ষেত্রে দুদকের শীর্ষ কর্তৃপক্ষের যেমন কোনো দ্বিমত ছিলো না তেমনি জুলাই সনদ অনুযায়ী প্রায় সকল রাজনৈতিক দলেরও নোট অফ ডিসেন্টহীন সম্মতি রয়েছে, যা সরকার বা দুদক কারোরই অজানা ছিল না।

মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম ছাড়া সরকার একতরফাভাবে অংশীজনদের সম্পৃক্ত না করে অধ্যাদেশ প্রণয়ন করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে খসড়া অধ্যাদেশ স্বল্প সময়ের জন্য লোক-দেখানোভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে দায় কাটানো হয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা কাটিয়ে, এমনকি বিরাগভাজন হয়ে কোনো কোনো অংশীজন অধিপরামর্শের সুযোগ করে নিয়েছে সেসব ক্ষেত্রেও প্রতিশ্রুত সংশোধন কোনোরূপ ব্যাখ্যা ছাড়া অবহেলিত হয়েছে; এমনকি কোনো কোনো অংশীজনদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার হয়েছে। সরকার সার্বিকভাবে আইন প্রণয়ন ও জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত স্বচ্ছতা ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের চর্চার উদহারণ সৃষ্টি করতে পারেনি।

সর্বোপরি অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কারের নামে যতটুকুই করেছে তার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বাস্তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।

---

[২০৬] আরিফুর রহমান, 'ইচ্ছেমতো প্রকল্প অনুমোদন করতে পারবেন না মন্ত্রীরা', *প্রথম আলো*, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=26107b1686c&eid=1&imageview=0&epedate=26/01/2026&sedId=1 (২৭ জানুয়ারি ২০২৬)।

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

জনপ্রশাসন

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে ২০২৫ সালের ২২ মে 'সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮' সংশোধন করে 'সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর খসড়া অনুমোদনের পর ২৫ মে অধ্যাদেশ জারি করা হয়, যেখানে চারটি বিষয়কে অপরাধের আওতাভুক্ত করা হয়।[২০৭] এসব অপরাধের শাস্তি হিসেবে দোষী কর্মচারীকে নিম্নপদ বা নিম্ন বেতন গ্রেডে নামিয়ে দেওয়া, চাকরি থেকে অপসারণ বা চাকরি থেকে বরখাস্ত করার দণ্ড দেওয়ার বিধান রাখা হয়। এছাড়া অভিযোগ গঠনের সাত দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া, আর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা হলে তাঁকে কেন দণ্ড আরোপ করা হবে না, সে বিষয়ে আরও সাত কর্মদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়ার কথা ছিল, যার ভিত্তিতে দণ্ড আরোপ করা যাবে। এই অধ্যাদেশ প্রণয়নের পর সরকারী কর্মচারীরা ব্যাপক আন্দোলন করেন যার পরিপ্রেক্ষিতে এই সংশোধন করে 'সরকারি চাকরি (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫'-এর গেজেট প্রকাশ করা হয় ২০২৫ সালের ২৪ জুলাই। নতুন সংশোধিত অধ্যাদেশ অনুযায়ী কোন সরকারি কর্মচারী আন্দোলনে গেলে, অর্থাৎ নিজে নিয়ম লঙ্ঘন করে একজন সরকারি কর্মচারী আরেকজন সরকারি কর্মচারীর কাজে বাধা দিলে বা তাকে তার কাজ থেকে বিরত রাখলে, তাকে বাধ্যতামূলক অবসরসহ চাকরি থেকে বরখাস্ত করা যাবে।[২০৮]

সরকারি চাকরি (প্রার্থীর প্রাক-পরিচয় যাচাই) বিধিমালা, ২০২৫-এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয় ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, যেখানে কোন কোন পরিস্থিতিতে একজন প্রার্থীকে সরকারি চাকরির জন্য অনুপযুক্ত ঘোষণা করা যাবে, অনুপযুক্ত প্রার্থীকে কেন অনুপযুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে তা প্রার্থীকে অবগত করার প্রস্তাব করা হয়।[২০৯]

প্রায় ৪০০টি সরকারি সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আচরণ সংহিতা (কোড অব কনডাক্ট) তৈরি করা হয়, যা অ-আর্থিক সংস্থাগুলোর জন্য প্রযোজ্য।[২১০] এই আচরণ সংহিতা অনুযায়ী কোনো সংস্থায় কর্মরত কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবারের সদস্যদের জন্য সরাসরি বা পরোক্ষভাবে লাভজনক হতে পারে, এমন কোনো কর্মকাণ্ডে তাঁরা যুক্ত হতে পারবেন না। সেবা গ্রহণকারীদের কাছ থেকে অস্বাভাবিক কোনো সুবিধাও গ্রহণ করতে পারবেন না তাঁরা। এ ছাড়া সংস্থার অনুমোদন ছাড়া সেবা গ্রহণকারীদের কাছ থেকে কেউ কোনো উপহার বা মূল্যবান বস্তু গ্রহণ করতে পারবেন না। কোন পরিস্থিতিতে কী উপহার ও সুবিধা গ্রহণ করা যাবে, তার তালিকা করাসহ রেকর্ড সংরক্ষণ করতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে বলা হয়েছে; আচরণ সংহিতা লঙ্ঘন করলে কী হবে–এ বিষয়ে কিছু বলা না থাকলেও সরকার চাইলে ব্যবস্থা নিতে পারবে।[২১১]

এছাড়া আউটসোর্সিং সেবাকর্মীদের জন্য 'নীতিমালা-২০২৫' জারি করা হয়। নীতিমালায় পাঁচটি সাধারণ সেবা ও তিনটি বিশেষ সেবার জন্য মাসিক সেবামূল্য বাড়ানো হয়েছে। সেবাকর্মীদের জন্য বৈশাখী প্রণোদনা হিসেবে এক মাসের সেবামূল্যের অর্ধেক (৫০%) হারে দুটি এবং এক পঞ্চমাংশ (২০%) হারে একটি প্রণোদনা দেওয়া হবে। এছাড়া সেবাকর্মীরা বছরে ১৫ দিন ছুটি পাবেন এবং মৌলিক কাজের বিষয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকবে। প্রতি বছর প্রতিটি সেবাকর্মীকে দুটি নতুন ইউনিফর্মও সরবরাহ করা হবে। নারী সেবাকর্মীরা ৪৫ দিনের মাতৃত্বকালীন ছুটির সুবিধা পাবেন। পাশাপাশি জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের আওতায় সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ থাকছে, যাতে ভবিষ্যতে তারা পেনশন সুবিধা উপভোগ করতে পারেন।[২১২]

২০২৪ সালের ২২ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নামকরণের বিষয়ে একটি নীতিমালা করা হবে। সরকারি অর্থে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনার নামকরণের বিষয়ে আইনি কাঠামো ঠিক করতে ২০২৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর একটি উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি গঠন করে অন্তর্বর্তী সরকার। এ কমিটির কাজ ছিল সরকারি অর্থে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনার নামকরণের বিষয়ে আইনি কাঠামো প্রণয়ন করে সরকারের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা ৮০৮টি প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নাম পরিবর্তন করেছে

---

[২০৭] সেগুলো হলো সরকারি কর্মচারী যদি এমন কোনো কাজে লিপ্ত হন, যা অনানুগত্যের শামিল বা যা অন্য যেকোনো সরকারি কর্মচারীর মধ্যে অনানুগত্য সৃষ্টি করে বা শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে বা কর্তব্য সম্পাদনে বাধার সৃষ্টি করে; অন্যান্য কর্মচারীর সঙ্গে সমবেতভাবে বা এককভাবে ছুটি ছাড়া বা কোনো যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া নিজ কর্ম থেকে অনুপস্থিত থাকেন বা বিরত থাকেন বা কর্তব্য সম্পাদনে ব্যর্থ হন; অন্য যেকোনো কর্মচারীকে তাঁর কর্ম থেকে অনুপস্থিত থাকতে বা বিরত থাকতে বা তাঁর কর্তব্য পালন না করার জন্য উসকানি দেন বা প্ররোচিত করেন এবং যেকোনো সরকারি কর্মচারীকে তাঁর কর্মে উপস্থিত হতে বা কর্তব্য সম্পাদনে বাধাগ্রস্ত করেন, তাহলে তিনি অসদাচরণের দায়ে দণ্ডিত হবেন।

[২০৮] https://media.prothomalo.com/prothomalo-bangla/2025-07-23/11pc5ir9/gov__Gazette.pdf (*প্রথম আলো*, 'সরকারি চাকরি অধ্যাদেশের গেজেট প্রকাশ', ২৪ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/dakqmlz25z (২৪ জুলাই ২০২৫)।

[২০৯] *বণিক বার্তা*, 'সরকারি চাকরি বিধিমালা ২০২৫-এর খসড়া চূড়ান্ত', ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://bonikbarta.com/bangladesh/MKbL27MpZZULbSws (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)।

[২১০] অ-আর্থিক সংস্থা বলতে বোঝানো হয়েছে, দেশের কোনো আইনের মাধ্যমে তৈরি বা পরিচালিত অথবা আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোনো স্বায়ত্তশাসিত বা আধা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, কমিশন, কাউন্সিল, বোর্ড ইত্যাদি।

[২১১] *প্রথম আলো*, 'সেবার বিনিময়ে 'উপহার' নিতে পারবেন না সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা', ২২ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/v649g8ydbz (২৩ মার্চ ২০২৫।

[২১২] *ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস*, 'আউটসোর্সিং সেবাকর্মীদের জন্য 'নীতিমালা-২০২৫' জারি, বাড়লো সুবিধা ও সেবামূল্য', ১৫ এপ্রিল ২০২৫, https://thefinancialexpress.com.bd/bn/autsorsing-sebakrmeeder-jnz-neetimala-2025-jari-barlo-subidha-oo-sebamuulz#google_vignette (১৬ এপ্রিল ২০২৫)।

অন্তর্বর্তী সরকার। এ ছাড়া আরও ১৬৯টি প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নাম পরিবর্তনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। তালিকা অনুযায়ী এরই মধ্যে সবচেয়ে বেশি নাম পরিবর্তন করা হয়েছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার। এই মন্ত্রণালয়ের অধীন ২০৫টি প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। এই তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে আছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ। এই বিভাগের অধীন ১৮১টি প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। এ ছাড়া এই বিভাগের অধীন আরও ১৩৪টি প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ৮৪টি প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। এ ছাড়া নাম পরিবর্তনের তালিকায় পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন ৫৯টি, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের অধীন ৪৯টি, স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন ৩৯টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ রকমভাবে ৩৪টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধীনে থাকা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নাম পরিবর্তন করার তথ্য রয়েছে তালিকায়।[২১৩]

মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে 'নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়' করা হয়। এছাড়া 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার', 'বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার', 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক', 'শেখ রাসেল পদক', 'বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন' ও 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার' বাতিল; এবং 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক' বাতিলের পরিকল্পনা করা হয়।[২১৪] অন্যদিকে ২৩ মার্চ ২০২৫ অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় বন্ধের হাত থেকে রক্ষা উদ্দেশ্যে পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নেওয়া ২০টি উন্নয়ন প্রকল্প থেকে শেখ পরিবার ও আওয়ামী লীগ নেতাদের নাম বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[২১৫]

চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা নির্ধারণ: চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩৫ বছর করার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করার পরিপ্রেক্ষিতে ৩০ সেপ্টেম্বর চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বাড়ানোর দাবির বিষয়টি পর্যালোচনায় একটি কমিটি গঠন করে সরকার। এই কমিটি সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা পুরুষের ক্ষেত্রে ৩৫ বছর এবং নারীদের ক্ষেত্রে ৩৭ বছর করার সুপারিশ করে। উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে 'সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন ফাইন্যান্সিয়াল করপোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ অধ্যাদেশ, ২০২৪' এর খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২ করার সিদ্ধান্ত হয়। সভায় প্রথমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বিসিএস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪ পুনর্গঠন করে বিসিএস পরীক্ষায় একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ তিন বার অবতীর্ণ হতে পারবে-এমন বিধি সংযোজন করবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। তবে প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগগুলো এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ক্ষেত্রে স্ব স্ব নিয়োগ বিধিমালা বহাল থাকবে।[২১৬] তবে এটি পরিবর্তন করে একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ চার বার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। সংশ্লিষ্ট আন্দোলনকারীরা এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করলেও এই সিদ্ধান্ত আর পরিবর্তন করা হবে না বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়।[২১৭] পরবর্তীতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা 'বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা ২০১৪'-এর সংশোধিত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, একজন প্রার্থী তার বয়সসীমার মধ্যে যতবার খুশি ততবার বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। সংশোধিত বিধিমালা অনুযায়ী, সকল প্রার্থীর জন্য বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২ বছর করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা কোটা, প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য বিশেষ গোষ্ঠীর প্রার্থীদের জন্য আগে যে অতিরিক্ত বয়সসীমা ছিল, সেটি এখন সবার ক্ষেত্রে ৩২ বছর করা হয়েছে।[২১৮]

'সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যানসিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫' প্রণয়নের মাধ্যমে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যানসিয়াল করপোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়। এখানে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যানসিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-

---

[২১৩] *প্রথম আলো*, 'শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের নামে ৮০৮ প্রতিষ্ঠানের নাম বদল', ২৭ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=276c4db2448 (২৮ জুন ২০২৫); তালিকার জন্য দেখুন, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://media.prothomalo.com/prothomalo-bangla/2025-06-26/ojhcl4o2/oeppll2h.pdf

[২১৪] শফিকুল ইসলাম, 'বাতিল হচ্ছে 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক', আতঙ্কে পদকপ্রাপ্তরা', *বাংলা ট্রিবিউন*, ০১ এপ্রিল ২০২৫, https://www.banglatribune.com/national/892468/ (০৫ এপ্রিল ২০২৫)।

[২১৫] হামিদ-উজ-জামান, 'বাদ যাচ্ছে শেখ হাসিনার পরিবার ও আওয়ামী লীগ নেতা', *যুগান্তর*, ০৩ মে ২০২৫, https://www.jugantor.com/national/948997 (০৪ মে ২০২৫)।

[২১৬] *প্রথম আলো*, 'বিসিএস পরীক্ষা দেওয়া যাবে সর্বোচ্চ তিন বার', ২৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/chakri/chakri-news/m6yvdqv7ga (২৭ অক্টোবর ২০২৪)।

[২১৭] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'চাকরির বয়স ৩২ ও বিসিএস সর্বোচ্চ তিনবার: 'ঘৃণাভরে' প্রত্যাখ্যান', ২৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.banglatribune.com/national/869647/ (২৫ অক্টোবর ২০২৪); *ইত্তেফাক*, 'আন্দোলন হতেই পারে, তবে সিদ্ধান্ত আর পরিবর্তন হবে না: পরিবেশ উপদেষ্টা', ২৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.ittefaq.com.bd/704696 (২৭ অক্টোবর ২০২৪)।

[২১৮] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, https://bpsc.portal.gov.bd/ (২৭ জুলাই ২০২৫); *Dhaka Tribune,* 'Gazette published increasing the maximum age for the BCS exam to 32', 11 Dec 2024, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/367871/gazette-published-increasing-the-maximum-age-for (২৭ জুলাই ২০২৫)।

শাসিত সংস্থার নিজ নিজ নিয়োগ বিধিমালা বা ক্ষেত্রমত প্রবিধানমালায় কোনো পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২ (বত্রিশ) বছরের বেশি নির্ধারিত রয়েছে, এমন সব ক্ষেত্রে ওই নির্ধারিত বয়সসীমা অপরিবর্তিত ও বহাল থাকবে।[২১৯] তবে সরকারি চাকরিতে চিকিৎসক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩৪ বছর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[২২০]

সরকারি কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা: অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছরে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এসব সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনার বেশিরভাগ প্রশাসনিক শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা, তথ্য প্রকাশ ও তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সংক্রান্ত। নিচে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনার বর্ণনা দেওয়া হলো।

- **পদ সংরক্ষণ -** বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অধীনে সহকারী সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব এবং উপসচিব পর্যায়ে ক্যাডার বহির্ভূতদের (নন-ক্যাডার) জন্য মোট ৮১ পদ সংরক্ষিত থাকবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের জন্য সহকারী সচিবের (ক্যাডার বহির্ভূত) ৬৪টি পদ, সিনিয়র সহকারী সচিবের (ক্যাডার বহির্ভূত) ১১টি পদ এবং উপসচিবের (ক্যাডার বহির্ভূত) ৬টি পদ অস্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যেতে পারে; ক্যাডার বহির্ভূতদের জন্য পৃথক ক্যারিয়ার পাথ নির্ধারণ করা যেতে পারে।[২২১] এছাড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিবের ছয়টি পদ সংরক্ষিত থাকবে বলে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।[২২২]
- **ওএসডি'র মেয়াদ -** কোনো সরকারি কর্মকর্তাকে ১৫০ দিনের বেশি বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করে রাখা যাবে না বলে হাইকোর্ট রায় প্রদান করেন। এ বিষয়ে মন্ত্রিসভা এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে কমিটি গঠন করে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কমিটিকে আদেশের কপি হাতে পাওয়ার পর থেকে ১৫০ দিনের বেশি ওএসডি আছেন - এমন কর্মকর্তাদের স্বপদে বহাল করতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়।[২২৩]
- **সম্পদ বিবরণী প্রদান -** ২০২৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে সব সরকারি কর্মচারীকে সম্পদের হিসাব দিতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়। পরদিন সম্পদ বিবরণী দাখিলের ফরমেট তৈরির জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) তৎকালীন সচিবকে সভাপতি করে ছয় সদস্যের কমিটি গঠিত হয়। এর পর ২২ সেপ্টেম্বর সম্পদ বিবরণীর নতুন ফরমেটসহ ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত অর্জিত সম্পদ বিবরণী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে দাখিল করতে হবে বলে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়, এবং পরে দুই দফায় ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত সময় বাড়ানো হয়। ক্যাডার ও নন-ক্যাডার (নবম বা তদূর্ধ্ব গ্রেড) কর্মকর্তা তাঁর নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়-বিভাগের সচিবের কাছে, এবং গেজেটেড, নন-গেজেটেড কর্মকর্তা-কর্মচারীরা (দশম থেকে ২০তম গ্রেড) নিজ নিজ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাছে সম্পদ বিবরণী দাখিল করেন। এরপর সম্পদের হিসাব প্রতিটি মন্ত্রণালয়-বিভাগ ও দপ্তরের সংশ্লিষ্ট শাখা, অধিশাখা ও অনুবিভাগে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

  তবে দেখা যায় নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পর কতজন কর্মচারী সম্পদের হিসাব জমা দিয়েছেন তার সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে। কতজন কর্মকর্তা-কর্মচারী সম্পদের বিবরণী দাখিল করেছেন, সেই হিসাব করেনি অনেক মন্ত্রণালয়-বিভাগ। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় শুধু প্রশাসন ক্যাডারের কত কর্মকর্তা হিসাব জমা দিয়েছেন, তা নিরূপণ করেছে। তাদের ছয় হাজার ৫৪৮ কর্মকর্তার মধ্যে ছয় হাজার ৫২৫ জন হিসাব জমা দিয়েছেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, মন্ত্রণালয়টির অধীনে কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা অন্তত ৬৭ হাজার ৯৩১ (ক্যাডার কর্মকর্তা ৬,৫৩৯, মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ৫,৯৫১, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও করপোরেশনে ২,১৯০, এবং বিভাগীয় কমিশনার ও ডিসি অফিসে ৫৩,২৫১ জন)। অন্য মন্ত্রণালয়ে কোন ক্যাডারে কতজন হিসাব জমা দিয়েছেন, সে তথ্য সংশ্লিষ্টরা দিতে পারেননি। এছাড়া সরকারি চাকরিজীবীদের সম্পদের হিসাব পাঁচ মাস পরেও যাচাই করা শুরু হয়নি। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কোনো নির্দেশনা না থাকায় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যেভাবে পাঠিয়েছেন, সেভাবেই সব বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে আলমারিতে ভরে রাখা হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, শুরুতে তথ্য দিতে চাননি চিকিৎসকরা। ফলে এখন পর্যন্ত অধিকাংশ চিকিৎসকদের সম্পদের হিসাব পায়নি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।[২২৪]
- **ব্যক্তিগত তথ্য হালনাগাদ -** চাকরি-সংক্রান্ত তথ্যাদি হালনাগাদ না থাকায় পদোন্নতি এবং পদায়নের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে বলে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সরকারি কর্মচারী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (জিইএমএস)

---

[২১৯] *জনকণ্ঠ*, 'সরাসরি নিয়োগে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ করে গেজেট প্রকাশ', ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.dailyjanakantha.com/national/news/889381 (২৪ ডিসেম্বর ২০২৫)।

[২২০] *প্রথম আলো*, 'চিকিৎসক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ৩৪ বছর করার সিদ্ধান্ত', ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=1196e08e3a8&eid=1&imageview=0&epedate=11/09/2025&sedId=1 (১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫)।

[২২১] *ইত্তেফাক*, 'সহকারী সচিব থেকে উপসচিব: নন-ক্যাডারদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে ৮১ পদ,' ২৪ মার্চ ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/724693 (২৫ মার্চ ২০২৫)।

[২২২] *যুগান্তর*, 'জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিবের ৬টি পদ সংরক্ষিত থাকবে, প্রজ্ঞাপন,' ১৩ মে ২০২৫, https://www.jugantor.com/national/953272 (১৪ মে ২০২৫)।

[২২৩] তপন বিশ্বাস, 'প্রশাসনে রেকর্ড সংখ্যক কর্মকর্তা ওএসডি', *জনকণ্ঠ*, ৪ এপ্রিল ২০২৫, https://www.dailyjanakantha.com/national/news/789404 (৫ এপ্রিল ২০২৫)।

[২২৪] উবায়দুল্লাহ বাদল, 'শাস্তির প্রক্রিয়া চলছে সম্পদের হিসাব না দেওয়া কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে,' *কালের কণ্ঠ*, ০৬ মার্চ ২০২৫, https://www.kalerkantho.com/online/national/2025/03/06/1488882 (৯ মার্চ ২০২৫); দেলওয়ার হোসেন, 'সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পদের হিসাব আলমারিবন্দি', সমকাল, ২৫ জুলাই ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh/article/307171/ (২৬ জুলাই ২০২৫)।

আওতায় সহকারী সচিব থেকে সচিব/সিনিয়র সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের চাকরি-সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।[২২৫] সরকারি কর্মচারী বাতায়নে (জিইএমএস) পিডিএস-এর ব্যক্তিগত তথ্য হালনাগাদকরণের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ছয় মাসের মধ্যে তোলা রঙিন ছবি সংযোজনসহ সব ব্যক্তিগত তথ্য নিজ দায়িত্বে জরুরিভিত্তিতে হালনাগাদ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। হালনাগাদ করতে ব্যর্থ হলে তাদের কেস পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হবে না বলেও জানানো হয়।[২২৬] এছাড়া সরকারি কর্মকর্তাদের চাকরি-সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ না করলে তা অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হবে। পরবর্তীতে বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) যথানিয়ম ও যথাসময়ে জমা দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।[২২৭]

- **বিদেশ সফর -** মুখ্য উপদেষ্টার কার্যালয় (সিএও) উপদেষ্টাদের এবং সরকারের সচিবদের ব্যক্তিগত সচিব ও সহকারী ব্যক্তিগত সচিবদের বিদেশ সফরে তাঁদের সাথে যাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পরিপত্রে কর্মকর্তাদের সারা বছরের সম্ভাব্য বিদেশ ভ্রমণগুলোর একটি তালিকা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। একইসঙ্গে বিদেশ ভ্রমণের জন্য একটি মন্ত্রী পর্যায়ের ডেটাবেস তৈরি করা হবে, যার কাঠামো সিএও তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে বলে জানানো হয়। এছাড়া সকল কর্মকর্তার সম্পূর্ণরূপে বিদেশ ভ্রমণ এড়িয়ে চলতে বলা হয়।[২২৮] পরবর্তীতে কর্মকর্তারা বিদেশে সরকারি সফরে স্ত্রী, স্বামী ও সন্তানদের নিতে পারবেন না বলে নির্দেশনা দেওয়া হয়। জরুরি কারণ ছাড়া সরকারের উপদেষ্টা, সিনিয়র সচিব ও সচিবেরা তাঁদের একান্ত সচিব (পিএস) ও সহকারী একান্ত সচিবদের (এপিএস) সহযাত্রী হিসেবে বিদেশ ভ্রমণে নিতে পারবেন না, এবং ঠিকাদার বা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে অবশ্যই ভ্রমণ পরিহার করতে হবে বলে নির্দেশনা দেওয়া হয়।[২২৯] এছাড়া সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমণের সরকারি আদেশে (জিও) তাদের পাসপোর্ট নম্বর উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।[২৩০] পরবর্তীতে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত সরকারি কর্মকর্তাদের একান্ত অপরিহার্য কারণ ছাড়া বিদেশ ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ করা হয়; একই সঙ্গে বিদেশভ্রমণের বিষয়ে এর আগে জারি করা সব নির্দেশনা মানার জন্য বলা হয়।[২৩১]
- **সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহার -** হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্য কোনো যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া যে কোনো সরকারি তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করাসহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মন্ত্রণালয়ের অধীন এবং মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের জন্য পাঁচটি নির্দেশনা দেওয়া হয়।[২৩২] সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশনা দেওয়া হয়, এবং সতর্ক না হলে প্রয়োজনে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। এ ধরনের কর্মকাণ্ড অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় নিরাপত্তা হানিকারক এবং সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিল বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী অসদাচরণের পর্যায়ভুক্ত অপরাধ। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের 'সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৯' এর সুষ্ঠু ব্যবহারের বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশনা দিয়ে এ ধরনের প্রতিটি ব্যত্যয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯, সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৯ এবং সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিল বিধিমালা, ২০১৮ অনুসারে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।[২৩৩]
- **সম্মানী গ্রহণ -** সরকার নির্ধারিত অফিস সময়সূচির মধ্যে কোনো সভায় যোগদানের জন্য কর্মকর্তাদের সম্মানী গ্রহণ করা পরিহার করতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশনাটি মূলত নিয়মিত সভার জন্য প্রযোজ্য এবং এই সময়কালে কোনো ধরনের

---

[২২৫] *আজকের পত্রিকা*, 'সরকারি কর্মকর্তাদের চাকরির তথ্য হালনাগাদের নির্দেশ', ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.ajkerpatrika.com/357418 (২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[২২৬] *সমকাল*, 'রঙিন ছবি না দিলে পদোন্নতি দেওয়া হবে না: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়', ০৬ এপ্রিল ২০২৫) https://samakal.com/bangladesh-others/article/288841/ (৭ এপ্রিল ২০২৫)।

[২২৭] যুগান্তর, 'এসিআর নিয়ে যে নির্দেশনা দিল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়', ১২ নভেম্বর ২০২৫, https://www.jugantor.com/national/1027964 (১৬ নভেম্বর ২০২৫)।

[২২৮] *টিবিএস*, 'PS, APS of advisers, secretaries not to accompany them on foreign trips,' ২৭ মার্চ ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangladesh/ps-aps-advisers-secretaries-not-accompany-them-foreign-trips-1103001 (৫ এপ্রিল ২০২৫)।

[২২৯] *প্রথম আলো*, 'বিদেশে সরকারি সফরে স্ত্রী, স্বামী ও সন্তানদের নিতে পারবেন না কর্মকর্তারা,' ১৬ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/afbapqokdh (১৬ এপ্রিল ২০২৫)

[২৩০] *যুগান্তর*, 'সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণে বাধ্যতামূলক করা হলো যে বিষয়,' ২৮ জুলাই ২০২৫, https://www.jugantor.com/national/983487 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[২৩১] *প্রথম আলো*, 'অপরিহার্য কারণ' ছাড়া নির্বাচন পর্যন্ত বিদেশভ্রমণ নয়', ০২ নভেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=211a6ef320f&eid=1&imageview=0&epedate=02/11/2025&sedId=1 (০২ নভেম্বর ২০২৫)।

[২৩২] নির্দেশনা পাঁচটি হলো: ১. হোয়াটসঅ্যাপসহ অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে সব কর্মকর্তাকে অধিকতর সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে, যেন অফিস অথবা অফিসের বাইরে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশনা প্রতিপালন সহজতর হয় এবং দ্রুত সাড়া দেয়া যায়। ২. সব কর্মকর্তাকে সার্বক্ষণিক মোবাইল নেটওয়ার্ক সচল রাখার লক্ষ্যে ব্রডব্যান্ড, ওয়াইফাই বা মোবাইল ডাটার মাধ্যমে নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। ৩. নিয়মিত বিরতিতে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পরীক্ষা করতে হবে, যেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা বা পরামর্শ দ্রুততার সঙ্গে বাস্তবায়ন করা যায়। ৪. হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্য কোনো যোগাযোগ মাধ্যমে প্রদত্ত যে কোনো সরকারি তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। ৫. হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্য কোনো মাধ্যমে কোনো সিদ্ধান্ত বা নির্দেশনা দেয়া হলে পরবর্তীতে তথ্য যাচাইয়ের সুবিধার্থে রেকর্ডে তা সংরক্ষণ করতে হবে। সূত্র: আতাউর রহমান রাইহান, 'সরকারি তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষাসহ ৫ নির্দেশনা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের', *সময় নিউজ*, ২২ অক্টোবর ২০২৪, https://www.somoynews.tv/news/2024-10-22/uD78xPM2 (২৩ অক্টোবর ২০২৪)।

[২৩৩] *নয়া দিগন্ত*, 'জুলাই গণঅভ্যুত্থানের এক বছরেও প্রশাসনে শৃঙ্খলা ফেরেনি,' ২৭ জুলাই ২০২৫, https://dailynayadiganta.com/bangladesh/national/bu5L6bsOv2aU (২৮ জুলাই ২০২৫)।

সম্মানী গ্রহণ করা যাবে না। তবে যে প্রকল্প বা বিশেষ কাজগুলো রয়েছে, যেখানে সভায় সম্মানী গ্রহণের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র রয়েছে, সেখানে এই নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে না।[২৩৪]

- **উপস্থিতি বিধি -** অফিস চলাকালীন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সভা বা জরুরি প্রয়োজন ছাড়া যথাসম্ভব নিজ কক্ষে অবস্থান করাসহ পাঁচটি অনুশাসন বা নির্দেশনা দেওয়া হয়।[২৩৫] এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে সচিবসহ দফতর/ সংস্থার প্রধান এবং মাঠ প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের কোনো অনুষ্ঠানে যোগদানের ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানের আয়োজক, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় যাচাই করারও নির্দেশ দেওয়া হয়।[২৩৬] সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য কঠোর উপস্থিতি বিধি জারি করা হয়েছে। এই বিধি অনুযায়ী অফিস সময় শেষ হওয়ার আগে অর্থাৎ বিকাল ৫টার পূর্বে কেউই দপ্তর ত্যাগ করতে পারবেন না। অফিস চলাকালীন দাপ্তরিক বা জরুরি প্রয়োজনে কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে বাইরে বের হতে নিজ অনুবিভাগের প্রধানের অনুমতি নিতে হবে। সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯ এর তফসিল অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট দপ্তরে রক্ষিত অফিস ত্যাগের রেজিস্ট্রারে এন্ট্রি করে অফিস ত্যাগ করতে হবে। ২৩ জুন ২০২৫ মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ (বিচার শাখা-৫) থেকে এ-সংক্রান্ত একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়।[২৩৭]
- **গণজমায়েত নিষিদ্ধ -** পরবর্তীতে বাংলাদেশ সচিবালয়ের নিরাপত্তা জোরদারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সাতটি জরুরি নির্দেশনা জারি করা হয়।[২৩৮] এর মধ্যে রয়েছে সচিবালয়ের ভেতরে কোনো মিছিল, সমাবেশ বা গণজমায়েত নিষিদ্ধ। সম্মেলন কক্ষে অননুমোদিত সভা বা পেশাগত সংগঠনের বৈঠক করা যাবে না। সন্ধ্যা ৬টার পর জরুরি প্রয়োজনে অবস্থান করলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে। ছুটির দিনে অবস্থান করতে হলে পূর্বানুমতি নিতে হবে। সচিবালয়ে প্রবেশের সময় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাস দৃশ্যমান রাখতে হবে। ভবন বা প্রাঙ্গণে লিফলেট বিতরণ, ব্যানার বা ফেস্টুন ঝোলানো নিষিদ্ধ। প্রবেশকালে গাড়ি ও ব্যক্তির নিরাপত্তা তল্লাশি নিশ্চিত করবে নিরাপত্তা বাহিনী। প্রধান বিচারপতির সরকারি বাসভবন, বিচারপতি ভবন, জাজেস কমপ্লেক্স, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এলাকায় সব ধরনের সভা, সমাবেশ, গণজমায়েত, মানববন্ধন, অবস্থান ধর্মঘট, শোভাযাত্রা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়।[২৩৯]
- **প্রশিক্ষণ -** ক্যাডার কর্মকর্তাদের বনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছয় মাস থেকে কমিয়ে চার মাস করা। এর মধ্যে তিন মাস প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে এবং এক মাস মাঠপর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন ও গ্রাম সংযুক্তি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কর্মকর্তাদের মাস্টার্স ও পিএইচডি কোর্সে ভর্তির সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৪৫ থেকে বাড়িয়ে ৪৭ বছর করা হবে। পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নকালে প্রতিবছর তত্ত্বাবধায়কের অগ্রগতিমূলক প্রত্যয়ন মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বেতন বন্ধ রাখা হবে।[২৪০]
- **সরকারি চাকরিতে নিয়োগ ও সুপারিশ প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন -** পূর্ববর্তী কোনো বিসিএস বা নিয়োগ পরীক্ষায় মনোনয়নপ্রাপ্ত হয়েও যোগদান না করা প্রার্থীরা ভবিষ্যতে একই পদে পুনরায় মনোনয়ন পাবেন কিনা, তা নির্ধারণের বিধান যুক্ত করা হয়েছে। যেসব প্রার্থী পূর্ববর্তী পরীক্ষায় অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছেন, তারা পুনরায় মনোনয়ন পাবেন না। কমিশনের সুপারিশ চূড়ান্ত করার আগে সরকার প্রার্থীর পূর্ববর্তী তথ্য, রেকর্ড ও পরীক্ষার ফলাফল যাচাই করতে পারবে এ সুযোগ রাখা।[২৪১]

---

[২৩৪] *শেয়ারনিউজ২৪ডটকম*, 'সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য দুঃসংবাদ,' ১৯ এপ্রিল ২০২৫, https://sharenews24.com/article/101272/index.html (২১ এপ্রিল ২০২৫)।

[২৩৫] নির্দেশনা পাঁচটি হলো: ১. সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে দৈনন্দিন দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। সুনির্দিষ্ট কারণে কোনো কাজ অসম্পন্ন থাকলে তা পরবর্তী কর্মদিবসে আবশ্যিকভাবে সম্পাদন করতে হবে। ২. অফিস চলাকালীন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সভা বা জরুরি প্রয়োজন ছাড়া যথাসম্ভব নিজ কক্ষে অবস্থান করতে হবে। কোনো কারণে সচিবালয়ের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে আবশ্যিকভাবে নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে। ৩. সিটিজেন চার্টার অনুসরণ করে সেবা প্রার্থীদের নির্ধারিত সময়ে সব সেবাপ্রদান নিশ্চিত করতে হবে। ৪. স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে সংযত এবং বিনয়ের সঙ্গে আচরণ করতে হবে। ৫. 'রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬' অনুসরণ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সব কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে হবে। সূত্র: *সমকাল*, 'অফিস সময়ে কক্ষে থাকাসহ ৫ নির্দেশনা জনপ্রশাসন সচিবের', ১৬ অক্টোবর ২০২৪, https://samakal.com/bangladesh/article/260758/ (২০ অক্টোবর ২০২৪)।

[২৩৬] *সময় নিউজ*, 'সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ৯ দফা নির্দেশনা', https://www.somoynews.tv/news/2024-11-05/U0sADJNS (১৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[২৩৭] *যুগান্তর*, 'সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য কঠোর বিধি জারি', ২৭ জুন ২০২৫, https://www.jugantor.com/national-others/970955 (২৮ জুন ২০২৫)। বিধিমালায় বলা হয়, সরকারি অফিসে যে কাজ করা যাবে না তা হলো, বিনা অনুমতিতে কর্মে অনুপস্থিতি; বিনা অনুমতিতে অফিস ত্যাগ; বিলম্বে অফিসে উপস্থিতি থাকা যাবে না। সব কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে কর্মদিবসে সকাল ৯টার মধ্যে নিজ নিজ দপ্তরে উপস্থিত থাকতে হবে। বর্ণিত নির্দেশনার ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত, অফিস ত্যাগ, বিলম্বে অফিসে উপস্থিত হলে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯ ও সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ অনুযায়ী শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সরকারি অফিসে দেরিতে গেলে বেতন কাটা বা ছুটি বাতিল হতে পারে। এছাড়া একাধিকবার দেরি হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেওয়া হতে পারে।

[২৩৮] *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, 'সচিবালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য সাত জরুরি নির্দেশনা', ১২ আগস্ট ২০২৫, https://www.bd-pratidin.com/national/2025/08/12/1146371 (১৩ আগস্ট ২০২৫)।

[২৩৯] *প্রথম আলো*, 'সচিবালয়ে সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ', ১৩ আগস্ট ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=13883a553ce&eid=1&imageview=0&epedate=13/08/2025&sedId=1 (১৩ আগস্ট ২০২৫)।

[২৪০] *প্রথম আলো*, 'ক্যাডার কর্মকর্তাদের বনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৪ মাস নির্ধারণ', ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=1199a6b5385&eid=1&imageview=0&epedate=11/09/2025&sedId=1 (১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫)।

[২৪১] *জনকণ্ঠ*, 'সরকারি চাকরিতে বড় পরিবর্তন! নতুন গেজেটে যোগ হলো কঠোর বিধান', ২৮ অক্টোবর ২০২৫, https://www.dailyjanakantha.com/national/news/869672 (৩০ অক্টোবর ২০২৫)।

বিচার বিভাগ

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের ধারাবাহিকতায় প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতিরা পদত্যাগ করেন। ২০২৪ সালের ৬ আগস্ট অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ও তার পরদিন দেশের ১৬তম অ্যাটর্নি জেনারেল পদত্যাগ করেন। ৬ আগস্ট থেকে ১২ আগস্ট পর্যন্ত ৬৮ জন আইন কর্মকর্তা পদত্যাগ করেন।[২৪২] ১০ আগস্ট প্রধান বিচারপতিসহ আপিল বিভাগের সাত বিচারপতির পদত্যাগের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সামনে আন্দোলনকারীদের বিক্ষোভের মুখে সাবেক প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান এবং আপিল বিভাগের পাঁচ বিচারপতি পদত্যাগ করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানা যায়। পরবর্তীতে তাঁরা পদত্যাগপত্র জমা দেন।[২৪৩]

বিচার বিভাগকে দলীয়করণমুক্ত করার অংশ হিসেবে বিচার বিভাগে প্রধান বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি, অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, সরকারি কৌঁসুলি নিয়োগ দেওয়া হয়। বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হিসেবে ১০ আগস্ট ২০২৪ তারিখে নিয়োগ দেওয়া হয় হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদকে।[২৪৪] এর আগে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মো. আসাদুজ্জামানকে ৮ আগস্ট ১৭তম অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ১৩ আগস্ট ২০২৪ অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের তিনজন আইনজীবী এবং ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নয় জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়।[২৪৫] বিগত সরকারের আমলের নিয়োগ বাতিল করে সারা দেশে ৬৬ জন আইনজীবীকে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ও ১৬১ জনকে সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল পদে নতুন নিয়োগ দেওয়া হয়।[২৪৬] এছাড়া ঢাকা জেলা ও ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে ৬৬৯ জন সরকারি কৌঁসুলি নিয়োগ দেওয়া হয়।[২৪৭] অন্যদিকে বিডিআর বিদ্রোহ মামলায় ১৭ জন স্পেশাল পিপির নিয়োগ বাতিল করা হয়।[২৪৮] এছাড়া ২৫ আগস্ট ২০২৫ এ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে ২৫ জনকে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ থেকে আজ সোমবার রাতে এসংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। ৯ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, ৯ জন আইনজীবী ও ৭ জন আইন কর্মকর্তা অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।[২৪৯]

প্রধান বিচারপতি দায়িত্ব গ্রহণের পর বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ ও আইনসভা থেকে স্বাধীন রাখা জরুরি উল্লেখ করে বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। বিচার বিভাগে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব, বিচারকের সংকট, বার ও বেঞ্চের মধ্যে সহযোগিতার অভাব ইত্যাদি সমস্যা সমাধানের জন্য বিচার বিভাগে সংস্কার প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।[২৫০]

হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চে আইনজীবীর সঙ্গে এক বিচারপতির কথোপকথন নিয়ে আদালতকক্ষে হইচই, হট্টগোলের ঘটনা নিয়ে প্রধান বিচারপতির কাছে ২৬ আইনজীবীর লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি দ্বৈত বেঞ্চটি পুনর্গঠন করে দেন।[২৫১] এছাড়া প্রধান বিচারপতি হাইকোর্টের বেঞ্চ পুনর্গঠন করে দেন। হাইকোর্টের বিচারপতিদের থেকে ৮৩ জন বিচারপতিকে দিয়ে ২৯টি দ্বৈত (দুই বিচারপতির) বেঞ্চ ও ২৫টি একক (এক বিচারপতির) হাইকোর্ট বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে।[২৫২]

উচ্চ আদালতের রায়ে বিচারপতি অপসারণে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পুনর্বহাল করা হয়েছে এবং স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২০ অক্টোবর ২০২৪ দেশের সর্বোচ্চ আদালতের এক রায়ে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পুনর্বহাল করা হয়, যার মধ্য দিয়ে বিচারপতিদের অপসারণের বিষয়টি জাতীয় সংসদের পরিবর্তে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতে ফিরেছে।

---

[২৪২] *প্রথম আলো*, 'অতিরিক্ত ৩ অ্যাটর্নি জেনারেল ও ৯ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলের নিয়োগ', ১৩ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/pi9ayu7pom (১৪ আগস্ট ২০২৪)।

[২৪৩] প্রধান বিচারপতি ছাড়া অন্য পাঁচ বিচারপতি হলেন এম ইনায়েতুর রহিম, মো. আবু জাফর সিদ্দিকী, জাহাঙ্গীর হোসেন, মো. শাহিনুর ইসলাম ও কাশেফা হোসেন। সূত্র: *প্রথম আলো*, 'প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পেলেন সৈয়দ রেফাত আহমেদ', ১০ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/iukkhpbtyf (২৪ অক্টোবর ২০২৪)।

[২৪৪] http://old.lawjusticediv.gov.bd/static/GeneralNews/2024/chief_justice_appointment_no_402_20240810.pdf (১৮ নভেম্বর ২০২৪)।

[২৪৫] *প্রথম আলো*, 'অতিরিক্ত ৩ অ্যাটর্নি জেনারেল ও ৯ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলের নিয়োগ', ১৩ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/pi9ayu7pom (১৪ আগস্ট ২০২৪)।

[২৪৬] রফিকুল ইসলাম সবুজ, 'জনপ্রশাসনে গতি ফেরাতে চুক্তি বাতিল, নতুন নিয়োগ', *সময়ের আলো*, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.shomoyeralo.com/details.php?id=283992 (৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[২৪৭] *প্রথম আলো*, 'ঢাকার আদালতে ৬৬৯ জন সরকারি কৌঁসুলি নিয়োগ', ১৫ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/1p47b1cmkx (১৫ অক্টোবর ২০২৪)।

[২৪৮] *প্রথম আলো*, 'বিডিআর বিদ্রোহ মামলা - ১৭ স্পেশাল পিপির নিয়োগ বাতিল', ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪।

[২৪৯] *প্রথম আলো*, ' ২৫ জনকে হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ, আছেন সারজিসের শ্বশুরও', ২৫ আগস্ট ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/gb1m6hdyje (২৫ আগস্ট ২০২৫)।

[২৫০] *প্রথম আলো*, 'বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা থেকে পৃথক ও স্বাধীন করা সবচেয়ে জরুরি: প্রধান বিচারপতি', ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/jfaes32n4t (২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[২৫১] *প্রথম আলো*, 'বিচারপতির কথা নিয়ে আদালতকক্ষে হট্টগোল, বেঞ্চ পুনর্গঠন করে দিলেন প্রধান বিচারপতি', ১৫ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/1w5ts0ohzl (১৬ অক্টোবর ২০২৪)।

[২৫২] *প্রথম আলো*, 'হাইকোর্টে ৫৪টি বেঞ্চ পুনর্গঠন করেছেন প্রধান বিচারপতি', ১৮ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/o9e8u1cejz (২০ অক্টোবর ২০২৪)।

এই রায়ের ফলে কোনো বিচারপতির বিরুদ্ধে অসমর্থতা ও পেশাগত অসদাচরণের কোনো অভিযোগ উঠলে, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।[২৫৩] সংবিধানের এ-সংক্রান্ত ৯৬ অনুচ্ছেদ পুরোটাই পুনর্বহাল করেন আপিল বিভাগ। বিচারপতিদের অপসারণের এই ক্ষমতা জাতীয় সংসদের কাছে নিতে ১০ বছর আগে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী এনেছিল তৎকালীন আওয়ামী লীগ। পরবর্তী সময়ে হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগ ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন। ২০১৭ সালে রায় পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) চেয়ে আপিল বিভাগে আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ। সেই আবেদন পর্যবেক্ষণসহ নিষ্পত্তি করে গত ২০ অক্টোবর ২০২৪ প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন ছয় সদস্যের আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ সংক্ষিপ্ত রায় প্রকাশ করে। রায়ে সংবিধানের এ-সংক্রান্ত ৯৬ অনুচ্ছেদের ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ উপ-অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল করা হয়। এই রায়ের ফলে কোনো বিচারকের বিরুদ্ধে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগ উঠলে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে নিজের সই করা পত্র দিয়ে কোনো বিচারক চাইলে পদত্যাগ করতে পারবেন।[২৫৪] সর্বশেষ, সম্প্রতি ৫ জুন সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতে বিচারপতি অপসারণের ক্ষমতা রেখেই সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ পুনরুজ্জীবিত করে পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ।[২৫৫]

কর্তৃত্ববাদী সরকারের আমলে নিয়োগকৃত হাইকোর্ট বিভাগে কর্মরত ৩০ বিচারপতিকে দুর্নীতিবাজ, দলকানা আখ্যা দিয়ে তাদের অবিলম্বে পদত্যাগ বা অপসারণ চান সুপ্রিমকোর্টের একদল আইনজীবী। ২০২৪ সালের ৭ অক্টোবর হাইকোর্ট বিভাগের এসব 'দলবাজ' বিচারপতিকে ১৮ অক্টোবরের মধ্যে পদত্যাগ বা অপসারণ চেয়ে প্রধান বিচারপতি বরাবর তারা স্মারকলিপি দেন। অন্যদিকে ১৬ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে 'দলবাজ' ও 'দুর্নীতিবাজ' বিচারপতিদের পদত্যাগ অথবা তাদের অপসারণের দাবিতে হাইকোর্ট ঘেরাও এবং বিক্ষোভ করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, বৈষম্যবিরোধী আইনজীবী সমাজ ও জাতীয় নাগরিক কমিটি-লিগ্যাল উইং। তাদের বিক্ষোভের মুখে হাইকোর্ট বিভাগের ১২ জন বিচারপতিকে আপাতত বেঞ্চ না দেওয়া, অর্থাৎ বিচারকাজ থেকে বিরত রাখার সিদ্ধান্তের কথা জানায় সুপ্রিমকোর্ট প্রশাসন। ২০২৪ সালের ১৭ অক্টোবর ১২ জন বিচারপতিকে বাদ দিয়ে বেঞ্চ গঠন করা হয়।[২৫৬] উল্লেখ্য, এর আগে ২০১৯ সালে দুর্নীতি ও গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে তিনজন বিচারপতিকে বিচারকাজ থেকে বিরত রাখা হয়। এই ১৫ জন বিচারপতির ভেতর সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে দুর্নীতি ও গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ২০২৪ সালের ১৯ নভেম্বর পদত্যাগ করেন হাইকোর্টের তিন বিচারপতি। পদত্যাগকারী বিচারকরা হলেন, বিচারপতি সালমা মাসুদ চৌধুরী, বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি এ কে এম জহিরুল হক। সংবিধানের ৯৬(৪) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বরাবর তারা পদত্যাগপত্র পেশ করেন।[২৫৭] বাকি ১২ বিচারপতির মধ্যে দুইজন পদত্যাগ করেন। দুইজন বিচারপতি হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বিচারক হিসেবে নিয়োগ পাননি এবং দুইজন বিচারপতি অবসর নিয়েছেন। এছাড়া ছয়জন বিচারপতির বিরুদ্ধে সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলে অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।[২৫৮,২৫৯]

কয়েক দফা সময় বাড়িয়ে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ প্রধান উপদেষ্টার কাছে প্রতিবেদন জমা দেয় বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন। অংশীজন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে প্রায় চার মাস পর বিচার বিভাগের জন্য '৩০টি' সংস্কার প্রস্তাব করেছে কমিশন। প্রস্তাবিত সুপারিশে উপজেলা সদরে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতসহ লিগ্যাল এইড কার্যক্রম সম্প্রসারণের কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি বিভাগীয় শহরে হাইকোর্টের স্থায়ী সার্কিট বেঞ্চ গঠনেরও সুপারিশ করা হয়েছে। প্রচলিত ভ্রাম্যমাণ আদালতকে (মোবাইল কোর্ট) বিচার বিভাগের আওতায় আনার সুপারিশ করেছে সংস্কার কমিশন। এছাড়া, বিচারক নিয়োগে পৃথক কমিশন গঠন, পৃথক সচিবালয় গঠন, দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অবসরপ্রাপ্ত বিচারক নিয়োগ, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত স্থায়ী ও স্বতন্ত্র সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস, ফৌজদারী মামলার স্বতন্ত্র তদন্ত সংস্থা গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে প্রতিবেদনে।[২৬০]

---

[২৫৩] *প্রথম আলো*, 'বিচারপতি অপসারণে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পুনর্বহাল', ২০ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/llhknqllx1 (২০ অক্টোবর ২০২৪)।

[২৫৪] *প্রথম আলো*, 'সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল ফিরল', ২১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/3199a4pqg6 (২২ অক্টোবর ২০২৪)। উল্লেখ্য, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠিত হয় প্রধান বিচারপতি ও পরবর্তী জ্যেষ্ঠ দুজন বিচারপতিকে নিয়ে।

[২৫৫] *ঢাকা টাইমস*, 'বিচারপতি অপসারণের ক্ষমতা এখন সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতে, রায় প্রকাশ', ৫ জুন ২০২৫, https://www.dhakatimes24.com/2025/06/05/387261 (৩০ জুলাই ২০২৫)।

[২৫৬] আলমগীর মিয়া, '১৫ বিচারপতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত জুডিশিয়াল কাউন্সিলে', *যুগান্তর*, ৩১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.jugantor.com/tp-lastpage/872282 (৯ নভেম্বর ২০২৪)।

[২৫৭] *ইত্তেফাক*, 'দুর্নীতি ও গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হাইকোর্টের তিন বিচারপতির পদত্যাগ', ২০ নভেম্বর ২০২৪, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/359353/673cbf02ef2f9(২৮ জুলাই ২০২৫)।

[২৫৮] *বাংলানিউজ*, 'সেই ১২ বিচারপতির সবশেষ তথ্য জানালো সুপ্রিম কোর্ট', ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://banglanews24.com/law-court/news/bd/1466311.details (৪ আগস্ট ২০২৫)।

[২৫৯] *প্রথম আলো*, 'সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে চূড়ান্ত শুনানির পর পদত্যাগপত্র দিলেন বিচারপতি আখতারুজ্জামান', ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/hmzpbymeil (০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫); বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামানের বিরুদ্ধে অভিযোগ বিষয়ে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে ২৬ আগস্ট ২০২৫ চূড়ান্ত শুনানি শেষ হয় এবং ৩১ আগস্ট ২০২৫ এ তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেন।

[২৬০] *সমকাল*, 'বিচার বিভাগের অধীনে থাকবে মোবাইল কোর্ট', ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh/article/279097/ (২৮ জুলাই ২০২৫)।

২০২৫ সালের ২১ জানুয়ারি স্বতন্ত্র কাউন্সিলের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগের বিধান রেখে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে। 'সুপ্রিম জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিল' নামক প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন স্বতন্ত্র এই কাউন্সিল যোগ্য ব্যক্তির নাম রাষ্ট্রপতি বরাবর সুপারিশ করবে। অধ্যাদেশ অনুযায়ী, প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে সাত সদস্যের একটি কাউন্সিল থাকবে। কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে থাকবেন আপিল বিভাগের একজন প্রবীণতম বিচারক, হাইকোর্ট বিভাগের দুজন প্রবীণতম বিচারক, আপিল বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, অ্যাটর্নি জেনারেল এবং একজন আইনের অধ্যাপক বা আইন বিশেষজ্ঞ। আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক এবং একজন আইনের অধ্যাপক বা আইনবিশেষজ্ঞকে মনোনীত করবেন কাউন্সিলের প্রধান। সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। এই কাউন্সিল নিজ উদ্যোগে উপযুক্ত প্রার্থীদের নাম সংগ্রহ করবে। পাশাপাশি গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমেও আবেদন আহ্বান করবে। কাউন্সিল প্রাথমিক যাচাই-বাছাই করার পর প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নেবে। এরপর কাউন্সিলের সুপারিশ প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাবেন। তাতে সংবিধান অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি এ বিষয়ে পরামর্শ দেবেন। পরামর্শ পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি সুপারিশ করা ব্যক্তিদের মধ্য থেকে বিচারক নিয়োগ দেবেন।[২৬১]

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার আয়োজনে আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমকে সম্প্রসারণ এবং অধিকতর গতিশীল, জনবান্ধব ও সহজলভ্য করতে গত ১ জুলাই ২০২৫ আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫ জারি করা হয়। এটি বাস্তবায়নে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এই অধ্যাদেশের তফসিলভুক্ত বিষয়গুলোতে (পারিবারিক বিরোধ, পিতা-মাতার ভরণপোষণ, বাড়িভাড়া, যৌতুক ইত্যাদি) সিলেটসহ ১২টি জেলায় কার্যকর করা হয়েছে।[২৬২]

সারাদেশের বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলার দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের হাতে থাকবে বলে ২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে রায় ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট। এছাড়াও নিম্ন আদালতের বিচারকদের বদলি, পদোন্নতি ও শৃঙ্খলা নিয়ে পঞ্চদশ সংশোধনী ও চতুর্থ সংশোধনীর বিধান বাতিল করা হয়েছে।[২৬৩] বিচার বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠায় 'সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০২৫' খসড়া ২০ নভেম্বর ২০২৫ চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ। বিচারকদের পদায়ন, বদলি ও নিয়ন্ত্রণে প্রধান বিচারপতির ক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ 'সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারির মাধ্যমে পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।[২৬৪] ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের উদ্বোধন করা হয়।[২৬৫] সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ প্রধান বিচারপতির ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে এবং সচিব সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের প্রশাসনিক প্রধান। সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধস্তন আদালত ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত সব প্রশাসনিক ও সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে। অধ্যাদেশ অনুযায়ী, বিচারকাজে নিয়োজিত বিচারকদের পদায়ন, পদোন্নতি, বদলি, শৃঙ্খলা ও ছুটিবিষয়ক সব সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় এই সচিবালয়ের হাতে থাকবে। সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ প্রধান বিচারপতির ওপর ন্যস্ত থাকবে এবং সচিবালয়ের সচিব প্রশাসনিক প্রধান হবেন।

২৮ জুলাই ২০২৫ তারিখে আইন ও বিচার বিভাগে পদায়ন বিধিমালা জারি করে আইন মন্ত্রণালয়। এই বিধিমালায় সহকারী সচিব থেকে সচিব পর্যন্ত নিয়োগের পদ্ধতি ও যোগ্যতা কী হবে, তা উল্লেখ করা হয়েছে।[২৬৬] ২০২৪ সালের ৩ নভেম্বর হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ যথাযথভাবে পালনের জন্য অধস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি-পদায়ন নীতিমালা, ২০২৪ (খসড়া) প্রস্তুত করা হয় এবং মতামত চাওয়া হয়।[২৬৭] এছাড়া পুরনো দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনসহ বেশকিছু আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভুয়া মামলা দায়ের এবং মামলায় নিরপরাধ ব্যক্তিকে পক্ষভুক্ত করার চেষ্টা রোধে ফৌজদারি কার্যবিধিতে নতুন বিধি সংযোজিত হয়েছে। এর ফলে ম্যাজিস্ট্রেট তার বিবেচনাবলে নিরপরাধ ও যার বিরুদ্ধে অপরাধের কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ নেই, তাদের প্রি ট্রায়াল বা বিচার পূর্ববর্তী ধাপেই মামলা থেকে রেহাই দিতে পারবেন। ভুয়া মামলা, মামলা বাণিজ্য ঠেকাতে পুলিশ কমিশনার, এসপি বা এসপি পদমর্যাদার কোনো পুলিশ কর্মকর্তার এখতিয়ারাধীন কোনো মামলার বিষয়ে তিনি যৌক্তিক মনে করলে তদন্ত কর্মকর্তাকে ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর সেই মামলার তদন্তের ব্যাপারে প্রাথমিক বা প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট দাখিল করার নির্দেশ দিতে পারবেন।[২৬৮]

---

[২৬১] *প্রথম আলো*, 'সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ হবে কাউন্সিলের মাধ্যমে', ২১ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/qqvgfa17bq (২৮ জুলাই ২০২৫);

[২৬২] *প্রথম আলো*, 'অনেক কাজ করেছি, যা দেশের ইতিহাসে হয়নি: আসিফ নজরুল', ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/aq7azp8564, (১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫)।

[২৬৩] *ইত্তেফাক*, 'বিচার বিভাগের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ফিরলো সুপ্রিম কোর্টে', ২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/750013/ (২ সেপ্টেম্বর ২০২৫)।

[২৬৪] সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৭২ নং অধ্যাদেশ), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1585.html (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[২৬৫] *ইত্তেফাক*, 'সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় উদ্বোধন', ১১ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/765630/ (১১ ডিসেম্বর ২০২৫)।

[২৬৬] আইন ও বিচার বিভাগে পদায়ন বিধিমালা, ২৮ জুলাই ২০২৫, https://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/58220_27632.pdf, (৩০ জুলাই ২০২৫)।

[২৬৭] https://www.supremecourt.gov.bd/resources/contents/notice_20241103_9638.pdf (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[২৬৮] *সমকাল*, 'ভুয়া মামলার হয়রানি রোধে ফৌজদারি কার্যবিধিতে নতুন বিধি সংযোজন হয়েছে: আইন উপদেষ্টা', ২৯ জুন ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh/article/302919 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচার্য বিষয়, এজলাসের ধরন ও সাক্ষীর প্রকৃতি ভিন্ন রকমের। দুই ধরনের আদালতের বিচারকদের পদও পৃথক আইনের মাধ্যমে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তারপরও অধস্তন আদালতের বিচারকদের একসঙ্গে উভয় ধরনের আদালতে দায়িত্ব পালন করার কারণে মামলাজট সৃষ্টি হয়। এ কারণে মামলার নিষ্পত্তি বাড়াতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয় ১৮ সেপ্টেম্বর প্রজ্ঞাপন জারি করে।[২৬৯] এর ফলে মামলা পরিচালনার সময় বাঁচবে এবং দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তি বহুলাংশে বাড়বে। এর পূর্বে পৃথক আদালত স্থাপন ও পদ সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট।[২৭০] দেশের সব জেলায় পৃথক বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালত গঠনের নির্দেশনা দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন। ১৪ অক্টোবর ২০২৫ এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।[২৭১] এছাড়া ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সারাদেশে বিশেষায়িত বাণিজ্যিক আদালত প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত একটি প্রস্তাব আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠায় সুপ্রিম কোর্ট। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশের বাণিজ্যিক বিরোধসমূহ দ্রুত ও কার্যকরভাবে নিষ্পত্তির মাধ্যমে বিনিয়োগ পরিবেশকে আরও গতিশীল ও স্বচ্ছ করে তুলতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।[২৭২] ফলশ্রুতিতে ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি 'বাণিজ্যিক আদালত অধ্যাদেশ, ২০২৬' জারি করা হয়।[২৭৩] 'বাণিজ্যিক আদালত অধ্যাদেশ, ২০২৬'-এ দেয়া ক্ষমতাবলে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিরোধ দ্রুত ও কার্যকরভাবে নিষ্পত্তি করতে দেশে ৭৪টি বিশেষায়িত বাণিজ্যিক আদালত গঠন করা হয়েছে।[২৭৪] এছাড়া অধস্তন আদালতের বিচারকদের বড় সংখ্যায় পদোন্নতি দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। জেলা জজ, অতিরিক্ত জেলা জজ ও যুগ্ম জেলা জজ পদে একই দিনে আজ বুধবার ৮২৬ জনকে পদোন্নতি ও পদায়ন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অতিরিক্ত জেলা জজ থেকে জেলা জজ ২৫০ জন, যুগ্ম জেলা জজ থেকে অতিরিক্ত জেলা জজ ২৯৪ জন ও সিনিয়র সহকারী জজ থেকে যুগ্ম জেলা জজ পদে পদোন্নতি পেয়েছেন ২৮২ জন।[২৭৫]

বিচার বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের সদস্যদের (স্বামী/স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা) দেশে এবং বিদেশে অবস্থিত স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের হিসাব বিবরণী ২৪ আগস্ট ২০২৪ এর মধ্যে দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়।[২৭৬] দেখা যাচ্ছে, উপরোক্ত উদ্যোগসমূহের মাধ্যমে বিচার বিভাগকে দুর্নীতি ও দলীয় প্রভাবমুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অন্যদিকে আইন প্রণয়নের আগেই আইন কর্মকর্তা ও বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বিচারক ও আইন কর্মকর্তাদের নিয়োগে রাজনৈতিক বিবেচনার অভিযোগ পাওয়া যায়।[২৭৭] এছাড়া নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারকদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ঘাটতি লক্ষ করা যায়, ফলে মামলা নিষ্পন্ন প্রক্রিয়ায় বিশেষকরে দেওয়ানি মামলা নিষ্পন্ন হতে দীর্ঘসূত্রতা দেখা যাচ্ছে। বিচার বিভাগের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও চর্চার ক্ষেত্রে ঘাটতি বিদ্যমান। সংস্কারের বাস্তব সাফল্য ও স্থায়িত্ব নিয়ে যৌক্তিক উদ্বেগ অব্যাহত রয়েছে। বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগের সদিচ্ছার ঘাটতি এবং অসহযোগিতা লক্ষ করা যায়।

এছাড়া প্রত্যাশিত সংস্কার না হওয়ায় রায় প্রদানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলীয়করণের প্রবণতা ও অনিয়ম চলমান রয়েছে। বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের দলীয়করণ ন্যায়বিচারসহ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসেবে বিদ্যমান। ৫ আগস্টের পর গণহারে আটক ও জামিন দেওয়া হয়েছে।[২৭৮] ১৬ মাসে গ্রেপ্তারকৃতদের প্রায় ৫৫ শতাংশ জামিন পেয়েছে। শীর্ষ

---

[২৬৯] *ইত্তেফাক*, 'দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত সম্পূর্ণ আলাদা করল সরকার', ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/752603/ (১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫)।

[২৭০] *আজকের পত্রিকা*, 'পৃথক হচ্ছেন দেওয়ানি আর ফৌজদারি মামলার বিচারক', ১৫ জুন ২০২৫, https://www.ajkerpatrika.com/national/ajpu0g3mx3pn0 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[২৭১] *ইত্তেফাক*, 'সব জেলায় পৃথক বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালত গঠনের নির্দেশ' ১৪ অক্টোবর ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/756724/ (১৪ অক্টোবর ২০২৫)।

[২৭২] *সমকাল*, 'প্রথম বাণিজ্যিক আদালত প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞাপন জারি', ২ জানুয়ারি ২০২৬, https://samakal.com/bangladesh/article/332126/F (২ জানুয়ারি ২০২৬)।

[২৭৩] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-1594.html (২ জানুয়ারি ২০২৬)।

[২৭৪] *সময় নিউজ*, 'সারা দেশে বাণিজ্যিক আদালত গঠন, ঢাকা মহানগরেই ৩টি', ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.somoynews.tv/news/2026-02-04/y1vx6Fw7 (৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[২৭৫] *প্রথম আলো*,'তিন পদে ৮২৬ জন বিচারকের পদোন্নতি', ২৬ নভেম্বর ২০২৫ https://www.prothomalo.com/bangladesh/w2f4a83eqy (৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[২৭৬] *প্রথম আলো*, 'বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের ১০ কর্মদিবসের মধ্যে সম্পদের হিসাব দিতে হবে: আইন উপদেষ্টা', ১৪ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ri3bo667td (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[২৭৭] *যুগান্তর* 'বগুড়ায় বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত ১০৭ আইন কর্মকর্তা নিয়োগ', ২২ নভেম্বর ২০২৪, https://www.jugantor.com/country-news/868623 (৩১ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'জামায়াতের সভায় ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো দলের প্রার্থী হিসেবে ', ২৬ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/app6xt91ef (৩১ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'সিলেটে ১০৩ সরকারি কৌসুলির তালিকা প্রকাশ, বিএনপি ও জামায়াতের প্রত্যাখান', ১৭ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/gytm3wsz8y (৩১ জুলাই ২০২৫); *সমকাল*, 'শেরপুরে পিপি-জিপিসহ ৩১ আইন কর্মকর্তা নিয়োগ', ১৯ নভেম্বর ২০২৪, https://samakal.com/whole-country/article/266022/ (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[২৭৮] *দৈনিক গণমুক্তি*, 'আসামী ২ লাখ ২৪ হাজার: আওয়ামীলীগের বিরুদ্ধে ১৬ মাসে ৪ হাজার মামলা, গ্রেপ্তার ৭৫ হাজার', ২০ নভেম্বর ২০২৫, https://dailyganomukti.com/আওয়ামীলীগের-বিরুদ্ধে-১৬/ (২০ নভেম্বর ২০২৫)।

সন্ত্রাসীদের জামিন নিয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকেও অভিযোগ রয়েছে।[২৭৯] উচ্চ আদালতে চার ঘণ্টায় ৮০০ মামলায় জামিন দিয়েছে এমন অভিযোগ করেছেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। এ প্রসঙ্গে সাবেক জেলা ও দায়রা জজ এবং মাসদার হোসেন বনাম রাষ্ট্র মামলার বাদী মো. মাসদার হোসেন বলেন, "সংস্কারের যে আশা নিয়ে আমরা (বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন) গিয়েছিলাম, আমি ব্যক্তিগতভাবে হতাশ হয়েছি। জনগণের কল্যাণে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ ভিজিবল হয়নি। নিরপেক্ষ বিচার ও জনসাধারণের মৌলিক অধিকার সুরক্ষা করা যায়নি। এখানে চাঁদাবাজি হয়েছে, লুটপাট হয়েছে, মব জাস্টিস হয়েছে এবং অবিচার হয়েছে। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকার যদি এই বিষয়ে মেজারমেন্ট নিয়ে কাজ করত, তবে পরিস্থিতি ভিন্ন হতো।"[২৮০]

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার ও আহতদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত সংস্কার

২০২৪ সালে সংঘটিত ছাত্র-জনতার জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম ধাপের খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয় ২০২৪ সালের ২১ ডিসেম্বর।[২৮১] মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় গণ-অভ্যুত্থানে আহত-নিহতদের গেজেটভুক্ত করে। প্রথম ধাপে ৮৩৪ জন শহীদ ও ১২ হাজার ৪৩ জন আহত গেজেটভুক্ত হন।[২৮২] উল্লেখ্য, এই তালিকা থেকে এ পর্যন্ত ৩৯ জন ভুয়া আহত ও ৪ জন নিহত ব্যক্তি চিহ্নিত হন।[২৮৩] পরবর্তীতে আরও ১০ জন শহীদ[২৮৪] এবং ১৭৫৭ জন আহত গেজেটভুক্ত হন।[২৮৫] ৩ আগস্ট ২০২৫ শহীদের তালিকা হতে ৮ জনের নাম বাদ দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে এখন গেজেটভুক্ত মোট শহীদ ৮৩৬ জন[২৮৬], আহত ১৩ হাজার ৫০৫ জন[২৮৭]। জুলাই আহত ও শহীদ পরিবারের মাঝে অর্থের সুষম বণ্টনে 'জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার এবং জুলাইযোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন বিধিমালা, ২০২৫' জারি করা হয়।[২৮৮] জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের পরিবারকে দেওয়া এককালীন অনুদান ও মাসিক ভাতা স্বামী বা স্ত্রী, সন্তান এবং বাবা-মায়ের মধ্যে সমান তিন ভাগে বণ্টনের বিধান রেখে ১৭ আগস্ট ২০২৫ নতুন বিধিমালা জারি করে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহতদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয়ভাবে সহায়তা ও পরিবীক্ষণ করার জন্য উপদেষ্টা পর্যায়ে প্রথম কমিটি গঠন করা হয় ৯ অক্টোবর ২০২৪।[২৮৯] তবে সরকারের দিক থেকে প্রথম ব্যবস্থা নেওয়া হয় ২০২৪ সালের ১৮ আগস্ট। জারিকৃত এক প্রজ্ঞাপনে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে থাকা গুরুতর আহতদের উন্নত চিকিৎসা দিতে জরুরি ভিত্তিতে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসার জন্য উপজেলা কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়, চিকিৎসার ব্যয়ভার সরকার বহন করবে বলেও জানানো হয়।[২৯০] পরে ২৯ সেপ্টেম্বরের এক নির্দেশনায়, আহত ও স্থায়ীভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের সুচিকিৎসা নিশ্চিতকল্পে মেডিকেল বোর্ড গঠন ও 'সার্বক্ষণিক সমন্বয় সেল' গঠনের কথা বলা হয়।[২৯১]

বিভিন্ন সময় সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও শহীদ পরিবার ও আহতদের সহায়তায় পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা আসে প্রায় এক বছরের মাথায়। ১৭ জুন ২০২৫ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার ও আহতদের কল্যাণ ও পুনর্বাসনসহ অভ্যুত্থানের আদর্শ ও ইতিহাস সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার এবং জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন অধ্যাদেশ, ২০২৫' প্রণয়ন করা হয়। এর আওতায় নবগঠিত জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তরের কার্যক্রম নির্ধারিত হয়, এবং আহত-নিহতদের চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়নকল্পে পূর্বগঠিত 'গণঅভ্যুত্থানসংক্রান্ত বিশেষ সেল' বিলুপ্ত হয়। অধ্যাদেশে গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ এবং আহত ব্যক্তিদের যথাক্রমে

---

[২৭৯] *সমকাল*, 'গণহারে জামিন পেয়ে খুন করলে বিচারকের ওপর দায় পড়ে কিনা', ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh/article/330171/(১৯ ডিসেম্বর ২০২৫)।

[২৮০] *বাংলাট্রিবিউন*, '১৮ মাসে বিচার বিভাগীয় সংস্কার নিয়ে 'হতাশ' মাসদার হোসেন', ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.banglatribune.com/others/934452/(১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[২৮১] ২০২৪ এর ২১ ডিসেম্বর প্রকাশিত গণঅভ্যুত্থান সংক্রান্ত বিশেষ সেলের এই তালিকা অনুযায়ী, আন্দোলনে শহীদ হয়েছেন ৮৫৮ জন ও আহত হয়েছেন ১১ হাজার ৫৫১ জন। যদিও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের (এমআইএস) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গণ-অভ্যুত্থানে নিহত হয়েছেন ৮৩৪ জন, আহত ১৩ হাজার ৮১১ জন।

[২৮২] https://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/57794_47463.pdf (৩০ জুলাই ২০২৫)।

[২৮৩] *প্রথম আলো*, 'সহায়তার টাকা না পেয়ে জুলাই ফাউন্ডেশনের অফিসে ভাঙচুর আহতদের', ৮ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/7tjw7sdyqk (১৫ জুন ২০২৫)।

[২৮৪] https://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/57959_32103.pdf (১৪ জুলাই ২০২৫)।

[২৮৫] https://molwa.gov.bd/site/page/4ef76c73-4227-4357-8a54-d7035cc63a93/ (৩০ জুলাই ২০২৫)।

[২৮৬] *সমকাল*, 'শহীদের তালিকা থেকে ৮ জনের নাম বাদ', ৮ আগস্ট ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh/article/308816 (৮ আগস্ট ২০২৫)।

[২৮৭] https://molwa.gov.bd/pages/static-pages/ (২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)।

[২৮৮] *নিউজবাংলা২৪.কম*, 'জুলাই শহীদ পরিবারে অনুদান-ভাতা বণ্টনে নতুন বিধিমালা', ২৭ আগস্ট ২০২৫, https://www.newsbangla24.com/news/256180/ (২৭ আগস্ট ২০২৫)।

[২৮৯] https://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/55943_84023.pdf (১৬ জুলাই ২০২৫)।

[২৯০] https://hsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/hsd.portal.gov.bd/notices/3e2a4ce3_940d_4c8c_81b0_73f7f64c9e31/1952.pdf (১৪ জুলাই ২০২৫)।

[২৯১] https://hsd.gov.bd/sites/default/files/files/hsd.portal.gov.bd/notices/6dff69d3_8b79_4f6c_b116_d36f9dd8bf0c/Govtm-1%20294.pdf (১৪ জুলাই ২০২৫)।

'জুলাই শহীদ' এবং 'জুলাই যোদ্ধা' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আহতদের তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে: অতি গুরুতর আহত বা যারা সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন, মানসিক বিকারগ্রস্ত বা গুরতর অঙ্গহানির শিকার, অর্থাৎ যারা অন্যের সাহায্য ছাড়া জীবনযাপনে অক্ষম এরকম ৬০২ জনকে শ্রেণি 'ক'তে রাখা হয়েছে, শ্রেণি 'খ'তে ১ হাজার ১১৮ জন গুরুতর আহত বা আংশিক অক্ষমরা আছেন এবং শ্রেণি 'গ'তে আছেন সেসব আহতরা যারা এখন চিকিৎসা নিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন, এদের সংখ্যা ১২ হাজার ৭৮ জন। এর আওতায় সরকার জুলাই যোদ্ধাদের দেশের সমস্ত সরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং নির্ধারিত বিশেষায়িত হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করবে, পাশাপাশি মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে বিদেশে পাঠাবে এবং যাবতীয় ব্যয় সরকার বহন করবে বলে জানানো হয়।[২৯২]

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিক্ষোভ দমাতে ব্যাপকভাবে ছররা গুলি ব্যবহার করে। এতে বিশাল সংখ্যক মানুষ চোখের দৃষ্টি হারিয়েছেন। জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১ হাজার ৮৭ জন চোখে গুরুতর আঘাত পেয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হাসপাতাল শাখার তথ্য বলছে, ৪৫০ জন এক চোখের দৃষ্টি হারিয়েছেন, দুই চোখের দৃষ্টি হারিয়েছেন ২০ জন। এছাড়া ২৩৬ জনের এক চোখ এবং ২১ জনের দুই চোখ গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, উন্নত চিকিৎসার জন্য এ পর্যন্ত ৭৮ জনকে বিদেশে পাঠানো হয়েছে। তাদেরকে সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, তুরস্ক ও রাশিয়ায় পাঠানো হয়েছে। আর এ পর্যন্ত বিদেশে চিকিৎসায় সরকারের খরচ হয়েছে ৯৭ কোটি ৫০ লক্ষ ২৮ হাজার ১০২ টাকা।[২৯৩] আহত ব্যক্তিদের বিদেশে পাঠানোর পাশাপাশি নানা দেশ থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদেরও সরকার দেশে এনেছে। এর মধ্যে চীন, নেপাল, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও সিঙ্গাপুরের চিকিৎসক দল বাংলাদেশে ঘুরে গেছে। বিদেশি চিকিৎসকেরা মূলত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, পঙ্গু হাসপাতাল, চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও সিএমএইচে ভর্তি রোগীদের চিকিৎসা দেওয়ার পাশাপাশি এ দেশের চিকিৎসকদের নানা পরামর্শ দিয়েছেন।[২৯৪]

আহতদের দীর্ঘমেয়াদে চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকার স্বাস্থ্য কার্ড চালু করেছে, এর মাধ্যমে তারা যেকোনো সময় সারাদেশের সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে বা বিশেষ ছাড়ে প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করতে পারবে, বর্তমানে প্রাথমিকভাবে ৩৬ জেলার আহত ৪ হাজার ৫৫১ জন জুলাই যোদ্ধাকে এই কার্ড দেওয়া হচ্ছে।[২৯৫] অন্তর্বর্তী সরকারের ২৭ মে ২০২৫ এর হিসাব অনুযায়ী, ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২৭ মে ২০২৫ পর্যন্ত জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ১৫ হাজার ৩৯৩ জন আহত সরকারের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেছেন। ২৭ মে ২০২৫ পর্যন্ত ৩৩৮ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।[২৯৬] যদিও চিকিৎসাধীন আহতদের সংখ্যা সঠিক নয় বলে প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনের বরাতে জানা যায়।[২৯৭]

জুলাই অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার ও আহতদের অর্থ সহায়তা দেওয়া শুরু হয়েছে। আন্দোলনে শহীদ পরিবারকে আর্থিক সহায়তা ও কর্মসংস্থান, আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসাসেবার জন্য ২০২৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর 'জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন' গঠিত হয়। ২০২৫ সালের ১৭ জুনে প্রকাশিত অধ্যাদেশ অনুযায়ী, শহীদ পরিবার ও তিন শ্রেণির আহতদের এককালীন ও মাসিক ভাতা দেওয়া হবে। পাশাপাশি তারা যোগ্যতাভিত্তিক কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ, আবাসন সুবিধা ও আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সহজ শর্তে ঋণ পাবেন। শহীদ পরিবারকে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে এককালীন ৩০ লাখ এবং চেকের মাধ্যমে অতি গুরুতর আহতদের ৫ লাখ, গুরুতর আহতদের ৩ লাখ ও আহতদের ২ লাখ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ৮৩৬ পরিবারের মধ্যে বাকি ৬১ পরিবারের পারিবারিক ও ওয়ারিশগত জটিলটা নিরসনে কাজ চলছে। আর প্রথম বার গেজেটভুক্ত জুলাই আহতরা শ্রেণি ক, খ, গ অনুসারে যথাক্রমে ২ লাখ, ১ লাখ ও ১ লাখ টাকা করে পেয়েছেন। প্রত্যেক শহীদ পরিবারকে মাসিক ২০ হাজার টাকা এবং শ্রেণি 'ক' এর আহতদের ২০ হাজার, শ্রেণি 'খ' এর ১৫ হাজার ও শ্রেণি 'গ' এর আহতদের ১০ হাজার করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কর্মক্ষম আহতরা সরকারি, আধা-সরকারি চাকরিতে অগ্রাধিকার পাবেন বলেও জানানো হয়।[২৯৮] ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সহায়তা বাবদ বরাদ্দ ছিল ২৩২ কোটি ৬০ লাখ টাকা।

---

[২৯২] https://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/57794_47463.pdf (৩০ জুলাই ২০২৫);
https://molwa.gov.bd/site/page/4ef76c73-4227-4357-8a54-d7035cc63a93/ (৩০ জুলাই ২০২৫)।

[২৯৩] শিশির মোড়ল, '১৩ হাজারের বেশি মানুষ আহত', *প্রথম আলো*, ১৯ জুলাই ২০২৫,
https://www.prothomalo.com/bangladesh/7pv8470o6d (২৪ জুলাই ২০২৫);
বাংলা ট্রিবিউন,'৭৮ জুলাইযোদ্ধার বিদেশে চিকিৎসায় ব্যয় হয়েছে ১০০ কোটি টাকা', ৫ আগস্ট ২০২৫,
https://www.banglatribune.com/national/910082 (৫ আগস্ট ২০২৫)।

[২৯৪] https://www.bssnews.net/bangla/news-flash/217466 (৩০ জুলাই ২০২৫)।

[২৯৫] মোশতাক আহমদ, 'স্বাস্থ্য কার্ড পাচ্ছেন ৩৬ জেলার ৪,৫৫১ জুলাই যোদ্ধা', *বাসস*, ৩ জুন ২০২৫,
https://www.bssnews.net/bangla/national/205237 (২৪ জুলাই ২০২৫)।

[২৯৬] *বাসস*, 'জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহত ১৫,৩৯৩ জন চিকিৎসা সেবা পেয়েছেন', ২৭ মে ২০২৫,
https://www.bssnews.net/bangla/news-flash/203059 (২৪ জুলাই ২০২৫)।

[২৯৭] শিশির মোড়ল, '১৩ হাজারের বেশি মানুষ আহত', *প্রথম আলো*, ২৪ জুলাই ২০২৫,
https://www.prothomalo.com/bangladesh/7pv8470o6d (২৪ জুলাই ২০২৫)।

[২৯৮] *বাসস*, 'জুলাই যোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের পুনর্বাসন অব্যাহত থাকবে : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপদেষ্টা', ২১ জুলাই ২০২৫,
https://www.bssnews.net/bangla/news-flash/217466 (৩০ জুলাই ২০২৫); মোশতাক আহমদ, 'আহত জুলাই যোদ্ধারা আগামী মাস থেকে ভাতা পাবেন : উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম', *বাসস*, ১০ জুলাই ২০২৫, https://www.bssnews.net/bangla/interview/210060 (২৪ জুলাই ২০২৫)।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে সহায়তা বাবদ ৪০৫ কোটি ২০ লাখ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেন অর্থ উপদেষ্টা। আহতদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ২০২৫ এর জানুয়ারি থেকে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে।[২৯৯] এছাড়া ১২ জানুয়ারি ২০২৬ আহত জুলাই যোদ্ধাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে চলচ্চিত্র নির্মাণ কোর্স উদ্বোধন করা হয়েছে।[৩০০] এ পর্যন্ত ৭৭২ জুলাই শহীদ পরিবারকে এককালীন অনুদানের ১০ লাখ টাকা ও ১০০ পরিবারকে পুরো ৩০ লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে। ২০২৫ সালের জুলাই মাস থেকে পরিবার প্রতি ২০ হাজার টাকা ভাতা চালু হয়েছে।[৩০১] ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ৭ হাজার ৩০০ শহীদ পরিবার এবং আহত জুলাইযোদ্ধাকে ১১৬ কোটি ২১ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে ও ৮২ জন জুলাই যোদ্ধাকে সফল পুনর্বাসন করা হয়েছে।[৩০২] এছাড়া অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৪-২৫ অর্থবছরে শহীদ পরিবার ও আহতদের এককালীন অর্থ প্রদান ও বিদেশে চিকিৎসাবাবদ মোট ২৫৯ কোটি ৬৮ লক্ষ ৪ হাজার ২১২ টাকা ব্যয় করেছে।[৩০৩]

সারণি ৪: জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে হতাহতদের অর্থ সহায়তা

ধরন	এককালীন বরাদ্দ	প্রদত্ত অর্থ	মাসিক ভাতা
শহীদ পরিবার	৩০ লাখ	১০ লাখ	২০ হাজার
আহত			
শ্রেণি 'ক'	৫ লাখ	২ লাখ	২০ হাজার
শ্রেণি 'খ'	৩ লাখ	১ লাখ	১৫ হাজার
শ্রেণি 'গ'	১ লাখ	১ লাখ	১০ হাজার

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শহীদ পরিবারের সদস্য ও আহতদের সরকারি চাকরি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোটা সুবিধা চালু করা হলেও পরবর্তীতে বিতর্কের সৃষ্টি হলে তা বাতিল করা হয়।[৩০৪] যদিও এখনো চাকরি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, শিক্ষা ও চাকরিতে অগ্রাধিকার প্রদান বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের চেতনার পরিপন্থী।

এছাড়া বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর ৫ আগস্ট 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে। দিনটিতে সাধারণ ছুটি থাকবে। আরেক প্রজ্ঞাপনে, প্রতিবছর ১৬ জুলাই 'শহীদ আবু সাঈদ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতিবছর ৮ আগস্ট 'নতুন বাংলাদেশ দিবস' হিসেবে ঘোষিত হলেও পরে ছাত্রজনতার আপত্তির মুখে এটি বাতিল করা হয়।[৩০৫]

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদ সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি চলমান ছিল। আন্দোলনে হতাহতের চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশে বিলম্ব করা এবং এখন পর্যন্ত তালিকা চূড়ান্ত করা হয়নি, এবং সরকারি ও বেসরকারি হিসাবে হতাহতের সংখ্যার তারতম্য লক্ষ করা যায়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক সারজিস আলম ছাত্র আন্দোলনে শহীদের সংখ্যা দুই হাজারের বেশি বলে দাবি করেন।[৩০৬]

সারণি ৫: সরকারি ও বেসরকারি হিসাবে হতাহতের সংখ্যার তারতম্য

প্রতিষ্ঠান	নিহত	আহত
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (এমআইএস)	৮৩৪	১৩,৮১১
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় (গণঅভ্যুত্থান সংক্রান্ত বিশেষ সেল)	৮৫৮	১১,৫৫১
মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় (গেজেটভুক্ত)	৮৩৬	১৩,৫০৫

[২৯৯] 'জুলাই শহীদ পরিবার ও আহতদের জন্য বরাদ্দ ৪০৫ কোটি টাকা', *প্রথম আলো*, ০৩ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/economics/22hk03botv (১৬ জুলাই ২০২৫)।

[৩০০] *বাসস*, 'আহত জুলাই যোদ্ধাদের দক্ষতা উন্নয়নে চলচ্চিত্র নির্মাণ কোর্সের উদ্বোধন', ১২ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.bssnews.net/bangla/news-flash/272605 (১২ জানুয়ারি ২০২৬)।

[৩০১] কাশেম মাহমুদ, 'জুলাই গণঅভ্যুত্থানের একবছর: মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ে নানামুখী কাজের উদ্যোগ', *বাসস*, ৮ আগস্ট ২০২৫, https://www.bssnews.net/bangla/news-flash/222920 (৮ আগস্ট ২০২৫)।

[৩০২] *সমকাল*, 'জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সংবাদ সম্মেল: ১১৬ কোটি টাকা সহায়তা পেয়েছে ৭৩০০ পরিবার', ১৫ জানুয়ারি ২০২৬, https://samakal.com/bangladesh/article/333979 (১৫ জানুয়ারি ২০২৬)।

[৩০৩] *বাসস*, 'জুলাই যোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের পুনর্বাসন অব্যাহত থাকবে : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপদেষ্টা', ২১ জুলাই ২০২৫, https://www.bssnews.net/bangla/news-flash/217466 (৩০ জুলাই ২০২৫)।

[৩০৪] *জাগো নিউজ*, 'জুলাই যোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের জন্য সরকারি চাকরিতে কোটা থাকছে না', ২১ জুলাই ২০২৫, https://www.jagonews24.com/national/news/1037909 (৩০ জুলাই ২০২৫); এস এম আব্বাস, 'জুলাই অভ্যুত্থানে আহত-নিহতদের পরিবারের জন্য কোটা নাকি 'বিশেষ সুবিধা'?', *বাংলা ট্রিবিউন*, ৩০ মে ২০২৫, https://www.banglatribune.com/901006 (৩০ জুলাই ২০২৫); *ইত্তেফাক*, 'কোটাবিরোধী আন্দোলনকারীদের জন্যই নতুন করে চালু হচ্ছে কোটা?', ১ জুলাই ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/739169 (৩০ জুলাই ২০২৫)।

[৩০৫] *প্রথম আলো*, '৫ আগস্ট 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস', সাধারণ ছুটি ঘোষণা', ২ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/9uts7m3w00 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৩০৬] *প্রথম আলো*, 'ছাত্র আন্দোলনে শহীদের সংখ্যা দুই হাজারের বেশি: সারজিস আলম', ২০ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/rvey3ui9jg (২২ অক্টোবর ২০২৪)।

প্রতিষ্ঠান	নিহত	আহত
জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তর	১৪০০	১১,৭০০
হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি	১০১৩	৩০ হাজারের বেশি
মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন	৮৮১	৭,৮৭৩
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের স্বাস্থ্যবিষয়ক উপকমিটি	১,৫৮১	৩১ হাজারের বেশি

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তর এর আলোচিত প্রতিবেদন অনুযায়ী গণ-অভ্যুত্থানে নিহত হয়েছে ১ হাজার ৪০০ মানুষ আর আহত হয়েছেন ১১ হাজার ৭০০ জন। হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) এর হিসাব অনুযায়ী নিহতের সংখ্যা ১০১৩ জন ও আহত ৩০ হাজারের বেশি[৩০৭], অন্যদিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের স্বাস্থ্যবিষয়ক উপকমিটির হিসাব অনুযায়ী নিহতের সংখ্যা ১,৫৮১ এবং আহত ৩১ হাজারের বেশি।[৩০৮] এদিকে মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের হিসাব অনুযায়ী, ৮৮১ জন অভ্যুত্থানে নিহত হয়েছেন এবং আহত ৭ হাজার ৮৭৩ জন।[৩০৯] অভ্যুত্থানে হতাহতদের প্রকৃত তালিকা এখনো চূড়ান্ত করতে না পারা সরকারের ব্যর্থতার পরিচায়ক।

গণ-অভ্যুত্থানে শহীদের পরিবার ও আহতদের পুনর্বাসন এবং চিকিৎসার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তা পর্যাপ্ত না হওয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। চিকিৎসার অপর্যাপ্ততা ও ক্ষতিপূরণ না পাওয়া নিয়ে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের এক পর্যায়ে ২০২৪ সালের নভেম্বরে আহত ব্যক্তিদের কাছে ক্ষমা চান আইন উপদেষ্টাসহ ৪ জন উপদেষ্টা, এবং আন্দোলনকারীদের রূপরেখা বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন।[৩১০] কিন্তু এরপরও দাবিগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন নেই বলে আহতদের বিক্ষোভ-মানববন্ধন থামেনি। তাঁরা প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার সামনে একাধিকবার বিক্ষোভ করেছেন, সচিবালয়ের সামনে সমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন। এছাড়া স্বাস্থ্য উপদেষ্টার গাড়ি আটকে অবরোধ করার চেষ্টা করেছেন। শাহবাগ ও আগারগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করেছেন।[৩১১] পাশপাশি হাসপাতালগুলোতেও চিকিৎসাধীন আহত আর কর্মচারীদের মাঝে পারস্পরিক ক্ষোভ দানা বেঁধেছে, এবং তা সংঘর্ষে রূপ নিয়েছে। গত ১০ মার্চ জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন আহত ও কর্মচারীদের মাঝে মারামারির ঘটনা ঘটে।[৩১২] ২০২৫ এর ২৮ মে জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইন্সটিটিউট ও হাসপাতালে দুই পক্ষের মারামারিতে দিনভর উত্তেজনা বিরাজ করে, পরিচালকের কার্যালয় ভাঙচুর হয়। আহতরা তাদের চোখের অবস্থা দিনদিন আরও খারাপ হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন।[৩১৩]

এছাড়া ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে এ বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২১৭ জন জুলাই যোদ্ধার উপর চালানো এক গবেষণায় দেখা গেছে, ৮২.৫ শতাংশ আহত বিষণ্নতায় আক্রান্ত, আর ৬৪.১ শতাংশ পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডারে (পিটিএসডি) ভুগছেন। এছাড়া শহরের চেয়ে গ্রামের আহতদের বিষণ্নতা, পিটিএসডি বেশি বলে জরিপে উঠে এসেছে।[৩১৪]

সহায়তা কার্যক্রম দ্রুততর করার লক্ষ্যে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক সারজিস আলমকে দায়িত্ব নিলেও কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রতা কাটেনি, পরবর্তীতে তিন মাসের মাথায় ২০২৫ এর ২৩ জানুয়ারিতে পদত্যাগ করেন এই ছাত্রনেতা[৩১৫] এবং ৮ মে ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার (সিইও) পদ থেকে মীর মাহবুবুর

[৩০৭] https://hrssbd.org/report_details/41 (১৬ জুলাই ২০২৫)।

[৩০৮] *বিডিনিউজটোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তালিকায় ১৫৮১ মৃত্যু', ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/f6a018ac5373 (১৬ জুলাই ২০২৫)।

[৩০৯] মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ), *স্টাডি অন হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশনস ইন জুলাই-আগস্ট ২০২৪ ইন বাংলাদেশ*, ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.msf.org.bd/SHR_Report%202024.php।

[৩১০] *দেশ রূপান্তর*, 'ক্ষমা চাইলেন আসিফ নজরুল, ১৪ নভেম্বর ২০২৪, https://www.deshrupantor.com/551265 (১৪ নভেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'গভীর রাতে ছুটে গেলেন চার উপদেষ্টা, হাসপাতালে ফিরলেন আহতরা', ১৪ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/enftk67hg6 (১৪ নভেম্বর ২০২৪)।

[৩১১] শিশির মোড়ল, '১৩ হাজারের বেশি মানুষ আহত', *প্রথম আলো*, ২৪ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/7pv8470o6d (২৪ জুলাই ২০২৫); *সমকাল*, 'দ্রুত বিচার, নিরাপত্তাসহ আর্থিক সহযোগিতার দাবি', ২৪ জানুয়ারি ২০২৫, https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2025-01-24/6/7097 (১৬ জুলাই ২০২৫); *ঢাকা পোস্ট*, 'জুলাই বিপ্লবে আহতদের শাহবাগ অবরোধ', ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.dhakapost.com/national/344595 (১৬ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'ক্রাচ হাতে, হুইলচেয়ারে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহতদের মানববন্ধন', ২৪ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/s4a0kbncni (২৫ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'দাবি পূরণের আশ্বাসে গভীর রাতে যমুনা থেকে সরলেন আহতরা', ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/7trhekqn5a (২৫ জুলাই ২০২৫)।

[৩১২] *টিবিএস*, 'জুলাই আন্দোলনে আহতদের সঙ্গে কর্মচারীদের মারামারি: ৭ ঘণ্টা পর পঙ্গু হাসপাতালে জরুরি সেবা চালু', ১০ মার্চ ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-320086 (২৫ জুলাই ২০২৫)।

[৩১৩] *প্রথম আলো*, 'চক্ষুবিজ্ঞান হাসপাতালে মারামারি-বিক্ষোভ, দিনভর স্বাস্থ্যসেবা বন্ধ', ২৮ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/03f8zx5cfc (২৫ জুলাই ২০২৫)।

[৩১৪] নাজনীন আখতার, 'জুলাই অভ্যুত্থানে আহতদের বেশির ভাগ বিষণ্নতা ও মানসিক সমস্যায় ভুগছেন', *প্রথম আলো*, ৩০ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/8fhyk3int1 (২৫ জুলাই ২০২৫)।

[৩১৫] *সমকাল*, 'জুলাই ফাউন্ডেশন থেকে সারজিসের পদত্যাগ', ২৩ জানুয়ারি ২০২৫, https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2025-01-23/16/6765 (৩০ জুলাই ২০২৫)।

রহমান (স্নিগ্ধ) পদত্যাগ করেন। নতুন সিইও হিসেবে লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) কামাল আকবর যোগদান করেন।[৩১৬] এর প্রতিক্রিয়ায় শহীদ পরিবারের সদস্যদের মাঝে ক্ষোভ দেখা যায়, নতুন সিইও ও কোষাধ্যক্ষ কেউ শহীদ পরিবারের না হওয়ায় তারা ক্ষুব্ধ হন এবং তাদের নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। এর কিছুদিন পর নতুন সিইও অপসারণের দাবিতে তারা মানববন্ধন করেন।[৩১৭]

অন্তর্বর্তী সরকার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনকে 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরে' রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়। এই জাদুঘর নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য প্রায় ১১১ কোটি টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর মধ্যে বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক (ইএম) কাজের জন্য ৪০ কোটি ৮৩ লাখ টাকা এবং পূর্ত কাজের জন্য ৭০ কোটি ৩৭ লাখ টাকা ধরা হয়েছে। সবচেয়ে বড় বিতর্ক হলো, এই বিশাল অঙ্কের কাজটি কোনো টেন্ডার বা দরপত্র ছাড়াই সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে দুটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়েছে। এই ক্রয় প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিভিন্ন সংস্থা। টিআইবির মতে, এটি স্বাভাবিক ক্রয় প্রক্রিয়ার লঙ্ঘন এবং এর মাধ্যমে আর্থিক অনিয়মের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হলেও, কেন আগে থেকে কোনো পরিকল্পনা বা প্রস্তুতি ছিল না, সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।[৩১৮]

গত ১৭ জুন ২০২৫ সরকার 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার এবং জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন অধ্যাদেশ ২০২৫'-এর আওতায় 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অধিদপ্তর' গঠন করেছে। এ অধিদপ্তরের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় আহত ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সহায়তা, ভাতা দেওয়া, শিক্ষা বা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসহায়তা, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণ, পুনর্বাসনসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করবে। 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ও জুলাই যোদ্ধা কল্যাণ ও পুনর্বাসন তহবিল'ও থাকবে অধিদপ্তরের। জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনও একই কাজ করছিল বা করছে। জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তর ও জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন কাজের পরিধি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এবং সমন্বয়ের ঘাটতি লক্ষ করা যায়।[৩১৯]

গণ-অভ্যুত্থানে আহতদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ, সন্তোষজনক চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের দাবিতে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন ও সংঘর্ষ হয়েছে। শহীদ পরিবার ও আহতদের এককালীন অর্থের দ্বিতীয় ধাপের টাকা জুলাইতে দেওয়ার কথা থাকলেও এখনো সবাইকে দেওয়া হয়নি। সর্বশেষ ১২ জুলাই ২০২৫, এককালীন অর্থের দ্বিতীয় ধাপের টাকা না পাওয়ায় জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের অফিস ভাঙচুর করেন আহতরা। অনুদান প্রদানের কিছু ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। আহতদের মধ্যে যাদের ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের সাথে সখ্যতা আছে, তারা আগে টাকা পাচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।[৩২০] এছাড়া শহীদ পরিবারের স্থায়ী আবাসনে বিনামূল্যে রাজধানীর মিরপুরে ৮০৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণের উদ্যোগ থাকলেও বিভিন্ন খাতে অস্বাভাবিক ব্যয় ধরার কারণে প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদন পায়নি।[৩২১] ফ্ল্যাট নির্মাণের উদ্যোগে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। "জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর" নির্মাণে সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসরণে ঘাটতি রয়েছে। বিদ্যমান আইন ও নীতিমালা এড়িয়ে সরাসরি ক্রয়পদ্ধতিতে কাজ দেওয়া রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের অঙ্গীকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

উপসংহার

এ অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কারের ওপর বেশ গুরুত্ব দিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রথম পর্যায়ে ১১টি সংস্কার কমিশন গঠনের পর জাতীয় ঐকমত্য তৈরিতে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছে সরকার, এবং ২০২৫ সালের জুলাই মাসের শেষে সংস্কারের মূল বিষয়গুলোতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পেরেছে, যা জুলাই সনদে অর্ন্তভুক্ত হওয়ার কথা। তবে এই প্রক্রিয়ায় সরকারের দিক থেকে বেশ কিছু ঘাটতিও লক্ষ করা যায়, যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের কর্মপদ্ধতি ও ফলাফল নিয়ে সন্দেহ তৈরি করেছে।

---

[৩১৬] *প্রথম আলো*, 'জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সিইওর দায়িত্ব ছাড়লেন মীর স্নিগ্ধ', ০৮ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/bis3njje86 (২৫ জুলাই ২০২৫)।

[৩১৭] *প্রথম আলো*, 'জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সিইও এবং কোষাধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবি শহীদ পরিবারের সদস্যদের', ১২ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/bjt72r1l1h (২৫ জুলাই ২০২৫)।

[৩১৮] *প্রথম আলো*, 'জুলাই স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ ও সংস্কারের ক্রয়পদ্ধতি নিয়ে টিআইবির উদ্বেগ', ১৬ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/rigrw48bsf (৩১ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের কাজের দরপত্র ডাকা হবে না,' ১৫ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/economics/ex1i8d3bk8 (৩১ জুলাই ২০২৫); *আজকের পত্রিকা*, 'গণভবনকে 'জুলাই অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর' বানাবে অন্তর্বর্তী সরকার,' ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.ajkerpatrika.com/national/ajp4wrvv4bzpd (৩১ জুলাই ২০২৫); *টিআইবি*, 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর: প্রশ্নবিদ্ধ ক্রয়প্রক্রিয়া; স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মানদণ্ডের অগ্রহণযোগ্য লঙ্ঘন: টিআইবি,' https://www.ti-bangladesh.org/articles/press-release/7282 (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৩১৯] *প্রথম আলো*, 'সাক্ষাৎকার: লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) কামাল আকবর - জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনের হাতে এখন আছে মাত্র পৌনে ৩ কোটি টাকা', ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/gqcy85u4op (২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫)।

[৩২০] *প্রথম আলো*, 'সহায়তার টাকা না পেয়ে জুলাই ফাউন্ডেশনের অফিসে ভাঙচুর আহতদের', ০৮ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/7tjw7sdzqk (২৫ জুলাই ২০২৫)।

[৩২১] *সমকাল*, 'আপাতত হচ্ছে না জুলাই শহীদ পরিবারের আবাসন প্রকল্প', ২৭ জুলাই ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh/article/307578 (৩০ জুলাই ২০২৫)।

এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ক্ষেত্রে সরকারের দিক থেকে বেশ কিছু উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। প্রশাসনকে রাজনীতিমুক্ত করার প্রচেষ্টায় সরকারের উদ্যোগ প্রধানত প্রশাসনিক রদবদলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, ফলে কাঠামোগত ও মৌলিক কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের বেশ কিছু উদ্যোগ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে সেগুলো সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিল না।

অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর ব্যক্তির মর্যাদা নিশ্চিত করা ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে পুলিশ ও নজরদারি ব্যবস্থায় বড় ধরনের সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন, মানবাধিকারসম্মত জননিরাপত্তা নীতি তৈরি, ইন্টারনেট বন্ধের ক্ষমতা বাতিল এবং বিতর্কিত এনটিএমসি বিলুপ্তির প্রস্তাব ছিল এর অংশ। তবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আমলাতন্ত্রের প্রভাব, খসড়া প্রণয়নে গোপনীয়তা, এবং এনটিএমসিকে নতুন রূপে আরও শক্তিশালী করার প্রচেষ্টার ফলে এসব উদ্যোগ দুর্বল হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ইন্টারনেট বন্ধ নিষিদ্ধ করা এবং সিম/ডিভাইসভিত্তিক নজরদারিকে দণ্ডনীয় করা হলেও প্রকৃত স্বাধীনতা ও কাঠামোগত সংস্কার বাস্তবায়ন অনিশ্চিতই রয়ে যায়।[৩২২]

বিআইজিডির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৫১ শতাংশ মানুষ নির্বাচনের আগে রাষ্ট্রীয় সংস্কারকে জরুরি মনে করলেও 'ডিপ স্টেট' ও শক্তিশালী আমলাতন্ত্রের বাধায় অন্তর্বর্তী সরকারের বহু উদ্যোগ ব্যাহত হয়েছে। গণ-অভ্যুত্থানে নিম্নবিত্ত, শ্রমিক ও শিক্ষার্থীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও পরবর্তী সময়ে নারীর অংশগ্রহণ উপেক্ষিত হয়েছে এবং ইসলামি দলগুলো শক্তিশালী হয়েছে। একই সঙ্গে 'মবক্রেসি' বেড়ে সহিংসতা ভয়ংকর মাত্রায় পৌঁছেছে। এদিকে মেয়াদের শেষ সময়ে এসে অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যয়বহুল সিদ্ধান্ত–নবম পে কমিশন, উচ্চপদস্থদের জন্য ফ্ল্যাট নির্মাণ, প্রতিরক্ষা ও অবকাঠামো চুক্তি–জনমনে সন্দেহ তৈরি করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এসব পদক্ষেপ ভবিষ্যৎ সরকারের ওপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি করে আমলাতান্ত্রিক স্বার্থকেই প্রাধান্য দিচ্ছে, জনস্বার্থকে নয়।[৩২৩]

সংস্কার বাস্তবায়নে আমলাতন্ত্রের বিরোধিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উদাহরণস্বরূপ, পুলিশ সংস্কার কমিশন আইনের খসড়া তৈরির অভিজ্ঞতা তুলে ধরে আইন উপদেষ্টা বলেন, এই আইন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের করার কথা ছিল। কিন্তু আইন মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নেওয়ার পর তারা এটি প্রস্তুত করেছে। আইনটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল যে কমিশন তিনজন আইজিপির নাম প্রস্তাব করবে এবং সরকার সেই তিনজনের মধ্য থেকে একজনকে আইজিপি পদে নিয়োগ দেবে। যখন আইনটি আন্তমন্ত্রণালয় কমিটিতে পাঠানো হয়, তখন আমলাতন্ত্র প্রচণ্ডভাবে আইনের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যায়।[৩২৪]

---

[৩২২] নাহিদ হাসান, 'নাগরিকদের প্রস্তাবগুলো কেন ফেলে দেয় মন্ত্রণালয়', *প্রথম আলো*, ১২ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/opinion/column/bn05djffjz (১২ জানুয়ারি ২০২৬)।

[৩২৩] *প্রথম আলো*, 'সংস্কারের উদ্যোগে বাধা 'ডিপ স্টেট'', ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/a0klkfpwqq (৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬); মনোজ দে, 'এই সিদ্ধান্তগুলো কি পরের সরকারকে চাপে ফেলার আগাম প্রস্তুতি', *প্রথম আলো*, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/opinion/column/dq4nek27t0 (২৯ জানুয়ারি ২০২৬)।

[৩২৪] রিয়াদুল করিম, 'গণভোটে ৪টির বেশি প্রশ্ন রাখার চিন্তা সরকারের', *প্রথম আলো*, ১২ নভেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=121150da4cc1&eid=1&imageview=0&epedate=12/11/2025&sedId=1 (১২ নভেম্বর ২০২৫)।

অধ্যায় চার: নির্বাচন

অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন সম্পন্ন করা। এই লক্ষ্যে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে বেশ কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, এবং ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই অধ্যায়ে নির্বাচন-সংক্রান্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হলো।

নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন

অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বাংলাদেশের সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল এবং তার নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের নির্বাচন কমিশন ২০২৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বর পদত্যাগ করেন। তৎকালীন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তারা এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার একটি গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠনের লক্ষ্যে উদ্যোগ নেয়। এই প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হিসেবে গত অক্টোবর মাসে (২০২৪) আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুলের নেতৃত্বে একটি অনুসন্ধান কমিটি (সার্চ কমিটি) গঠিত হয়। এই কমিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের নাম সুপারিশ করার দায়িত্ব পায়। অনুসন্ধান কমিটি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, পেশাজীবী সংগঠন এবং অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করে মতামত নেয়। এই বৈঠকে বিভিন্ন দল এবং অংশীজন তাদের প্রস্তাবিত নামের তালিকা কমিটির কাছে জমা দেয়। কমিটি এসব প্রস্তাব পর্যালোচনা করে এবং যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করে।

২৩ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে কমিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার পদের জন্য ১০ জনের একটি নামের তালিকা সরকারের কাছে জমা দেয়। এই সুপারিশের ভিত্তিতে অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৪ সালের ২৪ নভেম্বর নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে সাবেক সচিব এ এম এম নাসির উদ্দীনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। অন্য চারজন নির্বাচন কমিশনার হলেন সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার, অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ আবদুর রহমান, সাবেক যুগ্ম সচিব তহমিদা আহ্‌মেদ এবং সাবেক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।[৩২৫]

নতুন নির্বাচন কমিশন গঠনের পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই কমিশনের প্রতি আস্থা প্রকাশ করে। কমিশনের সদস্যদের নিয়োগে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়। প্রধান উপদেষ্টাও নতুন কমিশনের প্রতি জনগণের আস্থা রাখার আহ্বান জানান।

পূর্ববর্তী নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা পর্যালোচনা

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত বিতর্কিত তিনটি (২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত) জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিষয়ে ওঠা অভিযোগ তদন্তে একটি কমিটি গঠন করে সরকার। এই কমিটিকে ভবিষ্যতে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সুপারিশ করারও দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২৮ জুন ২০২৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে এই কমিটি গঠনের কথা জানানো হয়। এর আগে ১৭ জুন বিতর্কিত এ তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনে জড়িত নির্বাচন কমিশনের সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনার ও সচিবালয়ের সচিবদের ভূমিকা তদন্তে অবিলম্বে কমিটি গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন প্রধান উপদেষ্টা।[৩২৬]

প্রহসনের নির্বাচন করার অভিযোগে সাবেক তিন সিইসিসহ ২৪ জনের নাম উল্লেখ করে ২২ জুন রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করেন বিএনপি নেতা সালাহ উদ্দিন খান। মামলায় ২০১৪ সালের নির্বাচনের সময় দায়িত্বে থাকা তৎকালীন সিইসি কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ, ২০১৮ সালের নির্বাচনে তৎকালীন সিইসি এ কে এম নূরুল হুদা এবং ২০২৪ সালের নির্বাচনের তৎকালীন সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়ালকে আসামি করা হয়। এর মধ্যে মামলা করার দিন কে এম নূরুল হুদাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই মামলায় নূরুল হুদার চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। এরপর সাবেক সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়ালকে গ্রেপ্তার করা হয় ও রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়।[৩২৭]

---

[৩২৫] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন https://www.dpp.gov.bd/bgpress/

[৩২৬] *প্রথম আলো*, 'বিতর্কিত তিন নির্বাচনের অভিযোগ তদন্তে কমিটি করল সরকার', ২৭ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=27626e22c85 (২৮ জুন ২০২৫)।

[৩২৭] *প্রাগুক্ত*।

নির্বাচনের সময় নির্ধারণ

অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় প্রয়োজনীয় সব সংস্কার শেষে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে।[৩২৮] সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ১৮ মাসের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভাবনার কথা বলেন।[৩২৯] অন্যদিকে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ২০২৪ এর ২৬ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে এক অনুষ্ঠানে ঘোষণা দেন, সংস্কারের বিষয়ে ঐকমত্য এবং ভোটার তালিকা প্রস্তুত হলে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে। তবে বিএনপির নেতৃত্ব অন্তর্বর্তী সরকারকে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিলেও সরকার যাতে একটি রোডম্যাপ দিয়ে দ্রুত নির্বাচনমুখী হয়, সে তাগিদও অব্যাহত রাখবে বলে জানায়। অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ এবং নির্বাচনের সময় নিয়ে অস্পষ্টতা থাকার কথা বারবার এই দলের পক্ষ থেকে বলা হয়। অন্যদিকে জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলনসহ আরও কিছু দলের শীর্ষ নেতারা সংস্কারের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে 'প্রয়োজনীয়' সময় দেওয়ার কথা বলেন।[৩৩০] এমনকি নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণের কথাও জানান ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ (জয়)।[৩৩১]

পরবর্তীতে নির্বাচনের সময় নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ২০২৫ সালের শেষ দিক থেকে ২০২৬ সালের ৩০ জুনের মধ্যে হবে বলে জানান। কোনো দলের সাথে আলোচনা না করে নির্বাচনের সময় নির্ধারণের সমালোচনা হয়। এরপর রাজনৈতিক দলগুলো যদি 'সংক্ষিপ্ত সংস্কার প্যাকেজ' নিয়ে একমত হয়, তবে নির্বাচন ডিসেম্বরেই হতে পারে বলে জানান প্রধান উপদেষ্টা। তবে তারা যদি 'বৃহৎ সংস্কার প্যাকেজ' গ্রহণ করে, তাহলে নির্বাচন আগামী বছরের জুনে অনুষ্ঠিত হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। ২০২৫ সালের ৬ জুন ঈদুল আজহার আগের দিন জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন প্রধান উপদেষ্টা। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার তিনটি প্রধান বিষয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে–সংস্কার, খুনিদের বিচার ও সাধারণ নির্বাচন আয়োজন। নির্বাচনের সময়সীমা নিয়ে সরকারপ্রধানের এই ঘোষণা বিএনপি মেনে নিতে পারেনি। এ নিয়ে দলটির নেতারা প্রকাশ্যেই অসন্তুষ্টির কথা জানান।

২০২৫ সালের ১৩ জুন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান) তারেক রহমানের বৈঠক শেষে যৌথ বিবৃতিতে ঘোষণা আসে, সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা গেলে ২০২৬ সালে রমজান মাসের আগে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন হতে পারে।[৩৩২] বিএনপি'র চাপের মুখে ও লন্ডনে প্রধান উপদেষ্টার সাথে বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সাক্ষাতের পর সব প্রস্তুতিসাপেক্ষে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচনের ঘোষণা নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের সাথে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মনোমালিন্য লক্ষ করা যায় - কোনো কোনো দল ঐকমত্য কমিশনের আলোচনাও বর্জন করে।

এছাড়া স্থানীয় সরকার নির্বাচন কখন অনুষ্ঠিত হবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য ছিল।[৩৩৩] জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপি জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন চায় এবং স্থানীয় সরকার উপদেষ্টার পক্ষ থেকেও আগে স্থানীয় নির্বাচনের আগ্রহ প্রকাশ পায়। কিন্তু বিএনপি ও তার মিত্ররা মনে করে, জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হলে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে, যা পরবর্তীতে জাতীয় নির্বাচনকে প্রভাবিত করবে। তারা প্রথমে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচনের জন্য রোডম্যাপ চায়। বিএনপি অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে স্থানীয় সরকার নির্বাচন চায় না। অন্যদিকে, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এবং গণ অধিকার পরিষদের মতো কিছু দল জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আয়োজনের পক্ষে। তাদের মতে, এটি জনগণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনবে এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তৈরিতে সহায়ক হবে। এই বিষয়ে সরকার এখনো কোনো চূড়ান্ত ঘোষণা দেয়নি, তবে স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন সব নির্বাচন একসঙ্গে করার প্রস্তাব দেয়।[৩৩৪]

---

[৩২৮] *প্রথম আলো*, 'সংস্কার শেষে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচন: নাহিদ ইসলাম', ৪ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/kq5y2sekmy (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[৩২৯] *প্রথম আলো*, '১৮ মাসের মধ্যে যাতে নির্বাচন হয়, সে জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে সমর্থনের অঙ্গীকার সেনাপ্রধানের', ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/afq5qiwhmk (২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৩৩০] সেলিম জাহিদ, 'বিএনপি সংস্কার চায়, তবে লম্বা সময়ে আপত্তি', *প্রথম আলো*, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/75vg8dzn6s (২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৩৩১] *প্রথম আলো*, 'সংস্কার ও নির্বাচনে আওয়ামী লীগকেও চান সজীব ওয়াজেদ', ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/nahh5g1ezz (২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৩৩২] *প্রথম আলো*, 'ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ভোট, একমত ইউনূস ও তারেক', ১৪ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=14693547cc7&eid=1&imageview=0&epedate=14/06/2025&sedId=1 (১৪ জুন ২০২৫)।

[৩৩৩] *আজকের পত্রিকা*, 'বিদেশিদের নজর নির্বাচনের দিকে', ২৪ জুন ২০২৫, https://www.ajkerpatrika.com/national/ajpmuxeaobm2d (২৭ জুলাই ২০২৫)।

[৩৩৪] *প্রথম আলো*, 'ভোটের সময়সীমা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোতে স্বস্তি-সংশয় দুটোই আছে', ১০ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/nyu4knf1lt (২ আগস্ট ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'স্থানীয় সরকার নির্বাচন আগে করার দাবি আবার কেন সামনে আনা হচ্ছে', ২৮ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/rxe0digtr5 (২ আগস্ট ২০২৫)।

নির্বাচন কমিশনের গৃহীত উদ্যোগ ও কার্যক্রম

নবগঠিত নির্বাচন কমিশন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে।

রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন

নির্বাচন কমিশন ২০২৫ সালের ১০ মার্চ নতুন দলের নিবন্ধনের জন্য আবেদন চেয়ে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে; আবেদনের শেষ সময় ছিল ২০ এপ্রিল ২০২৫। তবে ওই দিন পর্যন্ত আবেদন জমা দেয় ৬৫টি রাজনৈতিক দল, যাদের বেশির ভাগ নামসর্বস্ব। আরও ৪৬টি রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের আবেদন করতে সময় চেয়ে আবেদন করে। জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) কয়েকটি দলের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনের সময় বাড়ায় কমিশন। নতুন ঘোষণা অনুযায়ী ২২ জুন ২০২৫ পর্যন্ত নিবন্ধনের জন্য আবেদনের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়। নির্বাচন কমিশনের আমন্ত্রণের ভিত্তিতে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেছিল ১৪৩টি দল। প্রাথমিক বাছাইয়ে ২২টি দলের বিষয়ে মাঠপর্যায়ে তথ্য যাচাই করে নির্বাচন কমিশন। এর মধ্যে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও বাংলাদেশ জাতীয় লীগ নিবন্ধনের শর্ত পূরণ করেছে বলে জানায় নির্বাচন কমিশন।[৩৩৫] এর বাইরে আদালতের নির্দেশনা থাকায় বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টিকে নিবন্ধনযোগ্য বলে নির্বাচন কমিশন জানায়।

অন্তর্বর্তী সময়ে ১৪টি নতুন দলকে নিবন্ধন দেয় নির্বাচন কমিশন – বর্তমানে নিবন্ধিত দল ৫৯টি। এই সময়ে নতুন নিবন্ধনপ্রাপ্ত দলগুলো হচ্ছে আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি), গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি), নাগরিক ঐক্য, গণসংহতি আন্দোলন, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি, বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টি (বিএমজেপি), বাংলাদেশ লেবার পার্টি, বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি (বিআরপি), জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী), জনতার দল, আমজনতার দল, বাংলাদেশ সমঅধিকার পার্টি (বিইপি), এবং বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি।[৩৩৬]

অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম একটি রাজনৈতিক ঘটনা রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীকে বৈধ ঘোষণা করা। এই দলকে ১ আগস্ট ২০২৪ তারিখে সাবেক সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তবে ২৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে অন্তর্বর্তী সরকার এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে।[৩৩৭] গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে দলটির সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িত থাকার কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। পরবর্তীতে রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীকে নিবন্ধন ও দলীয় প্রতীক দাঁড়িপাল্লা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এর আগে উচ্চ আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ৪ জুন ২০২৫ জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন ও দলীয় প্রতীক ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন।[৩৩৮]

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের চাপের মুখে অন্তর্বর্তী সরকার আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ২৩ অক্টোবর ২০২৪। একই সঙ্গে এই ছাত্রসংগঠনকে নিষিদ্ধ সত্ত্বা হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে, বিশেষ করে বিগত ১৫ বছরের স্বৈরাচারী শাসনামলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ হত্যা, নির্যাতন, গণরুমকেন্দ্রিক নিপীড়ন, ছাত্রাবাসে সিট বাণিজ্য, টেন্ডারবাজি, ধর্ষণ, যৌন নিপীড়নসহ নানাবিধ জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল এবং এ সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য দেশের সব প্রধান গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, এবং কিছু সন্ত্রাসী ঘটনায় সংগঠনটির নেতা-কর্মীদের অপরাধ আদালতেও প্রমাণিত হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয় ১৫ জুলাই ২০২৪ থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ জনগণকে উন্মত্ত ও বেপরোয়া সশস্ত্র আক্রমণ করে শত শত নিরপরাধ শিক্ষার্থী ও ব্যক্তিদের হত্যা করেছেন এবং আরও অসংখ্য মানুষের জীবন বিপন্ন করেছেন। এ ছাড়া, গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক, ধ্বংসাত্মক ও উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড এবং বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যের সঙ্গে জড়িত রয়েছে বলে সরকারের কাছে যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ রয়েছে উল্লেখ করা হয়। সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯-এর ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন 'বাংলাদেশ ছাত্রলীগ'কে নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং এই আইনের তফসিল-২ এ 'বাংলাদেশ ছাত্রলীগ' নামের ছাত্রসংগঠনকে নিষিদ্ধ সত্তা হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হল বলে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়।[৩৩৯] তবে অন্তর্বর্তী সরকার

---

[৩৩৫] *প্রথম আলো*, 'দলের নিবন্ধন এনসিপিসহ ২ দল শর্ত পূরণ করেছে', ১ অক্টোবর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=110e8ffc854 (৬ অক্টোবর ২০২৫)।

[৩৩৬] বিস্তারিত দেখুন https://ecs.gov.bd/political-parties (২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৩৩৭] *আল-জাজিরা*, 'বাংলাদেশ'স ইন্টেরিম গভর্নমেন্ট লিফটস ব্যান অন জামাত-ই-ইসলামী পার্টি', ২৮ আগস্ট ২০২৪, https://www.aljazeera.com/news/2024/8/28/bangladeshs-interim-government-lifts-ban-on-jamaat-e-islami-party (৭ নভেম্বর ২০২৪)।

[৩৩৮] *প্রথম আলো*, 'দাঁড়িপাল্লা প্রতীকসহ নিবন্ধন ফিরে পেল জামায়াত', ২৫ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=256cd7d2a73&eid=1&imageview=0&epedate=25/06/2025&sedId=1 (২৫ জুন ২০২৫)।

[৩৩৯] *প্রথম আলো*, 'ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করেছে সরকার', ২৩ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/v6259g1jb1 (২৪ অক্টোবর ২০২৪)।

ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রতিবাদ জানায়।[৩৪০] ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করার পর ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতিতে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করার অন্তর্বর্তী সরকারের সিদ্ধান্তকে অবৈধ ও অসাংবিধানিক বলে উল্লেখ করা হয়।[৩৪১]

পরবর্তীতে ২০২৫ সালের ১০ মে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং এর সকল অঙ্গ, সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সরকার। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আওয়ামী লীগ ও এর নেতাদের বিচারকার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে। এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হিসেবে "দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, জুলাই আন্দোলনের নেতাকর্মীদের নিরাপত্তা এবং অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বাদী ও সাক্ষীদের সুরক্ষার" কথা বলা হয়েছে। একইসঙ্গে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধন করা হয়, যাতে ট্রাইব্যুনাল কোনো রাজনৈতিক দল, এর অঙ্গসংগঠন বা সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীকে শাস্তির আওতায় আনতে পারে। এর পরদিনই, ২০২৫ সালের ১২ মে, নির্বাচন কমিশন আওয়ামী লীগের নিবন্ধন স্থগিত করে।

নির্বাচনী প্রস্তুতি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বা এপ্রিলে – যখনই হোক ভোটের জন্য নিজেদের প্রস্তুত থাকতে হবে বলে মনে করে নির্বাচন কমিশন, এবং এ জন্য ভোটের প্রস্তুতিকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে বলে জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার, এবং ইতিমধ্যে ভোটার তালিকা হালনাগাদ, সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণ, নতুন দলের নিবন্ধনসহ প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো অনেকটা এগিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়।[৩৪২] ২০২৬ সালের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচন কমিশন (ইসি), অন্তর্বর্তী সরকার এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ব্যাপক প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ নেয়। এসব প্রস্তুতি ছিল প্রধানত আইনি সংস্কার, প্রশাসনিক রদবদল, ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা, সাইবার ও প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ নিষ্পত্তি, দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধি সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মাঠ-পর্যায়ের তদারকির ওপর কেন্দ্র করে।

- **ইসির কর্মপরিকল্পনা ও নীতি সংস্কার** - প্রথমে নির্বাচন কমিশন ৩০ নভেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পরিকল্পনা (২৪ দফা) করে। এসব কাজের মধ্যে ছিল নির্বাচনসংশ্লিষ্ট আইন ও বিধির সংস্কার, ভোটার তালিকা চূড়ান্তকরণ, রাজনৈতিক দল নিবন্ধন, সীমানা পুনর্নির্ধারণ, পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিক নীতিমালা হালনাগাদ, ভোটকেন্দ্র স্থাপন। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর-নভেম্বরের মধ্যে বিভিন্ন অংশীজনের (রাজনৈতিক দল, বিশেষজ্ঞ, সংস্থা) সাথে সংলাপ সম্পন্ন হয়। দেখা যায় তফসিল ঘোষণার আগেই মূল কাঠামোগত কাজ শেষ হয়।
- **নিরাপত্তা ঝুঁকি মূল্যায়ন ও প্রস্তুতি** - মোট ৪২ হাজার ৭৬১টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ২৮ হাজার ৬৬৩টি ঝুঁকিপূর্ণ ও ৮ হাজার ২২৬টিকে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে পুলিশ সদর দপ্তরের মূল্যায়ন অনুযায়ী সাধারণ কেন্দ্র ১৭ হাজার ৬৫৬টি, অতি ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র ৮ হাজার ৭৪৬টি এবং ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র ১৬ হাজার ৩৫৯টিতে দাঁড়ায়। ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি কেন্দ্র (২,৬৭৫) অতি ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয়। মহানগরের বাইরে প্রতিটি কেন্দ্রে ১৬-১৮ জন, মহানগরে ১৬-১৭ জন আইনশৃঙ্খলা সদস্য মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৩৪৩] নির্বাচন সামনে রেখে ৯.৫৮ লাখ নিরাপত্তা সদস্য মোতায়েন করা হয়, যার মধ্যে ছিল সেনাবাহিনীর ১ লাখ ৩ হাজার, পুলিশ ১ লাখ ৮৭ হাজার, আনসার ৫ লাখ ৬৭ হাজার, বিজিবি ৩৭ হাজারের বেশি, এবং কোস্টগার্ড ৩ হাজার ৫০০-এর বেশি।
- **প্রশাসনিক রদবদল** - নির্বাচন নিরপেক্ষ করতে অন্তর্বর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ ছিল মাঠ প্রশাসনের জেলা প্রশাসক (ডিসি), পুলিশ সুপার (এসপি) এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) পদে ব্যাপক রদবদল। এক সপ্তাহের ব্যবধানে ৫০টি জেলায় নতুন ডিসি পদায়ন করা হয়। দুই ধাপে (১৬৬ + ৭৭) ২৪৩ জন নতুন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নিয়োগ। ৫২৭ থানায় নতুন ওসি লটারির মাধ্যমে পদায়ন করা হয়, ৫০ জন এসপি বদলি করা হয় ও ১৪ জন নতুন এসপি নিয়োগ করা হয়। ১৩৬ জন পরিদর্শক বদলি করা হয়, এবং ৩৩ জন ডিআইজি'কে পদোন্নতি দেওয়া হয়। ৩০০ আসনে বিভাগীয় কমিশনার, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকদের রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়। নির্বাচনে মোট ৬৯ জন রিটার্নিং কর্মকর্তা, ৯৫৮ জন সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা, ৪৩ হাজার ৭৮ জন প্রিসাইডিং কর্মকর্তা, ২ লাখ ৪৭ হাজার ৮৬২

[৩৪০] *ইত্তেফাক*, 'ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করায় আওয়ামী লীগের প্রতিবাদ', ২৫ অক্টোবর ২০২৪, https://www.ittefaq.com.bd/704701/ (২৬ অক্টোবর ২০২৪)।

[৩৪১] *প্রথম আলো*, 'ছাত্রলীগ নিষিদ্ধে যেসব কারণ উল্লেখ করেছে সরকার', ২৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/d8tfsiih49 (২৪ অক্টোবর ২০২৪)।

[৩৪২] *প্রথম আলো*, 'যখনই নির্বাচন হোক প্রস্তুত থাকবে নির্বাচন কমিশন', ১৬ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=16661e5ae2b&eid=1&imageview=0&epedate=16/06/2025&sedId=1 (১৬ জুন ২০২৫)।

[৩৪৩] এছাড়া দুর্গম ঘোষিত ২৫ জেলার নির্দিষ্ট এলাকার ভোটকেন্দ্রে ১৬ থেকে ১৮ জন করে সদস্য মোতায়েন থাকবেন। এসব সদস্য ভোট গ্রহণের দুদিন আগে থেকে ভোটের দিন পর্যন্ত দায়িত্বে থাকবেন। সূত্র: *প্রথম আলো*, 'নির্বাচন সামনে রেখে তৎপর আইনশৃঙ্খলা বাহিনী', ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=9204294527&eid=1&imageview=0&epedate=09/02/2026&sedId=1 (৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

জন সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা ও ৫ লাখের বেশি পোলিং কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেন। নির্বাচনে ২ হাজার ৯৮ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আর ৬৫৭ জন বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট দায়িত্ব পালন করেন।[৩৪৪]

- **প্রযুক্তি ও মনিটরিং ব্যবস্থা** - নজরদারির অংশ হিসেবে ৯০% এর বেশি ভোটকেন্দ্রে সিসিটিভি স্থাপন করা হয়। আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা তদারকির জন্য নির্বাচন কমিশন বিশেষ অ্যাপ চালু করে, যার মাধ্যমে কেন্দ্র দখল, সহিংসতা, অনিয়মের তথ্য তাৎক্ষণিক পাঠানো যাবে। এ প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে তথ্য প্রিসাইডিং অফিসার থেকে এআরও থেকে রিটার্নিং কর্মকর্তা থেকে নির্বাচন কমিশন পর্যন্ত যায়। পুরো দেশের আইনশৃঙ্খলার অবস্থা লাইভ মনিটরিং-এর পরিকল্পনা করা হয়।[৩৪৫] ভোটারদের ভোটকেন্দ্র খোঁজার অ্যাপ 'স্মার্ট ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট' চালু করা হয় ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।[৩৪৬] এছাড়া প্রথমে ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজের মধ্যে ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন বহনে নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তা বদল করা হয়। ফলে ভোটার, মিডিয়া, পর্যবেক্ষক, এজেন্ট মোবাইল রাখতে পারবেন, তবে শুধু গোপন কক্ষে ছবি তোলা নিষিদ্ধ করা হয়।[৩৪৭]
- **আচরণবিধি ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ** - তফসিল ঘোষণার প্রথম দিন থেকেই কঠোর আচরণবিধি প্রয়োগ নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্বাচনের আগে-পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার জন্য ২১ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দেওয়া হয় - প্রতি উপজেলায় দুজন ম্যাজিস্ট্রেট, এবং বেআইনি আন্দোলন কঠোরভাবে দমনের নির্দেশ দেওয়া হয়।
- **অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা** - ১০টি অঞ্চলে ১০ জন বিশেষ কর্মকর্তাকে নির্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। নির্বাচনী অপরাধে দ্রুত বিচার করার জন্য প্রতিটি আসনে বিচারিক অনুসন্ধান কমিটি কার্যকর করা হয়। নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে অভিযোগকারীর জন্য মোবাইল-ইমেইল দেওয়া হয়। সারা দেশে "নির্বাচন বন্ধু হটলাইন" (৩৩৩) চালু করা হয়।[৩৪৮]
- **ভোটকেন্দ্র প্রস্তুতি ও অবকাঠামো** - সারা দেশে ১২ হাজার ৫৩১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র অনুপযোগী থাকার কারণে মেরামতের জন্য ১২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়।[৩৪৯]
- **নির্বাচনী বাজেট** - ২০২৫-২৬ অর্থবছরে নির্বাচন কমিশনের জন্য মোট বরাদ্দ রাখা হয় ২ হাজার ৯৫৬ কোটি টাকা – এর মধ্যে ২ হাজার ৭২৭ কোটি টাকা পরিচালন ব্যয় বাবদ বরাদ্দ আর ২২৯ কোটি টাকা উন্নয়ন বরাদ্দ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তুলনায় আগামী অর্থবছরে নির্বাচন কমিশনের বরাদ্দ ১ হাজার ৮১৪ কোটি টাকা বা ১৫৯ শতাংশ বাড়ানো হয়।[৩৫০] আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্পের সহায়তায় ১৮.৫৩ মিলিয়ন ডলারের ঘোষণা দেয় জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি।[৩৫১] এছাড়া অবাধ, স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজন করতে নির্বাচন কমিশনকে ৪৮ লাখ মার্কিন ডলার সহায়তা দেওয়ার কথা বলে জাপান। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) সহায়তায় ইসির নেওয়া 'ব্যালট' প্রকল্পের আওতায় এ সহায়তা দেবে দেশটি। ১৮ জুন ব্যালট প্রকল্পে ২০ লাখ অস্ট্রেলীয় ডলার সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয় অস্ট্রেলিয়া।[৩৫২] নির্বাচন আয়োজনে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্য সহায়তার অঙ্গীকার করে।[৩৫৩] এর মধ্যে ইইউ থেকে ৪০ লাখ ইউরো সহায়তা পাওয়া যায় যার পরিমাণ বাংলাদেশি মুদ্রায় দাঁড়ায় ৫৬ কোটি ৬৪ লাখ ৪০ হাজার টাকা। নির্বাচন উৎসবমুখর করতে ২৫ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়, যার মধ্যে টিভিসি, তথ্যচিত্র, জেলা-উপজেলায় প্রচার-

---

[৩৪৪] *প্রথম আলো*, 'সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের অপেক্ষায় দেশ', ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=11255e5165a&eid=1&imageview=0&epedate=11/02/2026&sedId=1 (১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৩৪৫] কাজী জেবেল, 'আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে অ্যাপ ব্যবহার করবে ইসি', *যুগান্তর*, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.jugantor.com/tp-lastpage/1043150 (২২ ডিসেম্বর ২০২৫)।

[৩৪৬] *ইত্তেফাক*, 'ভোটকেন্দ্র খুঁজতে চালু করেছে 'স্মার্ট ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট বিডি' অ্যাপ', ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.ittefaq.com.bd/773116/ (৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৩৪৭] *প্রথম আলো*, 'ভোটকেন্দ্রে মুঠোফোন নিয়ে যাওয়া যাবে, সিদ্ধান্ত বদলাল ইসি', ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=10206a7e2d1&eid=1&imageview=0&epedate=10/02/2026&sedId=1 (১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৩৪৮] *প্রথম আলো*, 'ভোটসংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে হটলাইন চালু', ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=9231513940&eid=1&imageview=0&epedate=09/02/2026&sedId=1 (৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৩৪৯] মিজান চৌধুরী, 'অনুপযোগী সাড়ে ১২ হাজার ভোটকেন্দ্র: সংস্কারের জন্য বরাদ্দ ১২৪ কোটি টাকা', *যুগান্তর*, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.jugantor.com/tp-lastpage/1040916 (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫)।

[৩৫০] *প্রথম আলো*, 'নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচন কমিশনের বরাদ্দ বাড়ল ২ হাজার কোটি টাকা', ৫ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/economics/98m761pktk (৯ জুন ২০২৫)।

[৩৫১] *ডেইলি স্টার*, 'ইউএনডিপি প্লেজেস ১৮.৫ মিলিয়ন ডলার টু সাপোর্ট ফেয়ার ইলেকশন', ১৯ জুন ২০২৫, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/undp-pledges-185m-support-fair-election-3920451 (২২ জুন ২০২৫)

[৩৫২] *প্রথম আলো*, 'ব্যালট প্রকল্পে ইসিকে ৪৮ লাখ ডলারের সহায়তা দেবে জাপান', ৩ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=37ea8d88c7&eid=1&imageview=0&epedate=03/07/2025&sedId=1 (৩ জুলাই ২০২৫)।

[৩৫৩] *প্রথম আলো*, 'নির্বাচন কমিশনকে ৪০ লাখ ইউরো দিচ্ছে ইইউ', ২০ আগস্ট ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=208bcc48c6a&eid=1&imageview=0&epedate=20/08/2025&sedId=1 (২০ আগস্ট ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে সহায়তা দিচ্ছে যুক্তরাজ্য', ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=30976e4cff1&eid=1&imageview=0&epedate=30/09/2025&sedId=1 (৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫)।

প্রচারণা অন্তর্ভুক্ত। প্রথমে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে কাজ দেওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও সময়ের ঘাটতির কারণে পরবর্তী সময়ে সরাসরি ক্রয়পদ্ধতির অনুমোদন দেওয়া হয়।[৩৫৪]

আইনি সংস্কার

সীমানা পুনর্নির্ধারণ: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচন কমিশনের সীমানা নির্ধারণসংক্রান্ত বিশেষায়িত কমিটি কাজ করার পর ২০২৫ সালের ৩০ জুলাই ৩০০ আসনের সীমানার খসড়া প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন, যেখানে ২৬১ আসনের সীমানা বহাল রেখে ৩৯টি আসনে ছোটখাটো পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়।[৩৫৫] বড় পরিবর্তনের মধ্যে গাজীপুরে একটি আসন বাড়ানো এবং বাগেরহাটে একটি আসন কমানোর প্রস্তাব করা হয়। সংসদীয় এলাকার সীমানা নিয়ে দাবি বা আপত্তি জানাতে কমিশন ১০ আগস্ট পর্যন্ত সময় দেয়, যার ভিত্তিতে সর্বমোট ১ হাজার ৮৯৩টি আপত্তি ও সুপারিশ আবেদন জমা পড়ে। ১০ আগস্ট পর্যন্ত ৩৩ জেলার ৮৪টি আসন-সম্পর্কিত ১ হাজার ১৮৫টি আপত্তি এবং ৭০৮টি পরামর্শ বা সুপারিশ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ ও ৩ আসনের শুনানিতে সংঘর্ষ হয়; বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপি প্রার্থীরা বিভিন্ন অবস্থান তুলে ধরেন। ২৪-২৭ আগস্ট টানা চার দিন প্রস্তাবিত নির্বাচনী এলাকার সীমানা নিয়ে দাবি-আপত্তি ও আবেদনের ওপর শুনানি গ্রহণ করে কমিশন। এরপর পর্যালোচনা করে পুনর্নির্ধারিত সীমানার গেজেট প্রকাশ করা হয় ২০২৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর।[৩৫৬]

গেজেট প্রকাশের পর ৪৬টি আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ পায় – উচ্চ আদালতে অন্তত ২৭টি রিট আবেদন দাখিল করা হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ফরিদপুর, পাবনা, কুমিল্লা, বাগেরহাটসহ বহু জেলায় বিক্ষোভ, অবরোধ, হরতাল ও ঘেরাও কর্মসূচি হয়।[৩৫৭] বাগেরহাটে চারটি আসন কমিয়ে তিন করা হলে তীব্র আন্দোলন হয় এবং হাইকোর্ট ইসির সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করে চারটি আসন পুনর্বহালের নির্দেশ দেয়। আপিল বিভাগও হাইকোর্টের রায় বহাল রাখায় বাগেরহাটে আগের মতো চারটি আসন থাকে। গাজীপুর-৬ নিয়েও আপত্তি ওঠে; সেখানে মহাসড়ক অবরোধসহ বিক্ষোভ হয়। কুমিল্লা-১ ও ২ আসনের সীমানা পরিবর্তনকেও হাইকোর্ট আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করে আগের সীমানা পুনর্বহাল নির্দেশ দেয়। পাবনা-১ ও ২ আসন নিয়ে জটিলতায় ইসি প্রথমে নির্বাচন স্থগিত করলেও আপিল বিভাগ তফসিল অনুযায়ী নির্বাচন আয়োজনের নির্দেশ দেয়। সর্বশেষ আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্বাচনে গেজেটে ঘোষিত সীমানা এবং প্রয়োজনীয় পুনর্বহাল সংক্রান্ত আদেশ অনুসরণ করা হবে বলে জানানো হয়।[৩৫৮]

---

[৩৫৪] *প্রথম আলো*, 'নির্বাচন উৎসবমুখর করতে চায় সরকার, ব্যয় ২৫ কোটি টাকা', ১৯ নভেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=1911d669d208 (২৩ নভেম্বর ২০২৫); ফখরুল ইসলাম, 'নির্বাচন উৎসবমুখর করার প্রচারণা বাড়ছে, নতুন কাজের দরপত্র ডাকা হবে না', *প্রথম আলো*, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/economics/krd082ywka (১ জানুয়ারি ২০২৬)।

[৩৫৫] আরও ৪৬টি আসনে ছোটখাটো রদবদল প্রস্তাব করা হয় সেগুলো হচ্ছে - পঞ্চগড়-১ ও ২; রংপুর-১ ও ৩; সিরাজগঞ্জ-১ ও ২; পাবনা-১ ও ২; বাগেরহাট-১, ২ ও ৩; সাতক্ষীরা-২, ৩ ও ৪; মানিকগঞ্জ-২ ও ৩; ঢাকা-২, ৪, ৫, ৭, ১০ ও ১৪; গাজীপুর-১, ২, ৩, ৫ ও ৬; নারায়ণগঞ্জ-৩, ৪ ও ৫; ফরিদপুর-২ ও ৪; শরীয়তপুর-২ ও ৩; ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ ও ৩; কুমিল্লা-১, ২, ৬ ও ১০; নোয়াখালী-১, ২, ৪ ও ৫ এবং চট্টগ্রাম-৭ ও ৮।

[৩৫৬] *প্রথম আলো*, 'গাজীপুরে আসন বেড়েছে, বাগেরহাটে কমেছে', ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=59167ad7fa (৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫)।

[৩৫৭] *প্রথম আলো*, 'সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে নানা স্থানে বিক্ষোভ', ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=890942f126&eid=1&imageview=0&epedate=08/09/2025&sedId=1 (৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ', ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=109d10bb31f&eid=1&imageview=0&epedate=10/09/2025&sedId=1 (১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'আসন পুনর্বহালের দাবি: সড়ক, নৌ ও রেলপথ অবরোধ', ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=1595e7ba5f9 (১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'আসন পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদ ভাঙ্গায় থানা ও উপজেলা পরিষদে হামলা, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর', ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=169aa822464&eid=1&imageview=0&epedate=16/09/2025&sedId=1 (১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫)।
প্রথম আলো, 'বাগেরহাটে তৃতীয় দিনের মতো নির্বাচন কার্যালয় ঘেরাও', ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=19950d30c68 (২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'গাজীপুর-৬ আসন বহালের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ', ১৩ নভেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=13114e3745d2 (১৬ নভেম্বর ২০২৫)।

[৩৫৮] *প্রথম আলো*, 'সীমানা জটিলতা ইসিকে ভোগাতে পারে', ১২ নভেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=1211bfd98d87&eid=1&imageview=0&epedate=12/11/2025&sedId=1 (১২ নভেম্বর ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'কুমিল্লা-১ ও ২ সংসদীয় আসন আগের মতো পুনর্বহালের নির্দেশ', ৮ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/politics/x2pxxg3kxb (১০ জানুয়ারি ২০২৬); *প্রথম আলো*, 'আগের সীমানায় পাবনা-১ ও ২ আসনে নির্বাচন', ১৬ জানুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=161680cff86 (২০ জানুয়ারি ২০২৬); *প্রথম আলো*, 'কুমিল্লা-১ ও ২ আসন নিয়ে ইসির গেজেট বহাল', ২১ জানুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=21109ab2a91&eid=1&imageview=0&epedate=21/01/2026&sedId=1 (২১ জানুয়ারি ২০২৬)।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধন: ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে ৩ নভেম্বর ২০২৫ প্রণীত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও)-তে বেশ কিছু সংশোধন করা হয়[৩৫৯], যার বেশির ভাগ প্রস্তাব রাজনৈতিক দলগুলো ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করলেও কয়েকটি বিষয়ে স্পষ্ট আপত্তি ও সতর্কতা দেখা যায়। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে যেসব সংশোধন আনা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে -

১. **সশস্ত্র বাহিনীকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা:** সংশোধিত আরপিও-তে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীকে আনুষ্ঠানিকভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে তারা বিশেষ আদেশ ছাড়াই ভোটকেন্দ্রে পুলিশের মতো দায়িত্ব পালন করতে পারে। অধিকাংশ দল এ পরিবর্তনকে স্বাগত জানালেও এনসিপি ও জামায়াত বলেছে–ক্ষমতা অপব্যবহারের ঝুঁকি কমাতে কড়া নির্দেশনা প্রয়োজন।
২. **ইভিএম বাতিল ও প্রচলিত ভোটব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন:** আরপিও সংশোধনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহারের বিধান সরিয়ে দেওয়া হয়। রাজনৈতিক দলগুলো–বিশেষত বিএনপি–এ সিদ্ধান্তকে সন্তুষ্টির সঙ্গে গ্রহণ করে।
৩. **'না ভোট' পুনর্বহাল (একক প্রার্থীর ক্ষেত্রে):** যেসব আসনে মাত্র একজন প্রার্থী থাকবে সেখানে ভোটাররা 'না ভোট' দিতে পারবেন। বিএনপি এটিকে পরীক্ষামূলক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখে, নাগরিক ঐক্য একে অপ্রয়োজনীয় বলেছে, তবে জামায়াত ও এনসিপি চায় সব আসনেই 'না ভোট' থাকুক।
৪. **জোট করলেও নিজস্ব প্রতীক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা:** সবচেয়ে বিতর্কিত সংশোধনী হলো–জোট গঠন করলেও প্রতিটি দলকে নিজ নিজ প্রতীকে নির্বাচন করতে হবে। আগের নিয়মে জোটের যে কোনো শরিক বড় দলের প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারত। বিএনপি এ বিধান নিয়ে ইসিতে আপত্তি জানায় এবং পরবর্তীতে আদালতে রিট করা হয়। অন্যদিকে নাগরিক ঐক্য সমর্থন করলেও জামায়াত ও গণসংহতি আন্দোলন স্বাধীনতা হরণের অভিযোগ তোলে।
৫. **প্রার্থীর সম্পদের হিসাব ও স্বচ্ছতা:** হলফনামায় প্রার্থীদের দেশি-বিদেশি সব সম্পদ প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয়, এবং তথ্য অনলাইনে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দলগুলো এ পরিবর্তনকে স্বচ্ছতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে।
৬. **রাজনৈতিক অনুদান ব্যাংকিং চ্যানেলে বাধ্যতামূলক করা:** ৫০ হাজার টাকার বেশি রাজনৈতিক অনুদান অবশ্যই ব্যাংকের মাধ্যমে নেওয়ার বিধান যুক্ত হয়। বিএনপি, গণসংহতি আন্দোলন ও এবি পার্টি আশঙ্কা জানায়–এতে দাতারা হয়রানির ভয়ে অনুদান দেওয়া বন্ধ করতে পারেন। জামায়াত একমাত্র দল হিসেবে এ বিধানকে সমর্থন করে।
৭. **ইসির ভোট স্থগিত/বাতিলের ক্ষমতা বৃদ্ধি:** ইসিকে পুরো আসনের ভোট স্থগিত বা বাতিল করার ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বিএনপি ও জামায়াত সতর্ক করে বলেছে–ক্ষমতা প্রয়োগে তদন্ত অপরিহার্য। এনসিপির মত–স্পষ্ট নির্দেশনা ও আপিলের সুযোগ রাখা উচিত।
৮. **পলাতক আসামি ও মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্তদের অযোগ্যতা:** আদালত কর্তৃক ঘোষিত পলাতক আসামিরা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। একই সঙ্গে মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযোগপত্র দাখিল হলে জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অযোগ্যতা নিশ্চিত করা হয়।
৯. **অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন:** এছাড়া মনোনয়ন জামানত ২০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা করা হয়। প্রবাসীদের জন্য পোস্টাল ব্যালট সুবিধা প্রণয়ন করা হয়। প্রার্থীর ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ডিজিটাল প্রচারণার তথ্য ইসিতে দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়।

আচরণ বিধিমালা: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশন 'রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০২৫' জারি করে ২০২৫ সালের ১০ নভেম্বর। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সংসদ নির্বাচনে সব ধরনের কাগজের পোস্টার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। প্রার্থীরা পোস্টারের পরিবর্তে নির্ধারিত লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার করতে পারবেন। এমনকি ছাপাখানাগুলোকেও পোস্টার না ছাপানোর জন্য কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়। নির্বাচন কমিশন টেলিভিশন টক শো ও নির্বাচনী সংলাপে কোনো কটূক্তি, ব্যক্তিগত আক্রমণ বা হেয়কারী বক্তব্য প্রচার না করতে গণমাধ্যমকে নির্দেশ দেয়, যাতে সব প্রার্থী সমান সুযোগ পান। ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারণার অনুমতি থাকলেও, বুস্টিং বা ডিজিটাল প্রচারণার হিসাব ইসিকে দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রার্থীদের তাদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ও আইডি প্রচারণা শুরুর আগেই রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করতে হবে। বিধিমালায় ভোটার স্লিপের আকার সীমিত করা হয় (১২ × ৮ সেমি) এবং একক জনসভায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক লাউডস্পিকার ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। প্রচারণা সামগ্রী যেমন–ব্যানার, ফেস্টুন বা বিলবোর্ডের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আকার ও নিয়ম মেনে চলা বাধ্যতামূলক। এসব বিধি ভঙ্গ করলে প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল বা জরিমানার মতো কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়। ২০২৬ সালের সংশোধনীতে প্রচারে "ক্যারাভ্যান" ব্যবহারের সুযোগ রাখা হয়।[৩৬০]

[৩৫৯] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2025 (২০২৫ সনের ৫৬ নং অধ্যাদেশ), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1569.html; https://asset.ecs.gov.bd/media/uploaded_files/notices/2025/11/dqlYPTW1UYVO9pYS7cI3BEoOCqVuBMnebsuyFxLa.pdf (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৩৬০] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০২৫, https://asset.ecs.gov.bd/media/uploaded_files/notices/2025/11/mFUVXLxJXGnPmewdd590biNUP4bUQaVXcmKVPadw.pdf (১১ মার্চ ২০২৬)।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন সংক্রান্ত আইন সংশোধন: সিটি করপোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদে দলীয় প্রতীকে নির্বাচনের বিধান বাতিল করে নতুন অধ্যাদেশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ও স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন দলীয় প্রতীক বাদ দেওয়ার সুপারিশ করেছিল। ২০১৫ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে স্থানীয় সরকার নির্বাচন দলীয় প্রতীকে করার সিদ্ধান্ত হয়। চারটি খসড়া অধ্যাদেশের সারসংক্ষেপে বলা হয়, বর্তমান প্রেক্ষাপটে সিটি করপোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদে সঠিকভাবে নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি নির্বাচনে সব পর্যায়ের জনগণের অংশগ্রহণের লক্ষ্যে চারটি আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা বাতিল করা প্রয়োজন।[৩৬১] ২৪ জুলাই উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ-সংক্রান্ত চারটি আইনের সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।[৩৬২] এছাড়া স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন।[৩৬৩]

অন্যান্য আইনি সংশোধন: 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) (তৃতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ২০২৫' অনুমোদনের মাধ্যমে বিধান করা হয় যে, মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (Formal Charge) দাখিল হলে তিনি সংসদ সদস্য বা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণের যোগ্যতা হারাবেন। একই সঙ্গে তিনি প্রজাতন্ত্রের কোনো চাকরি বা সরকারি পদেও অধিষ্ঠিত হতে পারবেন না।[৩৬৪] এই আইনের ফলে শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তবে নির্বাচন কমিশন (ইসি) তাদের জারিকৃত প্রাথমিক পরিপত্রে এই অযোগ্যতার বিষয়টি উল্লেখ না করায় বিতর্কের সৃষ্টি হয়, যদিও আরপিও সংশোধনের সুপারিশ আগেই করা হয়েছিল।[৩৬৫]

একই সময়ে ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকার 'রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও জাতীয় সংসদ সদস্য পদপ্রার্থীদের অনুকূলে আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স ও রিটেইনার নিয়োগ নীতিমালা-২০২৫' প্রণয়ন করে। এতে মনোনয়নপ্রাপ্ত ও নিরাপত্তাঝুঁকিতে থাকা প্রার্থীরা নির্দিষ্ট শর্তে আগ্নেয়াস্ত্রের সাময়িক লাইসেন্স এবং সশস্ত্র রক্ষী (রিটেইনার) নিয়োগের অনুমতি পান। এর অধীনে প্রকৃত নিরাপত্তাঝুঁকি থাকা প্রার্থীরা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর ১৫ দিন পর্যন্ত মেয়াদী সাময়িকভাবে অস্ত্রের লাইসেন্স ও সশস্ত্র রক্ষী (রিটেইনার) রাখার সুযোগ পান। লাইসেন্স কেবল নির্বাচনকালীন এবং ফল ঘোষণার ১৫ দিন পর্যন্ত কার্যকর থাকবে বলা হয়। নীতিমালায় রিটেইনার নিয়োগ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার বা ভয়ভীতি প্রদর্শনে ব্যবহারের বিষয়টি নিষিদ্ধ করা হয়।[৩৬৬] এছাড়া রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু হয়।

এছাড়া জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন কার্যক্রম নির্বাচন কমিশনের অধীনে ন্যস্ত রাখার জন্য জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৪০ নম্বর আইন) বাতিল করা হয়। 'জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর খসড়া অনুমোদন করা হয়।

তফসিল

২০২৫ সালের ১৩ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন, এবং জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে আয়োজনের ঘোষণা দেন। উপদেষ্টা পরিষদ ভাষণের আগে 'জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫' অনুমোদন করে। প্রধান উপদেষ্টা তাঁর ভাষণে গণভোটের বিষয় উল্লেখ করেন, যেখানে বলা হয় জুলাই জাতীয় সনদের ৮৪টি প্রস্তাবের মধ্যে ৪৮টি সংবিধান-সংক্রান্ত, যেগুলো নিয়ে গণভোট হবে। গণভোটে থাকবে একটি প্রশ্ন, তবে চারটি বিষয়ের সমন্বয়ে। ভোটে 'হ্যাঁ' বিজয়ী হলে বাংলাদেশে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ চালু হবে, নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ সদস্যের উচ্চকক্ষ গঠন করা হবে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন, পিএসসি, ন্যায়পাল, সিএজি ও দুদকসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ হবে বাছাই কমিটির মাধ্যমে, সংবিধান সংস্কারের জন্য নতুন সংসদ সদস্যদের নিয়ে সংবিধান সংস্কার পরিষদ তৈরি হবে, পরিষদ ১৮০ কার্যদিবসে সংস্কার শেষ করবে; এরপর ৩০ দিনে উচ্চকক্ষ গঠন করা হবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভাষণটি তিন দলের ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান তৈরি করে, ফলে ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের সম্ভাব্য বড় বাধা দূর হয় এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা কমে যায়।[৩৬৭]

---

[৩৬১] আরিফুর রহমান, 'স্থানীয় নির্বাচনে দলীয় প্রতীক বাতিল হচ্ছে', *প্রথম আলো*, ৮ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=8768c2115c (৮ জুলাই ২০২৫)।

[৩৬২] *প্রথম আলো*, 'গ্রেপ্তারের ১২ ঘণ্টার মধ্যে পরিবারকে জানাতে হবে', ২৫ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=2570bc82216 (২৫ জুলাই ২০২৫)।

[৩৬৩] *সমকাল*, 'স্থানীয় নির্বাচনেও ইভিএম বাদ, ভোটকেন্দ্র নীতিমালা জারি', ৪ জুলাই ২০২৫, https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2025-07-04/5/1074 (২৭ জুলাই ২০২৫)।

[৩৬৪] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, International Crimes (Tribunals) (Third Amendment) Ordinance, 2025 (২০২৫ সনের ৫৩ নং অধ্যাদেশ), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1566.html (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৩৬৫] *প্রথম আলো*, 'মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্তদের অযোগ্যতার বিধান নেই ইসির পরিপত্রে', ১২ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/28j4l8rdc5 (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫)।

[৩৬৬] *প্রথম আলো*, 'রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও প্রার্থীরা পাবেন অস্ত্রের লাইসেন্স, সশস্ত্র রক্ষী', ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=161225cf5e00 (১৭ ডিসেম্বর ২০২৫)।

[৩৬৭] *ইত্তেফাক*, 'জাতির উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টার পূর্ণাঙ্গ ভাষণ', ১৩ নভেম্বর ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/761637/ (১৬ নভেম্বর ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে', ১৪ নভেম্বর ২০২৫,

২০২৫ সালের ১১ ডিসেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। তফসিল অনুযায়ী সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় ২৯ ডিসেম্বর, মনোনয়নপত্র বাছাই হবে ৩০ ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত, রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের শেষ তারিখ ১১ জানুয়ারি, আপিল নিষ্পত্তি ১২ থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি, রিটার্নিং কর্মকর্তা চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে প্রতীক বরাদ্দ করবেন ২১ জানুয়ারি, নির্বাচনী প্রচারণা শুরু ২২ জানুয়ারি, এবং প্রচার চালানো যাবে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনে ভোট গ্রহণ নির্ধারিত হয় ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার।[৩৬৮] জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে গণভোটও একইদিন ধার্য করা হয়।[৩৬৯] পরবর্তীতে তফসিলে রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের সময়ে পরিবর্তন এনে সংশোধিত তফসিল দেওয়া হয় ২০২৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর।[৩৭০]

নির্বাচন কমিশনের সংলাপ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিভিন্ন অংশীজনের সাথে সাথে সংলাপ আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন, যার অংশ হিসেবে ২০২৫ সালের ১৩ থেকে ১৯ নভেম্বর নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ করে। সব মিলিয়ে ৪৯টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে সংলাপে আমন্ত্রণ জানানো হয়, যার মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) ও তৃণমূল বিএনপি বাদে বাকি ৪৭টি দল সংলাপে অংশ নেয়। এই পর্যায়ের আলোচনায় সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষ থেকে শক্ত ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানায় রাজনৈতিক দলগুলো। আবার নির্বাচন কমিশন কতটা কার্যকর ভূমিকা নিতে পারবে, সেটা নিয়েও কোনো কোনো দল সংশয় প্রকাশ করে। এছাড়া এসব সংলাপে নির্বাচন কমিশন থেকে রিটার্নিং কর্মকর্তা করার প্রস্তাব দেয় বিএনপি, লটারির মাধ্যমে মাঠ প্রশাসনে রদবদল চায় জামায়াত। জোটবদ্ধ নির্বাচনে দলীয় প্রতীকের ব্যবহার নিয়ে দলগুলো পক্ষে-বিপক্ষে মত প্রকাশ করে। অন্যদিকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে দলগুলোর সহায়তা চায় নির্বাচন কমিশন।[৩৭১]

পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ করতে ৮১টি দেশি পর্যবেক্ষক সংস্থার সঙ্গে দুই পর্বে সংলাপ আয়োজন করে (২৫-২৬ নভেম্বর ২০২৫)। এর আগে জাতীয় সংসদ নির্বাচন যথাযথভাবে সম্পাদনে লক্ষ্যে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, নাগরিক সমাজ, সাংবাদিক, নির্বাচনবিশেষজ্ঞ, নারীনেত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে মতবিনিময় করে।[৩৭২]

মনোনয়ন ও প্রার্থিতা চূড়ান্ত করা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ২ হাজার ৫৬৮টি মনোনয়নপত্র জমা পড়ে, যার মধ্যে রিটার্নিং কর্মকর্তারা ৭২৩টি (২৮%) বাতিল করেন। বাতিলের পর নির্বাচন কমিশনে ৬৪৫টি আপিল জমা পড়ে; কমিশন ৪১৭ জনের প্রার্থিতা পুনর্বহাল করে এবং ছয় জনের মনোনয়ন বাতিল করে। সব মিলিয়ে ১,৯৮১ জন প্রার্থী চূড়ান্তভাবে মনোনয়ন পেলেও পরবর্তীতে উচ্চ আদালতের রায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকার সুযোগ যান। মনোনয়ন বাতিল হওয়া প্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন বিএনপির ২৫ জন, জামায়াতের ১০ জন, এনসিপির ৩ জন, জাপার ৫৯ জন, সিপিবির ২৫ জন এবং স্বতন্ত্র ৩৩৮ জন। সারাদেশে মনোনয়ন দাখিলে উৎসবমুখর পরিবেশ ছিল, যদিও বহু স্থানে আচরণবিধি লঙ্ঘন করে শোডাউন হয়েছে।[৩৭৩] ঋণখেলাপির অভিযোগে ৮২ জনের মনোনয়ন বাতিল করা হলেও ৩১ জন হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ নিয়ে নির্বাচনে থাকার সুযোগ পান। ১৩তম জাতীয় নির্বাচনে মোট ২,৫৭৪ জন মনোনয়ন জমা দেন; বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী এর মধ্যে ২,৪৬১ জনকে ঋণমুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৩৭৪]

সংশোধিত আরপিও অনুযায়ী, নির্বাচনের পর কেউ ঋণখেলাপি বা মিথ্যা তথ্য দিলে ইসি তার এমপি পদ বাতিল করতে পারবে।

---

https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=14110892d422 (১৬ নভেম্বর ২০২৫); যুগান্তর, 'যেভাবে তিন দলের 'মন রক্ষা' করলেন ড. ইউনূস', ১৫ নভেম্বর ২০২৫, https://www.jugantor.com/politics/1029229 (১৬ নভেম্বর ২০২৫)।

[৩৬৮] https://asset.ecs.gov.bd/media/uploaded_files/notices/2025/12/za9abRH2ERlHGWC3Q1QkyL1xlXOC9ZX6ovtgeXqj.pdf (২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৩৬৯] https://asset.ecs.gov.bd/media/uploaded_files/notices/2025/12/FOoS6rl9KolfK1CKNVLxUOivAgUFpirL8sYslUSz.pdf (২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৩৭০] https://asset.ecs.gov.bd/media/uploaded_files/notices/2025/12/O3gfHGs7QzNEszZ4UFiAVtMH7Gqyj0eVOUiuztNR.pdf (২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৩৭১] *প্রথম আলো*, 'ইসির শক্ত ভূমিকা চায় দলগুলো', ২০ নভেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=2011f04c7bd5 (২৩ নভেম্বর ২০২৫)।

[৩৭২] *প্রথম আলো*, 'দেশি ৮১টি পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রতিনিধির সঙ্গে আজ ইসির সংলাপ', ২৫ নভেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/huxd20guvu (২৫ নভেম্বর ২০২৫)।

[৩৭৩] *প্রথম আলো*, 'সাভারে মনোনয়নপত্র জমা দিতে এসে আচরণবিধি লঙ্ঘন করলেন একাধিক প্রার্থী', ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/6i2f2n0udh (৩০ ডিসেম্বর ২০২৫)।

[৩৭৪] মো. মেহেদি হাসান, 'লিগ্যাল লুপহোলস অ্যালাও ডিফল্টারস টু স্টে ইন রেস', *ডেইলি স্টার*, ৭ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/elections/news/legal-loopholes-allow-defaulters-stay-race-4075056 (৭ জানুয়ারি ২০২৬)।

দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগে বহু আপিল এলেও যাঁরা মনোনয়ন দাখিলের আগে নাগরিকত্ব ত্যাগের আবেদন ও ফি জমা দিয়েছেন তাঁদের মনোনয়ন বহাল রাখে নির্বাচন কমিশন। এনসিপি ও জামায়াত অভিযোগ তোলে যে ইসি দ্বৈত নাগরিক ও ঋণখেলাপিদের ক্ষেত্রে পক্ষপাত করেছে।[৩৭৫] বাংলাদেশ ব্যাংক জানায়, আদালতের স্থগিতাদেশ থাকলে ঋণ নিয়মিত হিসেবে দেখাতে হবে, ফলে সিদ্ধান্তের ভার পড়ে ইসির ওপর।[৩৭৬]

নির্বাচনের আগে নিরাপত্তা ও সহিংসতা-সংক্রান্ত শঙ্কা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন পক্ষের উদ্বেগ লক্ষ করা যায়। রাজধানীতে শরিফ ওসমান হাদির গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু এবং হত্যাকারীর গ্রেপ্তারহীনতা রাজনৈতিক অস্থিরতার আশঙ্কা বাড়ায়। এ ঘটনার পর প্রায় ২০ জন রাজনীতিবিদ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে নিরাপত্তা, আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স ও সশস্ত্র দেহরক্ষী চেয়ে আবেদন করেন। নীতিমালা অনুযায়ী কয়েকজনকে (যেমন চরমোনাই পীর, জোনায়েদ সাকি, মাসুদ অরুণ) অস্ত্রধারী রক্ষীও দেওয়া হয়। ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা নির্বাচনে নিরাপদ অংশগ্রহণ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে – বছরজুড়ে ৫০-এর বেশি সংখ্যালঘু হত্যা, হামলা এবং ধর্ম অবমাননার অভিযোগে সহিংসতা তাঁদের উদ্বেগ বাড়ায়।

অবৈধ অস্ত্র ও চোরাগোপ্তা হামলা নির্বাচনের পথে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হিসেবে উঠে আসে। মাঠপর্যায়ের প্রশাসন থেকে জানানো হয় ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে লুট হওয়া অস্ত্রের প্রায় ১,৩৬২টি এখনো উদ্ধার হয়নি। সীমান্তের প্রায় ৩০টি পয়েন্ট দিয়ে অস্ত্র ঢোকার শঙ্কা ছিল। ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ২০২৬ এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যৌথ বাহিনীর অভিযানে শত শত অস্ত্র উদ্ধার হলেও ঝুঁকি বিদ্যমান ছিল। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর ৩৬ দিনে ১৫ জন রাজনৈতিক কর্মী খুন হন, যাঁদের বেশিরভাগই গুলিতে নিহত হন; অধিকাংশ ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর তথ্য অনুযায়ী ২০২৫ সালে ৪০১টি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা, ৪,৭৪৪ জন আহত, ১০২ জন নিহত হন; সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নাশকতার উসকানি ও গুপ্তহত্যার হুমকি বাড়ছে।[৩৭৭]

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির প্রেক্ষাপটে নগর ও জেলা নির্বাচন অফিসেও হামলা, অগ্নিসংযোগের চেষ্টা দেখা গেছে; ইসির কর্মকর্তারাও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ জানাতে শুরু করেন। এ ছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব, অপতথ্য প্রচার, লুকানো অস্ত্র, প্রার্থীদের ওপর গুলি-বিস্ফোরণ, 'মব' সহিংসতা এবং রোহিঙ্গাদের ভোটার হিসেবে ব্যবহার নিয়ে অভিযোগসহ একাধিক বিষয় নির্বাচনের আগে সামগ্রিক উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে তোলে।[৩৭৮]

অভিযোগ

নির্বাচনের আগে থেকেই প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো (বিশেষ করে বিএনপি ও জামায়াত) নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা, ভোটার তালিকা এবং আইনশৃঙ্খলার বিষয়ে গভীর উদ্বেগ ও অনাস্থা প্রকাশ করে আসছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভিযোগ-পালটা অভিযোগে নির্বাচন কমিশন (ইসি) তীব্র চাপের মধ্যে পড়ে। পোস্টাল ব্যালট, দ্বৈত নাগরিকত্ব, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড না থাকা, পক্ষপাতিতার অভিযোগ, নির্বাচন বন্ধের দাবি ও ছাত্রদলের ঘেরাও–সব মিলিয়ে ইসির সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।[৩৭৯] একদিকে জামায়াত ও এনসিপি প্রচারে বাধা, হামলা ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ জানায়, আর অন্যদিকে বিএনপি অস্বাভাবিক ভোটার স্থানান্তর ও ফল পাল্টে দেওয়ার আশঙ্কা জানায়, যদিও এই স্থানান্তর প্রক্রিয়া নিয়মিত ও স্বাভাবিক বলে ইসি দাবি করে।[৩৮০] জামায়াত আরও অভিযোগ করে যে, তাদের নারী কর্মীরা নির্বাচনী প্রচারণায় গিয়ে নির্যাতন ও হেনস্তার শিকার হচ্ছেন।

---

[৩৭৫] *প্রথম আলো*, 'মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনলেন আসিফ মাহমুদ', ৬ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/politics/9bl96od1rk (৭ জানুয়ারি ২০২৬)।

[৩৭৬] *প্রথম আলো*, 'ঋণখেলাপি প্রার্থীদের ভাগ্য ইসির হাতে', ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=3012713ac1c9&eid=1&imageview=0&epedate=30/12/2025&sedId=1 (৩০ ডিসেম্বর ২০২৫)।

[৩৭৭] মাহমুদুল হাসান, 'চোরাগোপ্তা হামলা, গুলি, অবৈধ অস্ত্র বড় চ্যালেঞ্জ', *প্রথম আলো*, ৯ জানুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=913d5c6446 (১০ জানুয়ারি ২০২৬)।

[৩৭৮] *প্রথম আলো*, 'নির্বাচনে নির্বিঘ্ন অংশগ্রহণ নিয়ে 'শঙ্কায় সংখ্যালঘুরা', ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=23127b3c17fa&eid=1&imageview=0&epedate=23/12/2025&sedId=1 (২৩ ডিসেম্বর ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'ভোটে শঙ্কা বাড়াচ্ছে অবৈধ অস্ত্র, গুজব', ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=2412fd0a151c&eid=1&imageview=0&epedate=24/12/2025&sedId=1 (২৪ ডিসেম্বর ২০২৫); সাহাদাত হোসেন পরশ, 'তপশিলের পর গুলির ঘটনা ৩৪টি, অস্ত্র উদ্ধার ১১৩৯', *সমকাল*, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://samakal.com/bangladesh/article/337524/ (১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৩৭৯] কাজী জেবেল, 'অভিযোগ-পালটা অভিযোগ: চাপের মুখে নির্বাচন কমিশন', *যুগান্তর*, ২০ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.jugantor.com/tp-firstpage/1055070 (২০ জানুয়ারি ২০২৬)।

[৩৮০] *প্রথম আলো*, 'ভোটার স্থানান্তর ও নারী কর্মী হেনস্তার পৃথক অভিযোগ', ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=22c54a0c87&eid=1&imageview=0&epedate=02/02/2026&sedId=1 (৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬); *ইত্তেফাক*, 'ঢাকার কোন আসনে কত ভোটার স্থানান্তর হয়েছে জানাল ইসি', ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.ittefaq.com.bd/773348/ (৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

এনসিপি ও ইসলামী আন্দোলন অভিযোগ করে যে, প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তা নির্দিষ্ট দলের প্রতি পক্ষপাত দেখানোর ফলে সমান প্রতিযোগিতার পরিবেশ নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। এছাড়া বিএনপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টা 'দলঘনিষ্ঠ' এবং তারা নির্দিষ্ট একটি দলের (পরোক্ষভাবে জামায়াত) হয়ে কাজ করছেন। তারা এই উপদেষ্টাদের বাদ দেওয়ার দাবি জানান। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামী অভিযোগ করে যে, প্রশাসনের ৭০-৮০ শতাংশ কর্মকর্তা এবং পুলিশের একটি বড় অংশ বিএনপির অনুসারী। তারা দাবি করে, কয়েকজন উপদেষ্টা প্রধান উপদেষ্টাকে ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করছেন এবং বিএনপির স্বার্থ রক্ষা করছেন।[৩৮১]

পদত্যাগ

অন্তর্বর্তী সরকারের দুই উপদেষ্টা মাহফুজ আলম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া পদত্যাগ করেন ২০২৫ সালের ১০ ডিসেম্বর। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পদত্যাগ কার্যকর হয়। এর আগে সরকার গঠনের সময় উপদেষ্টা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ছাত্র প্রতিনিধি মো. নাহিদ ইসলাম ২০২৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পদত্যাগ করে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক হন।[৩৮২]

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং একইসাথে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনকে বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি নতুন মানদণ্ড হিসেবে দেখা হয়েছে। শান্তিপূর্ণ ভোট, কঠোর নজরদারি এবং প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকার কারণে নির্বাচনকে তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য ও সহিংসতামুক্ত বলা হয়েছে। পুরো নির্বাচনজুড়ে পরিবেশ ছিল শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও ভয়ভীতিমুক্ত। সেনা, নৌ, বিমান, পুলিশ, বিজিবি, আনসারসহ ৯.৫৮ লাখ নিরাপত্তা সদস্য নির্বাচনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মোতায়েন ছিল। ৯০% এর বেশি কেন্দ্রে সিসিটিভি, এবং প্রায় ২৪,০০০ ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে বডি-ওয়র্ন ক্যামেরা ব্যবহৃত হয়। প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারির মাধ্যমে অনিয়ম তাৎক্ষণিকভাবে চিহ্নিত হয়, যেমন ময়মনসিংহে জাল সিল মারার ঘটনাটি সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে। অনিয়ম হলে দ্রুত বার্তা পাঠানোর জন্য 'সুরক্ষা অ্যাপ' ব্যবহারের সুযোগ ছিল। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ইভিএম বাদ দিয়ে কাগজের ব্যালটে ভোটগ্রহণ করা হয়। এর ফলে ভোটারদের মধ্যে আস্থা বাড়ে এবং কেন্দ্র দখল বা বড় সহিংসতা কোথাও দেখা যায়নি। অন্তর্বর্তী সরকারের নিরপেক্ষতা মাঠ প্রশাসনকে পক্ষপাতহীনভাবে কাজ করতে সহায়তা করে। রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণ ছিল তুলনামূলকভাবে সংযত, বড় সংঘর্ষ বা কেন্দ্র দখলের ঘটনা ছিল না। আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও তাদের অনেক প্রার্থী স্বতন্ত্র বা অন্য পরিচয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়, যা প্রতিযোগিতা বজায় রাখে বলে বিশেষজ্ঞরা মতামত দিয়েছেন।[৩৮৩]

নির্বাচনে মোট ভোটার ছিলেন ১২ কোটি ৭৭ লাখ ১১ হাজার ৭৯৩ জন, যাদের মধ্যে পুরুষ ভোটার ৬ কোটি ৪৮ লাখ ২৫ হাজার ৩৬১ জন, নারী ভোটার ৬ কোটি ২৮ লাখ ৮৫ হাজার ২০০ জন এবং হিজড়া ভোটার ১ হাজার ২৩২ জন। নির্বাচন কমিশনে মোট নিবন্ধিত ৬০টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে নির্বাচনে অংশ নেয় ৫০টি দল। কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, নির্বাচনে ২৯৯ আসনে মোট প্রার্থী ছিলেন ২ হাজার ২৮ জন - এর মধ্যে ৫০টি রাজনৈতিক দলের প্রার্থী ১ হাজার ৭৫৫ জন, স্বতন্ত্র প্রার্থী ২৭৩ জন; মোট নারী প্রার্থী ছিলেন ৮১ জন।[৩৮৪]

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৯টিতে ভোট হয় (শেরপুর-৩ স্থগিত)। সংসদ নির্বাচনে ভোটের হার ছিল ৫৯.৪৪%। বিজয়ী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা চলমান থাকায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দুটি আসনের - চট্টগ্রাম-২ (ফটিকছড়ি) ও চট্টগ্রাম-৪ (সীতাকুণ্ড ও সিটির দুই ওয়ার্ড) - ফলাফল ঘোষণা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত দেয় নির্বাচন কমিশন। এ ছাড়া মামলা থাকায় শেরপুর-২ (নকলা ও নালিতাবাড়ী) ফল ঘোষণা করা হলেও চূড়ান্ত ফলাফল রায়ের ওপর নির্ভর করবে বলে জানায় কমিশন।[৩৮৫]

---

[৩৮১] *প্রথম আলো*, 'কয়েকজন উপদেষ্টা নিয়ে আপত্তি জামায়াতের', ২৩ অক্টোবর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=23102d431bfd&eid=1&imageview=0&epedate=23/10/2025&sedId=1 (২৩ অক্টোবর ২০২৫)।

[৩৮২] *প্রথম আলো*, 'দুই উপদেষ্টার পদত্যাগ, আজ তফসিল ঘোষণামাত্র কার্যকর', ১১ ডিসেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=11128e6e8712&eid=1&imageview=0&epedate=11/12/2025&sedId=1 (১১ ডিসেম্বর ২০২৫)।

[৩৮৩] মো. আব্বাস, 'পিসফুল পোলস, এ শো অব অর্ডার ইন বাংলাদেশ: এ লার্জলি পিসফুল ভোট মার্কস এ সিগনিফিক্যান্ট মোমেন্ট ফর বাংলাদেশ', *ডেইলি স্টার*, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.thedailystar.net/news-analysis/news/peaceful-polls-show-order-bangladesh-4104641?mygp_web_view_theme=Top_news (১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬); *প্রথম আলো*, 'কঠোর নজরদারি ও সংযত রাজনীতিতে নির্বিঘ্ন ভোট', ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=132dd585aba (১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৩৮৪] *প্রথম আলো*, 'সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের অপেক্ষায় দেশ', ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=11255e5165a&eid=1&imageview=0&epedate=11/02/2026&sedId=1 (১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৩৮৫] *প্রথম আলো*, 'চট্টগ্রাম ২ ও ৪ আসনের ফল ঘোষণা স্থগিত', ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=142da5409eb&eid=1&imageview=0&epedate=14/02/2026&sedId=1 (১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

সারণি ৬: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

রাজনৈতিক জোট/দল	আসন সংখ্যা	বিস্তারিত
বিএনপি ও মিত্ররা	২১২	বিএনপি ২০৯* (২টি স্থগিত আসনে এগিয়ে), গণসংহতি আন্দোলন ১, গণ অধিকার পরিষদ ১, বিজেপি ১
জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ঐক্য	৭৭	জামায়াত ৬৮, এনসিপি ৬, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ২, খেলাফত মজলিস ১
স্বতন্ত্র ও অন্যান্য	৮	স্বতন্ত্র এবং অন্যান্য প্রার্থীরা এই আসনগুলো লাভ করেন

নির্বাচনে বিএনপি ও জামায়াত তাদের ইতিহাসে (১৯৯১-২০২৬) সর্বোচ্চ ভোটহার পায়, যেখানে বিএনপি ৪৯.৯৭%, এবং জামায়াত ৩১.৭৬% ভোট পেয়েছে। নতুন দল এনসিপি পেয়েছে ৩% এর বেশি ভোট। স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন ২৭৩ জন; তারা মোট ৬% ভোট পান। এছাড়া ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ পায় ২.৭% ভোট।[৩৮৬] আরও দেখা যায় নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৫৯% ব্যবসায়ী, ৮৩% উচ্চশিক্ষিত, ৭৩% এর বয়স ৫০ এর বেশি।[৩৮৭]

তবে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্ন হলেও জামায়াত ৩০টি আসনে ভোট গণনায় অনিয়মের অভিযোগ তোলে, যার মধ্যে ছিল – পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষরছাড়া ফল ঘোষণা, ভুয়া এজেন্টের সই, পেনসিল দিয়ে ফল লেখা ইত্যাদি। তারা পুনরায় গণনার আবেদন করলেও নির্বাচন কমিশন তা গ্রহণ না করায় দলটি আদালতে যাওয়ার ঘোষণা দেয়।[৩৮৮]

পোস্টাল ভোট

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রবাসী ও দেশে অবস্থানরত বিশেষ শ্রেণির ভোটারদের জন্য নির্বাচন কমিশন 'পোস্টাল ভোট বিডি' অ্যাপের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু করে। ১৮ নভেম্বর ২০২৫ থেকে বিভিন্ন দেশের জন্য পর্যায়ক্রমে নিবন্ধন শুরু হয় এবং দেশভেদে ২৩ নভেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন সময়সীমা কার্যকর ছিল। প্রবাসী ভোটারদের জন্য এ নিবন্ধনে এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার ১৪৩টি দেশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দেশে অবস্থানরত নির্বাচনী কর্মকর্তারা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে নিয়োজিত ব্যক্তি এবং হেফাজতে থাকা ব্যক্তিদেরও এই অ্যাপের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের জন্য নিবন্ধন করার সুযোগ উন্মুক্ত করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় ৬ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে ১৫ লাখ ৩৩ হাজার ৬৮২ জন নিবন্ধন করেন, যার মধ্যে দেশে ৭ লাখ ৬১ হাজার ১৪০ জন, এবং প্রবাসে ৭ লাখ ৭২ হাজার ৫৪২ জন। ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত তথ্য অনুযায়ী প্রবাসীদের কাছে ৭ লাখ ৬৬ হাজার ৮৬২টি ব্যালট পাঠানো হয়, যার মধ্যে ৫ লাখ ২৭ হাজার ৩৩টি ব্যালট গৃহীত হয়। ঐ সময় পর্যন্ত পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদান করেন ৪ লাখ ৯৪ হাজার ১৮৫ জন, ডাক বিভাগে জমা পড়ে ৪ লাখ ৬৮ হাজার ৯১টি, এবং দেশে পৌঁছেছে ৪ লাখ ২২ হাজার ৯৬০টি ব্যালট। একইসাথে দেশের ভেতরেও পোস্টাল ব্যালট পাঠানো অব্যাহত ছিল, যেখানে ৬ লাখ ৯৪ হাজার ১৪৬টি ব্যালট পাঠানো হয়েছে এবং ৩৮১,০০৭ জন তা গ্রহণ করেছেন।[৩৮৯]

তবে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কিছু অনিয়মের অভিযোগও ওঠে, বিশেষত বাহরাইনে খাম গণনা নিয়ে ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় বিএনপি অভিযোগ তোলে যে আগাম ভোট, ঠিকানা অনুযায়ী ব্যালট না যাওয়া, বা একটি বাড়ি থেকে বহু ব্যালট পাওয়ার মত অনিয়ম ঘটছে। তবে নির্বাচন কমিশন জানায়, ভিডিওতে খাম খোলার কোনো প্রমাণ নেই এবং তদন্ত চলছে।[৩৯০]

---

[৩৮৬] *প্রথম আলো*, 'দুই দলই সবচেয়ে বেশি হারে ভোট পেয়েছে এবার: বিএনপির ভোট ৪৯.৯৭%, জামায়াতের ৩১.৭৬%', ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=162d5c1d8e7&eid=1&imageview=0&epedate=16/02/2026&sedId=1 (১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৩৮৭] *প্রথম আলো*, 'নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৫৯% ব্যবসায়ী', ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=15277181896&eid=1&imageview=0&epedate=15/02/2026&sedId=1 (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৩৮৮] *প্রথম আলো*, '৩০টি আসনে আবার ভোট গণনা চায় জামায়াত', ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=1524b40b278&eid=1&imageview=0&epedate=15/02/2026&sedId=1 (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৩৮৯] *প্রথম আলো*, 'দেশে এসেছে সোয়া ৪ লাখ পোস্টাল ব্যালট', ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=8296588e4c&eid=1&imageview=0&epedate=08/02/2026&sedId=1 (৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৩৯০] *প্রথম আলো*, 'বিএনপি ও জামায়াতের পৃথক অভিযোগ ইসিতে', ১৬ জানুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=161e25c4a8f (২০ জানুয়ারি ২০২৬); প্রথম আলো, 'খাম খোলা হয়েছে, ভিডিওতে এমন কিছু দেখা যায়নি : ইসি', ১৫ জানুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=151785ea41e&eid=1&imageview=0&epedate=15/01/2026&sedId=1 (১৫ জানুয়ারি ২০২৬)।

আচরণ বিধি লঙ্ঘন

২০২৬ সালের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের ব্যাপক প্রবণতা লক্ষ করা গেছে, এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে জরিমানা, শোকজ নোটিশ, আটক ও দণ্ড - এসব ঘটনা ধারাবাহিকভাবে ঘটেছে। নির্বাচন কমিশন এবারই প্রথম প্রার্থীদের কাছ থেকে আচরণবিধি মেনে চলার লিখিত অঙ্গীকারনামা নিলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন ছিল সীমিত। আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, লঙ্ঘনের অভিযোগে সবচেয়ে বেশি অভিযুক্ত হয়েছেন বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপির প্রার্থীরা; তবে অন্যান্য দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর বিরুদ্ধেও অভিযোগ ছিল।[৩৯১] আচরণবিধি লঙ্ঘনের মধ্যে শোডাউন ও শোভাযাত্রা, অসময়ে প্রচারণা ও ডিজিটাল বিধি ভঙ্গ, অর্থ ও উপহার বিতরণ, জনভোগান্তি ও সহিংসতা, কার্যালয় দখল, এবং ভোটগ্রহণের দিন জাল ভোট ও ব্যালট ছিনতাই উল্লেখযোগ্য।

এসব আচরণ বিধি ভঙ্গের জন্য অন্তত ২৭টি জেলায় ৭৩ জন প্রার্থীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়, যার মধ্যে বিএনপির ৩৫ জন এবং জামায়াতে ইসলামীর ১৮ জন ছিলেন। এছাড়া তফসিল ঘোষণার পর চট্টগ্রাম-১৫ আসনে শত শত গাড়ি নিয়ে শোভাযাত্রা করার অপরাধে বিএনপির প্রার্থীকে প্রথম জরিমানা (৫০,০০০ টাকা) করা হয়। মাদারীপুর-২ ও জামালপুর-৫ আসনেও একইভাবে অতিরিক্ত কর্মী-সমর্থক নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা বা প্রচারণার কারণে প্রার্থীরা শোকজ ও সতর্কবার্তার সম্মুখীন হন। প্রতীক বরাদ্দের আগেই ফেসবুকে ভোট চাওয়া, হ্যান্ডবিল বিলি এবং লিফলেট বিতরণের দায়ে মামুনুল হক, সারজিস আলম এবং নাহিদ ইসলামসহ অনেক শীর্ষ নেতাকে শোকজ করা হয়। নির্ধারিত সময়ের আগে ব্যানার-ফেস্টুন ও তোরণ নির্মাণের দায়েও অনেককে জরিমানা করা হয়।

ভোটারদের প্রভাবিত করতে টাকা ও কম্বল বিতরণের ঘটনা ঘটে, যার জন্য সোনাগাজীতে বিএনপি ও জামায়াত নেতাদের জরিমানা করা হয়। ভোটের আগের দিন নীলফামারী, পটুয়াখালী ও লক্ষ্মীপুরসহ ছয়টি জেলায় জামায়াত-বিএনপির কর্মীদের কাছ থেকে কোটি টাকা উদ্ধার করা হয় এবং অনেককে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।[৩৯২] নির্বাচনের আগে শেষ সপ্তাহে বিভিন্ন জেলায় বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ উদ্ধার হয় – এর মধ্যে নীলফামারীতে জামায়াত নেতার কাছ থেকে ৭৪ লাখ টাকা, কলাপাড়ায় স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতার কাছ থেকে ৫০ লাখ, লক্ষ্মীপুরে ১৫ লাখ এবং কুমিল্লা, জামালপুর ও শরীয়তপুরে আরও কয়েক লাখ টাকা পাওয়া যায়। কম্বল বিতরণ করায় সোনাগাজীতে বিএনপির একজন নেতাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। ভোটারদের মধ্যে টাকা বিতরণের অভিযোগে কয়েকজনকে ভ্রাম্যমাণ আদালত কারাদণ্ড দেন। শরীয়তপুরে জামায়াত নেতাকে দুই বছরের দণ্ড দেওয়া হয়। জামালপুরে প্রার্থীর পক্ষে সংবাদপত্রে প্রতীকসহ বিজ্ঞাপন প্রচারের অভিযোগে শোকজ, এবং সাতক্ষীরা, ঝালকাঠি, পঞ্চগড়সহ বিভিন্ন জেলায় বৈদ্যুতিক খুঁটিতে পোস্টার লাগানো, ব্যানার স্থাপন এবং তোরণ নির্মাণকে কেন্দ্র করে একাধিক প্রার্থীকে নোটিশ দেওয়া হয়।

যশোরে জামায়াতে ইসলামীর জনসভার কারণে সড়ক অবরোধ হয়ে তীব্র জনভোগান্তি সৃষ্টি হয়। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনী কার্যালয় দখল, হামলা ও নারী কর্মীদের হেনস্তার অভিযোগও পাওয়া গেছে। বাগেরহাট, টাঙ্গাইল, খুলনা ও মাদারীপুরে প্রচারণায় বাধা, কার্যালয় দখল, হামলা-মামলার অভিযোগ ওঠে। এসব ঘটনায় নারী কর্মীসহ অন্তত ১৪ জন আহত হন। সবশেষে, ভোটগ্রহণের দিন জাল ভোট ও ব্যালট ছিনতাইয়ের মতো অপরাধে ১৪ জেলায় অন্তত ৪৬ জনকে কারাদণ্ড ও জরিমানা করা হয়।[৩৯৩] নির্বাচন কমিশন কঠোর অবস্থানের কথা জানালেও অনেক প্রার্থী ও দল কমিশনের নিরপেক্ষতা ও বৈষম্যমূলক আচরণ নিয়ে পাল্টা অভিযোগ তোলেন।

নির্বাচনী সহিংসতা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণার পর ৬০ দিনে ২৩৭টি 'সহিংস' ঘটনা ঘটে, যাতে নিহত হন ১৭ জন, যদিও নিহতের ঘটনার মধ্যে পাঁচটিকে সরাসরি রাজনীতিসংশ্লিষ্ট বলা যায় বলে সরকার দাবি করে। অন্যদিকে আহত হয়েছেন ১ হাজার ১০৯ জন। পুলিশের একটি হিসাবে দেখা যায়, ২০২৫ সালের ১২ ডিসেম্বর তফসিল ঘোষণার পর ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত সহিংস ঘটনা ঘটেছে ২০০টি। এরপর প্রথম আলোতে প্রকাশিত সংবাদ বিশ্লেষণ করে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ৩৭টি সহিংস ঘটনা পাওয়া যায়। মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির (এইচআরএসএস) সংকলিত হিসাবে তফসিল ঘোষণার পর থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ১৬২টি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে, যেখানে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ শরিফ ওসমান হাদি এবং বিএনপির তিনজন ও জামায়াতে

[৩৯১] *প্রথম আলো*, 'আচরণবিধি ভাঙছেন সব দলের প্রার্থীরাই', ২০ জানুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=201a8345291&eid=1&imageview=0&epedate=20/01/2026&sedId=1 (২০ জানুয়ারি ২০২৬)।

[৩৯২] *প্রথম আলো*, 'ভোটের আগের দিন ছয় জেলায় টাকা উদ্ধার, আটক, দণ্ড', ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=12262b56744 (১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৩৯৩] *প্রথম আলো*, 'বিধি লঙ্ঘনসহ বিভিন্ন অপরাধ: ৪৬ জনকে কারাদণ্ড, জরিমানা', ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=132301a2529 (১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

ইসলামীর একজন রয়েছেন; আহত হয়েছেন ৯৭০ জন। এর বাইরে ১ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত প্রথম আলোতে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, সহিংস ঘটনায় আহত হয়েছেন ১৩৯ জন। সব মিলিয়ে আহতের সংখ্যা ১ হাজার ১০৯ জন।[৩৯৪]

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণের পরও দেশের বিভিন্ন স্থানে হামলা, সংঘর্ষ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। পুলিশের হিসাবে ১৩ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা পর্যন্ত নির্বাচনোত্তর ৪৭টি বড় ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় ২ জন নিহত এবং আহত হন অন্তত ১৬৬ জন। এর বাইরে মিছিল, বিক্ষোভ, বাগ্‌বিতণ্ডা, হাতাহাতিসহ ছোটখাটো আরও ১৫টি ঘটনা ঘটে। বেশির ভাগ ঘটনাই ঘটেছে নির্বাচনের ফলাফলকে কেন্দ্র করে বিজয়ী ও পরাজিত প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর হামলা, অফিস ভাঙচুর এবং ভোট পুনর্গণনার দাবিতে বিক্ষোভ থেকে। ৪৭টি ঘটনার মধ্যে ১২টিতে মামলা হয়, ২০টি ঘটনায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়, এবং সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।[৩৯৫] অন্যদিকে প্রথম আলোর হিসাব অনুযায়ী ভোটের দিন ১২ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার পর থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি রাত পর্যন্ত দেশের অন্তত ২৩ জেলার ২৮টি স্থানে বিএনপি-জামায়াত এবং বিএনপি ও বিদ্রোহী পক্ষের সংঘাতের ঘটনায় দুই শতাধিক ব্যক্তি আহত ও দুজন নিহত হন।[৩৯৬] সবশেষে 'সকল প্রাণের নিরাপত্তা (সপ্রান)'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ১৩ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশে নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতায় ৫ জন নিহত ও ২২৬ জন আহত হন, এবং দেশের অন্তত ১৫টি স্থানে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।[৩৯৭]

অপতথ্য

বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ও পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এআই-নির্ভর বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ও ভুয়া কনটেন্টের ব্যাপক বৃদ্ধি নির্বাচনকে ঘিরে উদ্বেগজনক পরিবেশ সৃষ্টি করে। একটি বিশ্লেষণে দেখা যায়, নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দের আগেই ফেসবুক, টিকটক ও ইউটিউবসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে রাজনৈতিক চরিত্রহনন, সেনা কর্মকর্তার নামে ভুয়া বক্তব্য, ধর্মীয় উসকানি এবং যৌন ইঙ্গিতযুক্ত এআই-এর তৈরি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে।[৩৯৮] আইনগতভাবে এমন কার্যক্রম নিষিদ্ধ হলেও নির্বাচন কমিশন ও সরকারের পক্ষ থেকে দৃশ্যমান প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সীমিত ছিল, যা নির্বাচনি পরিবেশে আস্থার সংকট বাড়ায়।

এদিকে বিভিন্ন ফ্যাক্ট-চেকিং প্ল্যাটফর্মের পর্যবেক্ষণ ইঙ্গিত করে যে তফসিল ঘোষণার পর থেকেই অপতথ্য দ্রুত ছড়িয়েছে। অন্যদিকে তফসিল ঘোষণার পর থেকে ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন ৮৬ হাজারেরও বেশি এআই-সৃষ্ট ছবি ও ভিডিও শনাক্ত করে, যার মধ্যে ৩৬ হাজারের বেশি রাজনৈতিক বিদ্বেষমূলক ও সহিংসতাপূর্ণ। এসব কনটেন্টের প্রায় ৯০ শতাংশই ফেসবুকে প্রকাশিত হয়েছে এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির ই-মনিটর প্লাস প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সেগুলো শনাক্ত করা হয়েছে। তবুও কমিশনের পক্ষ থেকে বড় কোনো দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।[৩৯৯] রিউমর স্ক্যানার মোট ৫৪৫টি ভুল তথ্য শনাক্ত করে, আর ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নির্বাচন-সংক্রান্ত ৭৫৭টি অপতথ্য শনাক্ত করে - অর্থাৎ গুজবের বেশির ভাগই ছড়িয়েছে তফসিল ঘোষণার পর।[৪০০]

ডিসমিসল্যাবের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার দিন থেকে ভোট গ্রহণের পরের এক সপ্তাহ পর্যন্ত সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানো ৫২৮টি অপতথ্যের ৪৫ শতাংশ ছিল ভোটসংশ্লিষ্ট। শুরুর দিকে নির্বাচন আদৌ হবে কি না, সেই সন্দেহ তুলে ধরে এবং শেষ দিকে ভোটে কারসাজির অভিযোগ তুলে অপতথ্য ছড়ানো হয়েছে। রিউমর স্ক্যানার, বুমবিডি, নিউজচেকার, ফ্যাক্ট ক্রিসেন্ডো, ফ্যাক্ট ওয়াচ, এএফপি বাংলাদেশ, আজকের পত্রিকা, ডিসমিসল্যাব এবং দ্য ডিসেন্ট মিলে এই অপতথ্যগুলো শনাক্ত করে।[৪০১]

---

[৩৯৪] *প্রথম আলো*, 'তফসিলের পর ২৩৭ 'সহিংস' ঘটনা,' ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=1029c5c0cce&eid=1&imageview=0&epedate=10/02/2026&sedId=1 (১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৩৯৫] *প্রথম আলো*, 'ভোটের পরে সারা দেশে ৪৭টি হামলা-সংঘাত', ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=162130d5370&eid=1&imageview=0&epedate=16/02/2026&sedId=1 (১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৩৯৬] *প্রথম আলো*, 'নির্বাচন-পরবর্তী সংঘাত: বিএনপি ও বিদ্রোহীর সমর্থকদের সংঘর্ষে আহত ৬, ঘরে আগুন', ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=18208eba580&eid=1&imageview=0&epedate=18/02/2026&sedId=1 (১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৩৯৭] *প্রথম আলো*, 'নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতায় এক সপ্তাহে নিহত ৫, বেশি প্রভাব ৮ জেলায়', ০১ মার্চ ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/dayxe431bn (১১ মার্চ ২০২৬)।

[৩৯৮] *প্রথম আলো*, 'ভিডিওগুলো এআই দিয়ে তৈরি, অপপ্রচার চলছে, ব্যবস্থা নেই', ১৯ জানুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=191435e55b6 (২০ জানুয়ারি ২০২৬)।

[৩৯৯] কাজী জেবেল, 'ভুয়া ভিডিও, বিকৃত ছবি ও মিথ্যা বক্তব্য', *যুগান্তর*, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.jugantor.com/tp-firstpage/1061865 (৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৪০০] *প্রথম আলো*, 'ভোটের মধ্যেও ছিল অপতথ্যের বিস্তার', ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=132ae5a0510 (১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৪০১] সৈয়দ রিফাত মোসলেম, '৭২ দিনে ১,১৮৫ রাজনৈতিক অপতথ্য, ভোট নিয়েই ৪৫%', *প্রথম আলো*, ২ মার্চ ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=237f6ad709 (১১ মার্চ ২০২৬)।

নির্বাচনের ফলাফল নিয়েও গুজব ছড়িয়েছে বলে দেখা যায়। সামাজিক মাধ্যমে দাবি করা হয় যে ৫৩-৫৭টি আসনে জামায়াতকে কারচুপি করে হারানো হয়েছে। তবে ডিসমিসল্যাব ও প্রথম আলোর যৌথ বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে মাত্র ২২টি আসনে পাঁচ হাজার ভোটের কম ব্যবধানে ফল নির্ধারিত হয়েছে, এবং এসব আসনের অর্ধেকেই জামায়াত জোট জয়ী হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ৫০টি আসনের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, কোনো নির্দিষ্ট জোটকে লক্ষ্য করে কারচুপির অভিযোগ ভিত্তিহীন।[৪০২]
সার্বিকভাবে দেখা যায়, এআই-ভিত্তিক ভুয়া কনটেন্ট ও অপতথ্য নির্বাচনের তথ্যপ্রবাহকে ব্যাপকভাবে বিকৃত করেছে এবং জনমনে বিভ্রান্তি ও অবিশ্বাস বাড়িয়েছে।

গণভোট

২০২৫ সালের ১৩ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশসহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। তাঁর ওই ভাষণের আগে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে 'জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫' অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে ২৫ নভেম্বর ২০২৫ 'গণভোট অধ্যাদেশ ২০২৫' জারি করেন রাষ্ট্রপতি, যেখানে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে গণভোট একই দিনে করার কথা জানানো হয়। এর মধ্য দিয়ে জুলাই জাতীয় সনদ আইনি ভিত্তি পায়।[৪০৩]

গণভোটের প্রশ্ন ছিল 'আপনি কি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং জুলাই জাতীয় সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার-সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলোর প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করছেন?' যাঁরা সম্মতি জানাবেন তাঁরা 'হ্যাঁ' ভোট দেবেন এবং যাঁরা সম্মতি জানাবেন না তাঁরা 'না' ভোট দেবেন। যে চারটি বিষয়ের ওপর গণভোট হয়েছে সেগুলো হলো:

(ক) নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান জুলাই সনদে বর্ণিত প্রক্রিয়ার আলোকে গঠন করা হইবে।

(খ) আগামী জাতীয় সংসদ হইবে দুই কক্ষ বিশিষ্ট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হইবে এবং সংবিধান সংশোধন করিতে হইলে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন দরকার হইবে।

(গ) সংসদে নারী প্রতিনিধি বৃদ্ধি, বিরোধী দল হইতে ডেপুটি স্পীকার ও সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচন, মৌলিক অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্থানীয় সরকার, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাসহ তফসিলে বর্ণিত যে ৩০টি বিষয়ে জুলাই জাতীয় সনদে একমতো হইয়াছে- সেগুলো বাস্তবায়ন জাতীয় সংসদ নিশ্চিত করিতে বিজয়ী রাজনৈতিক দলগুলো বাধ্য থাকিবে।

(ঘ) জুলাই জাতীয় সনদে বর্ণিত অপরাপর সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বাস্তবায়ন করা হইবে।[৪০৪]

অধ্যাদেশে জুলাই সনদ অনুসারে যে ৩০টি বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে সেগুলো তফসিল আকারে উল্লেখ করা হয়। যেমন, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদের বিষয়ে বলা হয়েছে একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী পদে যত মেয়াদ বা যতবারই হোক, সর্বোচ্চ ১০ বছর থাকতে পারবেন, এ জন্য সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদগুলোর প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে। এ রকম ঐকমত্য হওয়া অন্যান্য প্রস্তাব তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য যেসব ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হবে, সেগুলোতেই গণভোট হবে। সংসদ নির্বাচনের জন্য তৈরি করা ভোটার তালিকাই হবে গণভোটের ভোটার তালিকা। সংসদ নির্বাচনের সময়ই হবে গণভোটের সময়। তবে গণভোটের ব্যালট জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যালট থেকে পৃথক হবে। গণভোটের ব্যালট হবে ভিন্ন রঙের; যাতে কেউ বিভ্রান্ত না হয়। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য যেসব রিটার্নিং কর্মকর্তা, সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা, প্রিসাইডিং কর্মকর্তা বা পোলিং কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে, তাঁরা গণভোটেও দায়িত্ব পালন করবেন। যদি কোনো কারণে প্রিসাইডিং কর্মকর্তা মনে করেন ভোট নেওয়া যাচ্ছে না, তাহলে তিনি তা স্থগিত করতে পারবেন। এ সংক্রান্ত অন্যান্য নিয়ম-কানুন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতোই থাকবে।

গণভোটের প্রচারণা

গণভোটের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ছিল সরকারের 'হ্যাঁ' ভোটের পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা। এক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে ছিল - টিভি, রেডিও, সোশ্যাল মিডিয়া ও সুপার-ক্যারাভান দিয়ে দেশব্যাপী প্রচারণা; ৮০ লাখ লিফলেট, ৫৭ হাজার ব্যানার তৈরি ও প্রদর্শন; সরকারি চিঠিপত্রে গণভোটের লোগো বাধ্যতামূলক করা; বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুলমাদ্রাসায় 'হ্যাঁ' প্রচার অভিযান; শিক্ষার্থীদের মধ্যে লিফলেট ও ভিডিও প্রদর্শন; ইসলামিক ফাউন্ডেশন-নিয়ন্ত্রিত ইমাম সম্মেলন, ইমামদের মাধ্যমে প্রচার; পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ৩.৭ কোটি গ্রাহকের কাছে 'হ্যাঁ' লিফলেট বিতরণ; ব্যাংকগুলোকে কর্পোরেট সোশাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) তহবিল থেকে 'হ্যাঁ' প্রচারে অর্থ ব্যয় করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা; এবং প্রায় ২১ লাখ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে মাঠে

---

[৪০২] *প্রথম আলো*, '২২ আসনে ৫ হাজার ভোটের কম ব্যবধানে জয়-পরাজয়', ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=142de740071&eid=1&imageview=0&epedate=14/02/2026&sedId=1 (১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৪০৩] বিস্তারিত দেখুন 'গণভোট অধ্যাদেশ, ২০২৫' (২০২৫ সনের ৬৭ নং অধ্যাদেশ), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1580.html (২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৪০৪] https://gonovote.gov.bd/ (১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

নামানো–ব্যানার টাঙানো, ফেসবুকে পোস্ট দেওয়া, উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণের নির্দেশ। তবে গণভোট নিয়ে সরকারের প্রচারণা যথেষ্ট নয় বলে প্রথমদিকে সমালোচনা হলেও পরবর্তীতে প্রচারণা গতি পেয়েছে বলে লক্ষ করা যায়।[৪০৫]

অন্যদিকে গণভোটের প্রচার নিয়ে সরকারের উদ্যোগ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব তিনটি - বিচার, সংস্কার ও নির্বাচন। যেহেতু এই গণভোট সংস্কার বাস্তবায়নের অংশ, তাই সরকার 'হ্যাঁ'-এর পক্ষে প্রচার চালাতে পারে এবং এ বিষয়ে কোনো আইনি বাধা নেই - এমন মতামত আইনবিশেষজ্ঞদের লিখিত মতের ভিত্তিতে দেওয়া হয়।[৪০৬] অন্যদিকে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া হয়, যেখানে বলা হয় প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি গণভোট বিষয়ে জনগণকে অবহিত ও সচেতন করতে পারবেন। তবে তিনি গণভোটে 'হ্যাঁ'-এর পক্ষে বা 'না'-এর পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য জনগণকে কোনোভাবে আহ্বান জানাতে পারবেন না। এ ধরনের কার্যক্রম গণভোটের ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে, যা গণভোট অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর ধারা ২১ এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর অনুচ্ছেদ ৮৬ অনুযায়ী একটি দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। রিটার্নিং কর্মকর্তাদের এ বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়।[৪০৭] ফলে আইনগত ব্যাখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয় – সরকার বলে তারা প্রচার করতে পারে, কমিশন বলে সরকারি কর্মচারীরা পারে না। তবে বিশেষজ্ঞের মতে এই নির্দেশনা আইনি ব্যাখ্যায় ত্রুটিপূর্ণ, কারণ আরপিও'র ৮৬ ধারা শুধুমাত্র সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, গণভোটে নয়।[৪০৮]

গণভোটের ফলাফল

২০২৬ এর ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনই গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। ব্যালট পেপার আলাদা রঙের করা হয় যাতে ভোটাররা সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ব্যালট গুলিয়ে না ফেলেন। প্রবাসীসহ চার শ্রেণির ভোটারের জন্য পোস্টাল ব্যালটেও গণভোটের সুযোগ রাখা হয়। গণভোট সংসদ নির্বাচনের একই কেন্দ্রে, একই কর্মকর্তাদের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাতে গণভোটের ফলাফলের গেজেট প্রকাশ করা হয়। এই গেজেট অনুযায়ী গণভোটে মোট ভোট পড়ে ৭ কোটি ৭৬ লাখ ৯৫ হাজার ২৩টি। ভোট বাতিল হয় ৭৪ লাখ ২২ হাজার ৬৩৭টি। মোট বৈধ ভোট ৭ কোটি ২ লাখ ৭২ হাজার ৩৮৬টি। 'হ্যাঁ' ভোটের সংখ্যা ৪ কোটি ৮২ লাখ ৬৬০। 'না' ভোটের সংখ্যা ২ কোটি ২০ লাখ ৭১ হাজার ৭২৬।

আসনভিত্তিক ফলাফলে দেখা যায় ২৮৮ আসনে 'হ্যাঁ' ভোট জয়ী হয়েছে এবং ১১ আসনে 'না' ভোট (গোপালগঞ্জের তিনটি আসনসহ) জয়ী হয়েছে। সংসদ নির্বাচনের চেয়ে গণভোটে ভোটের হার কিছুটা বেশি হওয়ার কারণ হিসেবে নির্বাচন কমিশন জানায়, আদালতের নিষেধাজ্ঞায় দুটি আসনের সংসদীয় ফলাফল স্থগিত থাকলেও সেখানে গণভোটের ভোট গণনা করা হয়েছে। এছাড়া অধ্যাপক আলী রীয়াজের মতে, কিছু ভোটার শুধু গণভোটেই অংশ নিয়েছেন। তবে আরও দেখা যায়, সুনামগঞ্জ-১ আসনে সর্বোচ্চ সংখ্যক (৪৯,৩৯৪টি) ভোট বাতিল হয়েছে, যা একটি অস্বাভাবিক চিত্র। নেত্রকোনার ৩টি আসনে (৩, ৪ ও ৫) মোট ভোটারের চেয়েও বেশি 'হ্যাঁ' ভোট পড়ার যে তথ্যটি নির্বাচন কমিশনের সচিবালয় থেকে শুরুতে প্রকাশিত হয়েছিল, তা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন দেখা দেয়। পরবর্তীতে এই তথ্য নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে সরিয়ে ফেলা হলেও নতুন কোনো সংশোধিত গেজেট বা ব্যাখ্যা নিয়ে অস্পষ্টতা থেকে যায়।[৪০৯]

---

[৪০৫] *প্রথম আলো*, 'গণভোট নিয়ে সরকার কার্যকর প্রচার চালাচ্ছে না', ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=28123e1a1cef (৩০ ডিসেম্বর ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'গণভোট নিয়ে এখনো জোরালো প্রচার নেই', ১২ জানুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=121668d4bb5&eid=1&imageview=0&epedate=12/01/2026&sedId=1 (১২ জানুয়ারি ২০২৬); উবায়দুল্লাহ বাদল, "হ্যাঁ' প্রচারে ২১ লাখ সরকারি কর্মচারীকে মাঠে নামার নির্দেশ', *কালের কণ্ঠ*, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2026/01/28/1639373 (২৯ জানুয়ারি ২০২৬)।

[৪০৬] *প্রথম আলো*, 'হ্যাঁ' ভোটের পক্ষে সরকারের প্রচারণায় আইনি বাধা নেই', ১২ জানুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=121b3c57b0c&eid=1&imageview=0&epedate=12/01/2026&sedId=1 (১২ জানুয়ারি ২০২৬)।

[৪০৭] *প্রথম আলো*, 'প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের গণভোটে 'হ্যাঁ' বা 'না'-এর পক্ষে প্রচার দণ্ডনীয়: ইসি', ২৯ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/politics/n6r854zjwy (৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)। উল্লেখ্য, গণভোট অধ্যাদেশের ২১ ধারায় বলা আছে, 'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ ও সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান মোতাবেক যেসব কার্য অপরাধ ও নির্বাচনী আচরণবিধির লঙ্ঘন হিসাবে গণ্য, একই ধরনের কার্য গণভোটের ক্ষেত্রেও যতদূর প্রযোজ্য, অপরাধ ও আচরণবিধির লঙ্ঘন বলিয়া গণ্য হইবে, এবং এরূপ ক্ষেত্রে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ ও সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান প্রয়োগ করিয়া এখতিয়ারসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত অপরাধের বিচার এবং আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।' অন্যদিকে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৮৬ ধারায় বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি কোনোভাবে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে তাঁর সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার করলে তিনি সর্বোচ্চ পাঁচ বছর ও সর্বনিম্ন এক বছর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবেন।

[৪০৮] বদিউল আলম মজুমদার, 'নির্বাচন কমিশনের মস্ত বড় ভুল নির্দেশনা', *প্রথম আলো*, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=72ef4892f9&eid=1&imageview=0&epedate=07/02/2026&sedId=1 (৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৪০৯] মুকিমুল আহসান, 'গণভোট ও সংসদ নির্বাচনের ভোটের হারে পার্থক্যের কারণ কী?', *বিবিসি নিউজ বাংলা*, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.bbc.com/bengali/articles/cde4k8egpelo.lite (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

ফলাফল প্রকাশের ১৩ দিন পর ২৫ ফেব্রুয়ারি গণভোটের ফলাফল সংশোধন করে সংশোধিত গেজেট প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন।[৪১০] তাতে আগে প্রকাশিত ফলাফলের চেয়ে মোট প্রদত্ত ভোট ১০ লাখ ৭৩ হাজার ৬১৬ কম দেখা যায়। সংশোধিত ফলাফলে 'হ্যাঁ' ও 'না' ভোটের সংখ্যা কমেছে, বেড়েছে বাতিল হওয়া ভোটের সংখ্যা। সংশোধিত ফলাফলের গেজেটে বলা হয়, গণভোটে মোট ভোট পড়েছে ৭ কোটি ৬৬ লাখ ২১ হাজার ৪০৭টি (৬০.১৯ %)। 'হ্যাঁ' ভোটের সংখ্যা ৪ কোটি ৭২ লাখ ২৫ হাজার ৯৮০ (৬১.৬৪%), এবং 'না' ভোটের সংখ্যা ২ কোটি ১৯ লাখ ৬০ হাজার ২৩১ (২৮.৬৬ %)। বাতিল ভোটের সংখ্যা ৭৪ লাখ ৩৫ হাজার ১৯৬ (৯.৭%)।[৪১১]

নির্বাচন পর্যবেক্ষণ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশন দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষক নিবন্ধন, যাচাই এবং আমন্ত্রণ প্রক্রিয়া বিস্তৃতভাবে পরিচালনা করে। এ প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক উদ্যোগের পাশাপাশি সক্ষমতা-সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন, বিতর্ক এবং সংশোধনী সিদ্ধান্তও দেখা যায়। নির্বাচন কমিশন পূর্বের নিবন্ধিত ৯৬টি সংস্থার নিবন্ধন বাতিলের পর (১৮ জুলাই ২০২৫) নতুন করে আবেদন আহ্বান করে। এই প্রক্রিয়ায় মোট ৩১৮টি আবেদন জমা পড়লে প্রাথমিকভাবে ৭৩টি সংস্থাকে 'নিবন্ধনযোগ্য' তালিকায় রাখা হয় (২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫), এবং আপত্তি-শুনানি শেষে ৮১টি স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থাকে নিবন্ধন দেওয়া হয় (প্রথম ধাপে ৬৬টি এবং দ্বিতীয় ধাপে ১৫টি), যাদের মোট ৫৫ হাজার ৪৫৪ জন পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পালন করার কথা ছিল। তবে এর মধ্যে অনেক সংস্থার সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। যেমন, প্রথম আলোর মাঠ-পর্যায়ের অনুসন্ধানে দেখা যায় প্রাথমিকভাবে নিবন্ধনযোগ্য হিসেবে বিবেচিত ৭৩টি সংস্থার মধ্যে বহু প্রতিষ্ঠান নামসর্বস্ব বা অকার্যকর। এর ৪৩টির মধ্যে সাতটির কোনো অফিস না থাকা, ছয়টি প্রতিষ্ঠানের অফিস বাড়ির এক কক্ষ, ৫০ জনের বেশি কর্মী আছে মাত্র ছয়টি সংস্থায়, কিছু প্রতিষ্ঠানের দেওয়া ঠিকানা চা-বিস্কুটের দোকান বা পরিত্যক্ত ঘর হিসেবে পাওয়া উল্লেখযোগ্য।[৪১২] পরবর্তীতে 'ডামি' হিসেবে পরিচিত একটি সংস্থাকে ১০,০০০ পর্যবেক্ষক কার্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রতিবেদন প্রকাশের পর স্থগিত করে নির্বাচন কমিশন।[৪১৩] এছাড়া বিদেশি পর্যবেক্ষকদের আতিথেয়তা নিয়ে সমালোচনা হয়। নির্বাচন কমিশন বিদেশি পর্যবেক্ষকদের থাকা-খাওয়ার ব্যয় বহনের সিদ্ধান্ত নিলে টিআইবি এটিকে বৈষম্যমূলক, "স্বার্থের দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী" এবং পর্যবেক্ষকদের স্বাধীনতায় হুমকি হিসেবে সমালোচনা করে।[৪১৪]

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য মোট ৩০টি দেশ ও ৫টি আন্তর্জাতিক সংস্থাকে আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ পাঠানো হয়।[৪১৫] ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (ইইউ) পক্ষ থেকে ১৭৭ সদস্যের পর্যবেক্ষক মিশন (ইইউইওএম) অংশ নেয়। এছাড়া ১৬টি দেশ থেকে মোট ৫৭ জন অংশগ্রহণ করে, যার মধ্যে মালয়েশিয়া (১৪ জন), তুরস্ক (১২ জন), ইন্দোনেশিয়া (৫ জন), জাপান (৪ জন) ও পাকিস্তান (৩ জন), এবং অন্যান্য দেশ (ভুটান, মালদ্বীপ, ফিলিপাইন, জর্ডান, জর্জিয়া, রাশিয়া, কিরগিজস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, ইরান, উজবেকিস্তান) থেকে ১-২ জন অংশগ্রহণ করে। ইসলামি সহযোগিতা সংস্থাসহ (ওআইসি) পাঁচটি আন্তর্জাতিক সংস্থা অন্তত ৬৩ জন পর্যবেক্ষক পাঠাতে সম্মত হয়। এ ছাড়া এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশনস (আনফ্রেল) থেকে ২৮ জন, কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট থেকে ২৫ জন, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট (আইআরআই) থেকে সাতজন এবং ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট (এনডিআই) থেকে একজন, ভয়েস ফর জাস্টিস, ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল, এসএনএএস আফ্রিকা, সার্ক মানবাধিকার ফাউন্ডেশন এবং পোলিশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের মতো সংস্থার প্রতিনিধিত্বকারী ৩২ জন ব্যক্তি পর্যবেক্ষক হিসেবেও নির্বাচনী কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন।[৪১৬] এছাড়া ভোট পর্যবেক্ষণ ও কভারেজের জন্য ২১ দেশের প্রায় ২০০ সাংবাদিক বাংলাদেশে আসেন।[৪১৭]

---

[৪১০] *প্রথম আলো*, 'গণভোটের ফল আবার সংশোধন করল ইসি', ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/g1jn2ts140 (১১ মার্চ ২০২৬)।

[৪১১] নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট, http://103.183.38.66:81/gonovote/result (১১ মার্চ ২০২৬)।

[৪১২] *প্রথম আলো*, 'ভোট পর্যবেক্ষণে নামসর্বস্ব সংস্থাও', ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=3090e53426b&eid=1&imageview=0&epedate=30/09/2025&sedId=1 (৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'সংস্থার দেওয়া ঠিকানায় চা-বিস্কুটের দোকান', ২ অক্টোবর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=210d9ae3a25 (৬ অক্টোবর ২০২৫)।

[৪১৩] *প্রথম আলো*, 'পাশা'র নির্বাচন পর্যবেক্ষণ স্থগিত: প্রথম আলোর প্রতিবেদনের পর ইসির সিদ্ধান্ত,' ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=82a09ee7c9&eid=1&imageview=0&epedate=08/02/2026&sedId=1 (৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৪১৪] *ডেইলি স্টার*, 'বিদেশি পর্যবেক্ষকদের খরচ বহনের 'বৈষম্যমূলক' সিদ্ধান্ত বাতিল চায় টিআইবি', ৬ জানুয়ারি ২০২৬, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-729506 (৭ জানুয়ারি ২০২৬)।

[৪১৫] *প্রথম আলো*, '৩০টি দেশ, ইইউসহ ৫ সংস্থাকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের আমন্ত্রণ', ৭ জানুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=712bec9189&eid=1&imageview=0&epedate=07/01/2026&sedId=1 (৭ জানুয়ারি ২০২৬)।

[৪১৬] *প্রথম আলো*, 'নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠাচ্ছে ১৬ দেশ', ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=311ffdaaca8 (৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬); *প্রথম আলো*, 'আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে আসছেন ৩৩০ আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক', ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/politics/8o1q23af0i (৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৪১৭] *প্রথম আলো*, 'নির্বাচনের খবর সংগ্রহে আসছেন ২১ দেশের প্রায় ২০০ গণমাধ্যমকর্মী', ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=102cf731868&eid=1&imageview=0&epedate=10/02/2026&sedId=1 (১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

২০২৬ সালের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জুলাই সনদ গণভোট পরবর্তী আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দলগুলোর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার একটি ইতিবাচক চিত্র পাওয়া যায়। ২০০৮ সালের পর এটিই প্রথম কোনো নির্বাচন যা আন্তর্জাতিক মহলে 'নতুন বেঞ্চমার্ক' বা মানদণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

- **ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইউ)** - মিশন প্রধান ইভার্স ইজাবস নির্বাচনকে 'নির্ভরযোগ্য ও প্রতিযোগিতামূলক' আখ্যা দিয়ে কয়েকটি বিশেষ দিক উল্লেখ করেন, যার মধ্যে এই নির্বাচনকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও আইনের শাসন ফেরানোর পথে যুগান্তকারী পদক্ষেপ, আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও ২,০০০ প্রার্থীর অংশগ্রহণকে যথেষ্ট প্রতিযোগিতামূলক মনে করা উল্লেখযোগ্য। ইইউ-এর বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জামায়াত ও এনসিপি-ঘনিষ্ঠ অ্যাকাউন্টগুলোর প্রভাব (১২.৯ কোটি ভিউ) বিএনপির (১.৩ কোটি ভিউ) তুলনায় অনেক বেশি ছিল। একে অপরের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের বিষয়টিও তাদের নজরে এসেছে। 'মব সহিংসতা' বা উচ্ছৃঙ্খল জনতার আক্রমণ এবং 'প্রথম আলো' ও 'ডেইলি স্টার'-এর মতো সংবাদমাধ্যম কার্যালয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।
- **কমনওয়েলথ অবজার্ভার গ্রুপ** - ঘানার সাবেক প্রেসিডেন্ট নানা আকুফো-আডোর নেতৃত্বে এই দলটির মূল ফোকাস ছিল অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতি। ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে সব পক্ষকে (আওয়ামী লীগ-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে) অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নতুন সরকারকে পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। ইসলামি রাজনীতির উত্থান মানেই ধর্মনিরপেক্ষতার সমাপ্তি – এমন ধারণার সঙ্গে তিনি দ্বিমত পোষণ করেন এবং একে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে স্বাভাবিক বলে অভিহিত করেন।
- **ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট (আইআরআই)** - যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এই সংস্থাটি কারিগরি দিক থেকে নির্বাচনকে সফল বলেছে। তাদের মতে বহু বছরের কর্তৃত্ববাদী শাসনের পর ভোটের দিনটি শান্তিপূর্ণ থাকা বড় অগ্রগতি। এখন বড় কাজ হলো 'জুলাই সনদ' এর সংস্কারগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করা।[৪১৮]

এছাড়া বাংলাদেশের নির্বাচন ও গণভোটকে জাতিসংঘ স্বাগত জানায়, এবং বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ অভিনন্দন জানায়।[৪১৯]

অন্যদিকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থা হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির (এইচআরএসএস) প্রতিবেদনে নির্বাচনের দিন ভোটকে ঘিরে ৩৯৩টি অপরাধমূলক ঘটনা ঘটেছে বলে জানানো হয়। এতে আরও বলা হয়, নির্বাচন-পরবর্তী দুই দিনে দেশের ৩০টি জেলায় দুই শতাধিক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, যেখানে তিনজন নিহত এবং তিন শতাধিক আহত হয়েছেন। এসব ঘটনার মধ্যে ভোটকেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা হয়েছে ১৪৯টি, প্রার্থীর সমর্থকদের সংঘর্ষ ১০৫টি, জাল ভোট দেওয়ার ঘটনা ৫৯টি, পোলিং এজেন্ট বের করে দেওয়ার ঘটনা ১৯টি, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির অবহেলার ঘটনা ১৩টি, অগ্নিসংযোগ ২টি, ব্যালট বাক্স ছিনতাই ৩টি এবং অন্যান্য বিশৃঙ্খলার ঘটনা ৩১টি।[৪২০]

টিআইবি ৩০০ আসনের মধ্যে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৭০টি আসন নিয়ে নির্বাচন প্রক্রিয়া ও প্রার্থী হলফনামা বিশ্লেষণ করে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানায়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হলেও সম্পূর্ণ সুষ্ঠু, প্রতিযোগিতামূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়নি। নির্বাচনের শুরুতে প্রতিযোগিতা ভালো থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো ধাঁচের সহিংসতা, অসুস্থ প্রতিযোগিতা ও দলীয় কোন্দল বাড়তে থাকে, যা নির্বাচন-পরবর্তী সময়েও বজায় আছে। প্রতিবেদনে বলা হয় ৯৯% প্রার্থী নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গ করেছেন। নমুনাভিত্তিক ৭০ আসনের ২১.৪% আসনে জাল ভোট ও ৪০% আসনে একাধিক অনিয়ম পাওয়া গেছে। প্রচারণা ব্যয়ের সীমা ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে–বিএনপি (৩২৭.৫%) ও জামায়াত (৩১৫.২%) সর্বাধিক ব্যয় অতিক্রম করেছে। গড়ে ব্যয়সীমা অতিক্রমকারী প্রার্থীরা ব্যয় করেছেন ১ কোটি ৬৪.৯৮ লাখ টাকা। এছাড়া টিআইবির প্রতিবেদন অনুযায়ী নির্বাচিত ২৩৬ জন সংসদ সদস্য কোটিপতি, তাদের মধ্যে ১৩ জন শতকোটিপতি। নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের অর্ধেকের ঋণ আছে, মোট পরিমাণ ১১,৩৫৬ কোটি টাকা–এটি এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ। শীর্ষ ১০ শতকোটিপতির ৯ জন বিএনপি থেকে। শীর্ষ ১০ ঋণগ্রস্ত সদস্যের সবাই বিএনপি থেকে। সংসদে এবার ব্যবসায়ীদের হার ৫% কমেছে (প্রায় ৬০%)। শিক্ষক প্রতিনিধিত্ব সবচেয়ে বেশি (৮.১%), রাজনীতিবিদের সংখ্যা সর্বনিম্ন। নারী প্রতিনিধিত্ব মাত্র ২.৩৬% (৭ জন)–সাম্প্রতিক ৪ নির্বাচনের মধ্যে সর্বনিম্ন। নতুন সদস্য ৭০%

[৪১৮] *প্রথম আলো*, 'ইইউ পর্যবেক্ষণ মিশনের মন্তব্য: নির্বাচন বিশ্বাসযোগ্য, ভবিষ্যতের জন্য নতুন মানদণ্ড', ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=152c1327e80&eid=1&imageview=0&epedate=15/02/2026&sedId=1 (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৪১৯] *প্রথম আলো*, 'বাংলাদেশের নির্বাচন ও গণভোটকে স্বাগত জানাল জাতিসংঘ', ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=16264177624&eid=1&imageview=0&epedate=16/02/2026&sedId=1 (১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬); *প্রথম আলো*, 'হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অভিনন্দন', ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=1420b1d19ed&eid=1&imageview=0&epedate=14/02/2026&sedId=1 (১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৪২০] *প্রথম আলো*, 'এইচআরএসএসের প্রতিবেদন: ২১ ভোটকেন্দ্রে অনিয়ম', ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=162960177ee&eid=1&imageview=0&epedate=16/02/2026&sedId=1 (১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

(২০৯ জন)–এবারের সংসদ তুলনামূলক বেশি তরুণ। ৮৪.৮% সদস্য উচ্চশিক্ষিত। আটজন সদস্য বিদেশ থেকে আয় করেন, পাঁচজনের বিদেশে চলতি অ্যাকাউন্ট/অস্থাবর সম্পদ আছে, এবং তিনজনের বিদেশে জমি বা স্থাবর সম্পদ রয়েছে।

সার্বিকভাবে টিআইবির মূল্যায়ন হচ্ছে, "বিজয়ী হতেই হবে" মানসিকতা এবং অর্থ, ধর্ম ও পেশিশক্তির অপব্যবহার নির্বাচনে প্রভাব ফেলেছে। নারী, সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করেছে–ফলে ভোটার উপস্থিতি (প্রায় ৬০%) প্রত্যাশার তুলনায় কম। নির্বাচন কমিশন সদিচ্ছা থাকলেও অনিয়ম পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি; আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কিছু সদস্যের নিরপেক্ষতার ঘাটতি ছিল। সব দলই কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, যা টিআইবির মতে কমিশনের নিরপেক্ষ থাকার প্রয়াসকেই নির্দেশ করতে পারে।[৪২১]

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে আংশিকভাবে বিতর্কমুক্ত বলা গেলেও সম্পূর্ণ প্রশ্নাতীত বলা কঠিন বলে মন্তব্য করে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)। সংস্থাটির মতে দীর্ঘ সময় পর তুলনামূলকভাবে অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা গণতান্ত্রিক বৈধতা বাড়িয়েছে। তবে কিছু সীমাবদ্ধতা ও অনিয়মের অভিযোগ ছিল। সেসবের নিরপেক্ষ তদন্ত ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সুজনের পর্যবেক্ষণে বলা হয়, অধিকাংশ কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তবে কয়েকটি স্থানে সহিংসতা, আচরণবিধি লঙ্ঘন ও অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রশাসন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিলেও কিছু অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ভোটের দিন সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ স্বাভাবিক ছিল বলে পর্যবেক্ষণ দিয়েছে সংস্থাটি। তবে গণভোটে কয়েকটি আসনে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ভোট গণনা প্রক্রিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক থাকলেও পঞ্চগড়-২ ও রাজবাড়ী-২ আসনে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। সার্বিকভাবে গণভোট প্রক্রিয়া মোটামুটি শান্তিপূর্ণ হলেও কিছু এলাকায় প্রভাব বিস্তার ও অনিয়মের বিচ্ছিন্ন অভিযোগ ছিল। সার্বিক পর্যবেক্ষণে ৯টি মানদণ্ডে এবারের নির্বাচন মূল্যায়ন করেছে সুজন।[৪২২]

উপসংহার

বিচার, সংস্কার, নির্বাচন নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো সুস্পষ্ট রোডম্যাপ না থাকার কারণে রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ তৈরি হয়েছিল। নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে কোনো কোনো দলের সমালোচনা ছিল, বিশেষ করে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের কাজ শেষ হওয়ার আগেই নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন সমালোচিত হয়। শিক্ষার্থীদের চাপে পড়ে এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা সরকারের দুর্বলতার পরিচায়ক। জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় নিয়ে বিভিন্ন দলের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান ও সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি লক্ষ করা যায়।

নির্বাচন ও গণভোট উভয় ক্ষেত্রেই প্রযুক্তি, আইন ও প্রক্রিয়ায় বড় সংস্কার আনা হয়েছে। নির্বাচন অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা ঝুঁকি ও এআই-এর ব্যবহার করে ভুল/অপতথ্য বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। এছাড়া হলফনামায় দাখিলকৃত তথ্য যাচাই করার সক্ষমতা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ছিল না, অথবা থাকলেও তার পূর্ণ ব্যবহার করা হয়নি। প্রতিটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন, নির্বাচনী ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার পারস্পরিক অভিযোগ উঠেছে – কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের শক্ত অবস্থান নেওয়ায় ঘাটতি লক্ষ করা যায়। তবে নানা প্রতিকূলতা, অস্থিতিশীলতা, অসুস্থ নির্বাচনী প্রতিযোগিতা ও সার্বিকভাবে গণতান্ত্রিক উত্তরণের সম্ভাবনা নিয়ে আশঙ্কা সত্ত্বেও সফল ও মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হয়।

অধ্যায় পাঁচ: অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর একদিকে যেমন জনগণের প্রত্যাশার বিপুল চাপ নিয়ে এসেছে, তেমনি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির গভীর শিকড় উন্মোচনের সুযোগও তৈরি করে। ক্ষমতাচ্যুত কর্তৃত্ববাদী সরকারের আমলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থপাচার ও সীমাহীন দুর্নীতি বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে, অন্তর্বর্তী সরকার অর্থপাচার রোধ ও দুর্নীতি দমনে একাধিক সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে, যা দেশের সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এক নতুন সুযোগ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। দুদক, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), সিআইডি, বিচার বিভাগ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন সংস্থা এই এক বছরে তাদের কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য গতিশীলতা দেখিয়েছে। বিশেষ করে প্রভাবশালী ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান, দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ, তদন্ত ও মামলা দায়ের, বিদেশে পাচার হওয়া সম্পদের খোঁজ ইত্যাদি পদক্ষেপগুলো দুর্নীতি দমনে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রমাণ বহন করে। তবে, এই প্রাথমিক সাফল্য

[৪২১] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, *টিআইবি*, 'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ও হলফনামাভিত্তিক পর্যবেক্ষণ', ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://ti-bangladesh.org/images/2026/report/election-process-tracking-affidavits/Presentation-on-13th-Election-Process-Tracking-and-Affidavits-TIB-Bn.pdf (২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৪২২] *প্রথম আলো*, 'এবারের নির্বাচন আংশিক বিতর্কমুক্ত, কিন্তু প্রশ্নাতীত নয়: সুজন', ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/qdkqv7z4fz (১১ মার্চ ২০২৬)।

সত্ত্বেও, অর্থপাচার রোধে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত একটি কার্যকর শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান।

অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রধান উপদেষ্টাসহ অন্যান্য উপদেষ্টারা বারবার একটি 'বৈষম্যহীন' ও 'দুর্নীতিমুক্ত' বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি দেন।[৪২৩] তাঁরা ঘোষণা করেন, বিগত সরকারের আমলে সংঘটিত প্রতিটি বড় দুর্নীতির বিচার হবে এবং পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনতে সর্বশক্তি নিয়োগ করা হবে।[৪২৪] তবে গত দেড় বছরে এই সরকারের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, একদিকে যেমন বড় বড় ঋণখেলাপি ও অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়েছে, অন্যদিকে সরকারের অভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারণে অস্বচ্ছতা, স্বজনপ্রীতি এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে জন-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি।[৪২৫]

অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ

অর্থনৈতিক শ্বেতপত্র: লুটপাটের ভয়াবহতা ও তথ্যের জালিয়াতি উন্মোচন

অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম বড় অর্জন 'অর্থনৈতিক শ্বেতপত্র কমিটি' গঠনের মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদী সরকারের সময়ে সংগঠিত আর্থিক অনিয়মের স্বরূপ উন্মোচন করা।[৪২৬] এই কমিটি বিগত সরকারের ১৬ বছরের শাসনের অর্থনৈতিক চিত্র বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন জমা দেয়, যা বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রামাণ্য দলিল।[৪২৭] শ্বেতপত্র কমিটির প্রতিবেদনের তথ্যমতে, ২০০৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ২৩৪ বিলিয়ন ডলার পাচার করা হয়েছে, যা গড়ে বার্ষিক ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচারের মূল হোতা ছিল একটি 'অশুভ আঁতাত' যা গঠিত হয়েছিল দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ, আমলা এবং প্রভাবশালী ব্যবসায়ীদের (Oligarchs) সমন্বয়ে।[৪২৮] কমিটির মতে, এই বিপুল পরিমাণ পাচারকৃত অর্থের অর্ধেকও যদি উন্নয়ন কাজে ব্যয় হতো, তবে বাংলাদেশের অর্থনীতির চেহারা বদলে যেত।[৪২৯] বর্তমানে প্রতিটি নাগরিকের মাথায় গড়ে এক লাখ টাকার বেশি ঋণের বোঝা বিদ্যমান, যা পরিশোধ করতে পরবর্তী কয়েক প্রজন্মকে হিমশিম খেতে হবে।[৪৩০]

বিগত সরকারের উন্নয়নের 'আখ্যান' মূলত ছিল বৃহৎ প্রকল্প (মেগা প্রজেক্ট)-কেন্দ্রিক। শ্বেতপত্র কমিটি বিশ্লেষণ করে দেখায়, সাতটি বড় প্রকল্পে প্রাথমিক অনুমানের চেয়ে ৭০ শতাংশ বা প্রায় ৮০৫.৬৯ বিলিয়ন টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে।[৪৩১] কোনো ধরনের সঠিক ফিজিবিলিটি স্টাডি বা ব্যয় বিশ্লেষণ ছাড়াই এসব প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছিল যাতে দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হয়।[৪৩২] বিশেষ করে সড়ক, সেতু এবং বিদ্যুৎ অবকাঠামো খাতে বছরে গড়ে ১৪ থেকে ২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার লুটপাট করা হয়েছে বলে শ্বেতপত্রে উল্লেখ করা হয়।[৪৩৩]

শ্বেতপত্র কমিটির সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করে তথ্যের ব্যাপক জালিয়াতি করা।[৪৩৪] কমিটি দেখায় কিভাবে ২০১৪ সাল থেকে বিবিএসকে ব্যবহার করে জিডিপি প্রবৃদ্ধির তথ্য কৃত্রিমভাবে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানো হয়েছে, মাথাপিছু আয় বেশি দেখানোর জন্য দেশের মোট জনসংখ্যা প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে কম দেখানো হয়েছে, এবং দারিদ্র্য বিমোচনের সাফল্য জাহির করার জন্য দারিদ্র্যের হার কৃত্রিমভাবে কমিয়ে দেখানো হয়েছে।[৪৩৫] এছাড়া

---

[৪২৩] *প্রথম আলো*, 'বিল্ড বাংলাদেশ টুগেদার হোয়ার টিরানি উইল নেভার রাইজ এগেইন', ৪ আগস্ট ২০২৫, https://en.prothomalo.com/bangladesh/hvdzii6fnw (১ মার্চ ২০২৬)।

[৪২৪] *প্রথম আলো*, 'আইসিজি রিপোর্ট: গভ উইল ম্যানেজ স্কাই-হাই রিফর্ম এক্সপেকটেশনস', ১৬ নভেম্বর ২০২৪, https://en.prothomalo.com/bangladesh/8eeg70wgdc (১ মার্চ ২০২৬)।

[৪২৫] *প্রাগুক্ত*।

[৪২৬] *সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ*, 'পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি সেক্টর রিফর্ম - এজেন্ডা ফর দ্যা ইন্টেরিম গভর্নমেন্ট', ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://cpd.org.bd/publication/power-and-energy-sector-reform/ (১ মার্চ ২০২৬)।

[৪২৭] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *হোয়াইট পেপার অন স্টেট অফ দি বাংলাদেশ ইকোনমি: ডিসেকশন অফ এ ডেভলপমেন্ট ন্যারেটিভ*, নভেম্বর ২০২৪।

[৪২৮] *প্রাগুক্ত*।

[৪২৯] *প্রথম আলো*, 'মানি লন্ডার্ড আফটার হারমিং কান্ট্রি ইন এভরি পসিবল ওয়ে: মুস্তাফিজুর রহমান', ৩ ডিসেম্বর ২০২৪, https://en.prothomalo.com/business/local/94frdouvgl (১ মার্চ ২০২৬)।

[৪৩০] *প্রথম আলো*, 'হাসিনা'স ডেভলপমেন্ট টেলস অ্যান্ড এ ডেট অফ ১৮ ট্রিলিয়ন টাকা', ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://en.prothomalo.com/opinion/op-ed/2nbkke6aaz (২ মার্চ ২০২৬)।

[৪৩১] *প্রথম আলো*, 'হাও হাসিনা'স ক্লেপটোক্র্যাসি ডেস্ট্রয়েড গুড গভার্নেন্স অ্যান্ড দি ইকোনমি', ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪, https://en.prothomalo.com/opinion/op-ed/808ko4t68f (২ মার্চ ২০২৬)।

[৪৩২] *প্রাগুক্ত*।

[৪৩৩] *প্রথম আলো*, '২৮ ট্রিলিয়ন টাকা লন্ডার্ড ডিউরিং আওয়ামী লীগ রুল', *প্রাগুক্ত*।

[৪৩৪] *প্রথম আলো*, 'হাও হাসিনা'স ক্লেপটোক্র্যাসি ডেস্ট্রয়েড গুড গভার্নেন্স অ্যান্ড দি ইকোনমি', *প্রাগুক্ত*।

[৪৩৫] *প্রথম আলো*, 'হাসিনা'স ডেভলপমেন্ট টেলস অ্যান্ড এ ডেট অফ ১৮ ট্রিলিয়ন টাকা', *প্রাগুক্ত*।

রপ্তানি আয় এবং রেমিট্যান্সের তথ্যেও বিলিয়ন ডলারের গরমিল পাওয়া গেছে।[৪৩৬] এই ধরনের তথ্য কারসাজি কেবল সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করেনি, বরং দেশের নীতিনির্ধারণী পর্যায়েও মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্তের জন্ম দেয়।[৪৩৭]

আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের অংশ হিসেবে অন্তর্বর্তী সরকারের গৃহীত বড় কিছু পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে অবৈধ আয় বা কালো টাকা বৈধ করার সুযোগ রহিতকরণ,[৪৩৮] সম্পদ বিবরণী দাখিলের নীতিমালা তৈরি,[৪৩৯] পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধনী) অধ্যাদেশ জারি (শতভাগ ই-জিপি),[৪৪০] এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে ই-গভর্ন্যান্স ও ডিজিটাল ট্র্যাকিং ব্যবস্থার প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ করা, বিএফআইইউ কর্তৃক মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে একটি নতুন কৌশলপত্র প্রণয়ন করা। এই কৌশলপত্রে ১১টি কৌশল ও ১৩৭টি কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এবং এর আওতায় বিদেশে পাচার হওয়া সম্পদ শনাক্ত করতে এবং তা ফিরিয়ে আনতে ১১ সদস্যবিশিষ্ট আন্তঃসংস্থার টাস্কফোর্স এবং ১১টি যৌথ তদন্ত দল গঠন করা হয়।[৪৪১]

অবৈধ আয় বা কালো টাকা বৈধ করার সুযোগ রহিতকরণ: ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ রাখার প্রাথমিক সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানায় টিআইবি ও সিপিডি। সংস্থাগুলো এই পদক্ষেপকে অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার দর্শনের পরিপন্থী, অনৈতিক এবং রিয়েল এস্টেট লবির কাছে নতিস্বীকার হিসেবে অভিহিত করে। টিআইবি ও নাগরিক সমাজের প্রবল সমালোচনা এবং জনমতের প্রতিফলন ঘটিয়ে সরকার শেষ পর্যন্ত এই বৈষম্যমূলক বিধানটি বাতিল করে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের চূড়ান্ত বাজেট অনুমোদন করে।[৪৪২]

সম্পদ বিবরণী দাখিল: ২০২৪ সালের ২৫ আগস্ট জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থানের কথা তুলে ধরে প্রধান উপদেষ্টা বলেছিলেন, সব উপদেষ্টা দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাঁদের সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করবেন। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আয় ও সম্পদ বিবরণী প্রকাশের নীতিমালা, ২০২৪ প্রণীত হয় ২০২৪ সালের ১৫ অক্টোবর। এই নীতিমালায় অর্ন্তবর্তী সরকারের উপদেষ্টা এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য তাদের ও তাদের পরিবারের সদস্যদের (স্বামী/স্ত্রী, নির্ভরশীল সন্তান) আয় ও সম্পদের বিবরণী প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রতি বছর বিবরণীটি হালনাগাদ করা এবং মেয়াদ শেষেও আরেকটি চূড়ান্ত বিবরণী প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক করা হয়। নীতিমালায় আরও বলা হয়, জমা দেওয়ার পর উপদেষ্টাদের সম্পদ বিবরণী প্রধান উপদেষ্টা নিজ বিবেচনায় উপযুক্ত পদ্ধতিতে প্রকাশ করবেন।[৪৪৩] তবে শেষ পর্যন্ত ২০২৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি উপদেষ্টাদের সম্পদের হিসাব প্রকাশ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, যেখানে ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সম্পদের তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। সম্পদের হিসাবের ক্ষেত্রে মোট পরিসম্পদ প্রকাশ করা হয়েছে, যা মূলত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের সমষ্টি। তবে কার কত জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট এবং ব্যাংকে জমা ও নগদ টাকা রয়েছে, তা বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা হয়নি।। এতে দেখা যায়, ঐ সময় উপদেষ্টা পরিষদে থাকা সব উপদেষ্টার সম্পদের পরিমাণ কোটি টাকার বেশি।[৪৪৪]

সুপ্রিম কোর্টে পরামর্শক্রমে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ২০২৪ সালের আগস্টে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা জারি করেন, যেখানে সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের দেশের পাশাপাশি বিদেশে থাকা সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণী ১০ কর্মদিবসের মধ্যে দাখিল করার ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। এই পদক্ষেপ 'বিচার বিভাগ সংস্কার' প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে চালু হয় বলে দাবি করা হয়, যা বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার একটি উদ্যোগ।[৪৪৫]

---

[৪৩৬] *প্রথম আলো*, 'হাও হাসিনা'স ক্লেপটোক্র্যাসি ডেস্ট্রয়েড গুড গভার্নেন্স অ্যান্ড দি ইকোনমি', *প্রাগুক্ত*।

[৪৩৭] *প্রথম আলো*, '২৮ ট্রিলিয়ন টাকা লন্ডার্ড ডিউরিং আওয়ামী লীগ রুল, *প্রাগুক্ত*।

[৪৩৮] *প্রথম আলো*, 'কালোটাকা সাদা করার সুযোগ বাতিল, শুল্ক করে আরও যেসব পরিবর্তন', ২২ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/economics/nasvjlt6zi (৩ মার্চ ২০২৬)।

[৪৩৯] *বিবিসি নিউজ বাংলা*, 'বছর পেরিয়ে গেলেও প্রকাশ করা হয়নি উপদেষ্টাদের আয় ও সম্পদের হিসাব', ১৫ আগস্ট ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/clydlejng04o (৩ মার্চ ২০২৬)।

[৪৪০] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫', http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1529.html, (মে ২০২৫)।

[৪৪১] শাহেদ আলী ইরশাদ, 'অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন রোধে নতুন কৌশল', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১৬ জুন ২০২৫, https://www.bd-pratidin.com/last-page/2025/06/16/1126768 (৩ মার্চ ২০২৬)।

[৪৪২] *প্রথম আলো*, 'কালোটাকা সাদা করার সুযোগ বাতিল, শুল্ক করে আরও যেসব পরিবর্তন', ২২ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/economics/nasvjlt6zi (১ মার্চ ২০২৬)।

[৪৪৩] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'অর্ন্তবর্তী সরকারের উপদেষ্টা এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আয় ও সম্পদ বিবরণী প্রকাশের নীতিমালা, ২০২৪', https://bangladesh.gov.bd/sites/default/files/files/bangladesh.gov.bd/order/0010077c_2901_4966_9615_7c0f16d5570d/2024-10-15-order-150.pdf (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৪৪৪] *প্রথম আলো*, 'সম্পদ বেড়েছে ১৮ উপদেষ্টার', ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=11284137587&eid=1&imageview=0&epedate=11/02/2026&sedId=1 (১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৪৪৫] *ইত্তেফাক*, 'বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সম্পদের হিসাব ১০ দিনের মধ্যে', ১৫ আগস্ট ২০২৪, https://www.ittefaq.com.bd/696540/ (৩১ জুলাই ২০২৫)।

একইভাবে, ২০২৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে ঘোষণা করা হয়, দেশের সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রতিবছর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পদ বিবরণী দাখিল করতে হবে, তবে ২০২৪ সালে তা ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কর্মকর্তারা নির্ধারিত ফরম্যাটে নিজ নিজ দপ্তর বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সম্পদ বিবরণী জমা দেবেন এবং তা সিলগালা খামে জমা করার নিয়ম থাকবে। সময়সীমা অনুত্তীর্ণ বা অসত্য তথ্য দাখিল করলে শৃঙ্খলাগত ব্যবস্থা (যেমন পদোন্নতি স্থগিত, অবনমিতকরণ, অবসর বা বরখাস্ত) নেওয়ার কথা জানানো হয়। তথ্য গোপন বা ভুল তথ্য দেওয়া হলে ব্যবহার হবে "আইনানুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা"।[৪৪৬] এটি সরকারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধির একটি প্রয়াস। তবে দাখিল হওয়া সম্পদ বিবরণী পর্যালোচনা করার উদ্যোগ না থাকার ফলে এর মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার শংকা দেখা দিয়েছে।

দুর্নীতি দমন ও অনুসন্ধানমূলক তৎপরতা

অনুসন্ধান, তদন্ত, মামলা ও বিচার: অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে দুর্নীতিবিরোধী নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে দুদক কর্তৃক প্রায় ১,২০০টিরও বেশি অভিযোগের গভীর অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা,[৪৪৭] এবং অনুসন্ধান ও তদন্ত শেষে ৫৬৮টিরও বেশি মামলা দায়ের করা,[৪৪৮] যেখানে আসামি বা অভিযুক্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২,৭০০ জনেরও বেশি।[৪৪৯] বিচারিক পর্যায়ে এখন পর্যন্ত মোট ২৪৯টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে, যার মধ্যে ১২৬টিতে সাজা এবং ১২৩টিতে খালাস প্রদান করা হয়েছে।[৪৫০] পাশাপাশি ৩১৫টি মামলায় ইতিমধ্যে ১,০৭৮ জন আসামির বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে।[৪৫১] এছাড়াও, ঢাকার পূর্বাচলের নতুন শহর প্রকল্পে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির পৃথক তিন মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর ছেলে ও মেয়ে, তাঁর বোন এবং বোনের সন্তানসহ ২২ জনকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদন্ডসহ অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।[৪৫২] একই বিষয়ে পৃথক দুইটি মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কারাদন্ড অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।[৪৫৩]

দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা: অন্তর্বর্তী সরকারের সময়কালে ৬০-৮০ জনের বেশি ব্যক্তির দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেওয়া হয়। এদের মধ্যে রয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, এমপি, আমলা, ব্যাংকার ও ব্যবসায়ী এবং তাদের পরিবারের সদস্যারা। মূলত দুর্নীতির তদন্তের স্বার্থে তারা দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা এসেছে দুদকের আবেদনের ভিত্তিতে আদালতের আদেশে।[৪৫৪]

ব্যাংক হিসাব ও অর্থ-সম্পদ জব্দ: দুদক এবং বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ব্যবসায়ী এবং সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে মূলত বিগত সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী, সংসদ সদস্য এবং তাদের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য করে অভিযান পরিচালিত হয়।[৪৫৫] যাদের বিরুদ্ধে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে -

---

[৪৪৬] *প্রথম আলো*, 'এ বছর ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সব সরকারি কর্মচারীকে সম্পদ বিবরণী দিতে হবে', ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/0bqf1bjzu4, (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৪৪৭] *বাসস*, 'এসিসি পাবলিশেস ফ্রেশ স্ট্যাটিসটিকস অফ সিজড, ফ্রোজেন অ্যাসেটস ইন ১১ মান্থস', ২৫ নভেম্বর ২০২৫, https://www.bssnews.net/others/335734 (২ মার্চ ২০২৬); *বাসস*, 'এসিসি সো ফার সিজেস অ্যাসেটস ওয়ার্থ ২,৩৯৮ ক্রোড় টাকা অফ ৪৩ পারসন্স', ১৬ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.bssnews.net/news/351728 (২ মার্চ ২০২৬)।

[৪৪৮] *আজকের পত্রিকা*, 'অর্ধেক আসামিই খালাস পাচ্ছে দুদকের মামলায়', ৯ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.ajkerpatrika.com/national/ajpdxbk2fpb69 (২ মার্চ ২০২৬)।

[৪৪৯] *ডেইলি অবজারভার*, 'এসিসি নেটস ২,৭৮৮ করাপ্ট পিপল ইন ১১ মান্থস', ৮ জুলাই ২০২৫, https://www.observerbd.com/news/533179 (২ মার্চ ২০২৬)।

[৪৫০] *জাগোনিউজ২৪.কম*, '১১ মাসে দুদকের ৫১২ মামলা, আসামি ২১৯১', ২৫ নভেম্বর ২০২৫, https://www.jagonews24.com/national/news/1070941 (২ মার্চ ২০২৬)।

[৪৫১] *ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস*, 'এসিসি ফাইলস ৫১২ কেসেস, ফ্রিজেস ২২২ বিলিয়ন টাকা ওয়ার্থ অফ ব্যাংক অ্যাকাউন্টস ইন এ ইয়ার', ২৬ নভেম্বর ২০২৫, https://thefinancialexpress.com.bd/national/acc-files-512-cases-freezes-tk-222b-worth-of-bank-accounts-in-a-year (২ মার্চ ২০২৬)।

[৪৫২] *প্রথম আলো*, 'প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির মামলায় হাসিনা, জয় ও পুতুলের কারাদণ্ড, কার কত বছরের', ২৭ নভেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/evzyzjyk3l (২ মার্চ ২০২৬)।

[৪৫৩] *বিবিসি নিউজ বাংলা*, 'প্লট দুর্নীতির মামলায় শেখ হাসিনা, টিউলিপের জেল-জরিমানা', ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.bbc.com/bengali/articles/cvg1yep74deo (২ মার্চ ২০২৬)।

[৪৫৪] *বাসস*, 'শেখ হাসিনা ও ওবায়দুল কাদেরসহ ১৭ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা', ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.bssnews.net/bangla/law-and-courts/265646 (২ মার্চ ২০২৬); *যুগান্তর*, 'ওবায়দুল কাদের ও সাবেক ১৩ সচিবের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা', ৬ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.jugantor.com/national/1049415 (২ মার্চ ২০২৬); *সময় নিউজ*, প্রভাবশালী তিন আমলার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.somoynews.tv/news/2026-02-03/S2wRBC91 (২ মার্চ ২০২৬); *টিবিএস*, 'কোর্ট অর্ডারস ট্রাভেল ব্যান অন এক্স-মিনিস্টার জাহিদ মালেক'স ডটারস', ১৯ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.tbsnews.net/bangladesh/court/court-orders-travel-ban-ex-minister-zahid-maleques-daughters-1338196 (২ মার্চ ২০২৬); *বাসস*, 'ট্রাভেল ব্যান ইমপোজড অন এক্স অ্যাডভাইজার সালমান এফ রহমান, ১২ আদারস', ১৪ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.bssnews.net/others/290361 (২ মার্চ ২০২৬)।

[৪৫৫] *বাসস*, 'এসিসি সো ফার সিজেস অ্যাসেটস ওয়ার্থ ২,৩৯৮ ক্রোড় টাকা অফ ৪৩ পারসন্স', *প্রাগুক্ত*।

- **সালমান এফ রহমান (বেক্সিমকো গ্রুপ):** ১,৪৮৩ ডেসিমাল জমি জব্দ এবং ৫৪.৬৬ কোটি টাকার ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ;
- **এস আলম (মোহাম্মদ সাইফুল আলম):** ১,৯৩,৬৫০ ডেসিমাল জমি (মূল্য প্রায় ১,৬৯৪ কোটি টাকা) এবং ৮৬টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ;
- **শেখ ফজলে নূর তাপস:** ১০টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং ১০টি এফডিআর (মোট ১০.৪২ কোটি টাকা) ফ্রিজ;
- **মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলম:** ফ্ল্যাট, জমি এবং বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারসহ প্রায় ৬৯ কোটি টাকার সম্পদ জব্দ;
- **হেফজুল বারী মোহাম্মদ ইকবাল (এইচ বি এম ইকবাল):** ৩০৫.৮৬ কোটি টাকার সমপরিমাণ শেয়ার ও সম্পদ ফ্রিজ;
- **অন্যান্য:** সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ, সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এবং একাধিক আমলা ও সাংবাদিকের (যেমন আনিস আলমগীর) বিরুদ্ধেও মামলা ও সম্পদ জব্দের আদেশ প্রদান।

সীমাবদ্ধতা ও ঘাটতি

ওপরের বিভিন্ন উদ্যোগ সত্ত্বেও দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ও ঘাটতি লক্ষ করা যায়। মাঠ পর্যায়ে সেবাখাতে দুর্নীতি অব্যাহত ছিল বলে দেখা যায়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৬৪ জেলার প্রায় ৪৬ হাজার খানা থেকে 'সিটিজেন পারসেপশন সার্ভে ২০২৫' শীর্ষক এক জরিপের তথ্য সংগ্রহ করে এর প্রতিবেদন প্রকাশ করে। জরিপে দেখা যায়, গত এক বছরে সরকারি সেবা নিতে গিয়ে দেশের প্রায় ৩২ শতাংশ নাগরিক সরাসরি ঘুষ বা দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। এছাড়া দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তার বিষয়েও জরিপে দেখা যায় প্রায় ১৫ শতাংশ মানুষ নিজ বাড়িতে নিরাপদ বোধ করেন না।[৪৫৬]

দুদক সংস্কার কমিশনের সুপারিশ উপেক্ষা: দুদক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে দুদক সংস্কার ছাড়াও দুর্নীতি প্রতিরোধে বেশ কিছু সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়। দুদক সংস্কার কমিশনের অন্যান্য যেসব সুপারিশ উপেক্ষা করা হয়েছে[৪৫৭] সেগুলো হচ্ছে -

- বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবিরোধী ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে একটি জাতীয় দুর্নীতিবিরোধী কৌশল (NACS) গ্রহণ করা - এর মধ্যে রয়েছে আইনসভা, নির্বাহী, বিচার বিভাগ, সরকারি ক্ষেত্র, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, নির্বাচন কমিশন, ন্যায়পাল, নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান, দুদক, স্থানীয় সরকার, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ এবং কর্পোরেট খাত।
- জাতীয় দুর্নীতিবিরোধী কৌশলের অধীনে প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মক্ষমতা তদারকি এবং প্রতিবেদন নিশ্চিত করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ন্যায়পালের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।
- কালো টাকা বৈধ করার চর্চা স্থায়ীভাবে বাতিল করার জন্য নির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা।
- বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতাধর এবং জনস্বার্থ-সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি এবং প্রতিরোধ করার জন্য নির্দিষ্ট আইনি কাঠামো তৈরি করা।
- জনসাধারণের অর্থ ও সম্পদ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে কোম্পানি, ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের মালিকানার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রতারণা রোধ করার জন্য একটি 'প্রকৃত মালিকানা স্বচ্ছতা আইন' (Beneficial Ownership Transparency Act) প্রণয়ন করা, যেখানে জনসাধারণের জন্য প্রবেশযোগ্য রেজিস্টারের মাধ্যমে এই ধরনের লাভজনক মালিকানার বাধ্যতামূলক প্রকাশের বিধান থাকা।
- রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট আইনি বিধান প্রণয়ন, যার মধ্যে রয়েছে সকল স্তরের জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই তাদের এবং পরিবারের সদস্যদের বার্ষিক হালনাগাদযোগ্য খাতভিত্তিক আয় এবং সম্পদের বিবরণী জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা, যা জনসাধারণের যাচাই-বাছাইয়ের জন্য নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।
- কর ফাঁকি এবং অর্থ পাচারসহ অবৈধ আর্থিক স্থানান্তর রোধের উপায় হিসেবে দেশে এবং বিদেশে সকলের আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য কর সংক্রান্ত বিষয়ে 'মিউচুয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্স ইন ট্যাক্স ম্যাটার কনভেনশনে (MCAA)' বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি এবং 'কমন রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (CRS)' বাস্তবায়ন করা।
- সরকারি, বেসরকারি এবং অরাষ্ট্রীয় খাতে স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চা গ্রহণের সুবিধার্থে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়ভাবে 'ওপেন গভর্নমেন্ট পার্টনারশিপের (OGP)' পক্ষভুক্ত হওয়া।
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি বিস্তৃত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যার মধ্যে রয়েছে স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা, যাতে সৃজনশীল উপায়ে জনগণ এবং নতুন প্রজন্মকে এই ধারণাটি জানানো যায় যে দুর্নীতি কেবল একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়, বরং এটি একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয়ভাবে অগ্রহণযোগ্য, ধ্বংসাত্মক এবং বৈষম্যমূলক ব্যাধি।

---

[৪৫৬] *বণিক বার্তা*, 'সরকারি সেবা নিতে দেশের প্রতি তিনজনের একজনকে ঘুষ দিতে হয় : বিবিএস', ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.bonikbarta.com/bangladesh/I8JEmWLxWr5hKLIs (৩ মার্চ ২০২৬)।

[৪৫৭] *প্রাগুক্ত*।

সরকারের অভ্যন্তরীণ অনিয়ম ও নৈতিক বিচ্যুতি: অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সময় তাদের কাছ থেকে একটি 'নিষ্কলঙ্ক' প্রশাসনের প্রত্যাশা ছিল জনগণের। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই সরকারের বেশ কয়েকজন উপদেষ্টা এবং তাদের ব্যক্তিগত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে, যা সরকারের নৈতিক অবস্থানকে চরমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।[৪৫৮] সরকার পরিচালনায় যেসব সুশাসনের ঘাটতি ও দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অভিযোগ নিম্নরূপ -

- **প্রধান উপদেষ্টার ব্যক্তিস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত:** প্রধান উপদেষ্টার বিরুদ্ধে কিছু 'ব্যক্তিস্বার্থ সংশ্লিষ্ট' বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে। এর মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ ব্যাংকে সরকারের মালিকানা হ্রাস করা, গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় নামে নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন নেওয়া, ২০২৯ সাল পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংককে কর অব্যাহতি দেয়া, এবং স্টারলিংকের ব্যবসা নিয়ে অভিযোগ।[৪৫৯] বাংলাদেশ আনসার-ভিডিপি এবং গ্রামীণ ডিজিটাল হেলথকেয়ার সল্যুশনস (জিডিএইচএস)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত অংশীদারিত্ব চুক্তির মাধ্যমে এই বাহিনীর সদস্যরা 'সুখী' অ্যাপের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন।[৪৬০] তবে এই উদ্যোগের পেছনে থাকা প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ গ্রুপ এবং এর প্রতিষ্ঠাতা প্রধান উপেদেষ্টার কারণে স্বার্থের দ্বন্দ্বের অভিযোগ ওঠে।
- **অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে স্বার্থের দ্বন্দ্ব:** উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের নিজ জেলা কুমিল্লার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে ২,৪০০ কোটি টাকার প্রকল্প নেওয়া হয়। এর মধ্যে তাঁর নিজ উপজেলা মুরাদনগরকে সর্বোচ্চ ৪৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়।[৪৬১] তিনি যে আসন (ঢাকা-১০) থেকে নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন সেই এলাকার ১৪৫টি মসজিদ, মাদ্রাসা ও মন্দিরে বিশেষ উন্নয়ন বরাদ্দ দেওয়া হয়। ঢাকার মোট ২৭৪টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৭৩টিই তাঁর পছন্দের তিনটি সংসদীয় এলাকায় ছিল। এছাড়াও তাঁর বাবা বিল্লাল হোসেনের নামে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে (এলজিইডি) ঠিকাদারি লাইসেন্স তালিকাভুক্ত করা হয়।[৪৬২] পাঠাগার করার দায়িত্ব গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের হলেও উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ জেলা পরিষদের মাধ্যমে ৪৪ উপজেলায় পাঠাগার তৈরির প্রকল্প নেন।[৪৬৩]
- **উপদেষ্টার এপিএস-এর অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ:** উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) মোয়াজ্জেম হোসেনের বিরুদ্ধে ৩০০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ ওঠে।[৪৬৪] অভিযোগ ওঠার পর তাকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হলেও তার বিরুদ্ধে কোনো দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে সমালোচনা রয়েছে। বর্তমানে দুদক তার বিরুদ্ধে তদন্ত করছে এবং তার বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।[৪৬৫]
- **নিয়োগে অনিয়ম:** ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হিসেবে মোহাম্মদ এজাজকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সুপারিশ করেছিলেন। সাবেক প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজের বিরুদ্ধে ওঠা অপকর্মের দায় এবং অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের সাথে এজাজের পরিচিতি বা সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা তৈরি হয়।[৪৬৬] স্থানীয় সরকার (ঢাকা ওয়াসা এমডি নিয়োগ)[৪৬৭] ও ক্রীড়া মন্ত্রণাওয়ের (ক্রিকেট বোর্ড গঠনে) অধীন সংস্থাগুলোতে নিয়োগে অনিয়মের পুরনো প্রথা বন্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।
- **লাইসেন্স প্রদানে অনিয়ম:** মাহফুজ আলম তথ্য উপদেষ্টার দায়িত্বে থাকাকালীন তাঁর মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। আওয়ামী লীগ সরকার যে প্রক্রিয়ায় বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশনের (টিভি) লাইসেন্স দিত, সেই একই প্রক্রিয়ায় তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মীদের নতুন দুটি টিভির অনুমোদন দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এছাড়া নিয়মিত অফিস না করা, পেশাদারিত্বের অভাব এবং স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে তার বড় ভাইকে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির বোর্ডে নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।[৪৬৮] গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সংস্কারের সুপারিশগুলো এবং সাংবাদিক সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নে উপদেষ্টা মাহফুজ আলম তেমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। সরকারের পক্ষ থেকে সংবাদপত্রের সঠিক প্রচারসংখ্যা প্রকাশ, সরকারি বিজ্ঞাপনের মূল্য বাড়ানো, সরকারি বিজ্ঞাপন বরাদ্দের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে তেমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। এছাড়া শ্বেতপত্র কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রিক্রুটিং এজেন্সির সংখ্যা কমানোর কথা থাকলেও, এই সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ২৫২টি নতুন রিক্রুটিং এজেন্সিকে লাইসেন্স দেওয়া হয়। এর ফলে অভিবাসন খাতে সিন্ডিকেটের

---

[৪৫৮] *প্রথম আলো*, 'বিদায়ী দুই উপদেষ্টা সরকারে থেকে কেমন করলেন?', ১১ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/l4ew4uhbm5 (৩ মার্চ ২০২৬)।

[৪৫৯] হারুন উর রশীদ স্বপন, 'ড. ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার যেসব কারণে চাপে', *ডয়েচে ভেলে*, ২৪ মে ২০২৫, https://www.dw.com/bn/a-72655457 (৩ মার্চ ২০২৬)।

[৪৬০] *যুগান্তর*, 'আনসার ভিডিপির নবযাত্রা, জনগণের কল্যাণে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা', ১০ এপ্রিল ২০২৫, https://www.jugantor.com/national/939408 (৩ মার্চ ২০২৬)।

[৪৬১] *প্রাগুক্ত*।

[৪৬২] *প্রাগুক্ত*।

[৪৬৩] *প্রথম আলো*, 'বিদায়ী দুই উপদেষ্টা সরকারে থেকে কেমন করলেন?', *প্রাগুক্ত*।

[৪৬৪] *প্রাগুক্ত*।

[৪৬৫] *বাসস*, 'ট্রাভেল ব্যান অন আসিফ'স ফর্মার এপিএস মোয়াজ্জেম', ২৪ মে ২০২৫, https://www.bssnews.net/others/276211 (৩ মার্চ ২০২৬)।

[৪৬৬] *কালের কণ্ঠ*, 'এজাজের অপকর্মের দায় কি আসিফ এড়াতে পারবেন– প্রশ্ন জুলকারনাইন সায়েরের', ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.kalerkantho.com/online/social-media/2026/02/10/1645113 (৩ মার্চ ২০২৬)।

[৪৬৭] *প্রথম আলো*, 'সেই আব্দুস সালামকেই ঢাকা ওয়াসায় এমডি নিয়োগ দেওয়া হল', ১৩ নভেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/mejkv6ufl4 (৩ মার্চ ২০২৬)।

[৪৬৮] *প্রথম আলো*, 'বিদায়ী দুই উপদেষ্টা সরকারে থেকে কেমন করলেন?', *প্রাগুক্ত*।

নিয়ন্ত্রণ আরও শক্তিশালী হয়েছে এবং মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে কর্মী পাঠানোর ব্যয় কমেনি বলে অভিযোগ ওঠে। ভুক্তভোগীদের মতে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের সিন্ডিকেট ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি, কেবল 'মুখগুলো' বদলেছে।[৪৬৯]

- **ব্যবসার অনুমোদনে স্বার্থের দ্বন্দ্ব:** সংবিধানের ১৪৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মন্ত্রী বা সমমর্যাদার পদে থাকাকালীন কোনো ব্যক্তি লাভজনক পদে থাকতে বা নতুন ব্যবসা শুরু করায় নিষেধ থাকলেও বাণিজ্য এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দিন তাঁর মালিকানাধীন আকিজ বশির গ্রুপ 'আকিজ বশির এভিয়েশন লিমিটেড' নামে একটি নতুন এভিয়েশন ব্যবসা শুরুর উদ্যোগ নেয় এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন থেকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করে।[৪৭০] বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা, আর তাঁর প্রস্তাবিত এভিয়েশন ব্যবসার লাইসেন্স অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণ করে এই মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান বেবিচক (CAAB)। নিজের মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি খাতে নিজেরই কোম্পানির জন্য লাইসেন্স আবেদন করাকে বিশেষজ্ঞরা সরাসরি 'কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট' হিসেবে দেখছেন।
- **স্বল্প মেয়াদে বিশাল ব্যয় ও মেয়াদের চুক্তি:** ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের কয়েক সপ্তাহ আগে অন্তর্বর্তী সরকার দ্রুত এবং বড়-মূল্যের বিভিন্ন চুক্তি ও অর্থোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ শুরু করে, যা সমালোচকদের দিকে থেকে অস্বচ্ছ, তাড়াহুড়া করা এবং যথাযথ পর্যালোচনা ছাড়া করা বলে অভিহিত করা হয়েছে। এইসব সিদ্ধান্তের মধ্যে অন্যতম চট্টগ্রাম বন্দরে সংযুক্ত আরব আমিরাত-ভিত্তিক ডিপি ওয়ার্ল্ড-এর সাথে কন্টেইনার টার্মিনাল অপারেটর হিসেবে দীর্ঘ মেয়াদের চুক্তি, চট্টগ্রাম বন্দরের লালদিয়া এবং পানগাঁও টার্মিনালে অপারেটর নিয়োগে প্রশ্নবিদ্ধ বাছাই প্রক্রিয়া, এবং ১৪টি দীর্ঘমেয়াদি বিদেশী চুক্তি। এর পাশাপাশি উড়োজাহাজ ক্রয়, বড় প্রতিরক্ষা ক্রয়ে আগ্রহ, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের পদোন্নতি, এবং এক বিশাল বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব এমন সময় নেওয়া হয়েছে যখন সরকারের ম্যান্ডেট নির্বাচন পর্যন্ত সীমিত বলে ধারণা করা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে এসব চুক্তি ও ব্যয়বহুল প্রকল্প নির্বাচিত সরকারের হাতে একটি জটিল অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ভার ছেড়ে যাচ্ছে, এবং তাড়াহুড়া করে নেওয়া এসব সিদ্ধান্ত পরবর্তী সরকারকে চাপে রাখবে।[৪৭১] ক্ষমতাচ্যুত সরকারের আমলে হওয়া আদানির বিতর্কিত চুক্তির মতো অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে চট্টগ্রাম বন্দরের চুক্তিগুলোও যদি স্বচ্ছতা ও প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার বাইরে হয়, তবে তা দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সার্বভৌমত্বের জন্য 'শাঁখের করাত' হয়ে দাঁড়াতে পারে।[৪৭২]
- **দুর্নীতির অভিযোগে স্থগিত প্রকল্পের ক্রয়ে প্রভাব বিস্তার:** বিটিসিএলের 'ফাইভ-জি রেডিনেস' প্রকল্পে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পর অন্তর্বর্তী সরকারের তৎকালীন উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম কেনাকাটার প্রক্রিয়া স্থগিত করে তদন্তের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দুদক অনুসন্ধান শেষ না করলেও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব ওই প্রকল্পে যন্ত্রপাতি কেনার উদ্যোগ নিতে চাপ প্রয়োগ ও তোড়জোড় শুরু করেন – এমনকি তিনি দুদক চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে এবং চিঠি দিয়ে কেনাকাটা এগিয়ে নিতে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ ওঠে।[৪৭৩]
- **বিমানের তিনজন পরিচালক নিয়োগে বিতর্ক:** জাতীয় নির্বাচনের মাত্র ২৬-২৭ দিন আগে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের পরিচালনা পর্ষদে হঠাৎ সরকারের একজন উপদেষ্টা, বিশেষ সহকারী, এবং নির্বাচন কমিশনের সচিবকে নতুন পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়ায় বিতর্ক তৈরি হয়,[৪৭৪] কারণ তারা কেউই এভিয়েশন বা বিমান শিল্পের বিশেষজ্ঞ নন। বোয়িং থেকে নতুন বিমান কেনার কমিশন বাণিজ্যকে সহজ করতে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরিচালক করা হয়েছে কিনা, এ নিয়ে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করা হয়।

সংস্কারের বিষয়ে জনমনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকলেও সরকার ও দুদক সংস্কারে 'আশু করণীয়' পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নে এবং সার্বিকভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধে অন্যান্য প্রস্তাব বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। দুদকে দুর্নীতির সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও তাদের অভ্যন্তরীণ সুশাসন নিশ্চিতে কোনো উদ্যোগ ছিল না। অন্যদিকে 'হাই-প্রোফাইল' বা শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা শুরু হলেও এর অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক নয়। কর ফাঁকি, বৃহৎ দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের পাশাপাশি সেবাখাতে ঘুষ আদায়, চাঁদাবাজি, দখলবাজি, মামলাবাণিজ্য, গ্রেফতার-বাণিজ্য, জামিন-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি প্রতিরোধেও কোনো দৃশ্যমান ও ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গৃহীত না হওয়ার উদাহরণ রয়েছে।

---

[৪৬৯] *বণিক বার্তা*, 'আসিফ নজরুল'স মিনিস্ট্রি গ্র্যান্টস ২৫২ নিউ লাইসেন্সেস হোয়াইল বাংলাদেশ টপস সাউথ এশিয়া ইন রিক্রুটিং এজেন্সিজ', ৯ জানুয়ারি ২০২৬, https://en.bonikbarta.com/bangladesh/dwE5U87Vuw4FUkVl (৩ মার্চ ২০২৬)।

[৪৭০] *আমাদের সময়*, 'আমার প্রতিষ্ঠানের নাম 'আকিজ বশির এভিয়েশন', 'আকিজ এয়ার' নয়: উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন', ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://www.amadershomoy.com/national/article/159807/ (৩ মার্চ ২০২৬)।

[৪৭১] *ডেইলি স্টার*, 'ফাস্ট ডিলস, ফ্লিমসি স্ক্রুটিনি', ৩০ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.thedailystar.net/news/national-election-2026/news/fast-deals-flimsy-scrutiny-4094026 (৩ মার্চ ২০২৬)।

[৪৭২] *বণিক বার্তা*, 'আদানির মতো অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় চুক্তি হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দরের?', ১৬ নভেম্বর ২০২৫, https://www.bonikbarta.com/bangladesh/xa3xxPD41h6e6z1I (৩ মার্চ ২০২৬)।

[৪৭৩] *প্রথম আলো*, 'দুর্নীতির অভিযোগে কেনাকাটা আটকে দিয়েছিলেন নাহিদ, তোড়জোড় ফয়েজ আহমদের', ২৭ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/pnrqxl23p1 (৩ মার্চ ২০২৬)।

[৪৭৪] *ইনকিলাব*, 'বিমানের ৩ পরিচালক নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন', ১৭ জানুয়ারি ২০২৬, https://dailyinqilab.com/national/article/853853 (৩ মার্চ ২০২৬)।

উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের আয় ও সম্পদের বিবরণী জনগণের সামনে প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি ও নীতিমালা করা হলেও অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদের একবারে শেষের দিকে উপদেষ্টাদের আয় ও সম্পদের হিসাব জনগণের সামনে প্রকাশ করা হয়।[৪৭৫] টিআইবির মতে সম্পদের হিসাব বিলম্ব হলেও প্রকাশ করাই তাৎপর্যপূর্ণ। এমনভাবে মূলত সমালোচনার মুখে শেষ বেলার জন্য না রেখে যেভাবে জাতির উদ্দেশে ভাষণে অঙ্গীকার করা হয়েছিল, সেভাবে যথাসময়ে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করা হলে দেশবাসীর কাছে প্রশংসিত হওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতের জন্য ইতিবাচক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হতো, সে সুযোগ আর থাকল না।[৪৭৬] সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব নেওয়া হলেও তা যাচাই-বাছাইয়ের দৃশ্যমান কোনো উদ্যোগ ছিল না।

অর্থপাচার রোধ ও পুনরুদ্ধার

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই জনগণের অন্যতম প্রত্যাশা ছিল বিগত সরকারের আমলে দেশ থেকে পাচার হওয়া বিপুল পরিমাণ অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনা এবং একটি দুর্নীতিমুক্ত আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।[৪৭৭] এই প্রেক্ষাপটে গঠিত সরকার তার সূচনালগ্ন থেকেই অর্থপাচার রোধ এবং লুণ্ঠিত সম্পদ পুনরুদ্ধারকে রাষ্ট্রের শীর্ষ অগ্রাধিকার হিসেবে ঘোষণা করে।[৪৭৮] অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য উপদেষ্টাগণ বিভিন্ন সময়ে অর্থপাচার রোধে তাদের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। প্রধান উপদেষ্টা স্পষ্ট করেন, চুরি করা অর্থ ফেরত আনা সরকারের অন্যতম পবিত্র দায়িত্ব।[৪৭৯] অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা নিশ্চিত করেন, পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে সরকার সম্ভাব্য সব ধরনের আইনি ও কূটনৈতিক পথ ব্যবহার করবে।[৪৮০]

অর্থপাচার নিয়ে শ্বেতপত্র কমিটির পর্যবেক্ষণ

দেশের অর্থনীতির প্রকৃত অবস্থা নিরূপণের জন্য গঠিত শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রতিবেদনে উঠে আসে, ২০০৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে দেশ থেকে প্রায় ২৮ লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে।[৪৮১] কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে শুরু করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর পর্ষদ দখল এবং বেনামি ঋণের মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার করা হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা উল্লেখ করেন, স্বৈরাচারের শাসনামলে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর গড়ে ১৬ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে।[৪৮২] সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং এবং ব্যবসায়িক খাত মিলিয়ে লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ ২৩৪ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।[৪৮৩]

এই বিশাল পরিমাণের অর্থপাচার প্রধানত ব্যাংক ঋণ জালিয়াতির মাধ্যমে সংগঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক দশটি ব্যাংকের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক বা কারিগরিভাবে দেউলিয়া হিসেবে চিহ্নিত করে, যেখানে জনগণের আমানতের টাকা প্রভাবশালী রাজনৈতিক চক্র হাতিয়ে নিয়েছে।[৪৮৪] এই পাচারের প্রধান মাধ্যম ছিল হুন্ডি, আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে ওভার-ইনভয়েসিং ও আন্ডার-ইনভয়েসিং এবং বড় বড় অবকাঠামো প্রকল্পের ব্যয় কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে দেখানো।[৪৮৫]

পাচারকৃত অর্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রিয়েল এস্টেট বা আবাসন খাতে বিনিয়োগ করা হয়েছে। বিশেষ করে দুবাই, লন্ডন, সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশিদের সম্পদের পাহাড় গড়ার চিত্র উঠে এসেছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দুবাইয়ে অন্তত ৪৬১

[৪৭৫] *বিবিসি নিউজ বাংলা*, 'বছর পেরিয়ে গেলেও প্রকাশ করা হয়নি উপদেষ্টাদের আয় ও সম্পদের হিসাব', ১৫ আগস্ট ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/clydlejng04o (৩ মার্চ ২০২৬)।

[৪৭৬] *প্রথম আলো*, 'সম্পদ বেড়েছে ১৮ উপদেষ্টার', *প্রাগুক্ত*।

[৪৭৭] *প্রথম আলো*, 'অর্থ পাচার ঠেকাতে বৈশ্বিক পদক্ষেপের আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার', ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://en.prothomalo.com/bangladesh/4p4s8o7xzd (১ মার্চ ২০২৫)।

[৪৭৮] *এশিয়া নিউজ নেটওয়ার্ক*, 'বাংলাদেশ ইন্টেরিম গভর্নমেন্ট ফাস্ট-ট্র্যাকস রিকভারি এফোর্টস অফ বিলিয়নস লন্ডার্ড', ২৮ আগস্ট ২০২৪, https://asianews.network/bangladesh-interim-government-fast-tracks-recovery-efforts-of-billions-laundered/ (১ মার্চ ২০২৫)

[৪৭৯] *প্রথম আলো*, 'অর্থ পাচার ঠেকাতে বৈশ্বিক পদক্ষেপের আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার', ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://en.prothomalo.com/bangladesh/4p4s8o7xzd (১ মার্চ ২০২৫)।

[৪৮০] *প্রথম আলো*, 'পাচার হওয়া অর্থ ফেরাতে টাস্কফোর্স হচ্ছে, থাকছেন বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি', ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://en.prothomalo.com/business/local/prsqmip5mb (১ মার্চ ২০২৫)।

[৪৮১] *যুগান্তর*, 'অর্থ পাচার রোধে উদ্যোগ', ১১ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.jugantor.com/editorial/1048387 (১ মার্চ ২০২৫)।

[৪৮২] *প্রথম আলো*, 'অর্থ পাচার ঠেকাতে বৈশ্বিক পদক্ষেপের আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার', *প্রাগুক্ত*।

[৪৮৩] *প্রথম আলো*, 'চোখের সামনেই লুট: শেখ হাসিনার পতন থেকে লন্ডন পর্যন্ত অর্থ পাচারের তথ্যচিত্র', ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/b1pfzbbg8l (১ মার্চ ২০২৫)।

[৪৮৪] *এশিয়া প্যাসিফিক ফাউন্ডেশন অফ কানাডা*, 'ফ্রম হাসিনা টু ইউনূস: বাংলাদেশ'স রিফর্মস, রিকভারি, অ্যান্ড ইকোনমিক ট্রানজিশন', ৪ ডিসেম্বর ২০২৪, https://www.asiapacific.ca/publication/concerns-muhammad-yunus-bangladesh-government (১ মার্চ ২০২৫)।

[৪৮৫] *এশিয়া নিউজ নেটওয়ার্ক*, 'বাংলাদেশ ইন্টেরিম গভর্নমেন্ট ফাস্ট-ট্র্যাকস রিকভারি এফোর্টস অফ বিলিয়নস লন্ডার্ড', *প্রাগুক্ত*।

জন বাংলাদেশি ৯২৯টি সম্পদ ক্রয় করেছেন যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৫,০০০ কোটি টাকার বেশি।[৪৮৬] এছাড়া লন্ডনের মতো শহরগুলোতেও বাংলাদেশি প্রভাবশালী নেতাদের বিপুল পরিমাণ আবাসন সম্পদের তথ্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফাঁস হয়েছে।[৪৮৭]

আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সংস্কার

অর্থপাচার রোধ এবং পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকার বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর মধ্যে রয়েছে বিদ্যমান আইনের সংশোধন, নতুন বিশেষ আইন প্রণয়নের উদ্যোগ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। দুদক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও নিকটাত্মীয়দের স্বার্থ রক্ষায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার বাংলাদেশে দুর্নীতির অন্যতম প্রধান কারণ। মূলত এ ধরনের প্রভাবমুক্ত হয়ে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকায় দুর্নীতির বিস্তার ঘটেছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় কমিশন 'স্বার্থের দ্বন্দ্ব' (Conflict of Interest) নিরসনে একটি স্বতন্ত্র আইন প্রণয়নের জোরালো সুপারিশ করে। এছাড়া, প্রকৃত মালিকানা গোপন করে উচ্চপর্যায়ের দুর্নীতি ও অর্থপাচার রোধ করতে কমিশন 'প্রকৃত মালিকানা' (Beneficial Ownership) সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট আইনি কাঠামো গঠনের প্রস্তাব পেশ করে।

বিদ্যমান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর কিছু সীমাবদ্ধতা দূর করতে সরকার একটি বিশেষ অধ্যাদেশ বা আইন প্রণয়নের কাজ শুরু করে।[৪৮৮] প্রস্তাবিত আইনে অপরাধীরা যদি স্বেচ্ছায় অর্থ ফেরত দেয়, তবে তাদের ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা বা বিশেষ ব্যবস্থার বিধান রাখা হতে পারে যাতে দীর্ঘ আইনি লড়াই এড়িয়ে দ্রুত সম্পদ উদ্ধার করা যায়।[৪৮৯] পরবর্তীতে এই সুযোগ **দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫-এ যুক্ত করা হয়।**[৪৯০] তবে পাচারকৃত অর্থ আপোষ-রফার মাধ্যমে ফেরত আনা আইনে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে অর্থ পাচার উৎসাহিত করার ঝুঁকি সৃষ্টি হবে বলে সমালোচনা ছিল।[৪৯১]

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কার্যক্রম

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা জোরদার এবং কর ফাঁকি রোধে 'কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট রেগুলেশন, ২০২৫' প্রবর্তন করে।[৪৯২] এই নতুন বিধিমালার আওতায় আমদানিকৃত পণ্যসমূহকে ঝুঁকির মাত্রার ভিত্তিতে চারটি রঙ-কোডেড লেনে (লাল, হলুদ, নীল ও সবুজ) শ্রেণীবদ্ধ করা হবে। অত্যাধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), ডেটা অ্যানালিটিক্স এবং গোয়েন্দা তথ্যের সমন্বয়ে গঠিত এই সিস্টেমটি মূলত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আড়ালে সংঘটিত অর্থ পাচার, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন এবং আন্তঃসীমান্ত অপরাধ শনাক্ত করতে সহায়ক হবে। এই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনা একদিকে যেমন উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ পণ্যের ওপর কঠোর নজরদারি নিশ্চিত করবে, অন্যদিকে স্বচ্ছ আমদানিকারকদের জন্য দ্রুত পণ্য খালাসের পথ প্রশস্ত করবে।

আওয়ামী লীগ শাসনের পতনের পর এনবিআর-এর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি) বিদেশী শহরগুলিতে অনুসন্ধান এবং মাঠ পর্যায়ে তদন্ত শুরু করে। ২০২৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত সিআইসি বিদেশে অবস্থিত প্রায় ৪০,০০০ কোটি টাকার (প্রায় ৪০০ বিলিয়ন বাংলাদেশি টাকা বা ৩.৩ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি) সম্পদ শনাক্ত করে, যেগুলো বাংলাদেশ থেকে আগত অর্থ পাচারের মাধ্যমে কেনা হয়েছিল। জানুয়ারী ২০২৫ থেকে পাঁচটি দেশের সাতটি শহরে পরিচালিত তদন্তে বিলাসবহুল বাড়ি এবং বাণিজ্যিক সম্পদসহ ৩৪৬টি সম্পত্তির সন্ধান পাওয়া যায়, যা বৃহৎ আকারের অর্থ পাচারের সাথে জড়িত ব্যক্তি এবং সংস্থার সাথে যুক্ত। এসব সম্পদের মধ্যে রয়েছে রিয়েল এস্টেট এবং ব্যবসা, যা সিআইসি "হিমশৈলের চূড়া" হিসাবে বর্ণনা করেছে। এছাড়া অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা, অস্ট্রিয়া, ডোমিনিকা, গ্রেনাডা, সেন্ট কিটস ও নেভিস, উত্তর ম্যাসেডোনিয়া, মাল্টা, সেন্ট লুসিয়া এবং তুরস্ক - নয়টি দেশে ৩৫২টি পাসপোর্ট সনাক্ত করা হয়, যেগুলো কিছু বাংলাদেশি অবৈধভাবে অধিগ্রহণ করেছিলেন। ছয়টিরও বেশি আন্তর্জাতিক সংস্থা এনবিআরকে এই সম্পদগুলি সনাক্ত করতে এবং সম্ভাব্যভাবে বাজেয়াপ্ত করতে সহায়তা করছে।[৪৯৩]

---

[৪৮৬] জায়মা ইসলাম, 'পার্কিং ওয়েলথ আনডার দ্য দুবাই সান', *ডেইলি স্টার*, ৭ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.thedailystar.net/news/investigative-stories/news/parking-wealth-under-the-dubai-sun-3792296 (১ মার্চ ২০২৫)।

[৪৮৭] *কমশিউর গ্রুপ*, 'ফলো দ্য মানি: কোয়েশ্চনস ওভার ডিপোজড বাংলাদেশি এলিটস ৪০০ মিলিয়ন পাউন্ড ইউকে প্রপার্টি এম্পায়ার', ১৭ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.comsuregroup.com/news/follow-the-money-questions-over-deposed-bangladeshi-elite-s-400m-uk-property-empire/ (১ মার্চ ২০২৫)।

[৪৮৮] *এশিয়া নিউজ নেটওয়ার্ক*, 'বাংলাদেশ ইন্টেরিম গভর্নমেন্ট ফাস্ট-ট্র্যাকস রিকভারি এফোর্টস অফ বিলিয়নস লস্ট', *প্রাগুক্ত*।

[৪৮৯] *ইউরেশিয়া রিভিউ*, 'ফ্রম করাপশন টু অ্যাকাউন্টেবিলিটি: এ নিউ ইকোনমিক বিশন ফর বাংলাদেশ', ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://www.eurasiareview.com/14092025-from-corruption-to-accountability-a-new-economic-vision-for-bangladesh-oped/ (১ মার্চ ২০২৫)।

[৪৯০] দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৭৯ নং অধ্যাদেশ), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1592.html (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৪৯১] *সমকাল*, 'পাচার করা অর্থ আপস রফায় ফেরত আনার বিধান হচ্ছে', ৮ জানুয়ারি ২০২৬, https://samakal.com/economics/article/290452/ (১ মার্চ ২০২৫)।

[৪৯২] *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'গভর্নমেন্ট টু ক্লাসিফাই ইমপোর্টেড গুডস ইনটু ফোর কালার্ড লেনস ফর রিস্ক কনট্রোল', ১১ মার্চ ২০২৫, https://bdnews24.com/bangladesh/e2c3bc3b15e1 (১ মার্চ ২০২৫)।

[৪৯৩] *বাসস*, 'বিদেশে ৪০ হাজার কোটি টাকার চুরি হওয়া সম্পদের সন্ধান মিলেছে : সিএকে এনবিআরের সিআইসি প্রধান', ১৭ আগস্ট ২০২৫, https://www.bssnews.net/bangla/at-a-glance/225633 (১ মার্চ ২০২৫)।

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)-এর কার্যক্রম

আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্সে বিএফআইইউ-এর প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্তি, বিএফআইইউ ২০২৫-২০২৮ মেয়াদি একটি জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন, বিএফআইইউ-কে ঢেলে সাজানো এবং এর স্বতন্ত্র কার্যকারিতা নিশ্চিত করা ইত্যাদি কারণে বিএফআইইউ পাচারকারীদের ব্যাংক হিসাব জব্দ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত তৎপরতা দেখিয়েছে। ইতোমধ্যে প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং ১০টি বড় ব্যবসায়িক গ্রুপের ব্যাংক হিসাব স্থগিত করা হয়েছে।[৪৯৪] দুদক ইতোমধ্যেই প্রায় ১৫০ জন প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকা তৈরি করেছে যারা অবৈধ উপায়ে বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছেন এবং পাচার করেছেন।[৪৯৫] বিএফআইইউ বর্তমানে বিশ্বের ১৭৪টি দেশের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থার সাথে তথ্য বিনিময়ের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক ব্যবহার করছে।[৪৯৬]

আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্স পুনর্গঠন

বিদেশে পাচার হওয়া সম্পদ দেশে ফেরত আনার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে গঠিত টাস্কফোর্সটি ২০২৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর পুনর্গঠন করা হয়।[৪৯৭] বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে এই টাস্কফোর্সের প্রধান করা হয়। এই টাস্কফোর্সে অর্থ মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, দুদক, বিএফআইইউ এবং সিআইডির প্রতিনিধিরা অন্তর্ভুক্ত।[৪৯৮] টাস্কফোর্সের প্রধান কাজ পাচারকৃত অর্থ চিহ্নিত করা, আইনি বাধা দূর করা এবং বিদেশের সাথে সমন্বয় সাধন করা।

সম্পদ পুনরুদ্ধারের রোডম্যাপ প্রণয়ন

পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনা একটি দীর্ঘমেয়াদী এবং অত্যন্ত জটিল আইনি প্রক্রিয়া। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর সতর্ক করেন, আন্তর্জাতিক আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অর্থ ফেরত আনতে ন্যূনতম ৪ থেকে ৫ বছর সময় লাগতে পারে।[৪৯৯] এই প্রক্রিয়াকে সুশৃঙ্খল করতে সরকার একটি বিস্তৃত রোডম্যাপ তৈরি করেছে যার প্রধান স্তম্ভগুলো হলো:

- **আন্তর্জাতিক ল' ফার্ম ও গোয়েন্দা সংস্থা নিয়োগ:** লুণ্ঠিত সম্পদ চিহ্নিত ও উদ্ধারে প্রায় ২০০টি আন্তর্জাতিক আইন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করেছে সরকার।[৫০০] বিশেষ করে যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞ ফার্মগুলোকে নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। পাচারকৃত সম্পদ উদ্ধারের প্রচেষ্টা হিসেবে আন্তর্জাতিক ১২টি ল' ফার্ম নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।[৫০১]
- **মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স রিকোয়েস্ট (MLAR):** ইতোমধ্যে ২১টি এমএলএআর বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়েছে যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর কাছে পাচারকারীদের তথ্যের দাবি জানানো হয়েছে।[৫০২]
- **কূটনৈতিক চ্যানেলের ব্যবহার:** যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সিঙ্গাপুরের মতো দেশগুলোর সাথে সরকার নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করছে।[৫০৩] বিশেষ করে যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি (এনসিএ) বাংলাদেশকে সম্পদ পুনরুদ্ধারে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে এবং ইতোমধ্যে কিছু সম্পদ ফ্রিজ করেছে।[৫০৪]

সরকার ১১টি সুনির্দিষ্ট ব্যবসায়িক গ্রুপ এবং ব্যক্তির বিরুদ্ধে অর্থপাচার ও লুণ্ঠনের তদন্তকে অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছে।[৫০৫] এই গ্রুপগুলোর মাধ্যমে ব্যাংকিং খাত থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং বিদেশে আবাসন ও ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য গড়ে তোলা হয়েছে।

---

[৪৯৪] *বাসস*, 'কোর্ট ফ্রিজেস ৫৭২৫৭ কোটি টাকা ইন অ্যাসেটস লিংকড টু হাসিনা ফ্যামিলি, ১০ বিজনেসেস', ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://www.bssnews.net/others/315251 (১ মার্চ ২০২৫)।

[৪৯৫] *প্রথম আলো*, 'এসিসি ল্যাকড 'কারেজ' দেন, বাট অ্যাকটিভ নাও', ৩ অক্টোবর ২০২৪, https://en.prothomalo.com/bangladesh/kypeclmbqb (১ মার্চ ২০২৫)।

[৪৯৬] *যুগান্তর*, 'অর্থ পাচার রোধে উদ্যোগ', ১১ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.jugantor.com/editorial/1048387 (১ মার্চ ২০২৫)।

[৪৯৭] *প্রথম আলো*, 'পাচারের অর্থ ফেরাতে টাস্কফোর্স পুনর্গঠন, প্রধান গভর্নর', ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://en.prothomalo.com/business/local/914clucyuk (১ মার্চ ২০২৫)।

[৪৯৮] *বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)*, ইন্টার-এজেন্সি টাস্ক ফোর্স অন স্টোলেন অ্যাসেট রিকভারি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, ২০২৪, https://www.bfiu.org.bd/index.php/stackholder/interagency (১ মার্চ ২০২৫)।

[৪৯৯] *ইত্তেফাক*, 'পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে ৪ থেকে ৫ বছর লাগে: গভর্নর', ১৮ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.ittefaq.com.bd/766464/ (১ মার্চ ২০২৫)।

[৫০০] *বাসস*, 'পাচার হওয়া টাকা ফেরত আনতে খুব শিগগিরই বিশেষ আইন হচ্ছে: প্রেস সচিব', ১০ মার্চ ২০২৫, https://www.bssnews.net/news-flash/253522 (১ মার্চ ২০২৫)।

[৫০১] *এনটিভি অনলাইন*, 'পাচারকৃত অর্থ উদ্ধারে ১২ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তির নির্দেশনা', ৬ অক্টোবর ২০২৫, https://www.ntvbd.com/bangladesh/news-1629405 (১ মার্চ ২০২৫)।

[৫০২] *বাসস*, 'বিদেশে পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনতে আইনি তৎপরতা জোরদার করেছে বাংলাদেশ : গভর্নর', ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.bssnews.net/news-flash/342887 (১ মার্চ ২০২৫)।

[৫০৩] *ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ বাংলাদেশ (আইসিএবি)*, 'মানি লন্ডারিং অ্যান্ড রিকভারি অফ সাইফন্ড মানি: ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড বাংলাদেশ কনটেক্সট, ২০২৪', https://www.icab.org.bd/publication/news/4/1578/ (১ মার্চ ২০২৫)।

[৫০৪] *ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ইউকে (টিআই-ইউকে)*, 'রিটার্নিং বাংলাদেশ'স মিসিং বিলিয়নস', ১১ জুন ২০২৫, https://www.transparency.org.uk/news/returning-bangladeshs-missing-billions (১ মার্চ ২০২৫)।

[৫০৫] *এশিয়া নিউজ নেটওয়ার্ক*, 'বাংলাদেশ ইন্টেরিম গভর্নমেন্ট ফাস্ট-ট্র্যাকস রিকভারি এফোর্টস অফ বিলিয়নস লস্ট', *প্রাগুক্ত*।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট/সম্পদ ফ্রিজ ও সংযুক্তি

- **বিশাল অংকের সম্পদ জব্দ:** অন্তর্বর্তী সরকার ১০টি বড় ব্যবসায়িক গ্রুপ এবং পলাতক প্রধানমন্ত্রীর পরিবারে সদস্যদের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক মিলিয়ে মোট ৬৬ হাজার ১৪৬ কোটি টাকা মূল্যমানের অর্থ ও সম্পদ ফ্রিজ/ জব্দ করে (যার মধ্যে দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ৫৫ হাজার ৬৩৮ কোটি টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ এবং বিদেশে ১০ হাজার ৫০৮ কোটি টাকার সম্পদ)।[৫০৬] সরকার বহুল আলোচিত লন্ডনে থাকা সাইফুজ্জামান চৌধুরীর ৩৪২টি স্থাবর সম্পত্তির তথ্য সংগ্রহ করে এবং সেগুলো জব্দের জন্য আইনি প্রক্রিয়া শুরু করে।[৫০৭] অন্যদিকে, যুক্তরাজ্যে দুর্নীতি ও অর্থপাচারবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে প্রায় ২৬০ মিলিয়ন পাউন্ড (প্রায় ৩ হাজার ৬৪০ কোটি টাকা) অর্থমূল্যের সম্পদ জব্দ করা হয়েছে।[৫০৮] এছাড়া যুক্তরাজ্যের এনসিএ কর্তৃক ৯ কোটি পাউন্ডের সম্পদ ফ্রিজ হওয়াকে একটি বড় মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে।[৫০৯]
- **ব্যাংক হিসাব স্থগিত:** সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার পরিবারের সদস্যদের ১২৪টি ব্যাংক হিসাব (প্রায় ৬৩৫.১৪ কোটি টাকা) জব্দ করা হয়েছে।[৫১০] এছাড়া এস আলম পরিবারের ৪১টি ব্যাংক হিসাব স্থগিত করা হয়েছে।[৫১১]
- **আইনি মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি:** ১১টি অগ্রাধিকার কেসের প্রেক্ষিতে অর্থপাচারসংক্রান্ত মোট ১০৪টি মামলা দায়ের করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৪টিতে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে এবং ৪টিতে চূড়ান্ত রায় প্রদান করা হয়েছে।[৫১২]
- **'স্টোলেন অ্যাসেট' রিকভারি ন্যারেটিভে আন্তর্জাতিক মনোযোগ:** যুক্তরাজ্যে 'বাংলাদেশের মিসিং বিলিয়নস' আলোচনায় ওঠা এবং এনসিএ-এর সম্পদ জব্দের খবর গণমাধ্যমে আসা সম্পদ পুনরুদ্ধারের কৌশলের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রাসঙ্গিকতা তৈরি করেছে।

তবে সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অর্থপাচার রোধে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যর্থতা এবং ধীরগতির অভিযোগ উঠেছে। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় এবং বিভিন্ন কলামিস্টদের মতে, সরকারের পদক্ষেপগুলো অনেক সময় কাঠামোগত সংস্কারের চেয়ে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক তদন্তে বেশি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। পাচার হওয়া অর্থ ফেরানোর বিষয়টি অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিদেশের আদালতে আইনি লড়াই চালিয়ে জেতা অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে যদি যথাযথ তথ্য-প্রমাণ সরবরাহ করা না যায়।[৫১৩] সরকারের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব এবং অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তির দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার ফলে তাদের সরাসরি বিচারের মুখোমুখি করা কঠিন হয়ে পড়েছে, যা সম্পদ পুনরুদ্ধারের গতি কমিয়ে দিয়েছে।[৫১৪]

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর স্বীকার করেন, বিদেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো থেকে তথ্য পাওয়া একটি অত্যন্ত জটিল আইনি প্রক্রিয়া।[৫১৫] বিএফআইইউ এবং দুদকের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো গত দেড় দশকে রাজনৈতিক প্রভাবে নিজেদের পেশাদারিত্ব হারিয়েছিল, যা রাতারাতি পুনর্গঠন করা সম্ভব হচ্ছে না।[৫১৬] এছাড়া অনেক সময় বড় বড় ব্যবসায়ী গ্রুপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গিয়ে দেশের শিল্প উৎপাদন এবং ব্যাংকিং খাতের তারল্য সংকটের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে।[৫১৭]

---

[৫০৬] *ডেইলি স্টার*, 'গভ সিজেস ৬৬,১৪৬ ক্রোড় টাকা ইন অ্যাসেটস অফ ১০ বিজনেসেস, হাসিনা ফ্যামিলি', ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.thedailystar.net/business/economy/news/govt-seizes-tk-66146cr-assets-10-businesses-hasina-family-4060936 (৩ মার্চ ২০২৬)।

[৫০৭] রহমান রাভেলি (ইউকে), 'রোডম্যাপ প্ল্যান্ড ফর দি রিপ্যাট্রিয়েশন অফ অ্যাসেটস টু বাংলাদেশ', ২৫ মার্চ ২০২৫, https://www.rahmanravelli.co.uk/expertise/asset-tracing-and-recovery/articles/roadmap-planned-for-the-repatriation-of-assets-to-bangladesh/ (২ মার্চ ২০২৬)।

[৫০৮] *ডেইলি গার্ডিয়ান*, 'বাংলাদেশ'স হাসিনা-এরা এলিটস ডাম্প ইউকে অ্যাসেটস অ্যামিড করাপশন ক্র্যাকডাউন', ২১ জুলাই ২০২৫, https://thedailyguardian.com/world/asia/bangladeshs-hasina-era-elites-dump-uk-assets-amid-corruption-crackdown-624645/ (৩ মার্চ ২০২৬); *ইত্তেফাক*, 'পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে ৪ থেকে ৫ বছর লাগে: গভর্নর', *প্রাগুক্ত*।

[৫০৯] *টিআই-ইউকে*, 'রিটার্নিং বাংলাদেশ'স মিসিং বিলিয়নস', *প্রাগুক্ত*।

[৫১০] *এশিয়া নিউজ নেটওয়ার্ক*, 'বাংলাদেশ ইন্টেরিম গভর্নমেন্ট ফাস্ট-ট্র্যাকস রিকভারি এফোর্টস অফ বিলিয়নস লন্ডার্ড', *প্রাগুক্ত*।

[৫১১] *কনফাসোসিয়েজিওনি*, 'জিটিবেটস রিভিউস ল্যান্ড সীজার্স অ্যান্ড ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং ইন বাংলাদেশ', ১১ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.confassociazioni.eu/ (১ মার্চ ২০২৫)।

[৫১২] *বাসস*, 'বিদেশে পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনতে আইনি তৎপরতা জোরদার করেছে বাংলাদেশ : গভর্নর', *প্রাগুক্ত*।

[৫১৩] *ইত্তেফাক*, 'পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে ৪ থেকে ৫ বছর লাগে: গভর্নর', *প্রাগুক্ত*।

[৫১৪] *অস্ট্রেলিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স*, 'দি গুড, দি ব্যাড, দি আগলি অ্যান্ড এবরিথিং ইন বিটুইন', ১৩ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/the-good-the-bad-the-ugly-and-everything-in-between-state-of-affairs-in-bangladesh-under-the-post-july-revolution-interim-government/ (১ মার্চ ২০২৫)।

[৫১৫] *যুগান্তর*, 'অর্থ পাচার রোধে উদ্যোগ', ১১ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.jugantor.com/editorial/1048387 (১ মার্চ ২০২৫)।

[৫১৬] *আইজেআরআইএসএস (International Journal of Research and Innovation in Social Science - IJRIISS)*, 'করাপশন ইন বাংলাদেশ ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর: এ কোয়ালিটেটিভ অ্যান্ড কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাসেসমেন্ট ২০২৪', https://rsisinternational.org/journals/ijriss/articles/corruption-in-bangladesh-banking-and-financial-sector-a-qualitative-and-quantitative-assessment/ (১ মার্চ ২০২৫)।

[৫১৭] *এশিয়া প্যাসিফিক ফাউন্ডেশন অফ কানাডা*, 'ফ্রম হাসিনা টু ইউনূস: বাংলাদেশ'স রিফর্মস, রিকভারি, অ্যান্ড ইকোনমিক ট্রানজিশন', *প্রাগুক্ত*।

উপসংহার

অন্তর্বর্তী সরকার একটি ধ্বংসপ্রায় রাষ্ট্রের ওপর দাঁড়িয়ে সংস্কারের যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বিশেষ করে অর্থনৈতিক শ্বেতপত্র প্রকাশ এই সরকারের বড় সাফল্য।[৫১৮] তবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই সরকার আংশিক সফল। দুদকের সংস্কারে নাগরিক সমাজের সুপারিশগুলো এড়িয়ে যাওয়া এবং নিজেদের উপদেষ্টাদের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগে নীরব থাকা সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতাকে সংকটে ফেলেছে।[৫১৯]

দুদকের কার্যক্রমে আগের তুলনায় দৃশ্যমান সক্রিয়তা দেখা দিলেও পরিস্থিতির গুণগত উন্নয়ন হয়নি। দুদক এখনো সরকার ও বিশেষ করে আমলাতান্ত্রিক প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। দুদকের মামলা দায়ের ও প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে এখনো পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ রয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে এখনো পুরনো ধারা বিদ্যমান, যেমন - ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ক্ষমতার বাইরে থাকা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অনেকক্ষেত্রে সরকারের প্রশ্নবিদ্ধ পদক্ষেপের সহায়ক হিসেবে দুদকের ব্যবহৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

আরও দেখা যায় একদিকে দুদক সংস্কার কমিশনের আশু করণীয় সুপারিশমালা সরকার বা দুদকের নিকট প্রত্যাশিত গুরুত্ব পায়নি, অন্যদিকে অন্য কোনো অংশীজনকে সম্পৃক্ত না করে দুদক ও সরকারি আমলাতন্ত্রের একচ্ছত্র কর্তৃত্বে দুদকের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার পাশাপাশি জবাবদিহির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সুপারিশ উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। যদিও প্রতিবেদন প্রকাশের পর এক্ষেত্রে দুদকের শীর্ষ কর্তৃপক্ষের যেমন কোনো দ্বিমত ছিলো না তেমনি জুলাই সনদ অনুযায়ী প্রায় সকল রাজনৈতিক দলেরও নোট অফ ডিসেন্টহীন সম্মতি ছিল, যা সরকার বা দুদক কারোরই অজানা ছিল না। বিষয়টি অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

[৫১৮] *প্রথম আলো*, '২৮ ট্রিলিয়ন টাকা লন্ডার্ড ডিউরিং আওয়ামী লীগ রুল', *প্রাগুক্ত*।

[৫১৯] *টিবিএস*, 'অধ্যাদেশ থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব বাদ: হোঁচট খেল দুদক সংস্কারের উদ্যোগ', *প্রাগুক্ত*।

অধ্যায় ছয়: সরকারের নিয়মিত কার্যক্রম

অন্তর্বর্তী সরকারের মূল তিনটি লক্ষ্যের বাইরে সরকারের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনাও গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়ে বিভিন্ন খাতে সরকারের কার্যক্রমে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এসব খাতের মধ্যে রয়েছে প্রশাসন, বিচারিক সেবা, আইন-শৃঙ্খলা, আর্থিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকারব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পরিবেশ সংরক্ষণ, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।

প্রশাসন

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও অন্যান্য কর্মকর্তার পদত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দলীয়মুক্ত করার অংশ হিসেবে প্রশাসনিক রদবদল করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে পদোন্নতি, পদায়ন, বদলি, বাধ্যতামূলক অবসর, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা, চুক্তিতে নিয়োগ বাতিল ঘোষণা, এবং চুক্তিতে নিয়োগ। এ ধরনের রদবদল করা হয়েছে জনপ্রশাসন, পুলিশসহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, বিচার বিভাগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। এই রদবদল অন্তর্বর্তী সরকারের পুরো সময় জুড়েই করা হয়।

পদত্যাগ

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও অন্যান্য কর্মকর্তারা পদত্যাগ করেন। এসব প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাতীয় সংসদের স্পিকার, বিচার বিভাগ, আইন কমিশন, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান (বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন), বিশ্ববিদ্যালয় (উপাচার্য) ও কলেজ (অধ্যক্ষ), ব্যবসায় সমিতি, রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক (গভর্নর, উপদেষ্টা, বিএফআইইউ এর প্রধান), এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, স্টক এক্সচেঞ্জ ও কমিশন, বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশন/ সংস্থা ইত্যাদি। যেমন স্পিকার পদ থেকে শিরীন শারমিনের পদত্যাগ করেন ২ সেপ্টেম্বর। তিনি রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন।[৫২০] বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের (পিএসসি) চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন ও ১২ জন সদস্য পদত্যাগ করেন ৮ অক্টোবর।[৫২১] প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়ালের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন (ইসি) পদত্যাগ করার ঘোষণা দেন ৫ সেপ্টেম্বর।[৫২২] পরবর্তীতে পদত্যাগ করেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান ও কমিশনার (২৯ অক্টোবর), এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও পাঁচ সদস্য (৭ নভেম্বর)[৫২৩]।

৮ আগস্ট থেকে শুরু করে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও প্রক্টর পদত্যাগ করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (৮ আগস্ট), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (৯ আগস্ট), হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১০ আগস্ট), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (১১ আগস্ট)। এছাড়া পদত্যাগ করেন মহা পরিচালক, বাংলা একাডেমী; চেয়ারম্যান, বিএসইসি (১১ আগস্ট); গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক (১০ আগস্ট); বাংলাদেশ ব্যাংকের উপদেষ্টা ও বিএফআইইউ এর প্রধান (৯ সেপ্টেম্বর); বীমা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের (আইডিআরএ) চেয়ারম্যান (৫ সেপ্টেম্বর); ঢাকা ওয়াসার এমডি (১৫ আগস্ট)।

নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতি

এই ব্যাপক পদত্যাগের পর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দলীয়মুক্ত করার অংশ হিসেবে প্রশাসনিক রদবদল করা হয়। যেসব প্রতিষ্ঠানে এসব রদবদল করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, আইন-শৃঙ্খলা ও প্রতিরক্ষা বাহিনী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এবং সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার)। উল্লেখ্য, নিষিদ্ধ সংগঠনের কেউ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত হতে পারবে না বলে উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ জানান।[৫২৪] যেসব প্রতিষ্ঠান ও পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর, পররাষ্ট্র সচিব, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান, জাতীয় কারিকুলাম ও টেক্সটবুক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান, পিএসসির চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কমিশনার এবং গ্রামীণ ও অগ্রণী ব্যাংকে নতুন চেয়ারম্যান। এছাড়া ঢাকা ওয়াসার

---

[৫২০] *প্রথম আলো*, 'শিরীন শারমিনের পদত্যাগে স্পিকার পদে কি শূন্যতা তৈরি হলো', ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/wgkehft87n (৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৫২১] *ডেইলি স্টার*, 'পিএসসির চেয়ারম্যান সোহরাব ও ১২ সদস্যের পদত্যাগ', ৮ অক্টোবর ২০২৪, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-620336 (৮ অক্টোবর ২০২৪)।

[৫২২] *প্রথম আলো*, 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' অধীন নির্বাচনের পরামর্শ দিয়ে পদত্যাগ করলেন হাবিবুল আউয়াল', ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/qa6f9dgg1w (৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৫২৩] *প্রথম আলো*, 'দুদক চেয়ারম্যান ও দুই কমিশনারের পদত্যাগ', ২৯ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ilcb169gut (১২ নভেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও ৫ সদস্যের পদত্যাগ', ০৭ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/hvtrvmy3n8 (১২ নভেম্বর ২০২৪)।

[৫২৪] *প্রথম আলো*, 'নিষিদ্ধ সংগঠনের কেউ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত হতে পারবে না: উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ', ২৫ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/48y34dw9vs (২৮ অক্টোবর ২০২৪)।

সর্বজ্যেষ্ঠ ডেপুটি এমডিকে দায়িত্বরত এমডি হিসেবে নিয়োগ দিতে হাইকোর্ট নির্দেশ দেন।[৫২৫] এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদে রদবদল, বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো, বদলিও করা হয় (যেমন র‍্যাব ও ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশের শীর্ষ পদে, ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, দুদকের পরিচালক ইত্যাদি)।

কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতনের দীর্ঘ কয়েক মাস গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন বিলম্বিত হয়। নতুন সরকার গঠনের ছয়মাস পর নয়টি মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরে নতুন সচিব নিয়োগ দেওয়া হয় ২০২৫ এর ২৫ ফেব্রুয়ারিতে। এর মধ্যে সাতজনকে পদোন্নতি দিয়ে, আর দুজনকে বদলির মাধ্যমে পদায়ন করা হয়। পরবর্তীতে ২০ মার্চ ২০২৫ তারিখে যুগ্ম সচিব পদে ১৯৬ কর্মকর্তার পদোন্নতি দেওয়া হয়, যার মধ্যে ২১ জন জেলা প্রশাসক। সাড়ে পাঁচ মাস আগে শুরু হলেও জেলা প্রশাসক বা ডিসি নিয়োগের বাছাই প্রক্রিয়া শেষ করার ক্ষেত্রে পছন্দের কর্মকর্তা খুঁজতে ও ত্রিমুখী রাজনৈতিক চাপ সমন্বয় করতে গিয়ে ডিসি পদায়নে দেরি হয়।[৫২৬]

রাজশাহীর সারদায় বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত মোট ৩৬৯ জন উপপরিদর্শককে (এসআই) শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে বিতর্কিতভাবে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এর আগে ২২ অক্টোবর প্রথম দফায় ২৫২ জন ও ২৫ অক্টোবর দ্বিতীয় দফায় ৫৯ জন প্রশিক্ষণার্থী এসআইকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ক্লাসে শৃঙ্খলার সঙ্গে না বসে হইচই করার অভিযোগে তাঁদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। ৪০তম ব্যাচের আউটসাইডার ক্যাডেট হিসেবে মোট ৮০১ জন প্রশিক্ষণরত ছিলেন। ২০২৩ সালের ৪ নভেম্বর এই ক্যাডেট এসআইদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিল। এই প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার কথা ছিল ৪ নভেম্বর।[৫২৭] তবে অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, রাজনৈতিক কারণে নয় বলে জানান।[৫২৮]

দেশের ৪১ জেলায় নতুন সিভিল সার্জন নিয়োগ দেওয়া হয় ০৪ মার্চ ২০২৫। দেশের ৬৭টি সরকারি কলেজে নতুন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ (৬৪টি প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ এবং তিনটি প্রতিষ্ঠানে উপাধ্যক্ষ পদে) বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের মোট ৬৭ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেওয়া হয় ০৫ মে ২০২৫।

প্রশাসনে অনুমোদিত পদের দ্বিগুণ কর্মকর্তা বিদ্যমান (৩,৬৯৬ পদের বিপরীতে ৬,৫৩৫ জন)। এর মধ্যে ২৮২ কর্মকর্তা পদবিহীন সংযুক্তি, ১৫০ জন ওএসডি–মন্ত্রণালয়গুলোতে অস্বাভাবিক জনবল চাপ তৈরি করে।[৫২৯] পদসংখ্যা ও কর্মকর্তার সংখ্যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ, যেমন যুগ্মসচিব পদের বিপরীতে কর্মকর্তার সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি। তবে পর্যাপ্ত জনবল থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সংস্থার শীর্ষপদে নিয়োগ না দেওয়ার অভিযোগ ছিল। সরকারের অন্তত ৩৮টি দপ্তরের (২৫টি বিভাগ ও অধিদপ্তর, ১০টি দপ্তরপ্রধান, তিনটি মন্ত্রণালয়ের সচিব - মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়) শীর্ষপদ ফাঁকা ছিল দীর্ঘদিন।[৫৩০] নিয়োগ না দেওয়ার কারণ হিসেবে সরকারি দপ্তরের শীর্ষপদে নিয়োগে বিভিন্ন মহল থেকে তদবির, সুপারিশের পর আপত্তি, নিয়োগ বাতিল; জনপ্রশাসনে যুগ্ম সচিব থেকে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বদলি, শৃঙ্খলা ও নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিটির সুপারিশ নিতে গিয়ে অনেক সময় চলে যাওয়া; এবং যোগ্য অতিরিক্ত সচিব না পাওয়াকে চিহ্নিত করা হয়।[৫৩১]

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর সংস্কারের অন্যতম অংশ ছিল জনপ্রশাসনে পদোন্নতি। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এক বছরে (২০২৪ সালের ৮ আগস্ট থেকে ৪ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত) নিয়মিত ও ভূতাপেক্ষ মিলিয়ে ১,৫৪৯ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেওয়া হয়। এ সময়ে উপসচিব পদে ১৪১ জন, যুগ্মসচিব পদে ৪২৪ জন, অতিরিক্ত সচিব পদে ১৪৯ জন, গ্রেড-১ পদে ২৬ জন এবং সচিব-সিনিয়র সচিব পদে ৪৫ জনসহ সর্বমোট ৭৮৫ জন কর্মকর্তাকে নিয়মিত পদোন্নতি দেওয়া হয়, এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে উপসচিব পদে

---

[৫২৫] *ডেইলি স্টার*, 'এইচসি অর্ডারস টু অ্যাপয়েন্ট সিনিয়র মোস্ট ডিএমডি অব ঢাকা ওয়াসা অ্যাজ অ্যাক্টিং এমডি', ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/hc-orders-appoint-senior-most-dmd-dhaka-wasa-acting-md-3697741 (৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৫২৬] দেলওয়ার হোসেন, 'নানামুখী চাপে আটকে আছে জেলা প্রশাসক পদায়ন', *সমকাল*, ৩০ জুন ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh/article/303012/ (৩০ জুন ২০২৫)।

[৫২৭] *প্রথম আলো*, 'সারদায় প্রশিক্ষণরত আরও ৫৮ এসআইকে অব্যাহতি', ০৪ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/f7vlgm586d (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[৫২৮] *প্রথম আলো*, 'প্রশিক্ষণরত ২৫২ এসআইকে অব্যাহতি শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য, রাজনৈতিক কারণে নয়: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা', ২২ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ilbcwqm5cs (২৩ অক্টোবর ২০২৪)।

[৫২৯] বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, 'প্রশাসনে পদায়নে চরম বিশৃঙ্খলা', আগস্ট ১২,২০২৫, https://www.banglanews24.com/national/news/bd/1572129.details (১৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৩০] আমিরুল ইসলাম, 'পদোন্নতি ও পদায়ন নিয়ে বাড়ছে অসন্তোষ', *যুগান্তর*, ০৫ জুলাই ২০২৫, https://www.jugantor.com/tp-firstpage/973979 (০৫ জুলাই ২০২৫)

[৫৩১] আরিফুর রহমান, '৩৮ দপ্তরের শীর্ষপদ খালি, কেন নিয়োগ দিচ্ছে না সরকার', *প্রথম আলো*, ২৮ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/4vihr45v0d (২৮ মে ২০২৫)।

চারজন, যুগ্মসচিব পদে ৭২ জন, অতিরিক্ত সচিব পদে ৫২৮ জন, গ্রেড-১ পদে ৪১ জন এবং সচিব পদে ১১৯ জনসহ সর্বমোট ৭৬৪ জন কর্মকর্তাকে ভূতাপেক্ষভাবে পদোন্নতি দেওয়া হয়।[৫৩২]

তাদের মধ্যে প্রায় ৫৫০ জনকে অনুমোদিত পদের বাইরে অতিরিক্ত পদোন্নতি ('সুপারনিউমারারি পদোন্নতি')[৫৩৩] দেওয়া হয়। উপসচিব, যুগ্ম সচিব এবং অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার অনেক কর্মকর্তাকে মন্ত্রণালয়ের বাইরেও প্রকল্প পরিচালক, দপ্তরের প্রধান বা অনুরূপ ভূমিকা পালন করতে হয় - কিছু ক্ষেত্রে অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর বাইরে পদোন্নতি দিতে হয় - বলে যুক্তি প্রদান করা হয়। এছাড়া ২০২৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর 'বঞ্চনা নিরসন কমিটি' গঠন করা হয়। নিজেকে বঞ্চিত দাবি করে ১ হাজার ৫৪৩ জন আবেদন করেন এই কমিটির কাছে। এসব আবেদন থেকে ৭৬৪ জনকে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগ আমলে অবসরে যাওয়া বঞ্চিত গণ্য ১১৯ কর্মকর্তাকে সচিব, ৪১ জনকে গ্রেড-১, ৫২৮ জনকে অতিরিক্ত সচিব, ৭২ জনকে যুগ্ম সচিব এবং চারজনকে উপসচিব পদে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি দিয়ে পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।[৫৩৪]

বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার পদোন্নতি হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (বিসিএস) ২০তম ব্যাচে ৩৭৮ জন কর্মকর্তার মধ্যে ২০১৮ সালের রাতের ভোটের কারিগর হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী জেলা প্রশাসকরা (ডিসি), এবং যাদের বিরুদ্ধে অসদাচারণ, শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও দুর্নীতির অভিযোগ ছিল।[৫৩৫] সিলেটের পাথর লুটের সমালোচনার মধ্যে ডিসি ও ইউএনও বদলি করা হয়; পরবর্তীতে উপজেলার একাধিক জায়গায় ইউএনও বদলি বাতিল করা হয়, যা প্রশাসনিক সিদ্ধান্তহীনতার অভিযোগ তোলে।[৫৩৬] চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাওয়া কয়েকজন বিতর্কিত সচিবকে বারবার বদলি করা হয়; কর্মদক্ষতার ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও চুক্তি বাতিল না হওয়ায় সমালোচনা বাড়ে।[৫৩৭] জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব মোখলেস উর রহমানকে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সরিয়ে দেওয়া হয়, যা রাজনৈতিক-প্রশাসনিক অস্থিরতার ইঙ্গিত দেয়।

আগের তিন নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারী কোনো ডিসি/ইউএনও/এডিসিকে না রাখার সিদ্ধান্তের ফলে যোগ্য কর্মকর্তার ঘাটতি উন্মোচিত হয়। প্রশাসনে বহু কর্মকর্তা পূর্ববর্তী নির্বাচনে যুক্ত থাকায় ডিসি হওয়ার শর্ত (উপসচিব হিসেবে এক বছর এবং মাঠপর্যায়ে দুই বছরের অভিজ্ঞতা) পূরণে সংকট তৈরি হয়।[৫৩৮] জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে এক বা দুই দিনের ব্যবধানে প্রায় ৫০ জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক ডিসি নিয়োগ দেওয়া হয়, যা নজিরবিহীন রদবদল হিসেবে দেখা হয়।[৫৩৯] অনেক নিয়োগে মাঠ প্রশাসনের অভিজ্ঞতা, সিনিয়রিটি ও এসএসবি সুপারিশ উপেক্ষা করা হয়। কিছু কর্মকর্তা পূর্ববর্তী বিতর্কিত নির্বাচনে ভূমিকা রাখা সত্ত্বেও ডিসি হন, আবার কেউ কেউ কোনো মাঠ অভিজ্ঞতা ছাড়াই গুরুত্বপূর্ণ জেলায় নিয়োগ পান, যা নির্বাচনপূর্ব প্রশ্নবিদ্ধ নিরপেক্ষতার ইঙ্গিত দেয়।[৫৪০]

তবে অবসরে যাওয়া কর্মকর্তাদের পদোন্নতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এই সিদ্ধান্তের মূল সমালোচনা হচ্ছে - বঞ্চিত কর্মকর্তাদের ভূতাপেক্ষ পদোন্নতির জন্য বকেয়া বেতন ও ভাতাদি বাবদ সরকারের ৪২ কোটি টাকা খরচ হবে; তাঁদের পেনশন বাবদ বছরে অতিরিক্ত ৪ কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে; একই ব্যাচ থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যক পদোন্নতি; এক লাফে চার ধাপ পদোন্নতি; আমলাতন্ত্রের চাপে অথবা তাঁদের সহায়তা পেতে সরকার কাজটি করছে। আবার পদোন্নতিবঞ্চিত প্রশাসনের আরও ৭৭৬ জন কর্মকর্তার ভূতাপেক্ষ পদোন্নতির আবেদন পুনর্বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়।[৫৪১]

---

[৫৩২] *ইত্তেফাক*, 'এক বছরে বাধ্যতামূলক অবসরে ২৯ কর্মকর্তা, পদোন্নতি ১ হাজার ৫৪৯ জনের', ৭ আগস্ট ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/745733/ (১০ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৩৩] 'সুপারনিউমারারি' পদ হচ্ছে পদোন্নতি বা জনবল সমন্বয়ের সুবিধার্থে নিয়মিত কাঠামোর বাইরে তৈরি অস্থায়ী পদ।

[৫৩৪] শহীদুল ইসলাম, 'বঞ্চনা নিরসন কমিটির সদস্যসচিবও তালিকায়,' *আজকের পত্রিকা*, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.ajkerpatrika.com/national/ajpqebs1epwpa (১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)।

[৫৩৫] *ইত্তেফাক*, 'যেসব সরকারি কর্মকর্তাদের পদোন্নতি হবে না,' ৩০ জুন ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/739033 (৩০ জুন ২০২৫)।

[৫৩৬] *প্রথম আলো*, 'সিলেটে পাথর লুটের আলোচনার মধ্যে ডিসি-ইউএনও বদল', ১৯ আগস্ট ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=1985e9307aa&eid=1&imageview=0&epedate=19/08/2025&sedId=1 (১৯ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৩৭] শাহাদাত হোসেন (রাকিব), 'চুক্তিতে নিয়োগ পাওয়া বিতর্কিত সচিবদের নজিরবিহীন বদলি', *ঢাকা পোস্ট*, ২৬ অক্টোবর ২০২৫, https://www.dhakapost.com/national/404888 (২৮ অক্টোবর ২০২৫)।

[৫৩৮] *ইত্তেফাক*, '৩ নির্বাচনের কর্মকর্তাদের বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা ইসির, প্রশাসনে রদবদল', ১৪ নভেম্বর ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/761793/ (১৬ নভেম্বর ২০২৫); আরিফুর রহমান, 'নির্বাচনকালে ডিসি পদে 'যোগ্য কর্মকর্তা' পাওয়া কঠিন হচ্ছে', *প্রথম আলো*, ১ নভেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=1117f48981e (২ নভেম্বর ২০২৫)।

[৫৩৯] *প্রথম আলো*, 'নির্বাচন সামনে রেখে আরও ২৩ জেলায় নতুন ডিসি', ১৩ নভেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ik3q1562pc (১৬ নভেম্বর ২০২৫)।

[৫৪০] *কালের কণ্ঠ*, 'আলোচনায় 'রাতের ডিসি', কোন যোগ্যতায় নিয়োগ পাচ্ছেন', ১৫ নভেম্বর ২০২৫, https://www.kalerkantho.com/online/national/2025/11/15/1606638 (১৬ নভেম্বর ২০২৫); উবায়দুল্লাহ বাদল, 'পক্ষপাতদুষ্ট ডিসিদেরই প্রাধান্য', *কালের কণ্ঠ*, ১৬ নভেম্বর ২০২৫, https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2025/11/16/1606805 (১৬ নভেম্বর ২০২৫)।

[৫৪১] আমিরুল ইসলাম, 'পুনর্বিবেচনার তালিকায় আরও ৭৭৬ জন', *যুগান্তর*, ১৯ এপ্রিল ২০২৫, https://www.jugantor.com/tp-city/942965 (১৯ এপ্রিল ২০২৫)। এ লক্ষ্যে সাবেক অর্থ সচিব ও বিশ্বব্যাংকের বিকল্প পরিচালক জাকির আহমেদ খানের নেতৃত্বে গঠিত ৫ সদস্যের রিভিউ কমিটির মেয়াদ

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে পদোন্নতি ও পদায়নে আর্থিক লেনদেন ও রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ ওঠে। জেলা প্রশাসক নিয়োগে জটিলতা দেখা দেয়।[৫৪২] এছাড়া কর্তৃত্ববাদী সরকারের সময়ের বেশ কয়েকজন সচিব বহাল ছিল বলেও অভিযোগ ওঠে।[৫৪৩] ২০২৫ সালে প্রশাসনের শীর্ষপদে পদায়ন-পদোন্নতিতে ব্যক্তিগত পছন্দ, উপদেষ্টাদের প্রভাব ও সমন্বয়হীনতার কারণে তীব্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও সচিব পদে পদায়ন পাওয়া কর্মকর্তারা মন্ত্রণালয়ে যোগ দিতে পারেননি, যা প্রশাসনের চেইন অব কমান্ডকে দুর্বল করে দেয়।[৫৪৪]

২০২৫-২৬ সময়ে জনপ্রশাসনে পদোন্নতি প্রক্রিয়া সামগ্রিকভাবে অস্থিতিশীলতা, তদবির, কাঠামোগত ভারসাম্যহীনতা এবং দীর্ঘসূত্রতার মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। বঞ্চিত কর্মকর্তাদের জন্য গঠিত কমিটি ৩১৮ আবেদনের মধ্যে ২১০টি পর্যালোচনা করে মাত্র ৭৮ জনকে পদোন্নতির সুপারিশ করে, আর ১৩২ জনকে বিভিন্ন কারণে সুপারিশের বাইরে রাখে।[৫৪৫] একই সময়ে উপসচিব পদে ২৬৮ কর্মকর্তা পদোন্নতি পেলেও তাদের বড় অংশই ইনসিটু অবস্থায় পূর্বের দায়িত্বেই বহাল থাকে।[৫৪৬] এ সময়ে আন্তঃক্যাডার বৈষম্যের অভিযোগও বাড়ে; প্রশাসন, পুলিশ ও পররাষ্ট্র ক্যাডারে দ্রুত পদোন্নতির বিপরীতে রাজস্ব, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বছরের পর বছর অপেক্ষায় থাকতে হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের শেষ পর্যায়ে সচিব পদে কয়েকটি পদোন্নতি দেওয়া হলেও বঞ্চিত সিনিয়র কর্মকর্তারা বাদ পড়েন; তিন অতিরিক্ত সচিব সচিব পদে উন্নীত হন এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদায়ন সম্পন্ন হয়। অন্যদিকে অতিরিক্ত সচিব পদে প্রায় আঠারো মাস ধরে পদোন্নতি স্থগিত থাকে, ফলে শূন্যপদ দ্রুত বাড়তে থাকে এবং ২০তম বিসিএসের কর্মকর্তারা দীর্ঘ সময় ধরে যুগ্মসচিব পর্যায়েই আটকে থাকেন।[৫৪৭] নির্বাচনের আগের সপ্তাহগুলোতে ইউএনও বদলি বাতিল, বিপুলসংখ্যক কর্মকর্তা বাধ্যতামূলক অবসর বা ওএসডি হওয়া, এবং ১১৮ কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত সচিব পদে উন্নীত করার মতো সিদ্ধান্ত প্রশাসনে অস্থিরতা বাড়ায়।[৫৪৮]

সামগ্রিকভাবে পদোন্নতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, শূন্যপদ সংকট এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার কারণে প্রশাসনে স্থবিরতা, অসন্তোষ ও ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়। বিশ্লেষকদের মতে, অন্তর্বর্তী সরকার পুরো সময়েই অদক্ষতা, ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও বিলম্বের কারণে প্রশাসনে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদায়ন ও পদোন্নতিতে অযোগ্য বা বিতর্কিত কর্মকর্তা সুবিধা পেলেও যোগ্য অনেকে বঞ্চিত হয়েছেন – ফলে প্রশাসনে অসন্তোষ ছিল তীব্র। সচিবালয়ে বিক্ষোভ, ডিসিদের রদবদলে বিতর্ক এবং সিদ্ধান্ত বাতিল – সব মিলিয়ে প্রশাসনের স্থিতিশীলতা টালমাটাল ছিল। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সরকারের কোনো খারাপ উদ্দেশ্য না থাকলেও দক্ষতার ঘাটতি, রাজনৈতিক চাপ ও মাঠ পর্যায়ের আন্দোলনের কারণে ভুল সিদ্ধান্ত হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বলছে, অনেক সিদ্ধান্ত সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নীতিগত সিদ্ধান্ত, তাই তারা মন্তব্য করতে পারছে না।[৫৪৯]

চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পর বিভিন্ন পদে থাকা চুক্তিভিত্তিক সব নিয়োগ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাওয়া ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি, এবং যেসব নিয়োগ নিয়ে বেশি বিতর্ক আছে, সেগুলো অনতিবিলম্বে বাতিল

---

৩০ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়। এছাড়া রিভিউ কমিটির সুপারিশ থেকে বঞ্চিত অবসরে যাওয়া প্রশাসন ছাড়া অন্য ক্যাডার (আদার্স ক্যাডার) কর্মকর্তাদের আবেদন বিবেচনা করা হবে।

[৫৪২] *ইত্তেফাক*, 'এক বছরে বাধ্যতামূলক অবসরে ২৯ কর্মকর্তা, পদোন্নতি ১ হাজার ৫৪৯ জনের', *প্রাগুক্ত*।

[৫৪৩] শামছুল ইসলাম, 'শেখ হাসিনার ১৭ সচিব এখনো বহাল', *নয়া দিগন্ত*, ৮ আগস্ট ২০২৫, https://dailynayadiganta.com/printed-edition/Rwxo0y4hxKi5 (১১ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৪৪] তাওহীদুল ইসলাম, 'প্রশাসনের শীর্ষপদে গুরুত্ব পাচ্ছে ব্যক্তিগত পছন্দ', *আমাদের সময়*, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://www.dainikamadershomoy.com/details/0198eccd514c2 (৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫); উবায়দুল্লাহ বাদল, 'নিয়োগ পেয়েও সচিবের চেয়ার জুটছে না', *কালের কণ্ঠ*, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://www.kalerkantho.com/print-edition/last-page/2025/09/13/1576604 (১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫)।

[৫৪৫] *বাংলা ট্রিবিউন*, '১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি', ২০ আগস্ট ২০২৫, https://www.banglatribune.com/national/911951/ (২১ আগস্ট ২০২৫)।

[৫৪৬] *প্রথম আলো*, 'এই সরকারও পুরোনো পথে, প্রশাসনে পদ ছাড়াই পদোন্নতি', ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=16993b7745b&eid=1&imageview=0&epedate=16/09/2025&sedId=1 (১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫)।

[৫৪৭] তাওহীদুল ইসলাম, 'পদোন্নতি স্থগিত, তদবিরের চাপ জনপ্রশাসনে', *আমাদের সময়*, ১১ নভেম্বর ২০২৫, https://www.dainikamadershomoy.com/details/019a6eeece1312 (১২ নভেম্বর ২০২৫)।

[৫৪৮] *জাগো নিউজ ২৪*, 'বিদায়বেলায়ও 'বিতর্কিত' সিদ্ধান্ত প্রশাসনে', ২৭ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.jagonews24.com/amp/1088036 (২৭ জানুয়ারি ২০২৬); *প্রথম আলো*, 'নির্বাচনের ১৫ দিন আগে অতিরিক্ত সচিব হলেন ১১৮ কর্মকর্তা', ২৮ জানুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=28102ba4953&eid=1&imageview=0&epedate=28/01/2026&sedId=1 (২৮ জানুয়ারি ২০২৬)।

[৫৪৯] *জাগো নিউজ ২৪*, 'বিদায়বেলায়ও 'বিতর্কিত' সিদ্ধান্ত প্রশাসনে', ২৭ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.jagonews24.com/amp/1088036 (২৭ জানুয়ারি ২০২৬)।

করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৫৫০] এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োজিত রাষ্ট্রদূতসহ বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তরের ২৪ কর্মকর্তার নিয়োগ বাতিল করে অন্তর্বর্তী সরকার।[৫৫১] ২০২৪ সালের ১৪ আগস্ট এক দিনেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যানসহ ১১ জন সচিবের চুক্তি বাতিল করা হয়।[৫৫২]

অন্যদিকে একই সময়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে চুক্তিভিত্তিক সচিব নিয়োগ দেওয়া হয়, যাদের গত ১০ বছরে প্রশাসনের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না।[৫৫৩] বাংলাদেশের জনপ্রশাসনে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ শীর্ষ পর্যায়ে নিয়মে পরিণত হয়েছে, যা নিয়ে তীব্র সমালোচনা ছিল। সিনিয়র এবং নিয়মিত সচিব পদে রেকর্ড সংখ্যক চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং অন্তর্বর্তী সরকারের শেষ সময় পর্যন্ত ৭৩ জন সচিবের মধ্যে ২০ জন চুক্তিতে ছিলেন।[৫৫৪] মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিবসহ ১৩ জন শীর্ষ কর্মকর্তার মধ্যে ১২ জনই চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে কর্মরত। ১১ জন সিনিয়র সচিবের মধ্যে ১০ জন চুক্তিভিত্তিক। সিনিয়র সচিব পদে নিয়মিত কর্মকর্তা মাত্র একজন (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে)। জনপ্রশাসনের মৌলিক কাঠামোয় এই পদ নেই; সচিব ও সিনিয়র সচিবের কাজ একই। আর্থিক সুবিধা বেশি হওয়ায় পছন্দের আমলাদের খুশি করতে পদ সৃষ্টি করা হয়েছে বলে সমালোচনা রয়েছে। পদটি ২০১২ সালে নির্বাহী আদেশে সৃষ্টি হয়। এমনকি নির্বাচনের আগে স্বাস্থ্য সচিব ও মহাপরিচালককে চুক্তিভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়।[৫৫৫] সবশেষে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক পদে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং রোহিঙ্গাবিষয়ক হাই রিপ্রেজেনটেটিভ খলিলুর রহমান (উপদেষ্টা পদমর্যাদা), ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা) ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদকে নিয়োগ দেওয়া হয়। জাতীয় নির্বাচনের ঠিক আগে এই তিনজনকে এমন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নিয়োগ করা নিয়ে একাধারে বিস্ময় ও প্রশ্নের সৃষ্টি করে।[৫৫৬]

বিশেষজ্ঞদের মতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের আধিক্য যৌক্তিক নয়; আগে সর্বোচ্চ ১০% সীমা ছিল যা মানা হচ্ছে না। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে কর্মকর্তাদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ে, কারণ এতে নিয়মিত কর্মকর্তারা বঞ্চিত হন। সার্বিকভাবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের আধিক্য প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও পেশাদারিত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।[৫৫৭]

সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নিয়োগকৃতদের প্রত্যাহার: সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োগ, বদলি ও পদায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর প্রত্যাহারের বেশ কয়েকটি ঘটনা লক্ষ করা যায়। জেলা প্রশাসক, রাষ্ট্রদূত, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা পদে নিয়োগ করে প্রত্যাহার করা হয়। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পরিচালক নিয়োগ দেওয়ার পর বদলি করা হয়।[৫৫৮] সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) নতুন সদস্য হিসেবে ছয় ব্যক্তিকে ২ জানুয়ারি নিয়োগ দেওয়া হয়। সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের শপথ স্থগিত চেয়ে ৮ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়ে চিঠি পাঠায় পিএসসি। পিএসসির অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে

---

[৫৫০] *প্রথম আলো*, 'চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিলসহ ৮ সিদ্ধান্ত উপদেষ্টা পরিষদের', ১২ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/4fx28wltlc (১১ নভেম্বর ২০২৪)।

[৫৫১] এর মধ্যে রয়েছে শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জব প্রকল্প, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, তথ্য কমিশন, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল, মৌজা প্লটভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প, এস্টাব্লিস্টমেন্ট অব ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, এবং বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি। সূত্র: *প্রথম আলো*, '২৪ কর্মকর্তার চুক্তি বাতিল', ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/rirn2uugca (৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৫৫২] *প্রথম আলো*, 'তিন দিনেই জননিরাপত্তার সচিব পদে পরিবর্তন, চুক্তিতে সচিব হলেন ৫ জন', ১৭ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/n6b1ma3ctk (১১ নভেম্বর ২০২৪)।

[৫৫৩] আরিফুর রহমান, 'জনপ্রশাসনে এখনো অস্থিরতা,' *প্রথম আলো*, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/701kdxje2j (২৩ ডিসেম্বর ২০২৪)।

[৫৫৪] ড. সাদিক হাসান, 'উইল আ পিপল-ওরিয়েন্টেড ব্যুরোক্রেসি অ্যান্ড কোয়ালিটি পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারি রিমেইন ইলিউসিভ স্টিল?', *দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড (টিবিএস)*, ২০ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.tbsnews.net/supplement/will-people-oriented-bureaucracy-and-quality-public-service-delivery-remain-elusive-still (২০ জানুয়ারি ২০২৬); শেখ আবদুল্লাহ, 'জনপ্রশাসন সংস্কার থমকে, গুরুত্বপূর্ণ অনেক সুপারিশের বিপরীতে হাঁটছে সরকার', *টিবিএস*, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-430366 (২১ জানুয়ারি ২০২৬)।

[৫৫৫] *ঢাকা পোস্ট*, 'স্বাস্থ্য সচিব ও মহাপরিচালককে চুক্তিভিত্তিতে নিয়োগ', ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.dhakapost.com/health/420166 (১ জানুয়ারি ২০২৬)।

[৫৫৬] *প্রথম আলো*, 'ভোটের আগ দিয়ে বিমানের তিন পরিচালক নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন', ১৬ জানুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=1613c9c11ba (২০ জানুয়ারি ২০২৬)।

[৫৫৭] শাহাদাত হোসেন (রাকিব), 'শীর্ষ দুই পদ ছাড়াও ১১ সিনিয়র সচিবের ১০ জনই চুক্তিতে নিয়োগ!', *ঢাকা পোস্ট*, ৩ নভেম্বর ২০২৫, https://www.dhakapost.com/national/406585 (০৩ নভেম্বর ২০২৫)।

[৫৫৮] *প্রথম আলো*, 'দুদক পরিচালক কাজী সায়েমুজ্জামানকে সরিয়ে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে বদলি', ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/zx7kiupxfz (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)।

নতুন ছয় সদস্যের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান স্থগিত করেন সুপ্রিম কোর্ট। নতুন নিয়োগ পাওয়া কয়েকজন সদস্য বিগত সরকারের ঘনিষ্ঠজন হওয়ায় সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে এই নিয়োগের আদেশ বাতিল করেন।[৫৫৯]

জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২৫, এই তিন মাসে শুধু প্রশাসন ক্যাডারের ৮০ কর্মকর্তার বদলির আদেশ বাতিল করা হয়, যাদের মধ্যে ছিলেন জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব। তবে জনস্বার্থে বদলির কথা বলা হলেও কর্মকর্তারা তা না মেনে সরকারের নির্দেশ অমান্য করেছেন। এসব বদলির আদেশ বাতিল করার প্রধান কারণ অপছন্দের জায়গায় যেতে না চাওয়া, পছন্দের পদে / জায়গায় থাকতে চাওয়া, 'লোভনীয়' পদ ছাড়তে না চাওয়া, পছন্দের পদে যেতে তদবির। তবে তদবির করা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।[৫৬০] ৫৯ জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক নিয়োগ দেওয়ার পর অসন্তোষ, বিশৃঙ্খলা ও প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ১১ সেপ্টেম্বর ৯ কর্মকর্তার নিয়োগ বাতিল এবং চারজনকে রদবদল করে পুনরায় প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।[৫৬১] প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সচিব (পিএস) নিয়োগ দিয়ে একদিনের মাথায় তা বাতিল করা হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হিসেবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ এবং নৌপরিবহণ সচিব হিসেবে নিয়োগ দিয়ে তিন দিনের মাথায় নিয়োগ বাতিল করা হয়।[৫৬২] এছাড়া নিয়োগের দুই দিনের মাথায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মুহাম্মদ আবু আবিদের নিয়োগের আদেশ বাতিল করা হয়।[৫৬৩]

২০২৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণের পর ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আবু সাঈদ মো. কামরুজ্জামানকে তিন মাস আট দিন পর অপসারণ করা হয় ২৬ মে ২০২৫। এর আগে ২০২৫ সালের এপ্রিলে একই দিনে পৃথক দুটি আদেশে ঢাকা উত্তর সিটির প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা মো. নুরুজ্জামান ও প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামানকে সরিয়ে দেওয়া হয়।[৫৬৪]

বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি)

জনপ্রশাসনের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা একটি বহুল ব্যবহৃত উপায়। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত, ১৪ জন সচিবসহ প্রায় ৩০০ জন কর্মকর্তাকে ওএসডি করা হয়।[৫৬৫] আওয়ামী লীগের সময়ে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের তিনটি বিতর্কিত নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করা জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও পুলিশ সুপারদের (এসপি) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এর অংশ হিসেবে ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত বিতর্কিত নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরে কর্মরত যুগ্ম সচিব ও সমপর্যায়ের পদে থাকা প্রশাসনের ৩৩ কর্মকর্তাকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ওএসডি করা হয়। একই কারণে এর আগে ১২ কর্মকর্তাসহ মোট ৪৫ জনকে ওএসডি করা হয়।[৫৬৬] এছাড়া ২৯ জন সিভিল সার্জনকে ওএসডি করা হয়।[৫৬৭]

বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান

বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান জনপ্রশাসনে সংস্কারের আরেকটি উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছে সচিব, সচিব পদমর্যাদার, সাবেক ডিসি, পুলিশের ডিজি, উপদেষ্টার ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ইত্যাদি। যেসব কারণে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে দুর্নীতির অভিযোগ, গত তিনটি নির্বাচনে দায়িত্ব পালন, জনস্বার্থে এবং অন্যান্য বিভিন্ন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে প্রায় ১৫০ জন কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণে পাঠানো হয়েছে, যার মধ্যে নয়জন সচিব অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[৫৬৮] দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত এনবিআরের দুই কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয় ১৭ এপ্রিল ২০২৫। বিভিন্ন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দুই উপদেষ্টার দুই ব্যক্তিগত কর্মকর্তাকে

---

[৫৫৯] মোছাব্বের হোসেন, 'পিএসসির নতুন সদস্য নিয়োগে এবার কেন সতর্ক সরকার', *প্রথম আলো*, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/chakri/chakri-news/mh10i9u15p (৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)।

[৫৬০] আরিফুর রহমান, 'জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়: অপছন্দের জায়গায় যান না, পছন্দের পদ পেতে তদবির,' *প্রথম আলো*, ১৩ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/bafedl8czc (১৬ এপ্রিল ২০২৫)।

[৫৬১] জাকির হোসেন লিটন, 'আমার টাকা-পয়সার প্রতি লোভ নেই, ৫ কোটি হলেই চলবে', *কালবেলা*, ৩ অক্টোবর ২০২৪, https://www.kalbela.com/national/126659 (৩ অক্টোবর ২০২৪)।

[৫৬২] আমিরুল ইসলাম, 'অন্তর্বর্তী সরকারের পৌনে তিন মাস: এখনো গতিহীন কেন্দ্র থেকে মাঠ প্রশাসন', *যুগান্তর*, ২৭ অক্টোবর ২০২৪, https://www.jugantor.com/tp-firstpage/870486 (২৮ অক্টোবর ২০২৪)।

[৫৬৩] *প্রথম আলো*, 'জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রের নিয়োগ বাতিল,' ১৯ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/z555k3qjxp (২০ এপ্রিল ২০২৫)।

[৫৬৪] *প্রথম আলো*, 'ঢাকা উত্তর সিটির সিইওকে সরিয়ে দেওয়া হলো,' ২৭ মে ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=275e3ef9c43&eid=1&imageview=0&epedate=27/05/2025&sedId=1 (২৭ মে ২০২৫)।

[৫৬৫] ড. সাদিক হাসান, *প্রাগুক্ত*। শেখ আবদুল্লাহ, 'জনপ্রশাসন সংস্কার থমকে, গুরুত্বপূর্ণ অনেক সুপারিশের বিপরীতে হাঁটছে সরকার', *টিবিএস*, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-430366 (২১ জানুয়ারি ২০২৬)।

[৫৬৬] শেখ আবদুল্লাহ, 'জনপ্রশাসন সংস্কার থমকে, গুরুত্বপূর্ণ অনেক সুপারিশের বিপরীতে হাঁটছে সরকার', *প্রাগুক্ত।*

[৫৬৭] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'সারা দেশের ২৯ সিভিল সার্জনকে ওএসডি,' ৩ মার্চ ২০২৫, https://www.banglatribune.com/health/888416/ (৩ মার্চ ২০২৫)।

[৫৬৮] ড. সাদিক হাসান, *প্রাগুক্ত*।

অব্যাহতি দেওয়া হয় ২১ এপ্রিল ২০২৫। চাকরির বয়স ২৫ বছর পূর্ণ হওয়া এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করা প্রথমে ২২ জন সাবেক ডিসিকে, এবং পরবর্তীতে আরও ১৮ জন - মোট ৪০ জনকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয় ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।[৫৬৯] পুলিশের বেশ কয়েকজন ডিআইজিকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয় ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি এবং জুলাই মাসে।[৫৭০]

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) ভূমিকা

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ২০২৪ সালের ৮ অক্টোবর সোহরাব হোসাইনের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) ১২ সদস্য পদত্যাগ করে। এরপর অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেমের নেতৃত্বে দায়িত্ব নেয় পিএসসির ১৪তম কমিশন। শুরুতে চেয়ারম্যানসহ ৪ জন সদস্য ছিলেন, ধাপে ধাপে সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৯। এই পুনর্গঠিত কমিশনের উদ্যোগসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে -

- **লিখিত মূল্যায়নে পরিবর্তন:** ৪৬তম বিসিএস থেকে সার্কুলার ইভালুয়েশন সিস্টেম চালু, দীর্ঘসূত্রতা কমানোর লক্ষ্য। ফি ও নম্বর সংস্কার: আবেদন ফি ৭০০ টাকা থেকে কমিয়ে ২০০ টাকা; মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ২০০ থেকে ১০০।[৫৭১] তবে আবেদন ফি ও মৌখিক নম্বর কমানো প্রার্থীবান্ধব হলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমেনি। ৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার সব উত্তরপত্র তৃতীয় পরীক্ষককে দেওয়া, মৌখিক পরীক্ষায় নম্বর কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়া পরীক্ষার আবেদন ফি কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিসিএস পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ও ফলাফল চাকরিপ্রার্থীরা নিজের ইউনিক আইডিতে দেখতে পারবেন বলে পিএসসি এ বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়।[৫৭২]
- **সরকারি চাকরির বয়স:** সরকারি চাকরির বয়স ৩২-এর মধ্যে যতবারই ইচ্ছা ততবার বিসিএস দেওয়া যাবে বলেও জানানো হয়।
- **প্রশ্নপত্র নিরাপত্তা:** নিজস্ব ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস ব্যবহার শুরু; ৪৯তম বিসিএসের প্রশ্নপত্র সেখানে ছাপানো। ৪৯তম বিসিএসে বানান ও তথ্যগত ভুল (কমপক্ষে ১১টি) পাওয়া গেছে; মানসম্মত প্রশ্ন প্রণয়নে ব্যর্থতা।
- **প্রযুক্তি উদ্যোগ:** পরীক্ষার্থীদের জন্য ইউনিক আইডি চালুর পরিকল্পনা।
- **গতি বৃদ্ধি:** প্রিলিমিনারি ও বিশেষ বিসিএসের ফল প্রকাশের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।[৫৭৩] পিএসসির লক্ষ্য "ওয়ান বিসিএস, ওয়ান ইয়ার" বাস্তবায়ন করা যেখানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা প্রয়োজন।

পুলিশ ভেরিফিকেশন সমস্যা ও অকারণে চাকরি থেকে অব্যাহতি বিদ্যমান ছিল।[৫৭৪] বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) সুপারিশপ্রাপ্ত হওয়ার পরও ৪১তম বিসিএসের প্রজ্ঞাপন থেকে বাদ পড়েছিলেন ৬৭, ৪০তম থেকে ৩৪, ৩৮তম থেকে ৭৫, ৩৭তম থেকে ৬১ এবং ৩৬তম বিসিএস থেকে ৩৮ জন। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ১৪ আগস্ট পিএসসি থেকে নিয়োগের সুপারিশ পেয়েও প্রজ্ঞাপনে নাম না আসা ২৫৯ চাকরিপ্রার্থীকে নিয়োগ দেয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, যারা ১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। অন্যদিকে ৪৩তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পিএসসির সুপারিশপ্রাপ্ত হওয়ার পরও ৯৯ জন প্রার্থীকে চাকরি দেওয়া হয়নি।[৫৭৫] ভুক্তভোগী প্রার্থীদের অভিযোগ, অন্তর্বর্তী সরকারও ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের মতো পুলিশ বা গোয়েন্দা সংস্থার

---

[৫৬৯] *প্রথম আলো*, 'বিগত তিন নির্বাচনে দায়িত্বে থাকা ডিসিদের ওএসডি, বাধ্যতামূলক অবসরের সিদ্ধান্ত,' ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/trn5undrf4 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫); *কালবেলা*, 'গোয়েন্দা নজরদারিতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ আমলা, প্রশাসনে আতঙ্ক,' ৫ মার্চ ২০২৫, https://www.kalbela.com/national/169107 (৬ মার্চ ২০২৫)।

[৫৭০] *সমকাল*, 'বাধ্যতামূলক অবসরে এবার ৪ ডিআইজি,' ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh/article/282227/ (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫); *ইত্তেফাক*, 'পুলিশের ৪ ডিআইজিকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠালো সরকার,' ২৮ জুলাই ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/744037 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৫৭১] *প্রথম আলো*, '৪৮তম বিসিএসে ৩০০ নম্বরের পরীক্ষা,' ২৯ মে ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=2951b3d5731&eid=1&imageview=0&epedate=29/05/2025&sedId=1 (২৯ মে ২০২৫)।

[৫৭২] *ইত্তেফাক*, 'চালু হচ্ছে ইউনিক আইডি, বিসিএসে প্রাপ্ত নম্বর দেখতে পারবেন প্রার্থী,' ২১ মে ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/732877/ (২২ মে ২০২৫)।

[৫৭৩] গোলাম রব্বানী, 'দ্রুত ফল প্রকাশের ধারা অব্যাহত, লিখিত এপ্রিলে', *প্রথম আলো*, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=132879545a4 (১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৫৭৪] *দি ডেইলি ক্যাম্পাস*, 'চাকরিতে 'রাজনৈতিক পরিচয় যাচাই' প্রথা এখনো বহাল, বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেই সংস্কার সুপারিশের', ০১ নভেম্বর ২০২৫, https://thedailycampus.com/government/225303 (০২ নভেম্বর ২০২৫); গোলাম রব্বানী, 'কারণ ছাড়াই চাকরিচ্যুতি ও নেতিবাচক পুলিশ প্রতিবেদন: আতঙ্কে চাকরিপ্রত্যাশীরা', *প্রথম আলো*, ২৯ নভেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/chakri/chakri-news/6mpijzgipw (৩০ নভেম্বর ২০২৫)।

[৫৭৫] *প্রথম আলো*, 'এক বিসিএসের তিন গেজেট, এবারও বাদ ৬৫ জন,' ২৪ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/chakri/employment/4bmkih7jwf (২৬ মে ২০২৫)। উল্লেখ্য, ৪৩তম বিসিএস থেকে ২ হাজার ১৬৩ জনকে ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্য ২০২৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর সুপারিশ করে পিএসসি। এর প্রায় ১০ মাস পর ১৫ অক্টোবর ৪৩তম বিসিএসের প্রজ্ঞাপন জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। এতে নিয়োগ পেয়েছেন ২,০৬৪ জন। পরে ১৫ অক্টোবরের প্রজ্ঞাপন বাতিল করে ৩০ ডিসেম্বর নতুন প্রজ্ঞাপন জারি করে পিএসসি। সব মিলিয়ে ৪৩তম বিসিএস থেকে বাদ যান মোট ২৬৭ জন। তবে ব্যাপক সমালোচনার পর বাদ পড়া ২২৭ জনের কেউ ফৌজদারি অপরাধে জড়িত না থাকলে সবাই নিয়োগ পাবেন বলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ঘোষণা দেয়। এছাড়া তৃতীয়বারের মতো ৪৩তম বিসিএসের গেজেট প্রকাশ করা হয় ২০ মে ২০২৫। তবে তৃতীয় গেজেটে ২২৭ জনের মধ্যে ১৬২ জনের গেজেট হলেও আবার বাদ পড়েন ৬৫ জন।

প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে অনেক প্রার্থীকে বাদ দিয়েছে। এতে বঞ্চিত হয়েছেন প্রকৃত মেধাবীরা।[৫৭৬] রাজনৈতিক পরিচয় যাচাইয়ের কারণে নিয়োগ আটকে যাচ্ছে এবং যা সংবিধানপরিপন্থী বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়। অবশ্য পুলিশ ভেরিফিকেশন ও চাকরি থেকে অব্যাহতির বিষয়টি পিএসসির অধীনে নয়। এছাড়া তিন হাজার চিকিৎসক নিয়োগের জন্য ৪৮তম বিশেষ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি।[৫৭৭] সার্বিকভাবে পিএসসি বাস্তবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তরের মতো কাজ করছে বলে অভিযোগ ছিল। এছাড়া কমিশনের প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বাধীনতা এখনো নেই।[৫৭৮]

বিভিন্ন বিষয়ে কমিটি গঠন

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কমিটি হচ্ছে - জনপ্রশাসন, পুলিশ ও পররাষ্ট্র ক্যাডারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বদলি, শৃঙ্খলা ও নিয়োগের ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি (১০ জানুয়ারি ২০২৫); বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, যুগ্ম সচিব ও তার উপরের পদের কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি ও শৃঙ্খলাসংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দিতে ছয় সদস্যের 'জনপ্রশাসন বিষয়ক কমিটি' (১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)[৫৭৯]; সরকারি কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবি পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশ দেওয়ার জন্য এ-সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি পুনর্গঠন (এই কমিটি সরকারি কর্মচারীদের যৌক্তিক দাবিদাওয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মতামত ও সুপারিশ দেবে) (২৬ মে ২০২৫); সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রেক্ষাপটে কোটাপদ্ধতি প্রয়োগের বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশ দেওয়ার জন্য কমিটি (সরকারি চাকরিতে নিয়োগে মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তানের জন্য ৫ শতাংশ, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জন্য ১ শতাংশ, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের জন্য ১ শতাংশ কোটার প্রয়োগপদ্ধতি পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রণয়নের দায়িত্ব) (২৫ মার্চ ২০২৫); তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি খাতের (আইসিটি) বিভিন্ন প্রকল্পের অনিয়ম ও দুর্নীতি খতিয়ে দেখার জন্য তদন্ত পরিচালনা ও শ্বেতপত্র প্রণয়নে টাস্কফোর্স (২৪ এপ্রিল ২০২৫); জনপ্রশাসন ও মাঠপ্রশাসনের নন-ক্যাডার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভিন্ন নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়টি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ দিতে কমিটি (০৪ মে ২০২৫); বিটিভি ও বেতারের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতে কমিটি (২৪ জুন ২০২৫) ইত্যাদি। তবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কমিটি ছাড়া অন্যান্য কমিটির কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানা যায় না।

সরকারি কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্বে আসার পর থেকে সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয় ২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে। ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার জন্য একটি কমিটি কাজ শুরু করে। এ নিয়ে বিরূপ সমালোচনা শুরু হলে সরকার পিছিয়ে যায়। পরে চলতি অর্থবছরের বাজেটে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার কথা বলেন অর্থ উপদেষ্টা।

মহার্ঘ ভাতার পরিবর্তে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য 'বিশেষ সুবিধা' ঘোষণা করে অন্তর্বর্তী সরকার, যা ২০২৫ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর হয়। এই সুবিধা অনুযায়ী জাতীয় বেতন স্কেল বা কাঠামোর ১ থেকে ৯ পর্যন্ত ধাপ বা গ্রেডে থাকা কর্মচারীরা মূল বেতনের ১০ শতাংশ এবং ১০ থেকে ২০ পর্যন্ত গ্রেডে থাকা কর্মচারীরা ১৫ শতাংশ হারে বিশেষ সুবিধা পাচ্ছেন। এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, প্রতিবছরই ১ জুলাই থেকে এ হারে বিশেষ সুবিধা পাবেন সরকারি কর্মচারীরা। এর জন্য আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সরকারের প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা বাড়তি ব্যয় হতে পারে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণায় সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন-ভাতায় বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৮৪ হাজার ১১৪ কোটি টাকা। জাতীয় বেতন স্কেলের আওতাভুক্ত সরকারি-বেসামরিক, স্বশাসিত, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলো, ব্যাংক, বিমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও পুলিশ বাহিনীতে নিয়োজিত কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের (পুনঃস্থাপনকৃত) জন্য এই বিশেষ সুবিধা কার্যকর হবে।[৫৮০] পরবর্তীতে বিশেষ সুবিধা বাড়িয়ে নতুন প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় ২০২৫ সালের ২৩ জুন, যেখানে বিশেষ সুবিধা বাবদ চাকরিরত কর্মচারী-কর্মকর্তারা মাসে এক হাজার টাকার বদলে কমপক্ষে ১ হাজার ৫০০ টাকা এবং পেনশনভোগীরা ৫০০ টাকার বদলে কমপক্ষে ৭৫০ টাকা পাবেন বলে

---

[৫৭৬] উল্লেখ্য, এর আগে এক সাক্ষাৎকারে আলী ইমাম মজুমদার বলেছিলেন, 'ফৌজদারি অপরাধ ছাড়া একজনকেও আটকে দেওয়া ঠিক নয়। এটি অন্যায়, এটি অনৈতিক চর্চা। এ সংস্কৃতি বন্ধ করা উচিত।' সূত্র: *আজকের পত্রিকা*, '৪৩তম বিসিএস: সুপারিশ পেয়েও বাদ রেকর্ড ৯৯ চাকরিপ্রার্থী', ১৯ অক্টোবর ২০২৪, https://www.ajkerpatrika.com/363259/ (১২ নভেম্বর ২০২৪)।

[৫৭৭] *প্রথম আলো*, 'তিন হাজার চিকিৎসক নিয়োগে ৪৮তম বিশেষ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ', ২৯ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/chakri/employment/4vasgq6pqh (৩১ মে ২০২৫)।

[৫৭৮] গোলাম রব্বানী, 'এক বছরে সরকারি কর্ম কমিশন কী করল', *প্রথম আলো*, ৩০ নভেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=3011661fcd68&eid=1&imageview=0&epedate=30/11/2025&sedId=1 (৩০ নভেম্বর ২০২৫)।

[৫৭৯] কমিটির কোনো কোনো সদস্যের বিষয়ে একটি বড় রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে আপত্তির কারণে চারজন উপদেষ্টা ও দুজন সচিবের সমন্বয়ে গঠিত 'জনপ্রশাসনবিষয়ক কমিটি' বাতিল করে অন্তর্বর্তী সরকার। এই কমিটি জনপ্রশাসনে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বদলি ও পদায়ন বিষয়ে পরামর্শ দিত। সূত্র: *প্রথম আলো*, 'জনপ্রশাসনবিষয়ক কমিটি বাতিল', ৩১ অক্টোবর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=311096826ab2 (০২ নভেম্বর ২০২৫)।

[৫৮০] *প্রথম আলো*, 'প্রতিবছর বিশেষ সুবিধা ১০-১৫%', ৪ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=46043b95cd&eid=1&imageview=0&epedate=04/06/2025&sedId=1 (৪ জুন ২০২৫)।

জানানো হয়।[৫৮১] এছাড়া সরকারি চাকরিজীবীদের মধ্যে টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্তরাও উচ্চতর গ্রেড পাবেন বলে আপিল বিভাগ থেকে রায় দেওয়া হয়।[৫৮২] সরকার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জন্য কয়েকটি বড় পরিবর্তন আনে, যার মধ্যে রয়েছে – পেনশন ভোগরত অবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহ করলে দ্বিতীয় সঙ্গীও পেনশন পাওয়ার সুযোগ; ১০০% পেনশন সমর্পণকারীদের পেনশন পুনঃস্থাপনের অপেক্ষাকাল ১৫ বছর থেকে কমিয়ে ১০ বছর করা; পুনঃস্থাপনের আগেই মৃত্যু হলে উত্তরাধিকারীদের পেনশন নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া; এবং জটিল রোগে আক্রান্ত পেনশনারদের চিকিৎসা সহায়তা সরকারি কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড থেকে প্রদান।[৫৮৩] এসব পরিবর্তন সামগ্রিকভাবে পেনশনভোগীদের জন্য ইতিবাচক হলেও দীর্ঘমেয়াদে সরকারি ব্যয় বাড়াবে বলে আশঙ্কা করা হয়। এছাড়া সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষার্থীদের ভাতা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হয়।[৫৮৪]

২০২৫ সালের ২৭ জুলাই অন্তর্বর্তী সরকার ২৩ সদস্যবিশিষ্ট নবম জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করে। প্রতিবেদন দাখিলের শেষ তারিখ ছিল ২০২৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি। নির্ধারিত সময়ের তিন সপ্তাহ আগেই সাবেক অর্থসচিব জাকির আহমেদ খানের নেতৃত্বাধীন ২৩ সদস্যের বেতন কমিশন প্রধান উপদেষ্টার কাছে প্রতিবেদন জমা দেয় ২১ জানুয়ারি ২০২৬। প্রতিবেদনে সর্বনিম্ন মূল বেতন ৮ হাজার ২৫০ থেকে বেড়ে ২০ হাজার টাকা, সর্বোচ্চ বেতন নির্ধারিত ৭৮ হাজার থেকে বেড়ে ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা প্রস্তাব করা হয়। কমিশনের প্রস্তাব বাস্তবায়নে দরকার বাড়তি ১ লাখ ৬ হাজার কোটি টাকা।[৫৮৫] অর্থ উপদেষ্টা প্রথমে এই সরকারের মেয়াদেই নতুন পে-স্কেল কার্যকর হবে বললেও পরে আবার এ সিদ্ধান্ত পরবর্তী সরকার নেবে বলে জানানো হয়।[৫৮৬] এতে কর্মচারীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। টিআইবি বেতন বৃদ্ধিকে যৌক্তিক বললেও বাস্তবায়নের আগে রাষ্ট্রের আর্থিক সক্ষমতা যাচাই করা, জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি ছাড়া নতুন পে-স্কেল ঘুষ-দুর্নীতি বাড়ানোর আশঙ্কা, এবং জনগণের ওপর অতিরিক্ত ব্যয় চাপিয়ে বেতন বৃদ্ধি করলে তা অন্যায্য ও বৈষম্যমূলক হবে বলে হুঁশিয়ারি দেয়। টিআইবি মনে করে, অতীতে কখনো দেখা যায়নি যে বেতন বাড়ালে দুর্নীতি কমেছে; বরং "ঘুষের প্রিমিয়াম" বেড়েছে।[৫৮৭] নবম পে স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা অভিমুখী আন্দোলন করেন।[৫৮৮] সবশেষে জাতীয় বেতন কমিশন, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস পে কমিশন ও সশস্ত্র বাহিনী বেতন কমিটির দাখিল করা প্রতিবেদনের বেতনসংক্রান্ত বিষয় পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য নতুন একটি কমিটি গঠন করা হয়।[৫৮৯]

শুল্কমুক্ত সুবিধায় সাবেক এমপিদের আমদানিকৃত ৩১টি বিলাসবহুল গাড়ি, যেগুলো খালাস করা হয়নি, সেগুলো জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করা হয়। আমদানি করা ওই ৩১টি গাড়ি খালাস করলে ২৬৯ কোটি ৬১ লাখ ৮৯ হাজার ৬০০ টাকা শুল্ক-কর দিতে হতো। উচ্চ মূল্যের এসব গাড়ির মধ্যে আরোপযোগ্য শুল্ক-করের সর্বোচ্চ ৯ কোটি ৪৪ লাখ ৮৩ হাজার ৩০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন শুল্ক-করের

---

[৫৮১] *প্রথম আলো*, 'সরকারি চাকরিজীবী, যৌথ বাহিনী ও বিচার বিভাগের কে কী হারে বিশেষ ভাতা পাবেন', ২৩ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/gf0rkm07yo (২৪ জুন ২০২৫)।

[৫৮২] *ইত্তেফাক*, 'সরকারি চাকরিজীবীদের টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্তরাও উচ্চতর গ্রেড পাবেন,' ৩০ এপ্রিল ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/729664/ (২ মে ২০২৫)।

[৫৮৩] শহীদুল ইসলাম, 'সরকারি কর্মচারীদের অবসরে সুযোগ-সুবিধা বাড়ছে', *আজকের পত্রিকা*, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://www.ajkerpatrika.com/national/ajpaqyrga3ual (২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫)।

[৫৮৪] *ঢাকা পোস্ট*, 'সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভাতা বাড়ল দ্বিগুণ', ১৪ আগস্ট ২০২৫, https://www.dhakapost.com/national/387313 (১৭ আগস্ট ২০২৫)। মন্ত্রণালয় বা বিভাগ এবং অধীন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত বিষয়ভিত্তিক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য বক্তা সম্মানী ও প্রশিক্ষণ ভাতার হার পুনর্নির্ধারণ - বিষয়ভিত্তিক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে যুগ্ম সচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মচারীরা এক ঘণ্টা ক্লাস নিলে ভাতা পাবেন ২ হাজার ৫০০ টাকার পরিবর্তে ৩ হাজার ৬০০ টাকা। উপসচিব এবং তার নিম্নপর্যায়ের কর্মচারীরা ভাতা পাবেন ২ হাজার টাকার পরিবর্তে ৩ হাজার টাকা। আর চতুর্থ ও পঞ্চম গ্রেড বা উপসচিব এবং তার নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীরা পাবেন ২ হাজার টাকার পরিবর্তে ৩ হাজার টাকা।

[৫৮৫] *প্রথম আলো*, 'বেতন দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধির সুপারিশ', ২২ জানুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=2213a4ed527&eid=1&imageview=0&epedate=22/01/2026&sedId=1 (২২ জানুয়ারি ২০২৬)।

[৫৮৬] *প্রথম আলো*, 'সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনের সিদ্ধান্ত নেবে আগামী সরকার: অর্থ উপদেষ্টা', ০৯ নভেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/economics/1lfmskgm4w (১০ নভেম্বর ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত এই সরকার নেবে না: উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান', ২৮ জানুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=28154999a5c&eid=1&imageview=0&epedate=28/01/2026&sedId=1 (২৮ জানুয়ারি ২০২৬)।

[৫৮৭] *প্রথম আলো*, 'সংস্কার ও জবাবদিহির পাশাপাশি আর্থিক সক্ষমতা যাচাইয়ের আহ্বান', ২৬ জানুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=26129915baa&eid=1&imageview=0&epedate=26/01/2026&sedId=1 (২৭ জানুয়ারি ২০২৬)।

[৫৮৮] *প্রথম আলো*, 'সরকারি চাকরিজীবীদের বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ', ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=7275924433&eid=1&imageview=0&epedate=07/02/2026&sedId=1 (৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৫৮৯] *প্রথম আলো*, 'সরকারি কর্মকর্তাকর্মচারীদের বেতন কমিশনের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করতে কমিটি গঠন', ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/business/3xvqoaft0x (৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

পরিমাণ ৮ কোটি ৬২ লাখ ৬৭ হাজার ৪০০ টাকা। এই সিদ্ধান্তকে অনেকেই সুযোগসন্ধানী ও অগ্রাধিকার-বিচ্যুতমুখী বলে সমালোচনা করেন।[৫৯০]

সরকারি কর্মকর্তাদের বিতর্কিত কার্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ

কোনো কোনো কর্মকর্তার বিতর্কিত কার্যক্রম লক্ষ করা গেছে। এর মধ্যে বগুড়ার নতুন জেলা প্রশাসক যোগদানের পরদিন গাবতলী উপজেলার নশিপুর ইউনিয়নের বাগবাড়িতে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্মভূমি ও তার বাড়ি পরিদর্শন,[৫৯১] যশোরে একটি কারাতে প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নাচের সঙ্গে বাজানো গানে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর নাম থাকায় জেলা প্রশাসকের নির্দেশে পাঁচজনকে আটক,[৫৯২] লালমনিরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার (নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট) নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক স্ট্যাটাসের মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকার ও প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা অনুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত,[৫৯৩] এবং পরবর্তীতে চূড়ান্তভাবে ২ জুলাই চাকরি থেকে বরখাস্ত;[৫৯৪] সরকারি অর্থে দেশ-বিদেশ সপরিবারে সফর, বিশেষ করে হজে যাওয়া,[৫৯৫] সরকারি খরচে ছুটির মধ্যে সরকারি কার্যক্রম দেখিয়ে পর্যটনকেন্দ্র ভ্রমণ,[৫৯৬] স্বাধীনতা দিবসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মার মাগফিরাত কামনায় মসজিদে বিশেষ দোয়ার আয়োজন করার আহ্বান জানানোর কারণে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সচিব নমিতা দে'কে ওএসডি করা এবং সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত,[৫৯৭] সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক দাবি করে পোস্ট দেওয়ার জেরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) সিরাজুম মুনীরা কায়ছানকে প্রত্যাহার,[৫৯৮] প্রবাসী সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়ের খানের ফেসবুকে দেওয়া একটি পোস্টে প্রতিক্রিয়া (রিঅ্যাক্ট) জানানো ও মন্তব্য করায় মৎস্য অধিদপ্তরের পাঁচ কর্মকর্তাকে কারণ দর্শানোর জন্য পৃথক পাঁচটি নোটিশ জারি,[৫৯৯] জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম সমন্বয়কের ফেসবুক পোস্টে কমেন্ট করে প্রথমে সাময়িক বরখাস্ত ও পরবর্তীতে চাকরি থেকে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করতে তাঁর বিরুদ্ধে গত ১৩ মার্চ বিভাগীয় মামলা রুজু,[৬০০] এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ফেসবুকে পোস্ট করার প্রায় চার মাস পর কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলার একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত[৬০১] উল্লেখযোগ্য। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে কর্মকর্তাদের কোনো অনুষ্ঠানে যোগদানের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহণ নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে বলেও দেখা গেছে। অন্যদিকে অনুমতি ছাড়া নিজ জেলায় জমি কেনায় একজন সিনিয়র সহকারী সচিবকে শাস্তি দেওয়া হয়।[৬০২] আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর শরীয়তপুরের তৎকালীন জেলা প্রশাসককে (ডিসি) শরীয়তপুর থেকে প্রত্যাহার করে ওএসডি করা হয়।[৬০৩]

---

[৫৯০] *প্রথম আলো*, 'সাবেক এমপিদের ৩১ গাড়ি পেল জনপ্রশাসন', ১৩ নভেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=13114d2ac8b3 (১৬ নভেম্বর ২০২৫)।

[৫৯১] *কালবেলা*, 'বগুড়ায় যোগদান করেই জিয়াউর রহমানের বাড়ি পরিদর্শনে ডিসি', ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.kalbela.com/countRy-news/121171 (২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৫৯২] *প্রথম আলো*, 'গানে শেখ হাসিনার নাম শুনে ক্ষুব্ধ ডিসি ৫ জনকে দেন পুলিশে', ২৬ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/cnytp1kl8z (২৭ অক্টোবর ২০২৪)।

[৫৯৩] *প্রথম আলো*, 'লালমনিরহাটের সহকারী কমিশনার তাপসী তাবাসসুমকে এবার সাময়িক বরখাস্ত', ০৭ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/qfiqtclscj (৮ অক্টোবর ২০২৪)।

[৫৯৪] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'বরখাস্ত হলেন সেই ম্যাজিস্ট্রেট তাবাসসুম ঊর্মি', ২ জুলাই ২০২৫, https://www.banglatribune.com/national/905498/ (৩ জুলাই ২০২৫)।

[৫৯৫] *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, 'সরকারি অর্থে হজে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মালি, চালক, গানম্যান ও পিয়ন', ১৫ জুন ২০২৫, https://www.bd-pratidin.com/national/2025/06/14/1126150 (১৫ জুন ২০২৫)।

[৫৯৬] *প্রথম আলো*, 'সরকারি ছুটিতে অতিরিক্ত সচিবের 'সরকারি সফর', ১৫ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=15678d6be1c&eid=1&imageview=0&epedate=15/06/2025&sedId=1 (১৫ জুন ২০২৫)।

[৫৯৭] রায়হানুল ইসলাম আকন্দ, 'বঙ্গবন্ধুর জন্য দোয়া কামনা, সচিব ওএসডি,' *ঢাকা ট্রিবিউন*, ২৫ মার্চ ২০২৫, https://bangla.dhakatribune.com/94353 (২৬ মার্চ ২০২৫)।

[৫৯৮] *প্রথম আলো*, 'শেখ মুজিবকে স্বাধীনতার ঘোষক দাবি করে এসি ল্যান্ডের পোস্ট, তোপের মুখে দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহার,' ২৬ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/st36v6qnb8 (৫ এপ্রিল ২০২৫)।

[৫৯৯] *প্রথম আলো*, 'ফেসবুক পোস্টে প্রতিক্রিয়া, ৫ কর্মকর্তাকে নোটিশ,' ১৮ মে ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=18511b98749&eid=1&imageview=0&epedate=18/05/2025&sedId=1 (১৮ মে ২০২৫)

[৬০০] *আজকের পত্রিকা*, 'সারজিসের পোস্টে কমেন্ট করে বরখাস্ত মৎস্য মন্ত্রণালয়ের কর্মচারী,' ১৮ মে ২০২৫, https://www.ajkerpatrika.com/national/ajppixlhh0aww (১৯ মে ২০২৫)।

[৬০১] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'উপদেষ্টাকে নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট, জুলাই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া শিক্ষককে বরখাস্ত,' ১৭ মে ২০২৫, https://www.banglatribune.com/country/rangpur/898990/ (১৯ মে ২০২৫)।

[৬০২] *ঢাকা পোস্ট*, 'অনুমতি ছাড়া নিজ জেলায় জমি কিনে শাস্তি পেলেন সিনিয়র সহকারী সচিব,' ৭ এপ্রিল ২০২৫, https://www.dhakapost.com/national/355992 (৯ এপ্রিল ২০২৫)।

[৬০৩] *প্রথম আলো*, 'শরীয়তপুরের ওএসডি হওয়া ডিসির বিষয়ে তদন্ত কমিটি,' ২২ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/zv9rl2ilud?utm_source=prothomalo&utm_medium=foryou&utm_campaign=widget_click (২৩ জুন ২০২৫)।

দেখা যাচ্ছে যথাযথ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি ভিন্ন মতামত প্রকাশের কারণে অনেক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এমনকি সরকারের সাথে যুক্ত নন এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সমালোচনার কারণেও কারও কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

কাজের নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রশাসনিক সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সরকারি কর্মকাণ্ডে জবাবদিহি, দক্ষতা ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের মূল্যায়নের জন্য নতুন পদ্ধতি চালু করা হয়। আগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) পদ্ধতির পরিবর্তে এখন থেকে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের মূল্যায়ন করা হবে গভর্নেন্স পারফরমেন্স মনিটরিং সিস্টেমের (জিপিএমএস) মাধ্যমে।[৬০৪]

মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি সংক্রান্ত সংস্কার

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ভুয়া সনদ ব্যবহার করে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকরিপ্রাপ্তদের তালিকা প্রস্তুত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।[৬০৫] ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সনদ বাতিল ও প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাভুক্ত করতে ১০ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা) ও ১০ সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টি বোর্ড ও নির্বাহী কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।[৬০৬] সনদধারী ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের শনাক্তে তিন মাসে ২০ হাজারের বেশি অভিযোগ জমা পড়ে।

বর্তমানে দেশের সনদধারী মোট মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা দুই লাখ ৮ হাজার। জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের (জামুকা) মতে, ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা লাখেরও বেশি। ১৯৯৪ সালে বিএনপির আমলে করা তালিকায় ৮৬ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে মূল ভিত্তি ধরে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা দাঁড়ায় এক লাখ ২২ হাজার। তবে জামুকা সূত্রে জানা যায়, এখন পর্যন্ত দেশে ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা দুই লাখ ৮ হাজার ৫০ জন। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, করপোরেশন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সাড়ে ১৪ লাখের বেশি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় কর্মরত ৮৯ হাজার ২৩৫ কর্মকর্তা-কর্মচারী। গেজেট বাতিল, মুক্তিযোদ্ধা বয়সসীমা নির্ধারণসহ প্রায় ১৪ ক্যাটাগরিতে মোট মামলার সংখ্যা ২ হাজার ৭১৯টি। ইতোমধ্যে নির্ধারিত বয়সের (১২ বছর ৬ মাস) কম হওয়ায় ২ হাজার ১১১ জন মুক্তিযোদ্ধার সনদ বাতিল করা হয়েছে। এ নিয়ে বিগত ১৫ বছরে তিন হাজার ৯২৬ মুক্তিযোদ্ধার গেজেট বাতিল হয়।[৬০৭] সর্বশেষ ৭ জুলাই মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থেকে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় নিয়োগপ্রাপ্ত ৯০ হাজার ৫২৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এবং ৭২ হাজার ৭৭ জনের (৮০ দশমিক ৭৩ শতাংশ) তথ্য যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হয়েছে। প্রক্রিয়াটি এখনো চলমান।[৬০৮]

ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা শনাক্তে মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু করেছে জামুকা। প্রথম ধাপে ৩১ জনের শুনানি শুরু হয় ২ জুন ২০২৫। মুক্তিযোদ্ধা না হয়েও মিথ্যা তথ্য দিয়ে সরকারের কাছ থেকে সনদ নিয়েছেন, এমন অন্তত ১২ ব্যক্তি সনদ ফিরিয়ে দিতে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছেন।[৬০৯]

এছাড়া বীর মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞায় পরিবর্তন এনে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন সংশোধন করা হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধার নতুন সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত যাঁরা দেশের ভেতরে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং যেসব ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করে ভারতের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে হানাদার ও দখলদার পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী ও তাদের এদেশীয় সহযোগী রাজাকার, আলবদর, আলশামস, তৎকালীন মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম এবং দালাল ও শান্তি কমিটির বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন, এরূপ সব বেসামরিক নাগরিক (ওই সময়ে যাঁদের বয়স সরকার নির্ধারিত সর্বনিম্ন বয়সের মধ্যে ছিল) তাঁরা বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন। এর পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনী, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর), পুলিশ বাহিনী, মুক্তিবাহিনী, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার) ও সেই সরকার স্বীকৃত অন্যান্য বাহিনী, নৌ কমান্ডো, কিলো ফোর্স, আনসার সদস্যরাও বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন। অধ্যাদেশে

---

[৬০৪] *ইত্তেফাক*, 'সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মূল্যায়নে নতুন পদ্ধতি চালু', ০১ নভেম্বর ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/759795/ (০২ নভেম্বর ২০২৫)।

[৬০৫] তাপসী রাবেয়া আঁখি, 'ভুয়া সনদে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকরি নেওয়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তালিকা হচ্ছে', *দেশ রূপান্তর*, ২৯ অক্টোবর ২০২৪, https://www.deshrupantor.com/547396/ (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[৬০৬] রেজাউল করিম প্লাবন, 'ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা শনাক্তে আবেদনের পাহাড়,' *যুগান্তর*, ২৭ মার্চ ২০২৫, https://www.jugantor.com/tp-firstpage/934329 (৫ এপ্রিল ২০২৫।

[৬০৭] রেজাউল করিম প্লাবন, '১ লাখ ২২ হাজার মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে ভুয়া সনদ নেওয়ার অভিযোগ', *যুগান্তর*, ২ জুন ২০২৫, https://www.jugantor.com/national/961606 (২ জুন ২০২৫)।

[৬০৮] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'মুক্তিযোদ্ধা কোটায় নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর তথ্য সংগ্রহ করেছে মন্ত্রণালয়', ০৭ জুলাই ২০২৫, https://www.banglatribune.com/national/906158/ (৯ জুলাই ২০২৫)।

[৬০৯] *প্রথম আলো*, 'আমি লজ্জিত', মুক্তিযোদ্ধা সনদ ফেরতের আবেদন করেছেন ১২ জন,' ২৬ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/8ei1gbo5sk (৫ এপ্রিল ২০২৫)।

মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীদের জন্য মোট পাঁচটি শ্রেণি নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রথমত, যেসব বাংলাদেশি পেশাজীবী মুক্তিযুদ্ধের সময় বিদেশে অবস্থানকালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন এবং বাংলাদেশের যেসব নাগরিক বিশ্বজনমত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, যেসব ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর সরকার) অধীন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা দূত, মুজিবনগর সরকারের নিয়োগপ্রাপ্ত চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তৃতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর সরকার) সঙ্গে সম্পৃক্ত সব এমএনএ বা এমপিএ, যাঁরা পরবর্তী সময়ে গণপরিষদের সদস্য হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন। চতুর্থত, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সব শিল্পী ও কলাকুশলী এবং দেশ ও দেশের বাইরে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে দায়িত্ব পালনকারী সব বাংলাদেশি সাংবাদিক। পঞ্চমত, স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল।[৬১০]

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ও বিশৃঙ্খলা

অন্তর্বর্তী সরকারের পুরোটা সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করেছেন। এসব আন্দোলনের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান, সড়ক ইত্যাদি অবরোধ করেছেন, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশনার বিরোধিতা করেছেন। নিচে এসব আন্দোলনের বর্ণনা দেওয়া হলো।

- **পদোন্নতি ও পদায়ন নিয়ে বিশৃঙ্খলা -** ২০২৪ সালের ১০ সেপ্টেম্বর ৩৪ জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ দেওয়া হয়। এর আগের দিন নিয়োগ দেওয়া হয় ২৫ জেলায়। দুদিনে ৫৯ জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক নিয়োগ দেওয়াকে কেন্দ্র করে 'বঞ্চিত' কর্মকর্তাদের মধ্যে চরম অসন্তোষ দেখা দেয়। ডিসি পদে নিয়োগপ্রত্যাশী উপসচিব পদমর্যাদার ক্ষুব্ধ কর্মকর্তারা ১০ সেপ্টেম্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে গিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। নিজেদের মধ্যে প্রায় হাতাহাতি ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। একইদিন মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সাথে বৈঠকে সচিবের আশ্বাসের পরেও পরদিন সচিবালয়ে হট্টগোল করেন কর্মকর্তারা।[৬১১]
- **সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ বাতিলের দাবিতে আন্দোলন -** ২৫ মে ২০২৫ থেকে সরকারি কর্মচারীরা 'সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫' বাতিলের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। তাঁদের প্রধান দাবি ছিল, এই অধ্যাদেশটি সংবিধানবিরোধী কারণ এতে বিভাগীয় মামলা ছাড়াই শুধু কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়ে চাকরিচ্যুত করার বিধান রাখা হয়েছিল। এটি দমনমূলক এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করবে বলে তাঁদের আশঙ্কা ছিল। এই আন্দোলনের ফলে সরকার একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করে। আন্দোলনের মুখে সরকার অধ্যাদেশটি সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেয়।[৬১২] নতুন সংশোধিত অধ্যাদেশ অনুযায়ী, 'অনানুগত্যের শামিল' ধারাটি বাদ দেওয়া হয়েছে। এর পরিবর্তে বলা হয়েছে, যদি কোনো সরকারি কর্মচারী ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বৈধ আদেশ অমান্য করেন বা অন্য কর্মচারীকে কাজে বাধা দেন, তবে তাঁকে বাধ্যতামূলক অবসর বা চাকরি থেকে বরখাস্ত করা যাবে। তাছাড়া, অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করার বিধানও রাখা হয়েছে। এই কমিটির সদস্যরা অভিযুক্ত কর্মচারীর জ্যেষ্ঠ হবেন এবং অভিযুক্ত নারী হলে কমিটিতে একজন নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আন্দোলনের এই পর্যায়ে এসে আন্দোলনকারী কর্মচারী নেতাদের মধ্যে বিভাজন দেখা দেয়। এই বিভাজনের কারণ হিসেবে রাজনৈতিক বিভাজন, আধিপত্য বিস্তার এবং দখলের অভিযোগ উঠে আসে।[৬১৩]
- **জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সংস্কার আন্দোলন -** অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক 'রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব বাস্তবায়ন' নামে দুটি নতুন বিভাগ তৈরির অধ্যাদেশের প্রতিবাদে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আন্দোলন শুরু করেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল, এই প্রশাসনিক পরিবর্তন অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে অংশীজনদের মতামত নেওয়া হয়নি। আন্দোলনের মুখে সরকার প্রথমে অধ্যাদেশে সংশোধনীর আশ্বাস দেয় এবং বিদ্যমান ব্যবস্থা বহাল রাখার ঘোষণা দেয়। তবে পরবর্তীতে আন্দোলন অব্যাহত থাকলে সরকার এনবিআরের চাকরিকে অত্যাবশ্যক সেবা হিসেবে ঘোষণা করে এবং কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেয়। অবশেষে ব্যবসায়ী নেতাদের মধ্যস্থতায় আন্দোলন প্রত্যাহার করা হলেও পরে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলক অবসর, বরখাস্ত, বদলি ও দুর্নীতির তদন্তের মতো কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়।[৬১৪] অধ্যাদেশ জারি করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ভেঙে দেওয়ার প্রতিবাদ আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে ৬৯০ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে আয়কর ও কাস্টমস ক্যাডারের চার শীর্ষ কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ের ৩৬ কর্মকর্তাকে করা হয়েছে সাময়িক বরখাস্ত। দুই ক্যাডারের ৬৩৩

---

[৬১০] *প্রথম আলো*, 'বীর মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞায় পরিবর্তন', ৪ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=4666f8254d&eid=1&imageview=0&epedate=04/06/2025&sedId=1 (৪ জুন ২০২৫)।

[৬১১] মাসুদ রানা, 'সিদ্ধান্ত গ্রহণের মারপ্যাঁচে টালমাটাল প্রশাসন', *জাগো নিউজ*, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.jagonews24.com/m/national/news/968805 (১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৬১২] *প্রথম আলো*, 'নমনীয় হচ্ছে সরকারি চাকরি অধ্যাদেশ', ৪ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=475eab74ce (৫ জুলাই ২০২৫)।

[৬১৩] শফিকুল ইসলাম, 'সচিবালয়ে দখলের দ্বন্দ্ব : আন্দোলনের নেতৃত্বে বিভক্তি', *বাংলা ট্রিবিউন*, ৪ জুলাই ২০২৫, https://www.banglatribune.com/others/905690/ (৫ জুলাই ২০২৫)।

[৬১৪] *প্রথম আলো*, 'কঠোর অবস্থানে সরকার', ৩০ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=3063f4f10dd&eid=1&imageview=0&epedate=30/06/2025&sedId=1 (৩০ জুন ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'এনবিআরে অবসর, বরখাস্ত, বদলি ও তদন্ত-আতঙ্ক', ৪ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=4757578004 (৫ জুলাই ২০২৫); *বণিক বার্তা*, 'এনবিআরের ২১ কর্মকর্তা সাময়িক বরখাস্ত,' ১৫ জুলাই ২০২৫, https://bonikbarta.com/economy/VQZHiXrb7vapolbf (২০ জুলাই ২০২৫)।

জন কর্মকর্তাকে সারা দেশের নানা প্রান্তে শাস্তিমূলক বদলি করা হয়েছে। আয়কর ক্যাডারের ৩৭৫ জন এবং কাস্টমস ক্যাডারের ২৫৯ জন কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। এ ছাড়া এনবিআরের দুই সদস্যসহ ১৬ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুদকে অভিযোগ আনা হয়েছে।[৬১৫]

- **সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আন্দোলন -** দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা পুরো মে মাসজুড়ে বেতন গ্রেড উন্নয়নসহ অন্যান্য দাবিতে কর্মবিরতিসহ নানা ধরনের আন্দোলন কর্মসূচি পালন করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে গঠিত কনসালটেশন কমিটির বেতন গ্রেড নির্ধারণের প্রস্তাবনার পর নতুন করে আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন তারা। পরবর্তীতে গ্রেডের বিষয়টি বিবেচনার প্রতিশ্রুতি পেয়ে কাজে যোগ দিলেও সরকারের প্রতি তাদের মধ্যে এক ধরনের চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না করলে আবারও ক্লাস ছেড়ে মাঠে নামতে পারেন তাঁরা।[৬১৬]
- **তথ্য আপা প্রকল্পের কর্মীদের আন্দোলন -** মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন তথ্য আপা প্রকল্পের কর্মীরা রাজস্ব খাতে চাকরি স্থানান্তর, বেতন ও ভাতা পরিশোধ, আত্তীকরণের রোডম্যাপ প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করার দাবিতে আন্দোলন করছেন। আন্দোলনে রাজধানীর পথঘাট অবরোধ, কর্মসূচির হুমকি দিয়েছেন।[৬১৭]
- **২৫ ক্যাডারের আন্দোলন -** প্রশাসন ক্যাডারের বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে দুই দিন (২৭ ও ২৮ মে ২০২৫) অর্ধদিবস কলমবিরতি পালন করেছেন ২৫টি ক্যাডারের কর্মকর্তারা। এছাড়া ফ্যাসিস্ট সরকারের দোসর কর্মকর্তাদের চাকরিচ্যুতিসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করছেন বৈষম্যবিরোধী কর্মচারী ঐক্য ফোরাম।[৬১৮]
- **পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্দোলন -** পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ৮০টি শাখার ৪৫ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী আন্দোলনে অংশ নেন। তাদের ৭ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে - আরইবি ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি একীভূতকরণ, অভিন্ন চাকরিবিধি বাস্তবায়ন, চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের স্থায়ী নিয়োগ ইত্যাদি। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন করে আসছেন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মীরা। টানা ১৬ দিনের অবস্থান কর্মসূচি শেষে বিদ্যুৎ বিভাগের লিখিত আশ্বাসে আন্দোলন স্থগিত করেছে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।[৬১৯]
- **বিসিএস সংক্রান্ত আন্দোলন:** ৪৩তম বিসিএস (নন-ক্যাডার) নিয়োগ জটিলতা ও কম সুপারিশের কারণে অনশনসহ দীর্ঘ আন্দোলন করা হয়। সমাধান না হওয়ায় আদালতের আশ্রয় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ৪৪তম বিসিএস (ক্যাডার নিয়োগ বিলম্ব) চূড়ান্ত ফলাফলের ফাইল জনপ্রশাসনে না যাওয়ায় মানববন্ধন। পিএসসি আশ্বাস দিয়েছে দ্রুত প্রেরণ হবে। ৪৭তম বিসিএস (লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবি) স্মারকলিপি, অবরোধ, অনশন। পিএসসি তারিখ পরিবর্তন না করায় আন্দোলন স্তিমিত, প্রার্থীরা প্রস্তুতিতে মনোযোগী। এছাড়া প্রতিবন্ধী গ্র্যাজুয়েট পরিষদ পাঁচ দফা দাবিতে আন্দোলন করে। আশ্বাসে স্থগিত হলেও প্রজ্ঞাপন না এলে ডিসেম্বর থেকে পুনরায় আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়া হয়। এছাড়া ৪৮তম বিসিএস (পদসংখ্যা বৃদ্ধির দাবি) রিপিট ক্যাডার সমস্যা ও চিকিৎসক নিয়োগে পদ বৃদ্ধির দাবি জানানো হলেও সরকার পদ বৃদ্ধি সম্ভব নয় বলে ঘোষণা দেওয়ার পর আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়।[৬২০]
- **পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রকল্পকর্মীদের আন্দোলন:** বিবিএস-এর প্রকল্পকর্মীদের বেতন বন্ধ হওয়ার কারণে আন্দোলন হয়। হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী প্রকল্প চলার কথা থাকলেও সমস্যা অব্যাহত।[৬২১]
- **এনটিআরসিএ (শিক্ষক নিবন্ধন) আন্দোলন:** বয়সসীমা ও সুপারিশ না পাওয়ায় আন্দোলন শুরু হয়। আদালতের রায়ের কারণে নিয়োগে জটিলতা দেখা দেয়। ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দাবি আদায়ের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়।[৬২২]
- **পেট্রোবাংলা:** নিয়োগপত্র প্রদানে বিলম্বের কারণে আন্দোলন হওয়ার পর নভেম্বর ২০২৫ থেকে ধাপে ধাপে নিয়োগ শুরু হয়।[৬২৩]
- **সচিবালয় ভাতা ও নবম পে-স্কেলকে কেন্দ্র করে আন্দোলন:** সচিবালয় কর্মচারীরা আন্দোলন করে অর্থ উপদেষ্টাকে ৭ ঘণ্টা অবরুদ্ধ রাখার পরিপ্রেক্ষিতে পাঁচ কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এছাড়া ইআরডি-সচিবালয়সহ বিভিন্ন দপ্তরে কর্মবিরতি ও

---

[৬১৫] মো. জাহিদুল ইসলাম, '৭০০ কর্মকর্তার ওপর শাস্তির খড়্গ', *কালের কণ্ঠ*, ২৮ আগস্ট, ২০২৫, https://www.kalerkantho.com/print-edition/last-page/2025/08/28/1569288 (৩১ আগস্ট ২০২৫)।

[৬১৬] শফিকুল ইসলাম, 'অন্তর্বর্তী সরকার ও প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা মুখোমুখি', *বাংলা ট্রিবিউন*, ৩০ জুন ২০২৫, https://www.banglatribune.com/national/905197/ (৩ জুলাই ২০২৫)।

[৬১৭] *প্রাগুক্ত*।

[৬১৮] মাসুদ রানা, 'যে কারণে ১০ মাসেও শৃঙ্খলা ফেরেনি প্রশাসনে', *জাগো নিউজ*, ২৯ মে ২০২৫, https://www.jagonews24.com/m/national/news/1025542 (৩১ মে ২০২৫)।

[৬১৯] *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, 'মন্ত্রণালয়ের আশ্বাসে পল্লী বিদ্যুৎ কর্মীদের আন্দোলন স্থগিত', ৬ জুন, ২০২৫, https://www.bd-pratidin.com/national/2025/06/06/1124337 (৯ জুন ২০২৫)।

[৬২০] *প্রথম আলো*, 'সরকারি চাকরির নিয়োগে অস্থিরতা: চার মাসে চাকরিপ্রত্যাশীদের যত আন্দোলন', ২৪ নভেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/chakri/chakri-news/gtlyyaq3wi (২৫ নভেম্বর ২০২৫)।

[৬২১] *প্রাগুক্ত*।

[৬২২] *প্রাগুক্ত*।

[৬২৩] *প্রাগুক্ত*।

অবস্থান কর্মসূচি নেওয়া হয়।[৬২৪] পরবর্তীতে অর্থ উপদেষ্টাকে তাঁর কার্যালয়ে অবরুদ্ধ করে রাখার ঘটনায় গ্রেপ্তার ১৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।[৬২৫]

আন্তঃক্যাডার দ্বন্দ্ব: জনপ্রশাসনে আন্তঃক্যাডার দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিন ধরে চলমান একটি গুরুতর সমস্যা। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত খসড়া সুপারিশগুলো প্রশাসন ক্যাডার এবং অন্য ২৫টি ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ তৈরি করে। একদিকে প্রশাসন ক্যাডাররা উপসচিব থেকে সচিব পর্যন্ত সকল পদে নিজেদের পদায়ন দাবি করেন, অন্যদিকে অন্যান্য ক্যাডারগুলো তাদের ক্যাডারকে সংস্কার কমিশনের অন্তর্ভুক্ত না রাখার সুপারিশের প্রতিবাদ জানায়। সংস্কার কমিশনের সুপারিশের প্রতিবাদে উভয় পক্ষই আন্দোলন শুরু করে। প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা 'কলম বিরতি' এবং সংবাদ সম্মেলন করে কমিশনের প্রধানের অপসারণ দাবি করেন। অন্যদিকে ২৫টি ক্যাডারের সমন্বয়ে গঠিত 'আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ' বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের দাবি তুলে ধরে। এই পরিস্থিতিতে সরকার কঠোর অবস্থান নেয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বিজ্ঞপ্তি জারি করে সরকারি আচরণ বিধিমালা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেয়। এমনকি ফেসবুকে লেখালেখির কারণে কয়েকজন কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্তও করা হয়, যা আন্দোলনকে আরও তীব্র করে।[৬২৬]

প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা অন্যান্য ক্যাডার থেকে পদোন্নতি, পদ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বেশি অগ্রাধিকার পান বলে অভিযোগ রয়েছে। জনপ্রশাসনে গ্রেডভিত্তিক বৈষম্য, পদোন্নতিতে দীর্ঘসূত্রতা এবং প্রশাসন ক্যাডারের পদ সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এই অসন্তোষ তৈরি হয়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সরকারের অদক্ষ নেতৃত্ব এবং শীর্ষ পদে পছন্দের কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেওয়াই এই সংকটের প্রধান কারণ। প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা সঠিক পরামর্শ দিতে ব্যর্থ হওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে।[৬২৭] জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞরা আরও মনে করেন, সরকারের অদক্ষ নেতৃত্ব এবং শীর্ষ পদে ভুল নিয়োগের কারণেই এই অরাজকতা বেড়েছে। তারা বলছেন, নতুন সরকার দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তাদের পরিবর্তে নিজেদের পছন্দের লোক বসিয়ে সংকট আরও বাড়িয়ে তুলেছে। প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা সঠিক পরামর্শ দিতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তাদের সিদ্ধান্তহীনতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনও বিতর্কিত পদক্ষেপের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাড়িয়েছে। সাবেক আমলারা অন্তর্বর্তী সরকারের নিরপেক্ষ নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থতার সমালোচনা করেন এবং প্রশাসনকে দক্ষ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের দিয়ে সাজানোর পরামর্শ দেন।[৬২৮]

অন্তর্বর্তী সরকার ফ্যাসিবাদী ও গণহত্যায় জড়িত কর্মকর্তাদের অপসারণে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি বলে অভিযোগ ছিল। বরং এসব কর্মকর্তারা গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল ছিলেন, এমনকি পদোন্নতি ও বিদেশে নিয়োগ পেয়েছেন। জুলাই মঞ্চ ৪৪ জন আমলার অপসারণ দাবি করলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। একইভাবে ২৯তম বিসিএসের ভুয়া নিয়োগ ও দুর্নীতির অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অন্যদিকে প্রশাসনে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল ও ফ্যাসিবাদী সচিবদের অপসারণের দাবি জানানো হলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। সচিব পদে নিয়োগে বিলম্ব, যোগ্য কর্মকর্তাদের পদোন্নতি না হওয়া এবং রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব প্রশাসনিক অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। কিছু কর্মকর্তাকে ওএসডি বা অবসর দেওয়া হলেও মূল কাঠামোতে পরিবর্তন আসেনি। সচিব পদে শূন্যতা, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ধীরগতি এবং প্রশাসনিক অদক্ষতা সরকারের ভাবমূর্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।[৬২৯]

অন্তর্বর্তী সরকারের পুরো সময়ে একের পর এক বিষয় নিয়ে প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা লেগে ছিল। এর মধ্যে রয়েছে পদোন্নতি, পদায়ন, বদলি নিয়ে অসন্তুষ্টি, সাবেক সচিব, অতিরিক্ত সচিবদের গ্রেপ্তার ও মামলা, আন্তঃক্যাডার দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন ইত্যাদি, যা প্রশাসনকে অনেকটাই স্থবির করে দিয়েছে। প্রশাসনে জনপ্রশাসন ক্যাডারের প্রভাব অব্যাহত রয়েছে, যেখানে গ্রেডভিত্তিক বৈষম্য, পদোন্নতিতে বৈষম্য বিদ্যমান। জনপ্রশাসনে পেশাদারিত্বের ঘাটতির ফলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের ধীরগতি এবং নাগরিকদের সঠিকভাবে সেবা প্রাপ্তি ব্যাহত হয়। দেখা গেছে নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে জনপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের। নিয়মিত (রুটিন) কাজ ছাড়া নীতিনির্ধারণী বড় কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে এগোতে পারেনি প্রশাসন। এক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আরেক মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়হীনতা ছিল লক্ষণীয়।[৬৩০] প্রশাসন, বিচার বিভাগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ ও পদোন্নতিতে স্বচ্ছতার ঘাটতি এবং অনিয়ম ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়। অনিয়ম-দুর্নীতি ও দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব

---

[৬২৪] *প্রথম আলো*, 'ভাতার প্রজ্ঞাপন হয়নি, সচিবালয় থেকে ৫ কর্মচারী আটক', ১১ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/economics/dzof18ufax (১৩ ডিসেম্বর ২০২৫)।

[৬২৫] *প্রথম আলো*, '১৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বরখাস্ত', ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=1812f8a13611&eid=1&imageview=0&epedate=18/12/2025&sedId=1 (১৮ ডিসেম্বর ২০২৫)।

[৬২৬] মাসুদ রানা, 'আন্তঃক্যাডার দ্বন্দ্ব, সরকারের কঠোরতায় নমনীয় দু'পক্ষ', *জাগো নিউজ*, ২ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.jagonews24.com/m/national/news/992137 (৬ জানুয়ারি ২০২৫)।

[৬২৭] আশরাফুল হক, 'বৈষম্য কমেনি সচিবালয়ে', দেশ রূপান্তর, ২৬ মার্চ ২০২৫, https://www.deshrupantor.com/582435 (২৭ মার্চ ২০২৫)।

[৬২৮] মাসুদ রানা, *প্রাগুক্ত*।

[৬২৯] পঞ্চায়েত হাবিব, 'প্রশাসনে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিফলন নেই', *ইনকিলাব*, ৩ জুলাই ২০২৫, https://dailyinqilab.com/national/article/779161 (০৫ জুলাই ২০২৫)।

[৬৩০] শফিকুল ইসলাম, 'প্রশাসনে অস্থিরতা কাটছেই না, বাড়ছে ক্ষোভ-অসন্তোষ,' *বাংলা ট্রিবিউন*, ২৮ এপ্রিল ২০২৫, https://www.banglatribune.com/others/896109/ (২৮ এপ্রিল ২০২৫)।

বিস্তারের প্রবণতা চলমান, যা সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রতিবন্ধক। ফলে একটি দলের অনুসারীদের পরিবর্তে অন্য দল/ দলসমূহের প্রাধান্য/ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। একদিকে পদোন্নতি পাওয়া বা পদবঞ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুসরণে ব্যর্থতার অভিযোগ রয়েছে, আর অন্যদিকে বঞ্চিত হওয়ার নামে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। আবার সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে সরকারের নমনীয়তা প্রকাশ পেয়েছে।

আইন-শৃঙ্খলা

পুলিশের সংস্কার

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর পুলিশের ভেতর থেকে বাহিনীকে ঢেলে সাজানোর দাবি ওঠে। পুলিশকে রাজনীতিমুক্ত করাসহ ১১ দফা দাবিতে আন্দোলন করেন পুলিশ সদস্যরা। এরই মধ্যে পুলিশ বাহিনী সংস্কারে কমিশন গঠন করে সরকার। পাশাপাশি পুলিশের ভেতর থেকে বেশ কয়েকটি কমিটি করা হয়। সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন ২০২৫ এর ১৫ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়। তবে পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে কিছু বিষয়ে অস্পষ্টতা এবং কিছু দরকারি সুপারিশ না থাকায় পুলিশ সদস্যদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। মূলত গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশের নির্বিচার গুলি ও পরবর্তী সহিংসতার প্রেক্ষাপটে পুলিশকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখার দাবি ওঠে, কিন্তু প্রতিবেদনে স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠনের কোনো সুনির্দিষ্ট রূপরেখা দেওয়া হয়নি, বরং এ বিষয়ে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিচার-বিশ্লেষণের কথা বলা হয়। এছাড়া পুলিশ সদস্যদের অপরাধ তদন্তে স্বতন্ত্র অভিযোগ কমিশন গঠনের সুপারিশ না থাকা এবং জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে সংস্কারের বিষয়টি না রাখাসহ কিছু বিষয় নিয়ে বাহিনীর মধ্যে ক্ষোভ ছিল বলে জানা যায়।[৬৩১]

পরবর্তীতে জুন মাসের শেষ দিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পুলিশ সদর দপ্তরকে সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে কমিশনের শতাধিক সংস্কারের মধ্যে আশু বাস্তবায়নযোগ্য ১৮টি সুপারিশের মধ্যে ১১টি বাস্তবায়ন করেছে পুলিশ।[৬৩২] এছাড়া স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন না হওয়ায় অনেক সুপারিশ বাস্তবায়ন আটকে আছে বলে জানা যায়। সর্বোপরি পুলিশের সংস্কার রদবদল, পদোন্নতি, বদলি, চাকরি থেকে অব্যাহতিতে সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। কার্যকর স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন পুলিশ সদস্যদের দীর্ঘদিনের দাবি থাকলেও সরকারের ইচ্ছা ও যথাযথ উদ্যোগের অভাব এক্ষেত্রে স্পষ্ট। এক্ষেত্রে পুলিশ কমিশন গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও প্রণীত অধ্যাদেশ অনুযায়ী গঠিত হলে তা পুরোপুরি অকার্যকর একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।[৬৩৩]

পুলিশকে সক্রিয় করা ও দলীয়করণমুক্তির প্রচেষ্টা হিসেবে পুলিশে ব্যাপক রদবদল করা হয়। কর্তৃত্ববাদী আওয়ামী সরকার পতনের প্রথম তিন মাসে সারাদেশে পোশাকধারী দুই লাখ দুই হাজার পুলিশের বিপরীতে রদবদল করা হয় ৪৫ হাজার ৪২ সদস্যকে। ৫ আগস্টের পর ১৮ অতিরিক্ত আইজিপিকে বদল করা হয়।[৬৩৪] অন্তবর্তী সরকারের পুরো সময়জুড়ে রদবদলের এ ধারা অব্যাহত ছিল। বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়মিত বদলি, পদায়ন চলেছে। সর্বশেষ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ প্রসাশনের স্বার্থে লটারির মাধ্যমে ৬৪ জেলার পুলিশ সুপার বদলির ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করে সরকার। তবে লটারির আড়ালে 'তদবির সংস্কৃতি' বহাল ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। আওয়ামী আমলে বঞ্চিত হওয়া অনেক কর্মকর্তা লটারিতে স্থান পাননি বলেও অভিযোগ রয়েছে।[৬৩৫]

পুলিশ বাহিনীতে মৌলিক সংস্কারের পরিবর্তে কেবল পদোন্নতি, পদায়ন ও বদলির বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর থেকে। পুলিশের একটি বড় অংশের বিরুদ্ধে পদোন্নতি, পদায়ন ও বদলির বিষয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ক্ষেত্রে পুলিশের সাবেক ও বর্তমান সাত-আটজন কর্মকর্তার একটি গ্রুপ অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল বলে তথ্য পাওয়া যায়। এই গ্রুপ কে কোন থানার ওসি হবেন, কে কোন জেলার পুলিশ সুপার হবেন, রেঞ্জের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) পদে কারা যাবেন তা ঠিক করার জন্য বিগত সময়ে 'বঞ্চিত' কর্মকর্তাদের তালিকা করে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দলীয় বিবেচনায় পদোন্নতি পেয়েছেন, ঢাকায় চাকরি করছেন-এমন কর্মকর্তারাও 'বঞ্চিত' দাবি করেন। আবার

---

[৬৩১] মাহমুদুল হাসান, 'সুপারিশ নিয়ে পুলিশে ক্ষোভ, বলবেন প্রধান উপদেষ্টাকে', *প্রথম আলো*, ১৬ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/am7xwk2juj (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৬৩২] মাহমুদুল হাসান, 'পুলিশের আশু বাস্তবায়নযোগ্য প্রস্তাব আটকে আছে ৪ কারণে', *প্রথম আলো*, ২৭ অক্টোবর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ljksr4hjr3 (১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৬৩৩] *প্রাগুক্ত*।

[৬৩৪] সাহাদাত হোসেন পরশ, '৪৫ হাজার পুলিশের চেয়ার বদল', *সমকাল*, ১৩ নভেম্বর ২০২৪, https://samakal.com/bangladesh/article/264943/ (১৪ নভেম্বর ২০২৪)। রদবদলের তালিকায় ছিলেন ডিআইজি ১২৪, অতিরিক্ত ডিআইজি ১৬১, পুলিশ সুপার ২৪৪, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ৪০০, সহকারী পুলিশ সুপার ২২৭ জন। এছাড়া নন-ক্যাডার পদে রদবদল হয়েছে পরিদর্শক (নিরস্ত্র) ২ হাজার ১১২, পরিদর্শক (সশস্ত্র) ৪৩, পরিদর্শক (শহর ও যানবাহন) ২৯৪, উপপরিদর্শক (এসআই) ৪ হাজার ১১৬, সার্জেন্ট ১৮৮, টিএসআই ২৭, এসআই (নিরস্ত্র) ৭৮, এএসআই ৪ হাজার ৬৬৮, এটিএসআই ৫৭, এএসআই (সশস্ত্র) ২৪৫ এবং নায়েক ৬১৫। আর তিন মাসে কনস্টেবল রদবদল হয় ৩১ হাজার ৪২৪ জন।

[৬৩৫] সরোয়ার আলম, 'বদলির লটারিতেও তদবির!', *দেশ রূপান্তর*, ২৮ নভেম্বর ২০২৫, https://www.deshrupantor.com/642102 (১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে শাস্তি পেয়েছেন এমন কর্মকর্তারাও একই দাবি করে সুবিধা নিয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগও উঠেছে। একপর্যায়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঘুষ লেনদেন না করার এবং প্রতারক চক্র থেকে সতর্ক থাকার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানাতে বাধ্য হয় পুলিশ সদর দপ্তর।[৬৩৬]

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি মোকাবিলা করার জন্য ২০২৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর পুলিশের সহায়ক হিসেবে রাজধানীসহ সারা দেশে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে দুই মাসের জন্য বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হয়। পরবর্তীতে নৌ ও বিমান বাহিনীকেও একই ক্ষমতা দেওয়া হয়।[৬৩৭] এরপর থেকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক রাখতে সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দুই মাস করে বাড়িয়েছে সরকার। সর্বশেষ গত ১১ নভেম্বর সরকার ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত এই ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।[৬৩৮] তবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনীকে বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দেওয়া হলেও তা প্রত্যাশিত পর্যায়ে ফলপ্রসূ হয়নি।

অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে কয়েকজন শীর্ষ সন্ত্রাসী এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠনের কর্মী কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তাদের অপরাধমূলক তৎপরতায় জড়িত হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে[৬৩৯], আবার ইতোমধ্যে অনেক সন্ত্রাসী দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে।[৬৪০] ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ১২ জন শীর্ষ সন্ত্রাসী এবং অন্তত দশটি সংগঠনের সদস্য মিলিয়ে মোট ৩৪৬ জন, এবং এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত জঙ্গি মামলায় অভিযুক্ত নিষিদ্ধ সংগঠন জেএমবির ১৪৮ জন জামিনে মুক্ত হয়।[৬৪১] এছাড়া দেশের ভেতর আত্মগোপনে থাকা শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইনসহ কেউ কেউ প্রকাশ্যে এসেছে, কেউ বিদেশ থেকে ফিরেছে, আবার বিভিন্ন প্রভাবশালী মহলে তদবির করে কয়েকজন শীর্ষ সন্ত্রাসী দেশ ছেড়ে পালিয়েছে বলে জানা যায়।[৬৪২]

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নেতিবাচক ভূমিকার কারণে পুলিশের ভাবমূর্তির ব্যাপক ক্ষতি হয়। কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের আগে-পরে সারা দেশে বিভিন্ন থানায় হামলা হয়। সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতায় ৪৪ জন পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়।[৬৪৩] বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ ও প্রাণহানি হয়। ৬ থেকে ৮ আগস্ট (শেখ হাসিনা সরকারের পতনের আগে-পরে) থানা, ফাঁড়িসহ পুলিশের বেশ কিছু স্থাপনায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার দেশত্যাগের পর সারা দেশে পুলিশি কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ সদস্যরা থানায় আসতে সাহস না পাওয়ায় স্থাপনা পাহারা দেওয়ার জন্য সেনাবাহিনী ও আনসার সদস্য মোতায়েন করা হয়।[৬৪৪] ১৫ আগস্টের মধ্যে দেশের সর্বমোট ৬৩৯টি থানা এবং রেলওয়ে পুলিশের ২৪টি থানার সবগুলোর অপারেশনাল কার্যক্রম

---

[৬৩৬] নুরুল আমিন, 'বদলি-পদোন্নতি নিয়েই ব্যস্ত পুলিশ কর্মকর্তারা', *প্রথম আলো*, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/5y0tf3mk60 (১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪); মাহমুদুল হাসান, 'পদোন্নতি-পদায়ন নিয়ে পুলিশে অস্থিরতা', *প্রথম আলো*, ১৯ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/vjdbk73f5b (২১ আগস্ট ২০২৪)।

[৬৩৭] *প্রথম আলো*, 'নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পেল সেনাবাহিনী', ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/i745aWzvRy (১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পেল নৌ ও বিমানবাহিনীও', ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/oyr1gqz0xx (১ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা আরও ২ মাস বাড়ল', ১৬ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ko251rwzyd (১৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[৬৩৮] *ইত্তেফাক*, 'সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা আরও সাড়ে তিন মাস বাড়লো', ১১ নভেম্বর ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/761314 (১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৬৩৯] *ডেইলি স্টার*, 'জামিনে মুক্ত জসীম উদ্দিন রাহমানী, ২৬ আগস্ট ২০২৪, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news-608906 (২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪); গাজী ফিরোজ, 'অস্ত্র উঁচিয়ে চাঁদা দাবি, ছোড়েন গুলি', *প্রথম আলো*, ২১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/27lqqv32fx (২১ অক্টোবর ২০২৪); সাখাওয়াত কাওসার, 'সামাজিক অস্থিরতা বাড়ছেই', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১২ অক্টোবর, ২০২৪, https://www.bd-pratidin.com/first-page/2024/10/12/1037522 (১৩ অক্টোবর ২০২৪); মাহমুদুল হাসান, 'প্রকাশ্যে এসেই তৎপর সুব্রত বাইন, 'পিচ্চি হেলাল', 'কিলার আব্বাস'সহ শীর্ষ সন্ত্রাসীরা', *প্রথম আলো*, ১১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/21kg05owgf (১৩ অক্টোবর ২০২৪)।।

[৬৪০] *দেশ রূপান্তর*, 'দেশ ছাড়ছে জামিনে মুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসীরা', ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.deshrupantor.com/574098 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৬৪১] *বিবিসি নিউজ বাংলা*, 'জঙ্গি মামলায় অভিযুক্তদের তিন শতাধিক জামিনে মুক্ত, উদ্বেগ কোথায়?', ১১ এপ্রিল ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c3v95kkvq2no (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৬৪২] *দেশ রূপান্তর*, 'দেশ ছাড়ছে জামিনে মুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসীরা', *প্রাগুক্ত*।

[৬৪৩] *প্রথম আলো*, 'জুলাই-আগস্টে নিহত পুলিশ সদস্যদের তালিকা প্রকাশ', ২৫ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/zqhqbxhiij (১৭ নভেম্বর ২০২৪)।

[৬৪৪] *প্রথম আলো*, '৩ দিন বন্ধ থাকার পর দেশের অর্ধেকের বেশি থানার কাজ শুরু', ১০ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/m9afiw2ajz (২৪ অক্টোবর ২০২৪)।

শুরু হয় বলে জানায় পুলিশ সদর দপ্তর।[৬৪৫] তবে থানা চালু হলেও পুলিশি কার্যক্রম পুরোদমে শুরু করার ক্ষেত্রে ধীরগতি লক্ষ করা গেছে সে সময়।[৬৪৬] পরের মাসেও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ না শোনার মত ঘটনা লক্ষ করা গেছে।[৬৪৭]

পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর পুলিশের ১৮৭ জন সদস্য কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। এর বাইরেও অনেক পুলিশ সদস্য নানা কৌশলে বা কারণ দেখিয়ে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন বলে অভিযোগ আছে।[৬৪৮] এর মধ্যে ৫৬ জন কর্মস্থলে ফিরে আসেন, আর ৮১ জন পুলিশ কর্মকর্তা আত্মগোপনে ছিলেন।[৬৪৯] বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত এসব পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পুলিশ সদর দপ্তর থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর লিখিতভাবে জানানো হলে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়। পাশাপাশি, পলাতকদের ফেরাতে ইন্টারপোলের সাহায্য চেয়ে আবেদন করা হয়। সর্বশেষ ২০ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে প্রতাপশালী প্রায় ৪০ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।[৬৫০] এছাড়া পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার ৪০ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার করা হয়, ৫৫ জনকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়, আর ৮২ জনকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়। এছাড়া ৮৬ জন সদস্যকে বিভিন্ন ইউনিটে সংযুক্ত করা হয়।[৬৫১]

সরকার পতনের অব্যবহিত পরের কয়েকদিন সারা দেশে পুলিশি ব্যবস্থার অনুপস্থিতির সুযোগে অনেক থানার অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট হয়।[৬৫২] পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্যমতে, ৫ আগস্টের পর দেশের ৪৬০ থানা ও ১১৪টি ফাঁড়িতে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট হয়।[৬৫৩] এসময় থানা ও ফাঁড়িতে হামলা চালিয়ে পিস্তল, রিভলভার, শটগানসহ ১১ ধরনের ৫ হাজার ৭৬৩টি অস্ত্র ও ৬ লাখ ৫২ হাজার ৮টি গোলাবারুদ লুট করে হামলাকারীরা। একই সময়ে স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের (এসএসএফ) ৩২টি অত্যাধুনিক অস্ত্রও লুট হয়।[৬৫৪] এর ভেতর এখন পর্যন্ত ৪ হাজার ৪৩২টি অস্ত্র ও ৩ লাখ ৯৪ হাজার ৮৬৪টি গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। বাকি ১ হাজার ৩৩১টি অস্ত্র এবং ২ লাখ ৫৭ হাজার ১৪৪টি গোলাবারুদ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।[৬৫৫] তবে পুলিশ সদর দপ্তর এ পরিসংখ্যান দিলেও সেনাপ্রধানের বরাতে ভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। সম্প্রতি সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহম্মদ ইউনুসের সাথে সাক্ষাতের সময় সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান জানান, গণ-অভ্যুত্থানে ৩ হাজার ৬১৯টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ৪ লাখ ৫৬ হাজার ৪১৮ রাউন্ড গোলাবারুদ লুট হয়। এর মধ্যে গত দেড় বছরে ২ হাজার ২৫৯টি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে, যা লুটকৃত অস্ত্রের প্রায় ৬২ শতাংশ। এছাড়া প্রায় ২ লাখ ৩৭ হাজার ১০০ রাউন্ড উদ্ধার করা হয়েছে, যা লুটকৃত গোলাবারুদের প্রায় ৫২ শতাংশ।[৬৫৬]

জুলাই অভ্যুত্থানে পুলিশের গুলিবর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় সারা দেশে ৭৬১টি মামলায় আসামির তালিকায় রয়েছেন পুলিশের ১ হাজার ৪৯০ সদস্য।[৬৫৭] তবে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কোনো মামলার তদন্ত শেষ হয়নি। এক্ষেত্রে পুলিশ সদর দপ্তরের দাবি, স্পর্শকাতর এসব মামলায় পুলিশের সদস্যরা আসামি থাকায় তদন্ত নির্ভুল করতেই সময় নেওয়া হচ্ছে।[৬৫৮] উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে বিক্ষোভ

---

[৬৪৫] *দেশ রূপান্তর*, 'দেশের সব থানার কার্যক্রম শুরু', ১৫ আগস্ট ২০২৪, https://www.deshrupantor.com/529100 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৬৪৬] *প্রথম আলো*, 'থানা চালু হলেও কাজ শুরু হয়নি পুরোদমে', ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪।

[৬৪৭] মাহমুদুল হাসান, 'পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বললেন 'অ্যাকশনে' যেতে, বাহিনীর সদস্যরা নির্বিকার', *প্রথম আলো*, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/3ve5uxvyus (২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৬৪৮] *প্রথম আলো*, 'পুলিশের ১৮৭ সদস্য এখনো কর্মস্থলে অনুপস্থিত', ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/tvcwrrg0yb (১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৬৪৯] নজরুল ইসলাম, 'হারুন-বিপ্লবসহ এখনো ৮১ পুলিশ পলাতক', *প্রথম আলো*, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/eyasita502 (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)। পালিয়ে থাকা পুলিশ সদস্যদের মধ্যে ডিআইজি পদমর্যাদার ৩ জন, অতিরিক্ত ডিআইজি ১০ জন, এসপি ১১ জন, অতিরিক্ত এসপি ৯ জন, এএসপি ৫ জন, পরিদর্শক ২৭ জন, এসআই ৮ জন, এএসআই ৩ জন আর কনস্টেবল ৫ জন।

[৬৫০] *ঢাকা টাইমস*, 'অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পলাশ দে চাকরি থেকে বরখাস্ত', ২০ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.dhakatimes24.com/2026/01/20/400323 (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৬৫১] নজরুল ইসলাম, 'হারুন-বিপ্লবসহ এখনো ৮১ পুলিশ পলাতক', *প্রথম আলো*, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/eyasita502 (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৬৫২] *প্রথম আলো*, 'এখনো পুরোদমে শুরু হয়নি পুলিশি কার্যক্রম', ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪।

[৬৫৩] ফজলুর রহমান, 'এখনো উদ্ধার হয়নি লুট হওয়া ১৩৬৬টি অস্ত্র', *জনকণ্ঠ*, ১০ জুলাই ২০২৫, https://www.dailyjanakantha.com/national/news/831005 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৬৫৪] ওমর ফারুক ও মোবারক আজাদ, 'দেশব্যাপী অপরাধ বাড়ছেই', *কালের কণ্ঠ*, ৩০ জুন ২০২৫, https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2025/06/30/1539424 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৬৫৫] তৌহিদুজ্জামান তন্ময়, 'ভোটের আগমুহূর্তেও উদ্বেগ বাড়াচ্ছে উদ্ধার না হওয়া অস্ত্র', জাগো নিউজ ২৪, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.jagonews24.com/national/news/1092095 (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৬৫৬] তারেকুজ্জামান শিমুল, 'সংসদ নির্বাচন ২০২৬: দেড় বছরেও উদ্ধার হয়নি লুট হওয়া হাজারের বেশি অস্ত্র, নির্বাচনে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ', *বিবিসি নিউজ বাংলা*, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.bbc.com/bengali/articles/c4g587k53vjo (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৬৫৭] *প্রাগুক্ত*।

[৬৫৮] খালেদ রায়হান, '১১ মাসে গ্রেপ্তার ৬১ পুলিশ সদস্য, শেষ হয়নি কোনো মামলার তদন্ত', *ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন*, ৮ জুলাই ২০২৫, https://www.itvbd.com/226549 (২৯ জুলাই ২০২৫)। এসব মামলার আসামিদের মধ্যে ৭ জন সাবেক আইজিপি, ৪১ অতিরিক্ত আইজিপি, ১২ সাবেক ডিআইজি, ১১ জন বর্তমান ডিআইজি, ৪৯ জন অতিরিক্ত ডিআইজি, ৬৬ পুলিশ সুপার এবং বিভিন্ন পদের আরও ৯৮২ জন পুলিশ সদস্য রয়েছেন। এর মধ্যে সাবেক আইজিপি আবদুল্লাহ আল-মামুন, এ কে এম শহীদুল হক, সাবেক ডিআইজি মোল্লা নজরুল ইসলাম, অতিরিক্ত এসপি আব্দুল্লাহিল কাফীসহ এ পর্যন্ত ৬৩ পুলিশ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

চলাকালে গুলি চালানোসহ বিভিন্ন অপরাধে ১ হাজার ৭১৭ জন পুলিশ সদস্য ও ১১০ জন নির্দেশদাতাকে চিহ্নিত করেছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে সেসময় সারা দেশে ৫৭ হাজার ৬১৩ রাউন্ড বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রের গুলি ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানা যায়।[৬৫৯]

কারা কর্তৃপক্ষ থেকে জানা যায়, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর সারাদেশের বিভিন্ন কারাগার থেকে পালিয়ে যান প্রায় ২ হাজার ২০০ আসামি। এর মধ্যে গ্রেপ্তার ও আত্মসমর্পণ করেন প্রায় ১ হাজার ৫০০ জন। সরকার পতনের পর জেল থেকে পালানো ৫৩৭ আসামি এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে। সম্প্রতি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে র‍্যাবের অভিযানে আরও ১৬৯ পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তবে এখনো উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ৬৯ আসামি পলাতক আছেন।[৬৬০]

কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতনের পর পুলিশের অনুপস্থিতি, এবং পরবর্তীতে নিষ্ক্রিয়তা ও দায়িত্ব পালনে অনাগ্রহের কারণে সারা দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে।[৬৬১] অন্তর্বর্তী সরকারের সময় মানবাধিকার পরিস্থিতির কিছু বিষয়ে উন্নতি ঘটলেও সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতির কিছু ক্ষেত্রে অবনতি ঘটে। কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের সময় থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের পুরো মেয়াদেই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নাজুক – খুন, ডাকাতি, চুরি, ছিনতাই, ধর্ষণ, নারী ও শিশু নির্যাতন, আন্দোলন, লুটপাট, অরাজকতা অব্যাহত ছিল। এছাড়া গণপিটুনিতে মানুষ হত্যা বা মব সহিংসতা, রাজনৈতিক মামলা ও গ্রেপ্তার, সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ, শ্রমিক হত্যা, বিচারবহির্ভূত হত্যা, কারা হেফাজতে মৃত্যু, সেনাবাহিনীর হেফাজতে মৃত্যু, সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর হামলা এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা অব্যাহত ছিল। এছাড়া সারা দেশে আধিপত্য বিস্তার ও রাজনৈতিক সহিংসতায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের মৃত্যু হয়, এবং ঘরবাড়ি, যানবাহন ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে।

বাংলাদেশ পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুসারে, ২০২৫ সালে দেশে ছিনতাই ও ডাকাতির ঘটনায় মামলা হয়েছে ২ হাজার ৬৩৭টি, যা আগের বছরের (১ হাজার ৯০২টি) চেয়ে ৩৮ শতাংশ বেশি। চুরির মামলা বেড়েছে ১২ শতাংশ (১ হাজার ৪৩০টি বেশি)। ২০২৪ সালে চুরি ও সিঁধেল চুরি নিয়ে ১১ হাজার ৩১০টি মামলা হয়, সেখানে ২০২৫ সালে তা এসে দাঁড়ায় ১২ হাজার ৭৪০টি মামলায়। অন্যদিকে অপহরণের মামলা বেড়েছে ৭১ শতাংশ, ২০২৫ সালে এ ধরনের ১ হাজার ১০১টি মামলা হয়েছে। পাশপাশি পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে দেশে খুনের ঘটনায় ৩ হাজার ৭৮৫টি মামলা হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৩৫৩টি বেশি। উল্লেখ্য, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে হত্যাযজ্ঞের ঘটনায় বেশ কিছু মামলা পরে হয়েছে।[৬৬২]

আগস্ট ২০২৪ থেকে জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ৫ হাজার ৬৪৫টি খুনের মামলা হয়েছে। এছাড়া এ সময়ে ছিনতাই, ডাকাতি, খুন, দাঙা, নারী ও শিশু নির্যাতন ও অপহরণ পুলিশ আক্রান্ত হওয়ার মতো ঘটনায় মামলা কখনো বেড়েছে, কখনো কমেছে। এছাড়া বিগত দেড় বছরে পুলিশের সদরের মাসওয়ারি মামলার হিসেব থেকে দেখা যায়, চুরি ও সিঁধেল চুরির মামলা প্রথমে (৬২৬টি) বাড়লেও ২০২৫ এর ফেব্রুয়ারি (৮৬৬টি) থেকে জুন (৯৬৬টি) পর্যন্ত কিছুটা স্থিতিতে যায়। জুন মাসের পর থেকে এ সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা আবার বেড়ে যায়, যা অক্টোবর মাস (১২৩২টি) পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এরপর থেকে আবার হ্রাস পেতে শুরু করে। অন্যান্য অপরাধ যেমন অপহরণ, ছিনতাই-ডাকাতি পুরো আমল জুড়ে মোটমুটি একই হারে হয়েছে। তবে খুনের মামলা অভ্যুত্থানের পরপর আগস্টে (৫১৩টি) বেশি হলেও পরের মাস সেপ্টেম্বরে (২৮৩টি) এসে অনেক কমে যায়। এবং সেই ধারা পুরো সময়টা জুড়ে অক্ষুণ্ন থাকে। তবে গত বছরের এপ্রিল (৩৩৬টি) থেকে জুলাই মাস (৩৬২টি) পর্যন্ত কিছুটা বেড়ে যায়।[৬৬৩] এ সময়ে সামাজিক অসহনশীলতা রোধে সরকারের উদাসীনতা লক্ষ করা যায়।

অন্যদিকে মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের (এমএসএফ) মাসিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার, চাঁদাবাজি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সহিংসতায় মোট ১২৩ জন নিহত হয়েছেন, এবং আহত হয়েছেন ৭ হাজার ৭৬৮ জন।[৬৬৪] আরেক মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) হিসাবে উল্লিখিত সময়ে মৃত্যুর সংখ্যা আরও বেশি। তাদের মতে এসময় রাজনৈতিক সহিংসতায় মারা গেছেন ১৬৯ জন, এবং এসব ঘটনায় আহত হয়েছেন

---

[৬৫৯] সরোয়ার আলম, '১৭১৭ পুলিশ চিহ্নিত', *দেশ রূপান্তর*, ১৪ নভেম্বর ২০২৪, https://www.deshrupantor.com/551231 (১৪ নভেম্বর ২০২৪)।

[৬৬০] সাইফুল রুদ্র, 'দেড় বছরেও ধরা পড়েনি কারগার থেকে পলাতক ৫৩৭ আসামি', *সময় নিউজ*, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.somoynews.tv/news/2026-02-10/2H7DIMVE (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৬৬১] *প্রথম আলো*, 'সেপ্টেম্বরে গণপিটুনির ৩৬ ঘটনায় ২৮ মৃত্যু', ৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ocsv2u3djq (৬ অক্টোবর ২০২৪)।

[৬৬২] বাংলাদেশ পুলিশ সদর দপ্তর প্রকাশিত অপরাধসংক্রান্ত মামলার পরিসংখ্যান থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, বিস্তারিত দেখুন: https://www.police.gov.bd/en/january_2020 (২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৬৬৩] *প্রাগুক্ত*।

[৬৬৪] মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের আগস্ট ২০২৪ থেকে জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত সময়ের মাসিক প্রতিবেদন থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, বিস্তারিত দেখুন: https://www.msf.org.bd/Monthly%20Reports.php (১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

৭ হাজার ১৮৯ জন।[৬৬৫] অপরদিকে হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির ২০২৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, গত বছরে ৯১৪টি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনায় কমপক্ষে ১৩৩ জন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন অন্তত ছয় হাজার ৬৮০ জন। আধিপত্য বিস্তার, রাজনৈতিক প্রতিশোধপরায়ণতা, কমিটি গঠন নিয়ে বিরোধ, চাঁদাবাজি ও বিভিন্ন স্থাপনা দখলকেন্দ্রিক অধিকাংশ সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে।

চিত্র ১: অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে মাসওয়ারি অপরাধসংক্রান্ত মামলা (আগস্ট ২০২৪ - জানুয়ারি ২০২৬)

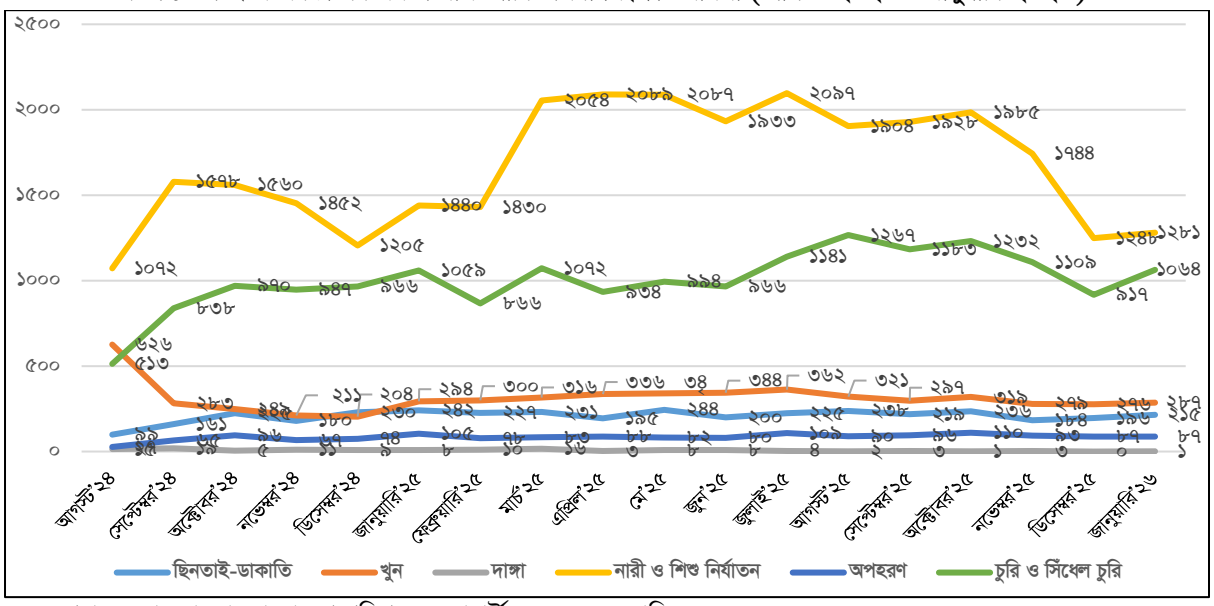

সূত্র: অপরাধসংক্রান্ত মামলা, বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টারস, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

বিশেষ অভিযান ও উদ্যোগ

সরকার পতনের পর শীর্ষ সন্ত্রাসীদের মুক্তি ও তাদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ২০২৫ এর ২৭ মে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিশেষ অভিযান চালিয়ে কুষ্টিয়া থেকে সুব্রত বাইন ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী মোল্লা মাসুদ এবং মোহাম্মদপুর থেকে এক্সেল বাবু ও তার সহযোগীদের গ্রেপ্তার করে। পরবর্তীতে তাদের তথ্যের ভিত্তিতে আরও কয়েকজন সহযোগীকে গ্রেপ্তার করা হয়।[৬৬৬] সম্প্রতি বিপুল অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রসহ সুব্রত বাইনের আরেক সহযোগী মেহেদি হাসান ওরফে দীপুকে গ্রেপ্তার করা হয়।[৬৬৭] এ বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম এক সাক্ষাৎকারে জানান, 'শীর্ষ সন্ত্রাসীদের অনেকেরই জামিন দীর্ঘদীন আগেই হওয়ার কথা থাকলেও আওয়ামী লীগ সরকার তাদের জামিন দেয়নি। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় এলে আদালতের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ না করায় তারা বৈধভাবেই বেরিয়ে যান।[৬৬৮] এছাড়া তাদের ব্যাপারে গোয়েন্দা সংস্থা এবং রাষ্ট্র খুবই স্পর্শকাতর। তারা কিছু করলেই সরকার ব্যবস্থা নেবে।'[৬৬৯] এছাড়া 'মব', নারীকেন্দ্রিক সহিংসতাসহ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির বিভিন্ন আলোচিত ঘটনার পরপরই পুলিশকে অপরাধীদের আটক করতে দেখা গেছে। পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), যৌথ বাহিনী, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্থার নিয়মিত অভিযানে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ ও অন্যান্য সংস্থার অভিযানে গ্রেপ্তারের কিছু তথ্য নিম্নরূপ -

- আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে ২০২৫ সালের মে মাস পর্যন্ত সারাদেশে ৩ লাখ ৫৯ হাজার ৭৯৮ জন গ্রেপ্তার।[৬৭০]
- অপারেশন ডেভিল হান্ট - ২০২৫ এর ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত সব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বয়ে ২১ দিনে সারাদেশে ৩২ হাজার ৩১ জন গ্রেপ্তার (ডেভিল হান্ট অভিযানে গ্রেপ্তার ১২ হাজার ৫০০ জন; অন্যান্য বাহিনীর অভিযানে ১৯

[৬৬৫] আইন ও সালিশ কেন্দ্রের আগস্ট ২০২৪ থেকে জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত সময়ের মাসিক প্রতিবেদন থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, বিস্তারিত দেখুন: https://www.askbd.org/ask/statistics-on-human-rights-violations/ (১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৬৬৬] *বাসস*, 'সেনাবাহিনীর অভিযানে শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইন ও মোল্লা মাসুদসহ গ্রেফতার ৪', ২৭ মে ২০২৫, https://www.bssnews.net/bangla/national/203053 (২৯ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'মোহাম্মদপুরে সেনা অভিযানে 'এক্সেল বাবু'সহ গ্রেপ্তার ৪', ২৭ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/cz2rtetevn (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৬৬৭] *প্রথম আলো*, 'এক বাড়িতে এত অস্ত্র, গ্রেপ্তার কে এই দীপু', ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/26xjckqofr (১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৬৬৮] ডয়েচে ভেলে বাংলা, 'প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে শিক্ষার্থীরা প্রথম মাসেই ছিটকে পড়েছিল: মাহফুজ আলম', ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.youtube.com/watch?v=D-KbYmiT4T8 (২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৬৬৯] আবুল কালাম আজাদ, 'জঙ্গিবাদে অভিযুক্তদের জামিনে মুক্তি, 'অনেকে ভুল বুঝতে পেরে তওবা করেছে'- রাহমানী', *বিবিসি নিউজ বাংলা*, ১১ এপ্রিল ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c3v95kkvq2no (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৬৭০] সাহাদাত হোসেন পরশ ও ইন্দ্রজিৎ সরকার, 'তিন লাখ ৫৯ হাজার গ্রেপ্তার', *সমকাল*, ১ জুন ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh/article/298473 (২৯ জুলাই ২০২৫)। এর মধ্যে ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পাঁচ মাসে গ্রেপ্তার ১ লাখ ৪৬ হাজার ১০৯ জন, এবং ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত পাঁচ মাসে গ্রেপ্তার ২ লাখ ১৩ হাজার ৬৮৯ জন।

হাজার ৫৩১ জন গ্রেপ্তার); গড়ে প্রতিদিন গ্রেপ্তার ১ হাজার ৫২৫ জন;[৬৭১] ঢাকা ৮ আসনের নির্বাচনী প্রার্থী শরিফ বিন ওসমান হাদি হত্যাকে কেন্দ্র করে ২০২৫ এর ১৩ ডিসেম্বর থেকে 'অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২' নামক অভিযানের আওতায় ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত সারা দেশে মোট ২২ হাজার ৪৬৪ জন গ্রেপ্তার।[৬৭২]

- সেনাবাহিনীর কার্যক্রম - ২০২৪ এর ৫ আগস্ট থেকে ২০২৬ এর ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট ২২ হাজার ২৮২ জন দুষ্কৃতিকারীকে গ্রেপ্তার;[৬৭৩] একই সময়ে বিভিন্ন অভিযানে মোট ১০ হাজার ১৫২টি অস্ত্র ও ২ লাখ ৯১ হাজার গোলাবারুদ উদ্ধার;[৬৭৪] মাদকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৫ হাজার ৫২১ জন গ্রেপ্তার।[৬৭৫]

রাজধানী ঢাকার অপরাধ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ও প্রচলিত আদালতে মামলার চাপ কমাতে ২০২৫ সালের মার্চ মাসে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) এর আটটি অপরাধ বিভাগের উপকমিশনারের কার্যালয়ে আটটি স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত চালু হয়। এরপর মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত গত ৯ মাসে ঢাকায় চুরি, ছিনতাই, মারামারি, মাদকের ব্যবহার, ইভ টিজিং ও অসামাজিক কার্যকলাপের মত অপরাধগুলোর বিপরীতে এই আদালতে ১৫ হাজার ১৪২ মামলার নিষ্পত্তি করা হয়। বিচার কার্যক্রম শেষে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ৯ হাজার ৫৮৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেন। পাশাপাশি তাদের ৮৬ লাখ ৫৫ হাজার ৬৫০ টাকা আর্থিক জরিমানা করেন।[৬৭৬]

'মব সহিংসতা'

অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে অন্যতম আলোচিত বিষয় ছিল মব সহিংসতা। এই দেড় বছরে আইন হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতার জেরে গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনা আশংকাজনক বৃদ্ধি পেয়েছে। মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) হিসাবমতে, বাংলাদেশে ২০১৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে মব জাস্টিস ও গণপিটুনিতে মোট ২১৫ জনের মত্যু হয়েছিল। অথচ ২০২৪ সালে এই সহিংসতায় মারা যান ১২৮ জন। আর ২০২৫ সালের হিসেবে মবে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ২০০ ছুঁয়েছে। সরকারের পুরো ১৮ মাসে মব সহিংতায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৩০৮ জনের।[৬৭৭] অন্যদিকে মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের মতে, ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে এ ধরনের সহিংসতার পরিমাণ বেড়েছে আড়াই গুণের বেশি, আর তাতে মৃত্যু বেড়েছে প্রায় দেড় গুণের বেশি। ২০২৪ সালে ১৬৯টি মব সহিংসতার ঘটনায় ১২৬ জন মারা যান। কিন্তু পরের বছর ৪২৮টি মবের ঘটনা ঘটে, যেখানে ৪৬০ জন মারা যান। পাশাপাশি সরকারের পুরো ১৮ মাসে সর্বমোট ৫৭৯ জন মব সহিংসতায় প্রাণ হারান।[৬৭৮] আরেক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির তথ্য অনুযায়ী, গত এক বছরে অন্তত ৭০টি মবের ঘটনায় ১৬৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।[৬৭৯] মব সহিংসতা হিসেবে অন্তর্বর্তী সরকারের পুরো আমলে আলোচিত কিছু ঘটনা নিম্নরূপ:

- শেখ হাসিনার বক্তব্যের রেশ ধরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িসহ বিভিন্ন আওয়ামী নেতার স্থাপনায় ভাঙচুর-লুটপাট।[৬৮০]
- গাজায় ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদে সারাদেশে কেএফসি, বাটাসহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাঙচুরের পর গ্রেপ্তার ৭২, মামলা ১০।[৬৮১]
- ভুল চিকিৎসায় শিক্ষার্থী মৃত্যুর জেরে রাজধানীর কয়েকটি কলেজের শিক্ষার্থীদের মারামারি, এর প্রেক্ষিতে সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ,ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজসহ আশেপাশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যাপক ভাঙচুর-লুটপাট।[৬৮২]

---

[৬৭১] *প্রাগুক্ত*।

[৬৭২] *বাসস*, 'অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ অভিযানে ২২ হাজার ৪৬৪ জন গ্রেফতার : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা', ২৭ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.bssnews.net/bangla/news/277531 (১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৬৭৩] *সমকাল*, 'নির্বাচনে নিরপেক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করবে সেনাবাহিনী', ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://samakal.com/bangladesh/article/336938 (১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৬৭৪] *প্রাগুক্ত*।

[৬৭৫] *প্রাগুক্ত*।

[৬৭৬] *লয়ারসক্লাব বাংলাদেশ ডটকম*, 'ডিএমপির স্পেশাল আদালতে ৯ মাসে ৯,৫৮৬ জনের কারাদণ্ড', ১৮ জানুয়ারি ২০২৬, https://lawyersclubbangladesh.com/2026/01/18/dmp-special-metropolitan-magistrate-court-9-month-verdict/ (১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৬৭৭] আইন ও সালিশ কেন্দ্রের বার্ষিক ও মাসিক প্রতিবেদন থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, বিস্তারিত দেখুন: https://www.askbd.org/ask/statistics-on-human-rights-violations/ (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৬৭৮] মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের বার্ষিক ও মাসিক প্রতিবেদন থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, বিস্তারিত দেখুন: https://www.msf.org.bd/Monthly%20Reports.php(১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৬৭৯] *প্রথম আলো*, 'ছয় মাসে ৫২৯ 'রাজনৈতিক সহিংসতায়' ৭৯ জন নিহত', ৮ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/8bgli28ls1 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৬৮০] *বিবিসি নিউজ বাংলা*, 'যেসব আওয়ামী লীগ নেতার বাড়ি ও স্থাপনায় হামলা হয়েছে', ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c4gx05d7wyvo (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৬৮১] *টিবিএস নিউজ*, 'বিক্ষোভ থেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর: মোট গ্রেপ্তার ৭২, মামলা ১০', ৯ এপ্রিল ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-329586 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৬৮২] *প্রথম আলো*, 'ন্যাশনাল মেডিকেল ও সোহরাওয়ার্দী কলেজে ব্যাপক ভাঙচুর', ২৫ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/5qg8iz2o23 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

- সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নূরুল হুদাকে জুতার মালা পরিয়ে হেনস্তার পর পুলিশে সোপর্দ।[৬৮৩]
- কুমিল্লার মুরাদনগরে মাদক বেচাকেনার অভিযোগে এক নারী ও তাঁর দুই ছেলে-মেয়েকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যার পর আট জন গ্রেপ্তার।[৬৮৪]
- ময়মনসিংহের ভালুকায় ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে পোশাক শ্রমিক দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে হত্যা কারখানা শ্রমিক ও স্থানীয়দের। এরপর তার মৃতদেহকে ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কের পাশে গাছে ঝুলিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া।[৬৮৫]
- রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে 'তৌহিদি জনতা' পরিচয়ে নুরুল হক ওরফে 'নুরাল পাগলা'র কবর, বাড়ি ও দরবার শরিফে হামলার পর তার মরদেহ কবর থেকে তুলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া।[৬৮৬]

একের পর এক মব সহিংসতা অন্তর্বর্তী সরকারকে ঘিরে জনপরিসরে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দেয়। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মবকে ক্ষুব্ধ মানুষের 'প্রেশার গ্রুপ' বলে আখ্যায়িত করেন, আওয়ামী লীগের আমলের নির্যাতিতদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তিনি এসব ঘটনাকে দেখেন, যা প্রকারান্তরে মবকে উৎসাহিত করে। কিন্তু কোনো কোনো রাজনীতিক মনে করেন, অন্তর্বর্তী সরকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়ার কারণে এ সময়ে আইন হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা (মব জাস্টিস) বৃদ্ধি পেয়েছে।[৬৮৭] 'মব' তৈরি করে দাবি আদায়ের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। অনেকক্ষেত্রে বলপূর্বক দাবি আদায়ে সাফল্য পায় মবকারীরা। তবে সরকারের পক্ষ থেকে মবকে মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট কৌশল বা পদক্ষেপের দৃশ্যমান ব্যর্থতা লক্ষ করা যায়। এমনকি নিষ্ক্রিয়তা ও তোষণমূলক অবস্থানের কারণে মবের অতি-ক্ষমতায়ন হয়।

শিল্পাঞ্চলে অস্থিরতা

শিল্পাঞ্চলে অস্থিরতা দেখা গেছে সরকারের পুরো আমলজুড়ে। গণ-অভ্যুত্থানে সরকার পতনের প্রথম তিন দিনে অন্তত ৬৭টি শিল্পকারখানায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।[৬৮৮] সেসময় তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়নসহ ১৮টি দফা বাস্তবায়নের মালিকপক্ষের সম্মতির পর আবার বেশিরভাগ কারখানা চালু হলেও[৬৮৯] বিভিন্ন এলাকায় কোনো কোনো কারখানার শ্রমিকেরা দীর্ঘদিন আন্দোলন করেন। সংবাদমাধ্যমের তথ্যমতে, গত বছরের মার্চ পর্যন্ত গাজীপুরে অন্তত ৮৩ বার মহাসড়ক অবরোধ করেন শ্রমিকেরা।[৬৯০] পাশাপাশি, বকেয়া বেতন-ভাতাসহ বিভিন্ন দাবিতে রাজধানীতে ৭০টি আন্দোলন করেছে ৯টি তৈরি পোশাকশিল্প কারখানার শ্রমিকরা।[৬৯১]

কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া, মজুরি পরিশোধে বিলম্বসহ বিভিন্ন কারণে গত বছরের প্রায় অধিকাংশ সময় শ্রমিকদের মাঠে নামতে দেখা গেছে। মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির তথ্যমতে, ২০২৫ সালে অন্তত ৩৫৯টি ঘটনায় কমপক্ষে ৯৬ জন শ্রমিক নিহত এবং অন্তত ১ হাজার ২১ শ্রমিক আহত হয়েছেন।[৬৯২] একই সময়ে, মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের তথ্যানুসারে, ২৮ জন শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেছেন এবং ৪৫৬ জন আহত হয়েছেন। আর বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রায় ৯০ জন।[৬৯৩] এর ভেতর শুধু গত বছরের মার্চ মাসে বিক্ষোভরত বিভিন্ন পোশাক কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে অন্তত ৭৫ জন শ্রমিক আহত হন। ২৩ মার্চ ২০২৫ বিভিন্ন কারখানার কয়েক হাজার শ্রমিক রাজধানীর শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান নেন। এর একদিন পর একজন শ্রমিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। পরের দিন তারা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে সচিবালয়ের দিকে গেলে সেখানে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। শ্রম সচিবসহ অন্য কর্মকর্তাদের অবরুদ্ধ করা হয়। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সমঝোতা বৈঠকে সরকার-মালিকের

---

[৬৮৩] *প্রথম আলো*, "মব' তৈরি করে সাবেক সিইসিকে হেনস্তার পর পুলিশে সোপর্দ', ২৩ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/mqzld0s88p (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৬৮৪] *ডেইলি স্টার*, 'মুরাদনগরে ৩ জনকে পিটিয়ে হত্যা: গ্রেপ্তার ৮ জন কারাগারে', ৬ জুলাই ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news-684436 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৬৮৫] *বিবিসি নিউজ বাংলা*, 'ময়মনসিংহের ভালুকায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী যুবককে পিটিয়ে পুড়িয়ে হত্যা, কী ঘটেছিলো সেখানে', ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c98n2en1ppmo (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৬৮৬] *বিবিসি নিউজ বাংলা*, 'রাজবাড়ীতে মাজারে হামলা, কবর থেকে মৃতদেহ তুলে আগুনে পোড়ানোর অভিযোগ', ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c98d1jvrq4do (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৬৮৭] কাদির কল্লোল, 'মব ভায়োলেন্স থামানো যাচ্ছে না কেন', *বিবিসি নিউজ বাংলা*, ১১ জুলাই ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c3d1m77zgzvo (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৬৮৮] *প্রথম আলো*, '৬৭ শিল্পকারখানায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা', ৭ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/business/industRy/7chce8qnmg (২৪ অক্টোবর ২০২৪)।

[৬৮৯] *প্রথম আলো*, 'দাবি মেনে নেওয়ায় শ্রমিকেরা খুশি, গাজীপুরে কারখানার পরিস্থিতি স্বাভাবিক', ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/if6ap0qexh (২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৬৯০] *প্রথম আলো*, 'গাজীপুরে ৫ আগস্টের পর বিভিন্ন দাবিতে শ্রমিকদের ৮৩ বার মহাসড়ক অবরোধ', ১৭ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ue6roftxhv (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৬৯১] বকুল আহমেদ, 'রাজধানীতে প্রতিদিন গড়ে ৪ কর্মসূচি', *সমকাল*, ৯ আগস্ট ২০২৫, https://samakal.com/capital/article/309598 (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৬৯২] হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫ থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, বিস্তারিত দেখুন: https://hrssbd.org/report_details/80

[৬৯৩] মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫ থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, বিস্তারিত দেখুন: https://msf.org.bd/Annual%20Human%20Rights%20Report%202025.php

পক্ষ থেকে টাকা পরিশোধের আশ্বাস দেয়া হয়। কিন্তু ২০২৫ এর ঈদুল আজহার আগেও তা পরিশোধ না হওয়ায় গত ১১ মে ২০২৫ থেকে আবারও শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান নেন শ্রমিকরা। তারপর ২০ মে ২০২৫ প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার সামনে যেতে চাইলে কাকরাইল মোড়ে পুলিশের বাধার মুখে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। সর্বশেষ গত বছরের ৫ জুন মালিকপক্ষ ও প্রশাসনের আশ্বাসে আন্দোলন সাময়িক স্থগিত করেন টিএনজেড গ্রুপ ও স্টাইল ক্রাফট লিমিটেডের কর্মীরা।[৬৯৪]

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ও যৌথ বাহিনীর অভিযানে অনেক অপরাধী ধরা পড়লেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন, কারা হেফাজতেও অনেকের মৃত্যু ঘটছে। মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের মতে ২০২৪ এর আগস্ট থেকে এ বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন বাহিনী কর্তৃক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন ৫৪ জন, আর কারা হেফাজতে মারা গেছেন ১৪০ জন।[৬৯৫] তবে মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের তথ্য মোতাবেক, এই সংখ্যা কিছুটা বেশি। তাদের মতে একই সময়ে ৬৬ জন বিচারবহির্ভূতভাবে ও ১৫৯ জন কারা হেফাজতে মারা গেছেন। উভয় ক্ষেত্রেই সংস্থাটির মতে, ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে।[৬৯৬]

অন্তর্বর্তী সরকারের পুরো আমলজুড়ে প্রচুর অজ্ঞাতনামা লাশের সন্ধান পেয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এমএসএফ এর মতে, গত দেড় বছরে উদ্ধারকৃত অজ্ঞাতনামা লাশের সংখ্যা ৯০৩টি। ২০২৪ সালে যেখানে এরকম লাশের সংখ্যা ছিল ৫০৩, সেটা ২০২৫ সালে বেড়ে ৬১৮টিতে পৌছায়, যা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির নাজুক চিত্র ফুটিয়ে তোলে।[৬৯৭]

বাঙালি-আদিবাসী সংঘর্ষ

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে বাঙালি-আদিবাসীদের সংঘর্ষ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ছয়জন নিহত ও শতাধিক আহত হয়েছে। ১৮ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ি সদরে মো. মামুন নামে এক যুবককে মোটরসাইকেল চুরির অভিযোগে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। পরে মামুনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আদিবাসী-বাঙালি সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে। ১৯ সেপ্টেম্বর দীঘিনালা ও খাগড়াছড়ি সদরে দোকানপাটে ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ করা হয়। ২০ সেপ্টেম্বর এ ঘটনার জের ধরে রাঙামাটিতে সংঘর্ষ হয়, দোকানপাট ও বাড়িঘরে আগুন দেওয়া হয়। পরে ২০ সেপ্টেম্বর রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এসব ঘটনায় দুই জেলায় সেসময় পাঁচটি মামলা হয়। ১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়িতে ধর্ষণের অভিযোগে খাগড়াছড়ি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের আবুল হাসনাত মুহাম্মদ সোহেল রানা নামের শিক্ষককে পিটিয়ে হত্যার পর আদিবাসী ও বাঙালিদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে ১৪৪ ধারা জারি করে প্রশাসন।[৬৯৮]

সংখ্যালঘু নির্যাতন

৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর হিন্দু সম্প্রদায়সহ সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। কোথাও বাড়িঘরে, কোথাও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে, কোথাও উপাসনালয়ে হামলা-ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। আবার এসব হামলাকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ভারতীয় মূলধারার কিছু গণমাধ্যমে অনেক অপতথ্যও ছড়ানো হয়েছে। ৫ থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত সময়ে চালানো অনুসন্ধানে প্রথম আলোর তথ্য অনুযায়ী সারা দেশে এসব হামলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ২ জন নিহত, অন্তত ১ হাজার ৬৮টি ঘরবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও ২২টি উপাসনালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এবং ১ হাজার ৬৮টি স্থাপনার মধ্যে অন্তত ৫০৬টির মালিক আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হিন্দুধর্মাবলম্বী ছাড়া এসময় হামলা হয়েছে খ্রিষ্টান ও আহমদিয়া সম্প্রদায় এবং ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ওপর। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান কাপেং ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী, দিনাজপুর, রাজশাহী, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও ঠাকুরগাঁওয়ে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ওপর অন্তত ১০টি হামলায় অন্তত ১৮টি ঘরবাড়ি ভাঙচুর অথবা অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। আহমদিয়া সম্প্রদায় জানিয়েছে, পঞ্চগড়, রংপুর, রাজশাহী, নীলফামারী, ঢাকার মাদারটেক, শেরপুর ও ময়মনসিংহে হামলায় তাঁদের ১৩৭টি বাড়িঘর ও ৬টি আহমদিয়া মসজিদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।[৬৯৯]

মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রতিবেদনমতে, অন্তর্বর্তী সরকারের দেড় বছরে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ১৭৯টি। এসব ঘটনায় ৭৯৪টি ঘরবাড়ি, উপাসনালয়, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ভাংচুর-লুট-

---

[৬৯৪] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'কী আছে শ্রমিকদের ভাগ্যে, কোন পথে আন্দোলন?', ১৫ জুন ২০২৫, https://www.banglatribune.com/others/902860 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৬৯৫] আইন ও সালিশ কেন্দ্রের আগস্ট ২০২৪ থেকে জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত সময়ের মাসিক প্রতিবেদন থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, বিস্তারিত দেখুন: https://www.askbd.org/ask/statistics-on-human-rights-violations/।

[৬৯৬] মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের আগস্ট ২০২৪ থেকে জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত সময়ের মাসিক প্রতিবেদন থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, বিস্তারিত দেখুন: https://www.msf.org.bd/Monthly%20Reports.php।

[৬৯৭] *প্রাগুক্ত*।

[৬৯৮] *প্রথম আলো*, 'খাগড়াছড়িতে ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষককে পিটিয়ে হত্যার পর উত্তেজনা, ১৪৪ ধারা', ১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/4o2rfk9tnz (২ অক্টোবর ২০২৪)।

[৬৯৯] *প্রথম আলো*, '৫-২০ আগস্ট: হামলার শিকার সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১০৬৮', ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/6bm2lfn7bz (১৩ অক্টোবর ২০২৪)।

অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। এসময় নিহত হয়েছেন ১০ জন এবং আহত হয়েছেন ৬১ জন।[৭০০] আর মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের মতে একই সময়ে সংখ্যালঘুদের ওপর ৩২২টি হামলা হয়েছে। আর এসব ঘটনায় ৪৬৬টি ঘরবাড়ি, উপাসনালয়, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ভাংচুর-লুট-অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। পাশাপাশি, এসব ঘটনায় নিহত হয়েছেন ১১ জন।[৭০১] দুটি সংস্থার পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বেশিরভাগ হামলাই মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হয়েছে। ১০ জুলাই ২০২৫ বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এক সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সরকার পতন-পরবর্তী সাম্প্রদায়িক সহিংসতার অবস্থা তুলে ধরে। ঐক্য পরিষদের তথ্য অনুযায়ী ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট থেকে ৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৩৩০ দিনে সারাদেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর ২ হাজার ৪৪২টি সহিংসতার ঘটেছে। এর মধ্যে গত ৪ আগস্ট ২০২৪ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট সংঘটিত সহিংসতার ঘটনা ২ হাজার ১৮৪টি। আর ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত মোট সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ২৫৮টি। অর্থাৎ ২০২৫ সালে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা হ্রাস পেয়েছে। এর মধ্যে বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ এর ঘটনা ঘটেছে ১২৫টি এবং উপাসনালয়ে হামলা, ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ এর ঘটনা ১২৩টি। এছাড়া ২১ আগস্ট ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত ৫০ জন সংখ্যালঘু হত্যার শিকার ও ২৯ জন সংখ্যালঘু নারী ও কিশোরী ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ৫০ জনের মধ্যে ২৭ জন গত ৬ মাসে নিহত হয়েছেন।[৭০২]

তবে এর কিছুদিন পর ১৫ জুলাই, পুলিশ সদর দপ্তর থেকে এর প্রতিক্রিয়া জানানো হয়। ঐক্য পরিষদ অন্তবর্তী সরকারে এক বছরে ২৭ জনের মৃত্যুর কথা জানালেও এর কোনটিই সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও সাম্প্রদায়িকতার কারণে হয়নি বলে বাংলাদেশ পুলিশ দাবি করে। পুলিশ সদর আরও জানায়, ২৭ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় ২২টি হত্যা মামলা এবং ৫টি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। এসব মামলায় দেখা যায়, জমিজমা সংক্রান্ত পারিবারিক বিরোধে ২ জন, মাদক কেনাবেচা সংক্রান্ত বিরোধ, ডাকাতির ঘটনায় ৭ জন, আত্মহত্যার ফলে ৩ জনসহ নানা ঘটনায় ২৭ জন মৃত্যুবরণ করেন। পাশাপাশি এসব হত্যায় মোট ৪৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়া ঐক্য পরিষদের প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত যে ১ হাজার ৭৬৯টি সাম্প্রদায়িক আক্রমণ হয়েছে, পুলিশ তা যাচাই করে ১ হাজার ৪৫৭টি ঘটনার সত্যতা পেয়েছে। পাশাপাশি এর ভেতর ১ হাজার ২৩৪টি ঘটনা রাজনৈতিক বিরোধসংক্রান্ত, ১৬১টি ঘটনা অসত্য। এবং এসবের মোট ৬২টি ঘটনায় মোট ৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।[৭০৩]

দেশের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি ও উপাসনালয়ে হামলার ঘটনা তদন্তে 'সংখ্যালঘু কমিশন' গঠনের দাবি জানিয়েছে 'সংখ্যালঘু অধিকার আন্দোলন' নামের একটি সংগঠন। তবে এসব সংগঠন যেসব দাবি করছে সেগুলোর সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এই কয়টি ঘটনার ক্ষেত্রে ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে হামলা হয়েছে, আর কতটা সরকার ঘনিষ্টদের ওপর ক্ষোভের অংশ হিসেবে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে তা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। অনেকক্ষেত্রে হামলার গুজবও ছড়ানো হয়েছে।[৭০৪] তবে পুরো বছরজুড়ে হিন্দু সম্প্রদায়কে ঘিরে বেশকিছু ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি হয়। ২০২৪ সালের চট্টগ্রামে ইসকন নিয়ে একটি ফেসবুক পোস্ট ঘিরে সংঘর্ষের ঘটনায় করা মামলায় যৌথ বাহিনী মোট ৫৩ জনকে গ্রেপ্তার করে। উল্লেখ্য, হাজারী লেনের এক ব্যবসায়ীর দেওয়া ইসকনবিরোধী (আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ) ফেসবুক পোস্ট ঘিরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।[৭০৫] ২৬ নভেম্বর ২০২৪ সম্মিলিত সনাতন জাগরণ জোটের মুখপাত্র ও পুণ্ডরীক ধামের অধ্যক্ষ চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের জামিন নামঞ্জুর করার ঘটনায় চট্টগ্রাম আদালত প্রাঙ্গণে চিন্ময়ের অনুসারী ও পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়, আহত হয় অন্তত ২০ জন। উল্লেখ্য, চট্টগ্রামের লালদীঘির মাঠে ২০২৪ সালের ২৫ অক্টোবর বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চের আয়োজিত মহাসমাবেশে জাতীয় পতাকা অবমাননার এক রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলাকারী বিএনপি নেতা ফিরোজ খানকে পরে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।[৭০৬] গত বছরের জুন মাসে লালমনিরহাটে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে 'মব' তৈরি করে নরসুন্দর বাবা ও ছেলেকে পিটিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে উত্তেজিত জনতা। ঘটনার পর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নুরনবী অভিযুক্তদের নামে যাবজ্জীবন বা ফাঁসি হয় এমন কঠিন মামলা দেওয়ার কথা বলে জনতাকে আশ্বস্ত করেন। সামাজিক মাধ্যমে এটি ব্যপক সমালোচিত হয়।[৭০৭] এরপর গত জুলাই মাসে রংপুরের গঙ্গাচড়ায় ফেসবুকে এক হিন্দু কিশোরের মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে অবমাননার অভিযোগে ১৫টি বাড়ি ভাংচুর-

[৭০০] আইন ও সালিশ কেন্দ্রের আগস্ট ২০২৪ থেকে জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত সময়ের মাসিক প্রতিবেদন থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, বিস্তারিত দেখুন: https://www.askbd.org/ask/statistics-on-human-rights-violations/

[৭০১] মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের আগস্ট ২০২৪ থেকে জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত সময়ের মাসিক প্রতিবেদন থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, বিস্তারিত দেখুন: https://www.msf.org.bd/Monthly%20Reports.php

[৭০২] https://www.bhbcop.org/publications/press-releases (১০ জুলাই ২০২৫ এর সংবাদ বিজ্ঞপ্তি)

[৭০৩] *প্রথম আলো*, 'হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অভিযোগের বিষয়ে ব্যাখ্যা দিল পুলিশ সদর দপ্তর', ১৫ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/qzbuejic99 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৭০৪] আকবর হোসেন, 'বাংলাদেশে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘিরে হিন্দুদের বারবার শঙ্কায় পড়তে হয় কেন?', *বিবিসি নিউজ বাংলা*, ২৭ অগাস্ট ২০২৪, https://www.bbc.com/bengali/articles/c0mnlx711kmo (৯ নভেম্বর ২০২৪)।

[৭০৫] *প্রথম আলো*, 'চট্টগ্রামের হাজারী লেনে সংঘর্ষের ঘটনায় ৫৩ জন কারাগারে, ০৭ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/dsqvo7dfk7 (৯ নভেম্বর ২০২৪)।

[৭০৬] *বিবিসি নিউজ বাংলা*, 'চট্টগ্রামে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের জামিন ঘিরে বিক্ষোভ, সংঘর্ষ, আইনজীবীর মৃত্যু', ২৬ নভেম্বর ২০২৪, https://www.bbc.com/bengali/articles/ce8yr1gnp3ro (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৭০৭] *প্রথম আলো*, 'লালমনিরহাটে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে বাবা-ছেলেকে পিটিয়ে পুলিশে সোপর্দ, ওসির বক্তব্য ঘিরে সমালোচনা', ২৪ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/mqhxhchwne (২৯ জুলাই ২০২৫)।

লুটপাট করে এলাকাবাসী। এ ঘটনার দুইদিন পরে একটি মামলা হয়, এবং প্রশাসনের উদ্যোগে ভাঙচুরকৃত ঘরবাড়ি মেরামত করে দেওয়া হয়।[৭০৮]

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পতনের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু বাড়িঘর ও মন্দিরে হামলার অভিযোগ এনে এর প্রতিবাদে দুই মাস ধরে বিক্ষোভ-সমাবেশ করেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা। তবে এসব দাবি বাস্তবায়নে সরকার থেকে সুনির্দিষ্ট কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি বলে অভিযোগ রয়েছে।[৭০৯] পাশাপাশি সংখ্যালঘু কমিশন না করা, বিদ্যমান সংস্কার কমিশনগুলোয় সংখ্যালঘু প্রতিনিধি ও তাদের দাবিদাওয়ার অনুপস্থিতির অভিযোগ ওঠে।[৭১০]

মাজার-দরগায় হামলা-ভাঙচুর

পূর্ববর্তী সরকার পতনের পর থেকে সারাদেশের বিভিন্ন মাজার-দরগায় হামলা-ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। প্রথম দিকে এর তীব্রতা বেশি থাকলেও পুরো আমল জুড়েই এসব স্থাপনায় হামলা হয়েছে। 'মাকাম: সেন্টার ফর সুফি হেরিটেজ' নামক এক সুফিধারার প্রতিষ্ঠানের গবেষণা অনুযায়ী, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকে গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত সারাদেশের ৯৭টি মাজারে হামলা হয়েছে। সর্বমোট ১৩৪টি মাজারে হামলার খবর পাওয়া গেলেও ৩৭টি মাজারে হামলার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সারা দেশে এসব হামলায় তিন জন নিহত ও ৪৬৮ জন আহত হওয়ার তথ্য দিয়েছে মাকাম। হামলার শিকার ৪৪টি মাজার বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে জানিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, এসব মাজারে বার্ষিক ওরস আয়োজনও বন্ধ রয়েছে। আক্রান্ত ৯৭টি মাজারের মধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে ৬৪টি হামলার ঘটনা ঘটেছে, যা মোট ঘটনার দুই-তৃতীয়াংশ। ৬টি মাজার বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এর মধ্যে ১০টি ঘটনায় আগে মাইকে ঘোষণা দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে, যদিও সেসব জায়গায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। পাশপাশি মাজার হামলার এসব ঘটনায় দেড় বছরে ১১টি মামলা হয়েছে। মাজারে হামলার কারণ হিসেবে প্রতিবেদনে বলা হয়, ৫৯টি হামলা ধর্মীয় মতবিরোধ, ২১টি স্থানীয় বিরোধ, ১৬টি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে হয়েছে।[৭১১] মানবাধিকার সংগঠন মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন এর মতে বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মত ঘোষণা দিয়ে মাজারে আক্রমণ করা হয়েছে। অনেক জায়গায় একাধিকবার আক্রমণ হয়েছে, বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মাজারের স্থাপনা, যা ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি অবমাননাকর আঘাত। মাজারে হামলা বেড়ে গেলে গত বছরের ১৮ জানুয়ারি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে জানানো হয়, দেশে গত ৪ আগস্ট থেকে পরবর্তী সাড়ে ৫ মাসে ৪০টি মাজার, সুফি সমাধিস্থল ও দরগাহে ৪৪টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এই ৪৪টি হামলার ঘটনাতেই আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ২৩ জনকে। অন্তর্বর্তী সরকার মাজারে যেকোনো হামলার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স (শূন্য সহনশীলতা) নীতি গ্রহণ করেছে।[৭১২]

নারী নির্যাতন

অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে দেশে নারীদের যৌন হয়রানি, ধর্ষণ-নিপীড়নের ঘটনা আশংকাজনক হারে বেড়েছে। মানবাধিকার সংস্থা আসক ও এমএসএফ উভয়েরই বার্ষিক পরিসংখ্যানে এর সত্যতা মিলেছে। এমএসএফের তথ্যানুযায়ী ২০২৪ সালে সারাদেশে ধর্ষণ ও গণধর্ষণ হয়েছে ৫৮৯টি, তুলনায় ২০২৫ সালে এর মাত্রা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৯৭৮-এ। একইরকম প্রবণতা দেখা গেছে আসক এর প্রতিবেদনেও। সংস্থাটির মতে, ২০২৪ ও ২০২৫ সালে দেশব্যাপী ধর্ষণ-গণধর্ষণ হয়েছে যথাক্রমে ৪০১টি ও ৭৪৯টি। এছাড়া সরকারের পুরো ১৮ মাসে মোট ৮৯২টি ধর্ষণ ও গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। আর ধর্ষণ ও ধর্ষণচেষ্টার পর মেরে ফেলা হয়েছে ৬৩ জন নারী ও কন্যাশিশুকে। একই সময়ে সারাদেশে যৌন হেনস্তার শিকার হয়েছেন ২৩১ জন নারী ও শিশু।[৭১৩] অন্যদিকে মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী এ সহিংসতার মাত্রা আরও বেশি। সংস্থাটির মতে, দেড় বছরে মোট ১ হাজার ২৪৫ জন নারী ও কন্যাশিশু ধর্ষণ ও গণধর্ষণের মত সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ৬১ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। আর একই সময়ে যৌন হেনস্তা করা হয়েছে ৩৯০ জন নারী ও শিশুকে।[৭১৪] এছাড়া বিভিন্ন সময় মব তৈরি করে নারীদের প্রকাশ্যে হয়রানির শিকার হতে দেখা গেছে। এক্ষেত্রে রংপুরের তারাগঞ্জে ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশের নেতৃত্বে নারীদের ফুটবল খেলা

---

[৭০৮] *প্রথম আলো*, 'হামলার দুদিন পর মামলা, প্রশাসনের উদ্যোগে ভাঙা বসতবাড়ি মেরামত', ৩০ জুলাই ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=30724dfd82e&eid=1&imageview=0&epedate=30/07/2025&sedId=1 (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[৭০৯] তাফসীর বাবু, 'আওয়ামী ভোটব্যাংক' কিংবা 'ভারতপন্থী তকমা' থেকে বের হতে চান হিন্দু নেতারা', *বিবিসি নিউজ বাংলা*, ১১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.bbc.com/bengali/articles/cvg34zQz94mo (৯ নভেম্বর ২০২৪)।

[৭১০] https://www.bhbcop.org/publications/press-releases (১০ জুলাই ২০২৫ এর সংবাদ বিজ্ঞপ্তি)

[৭১১] *প্রথম আলো*, '১৭ মাসে হামলার শিকার ৯৭টি মাজার: মাকাম', ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/1wfuvc6qg1 (২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭১২] *প্রথম আলো*, 'সেপ্টেম্বরে মাজারে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ১২ ঘটনা: এমএসএফ', ১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/nyobcrx1et (২ অক্টোবর ২০২৪)।

[৭১৩] আসকের বার্ষিক ও মাসিক প্রতিবেদন থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, বিস্তারিত দেখুন: https://www.askbd.org/ask/statistics-on-human-rights-violations/

[৭১৪] মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের বার্ষিক ও মাসিক প্রতিবেদন থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, বিস্তারিত দেখুন: https://www.msf.org.bd/Monthly%20Reports.php

বন্ধ করা[৭১৫], হেফাজতে ইসলামের আলটিমেটামের পর নারী অধিকারকর্মী ও কলেজের সহকারী অধ্যাপক নাদিরা ইয়াসমিনকে সাতক্ষীরা সরকারি কলেজে বদলি করা[৭১৬], নারী তারকাদের শোরুম উদ্বোধনে বাধা[৭১৭], ধূমপানের কারণে রাজধানীর লালমাটিয়ায় দুই তরুণীকে রাস্তায় শারীরিক লাঞ্ছনা[৭১৮], মিরপুরে তরুণীকে হেনস্তার[৭১৯] ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এনসিপিকে ভোট দেয়ার প্রেক্ষিতে নোয়াখালির হাতিয়ায় এক গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৭২০] তবে এসবের কিছু ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের আটক করা হয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে হয়নি।

সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে বাধা

দেশের ২২টি জায়গায় শিল্পকলা একাডেমিতে হামলার অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রতিবাদের মুখে শিল্পকলায় নাটকের প্রদর্শনী বন্ধ করতে হয়েছে।[৭২১] এছাড়া মেলা আয়োজনে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। একজন অভিনেত্রীর একটি বিপণিবিতান উদ্বোধনে বাধা দেওয়া হয়।[৭২২] টাঙ্গাইলে ওলামা পরিষদের দাবীর মুখে 'তাণ্ডব সিনেমা প্রদর্শনি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।[৭২৩] উল্লেখ্য ৪ নভেম্বর ২০২৫ মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার খালা পাগলির মেলায় পালাগানের আসরে বাউলশিল্পী আবুল সরকার ধর্ম অবমাননা করে মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ আসে। তাঁর মন্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যপক সমালোচনা শুরু হলে ১৯ নভেম্বর রাতে মাদারীপুরে একটি গানের আসর থেকে আবুল সরকারকে আটক করে কারাগারে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে, ২৩ নভেম্বর 'মানিকগঞ্জ জেলার সর্বস্তরের আলেম-ওলামা ও তৌহিদী জনতা' ব্যানারে থাকা একদল ব্যক্তি এবং আবুল সরকারের ভক্ত-অনুরাগীরা পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি দেন। কর্মসূচী চলার এক পর্যায়ে আবুল সরকারের ভক্তদের উপর হামলা চালায় অপরপক্ষ। এতে বাউলশিল্পীর তিন ভক্ত-অনুরাগীসহ মোট চারজন আহত হন।[৭২৪] এরপর গত ১ ডিসেম্বর বাউল আবুল সরকারের বিরুদ্ধে ঢাকার এক আদালতে আরেকটি মামলা হয়। জামিনের আবেদন করলেও তা এখনো মঞ্জুর করা হয়নি।[৭২৫] রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিমত দেন বিশিষ্ট চিন্তক ফরহাদ মজহার।[৭২৬]

আন্দোলন-অবরোধ

আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর থেকে অন্তবর্তী সরকারের পুরো আমল জুড়েই শাহবাগ ও জাতীয় প্রেস ক্লাব এলাকাসহ নানা স্থানে বিভিন্ন গোষ্ঠী, শ্রেণি-পেশার বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন-অবরোধ করতে দেখা গেছে। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তথ্য অনুযায়ী, সরকারের এক বছরে রাজধানী ঢাকায় মোট ১১৭টি রাজনৈতিক দল, সংগঠন, পেশা ও গোষ্ঠী বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে ১ হাজার ৪৯৮টি আন্দোলন করেছেন। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে ৪টি করে আন্দোলন হয়েছে। এসবের ভেতর ৪৬টি সংগঠন চাকরি-সংক্রান্ত মোট ৫৯১টি আন্দোলন করেছে। মূলত চাকরি জাতীয়করণ, পুনর্বহাল, বেতন বৃদ্ধি, গ্রেড পরিবর্তন ও বকেয়া পরিশোধ ইত্যাদি দাবি এসব আন্দোলন হয়েছে। পাশাপাশি, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), গণঅধিকার পরিষদসহ অন্তত ১২টি রাজনৈতিক দল গত বছরের আগস্ট পর্যন্ত ২৭৭টি আন্দোলন কর্মসূচি করেছে। এ সময়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ১০৯টি ঝটিকা মিছিল করেছে।[৭২৭] সর্বশেষ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে অন্তর্বর্তী সরকার কোন

---

[৭১৫] *প্রথম আলো*, 'তারাগঞ্জে নারীদের ফুটবল ম্যাচ বন্ধের ডাকের পর প্রশাসনের ১৪৪ ধারা জারি', ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/61i85942lz (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৭১৬] *প্রথম আলো*, 'হেফাজতের আলটিমেটামের পর কলেজশিক্ষক নাদিরা ইয়াসমিনকে নরসিংদী থেকে সাতক্ষীরায় বদলি', ২৬ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/gmq8hklzgn (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৭১৭] *বিবিসি নিউজ বাংলা*, 'অনুষ্ঠানে যেতে কেন বারবার বাধার মুখে নারী তারকারা?', ৩১ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c9839dp2lx0o (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৭১৮] *প্রথম আলো*, 'লালমাটিয়ায় দুই তরুণীকে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে রিংকুকে হেফাজতে নিল পুলিশ', ১০ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/ahj1s7u8cr (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৭১৯] বাংলা ট্রিবিউন, 'মিরপুরে জুতা কিনতে গিয়ে হেনস্তার শিকার তরুণী, অভিযুক্ত আটক', ২৬ মার্চ ২০২৫, https://www.banglatribune.com/891831 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৭২০] *প্রথম আলো*, 'হাতিয়ায় নারীর ধর্ষণের অভিযোগ যাচাইয়ে মেডিক্যাল বোর্ড গঠন', ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/vtmrpowepy (২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭২১] *প্রথম আলো*, 'শিল্পকলায় বিক্ষোভের মুখে নাটকের প্রদর্শনী বন্ধ', ০৩ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/f1698mkfim (৬ নভেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'শঙ্কা হয়েছিল শিল্পকলা একাডেমিও 'আক্রান্ত হতে পারে', ০৩ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/entertainment/drama/65kake4j5j (৬ নভেম্বর ২০২৪);

[৭২২] *প্রথম আলো*, 'ব্যবসায়ী ও তৌহিদি জনতা'র বাধা, শোরুম উদ্বোধন করতে পারেননি মেহজাবীন', ৩ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/entertainment/tv/8mmearhm6o (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[৭২৩] *প্রথম আলো*, 'টাঙ্গাইলে চলচ্চিত্র প্রদর্শন বন্ধ, হুমকি ও নিরাপত্তাহীনতার কথা জানালেন আয়োজকেরা', ১১ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/btn3z17xs4 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৭২৪] *প্রথম আলো*, 'মানিকগঞ্জে বাউলশিল্পী আবুল সরকারের ভক্তদের ওপর হামলা, আহত ৪', ২৩ নভেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/65ltmvgwnr (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭২৫] *প্রথম আলো*, 'বাউলশিল্পী আবুল সরকারের বিরুদ্ধে আরেক মামলা, তদন্তের নির্দেশ', ১ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/w82m9hye5t (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭২৬] আরাফাত সেতু, 'বাউলদের ওপর হামলার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে', *ডেইলি স্টার*, ২৭ নভেম্বর ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-718071 (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭২৭] বকুল আহমেদ, 'রাজধানীতে প্রতিদিন গড়ে ৪ কর্মসূচি', *সমকাল*, ৯ আগস্ট ২০২৫, https://samakal.com/capital/article/309598 (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

ধরনের বিক্ষোভ-সমাবেশ আয়োজন না করার আহ্বান জানায়। এসময় সাবেক স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) গত দেড় বছরে ২ হাজারের বেশি আন্দোলন-বিক্ষোভ করা হয়েছে বলে জানান।[৭২৮]

এসব আন্দোলনের কারণে স্বাভাবিক জনজীবন যেমন ব্যাহত হয়েছে তেমনি সরকারের কর্মকাণ্ডও বিঘ্নিত হয়েছে।[৭২৯] এমন পরিস্থিতিতে এক পর্যায়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় ও সচিবালয়ের আশপাশে সভা-সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ করে পুলিশ। সে সঙ্গে প্রধান বিচারপতির সরকারি বাসভবন, বিচারপতি ভবন, হাইকোর্ট প্রাঙ্গণ ও মৎস্যভবন সংলগ্ন এলাকায়ও সভা-সমাবেশ না করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।[৭৩০] তবে একাধিকবার নিষেধাজ্ঞা দিলেও আন্দোলন হয়েছে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা-সংলগ্ন এলাকায়। আবার খোদ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সচিবালয়ে আন্দোলন করেছেন। 'সরকারি চাকরি আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ-২০২৫' বাতিলের দাবিতে মে, জুন ও জুলাইয়ে কর্মবিরতসহ ২৫টি আন্দোলন হয়েছে সচিবলায়ে।[৭৩১] এছাড়া সচিবালয় ঘেরাও করে আনসার সদস্যদের বিক্ষোভ[৭৩২], এইচএসসি পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে আন্দোলন, এইচএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়াদের পাস করিয়ে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন[৭৩৩], কয়েকজন কর্মকর্তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত ও আরও কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলার প্রতিবাদে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির দেশব্যাপী 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচি[৭৩৪], চিকিৎসকের ওপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চিকিৎসক ও চিকিৎসা শিক্ষার্থীদের চার দফা দাবিতে কর্মবিরতি[৭৩৫], ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধের প্রতিবাদে অবরোধ[৭৩৬], ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্তি থেকে অব্যাহতির দাবিতে সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ও তিতুমীর কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের দাবিতে আন্দোলন[৭৩৭], নিয়োগ বিধিমালা প্রত্যাহারে সচিবালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্দোলন[৭৩৮], এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের আন্দোলন[৭৩৯] উল্লেখযোগ্য। সরকার এসব আন্দোলনের ভেতর সাত কলেজকে আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর, ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ, জুলাই আন্দোলনে আহতদের মাসিক ভাতা চালু, স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসাকে জাতীয়করণসহ ১১টি দল ও সংগঠনের বিভিন্ন দাবি মেনে নিয়েছে।[৭৪০] দাবি আদায়ে বারবার সড়ক অবরোধের প্রবণতা রোধে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যর্থতা লক্ষ করা যায়।

---

[৭২৮] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'তফসিল ঘোষণার পর দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন না করার আহ্বান', ৯ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.banglatribune.com/925737 (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭২৯] *প্রথম আলো*, 'কারিগরি শিক্ষার্থীদের আন্দোলন: সাতরাস্তায় ৬ ঘন্টা অবরোধ, ভোগান্তি', ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪; *প্রথম আলো*, 'চাকরির বয়সসীমা ৩৫ করার দাবি - চাকরিপ্রত্যাশীদের সাড়ে আট ঘন্টা শাহবাগ মোড় অবরোধ', ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪; 'শিল্পাঞ্চলে অস্থিরতা: যৌথ বাহিনীর অভিযানে গাজীপুর ও সাভারে আটক ১৪ জন', *প্রথম আলো*, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪।

[৭৩০] রফিকুল ইসলাম সবুজ, 'জনপ্রশাসনে গতি ফেরাতে চুক্তি বাতিল, নতুন নিয়োগ', *সময়ের আলো*, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, https://www.shomoyeralo.com/details.php?id=283992 (৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৭৩১] বকুল আহমেদ, 'রাজধানীতে প্রতিদিন গড়ে ৪ কর্মসূচি', *সমকাল*, ৯ আগস্ট ২০২৫, https://samakal.com/capital/article/309598 (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭৩২] 'রেস্ট প্রথা' বাতিল করে চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে ২৫ আগস্ট সারাদিন সচিবালয় অবরোধ করে রেখেছিলেন আধা-সামরিক বাহিনীর প্রায় ১০ হাজার আনসার সদস্য। আলোচনার মাধ্যমে বিকালে সরকারের পক্ষ থেকে 'রেস্ট প্রথা' বাতিল ঘোষণা করা হলেও আন্দোলন না থামিয়ে তারা সচিবালয়ের ঋেণরে ঢুকে পড়েন। পরে ছাত্রদের সঙ্গে সংঘর্ষের পর তারা পালাতে বাধ্য হন। এ সময় অবরোধ ও সংঘর্ষের ঘটনায় গ্রেফতার সাড়ে তিনশ'রও বেশি আনসার সদস্যকে গ্রেফতার দেখিয়ে পরবর্তী সময়ে কারাগারে পাঠানো হয়।

[৭৩৩] এসএসসির সব বিষয় 'ম্যাপিং' করে 'বৈষম্যহীনভাবে' এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের দাবিতে একদল শিক্ষার্থীর বিক্ষোভ-অবরোধের মুখে পদত্যাগ করার ঘোষণা দিয়েছেন ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তপন কুমার সরকার। এ বছরের এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়েছিল গত ৩০ জুন। সাতটি পরীক্ষা হওয়ার পর সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে কয়েক দফায় পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। তখন পর্যন্ত ছয়টি বিষয়ের পরীক্ষা বাকি ছিল। বাকি ছিল ব্যবহারিক পরীক্ষাও। একপর্যায়ে স্থগিত পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে গত ২০ আগস্ট সচিবালয়ের ভেতরে ঢুকে বিক্ষোভ করেন পরীক্ষার্থীরা। তখন স্থগিত পরীক্ষাগুলো বাতিল করতে বাধ্য হয় শিক্ষা বিভাগ। সূত্র: *প্রথম আলো*, 'শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে পদত্যাগের ঘোষণা ঢাকা শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যানের', ২০ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/fthflkb3je (২১ অক্টোবর ২০২৪)।

[৭৩৪] কয়েকজন কর্মকর্তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত ও আরো কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার দেশব্যাপী 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচিতে যায় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস)। দেশের অর্ধেকের বেশি জেলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা বন্ধ করে দেয় তারা। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় মোট ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি রয়েছে। গতকাল দেশের প্রায় ৬০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেওয়ার সাথে যুক্ত ছিল। কিন্তু বিদ্যুৎ যেহেতু জরুরি সেবা এবং এ সংক্রান্ত স্থাপনাগুলো কি পয়েন্ট ইন্সটলেশনের (কেপিআই) আওতায় পড়ে, তাই এভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়াটা আইনবিরুদ্ধ বলে জানান খাত সংশ্লিষ্টরা। সূত্র: *বিবিসি*, 'ভোগান্তি তৈরি করে পল্লী বিদ্যুতের শাটডাউন কেন, যা জানা গেল', ১৮ অক্টোবর, ২০২৪, https://www.kalerkantho.com/online/national/2024/10/18/1436535 (২০ অক্টোবর ২০২৪)।

[৭৩৫] ৩১ আগস্ট ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিউরোসার্জারি বিভাগে কর্মরত দুজন চিকিৎসকের ওপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চিকিৎসক ও চিকিৎসা শিক্ষার্থীরা চার দফা দাবিতে ১ সেপ্টেম্বর থেকে কর্মবিরতিতে যায়। সূত্র: *প্রথম আলো*, 'সেনা বিজিবি মোতায়েন, বহির্বিভাগ চালু', ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৭৩৬] *ডেইলি স্টার*, 'মহাখালী, আগারগাঁও, মাজার রোডে ব্যাটারি-রিকশা চালকদের অবরোধ', ২১ নভেম্বর ২০২৪, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-630961 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৭৩৭] *প্রথম আলো*, 'সাত কলেজ ও ঢাবি শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ ছড়িয়েছে নিউ মার্কেট এলাকায়', ২৭ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/76ic6g5xon (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৭৩৮] *ইত্তেফাক*, 'সচিবালয়ের ভেতরে-বাইরে বিক্ষোভ', ২৮ মে ২০২৫, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/444613/6835ed48bff0e (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৭৩৯] *ইত্তেফাক*, 'বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করার দাবি', ১৯ মে ২০২৫, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/440230/6829ff49533de (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৭৪০] বকুল আহমেদ, *প্রাগুক্ত*।

সশস্ত্র বাহিনীর ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা বাড়ানোর পরও আইনশৃঙ্খলার স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে হিমশিম খেয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। বিশেষ করে কিছু ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বেশ অবনতি হয়। অবনতির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনার মধ্যে রয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দেশব্যাপী জুলাই পদযাত্রা কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২০২৫ সালের ১৬ জুলাই গোপালগঞ্জ জেলায় সমাবেশ ঘিরে সংঘর্ষ ও মানবাধিকার লঙ্ঘন,[৭৪১] ২০২৫ সালের ২১ জুলাই উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হওয়া ও অগ্নিকাণ্ডের পর উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ওপর সেনাবাহিনী ও পুলিশের লাঠিচার্জ,[৭৪২] এবং ২০২৫ সালের ১২ ডিসেম্বর ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা ৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়া ও পরবর্তীতে ১৮ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরে মৃত্যুবরণের পর দেশব্যাপী ব্যাপক সহিংসতা, 'প্রথম আলো', 'দ্য ডেইলি স্টার', ছায়ানট ও উদীচীতে হামলা[৭৪৩]। এসব ঘটনায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতা ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবহেলার অভিযোগ উত্থাপিত হয়।

নির্বাচনী সহিংসতা

২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সরকার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের তাগিদে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রায় ৯ লক্ষ ৫৮ হাজার সদস্য মোতায়েন করে। এর ভেতর পুলিশের ১ লাখ ৮৭ হাজার ৬০৩ সদস্য ও সেনাবাহিনীর এক লাখ ৩ হাজার সদস্য মোতায়েন ছিল।[৭৪৪] আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে অন্তর্বর্তী সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিলেও নির্বাচনের আগে ও পরে সারাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে সহিংসতার ঘটনা ঘটে। ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যাকাণ্ড এবারের নির্বাচনী সহিংতার অন্যতম দৃষ্টান্ত। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিন, ১২ ডিসেম্বর রাজধানীর পল্টনে সন্ত্রাসীদের গুলিতে গুরুতর আহত হন ওসমান হাদি। প্রথমে দেশে চিকিৎসা নিলেও পরবর্তীতে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর পাঠানো হলেও ১৮ ডিসেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৭৪৫] এসময় হামলাকারীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে সহায়ক তথ্যের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৫০ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে।[৭৪৬] পরবর্তীতে পুলিশি তদন্তে এই হামলায় সরাসরি জড়িত হিসেবে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের কর্মী ফয়সাল করিম মাসুদ ও আলমগীর শেখকে শনাক্ত করা হয়, যদিও ঘটনার পরপরই ঘাতকরা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে পালিয়ে যায়।[৭৪৭] এখন পর্যন্ত হাদি হত্যা মামলায় ১৭ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে, গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১১ জনকে; মূল আসামিসহ মোট ৬ জন এখনো পলাতক।[৭৪৮]

জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের তথ্যমতে, ২০২৫ এর ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ এর ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নির্বাচনী সহিংসতায় আহত হয়েছেন ৬৩৭ জন, আর নিহত হয়েছেন ১৭ জন। সংস্থাটির মতে, ফেব্রুয়ারি মাসের শুরু থেকে মাঝ পর্যন্ত নির্বাচনকে ঘিরে দেশজুড়ে ৭৯৪টি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এর মাঝে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগে সহিংসতার মাত্রা ছিল সবচেয়ে বেশি। নির্বাচনের আগের দিনগুলোতে শারীরিক হামলা, হুমকি, বাস্তুচ্যুতি এবং প্রচারণায় বাধা প্রদানের মত সহিংস ঘটনা বেশি ঘটতে দেখা গেছে। নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে হামলা, ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং ব্যালট কারচুপির মত ঘটনার মাত্রা ছিল সবচেয়ে বেশি। এবং নির্বাচনের পরের দিনগুলোয় পরিকল্পিত হামলা, অগ্নিসংযোগ, ঘরবাড়ি ও

---

[৭৪১] *প্রথম আলো*, 'গোপালগঞ্জে সহিংসতার ঘটনায় নতুন আরও একটি মামলা, আসামি ৩৩৭ জন', ২৫ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/cxih019w7z (২৯ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'গোপালগঞ্জে সহিংসতার ঘটনায় 'গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে'', ২৫ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/9vkn2nuebd (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৭৪২] *প্রথম আলো*, 'দুই ঘণ্টার ব্যবধানে শিশুসহ মারা গেল দুজন, নিহত বেড়ে ৩৫', ২৬ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ljim7bgvjv (২৯ জুলাই ২০২৫); *সারাবাংলা*, 'মাইলস্টোনে বিমান বিধ্বস্তে নিহত বেড়ে ৩৪, চিকিৎসাধীন ৪৮', ২৭ জুলাই ২০২৫, https://sarabangla.net/news/post-1036316 (২৯ জুলাই ২০২৫); কাদির কল্লোল, 'বিমান বিধ্বস্তের পর পরিস্থিতি সামলাতে সরকারের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে', *বিবিসি নিউজ বাংলা*, ২৪ জুলাই ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/cp3le0l82eko (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৭৪৩] *কালবেলা*, 'ডেইলি স্টার, *প্রথম আলো* কার্যালয়ে নজিরবিহীন হামলা ভাঙচুর আগুন', ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.kalbela.com/ajkerpatrika/lastpage/250612 (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬); *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'ছায়ানট ভবনে হামলা, ভাংচুর, আগুন', ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/75555e1cf262 (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬); *প্রথম আলো*, 'ঢাকায় এবার উদীচী কার্যালয়ে আগুন', ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/l26sc7fkhu (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭৪৪] *দ্য ডেইলি স্টার*, 'নির্বাচনী দায়িত্বে ৮ লাখ কর্মকর্তা এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ৯ লাখ ৫৮ হাজার সদস্য', ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://bangla.thedailystar.net/thirteenth-national-parliamentary-election/news-3897781 (১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭৪৫] *ঢাকা টাইমস*, 'মারা গেলেন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদি', ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.dhakatimes24.com/2025/12/18/398518 (১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭৪৬] *প্রথম আলো*, 'ওসমান হাদিকে গুলি করা ব্যক্তিকে ধরিয়ে দিলে ৫০ লাখ টাকা পুরস্কার', ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/5ycy4w6a72 (১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭৪৭] নুরুল আমিন, 'ওসমান হাদিকে হত্যাচেষ্টা: ছক কষা হচ্ছিল কয়েক মাস ধরে', *প্রথম আলো*, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/n4hquxvvwr (১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭৪৮] *দেশ রূপান্তর*, 'ওসমান হাদি হত্যা: সিআইডির তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় পেছাল', ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.deshrupantor.com/amp/667938 (১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর এবং গণসহিংসতার মত ঘটনা বেশি ঘটতে দেখা গেছে বলে সংস্থাটির অনুসন্ধানে উঠে এসেছে।[৭৪৯] অন্যদিকে মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি ও সংবাদমাধ্যম ডয়েচে ভেলের অনুসন্ধান থেকে জানা যায়, নির্বাচন-পরবর্তী দুই দিনে ৩০টি জেলায় সহিংসতার ঘটনা ঘটে। এতে মোট ৪ জন নিহত ও ৩ শতাধিক মানুষ আহত হন। সহিংসতায় মুন্সিগঞ্জ ও বাগেরহাটে ২ যুবক আর ময়মনসিংহে ১টি শিশু নিহত হন। পাশাপাশি ভোলায় বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে নিহত হন ১ জন। এছাড়া নোয়াখালীতে একটি ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ডয়েচে ভেলের মতে, নির্বাচন-পরবর্তী এসব সহিংসতায় ৩৫০টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, অফিস, ঘরবাড়িতে হামলা-অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। বাগেরহাট, পটুয়াখালী, নড়াইল, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, নোয়াখালী, ঝালকাঠি, চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, ফেনী, নারায়ণগঞ্জ, সাতক্ষীরাসহ ৩০ জেলায় সংঘাতের খবর পাওয়া গেছে।[৭৫০]

২০২৪-এর জুলাই-আগস্ট সময়ে গণহত্যায় জড়িত বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হয়েছে। তবে পুলিশের নির্লিপ্ততা ও দায়িত্ব পালনে অনাগ্রহ লক্ষ করা গেছে যা তাদের পেশাদারিত্বের ঘাটতিকে নির্দেশ করে। নারী, আদিবাসী, ধর্মীয় ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের সহিংস অধিকার হরণ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে সরকারের অবস্থান প্রশ্নবিদ্ধ ও অস্বচ্ছ, এবং সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের কারণে জেন্ডার, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য হুমকির মুখে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী, প্রান্তিক ও ভিন্নমতের জনগোষ্ঠীর আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে দায়ীদের চিহ্নিত করা, তদন্ত করা ও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে কার্যকর উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। এছাড়া শীর্ষ সন্ত্রাসীদের কারাগার থেকে মুক্তির প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সামরিক বাহিনীকে বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করলেও জবাবদিহি কার কাছে তা পরিষ্কার করা হয়নি। বিভিন্ন বাহিনীর অভিযানে বিচারবহির্ভূত হত্যা[৭৫১] এবং বিতর্কিত কার্যক্রম[৭৫২] চলমান রয়েছে বলেও দেখা যায়। এছাড়া মব সহিংসতা বৃদ্ধি ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে মব থেকে দাবি আদায়ে সাফল্য, ঢালাওভাবে মামলায় আসামী হিসেবে নাম দেওয়া, গ্রেপ্তার বাণিজ্যের অভিযোগ, রাজনৈতিক চাপ বাড়লে গ্রেপ্তার বৃদ্ধির অভিযোগ, আন্দোলন দমন করতে পুলিশের কার্যক্রমে বৈষম্য, কোনো পক্ষের প্রতি নমনীয় মনোভাব, কোনো পক্ষের ওপর নির্যাতন করার অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আন্দোলন দমাতে পুলিশের নির্যাতন ও সামাজিক অসহনশীলতা রোধে সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।[৭৫৩]

বিচারিক সেবা

প্রধান বিচারপতি দায়িত্ব গ্রহণের পর সহজভাবে জনগণকে সেবা দেওয়া এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে কর্মরত সহকারী রেজিস্ট্রার হতে তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে ১৮ সেপ্টেম্বর ১২ দফা নির্দেশনা প্রদান করেন।[৭৫৪] এছাড়া

---

[৭৪৯] মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের বার্ষিক ও মাসিক প্রতিবেদন থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, বিস্তারিত দেখুন: https://www.msf.org.bd/Monthly%20Reports.php (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭৫০] সমীর কুমার দে, 'নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা: ৪ জনকে হত্যা ও ১টি ধর্ষণের অভিযোগ', *ডয়চে ভেলে*, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://p.dw.com/p/58oJS (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭৫১] সেপ্টেম্বরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে বা হেফাজতে ৯ জন নিহত হয়েছেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। সূত্র: *প্রথম আলো*, 'সেপ্টেম্বরে গণপিটুনির ৩৬ ঘটনায় ২৮ মৃত্যু', ০৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ocsv2u3djq (৬ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'খুলনায় 'গণপিটুনিতে' সাবেক শ্রম প্রতিমন্ত্রীর ভাগনে নিহত', ৪ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/8nluljdhmq (৬ নভেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'গণপিটুনির কোনো ঘটনার কথা জানেন না এলাকার মানুষ', ০৫ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ldgb0qwy4h (৬ নভেম্বর ২০২৪); *প্রথম আলো*, ময়মনসিংহে যৌথ বাহিনীর অভিযানে আটক যুবদল নেতার মৃত্যু, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/q3jt97aej5 (১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৭৫২] *প্রথম আলো*, 'অস্ত্র উদ্ধার ও আসামি গ্রেপ্তারে দস্তগীরের বাসায় অভিযান: ডিবি', ২৮ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/0rfqkf3rh6 (২৮ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেওয়া হয়েছিল সাইফুলকে: আইএসপিআর, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/us40hgjoic (১ অক্টোবর ২০২৪); *প্রথম আলো*, 'শাহজালাল বিমানবন্দরে এপিবিএনের অফিস দখলের অভিযোগ, থানায় জিডি, ১ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/4ko3eys0f6 (৬ নভেম্বর ২০২৪); *বাংলা ট্রিবিউন*, 'নাশকতার পরিকল্পনা, গোয়েন্দা তথ্যে বাড়ি ঘিরে আ.লীগ নেতাকে আটক', ০২ নভেম্বর ২০২৪, https://www.banglatribune.com/countRy/dhaka/871071/ (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[৭৫৩] *প্রথম আলো*, 'পেশাদার পুলিশ চাইলে এখনই সংস্কার জরুরি', ৩ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/0h8khctq01 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৭৫৪] *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, 'প্রধান বিচারপতির ১২ দফা নির্দেশনা', ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, http://www.bd-pratidin.com/first-page/2024/09/26/1032164 (২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪)। নির্দেশনাগুলো হলো - ১. দায়িত্ব পালনে কোড অব কন্ডাক্ট যথাযথভাবে পালন করতে হবে; ২. দায়িত্ব পালনকালে কোনো প্রকার আর্থিক লেনদেন সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে হবে; ৩. সেবাগ্রহীতাকে দ্রুত সময়ের মধ্যে সেবা নিশ্চিত করতে হবে; ৪. সেবা প্রদানের সময় কোনো বিলম্ব সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য করতে হবে; ৫. সেবাগ্রহীতাদের কোনো প্রকার হয়রানি করা যাবে না; ৬. সুপ্রিম কোর্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে সেবাগ্রহীতাদের সঙ্গে সহানুভূতিশীল আচরণ করতে হবে; ৭. প্রতিটি শাখায় প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিন সম্পন্ন করতে হবে এবং কোনো কাজ পেন্ডিং রাখা যাবে না; ৮. প্রত্যেক শাখার সহকারী রেজিস্ট্রার এবং ডেপুটি রেজিস্ট্রারদেরকে তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত শাখাসমূহে প্রতিদিন সরেজমিনে মনিটর করতে হবে; ৯. প্রত্যেক শাখার সহকারী রেজিস্ট্রার এবং ডেপুটি রেজিস্ট্রারগণ তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত শাখার কার্যক্রম সম্পর্কে স্ব স্ব অতিরিক্ত রেজিস্ট্রারদেরকে (শেখ মো. আমিনুল ইসলাম, আপিল বিভাগ, মুহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন এবং আলমগীর মুহাম্মদ ফারুকী, হাই কোর্ট বিভাগ) নিয়মিত অবহিত করতে হবে; ১০. এই মনিটরিং কার্যক্রম ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু; ১১. প্রতি চার সপ্তাহ পর পর অতিরিক্ত রেজিস্ট্রারগণ মনিটরিং কার্যক্রমের প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল আপিল বিভাগ ও হাই কোর্ট বিভাগের রেজিস্ট্রারের নিকট রিপোর্ট করবেন; ১২. যদি কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী আচরণবিধি এবং উপরিউল্লিখিত নির্দেশনার ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোনো সেবাগ্রহীতাকে হয়রানি করেন বা আর্থিক লেনদেন করেন তাহলে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দেশের আট বিভাগের অধস্তন আদালত মনিটরিংয়ে ১৩টি মনিটরিং কমিটি গঠন করে দেন প্রধান বিচারপতি, যার দায়িত্ব দেওয়া হয় হাইকোর্টের ১৩ জন বিচারপতিকে।[৭৫৫] পাশাপাশি ১৫ অক্টোবর অনলাইনে বেলবন্ড (জামিননামা) গ্রহণপ্রক্রিয়া পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়েছে। এক ক্লিকে আদালতের রায় থেকে বেলবন্ড সরাসরি জেলখানায় পৌঁছে যাবে।[৭৫৬]

হাইকোর্টের মামলার তদন্তে বিভিন্ন সংস্থার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন এবং তদন্ত শেষে ছয় মাসের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।[৭৫৭] দীর্ঘদিনের অনিষ্পন্ন কয়েকটি মামলার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগকে উদ্যোগী হতে দেখা যায়। যেমন সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার তদন্তে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে এবং তদন্ত শেষে ছয় মাসের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৭৫৮] তবে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) পক্ষ থেকে তদন্ত প্রতিবেদন এখনো জমা পড়েনি।[৭৫৯] সাগর-রুনি হত্যা মামলা, কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র তনুর হত্যাকাণ্ড, এবং সিলেটের শিশু রাজনসহ আরও বেশ কিছু আলোচিত হত্যাকাণ্ডের বিচার এখনো ঝুলে আছে। এসব মামলার ক্ষেত্রেও তদন্তের দীর্ঘসূত্রতা, রাজনৈতিক প্রভাব এবং দুর্বল অভিযোগপত্রের কারণে বিচার প্রক্রিয়া বিলম্বিত হচ্ছে।

২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত সময়ে করা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও নানা কারণে রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও নিরীহ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার করার জন্য সুপারিশের লক্ষ্যে জেলা ও মন্ত্রণালয় পর্যায়ে দুটি কমিটি গঠন করা হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সভাপতি করে জেলা পর্যায়ের কমিটি, এবং আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টাকে সভাপতি করে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়।[৭৬০] ৩০ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ডিসি ও পিপিরা রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারের জন্য আবেদন পাঠান। ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, হেফাজতে ইসলাম, গণ অধিকার পরিষদসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে করা রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলাগুলোর মধ্যে ২৩ হাজার ৮৬৫টি মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করে অন্তর্বর্তী সরকার। ভুক্তভোগী রাজনৈতিক দলগুলোর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তমন্ত্রণালয় কমিটির ৩৯টি সভার মাধ্যমে আবেদনগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এসব মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়। এ কার্যক্রম এখনো চলমান।[৭৬১]

সাবেক সরকারের সময়ে দায়ের করা মামলা ও রায় থেকে বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়। যেমন, মানহানির মামলা থেকে বিএনপির চেয়ারপারসন, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, মহাসচিব, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব, স্থায়ী কমিটির সদস্যদের খালাস দেওয়া হয়েছে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে করা মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে,[৭৬২] নাশকতার মামলা থেকে খালাস।[৭৬৩] কোনো কোনো ক্ষেত্রে দণ্ড মওকুফ[৭৬৪] করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় খালেদা জিয়াকে দেওয়া সাজার রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত করেন আপিল বিভাগ। পৃথক রায়ের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়ার করা পৃথক লিভ টু আপিল (আপিলের

---

[৭৫৫] দ্যা সুপ্রিম কোর্ট অব বাংলাদেশ (হাইকোর্ট ডিভিশন রুলস), ১৯৭৩ অনুযায়ী 'মনিটরিং কমিটি ফর সাবঅর্ডিনেট কোর্টস' গঠন করা হয়। সূত্র: *সময় নিউজ*, 'নিম্ন আদালত মনিটরিংয়ের দায়িত্বে হাইকোর্টের ১৩ বিচারপতি', ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.somoynews.tv/news/2024-09-07/QWNAvDs5 (৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৭৫৬] *প্রথম আলো*, 'অনলাইনে জামিননামা গ্রহণ শুরু হচ্ছে কাল, এক ক্লিকে পৌঁছে যাবে জেলখানায়: আইন উপদেষ্টা', ১৪ অক্টোবর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/0s3r83dq2v, (১৫ অক্টোবর ২০২৫)।

[৭৫৭] *প্রথম আলো*, 'তদন্তে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠনের নির্দেশ', ১ অক্টোবর ২০২৪।

[৭৫৮] *প্রথম আলো*, 'সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্তে টাস্কফোর্স গঠন', ২৩ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/y6b79fo1ym (২৪ অক্টোবর ২০২৪)।

[৭৫৯] *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, 'সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমার তারিখ ১২২ বার পেছাল ', ৩০ নভেম্বর ২০২৫, https://www.bd-pratidin.com/national/2025/11/30/1185808# (৩০ নভেম্বর ২০২৫)।

[৭৬০] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারে কমিটি', ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.banglatribune.com/others/864369/ (২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪)। উল্লেখ্য, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর আওতাধীন মামলাগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলাগুলো 'দ্য ক্রিমিনাল ল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট', ১৯৫৮-এর ১০(৪) ধারার বিধানমতে কমিশনের লিখিত আদেশ ব্যতীত প্রত্যাহার করা যায় না। যে কারণে এ ধরনের মামলা চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি করতে হবে। এসব মামলার বিষয়ে করণীয় পরবর্তীতে নির্ধারণ করা হবে।

[৭৬১] *প্রথম আলো*, '২৩,৮৬৫টি রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার: আইন মন্ত্রণালয়', ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/2cmikqh6mn (২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭৬২] *প্রথম আলো*, 'মানহানির মামলা থেকে খালাস পেলেন তারেক, ফখরুল, খসরু, গয়েশ্বর ও রিজভী', ২০ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ngrb9j8ya4 (২১ অক্টোবর ২০২৪)। মানহানির একই মামলা থেকে খালাস পেয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। ৩ সেপ্টেম্বর জননেত্রী পরিষদের সভাপতি এ বি সিদ্দিকের দায়ের করা মানহানিসংক্রান্ত পৃথক চারটি মামলা থেকে খালাস পান বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। ২২ সেপ্টেম্বর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে শাহবাগ থানায় করা মামলা থেকে অব্যাহতি পান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

[৭৬৩] *প্রথম আলো*, 'বাস পোড়ানোর মামলায় খালাস পেলেন বিএনপি নেতা হাবিব উন নবী খান সোহেলসহ ১৮ জন', ২৩ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/z0embmqycm (২৪ অক্টোবর ২০২৪)।

[৭৬৪] জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় আট বছরের কারাদণ্ড থেকে খালাস পেয়েছেন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় দুটি ধারায় বাবরকে ৫ বছর ও ৩ বছরের কারাদণ্ড দিয়ে ২০২১ সালের ১২ অক্টোবর রায় দেওয়া হয়েছিল। সাজার রায়ের বিরুদ্ধে একই বছর আপিল করেন বাবর। এই আপিলের ওপর শুনানি শেষে রায় দেওয়া হয়। সূত্র: *প্রথম আলো*, 'আট বছরের সাজা থেকে খালাস পেলেন বাবর', ২৩ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/udl9bigfww (২৪ অক্টোবর ২০২৪)।

অনুমতি চেয়ে আবেদন) মঞ্জুর করেন সর্বোচ্চ আদালত, ফলে রায়ের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়া আপিল করার অনুমতি পান।[৭৬৫] বিগত আমলে দায়েরকৃত সব মামলা থেকে খালাস পান বিএনপির তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।[৭৬৬] এছাড়া আলোচিত ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলার দণ্ডিতদের দণ্ড মওকুফ ও হ্রাস[৭৬৭], ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার সাজার রায় বাতিল[৭৬৮], তারকা তিন্নি হত্যায় আসামী সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম ফারুক অভি খালাস[৭৬৯], মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় জামায়েত নেতা এটিএম আজহারুল ইসলামকে বেকসুর খালাস[৭৭০] পান। সাবেক সরকারের সময়ে দায়ের করা মামলা ও রায় থেকে অব্যাহতি এবং দণ্ড মওকুফের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। একদিকে পুরনো মামলা নিষ্পন্নে ব্যর্থতা, অন্যদিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তড়িঘড়ি করে বিচার সম্পন্ন করা হয়েছে। মামলা নিষ্পন্ন নিষ্পন্ন করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা কাজ করেছে।

এছাড়া আদালত প্রাঙ্গনে বিচারক, আইনজীবী, বাদি-বিবাদীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়নি। বিভিন্ন সময় তাদের ওপর হামলা হয় এবং আদালত প্রাঙ্গনে বিশৃংখলা তৈরি হয়।[৭৭১] ২০২৪ সালের ২৬ নভেম্বর হিন্দু নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ-পরবর্তী সহিংসতায় চট্টগ্রামের আদালতে হাইকোর্টের আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফ নিহত হন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ৩০ জুন ২০২৫ সুপ্রিম কোর্টসহ দেশের সব আদালত চত্বরে নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিশেষ বাহিনী গঠনে রুল জারি করেন হাইকোর্ট।[৭৭২] নিরাপত্তার কারণে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচার কক্ষে (এজলাস কক্ষে) আইনজীবী ব্যতীত বিচারপ্রার্থী ও অপ্রত্যাশিত ব্যক্তিদের প্রবেশাধিকার সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এছাড়া সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে যে কোনো ধরনের সমাবেশ, মিছিল, বৈধ ও অবৈধ অস্ত্র, মারণাস্ত্র, বিস্ফোরক ও মাদকদ্রব্য বহন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও নিরাপত্তা ঝুঁকির কথা জানিয়ে সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টসহ দেশের সব আদালতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশের মহাপরিদর্শকে চিঠি দেন।[৭৭৩]

আর্থিক খাত

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার সময় উচ্চ মূল্যস্ফীতি, ডলার সংকট, বৈদেশিক ঋণচাপ, ব্যাংক খাতের অস্থিরতা ও অর্থ পাচারের অভিযোগ-সব মিলিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি ছিল গভীর সংকটে। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা তুলে ধরতে দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও গবেষকদের নিয়ে একটি শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়।[৭৭৪] এই কমিটি ২০২৪ সালের ১ ডিসেম্বর প্রতিবেদন দাখিল করে যেখানে বিদ্যমান অর্থনৈতিক চিত্র, সরকারের কৌশলগত পদক্ষেপ, এসডিজি বাস্তবায়ন এবং এলডিসি থেকে উত্তরণে করণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়। এছাড়া আর্থিক খাতে সংস্কারের জন্য বিভিন্ন কমিটি ও টাস্কফোর্স গঠন করা হয়।[৭৭৫] ন্যায্য, টেকসই ও গতিশীল অর্থনীতির ভিত্তি তৈরিতে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল বৈষম্যহীন টেকসই উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক কৌশল পুনর্নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণের জন্য (রি-স্ট্র্যাটেজাইসিং দ্য ইকোনমি অ্যান্ড মোবাইলাইজিং রিসোর্স ফর ইকুইটেবল অ্যান্ড সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট) প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং একটি ন্যায্য, টেকসই ও গতিশীল অর্থনীতির ভিত্তি তৈরি। টাস্কফোর্সের প্রতিবেদনটি ২০২৫ সালের ৩০ জানুয়ারি বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার কাছে দাখিল করা হয়। এছাড়া রাজনৈতিক বিবেচনায় গৃহীত এবং অর্থনৈতিকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ ও অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার এবং এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক সাতটি চলমান মেগা প্রকল্প যথা পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র, পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, মাতারবাড়ী তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, এবং চট্টগ্রামের দোহাজারী থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ প্রকল্পের যৌক্তিকতা পর্যালোচনা করে। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে দুর্বল অর্থনীতি সামাল দিতে

---

[৭৬৫] *প্রথম আলো*, 'জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলা: খালেদা জিয়ার ৫ বছর বহাল ও ১০ বছর বাড়ানো সাজার রায় স্থগিত', ১১ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/2o5gh95jyd (১১ নভেম্বর ২০২৪)।

[৭৬৬] *ইত্তেফাক*, 'সব মামলায় খালাস পেলেন তারেক রহমান', ২০ মার্চ ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/724069 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৭৬৭] *প্রথম আলো*, '১০ ট্রাক অস্ত্র মামলায় বাবরসহ ৬ জন খালাস, পরেশ বড়ুয়ার যাবজ্জীবন', ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/t39bp1tic4 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৭৬৮] *ইত্তেফাক*, 'তারেক রহমানসহ সব আসামি খালাস', *ইত্তেফাক*, ০২ ডিসেম্বর ২০২৪, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/364847/674c8d0adf86c (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৭৬৯] *প্রথম আলো*, 'মডেল তিন্নি হত্যা মামলায় খালাস পেলেন সাবেক সংসদ সদস্য অভি', ১৪ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/id7pgxp3gr (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৭৭০] *সমকাল*, 'রায় বাতিল, খালাস পেলেন জামায়াত নেতা আজহার', ২৮ মে ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh/article/297772 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[৭৭১] *ইত্তেফাক*, 'আদালত প্রাঙ্গণে আসামিদের হেনস্থা নিয়ে প্রশ্ন', ২৪ আগস্ট ২০২৪, https://www.ittefaq.com.bd/697602 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[৭৭২] *কালের কণ্ঠ*, 'আদালত চত্বরের নিরাপত্তায় বিশেষ বাহিনী গঠন করতে রুল', ৩০ জুন ২০২৫ https://www.kalerkantho.com/online/Court/2025/06/30/1539663 (৩০ জুলাই ২০২৫)।

[৭৭৩] *জাগোনিউজ*, ' সুপ্রিম কোর্টসহ দেশের সব আদালতের নিরাপত্তা চেয়ে আইজিপিকে চিঠি', ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.jagonews24.com/law-courts/news/1076239 (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫)।

[৭৭৪] তাবারুল হক, 'দুদকের অনুসন্ধান তালিকায় হাসিনা সরকারের ৭৬ জন', *আমাদের সময়*, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://dainikamadershomoy.com/details/0192107b76196 (২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৭৭৫] *প্রথম আলো*, 'দুদক চেয়ারম্যান ও দুই কমিশনারের পদত্যাগ', ২৯ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ilcb169gut (১৮ নভেম্বর ২০২৪)।

হয়েছে। সরকারকে অর্থ পাচার, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস, দুর্বল ব্যাংক খাত, খেলাপি ঋণের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেতে হয়েছে। এর পাশাপাশি বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব অন্তর্বর্তী সরকারকে নিতে হয়েছে। এসকল প্রতিবন্ধকতা ছাড়াও সরকারকে ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই উপর্যুপরিভাবে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা করতে হয়েছে।

উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়া অর্থনীতির চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় অন্তর্বর্তী সরকারের বেশকিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের গ্রহণের ফলে অর্থনীতি ধীরে ধীরে স্থিতিশীলতার পথে ধাবিত হলেও দীর্ঘমেয়াদি পুনরুদ্ধার সময়সাপেক্ষ। যুক্তরাষ্ট্রের ফিসক্যাল ট্রান্সপারেন্সি প্রতিবেদনে অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার উদ্যোগের প্রশংসা থাকলেও পূর্ববর্তী সরকারের বাজেট কাঠামোর দুর্বলতা ও নিরীক্ষা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে। বাংলাদেশের আর্থিক খাতে স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা বৃদ্ধির জন্য যুক্তরাষ্ট্র অন্তর্বর্তী সরকারকে আটটি সুপারিশ দেয় - বছরের শেষ হিসাব প্রতিবেদন যৌক্তিক সময়ের মধ্যে প্রকাশ; বাজেট নথি আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী প্রস্তুত; নির্বাহী কার্যালয়ের ব্যয় আলাদাভাবে দেখানো; বাজেটে সরকারের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রকাশ; আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী সর্বোচ্চ নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষের স্বাধীনতা নিশ্চিতে বাজেটের পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়ার ব্যবস্থা; নিরীক্ষা প্রতিবেদন সময়মতো প্রকাশ, যেখানে প্রস্তাবনা ও বিস্তারিত তথ্য থাকা; প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ-সংক্রান্ত চুক্তির মূল তথ্য প্রকাশ; এবং সরকারি ক্রয়ের তথ্য প্রকাশের ওপর জোর দিয়েছে।[৭৭৬] এসব সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে আর্থিক ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা বাড়বে, জবাবদিহি নিশ্চিত হবে এবং খাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে বলে মনে করা হয়।

অন্যদিকে শ্বেতপত্র কমিটির ৫০০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে দেখা গেছে দুর্নীতির কারণে আওয়ামী লীগ সরকার ১৫ বছরে ২৩৪ বিলিয়ন ডলার পাচার করেছে। কিন্তু এই পাচারকৃত অর্থ নিয়েও সরকারি ও আন্তর্জাতিক হিসাব নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। অন্যদিকে, সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের হঠাৎ আমানত বৃদ্ধি ও কয়েকজন উপদেষ্টার পিয়নদের সম্পদস্ফীতি নিয়েও সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে অর্থনীতির সংস্কারের সুপারিশ সংক্রান্ত শ্বেতপত্র এখন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' হিসেবেও আখ্যায়িত হচ্ছে।[৭৭৭] যেকারণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পুনরুদ্ধারের জন্য নীতি-নিশ্চয়তা, কাঠামোগত সংস্কার, কার্যকর মুদ্রা ও রাজস্ব নীতি এবং ব্যাংকিং খাতের গভীর সংস্কার অত্যন্ত জরুরি। অন্যথায় অনিশ্চয়তা ও দুর্বল বিনিয়োগ পরিবেশ দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতির সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

ব্যাংক খাত

অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করার পর থেকে ব্যাংক খাতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে যা এই খাতে বিদ্যমান সংকট মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ব্যাংক খাতের সংস্কারে অন্তর্বর্তী সরকারের পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে ব্যাংক সম্পদের গুণগত মান পর্যালোচনা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং চুরি যাওয়া সম্পদ উদ্ধারসহ খেলাপি ঋণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য তিনটি টাস্কফোর্স গঠন[৭৭৮]; পাঁচটি দুর্বল ব্যাংক একীভূত করে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক গঠন; ব্যাংক খাতকে দুর্নীতিমুক্ত করতে পরিবার ও রাজনৈতিক প্রভাবে থাকা এমন ১২টি বেসরকারি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন[৭৭৯]; আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী ঋণ শ্রেণিকরণ ও প্রভিশনিং পদ্ধতি চালু[৭৮০]; এবং খেলাপি ঋণে জর্জরিত ছয়টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ।[৭৮১] আর্থিক খাতে সুশাসন জোরদারে ঝুঁকির মাত্রা অনুযায়ী তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ঝুঁকিভিত্তিক তদারকি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ এবং 'ব্যাংক সুপারভিশন' নামে ১২টি বিভাগ গঠন করে তদারকি কার্যক্রম পরিচালিত করার পরিকল্পনা করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।[৭৮২] এছাড়া ব্যাংক খাতের সব ধরনের অর্থ পাচার ও আর্থিক অপরাধ আগাম শনাক্ত ও প্রতিরোধে তাৎক্ষণিক স্বয়ংক্রিয় নজরদারির আওতায় আনতে প্রো অ্যাকটিভট্রানজেকশন মনিটরিং সিস্টেম (পিটিএমএস) চালু করেছে আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।[৭৮৩]

---

[৭৭৬] *টিবিএস*, 'আর্থিক খাতে স্বচ্ছতায় বাংলাদেশকে ৮ পরামর্শ যুক্তরাষ্ট্রের', ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-392101 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭৭৭] বিরূপাক্ষ পাল, 'সরকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও পরিণতি', *প্রথম আলো*, ৯ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/opinion/column/mgazu65l2a (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭৭৮] *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, 'আওয়ামী লীগ সরকার আর্থিক খাত ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে গেছে : অর্থ উপদেষ্টা', ২ জুন ২০২৫, https://www.bd-pratidin.com/economy/2025/06/02/1123246 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭৭৯] *বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'বাংলাদেশ ব্যাংকের সাহসী উদ্যোগ', ১২ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.banglanews24.com/economics-business/news/bd/1631604.details (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭৮০] *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, 'আওয়ামী লীগ সরকার আর্থিক খাত ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে গেছে : অর্থ উপদেষ্টা', ০২ জুন ২০২৫, https://www.bd-pratidin.com/economy/2025/06/02/1123246 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭৮১] *আরটিভি নিউজ*, 'বন্ধ হচ্ছে ৬ আর্থিক প্রতিষ্ঠান', ২৮ জানুয়ারি ২০২৬, https://rtvonline.com/economy/367022 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭৮২] *সমকাল*, 'ব্যাংক খাতে তদারকি ব্যবস্থা বদলে যাচ্ছে', ১ জানুয়ারি ২০২৬, https://samakal.com/economics/article/331935 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭৮৩] *ইত্তেফাক*, 'আর্থিক লেনদেনে তাৎক্ষণিক স্বয়ংক্রিয় নজরদারি আসছে', ২৮ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.ittefaq.com.bd/772155/ (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের খেলাপি ঋণ পুনর্গঠন, পুনঃতফসিল, অবলোপন ও আদায় কার্যক্রম জোরদার করে ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে খেলাপির হার ২৫ শতাংশে নামিয়ে আনার নির্দেশ দেন।[৭৮৪] এ লক্ষ্যে প্রকৃত ব্যবসায়ীদের জন্য ২ শতাংশ ডাউন পেমেন্টে সর্বোচ্চ ১০ বছরে পুনঃতফসিল ও দুই বছরের গ্রেস পিরিয়ড সুবিধা চালু করা হয়, যার আওতায় প্রায় ৩০০ প্রতিষ্ঠান সুবিধা পেয়েছে।[৭৮৫] অন্যদিকে পাঁচ ব্যাংকের বড় অঙ্কের খেলাপি ঋণের প্রেক্ষিতে আমানতকারীদের সুরক্ষায় সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসির জন্য অন্তর্বর্তী সরকার ২০ হাজার কোটি টাকা এবং আমানতকারীদের ১৫ হাজার কোটি টাকার যৌথ অর্থায়নে পরিশোধিত মূলধন নির্ধারণ করা হয়, সাথে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে আমানত ফেরতের নির্দেশ দেওয়া হয়।[৭৮৬] ফলে দুর্বল পাঁচটি ব্যাংকের একীভূতকরণের মাধ্যমে ২০২৬ সালে ঋণপ্রদান ও আর্থিক স্থিতিশীলতায় কিছুটা ভিত্তি তৈরি হয়েছে।

আর্থিক স্থিতিশীলতা জোরদারে বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫-এ গভর্নরের মর্যাদা পূর্ণ মন্ত্রীর সমান, বোর্ডে সরকারি প্রতিনিধিত্ব কমানো ও সার্চ কমিটির সুপারিশে গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়।[৭৮৭] পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সুসংহত করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি জোরদারে 'মাইক্রোফাইন্যান্স ব্যাংক অধ্যাদেশ-২০২৬' জারি করে অন্তর্বর্তী সরকার, যেখানে ৫০০ কোটি টাকা মূলধনের সামাজিক ব্যবসাভিত্তিক ব্যাংক গঠন এবং ৬০ শতাংশ মালিকানা থাকবে ঋণগ্রহীতাদের হাতে এবং তদারকিতে থাকবে বাংলাদেশ ব্যাংক।[৭৮৮]

অন্তর্বর্তী সরকারের পদক্ষেপে ব্যাংক খাতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেছে। রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত সংস্কারের অংশ হিসেবে একাধিক ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দেওয়া হয়[৭৮৯] এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে ঋণ শ্রেণিকরণ শুরু হওয়ায় খেলাপি ঋণের প্রকৃত চিত্র প্রকাশ পেতে থাকে, বিশেষ করে এস আলম গ্রুপ-নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকগুলোতে।[৭৯০] সন্দেহজনক লেনদেন ও অর্থ পাচারের অভিযোগে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৩৭৮ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের ২,৫০০ হিসাবে ১৬ হাজার কোটি টাকা জব্দ এবং ১১৫টি মামলা দায়ের করা হয়।[৭৯১] একই সময়ে প্রবাসী আয় বৃদ্ধির ফলে ২০২৫ সালের নভেম্বরে ব্যাংক আমানত বেড়ে দাঁড়ায় ১৯ লাখ ৫৩ হাজার কোটি টাকা (প্রবৃদ্ধি ১০.৮০%), যা গত ২০ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ।[৭৯২] সরকার রিজার্ভ ব্যবহার না করে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করেছে।[৭৯৩] পাশাপাশি একীভূত পাঁচ শরিয়াভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকে আমানতে অস্থায়ীভাবে ৪ শতাংশ মুনাফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়[৭৯৪] এবং ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষতিপূরণের পরিকল্পনাও ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের কথা জানানো হয়।[৭৯৫]

ইতিবাচক কিছু উদ্যোগ নেওয়া হলেও বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত এখনো কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দুর্বল রয়ে গেছে, যা সামষ্টিক অর্থনীতির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। অন্তর্বর্তী সরকার ব্যাংক খাতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ আইন–বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতকরণ এবং ব্যাংক কোম্পানি আইন সংশোধনের মাধ্যমে মালিকানা ও পরিচালনা কাঠামো সংস্কারের ঘোষণা দিলেও মেয়াদ শেষে সেগুলো অনুমোদনের অপেক্ষায় ছিল, ফলে প্রকৃত সংস্কার বাস্তবায়িত হয়নি। সরকার কেবল ব্যাংক রেজোলিউশন অধ্যাদেশ ও ডিপোজিট ইনস্যুরেন্স অধ্যাদেশ জারি করেছে[৭৯৬], যা মূলত সংকট ব্যবস্থাপনার উপকরণ–গভীর কাঠামোগত সংস্কার নয়। ব্যাংক

---

[৭৮৪] *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'মার্চের মধ্যে খেলাপি '২৫ শতাংশে নামাতে বলেছেন গভর্নর', ১১ জানুয়ারি ২০২৬, https://bangla.bdnews24.com/economy/244530e84cf2 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭৮৫] মামুন রশীদ, 'আমাদের অর্থনীতি এ বছর কতটা ঘুরে দাঁড়াবে', *প্রথম আলো*, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬ https://www.prothomalo.com/opinion/column/c9sicoalxc (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭৮৬] *ঢাকা পোস্ট*, 'পাঁচ ব্যাংকের আমানতকারীদের আমানত ডিসেম্বরের মধ্যে ফেরতের নির্দেশ', ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.dhakapost.com/economy/417355 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭৮৭] ফখরুল ইসলাম, 'অধ্যাদেশের খসড়া: বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের মর্যাদা হবে মন্ত্রীর সমান', *প্রথম আলো*, ২৯ অক্টোবর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/economics/whyi1wgn50 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭৮৮] *অর্থসূচক*, 'ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাই হবেন ব্যাংকের মালিক: নতুন অধ্যাদেশ জারি', ২৯ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.arthosuchak.com/archives/946273/ (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭৮৯] *বণিক বার্তা*, 'বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হচ্ছে পর্ষদ পুনর্গঠিত ব্যাংকগুলোর এমডিদের ১২টি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে', ৬ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.bonikbarta.com/bangladesh/se1R8eQUihcWxzLV (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭৯০] *বণিক বার্তা*, 'বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হচ্ছে পর্ষদ পুনর্গঠিত ব্যাংকগুলোর এমডিদের ১২টি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে', *প্রাগুক্ত*।

[৭৯১] *ইত্তেফাক*, 'দুই হাজারের বেশি ব্যাংক হিসাবে ১৬ হাজার কোটি টাকা জব্দ', ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/719751/ (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭৯২] এএসএম সাদ, 'ব্যাংক ডিপোজিট গ্রোথ হিটস ২০-মান্থ হাই ইন নভেম্বর অন রেমিট্যান্স সার্জ', *টিবিএস*, ১১ জানুযয়ারি ২০২৬, https://www.tbsnews.net/economy/banking/bank-deposit-growth-hits-20-month-high-november-remittance-surge-1331926 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭৯৩] *বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'বাংলাদেশ ব্যাংকের সাহসী উদ্যোগ', *প্রাগুক্ত*।

[৭৯৪] *ডেইলি স্টার*, 'বিবি রিভার্সেস ডিসিশন, অ্যালাওস ফাইভ মার্জিং ব্যাংকস টু পে প্রফিটস অন ডিপোজিটস', ২২ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.thedailystar.net/business/news/bb-reverses-decision-allows-five-merging-banks-pay-profits-deposits-4087186 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭৯৫] *টিবিএস*, 'সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের ক্ষতিগ্রস্ত শেয়ারহোল্ডাররা ক্ষতিপূরণ পাবেন: অর্থ উপদেষ্টা', ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.tbsnews.net/bangla/Economy/news-details-451651 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭৯৬] গোলাম মওলা, 'সরকারের সময় শেষ, ব্যাংক খাতের কতটা সংস্কার হলো?', *বাংলাদেশ ট্রিবিউন*, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.banglatribune.com/business/news/932133/ (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

দুর্বল হওয়ার প্রকৃত কারণ, দায়ী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জবাবদিহি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও নিয়ন্ত্রক সীমাবদ্ধতার মতো মৌলিক ইস্যুগুলোয় প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয়নি।

ব্যাংক খাত সংস্কারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ ছিল বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২ সংশোধনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা। প্রস্তাবিত সংশোধনের লক্ষ্য ছিল নীতিনির্ধারণে স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, রাজনৈতিক প্রভাব কমানো, গভর্নরের সাংবিধানিক অবস্থান শক্ত করা, বোর্ড থেকে তিনজন সরকারি কর্মকর্তাকে বাদ দেওয়া এবং গভর্নরকে মন্ত্রীর মর্যাদা প্রদান।[৭৯৭] তবে এ উদ্যোগ খসড়াতেই সীমাবদ্ধ রয়ে যায়। ২০২৫ সালের অক্টোবরে অনুমোদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয় এবং দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় বিষয়টি আটকে যায় এবং শেষ পর্যন্ত তা রাজনৈতিক সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর ন্যস্ত হয়।[৭৯৮]

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে ব্যাংক কোম্পানি আইন সংশোধনের মাধ্যমে মালিকানায় নিয়ন্ত্রণ আরোপ ও সুশাসন নিশ্চিতের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তবে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকস (বিএবি) এটি 'বিনিয়োগ নিরুৎসাহক' আখ্যা দিয়ে বিরোধিতা করায় সংশোধনী আটকে যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রকৃত আপত্তি ছিল ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ কমানোর প্রশ্নে–বিশেষ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের বোর্ডে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রভাব হ্রাস এবং ব্যাংক মালিকদের ক্ষমতা সীমিত করার প্রস্তাব নিয়ে।[৭৯৯] অন্তর্বর্তী সরকারও নীরব ভূমিকা পালন করে কৌশলে দায় এড়িয়ে বিষয়টি পরবর্তী সরকারের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। অন্যদিকে 'মাইক্রোক্রেডিট ব্যাংক অধ্যাদেশ-২০২৬' অনুযায়ী মুনাফাভিত্তিক ব্যাংক কাঠামো যুক্ত হওয়ায় ক্ষুদ্রঋণের সামাজিক উদ্দেশ্য ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা নিয়েও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।[৮০০]

ব্যাংক খাত সংস্কারের অংশ হিসেবে অন্তর্বর্তী সরকার আমানতকারীর আস্থা ফেরানো ও ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে পাঁচটি দুর্বল ইসলামী ব্যাংক একীভূত করে। এতে ব্যাংকের সংখ্যা কমে প্রশাসনিক ব্যয় কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে এবং তাৎক্ষণিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হয়। তবে একীভূতকরণে মূল কাঠামোগত সমস্যাগুলোর সমাধান হয়নি– যেমন খেলাপি ঋণের পাহাড়, রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত ঋণ বিতরণ, দুর্বল ও স্বার্থসংঘাতপূর্ণ পরিচালনা পর্ষদ, মালিকানার ঘনীভবন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সীমিত তদারকি ক্ষমতা। ফলে রাষ্ট্র ও আমানতকারীদের ওপর দীর্ঘমেয়াদে ঝুঁকি থেকেই গেছে।[৮০১] এই ব্যাংকগুলো টিকিয়ে রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তারল্য সহায়তা ও রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টির ওপর নির্ভরতা বেড়েছে, যার আর্থিক দায় শেষ পর্যন্ত করদাতা ও আমানতকারীদের ওপর পড়ছে। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দুর্বল ব্যাংকের আমানত ফেরতের দায় নিজে নেবে না বলে স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছে।[৮০২] কাঠামোগত সংস্কারের ঘাটতির কারণে দুর্বল ব্যাংকগুলো একীভূতকরণ হলেও সংস্কার টেকসই ও কার্যকর হয়নি। বিশেষজ্ঞদের মতে, টেকসই সংস্কারের জন্য প্রয়োজন ছিল ব্যাংক কোম্পানি আইনের কঠোর সংশোধন, বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, দায়ী পরিচালক ও ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা এবং পেশাদার বোর্ড-ব্যবস্থাপনা–যা বাস্তবায়নে অন্তর্বর্তী সরকার সীমিত সাফল্য দেখিয়েছে।

২০২৫ সালে খেলাপি ঋণ, তারল্য সংকট ও দুর্বল সুশাসনের কারণে ব্যবসা ও বিনিয়োগে আস্থা কমে যায়। ব্যাংকগুলোর ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা বজায় রাখা ব্যর্থ হয়, অপর্যাপ্ত প্রভিশনিংয়ের (৩৮%) কারণে সম্ভাব্য ক্ষতি সামাল দেওয়ার সক্ষমতা সীমিত ছিল। ব্যাংকিং খাতের উল্লেখযোগ্যভাবে মুনাফা কমে যায়, সম্পদের মান তিন দশকের মধ্যে সর্বনিম্নে নেমে আসে[৮০৩], এবং জনআস্থার সংকটে কিছু ব্যাংক আমানত সংগ্রহেও ব্যর্থ হয়।[৮০৪] জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পরও প্রভাবশালী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি দূর হয়নি। এস আলম গ্রুপের ১১টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ, অর্থ পাচার ও শেয়ারবাজারে অনিয়মের অভিযোগে তদন্ত ও পুনরুদ্ধার

---

[৭৯৭] *প্রাগুক্ত*।

[৭৯৮] ইমদাদ হক, 'আটকে গেল বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ সংশোধনের প্রস্তাব', *চ্যানেল টোয়েন্টিফোর*, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.channel24bd.tv/economy/article/311829/ (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৭৯৯] গোলাম মওলা, 'সরকারের সময় শেষ, ব্যাংক খাতের কতটা সংস্কার হলো?', *প্রাগুক্ত*।

[৮০০] *ডেইলি স্টার*, 'কী স্টোরিস অব বাংলাদেশ'স ইকোনমি লাস্ট উইক, ১০ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.thedailystar.net/news/key-stories-bangladeshs-economy-last-week-4077556 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮০১] গোলাম মওলা, 'সরকারের সময় শেষ, ব্যাংক খাতের কতটা সংস্কার হলো?', *প্রাগুক্ত।*

[৮০২] *অর্থসূচক*, 'আমানত ফেরতের দায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের: বাংলাদেশ ব্যাংক', ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.arthosuchak.com/archives/941206/ (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮০৩] *টিবিএস*, 'ব্যাংকিং সেক্টর রিমেইনস মোস্ট ফ্র্যাজাইল এরিয়া অব বাংলাদেশ'স ইকোনমি: সিপিডি, ১০ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.tbsnews.net/economy/banking/banking-sector-remains-most-fragile-area-bangladeshs-economy-cpd-1330661 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮০৪] ফাহমিদা খাতুন, 'বাংলাদেশ'স ইকোনমি ইন ২০২৫ অ্যান্ড এক্সপেটেশনস ফর ২০২৬', *ডেইলি স্টার*, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.thedailystar.net/opinion/views/macro-mirror/news/bangladesh-economy-2025-and-expectations-2026-4069576 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

উদ্যোগ থাকলেও দৃশ্যমান সাফল্য সীমিত।[৮০৫] অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংক 'বিশেষ দক্ষতা মূল্যায়ন' পরীক্ষায় অংশ না নেওয়ার কারণে ২০০ জনকে চাকরিচ্যুত এবং ৪,৭৭১ জনকে ওএসডি করেছে।[৮০৬]

আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী সংজ্ঞা পরিবর্তনের কারণে খেলাপি ঋণের প্রকৃত চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগ আমলে ব্যাংক থেকে যে অর্থ বের করে নেওয়া হয়েছিল, তা এখন খেলাপি ঋণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। অনিয়মের কারণেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক বহু ঋণকে খেলাপি হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করছে। ফলে খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি পাওয়ার চিত্র দেখা গেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১২ দশমিক ৫৬ শতাংশ থেকে ২০২৫-২৬ (সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) বেড়ে ৩৫ দশমিক ৭৩ শতাংশ হয়েছে।[৮০৭] ১৭টি ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ৫০ শতাংশ অতিক্রম করেছে।[৮০৮] বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খেলাপি ঋণের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬ লক্ষ ৪৪ হাজার কোটি টাকা (সর্বকালের সর্বোচ্চ) যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ৬ লক্ষ ৮ হাজার কোটি টাকা।[৮০৯] বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোও বাণিজ্যিক ও বড় খাতে ঋণ দেওয়ায় খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও বেসিক ব্যাংকে।[৮১০] লক্ষ্য না থাকায় শুধুমাত্র জব্দ করা সম্পদ কার্যকর হয়নি, এবং রাজস্ব না বাড়লেও পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধিতে অন্তর্বর্তী সরকারের ঋণনির্ভরতা বজায় ছিল।

ব্যাংকগুলো সরকারি ঋণ বিতরণে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে, মোট ঋণ প্রবৃদ্ধির প্রায় ১১ শতাংশ, এর মধ্যে ৫৭ শতাংশ ঋণ নিয়েছে সরকার, যা 'ক্রাউডিং আউট' প্রভাবের উদাহরণ। সরকারি ঋণের প্রবৃদ্ধি ২৮ দশমিক ৯ শতাংশ যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যায়।[৮১১] চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকার ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ নিয়েছে ৬১ হাজার ১৪৮ কোটি টাকা।[৮১২]২০২৪-২৫ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ ঋণ ছিল জিডিপির ২২ দশমিক ৬ শতাংশ, কিন্তু এই ঋণ পরিশোধ করতেই সরকারের মোট রাজস্বের ৮৯ দশমিক ৪ শতাংশ ব্যয় হয়েছে।[৮১৩] বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি কমে ৬ দশমিক ১ শতাংশ, যা ২০০৩ সালের পর সর্বনিম্ন।[৮১৪] উচ্চ সুদহার (১৪-১৫%), নীতিগত অস্পষ্টতা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিনিয়োগ ও শিল্প সম্প্রসারণ স্থবির হয়ে পড়ে। এলসি খোলা, মূলধনি যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানিও কমে যায় এ সময়ে। কর-জিডিপি অনুপাত কমায় সরকার ব্যাংকনির্ভর হয়ে ওঠে।[৮১৫] সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বাস্তবায়নের ফলে একদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি হয়েছে, অন্যদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ব্যাংক ঋণে উচ্চ সুদের কারণে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে এক ধরনের স্থবিরতা দেখা গেছে। এর ফলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমেছে এবং নতুন পে-স্কেল ও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অর্থায়ন নতুন সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।

অন্তর্বর্তী সরকার দুর্বল ব্যাংকগুলিকে ঋণ দিতে প্রথমে টাকা না ছাপার ঘোষণা দিলেও চার মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার অবস্থান বদল করে। গভীর সংকটে থাকা ছয়টি ব্যাংককে নভেম্বর ২০২৫-এ ছয়টি দুর্বল ব্যাংকে ২২,৫০০ কোটি টাকা, জানুয়ারি ও মার্চে আরও ৭,৪১০ কোটি টাকা ঋণ দেয়।[৮১৬] গভর্নরের এই হঠাৎ পরিবর্তন নিয়ে সমালোচনা উঠেছে, কারণ বিপুল সরকারি অর্থ দুর্বল ব্যবস্থাপনায় জর্জরিত ব্যাংকে প্রবাহিত হওয়ায় দণ্ডহীনতার ঝুঁকি তৈরি করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫-এ গভর্নরের পূর্ণ মন্ত্রীর মর্যাদা ও পরিচালনা কাঠামো সংস্কারের প্রস্তাব উপেক্ষিত হয়েছে। তদারকি, সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক প্রভাবমুক্ত বোর্ড ছাড়া প্রকৃত সংস্কার সম্ভব হয়নি। পুনর্গঠন নীতি

---

[৮০৫] *প্রথম আলো*, 'পঁচিশে অর্থনীতির আলোচিত ২৫', ১ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/business/v50wz86j8d (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮০৬] *টিবিএস*, 'মূল্যায়ন পরীক্ষা বর্জন: ইসলামী ব্যাংকের ২০০ কর্মী চাকরিচ্যুত; ৪,৭৭১ জন ওএসডি' ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangla/Economy/news-details-395741 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮০৭] *বাংলাদেশ ব্যাংক*, 'উইকলি সিলেক্টেড ইকোনমিক ইন্ডিকেটরস', https://www.bb.org.bd/en/index.php/econdata/index (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮০৮] গোলাম মওলা, 'সরকারের সময় শেষ, ব্যাংক খাতের কতটা সংস্কার হলো?', *প্রাগুক্ত।*

[৮০৯] *বাংলাদেশ বিজনেস নিউজ*, 'বাংলাদেশ: এনপিএলস হিট রেকর্ড বিডিটি ৬.৪৪ টিএন ইন সেপ্টম্বর ২০২৫', ২৬ নভেম্বর ২০২৫, https://businessnews-bd.net/bangladesh-npls-hit-record-bdt-6-44tn-in-september-2025/ (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮১০] শাহেদ আলী ইরশাদ, 'বিশেষায়িত ব্যাংকের খেলাপি নিয়ে উদ্বেগ', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.bd-pratidin.com/last-page/2026/01/14/1204334 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮১১] শওকত হোসেন, 'সংখ্যায় সংখ্যায় জেনে নিই অর্থনীতির শক্তি, দুর্বলতা আর নানা শঙ্কার কথা', *প্রথম আলো*, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/analysis/ywas2ngubp (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮১২] শফিউল আলম সুজন, 'অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বেড়েছে ঋণের বোঝা', *ইনডিপেন্ডেন্ট নিউজ*, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.itvbd.com/economy/258580/ (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮১৩] রেজাউল করিম বায়রন, 'সরকারের কাঁধে ৩০ বিলিয়ন ডলারের ঋণের বোঝা', *ডেইলি স্টার বাংলা*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://bangla.thedailystar.net/economy/news-3901171 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮১৪] *টিবিএস*, 'ডমেস্টিক ইকোনমি সাফারস হোয়াইল এক্সটারনাল ব্যালান্স স্ট্যাবিলাইজেস', ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.tbsnews.net/supplement/domestic-economy-suffers-while-external-balance-stabilises-1322426 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮১৫] *বণিক বার্তা*, '২৩ লাখ কোটি টাকার বেশি ঋণের বোঝা নিয়ে যাত্রা করছে বিএনপি সরকার', ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.bonikbarta.com/bangladesh/b8ZRHDOKsl9jRxHF (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮১৬] শাখাওয়াত প্রিন্স, 'টাকা ছাপিয়ে সংকটে থাকা দুই ব্যাংককে আরও ২,৫০০ কোটি টাকা সহায়তা দিচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক', *টিবিএস*, ১৪ মার্চ ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangla/Economy/news-details-321386 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

সাময়িক চাপ কমালেও খেলাপি ঋণ, আমানতকারীর আস্থা ও ব্যাংক খাত পুনরুদ্ধারে বড় চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার উদ্যোগে ব্যাংকিং খাত অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা থাকলেও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের বদলে ব্যক্তিনির্ভর উদ্যোগ বেশি গুরুত্ব পাওয়ায় কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হয়নি।

রাজস্ব ব্যবস্থাপনা

অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য খাতে বড় সংস্কার হিসেবে ২০২৫ সালের ১২ মে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) বিলুপ্ত করে রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা নামে দুটি বিভাগ গঠনের অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এনবিআরের কর্মীদের নজিরবিহীন আন্দোলন সংঘটিত হয় যে কারণে রাজস্ব আদায় সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। সরকার আন্দোলন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে বরখাস্ত, বদলি ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়।[৮১৭]

এসময় কর ফাঁকি রোধ, স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এনবিআর কয়েকটি পদক্ষেপ নেয় - সব কর শনাক্তকরণ নম্বরধারীদের জন্য অনলাইন আয়কর রিটার্ন বাধ্যতামূলক করা, অনলাইন ভ্যাট রিফান্ড চালু করা, কর অডিট নির্দেশিকা জারি, ১২টি নতুন কমিশনারেট, কাস্টমস হাউজ ও বিশেষায়িত ইউনিট গঠন, ৩,৫৯৭টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়। এছাড়া সিঙ্গেল উইন্ডো চালু, গ্রিন চ্যানেলের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি, আংশিক রপ্তানিকারকদের জন্য বন্ড সুবিধা চালু, কাস্টমস বন্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিবিএমএস) চালুসহ একাধিক অটোমেশন প্রক্রিয়া চালু করে এনবিআর।[৮১৮] ভ্যাট আইন সংশোধনের মাধ্যমে ৫০ লাখ টাকার বেশি টার্নওভারের প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়। ২০২৫ সালে ১ লাখ ৩১ হাজার প্রতিষ্ঠান নতুনভাবে ভ্যাটে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং নতুন করে নিবন্ধন করে আড়াই লাখ প্রতিষ্ঠান।[৮১৯] ভ্যাট অটোমেশনের মাধ্যমে আগামী বছর ১ লাখ নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভ্যাটের আওতায় আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করে এনবিআর।[৮২০]

কর অব্যাহতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য অন্তর্বর্তী সরকার ট্যাক্স এক্সপেন্ডিচার পলিসি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক (টিইপিএমএফ) প্রণয়ন ও গেজেটে প্রকাশ করে। আয়কর, কাস্টমস ও ভ্যাট আইন ২০২৩ সংশোধনের মাধ্যমে এনবিআরের ক্ষমতা সীমিত করা হয় এবং কর অব্যাহতির জন্য সংসদের অনুমোদন বাধ্যতামূলক করা হয়।[৮২১] একই সঙ্গে হজযাত্রীদের বিমান টিকিট, খেজুর আমদানি, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও মোবাইল ফোনে শুল্ক-কর ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ হ্রাসের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা ৪ লাখ ৯৯ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ করা হলেও পরবর্তীতে তা ৫ লাখ ৫৪ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে রাজস্ব আদায়ে ২১ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটে, ভ্যাট আদায় বাড়ে ৩৪ শতাংশ, আয়কর ২৪ শতাংশ, অন্যদিকে শুল্ক কমে ৫ শতাংশ হয়, যা মূলত আমদানি হ্রাসের কারণে ঘটেছিল।[৮২২] অনলাইনে ই-রিটার্ন চালু হওয়ায় ২০২৫-২৬ কর বছরের জন্য ৩০ লাখের বেশি করদাতা রিটার্ন দাখিল করেছেন এবং প্রায় ৪৫ লাখ করদাতা রেজিস্ট্রেশন করেছেন। দৈনিক গড়ে ১০০ জন করে প্রায় ৩,৩০০ প্রবাসী বাংলাদেশিরা আয়কর রিটার্ন জমা দিয়েছেন।[৮২৩]

কাস্টমস বন্ড অটোমেশন ও নতুন অনলাইন ভ্যাট রিফান্ড ব্যবস্থা চালু হলেও ভ্যাট রিফান্ডে এনবিআরের সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। নতুন অনলাইন ব্যবস্থায় ব্যবসায়ীরা কেবল আংশিক রিফান্ডের জন্যই আবেদন করতে পারছেন। এর সঙ্গে অডিটসহ অতিরিক্ত শর্ত যুক্ত হওয়ায় প্রক্রিয়াটি আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। কাস্টমস বন্ড অটোমেশনের পরও এনবিআরের প্রয়োজনীয় সেবা দিতে সক্ষমতা তৈরি হয়নি। ইউটিলিটি পারমিশনে বিলম্ব, ২৪টি চেকলিস্ট অনুসরণ বাধ্যতামূলক, আংশিক ভ্যাট রিফান্ড, ২ শতাংশ অ্যাডভান্স ট্যাক্স ছাড়া ভ্যাট ও এসডি রিফান্ডের সীমাবদ্ধতা মিলিয়ে ১,৫০০ কোটি টাকার রিফান্ড আটকে আছে, ফলে ব্যবসায়ীদের ওপর আর্থিক চাপ বেড়েছে। আইন অনুযায়ী এনবিআরকে রিফান্ড দিতে বা ধ্য থাকা সত্ত্বেও এই সীমাবদ্ধতার কারণে ভ্যাট রিফান্ডে কার্যকর সমাধান হচ্ছে না।[৮২৪] চলতি অর্থবছর (২০২৫-২৬) রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ৫ লাখ ৫৪ হাজার কোটি টাকা, কিন্তু সার্বিক অর্থনৈতিক পরিবেশ উন্নত না হলে এটি অর্জন সম্ভব নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, অর্থবছরের মাঝপথে লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি রাজনৈতিক সরকারের

---

[৮১৭] জাহাঙ্গীর শাহ, 'রাজস্ব খাতে বড় সংস্কারের উদ্যোগে এনবিআরে নজিরবিহীন আন্দোলন', *প্রথম আলো*, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/economics/htdy5kj94z (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮১৮] সাইফুল হক মিঠু, 'রাজস্ব খাতে অটোমেশন, কর জালের আওতা আরও বাড়ছে', *জাগোনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.jagonews24.com/economy/news/1076591 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮১৯] *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'এক মাসে ভ্যাট নিবন্ধনের আওতায় এল সোয়া লাখ প্রতিষ্ঠান', ০৩ জানুয়ারি ২০২৬, https://bangla.bdnews24.com/economy/80db614c00bf (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮২০] সাইফুল হক মিঠু, 'রাজস্ব খাতে অটোমেশন, কর জালের আওতা আরও বাড়ছে', *প্রাগুক্ত।*

[৮২১] *টিবিএস*, 'সংস্কারে রাজস্ব সংগ্রহে গতি, ছয় মাসে আদায় বেড়েছে ২৩,০২০ কোটি টাকা', ২৭ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.tbsnews.net/bangla/Economy/news-details-444661 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮২২] *কালের কণ্ঠ*, 'তিন চ্যালেঞ্জে অর্থনীতি', ২২ অক্টোবর ২০২৫, https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2025/10/22/1595158 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮২৩] *প্রথম আলো*, '৩৩০০ প্রবাসী বাংলাদেশি করদাতা বিদেশ থেকে কর দিয়েছেন', ১৩ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/business/economics/bkqr7phnqp (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮২৪] রিয়াদ হোসেন, 'অনলাইন ভ্যাট রিফান্ডে জটিলতা; আটকে আছে ১,৫০০ কোটি টাকা', *টিবিএস*, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.tbsnews.net/bangla/Economy/news-details-446566 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত ছিল, কারণ ব্যবসায়ীরা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে রাজস্ব ঘাটতি অব্যাহত ছিল। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ঘাটতি ছিল ৯২ হাজার ৬২৬ কোটি টাকা।[৮২৫] ২০২৫-২৬-এর প্রথম ছয় মাসে রাজস্ব আদায় ১ লাখ ৮৫ হাজার ২২৯ কোটি টাকা গত বছরের (২.৬৭ %) একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি ১৪ দশমিক ১৯ শতাংশ[৮২৬] এবং রাজস্ব ঘাটতি ৬৮ হাজার ৯৯৫ কোটি টাকা।[৮২৭] কর-জিডিপি অনুপাত মাত্র ৬ দশমিক ৮ শতাংশ, যা আঞ্চলিক দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম।[৮২৮]

এনবিআরের সংস্কার হিসেবে রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা নামে দুটি বিভাগ করার অধ্যাদেশ জারি হলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় বাস্তবায়ন হয়নি।[৮২৯]

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন (এডিপি) ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২ লাখ ২৬ হাজার কোটি টাকা[৮৩০], আর ২০২৫-২৬-এ এডিপি'র জন্য বরাদ্দ রাখা হয় ২ লাখ ৩৮ হাজার ৬৯৫ কোটি টাকা। সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে পাঁচ খাতে–পরিবহন ও যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধা, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন–যার পরিমাণ ১ লাখ ২১ হাজার ১১৮ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৬০.৫৪ শতাংশ।[৮৩১] রূপপুর প্রকল্পে বরাদ্দ অপরিবর্তিত থাকলেও ঢাকা-আশুলিয়া এক্সপ্রেসওয়েতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ সংশোধিত এডিপিতে বাদ দেওয়া হয়েছে।[৮৩২] অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে পরিচালনা ব্যয়ের তুলনায় উন্নয়ন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সরকারি ব্যয় হয়েছিল ৬৬ লাখ ২৫ হাজার ৯১৪ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন মাত্র ৬৭.৮৫ শতাংশ, যা দেড় দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন। এর মধ্যে পরিচালনায় ব্যয় ৪ লাখ ৭৪ হাজার ১৪৩ কোটি টাকা (৭৬%) এবং উন্নয়ন খাতে ১ লাখ ৫১ হাজার ৭৭১ কোটি টাকা। ২০২৫-২৬-এর প্রথম তিন মাসে পরিচালনা ব্যয় ৩১ হাজার ৮০০ কোটি টাকা (৩৫.৩৩%) যা প্রধানত ঋণের সুদ পরিশোধে এবং পদোন্নতি, ভাতা, প্রশিক্ষণ ও কমিটি গঠনে ব্যয় হয়েছে।[৮৩৩]

চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে এডিপি থেকে ৩০ হাজার কোটি টাকা কাটছাঁট করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। সেখানে সবচেয়ে বেশি, স্বাস্থ্যসেবা খাতে বরাদ্দ কমেছে ৭৩ শতাংশ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় কমেছে ৫৫ শতাংশ।[৮৩৪] শীর্ষ ১০ মেগা প্রকল্পের মধ্যে আটটিতে বরাদ্দ কমানো হয়েছে এবং মোট কমছে ১২ হাজার কোটি টাকার বেশি। এমআরটি-১ প্রকল্পে সর্বোচ্চ কাটছাঁট করা হয়েছে ৭ হাজার ৮৩০ কোটি টাকা (৯১%)। প্রকল্প বাস্তবায়ন শ্লথগতি, রাজস্ব ঘাটতি, পরিকল্পনা ও তদারকিতে ঘাটতির কারণে ব্যর্থ হয়েছে।[৮৩৫] ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে এডিপি বাস্তবায়ন মাত্র ১৭.৫৪ শতাংশ বা ৪১ হাজার ৮৭৬ কোটি টাকার।[৮৩৬] ২০২৪-২৫-এর ২৯টি উন্নয়ন প্রকল্প, যার অনুমোদিত ব্যয় ছিল ১২ হাজার ৪৩৩ কোটি টাকা, প্রায় ৬ হাজার ৭৫৫ কোটি ব্যয়ের পর অসমাপ্ত অবস্থায় বাতিল করা হয়। বাতিল প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে মহাকাশ কেন্দ্র ও নভোথিয়েটার, রেল কোচ, সড়ক উন্নয়ন, নদী-বন্দর আধুনিকায়ন ও টেলিভিশন স্টেশন নির্মাণ। বাতিলের প্রধান কারণ দেখানো হয় দুর্বল ফিজিবিলিটি, ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতা, ব্যয় বৃদ্ধি ও কারিগরি ঝুঁকি।[৮৩৭]এত টাকা ব্যয় করার পর ২৯টি উন্নয়ন প্রকল্প বাতিল মূলত রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহির ঘাটতির প্রতিফলন, যার ফলে বিপুল সরকারি অর্থ অপচয় হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, তদারকি ও জবাবদিহির ঘাটতি এবং শক্তিশালী ফিজিবিলিটি স্টাডি না থাকায় দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি ও এমন ব্যর্থতার ধারা চলতেই থাকবে। নতুন

[৮২৫] গোলাম মওলা, 'কেমন অর্থনীতি পাচ্ছে নতুন সরকার', *বাংলা ট্রিবিউন*, ১১ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.banglatribune.com/business/news/929683/ (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮২৬] *বাংলাদেশ ব্যাংক*, https://www.bb.org.bd/en/index.php/econdata/index (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮২৭] রিয়াদ হোসেন, 'অর্থবছরের প্রথমার্ধে রাজস্ব আদায় ১৪% বাড়লেও লক্ষ্যমাত্রা থেকে ঘাটতি ৬৯ হাজার কোটি টাকা', *টিবিএস*, ২১ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.tbsnews.net/bangla/Economy/news-details-441886 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮২৮] ফাহমিদা খাতুন, 'বাংলাদেশ'স ইকোনমি ইন ২০২৫ অ্যান্ড এক্সপেটেশনস ফর ২০২৬', *প্রাগুক্ত*।

[৮২৯] *সময় নিউজ*, 'এখনই ভাগ হচ্ছে না এনবিআর!', ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.somoynews.tv/news/2026-02-10/RAVU2PQ3 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৩০] *বণিক বার্তা*, 'এনইসি অ্যাপ্রুভস বিডিটি ২.৩টি এডিপি ফর এফওয়াই২০২৫-২৬', ১৮ মে ২০২৫, https://en.bonikbarta.com/bangladesh/9cd1G9clTAOiEIyo?utm_source=chatgpt.com (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৩১] *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'এডিপির আকার কমল ১৩%, স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় বড় কোপ', ১২ জানুয়ারি ২০২৬, https://bangla.bdnews24.com/economy/fe9161d0f98a (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৩২] জাহাঙ্গীর শাহ, 'মেট্রোরেলসহ বড় বড় প্রকল্পে বরাদ্দ কত টাকা কমছে', *প্রথম আলো*, ১১ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/business/economics/bjs7g7u45l (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৩৩] শেখ আবদুল্লাহ, 'সরকারের পরিচালন ব্যয়ের ৩৫.৩৩ শতাংশই গেছে সুদ পরিশোধে', *টিবিএস*, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.tbsnews.net/bangla/Economy/news-details-447401 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৩৪] *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'এডিপির আকার কমল ১৩%, স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় বড় কোপ', *প্রাগুক্ত*।

[৮৩৫] জাহাঙ্গীর শাহ, 'মেট্রোরেলসহ বড় বড় প্রকল্পে বরাদ্দ কত টাকা কমছে', *প্রাগুক্ত*।

[৮৩৬] *সময়নিউজ*, 'অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে এডিপি বাস্তবায়ন ১৭.৫৪ শতাংশ', ১৫ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.somoynews.tv/news/2026-01-15/2LFyEB4M (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৩৭] সাইফুদ্দিন সাইফ, '৬ হাজার ৭৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ের পর বাতিল হলো ২৯ প্রকল্প', *টিবিএস*, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-438736 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

বেতন কমিশনের কারণে ভবিষ্যতে ব্যয় বৃদ্ধি, যা কর্মসংস্থান, অভ্যন্তরীণ চাহিদা, স্বাস্থ্য ও অবকাঠামো খাতের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এবং সামষ্টিক প্রবৃদ্ধি চাপের মুখে পড়বে।

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৮ মাসে একনেকের ২০টি সভায় ১৫৩টি নতুন প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে, যার মোট বরাদ্দ প্রায় ২ লাখ ১২ হাজার কোটি টাকা। বরাদ্দের ৪২ শতাংশ চট্টগ্রাম বিভাগে গেলেও দারিদ্র্যপীড়িত রংপুর (২.৪৪%), রাজশাহী (১.৩৮%), বরিশাল (০.৮৬%) ও ময়মনসিংহ (০.১৭%) বিভাগে নগন্য বরাদ্দ হয়েছে। ফলে অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্যের চিত্র স্পষ্ট দেখা গেছে। অন্তর্বর্তী সরকার পরবর্তী সরকারের জন্য বিদেশী ঋণ সীমিত করার পরামর্শ দিলেও নিজেদের সময়ে 'বে টার্মিনাল মেরিন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট' অনুমোদন করেছে, যা বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে চট্টগ্রামের কালুরঘাটে রেল ও সেতু নির্মাণে ১০ গুণ বেশি ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে। একই সময়ে কুমিল্লায় ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকার গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্পও অনুমোদন পেয়েছে। বরাদ্দ ও প্রকল্প অনুমোদনে আঞ্চলিক প্রভাব ও উপদেষ্টাদের ব্যক্তিগত যোগসূত্র নিয়ে প্রশ্ন ও সমালোচনা উঠেছে।[৮৩৮]

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

অন্তর্বর্তী সরকারের পদক্ষেপে অর্থনীতি ধীরে ধীরে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধির দিকে ফিরতে শুরু করে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৪.৫ শতাংশ। খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধিতে কৃষি ২.৩০ শতাংশ, সেবা খাতে ৩.৬৭ শতাংশ এবং শিল্প খাতে ৬.৯৭ শতাংশ (সর্বোচ্চ) বৃদ্ধি পায়, যা সামগ্রিক জিডিপি বৃদ্ধি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।[৮৩৯] দীর্ঘদিন থেকে ৬ এর উপরে চলতে থাকা প্রবৃদ্ধি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে নেমে আসে ৩.৯৭ শতাংশে যা কোভিড-১৯ এর পর সর্বনিম্ন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের (জুন ২০২৫) পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৫.৫ শতাংশ কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে তা ৫.৩৮ শতাংশ হবে বলে ধারণা করা হয়।[৮৪০] ২০২৫ সালের প্রবৃদ্ধি হার দ্রুত বর্ধনশীল শ্রমশক্তির জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অপ্রতুল ছিল। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে সাড়ে ৫ শতাংশ। এই লক্ষ্য অর্জন নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। রাজস্ব আয় যদিও বাড়ছে তবে বিনিয়োগ স্থবির, মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানি ২০-২৫ শতাংশ কম, এবং নির্মাণ খাতের প্রবৃদ্ধি হঠাৎ কমে যাওয়ার ফলে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অর্থনীতি পুনরুদ্ধার সময়সাপেক্ষ।[৮৪১]

বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও শ্রমখাত

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে বিনিয়োগ ও শিল্প খাতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) তথ্যমতে, ২০২৫ সালের জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর সময়ে নিট এফডিআই প্রবাহ ১.৪১ বিলিয়ন ডলার হয়েছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮০ শতাংশ বেশি, এবং বিনিয়োগ পাইপলাইন ১.৫ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে।[৮৪২] ব্যবসা-বাণিজ্য বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য দেশে প্রথম বিশেষায়িত বাণিজ্যিক আদালত গঠন করা হয়। শ্রম আইন সংশোধনের মাধ্যমে মাত্র ২০ জন শ্রমিকের সম্মতিতেই ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং আইএলও'র তিনটি কনভেনশন স্বাক্ষর ও শ্রম আইন সংশোধন করা হয়েছে।[৮৪৩] এছাড়া বেক্সিমকোর ১৫টি বন্ধ কারখানা চালু করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও ঋণ পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। খেলাপি ঋণ আদায় ও শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধের জন্য দেওয়া ৭০০ কোটির বেশি সুদমুক্ত ঋণ নির্ধারিত সময়ে ফেরত না দেওয়ায় বেক্সিমকোসহ অন্তত ১০টি সমস্যাগ্রস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা, সম্পদ বিক্রয় ও বিদেশযাত্রা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এসব পদক্ষেপ বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক আস্থাকে বৃদ্ধি করতে সহায়ক হয়েছে।[৮৪৪]

বৈদেশিক বিনিয়োগ ও বাণিজ্য

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বিদেশি বিনিয়োগ ছিল ৬৭ কোটি ডলার, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তা ৫৫ কোটি ডলারে নেমে এসেছে (১৭% কম) যা পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন এবং মোট জিডিপির মাত্র ০.৩৩ শতাংশ। বিনিয়োগ সম্মেলনের প্রচার থাকলেও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিডায় নিবন্ধিত বিনিয়োগ প্রস্তাব ৫৮ শতাংশ কমেছে। দেশীয় বিনিয়োগ প্রস্তাব কমেছে ৮৯ শতাংশ এবং চীনের নিট এফডিআই হ্রাস পেয়েছে ৩.৩ শতাংশ। উচ্চ সুদহার, মূল্যস্ফীতি ও জ্বালানি সংকটের কারণে বেসরকারি খাতের ঋণ ও ব্যবসা

---

[৮৩৮] *বণিক বার্তা*, 'অন্তর্বর্তী সরকারের ২ লাখ ১২ হাজার কোটি টাকার নতুন প্রকল্পের ৪২ শতাংশই চট্টগ্রামে', ২৮ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.bonikbarta.com/bangladesh/neXzvFPYBCfVJuUK (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৩৯] *প্রথম আলো*, 'চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বেড়ে সাড়ে ৪ শতাংশ', ১৩ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/business/economics/0515yleckr (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৪০] ফাহমিদা খাতুন, 'বাংলাদেশ'স ইকোনমি ইন ২০২৫ অ্যান্ড এক্সপেটেশনস ফর ২০২৬', *প্রাগুক্ত*।

[৮৪১] শওকত হোসেন, 'সংখ্যায় সংখ্যায় জেনে নিই অর্থনীতির শক্তি, দুর্বলতা আর নানা শঙ্কার কথা', *প্রথম আলো*, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/analysis/ywas2ngubp (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৪২] *টিবিএস*, 'এফডিআই সার্জেস ওভার ২০০% ইন কিউ৩ ডেসপাইট গ্লোবাল আনসার্টেন্টি', ১১ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.tbsnews.net/economy/fdi-surges-over-200-q3-despite-global-uncertainty-1331781 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৪৩] *প্রথম আলো*, 'পঁচিশে অর্থনীতির আলোচিত ২৫', ১ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/business/v50wz86j8d (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৪৪] শেখ আবদুল্লাহ, 'বেক্সিমকোসহ ১০ প্রতিষ্ঠান; মামলার সিদ্ধান্ত সরকারের', *টিবিএস*, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangla/Economy/news-details-431726 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে।[৮৪৫] ২০২৫ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন) নিট এফডিআই প্রবাহ ছিল ৩০৩.২৭ মিলিয়ন ডলার, যা প্রথম প্রান্তিকের (জানুয়ারি-মার্চ) ৭৮৮.২৪ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় ৬১.৫৩ শতাংশ কম।[৮৪৬] মূলত বিদ্যমান বিনিয়োগকারীদের মুনাফা পুনঃবিনিয়োগের কারণে তৃতীয় প্রান্তিকে সামান্য বৃদ্ধি দেখা গেলেও নতুন বিদেশি ইক্যুইটি বিনিয়োগ আনতে দেশ এখনও ব্যর্থ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ব্যবসা পরিবেশ সূচকে (বিবিএক্স) আইন-কানুনের তথ্য প্রাপ্তি, অবকাঠামো, শ্রম নিয়ন্ত্রণ ও বাণিজ্য সহজীকরণসহ ছয়টি খাতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। বিডার চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী দেশে বিনিয়োগ সম্মেলনে করার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশ সরকারি সফর করেন। কিন্তু সেখানেও কার্যকর ফল দেখা যায়নি, উল্টো কয়েকটি দেশ থেকে এফডিআই আসা কমেছে।[৮৪৭] রাজনৈতিক অস্থিরতা, আইনশৃঙ্খলার দুর্বলতা ও প্রশাসনিক জটিলতা বিনিয়োগে আস্থা কমিয়েছে, ফলে বিদেশি বিনিয়োগের স্থবিরতা এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে।[৮৪৮]

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ তিন বছর পর প্রথমবারের মতো ৩.৪ বিলিয়ন ডলারের ব্যালেন্স অব পেমেন্ট (বিওপি) উদ্বৃত্ত অর্জন করে এবং বাণিজ্য ঘাটতি কমে ৯.১ শতাংশ। চলতি ও আর্থিক হিসাব ও সামগ্রিক ভারসাম্য ইতিবাচক থাকায় বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ সহজ হয়।[৮৪৯] সরকার ২০২৫-২৬ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে (১ জানুয়ারি থেকে ৩০ জুন ২০২৬) রপ্তানি প্রণোদনা অপরিবর্তিত রাখে[৮৫০] এবং বাংলাদেশ ব্যাংক রপ্তানি নথি ডিজিটাল প্রক্রিয়াকরণের অনুমতি দেয়।[৮৫১] এনবিআর ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে শুল্কমুক্ত কাঁচামাল আমদানির সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে রপ্তানি ও ভোক্তা সুবিধা বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়।[৮৫২]

বৈদেশিক বাণিজ্যে কিছু ইতিবাচক অগ্রগতি থাকলেও ২০২৫ সালে রপ্তানি আয় ছিল উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে। জুলাইয়ের পর থেকে প্রবৃদ্ধি ধারাবাহিকভাবে কমে নভেম্বরে দাঁড়ায় ঋণাত্মক ৫.৫ শতাংশ।[৮৫৩] রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারিতে রপ্তানি আয় হয়েছে ২৮.৪১ বিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ১.৯৩ শতাংশ কম। তৈরি পোশাক খাতে আয় কমে ২২.৯৮ বিলিয়ন ডলারে নেমেছে; নিটওয়্যার ও ওভেন–উভয় ক্ষেত্রেই রপ্তানি কমেছে। কৃষিপণ্য রপ্তানিও কমেছে ১০.৩০ শতাংশ।[৮৫৪] আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদার ঘাটতি এবং অব্যাহত মূল্যচাপ ও উচ্চ উৎপাদন ব্যয় এর প্রধান কারণ। অন্যান্য খাতের কয়েকটি পণ্যে মাঝারি প্রবৃদ্ধি হলেও পোশাক খাতের মন্দার কারণে সামগ্রিক রপ্তানি পরিস্থিতির ওপর নেতিবাচক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। এককভাবে পোশাক খাতের ওপর নির্ভরতা আরও বেড়েছে (২০২৫ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৬ অর্থবছরে বেড়েছে ০.০৯%), কিন্তু পণ্য বৈচিত্র্যে অগ্রগতি হয়নি।[৮৫৫] গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকটে কারখানাগুলো পূর্ণ সক্ষমতায় উৎপাদন করতে পারেনি এবং ব্যয় বেড়েছে প্রায় ৩৫ শতাংশ।[৮৫৬] ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা ও যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্কও নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।[৮৫৭] এ ছাড়া চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল ইজারা বাতিল ঘিরে ছয় দিনের কর্মবিরতিতে প্রায় ৫৪ হাজার টিইইউএস কনটেইনার জট তৈরি হয় এবং আনুমানিক ১,২০০ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়।[৮৫৮]

২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ে আমদানি বেড়েছে ৫.২ শতাংশ, যা মূলত উৎপাদনের কাঁচামাল আমদানির কারণে।[৮৫৯] তবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয় ছিল ৬৮.৪ বিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পায় মাত্র ২.৪

---

[৮৪৫] *বণিক বার্তা*, 'বিডায় দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ প্রস্তাব নিবন্ধন কমেছে ৫৮ শতাংশ', ১২ জানুয়ারি ২০২৬, https://bonikbarta.com/bangladesh/zxAPQAMPBYub6WfF (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৪৬] বদরুল আলম, 'এফডিআই ইন বাংলাদেশ ফলস শার্পলি, ডাউন ৬১% ইন কিউ২ ২০২৫', *বণিক বার্তা*, ১৩ অক্টোবর ২০২৫, https://en.bonikbarta.com/business/hDybnQW1cYsmp99v (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৪৭] শুভংকর কর্মকার, 'বিনিয়োগ কম, আশিক চৌধুরীর চমক কোথায়', *প্রথম আলো*, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/business/economics/zumbiv4i4t (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৪৮] *কালের কণ্ঠ*, 'তিন চ্যালেঞ্জে অর্থনীতি, ২২ অক্টোবর ২০২৫, https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2025/10/22/1595158 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৪৯] শওকত হোসেন, 'সংখ্যায় সংখ্যায় জেনে নিই অর্থনীতির শক্তি, দুর্বলতা আর নানা শঙ্কার কথা', *প্রাগুক্ত*।

[৮৫০] *বাংলা ট্রিবিউন*, '২০২৫-২৬ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধেও বহাল থাকছে রফতানি প্রণোদনার হার,' ৭ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.banglatribune.com/business/929301/ (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৫১] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'রফতানি নথি জমা হবে অনলাইনে, প্রক্রিয়া সহজ করলো বাংলাদেশ ব্যাংক,০৭ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.banglatribune.com/business/929253/ (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৫২] *প্রথম আলো*, 'মুঠোফোনের আমদানি শুল্ক ৬০% কমল, দাম কত কমবে', ১৩ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/business/economics/gy4uzczbn8 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৫৩] *টিবিএস*, 'ডমেস্টিক ইকোনমি সাফারস হোয়াইল এক্সটারনাল ব্যালান্স স্ট্যাবিলাইজেস', *প্রাগুক্ত*।

[৮৫৪] *বণিক বার্তা*, 'কৃষিপণ্যের রফতানি কমেছে ১০.৩০%', ১৭ জানুয়ারি ২০২৬, https://bonikbarta.com/economy/zIbtWpUA0TtgiV9G (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৫৫] *টিবিএস*, 'ডমেস্টিক ইকোনমি সাফারস হোয়াইল এক্সটারনাল ব্যালান্স স্ট্যাবিলাইজেস', *প্রাগুক্ত*।

[৮৫৬] মাসুদ রুমী, 'ব্যবসা-বাণিজ্যে দুরবস্থা', *কালের কণ্ঠ*, ২ জানুয়ারি, ২০২৬ https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2026/01/02/1628094 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৫৭] *ডেইলি স্টার*, 'কী স্টোরিস অব বাংলাদেশ'স ইকোনমি লাস্ট উইক', *প্রাগুক্ত*।

[৮৫৮] *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, 'আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ধাক্কা', ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.bd-pratidin.com/economy/2026/02/06/1213671 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৫৯] ফাহমিদা খাতুন, 'বাংলাদেশ'স ইকোনমি ইন ২০২৫ অ্যান্ড এক্সপেটেশনস ফর ২০২৬', *প্রাগুক্ত*।

শতাংশ। মূলধনি যন্ত্রপাতি ও মধ্যবর্তী পণ্যের আমদানি কমায় বিনিয়োগ স্থবিরতার ইঙ্গিত মিলেছে, ভোগ্যপণ্য আমদানিও প্রায় স্থিতিশীল ছিল।[৮৬০] আমদানিকৃত সুতায় অতিরিক্ত শুল্ক প্রস্তাব ঘিরে স্পিনার ও পোশাক রপ্তানিকারকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। ভারতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে অনেক স্পিনিং মিল বন্ধ হয়েছে, ফলে সুতা ও পোশাক শিল্প ঝুঁকিতে রয়েছে। অন্যদিকে স্পিনাররা দেশীয় মিল সুরক্ষার কথা বললেও রপ্তানিকারকদের আশঙ্কা এতে ব্যয় বাড়বে ও প্রতিযোগিতা কমবে।[৮৬১] সরকারের বন্ডেড লাইসেন্সে শুল্কমুক্ত সুতা আমদানি সুবিধা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তে বিটিএমএ মিল বন্ধের ঘোষণা দিলে প্রায় ১০ লাখের অধিক শ্রমিকের মজুরি ঝুঁকি, পোশাক শিল্পের সরবরাহ ব্যাহত, ব্যাংকখাতে চাপ ও খেলাপি ঋণ (৩৫% বৃদ্ধি) বাড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।[৮৬২] উচ্চ ঋণ সুদ, জ্বালানি সংকট ও কম এডিপি বাস্তবায়নে ভারী শিল্পও চাপে পড়ে।[৮৬৩] বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন এখনো বড় চ্যালেঞ্জ। নভেম্বর ২০২৬-এ এলডিসি উত্তরণ বাংলাদেশের প্রায় ৭০ শতাংশ রপ্তানির ওপর থাকা বাণিজ্য সুবিধা ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করবে এবং রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ঝুঁকিতে পড়ার আশঙ্কা যা প্রতিযোগিতা সক্ষমতার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।[৮৬৪]

বৈদেশিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে গোপনীয়তা: জাতীয় নির্বাচনের পাঁচ দিন আগে অন্তর্বর্তী সরকার জাপানের সঙ্গে প্রথমবারের মতো অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (ইপিএ) সই করে, যার ফলে ৭,৩৭৯টি বাংলাদেশি পণ্য জাপানে শতভাগ শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে এবং ১,০৩৯টি জাপানি পণ্য বাংলাদেশে ধাপে ধাপে শুল্কমুক্ত বা অগ্রাধিকার সুবিধা ভোগ করবে।[৮৬৫] তবে লালদিয়া ও পানগাঁও টার্মিনাল চুক্তিতে নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট থাকায় স্বচ্ছতা ও জনস্বার্থ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। দ্রুততা ও গোপনীয়তার মাধ্যমে বড় চুক্তি সই জাতীয় স্বার্থ ও সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করেছে[৮৬৬], বিশেষত যখন বন্দর অদক্ষতা, উচ্চ লজিস্টিক ব্যয়, জ্বালানি সংকট ও প্রশাসনিক জটিলতা শিল্পকে চাপে রাখছে।

অন্যদিকে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে 'অ্যাগ্রিমেন্ট অন রেসিপ্রোক্যাল ট্রেড (এআরটি)' চুক্তি করে। নতুন চুক্তিতে আগের শুল্ক থেকে ১ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ১৯ শতাংশ করে এবং এতে করে মোট শুল্কহার হবে ৩৪ শতাংশ।[৮৬৭] শুল্ক কমানোর বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে উচ্চমূল্যের পণ্য আমদানির শর্ত নিয়েও সমালোচনা রয়েছে। এর আগেও প্রতিরক্ষাসহ বিভিন্ন ইস্যুতে একাধিক দেশের সঙ্গে চুক্তি সই করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। এর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে চুক্তির শর্তগুলো জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়নি, আবার অংশীজনদের সবার সঙ্গেও আলোচনা করেনি সরকার। ফলে এ ধরনের চুক্তিকে ঘিরে বিভিন্ন মহলে সন্দেহ-সংশয় দেখা যাচ্ছে।[৮৬৮] পাশাপাশি মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্পের আরোপিত একতরফা পাল্টা শুল্ক অবৈধ ঘোষণা করায় চুক্তিটির প্রাসঙ্গিকতা ও ভারসাম্য নিয়ে নতুন প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে চুক্তিটি পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন।[৮৬৯]

অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ

২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপির অনুপাতে বেসরকারি বিনিয়োগ কমে ২২.৪৮ শতাংশে নেমেছে (আগের বছর ২৩.৫১%), যা পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। নিবন্ধিত বিনিয়োগ প্রস্তাবও ১ লাখ ২৪ হাজার কোটি টাকা থেকে কমে ৫২ হাজার কোটিতে দাঁড়ায়।[৮৭০] মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানি ১৯ শতাংশ কমে ২৮১ কোটি ডলারে নেমেছে।[৮৭১] কৃষি (০.৭৬%), শিল্প (২.৪৪%) ও সেবা (২.৪১%)–সব খাতেই প্রবৃদ্ধি ধীর ছিল। বিনিয়োগ স্থবিরতায় কর্মসংস্থান ও পুনরুদ্ধার ব্যাহত হয়েছে, বিশেষত সিএমএসএমই খাত (মোট শ্রমশক্তির ৪০%, জিডিপির ২৫%) সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত।[৮৭২] গত ২০ মাসে ৫০টির বেশি টেক্সটাইল মিল[৮৭৩] ও গাজীপুর-

---

[৮৬০] শওকত হোসেন, 'সংখ্যায় সংখ্যায় জেনে নিই অর্থনীতির শক্তি, দুর্বলতা আর নানা শঙ্কার কথা', *প্রাগুক্ত*।

[৮৬১] *ডেইলি স্টার*, 'কী স্টোরিস অব বাংলাদেশ'স ইকোনমি লাস্ট উইক', *প্রাগুক্ত*।

[৮৬২] রিয়াদ হোসেন, 'নির্বাচনের আগে টেক্সটাইল মিল বন্ধের হুঁশিয়ারিতে পোশাক রপ্তানি নিয়ে উদ্বেগ', *টিবিএস*, ২৩ জানুয়ারি, ২০২৬, https://www.tbsnews.net/bangla/Economy/news-details-442831 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৬৩] মাসুদ রুমী, 'ব্যবসা-বাণিজ্যে দুরবস্থা', *প্রাগুক্ত*।

[৮৬৪] ফাহমিদা খাতুন, 'বাংলাদেশ'স ইকোনমি ইন ২০২৫ অ্যান্ড এক্সপেটেশনস ফর ২০২৬', *প্রাগুক্ত*।

[৮৬৫] *প্রথম আলো*, 'জাপানের সঙ্গে প্রথম ইপিএ সই বাংলাদেশের, ৭ হাজারের বেশি পণ্য রপ্তানিতে মিলবে শুল্কমুক্ত সুবিধা', ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/business/economics/tdbtn0k054 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৬৬] মাসুদ মিলাদ, 'অস্বাভাবিক দ্রুততায় লালদিয়া, পানগাঁও টার্মিনালের চুক্তি', *প্রথম আলো*, ১৭ নভেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=1711d8566d56&eid=1&imageview=0&epedate=17/11/2025&sedId=1 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৬৭] *যুগান্তর*, 'যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি সই, শুল্ক নামল ১৯ শতাংশে', ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.jugantor.com/national/1063708 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৬৮] তারেকুজ্জামান শিমুল, 'যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নতুন বাণিজ্য চুক্তিতে কী থাকছে?', *বিবিসি বাংলা*, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.bbc.com/bengali/articles/c98q57q93d5o (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৬৯] ইব্রাহীম হুসাইন অভি, 'যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তিতে বাংলাদেশের লাভ না ক্ষতি?', *জাগোনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.jagonews24.com/economy/news/1095816 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৭০] ফাহমিদা খাতুন, 'বাংলাদেশ'স ইকোনমি ইন ২০২৫ অ্যান্ড এক্সপেটেশনস ফর ২০২৬', *প্রাগুক্ত*।

[৮৭১] শুভংকর কর্মকার, 'বিনিয়োগ কম, আশিক চৌধুরীর চমক কোথায়', *প্রাগুক্ত*।

[৮৭২] *কালের কণ্ঠ*, 'তিন চ্যালেঞ্জে অর্থনীতি, ২২ অক্টোবর', ২০২৫, https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2025/10/22/1595158 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৭৩] *যুগান্তর*, 'ঝুঁকিতে ৩ লাখ কোটি টাকার বিনিয়োগ,' ১১ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.jugantor.com/tp-firstpage/1051190 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

সাভারে ৩২৭টি কারখানা বন্ধ হয়ে এক লাখ ১৫ হাজার ৩৭৯ জন শ্রমিক চাকরি হারিয়েছে। বেকার হওয়া এসব শ্রমিকের ৯০ শতাংশ এখনো বেকার বলে জানা গেছে।[৮৭৪] প্রায় ৩ লাখ কোটি টাকার বিনিয়োগ ঝুঁকিতে, যার বড় অংশ ব্যাংকঋণ।[৮৭৫] বাংলাদেশে নতুন অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ পরিকল্পনা স্থগিত বা বাতিলের প্রবণতা বেড়েছে। ব্যাংক খাতে অনিয়ম, উচ্চ খেলাপি ঋণ ও আমানতের বিপরীতে কম সুদে আস্থা দুর্বল হয়েছে। ২০২৫ সালে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি ও এলসি খোলা আগের বছরের তুলনায় ২০ শতাংশের বেশি কমে শিল্পে দীর্ঘমেয়াদি স্থবিরতার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।[৮৭৬] এসএমই ও নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণপ্রাপ্তি কঠিন হয়েছে, আর এলডিসি উত্তরণ দেখিয়ে প্রণোদনা ৪ শতাংশ থেকে ১.৫ শতাংশ করা, করপোরেট কর ১২.৫ শতাংশ থেকে ২৭ শতাংশ বৃদ্ধি, তুলা আমদানিতে শুল্ক ও ঋণের সুদ ১৫-১৬ শতাংশ হওয়ায় উৎপাদন ব্যয় বেড়ে আর্থিক চাপ তীব্র হয়েছে।[৮৭৭] অনেক ব্যাংক অতিরিক্ত চার্জও নিয়েছে।[৮৭৮] ভারতের ভর্তুকিযুক্ত সুতার কারণে অসম প্রতিযোগিতা ও ডাম্পিং বেড়েছে। সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সুতা-কাপড় আমদানিতে স্পিনিং-উইভিং মিলের উৎপাদন কমে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকার অবিক্রীত মজুত রয়ে গেছে।[৮৭৯] নীতিগত সহায়তার ঘাটতি, আর্থিক চাপ, অসম প্রতিযোগিতা ও আমদানিনির্ভরতা মিলেই টেক্সটাইল শিল্প গভীর সংকটে, ফলে জিডিপি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সম্ভাবনাও সীমিত হয়ে পড়ে।

পুঁজিবাজার

তালিকাচ্যুত পাঁচটি ব্যাংক একীভূত করে এক ব্যাংক গঠনের মাধ্যমে সরকার আমানতকারীদের অর্থের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়। ডিপোজিট ইন্সুরেন্স অর্ডিন্যান্স ২০২৫ অনুযায়ী বীমা সীমা ১ লাখ থেকে বাড়িয়ে ২ লাখ টাকা করা হয়, যা প্রায় ৯৩ শতাংশ আমানতকারীকে সুরক্ষা দেবে বলে ধারণা করা হয়।[৮৮০] তবে ২০২৫ সাল পুঁজিবাজারের ইতিহাসে সবচেয়ে নিষ্ক্রিয় ও আস্থাহীন বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সংস্কারের ঘোষণা থাকলেও কার্যত মার্জিন ঋণ ও মিউচুয়াল ফান্ড বিধিমালা ছাড়া বড় পরিবর্তন দেখা যায়নি। আইপিও, এসএমই কিউআইও ও করপোরেট বন্ড কার্যক্রম প্রায় স্থবির ছিল। ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে ডিএসইর গড় লেনদেন কমেছে ১৯১ কোটি টাকা। সিএসইতে গত নভেম্বর পর্যন্ত (২০২৫) বছরে প্রতিদিন গড়ে ১৭ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে যা আগের বছরের তুলনায় ১২ কোটি টাকা কম। ২০২৫ সালে প্রায় ৬৬ হাজার বিও হিসাব নিষ্ক্রিয় হয়েছে, এবং ১১৭টি ব্রোকারেজ অফিস বন্ধ হয়েছে। ২০২৫ সালে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থের নিশ্চয়তা না দিয়েই বাজার থেকে পাঁচটি শরিয়াহ ব্যাংকের তালিকাচ্যুত করে সরকার। এছাড়া প্রথমে ৯টি এবং পরে ৩টি বাদ দিয়ে ৬টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সমস্যাগ্রস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ১৫,৩৭০ কোটি টাকার আমানত ঝুঁকিতে পড়েছে। ক্ষুদ্র আমানতকারীদের পরিশোধে প্রায় ৫,০০০ কোটি টাকা মৌখিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।[৮৮১] একই বছরে কিছু শেয়ার ১ টাকার নিচে নেমে যাওয়ায় নতুন টিক সাইজ নির্ধারণ করা হয়েছে।[৮৮২] মার্জিন ঋণ বিধিমালার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিটও করা হয়েছে। অন্যদিকে সমালোচনা থাকলেও মিউচুয়াল ফান্ড বিধিমালায় মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ডকে বিলুপ্ত করার মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।[৮৮৩]

প্রবাসী আয় এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে হুন্ডি ও অবৈধ পথে অর্থ পাঠানো কমে যাওয়া, সরকারি প্রণোদনা অব্যাহত রাখা এবং ব্যাংকিং চ্যানেলে ডলারের বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার ফলে বৈধ রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়ে বৈদেশিক দেনা পরিশোধ ও লেনদেনের ভারসাম্যে উন্নতি দেখা যায়। আমদানিনির্ভর খরচ কমে এবং বিদেশি ব্যাংকগুলোর আস্থা ফিরতে শুরু করে।[৮৮৪] বাংলাদেশ ব্যাংক নতুন নির্দেশনায় প্রবাসী আয় আসার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহককে অবহিত করা ও একই দিনে হিসাবে জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শক্তিশালীকরণ, ফরম 'সি' বাতিল এবং সার্কুলারে স্বচ্ছতা ও ট্র্যাকিং জোরদার করে।[৮৮৫] সৌদি আরবে শ্রমবাজারের চাহিদা অব্যাহত থাকায় জনশক্তি রপ্তানি ১১.২৭ শতাংশ বেড়ে ২০২৫ সালে ১১ লাখ ২৫ হাজারের বেশি কর্মী বিদেশে গেছেন। চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রবাসীরা ২১ হাজার ৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রবাসী আয় পাঠিয়েছেন, যা আগের অর্থবছরের

---

[৮৭৪] *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, 'বন্ধ ৩২৭ কারখানা, কর্মহীন দেড় লক্ষাধিক শ্রমিক', ২৬ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.bd-pratidin.com/economy/2026/01/26/1209380 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৭৫] *প্রাগুক্ত*।

[৮৭৬] মাসুদ রুমী, 'ব্যবসা-বাণিজ্যে দুরবস্থা, *প্রাগুক্ত*।

[৮৭৭] *যুগান্তর*, 'ঝুঁকিতে ৩ লাখ কোটি টাকার বিনিয়োগ,' *প্রাগুক্ত*।

[৮৭৮] মাসুদ রুমী, 'ব্যবসা-বাণিজ্যে দুরবস্থা, *প্রাগুক্ত*।

[৮৭৯] *যুগান্তর* 'ঝুঁকিতে ৩ লাখ কোটি টাকার বিনিয়োগ,' *প্রাগুক্ত*।

[৮৮০] মো. মেহেদি হাসান, 'ব্যাংকিং ক্রাইসিস লেইড বেয়ার ইন ২০২৫, লাস্টিং ফিক্সেস হিন্‌জ অন নেক্সট গভ', *ডেইলি স্টার*, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.thedailystar.net/business/economy/news/banking-crisis-laid-bare-2025-lasting-fixes-hinge-next-govt-4066211 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৮১] *ডেইলি স্টার*, 'কী স্টোরিস অব বাংলাদেশ'স ইকোনমি লাস্ট উইক', *প্রাগুক্ত*।

[৮৮২] মো. মেহেদি হাসান, 'ব্যাংকিং ক্রাইসিস লেইড বেয়ার ইন ২০২৫, লাস্টিং ফিক্সেস হিন্‌জ অন নেক্সট গভ', *প্রাগুক্ত*।

[৮৮৩] *ঢাকা পোস্ট*, 'পুঁজিবাজারে হতাশার আরেকটি বছর', মেহেদী হাসান সজল, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.dhakapost.com/economy/419051 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৮৪] শওকত হোসেন, 'সংখ্যায় সংখ্যায় জেনে নিই অর্থনীতির শক্তি, দুর্বলতা আর নানা শঙ্কার কথা', *প্রাগুক্ত*।

[৮৮৫] *আরটিভি নিউজ*, 'রেমিট্যান্স নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন নির্দেশনা', ৮ জানুয়ারি ২০২৬ https://rtvonline.com/economy/364086 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

একই সময়ে ছিল ১৭ হাজার ২৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।[৮৮৬] তবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে নগদে প্রবাসী আয় পাঠাতে প্রতি ১০০ ডলারে অতিরিক্ত ১ ডলার কর আরোপে কম আয়ের প্রবাসীরা কিছুটা চাপে পড়লেও বৈধ পথে অর্থ প্রেরণে উৎসাহ বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।[৮৮৭]

এই সরকারের দক্ষ অভিবাসনের নীতিগত প্রতিশ্রুতি থাকলেও স্বল্প-মজুরি ও নিম্নমানের কাজের আধিক্য এবং নারী অভিবাসনে ধীরগতি দেখা গেছে। শ্রম অভিবাসন খাতে বিদ্যমান কাঠামোগত দুর্বলতাগুলোও ২০২৫ সালেও অব্যাহত ছিল। বিশেষ করে দক্ষ কর্মীর অভাব, একটি একক দেশের ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা এবং গন্তব্য হিসেবে সৌদি আরবের আধিপত্য এখনো বড় চ্যালেঞ্জ যা দেশের নীতিগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ।[৮৮৮] দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য শ্রমবাজারে বৈচিত্র্যকরণ ও প্রবাসী আয়ের খরচ কমানো জরুরি। যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ বাড়াতে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক নজরদারি বাড়িয়ে, প্রণোদনা বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈধ চ্যানেলে প্রবাসী আয় পাঠানো উৎসাহিত করতে পারে।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের কমে যাওয়ার ধারা থামিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্থিতিশীল রাখতে সক্ষম হয়। রিজার্ভ ২০ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ২৮.০৭ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয় (২২ জানুয়ারি ২০২৬),[৮৮৯] যার কারণ ছিল প্রবাসী আয় বৃদ্ধি ও অর্থপাচার হ্রাস। বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা ও রিজার্ভ শক্তিশালী করতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম সাড়ে সাত মাসে আন্তঃব্যাংক বাজার থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক ৫.০৪৪ বিলিয়ন ডলার কেনে, যা তারল্য ও আমানত প্রবাহ বাড়াতে সহায়তা করে।[৮৯০] তবে ২০১৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি সুইফট জালিয়াতির মাধ্যমে ফেডারেল রিজার্ভ থেকে ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার চুরির ঘটনায় এখনো ৬ কোটি ৬৪ লাখ ডলার উদ্ধার হয়নি। তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার তারিখ ৯৩ বারের মত পিছিয়ে তদন্ত প্রতিবেদনের জমা দানের তারিখ ৯ এপ্রিল ২০২৬ নির্ধারণ করা হয়।[৮৯১] পাশাপাশি বৈশ্বিক আর্থিক ধাক্কা ও এলডিসি উত্তরণ-পরবর্তী শুল্ক সুবিধা হ্রাসের ঝুঁকিতে রিজার্ভের ওপর ভবিষ্যতে চাপ বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বৈদেশিক ঋণ

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে বেসরকারি খাতের বৈদেশিক ঋণ নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে এবং সব তথ্য ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর (সিআইবি) ডেটাবেজে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ভুল তথ্য দিলে জরিমানা আরোপের বিধান রাখা হয়েছে।[৮৯২] বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছর থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাস পর্যন্ত সরকার মোট বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করেছে ৬২৮ কোটি ৫০ লাখ ডলার।[৮৯৩] [৮৯৪]

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্বগ্রহণের পর রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে কৃচ্ছ্রসাধনের পাশাপাশি ঋণ নেয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার প্রতিশ্রুতি দিলেও তাদের ১৮ মাসে ঋণগ্রহণ আগের যে কোনো সময়ে তুলনায় বেশি ছিল। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের শেষে সরকারি খাতে বৈদেশিক ঋণের দায় ৭৪.৩৪ বিলিয়ন ডলার, যা গত বছরের তুলনায় ৮ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে যা ছিল ৬৮.৮২২ বিলিয়ন ডলার।[৮৯৫] চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে সরকার দেশী ও বিদেশী উৎস থেকে মোট ৭৪ হাজার ২৫১ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে যার মধ্যে ব্যাংকিং উৎস থেকে নিয়েছে ৬১ হাজার ১৪৮ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকারের ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৩ লাখ ২৫ হাজার ১৫৫ কোটি টাকা। বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনা শক্ত না হলে খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি বাড়তে পারে। ঋণের সুদ ও কিস্তি বেড়ে যাওয়ায় বৈদেশিক ঋণের চাপ বৃদ্ধি পায় সাথে নতুন ঋণের প্রতিশ্রুতিও কমে যায় এই

---

[৮৮৬] *এখন*, '১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রেমিট্যান্স প্রবাহ ২৫.৯ শতাংশ বৃদ্ধি', ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://ekhon.tv/economy/69934c6b97b12a602cab6c61 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৮৭] তোফাজ্জল হোসেন, 'যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রবাসী আয় পাঠালে নগদ লেনদেনে ১ শতাংশ কর দিতে হচ্ছে', *প্রথম আলো*, ৩ জানুয়ারি ২০২৬ https://www.prothomalo.com/world/usa/8r0g49er4w (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৮৮] কামরান সিদ্দিকী, '২০২৫ সালে বিদেশে কর্মসংস্থান বেড়েছে ১১.২৭ শতাংশ; বাড়ছে রেমিট্যান্স ও রিজার্ভ', *টিবিএস*, ১ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-433411 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৮৯] বাংলাদেশ ব্যাংক, https://www.bb.org.bd/en/index.php/econdata/index (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৯০] *টাইমস বাংলাদেশ*, 'সাড়ে ৭ মাসে ৫ বিলিয়ন ডলার কিনল বাংলাদেশ ব্যাংক', ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://bangla.tob.news/ (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৯১] *প্রথম আলো*, 'বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি: ৯৩ বারের মতো পেছাল তদন্ত প্রতিবেদন জমার তারিখ', ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/7887aa56c791 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৯২] *প্রথম আলো*, 'নজরদারিতে বেসরকারি খাতের বিদেশি ঋণ, সিআইবিতে তথ্য দিতে হবে', ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/bank/q151uifa4j (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৯৩] *প্রথম আলো*, 'বিদেশি ঋণ শোধে রেকর্ড, এক বছরে ৪০৯ কোটি ডলার দিল বাংলাদেশ', ২৮ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/economics/lii5e9fetf (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৯৪] *আমাদের সময় ডটকম*, '৬ মাসে ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি ঋণ পরিশোধ করলো বাংলাদেশ,' ২৯ জানুয়ারী ২০২৬, https://www.amadershomoy.com/economics/article/174441/ (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৯৫] সাইফুদ্দিন সাইফ, '২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিদেশি ঋণের দায় বেড়ে ৭৪ বিলিয়ন ডলারে', *টিবিএস*, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.tbsnews.net/bangla/Economy/news-details-446196 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

সময়ে। বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ জাতীয় বাজেটের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যয় খাত, যা শিক্ষা খাতকেও ছাড়িয়ে গেছে।[৮৯৬] অন্তর্বর্তী সরকারের গত দেড় বছরে ভারত, চীন ও রাশিয়া নতুন ঋণের কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি, তবে পুরোনো ঋণের অর্থ ছাড় করেছে দেশ তিনটি।[৮৯৭]

বন্দর ব্যবস্থাপনা

২০২৫ সালের ২৬ ডিসেম্বরের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরে ৩৩.৬৪ লাখ টু-ফুট ইকুয়িভ্যালেন্ট কনটেইনার পরিচালিত হয়, যা ২০২৪ সালের তুলনায় ২.৬৮ শতাংশ বেশি। একই সময়ে কার্গোর পরিমাণ ছিল ১৩.৬৩ কোটি টন এবং পরিচালিত জাহাজের সংখ্যা ৪,৩৯৬টি (২০২৪-এর তুলনায় ৩,৮৬৭টি বেশি)। ২০২৫ সালে চট্টগ্রাম বন্দরের রাজস্ব আয় হয়েছিল ৫ হাজার ৪৬০ কোটি ১৮ লাখ টাকা, যা গত বছরের তুলনায় ৭.৫৫ শতাংশ বেশি। কনটেইনার চাপ কমাতে ৭০ হাজার বর্গমিটার নতুন ইয়ার্ড নির্মাণ এবং অপারেশনাল সক্ষমতা বাড়াতে রাজস্ব বাজেট ও নিজস্ব অর্থায়নে ১১৬টি আধুনিক ইকুইপমেন্ট সংগ্রহের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল।[৮৯৮] অক্টোবরের মধ্যভাগে চট্টগ্রাম পোর্ট কর্তৃপক্ষ প্রায় ৪০ বছর পর প্রথম বড় শুল্ক সংস্কার বাস্তবায়ন করে, গড়ে প্রায় ৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।[৮৯৯]

পোর্ট ব্যবস্থাপনা দক্ষতা ও রাজস্ব বৃদ্ধি সত্ত্বেও অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে শ্রমিক অসন্তোষ ও আন্দোলনের ঘটনা ঘটেছে। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ডি.সি পার্কে শ্রমিক সংঘর্ষে কার্গো চলাচল বন্ধ হয় এবং মার্চে স্টোরেজ চার্জ চারগুণ বৃদ্ধির কারণে লজিস্টিক খরচ বেড়ে যায়। এপ্রিল-মে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্মকর্তাদের ধর্মঘটের ফলে কার্গো ক্লিয়ারেন্স ধীর হয়ে যায় এবং জাহাজের দীর্ঘ অপেক্ষার কারণে জট দীর্ঘস্থায়ী হয়। শ্রমিক ও রাজনৈতিক গোষ্ঠী এনসিটি লিজ চুক্তির বিরোধিতা করে ছয় দিনব্যাপী প্রতিবাদ চালায়, যার মূল উদ্বেগ ছিল জাতীয় সার্বভৌমত্ব, বন্দর কর্মীদের চাকরির নিরাপত্তা ও কৌশলগত সম্পদের নিয়ন্ত্রণ। অন্তর্বর্তী সরকার দীর্ঘমেয়াদি কনসেশন চুক্তি স্বাক্ষর করার অধিকার রাখে কি না তা নিয়ে বিরোধী দলের অভিযোগ (জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) অব্যাহত ছিল। ভারী যানবাহনের গেট-পাস ফি ৫৭ থেকে ২৩৫ টাকা বৃদ্ধির কারণে পরিবহন সংস্থা কনটেইনার চলাচল স্থগিত করে, ফলে জট আরও বৃদ্ধি পায়।

নভেম্বরে বিদেশি অপারেটরদের সাথে লালদিয়া ও পাঙ্গোন টার্মিনাল চুক্তি দ্রুত স্বাক্ষরের পর তা বাতিল ও শুল্ক প্রত্যাহারের দাবিতে জন প্রতিবাদ হয়। ৯ নভেম্বর হাইকোর্ট এক মাসের জন্য শুল্ক বৃদ্ধি স্থগিত রাখে এবং বিদেশি অপারেটর চুক্তি স্থগিত করে। ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ বিতর্কপূর্ণ রায়ের ফলে এনসিটি চুক্তি ২০২৬ পর্যন্ত অনির্ধারিত থাকে।[৯০০] অন্যদিকে আদালতে বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও অন্তর্বর্তী সরকার ১২ দিনে এনসিটি কনসেশন চুক্তি সম্পন্নের উদ্যোগ নেয়, পরে শ্রমিক আন্দোলনের কারণে তা স্থগিত হয়। প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২৬ সালে বে টার্মিনাল অপারেশনে যাওয়ার লক্ষ্য ছিল, যা এখন ২০৩০ পর্যন্ত পিছিয়েছে। এর ফলে বছরে অন্তত ৩৬৫ মিলিয়ন ডলার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং প্রকল্পের নির্মাণ ব্যয়ও বাড়ার শঙ্কা রয়েছে।[৯০১] অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে রাজনৈতিক ও শ্রমিক ব্যাঘাতের মধ্যেও বন্দরের কার্গো ও জাহাজ পরিচালনা সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে চলমান শ্রমিক অশান্তি, শুল্ক বৃদ্ধি ও বিদেশি অপারেটর বিতর্ক বারবার অপারেশনাল চাপ সৃষ্টি করছে এবং আইনগত ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা টার্মিনাল ব্যবস্থাপনার কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করছে।

মূল্যস্ফীতি ও ক্রয়ক্ষমতা

অন্তর্বর্তী সরকার সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি, নীতিসুদ বৃদ্ধি, বিনিময় হার স্থিতিশীলকরণ, ভোগ্যপণ্যে শুল্ক শিথিলকরণ ও খাদ্য-সার আমদানিতে ঋণ সুবিধাসহ নানা উদ্যোগ গ্রহণের ফলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়। ডিসেম্বর ২০২৪-এ গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ১০.৮৯ শতাংশ যা ডিসেম্বর ২০২৫-এ নেমে দাঁড়ায় ৮.৪৯ শতাংশ।[৯০২] ২০২৫ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবহন খাতে দাম তুলনামূলক কম বেড়েছে, খাদ্যপণ্যের দাম কিছুটা কম হলেও অন্যান্য খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ডিসেম্বর ২০২৫-এ খাদ্য মূল্যস্ফীতি ৭.৭১ শতাংশ এবং খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ৯.১৩ ছিল শতাংশ।[৯০৩] মজুরি বৃদ্ধির হার সামান্য বেড়ে ৮.০৪ শতাংশ হয়।[৯০৪] তবে খাদ্যপণ্যের দাম

---

[৮৯৬] গোলাম মওলা, 'কেমন অর্থনীতি পাচ্ছে নতুন সরকার', *প্রাগুক্ত*।

[৮৯৭] জাহাঙ্গীর শাহ, 'অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে ঋণের কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি ভারত, চীন ও রাশিয়া', *প্রথম আলো*, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/business/economics/dkygmrodli (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৯৮] *কালের কণ্ঠ*, 'বন্দরকেন্দ্রিক বিনিয়োগ বাড়লে গতিশীল হবে অর্থনীতি', ১১ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.kalerkantho.com/print-edition/second-episode-future-economy/2026/01/11/1631824 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৮৯৯] দ্বৈপায়ন বড়ুয়া, 'আ টার্বুলেন্ট ইয়ার ফর দ্য প্রিমিয়ার সীপোর্ট', *ডেইলি স্টার*, ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.thedailystar.net/business/economy/news/turbulent-year-premier-seaport-4067436 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৯০০] *প্রাগুক্ত*।

[৯০১] *সময় নিউজ*, 'বে টার্মিনাল নির্মাণে ধীরগতি, বছরে ৩৬৫ মিলিয়ন ডলার ক্ষতি!', ৬ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.somoynews.tv/news/2026-01-06/PTPHDMT9 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৯০২] গোলাম মওলা, 'কোনও উদ্যোগেই মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে এলো না, উল্টো বেড়েছে', *বাংলা ট্রিবিউন*, ২০ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.banglatribune.com/business/news/930739/ (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৯০৩] *প্রথম আলো*, 'ডিসেম্বরে মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৮.৪৯%, সংসার খরচে কী প্রভাব', ৫ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/business/economics/cqrepuyovm (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৯০৪] *টিবিএস*, 'ডমেস্টিক ইকোনমি সাফারস হোয়াইল এক্সটারনাল ব্যালান্স স্ট্যাবিলাইজেস', *প্রাগুক্ত*।

কিছুটা কমলেও অন্যান্য খাতে ব্যয় বেড়েছে।[৯০৫] অন্যদিকে উৎপাদনে ঘাটতি না থাকা সত্ত্বেও চালের দাম উর্ধ্বমুখী ছিল। বিশ্ববাজারে চাল, চিনি ও ভোজ্যতেলের দাম কমলেও দেশে প্রতিফলন ছিল না, এর কারণ হলো বাজার ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এবং ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের প্রভাব।[৯০৬]

অন্তর্বর্তী সরকার কিছুটা মূল্যস্ফীতি কমাতে সক্ষম হলেও জানুয়ারি ২০২৬-এ সার্বিক মূল্যস্ফীতি ৮.৫৮ শতাংশে পৌঁছায়। জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজমান (ডিসেম্বর ২০২৫-এ ৮.৯%) যেখানে প্রতিবেশী ভারতে এটি ২.৭ শতাংশ।[৯০৭] উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপের কারণে অভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্য বিক্রি ২০-৩০ শতাংশ কমেছে।[৯০৮] সংকোচনমুখী মুদ্রানীতি ও ঋণের সুদহার ১০ শতাংশ বৃদ্ধির পরেও এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। নভেম্বর ২০২৫-এ মজুরি সূচক ৮.০৪ শতাংশ হলেও মূল্যস্ফীতি ও মজুরি বৃদ্ধির ব্যবধান স্পষ্ট থাকায় বাস্তব মজুরি হ্রাস, জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে এবং নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে ব্যবধান স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যের সঙ্গে নারীদের কর্মসংস্থান সংযোগের ঘাটতি ফলে নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির গতি ছিল অত্যন্ত ধীর।[৯০৯] নানান উদ্যোগের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও নিম্ন আয়ের পরিবার এখনও কষ্টে আছে এবং ২০২৬ সালেও পুরোপুরি লাঘব হবে না। বাজার দুর্বলতা, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, সিন্ডিকেট ও সরবরাহ জট, কৃষি সরবরাহ ব্যবস্থার দুর্বলতা, চাঁদাবাজি ও বাজারে প্রতিযোগিতার অভাব মূলত মূল্যস্ফীতির কারণ। যদিও মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশে না নামা পর্যন্ত সংকোচনমূলক নীতি অব্যাহত থাকার ঘোষণা দিয়ে নতুন মুদ্রানীতি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।[৯১০]

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) জরিপ মতে (২৩.১১%) অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে দারিদ্র্য বেড়েছে।[৯১১] অন্যদিকে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) জরিপ অনুযায়ী হার ২৮ শতাংশ, আর বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস ২২.৯ শতাংশ।[৯১২] চরম দারিদ্র্যও বেড়ে হয়েছে ৯.৪ শতাংশ, যা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি। দরিদ্র পরিবারের ১০ শতাংশের বেশি খরচ তাদের আয়ের চেয়ে বেশি, ফলে তারা ঋণের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। পরিবারগুলোর ৫৫ শতাংশ আয় খাদ্যে কিনতে খরচ হচ্ছে।[৯১৩] চলতি অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে সর্বোচ্চ ৭৪ শতাংশ কাটছাঁট করা হয়েছে যা দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর চাপ আরো বাড়াবে।[৯১৪] সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি খাতে বাজেট না বাড়ালে দরিদ্রের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

শিক্ষা

উচ্চশিক্ষা

কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতনের পর শিক্ষা খাতে বেশ কিছু পরিবর্তন ও সংস্কার দেখা যায়। ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি স্থাপনাকল্পে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ, ২০২৬ প্রণীত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ঢাকা মহানগরের সাতটি কলেজকেন্দ্রিক (ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, সরকারি তিতুমীর কলেজ, সরকারি বাঙলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দি কলেজ ও কবি নজরুল সরকারি কলেজ) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা এবং গবেষণা কার্যক্রমে মানসম্মত পাঠ্যক্রম, শিক্ষকতা, সনদায়নসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে।

---

[৯০৫] *কালের কণ্ঠ*, 'তিন চ্যালেঞ্জে অর্থনীতি, ২২ অক্টোবর ২০২৫, https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2025/10/22/1595158 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৯০৬] গোলাম মওলা, 'কেমন অর্থনীতি পাচ্ছে নতুন সরকার', *প্রাগুক্ত*।

[৯০৭] *প্রথম আলো*, 'দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি সবচেয়ে বেশি', ১১ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/business/economics/thaiw73nsl (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৯০৮] মাসুদ রুমী, 'ব্যবসা-বাণিজ্যে দুরবস্থা', *কালের কণ্ঠ*, ২ জানুয়ারি, ২০২৬, https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2026/01/02/1628094 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৯০৯] বিরূপাক্ষ পাল, 'দি ইন্টেরিম হ্যাজ ফেইলড টু কার্ব ইনফ্লেশন অ্যান্ড আন-এমপ্লয়মেন্ট', *ডেইলি স্টার*, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.thedailystar.net/opinion/views/open-sky/news/interim-has-failed-curb-inflation-and-unemployment-4068126 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৯১০] *প্রথম আলো*, 'মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশে না নামা পর্যন্ত সংকোচনমূলক নীতি অব্যাহত থাকবে: বাংলাদেশ ব্যাংক', ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/business/bank/32j1u31d0e (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৯১১] হাসনাত আবদুল হাই, 'পভার্টি ইন বাংলাদেশ স্টেজেস আ কামব্যাক', *ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস*, ১৪ মে ২০২৫, https://today.thefinancialexpress.com.bd/public/print/poverty-in-bangladesh-stages-a-comeback-1747147598?utm_source=chatgpt.com (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৯১২] *বিবিসি বাংলা*, 'বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধির বিশ্বব্যাংকের আশঙ্কাকে কীভাবে দেখছেন অর্থনীতিবিদেরা', ২৫ এপ্রিল ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/cp8kd54v470o (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৯১৩] শওকত হোসেন, 'সংখ্যায় সংখ্যায় জেনে নিই অর্থনীতির শক্তি, দুর্বলতা আর নানা শঙ্কার কথা', *প্রাগুক্ত।*

[৯১৪] *বাংলানিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম*, 'স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষায় বরাদ্দ কমেছে ৭৪%', ৬ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.banglanews24.com/economics-business/news/bd/1630662.details (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

পদত্যাগ, নিয়োগ ও রদবদল: ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ৫৫টি[৯১৫] স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৪৮টি স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, সহ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষসহ শীর্ষ পর্যায়ের শিক্ষক-কর্মকর্তারা পদত্যাগ করেন।[৯১৬] ফলে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এ পর্যন্ত এই ৪৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।[৯১৭] এছাড়া এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সমর্থক দাবি করে শিক্ষকদের পদত্যাগে বাধ্য করা, চাকরিচ্যুতি ও শিক্ষাদানে বিরত রাখা হয়। পরবর্তীতে উপাচার্য ও অন্যান্য পদে নিয়োগ ও পদোন্নতির[৯১৮] ফলে আন্দোলনের প্রভাব কাটিয়ে বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। উল্লেখ্য, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে ২০২৫ সালের মে মাসে উপাচার্য নিয়োগের সুপারিশ প্রণয়নে সার্চ কমিটি গঠন করা হয়। শিক্ষা উপদেষ্টাকে সভাপতি রেখে মোট ৫ সদস্যের এই কমিটি যোগ্য ব্যক্তিদের জীবনবৃত্তান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনজন ব্যক্তিকে বাছাই করবে এবং বাছাইকৃত তিনজন ব্যক্তির মধ্যে থেকে একজনকে মনোনয়নের জন্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের কাছে সুপারিশ পাঠাবে। এ কমিটি সহ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রেও একই দায়িত্ব পালন করবে।[৯১৯] পাশপাশি প্রার্থীদের যোগ্যতার কিছু মানদণ্ড ঠিক করে দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।[৯২০] এরই ধারাবাহিকতায় খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) এবং বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের জন্য সার্চ কমিটি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এবং ২৬ জুন পর্যন্ত ভিসি পদপ্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র জমা নেয়। সর্বশেষ ২৪ জুলাই দেশে প্রথমবারের মত উক্ত প্রক্রিয়ায় খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) উপাচার্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন।[৯২১]

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানে সচিব, ডিজি, চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন পদে এক বা একাধিকবার পদায়ন, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ ও রদবদলের ঘটনা ঘটে।[৯২২] তবে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ ও রদবদলের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন এবং প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ ওঠে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদত্যাগ বা অপসারণের পরিপ্রেক্ষিতে উপাচার্যসহ বিভিন্ন পদে নিয়োগ করা হলেও এসব নিয়োগের মানদণ্ড ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগগুলো খতিয়ে দেখা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ ছিল।[৯২৩] অন্তর্বর্তী সরকারের পরিকল্পনা উপদেষ্টা ও তৎকালীন শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ এক আলোচনায় উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে মৃদু বা নিষ্ক্রিয় বিএনপিকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা জানান।[৯২৪] অর্থাৎ উপাচার্য নিয়োগে দলীয় মতাদর্শের আনুগত্যের ধারা থেকে বের হতে পারেনি - দুইটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের মধ্যে ভাগাভাগি হয়েছে।

ছাত্র রাজনীতি: এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে দেশের ১৯টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, চারটি সরকারি কলেজ ও ১০টি সরকারি মেডিকেল কলেজে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়।[৯২৫] এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ডুয়েট ও জাককানইবি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাড়া

---

[৯১৫] মোশতাক আহমেদ, 'অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নেই, অধিকাংশে ক্লাস শুরু', *প্রথম আলো*, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/education/7m2thhqfk8 (৫ নভেম্বর ২০২৪)।

[৯১৬] *কালের কণ্ঠ*, 'এখনো ভিসিবিহীন ৯ বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাহত শিক্ষাকার্যক্রম', ২ অক্টোবর ২০২৪, https://www.kalerkantho.com/online/campus-online/2024/10/02/1430981 (৫ নভেম্বর ২০২৪)।

[৯১৭] আরাফাত রহমান, 'পার্টিজান লিংক স্টিল রুলস দ্য গেম', ডেইলি স্টার, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/partisan-link-still-rules-the-game-3775726 (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৯১৮] *প্রথম আলো*, 'শিক্ষা ক্যাডারে বড় পদোন্নতি, অধ্যাপক হলেন ৯২২ জন', ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/education/higher-education/sxx215d8ql (২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

'ইডেন, তিতুমীরসহ ২১ কলেজে নতুন অধ্যক্ষ' - শিক্ষা ক্যাডারের ৪৬ জন কর্মকর্তাকে রদবদল (প্রথম আলো, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[৯১৯] *প্রথম আলো*, 'উপাচার্য নিয়োগে সার্চ কমিটি গঠন করল সরকার', ১৯ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/education/higher-education/mf51113f9u (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৯২০] *ডেইলি ক্যাম্পাস*, 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি নিয়োগের যোগ্যতা নির্ধারণ হচ্ছে', ১০ জুন ২০২৫, https://thedailycampus.com/education-ministry/204397 (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৯২১] *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'কুয়েটের উপাচার্য মাকসুদ হেলালী, প্রথমবারের মত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি', ২৬ জুলাই ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/campus/9bbd7c36eae9 (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৯২২] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'শিক্ষা প্রশাসনে রদবদল', ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.banglatribune.com/862233 (২ আগস্ট ২০২৫); *ইত্তেফাক*, 'শিক্ষাপ্রশাসনে বড় রদবদল', ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.ittefaq.com.bd/701881 (২ আগস্ট ২০২৫); *জাগো নিউজ২৪*, 'শিক্ষা প্রশাসনে ফের বড় রদবদল, এবার ৪৬ কর্মকর্তাকে পদায়ন', ২১ নভেম্বর ২০২৪, https://www.jagonews24.com/education/news/983367 (২ আগস্ট ২০২৫); নূর মোহাম্মদ, 'অস্থির শিক্ষা প্রশাসন, বাগে আনতে কঠোর অবস্থানে মন্ত্রণালয়', *ঢাকা পোস্ট*, ২৩ নভেম্বর ২০২৪, https://www.dhakapost.com/exclusive/324686 (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৯২৩] আরাফাত রহমান, 'পার্টিজান লিংক স্টিল রুলস দ্য গেম', *প্রাগুক্ত*।

[৯২৪] *কালের কণ্ঠ*, 'উপাচার্য নিয়োগে মৃদু বিএনপিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে : ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ', ২১ জুন ২০২৫, https://www.kalerkantho.com/online/national/2025/06/21/1535102 (২ মার্চ ২০২৬)।

[৯২৫] আসিফ হাওলাদার, '৩৩ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ', *প্রথম আলো*, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/5cr0454zre (১২ নভেম্বর ২০২৪)। আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয় সেগুলো হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট), হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

মোট ২৬টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সান্তাহার কলেজে ছাত্ররাজনীতির পাশাপাশি শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাজনীতিও নিষিদ্ধ করা হয়।[৯২৬] এছাড়া গণরুম প্রথা বাতিল এবং নিয়মতান্ত্রিক আসন বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে।[৯২৭] ১৬ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রজ্ঞাপন জারি করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলসমূহে সংঘটিত নির্যাতন/র‍্যাগিং এর বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দেওয়া এবং সব উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্যাতন/র‍্যাগিং বন্ধের জন্য এক সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিশন গঠন করে।[৯২৮] তবে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের ঘোষণা দিলেও অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দলীয় লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতি চলমান। শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতার পেছনে ছাত্ররাজনীতির প্রভাব রয়েছে, যার ফলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের উদ্দেশ্য ব্যাহত এবং আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষিত হচ্ছে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অন্যতম দাবি ছিল কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের আয়োজন। এ পর্যন্ত পাঁচটি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়) নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। এর বাইরে দুইটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেগম রোকেয়া ও শাহজালাল বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়) ছাত্র সংসদ নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তা বর্তমানে স্থগিত।[৯২৯] তবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী) ছাত্র সংসদের সদস্য কর্তৃক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হেনস্তা করা হয়েছে।[৯৩০]

মাধ্যমিক শিক্ষা

সংস্কারের উদ্যোগ: মাধ্যমিক পর্যায়ের নীতি-সিদ্ধান্তে কিছু সংস্কার কার্যক্রম দেখা যায়। মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে ড. মনজুর আহমদের নেতৃত্বে গঠিত পরামর্শক কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষার মান বৃদ্ধি, মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও কাঠামোগত সংস্কার এবং শিক্ষণ-পদ্ধতির গুণগত উৎকর্ষ বিষয়ে সুপারিশ পেশ করে। পরামর্শক কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষাসংক্রান্ত ৮টি বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করে। প্রতিবেদনে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান এবং তথ্যপ্রযুক্তির দক্ষতা অর্জনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিখন ঘাটতি পূরণে প্রতি শিক্ষার্থীর চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যালয়ভিত্তিক দক্ষতা-স্তর নির্ধারণ ও নিরাময় সেশন চালু, দশম শ্রেণি পর্যন্ত অবিভাজিত শিক্ষাক্রম, সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমকে বছরব্যাপী একটি নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে বিবেচনা করা, পাবলিক পরীক্ষা মূল দক্ষতার বিষয়সমূহে (বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সমাজপাঠ ও বিজ্ঞানে) সীমিত রাখা, অষ্টম শ্রেণিতে পাবলিক পরীক্ষা বাতিল করার সিদ্ধান্ত বহাল রাখা, বিদ্যালয়ের শিক্ষায় সময়ের যথার্থ ব্যবহারের জন্য বার্ষিক শিক্ষাপঞ্জি পুনর্বিবেচিত হওয়া এবং দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ হিসেবে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়কে সর্বজনীন করা এবং জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিদ্যালয় শিক্ষাকে বিকেন্দ্রায়িত করার কথা বলা হয়েছে।[৯৩১]

(কুয়েট), বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় (বুটেক্স), নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (নোবিপ্রবি), চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট), পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পাবিপ্রবি), টাঙ্গাইলের মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (মাভাবিপ্রবি), কিশোরগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট), বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় (জাককানইবি), সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়। কলেজসমূহের মধ্যে আছে ইডেন মহিলা কলেজ, রাজশাহী কলেজ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া ভিক্টোরিয়া কলেজ ও বগুড়ার সান্তাহার সরকারি কলেজ। এছাড়া যে ১০টি সরকারি মেডিকেল কলেজে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেগুলো হলো ঢাকা মেডিকেল কলেজ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, রংপুর মেডিকেল কলেজ ও রাঙামাটি মেডিকেল কলেজ।

[৯২৬] *প্রাগুক্ত*।

[৯২৭] *ডেইলি ক্যাম্পাস*, 'গণরুম প্রথা বিলুপ্ত ও জুলাই বিপ্লব কর্নারসহ ১০ উদ্যোগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের', ২৫ অক্টোবর ২০২৪, https://thedailycampus.com/universities/157793 (৩ আগস্ট ২০২৫); *যুগান্তর*, 'গণরুম বিলুপ্ত করে ইতিহাস সৃষ্টি করল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়', ১৯ অক্টোবর ২০২৪, https://www.jugantor.com/campus/867221 (১২ নভেম্বর ২০২৪)।

[৯২৮] বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং বন্ধে তদন্ত কমিশন (১৬ অক্টোবর ২০২৪), https://cabinet.gov.bd/sites/default/files/files/cabinet.portal.gov.bd/notices/74d526d9_e072_43c5_b042_0b83c42ad9fd/SRO%20354%20(2).pdf (১৩ নভেম্বর ২০২৪)।

[৯২৯] পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা না পাওয়ার কারণে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন (ব্রাকসু) স্থগিত এবং স্বতন্ত্র এক প্রার্থীর রিটের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন চার সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেন। পরবর্তীতে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হয়নি। *প্রথম আলো*, 'রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন আবার স্থগিত ', ১০ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/hv5fl0w76h (১০ ডিসেম্বর ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'শাকসু নির্বাচন স্থগিতের প্রতিবাদে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ-অবরোধ, ভিসি অবরুদ্ধ', ১৯ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/wvzcg9gnm5 (১৯ জানুয়ারি ২০২৬)।

[৯৩০] *প্রথম আলো*, ' চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষককে হেনস্তার পর টেনেহিঁচড়ে প্রক্টর অফিসে নিলেন চাকসু নেতারা', ১০ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/t8gand055e (১৯ জানুয়ারি ২০২৬); *প্রথম আলো*, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষক হেনস্তার নিন্দা ও তিন দাবি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের', ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/bmck4aiwp3 (৩১ ডিসেম্বর ২০২৫); *দৈনিক শিক্ষাডটকম*, 'আম্মারে তটস্থ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস', ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.dainikshiksha.com/bn/news/rajshahi-university-campus-near-ammar-355570 (৩১ ডিসেম্বর ২০২৫)।

[৯৩১] *দৈনিক শিক্ষাডটকম*, 'শিক্ষার মানোন্নয়নে যেসব সুপারিশ কমিটির', ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.dainikshiksha.com/bn/news/the-recommendations-of-the-committee-for-improving-the-quality-of-secondary-education-361463 (১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

২১ আগস্ট ২০২৪ বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নতুন অ্যাডহক বা অস্থায়ী কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেওয়া হয়।[৯৩২] পরবর্তীতে ৩০ নভেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে নিয়মিত গভর্নিং বডি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়।[৯৩৩] ২০২৪-এর ২ ডিসেম্বর আরেকটি নির্দেশনায় অ্যাডহক কমিটির সভাপতির শিক্ষাগত যোগ্যতা কলেজের ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর এবং স্কুলের ক্ষেত্রে স্নাতক পাশ নির্ধারণ করা হয়। তবে এ নির্দেশনা শুধু বিদ্যমান কমিটিসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।[৯৩৪]

২৭ জানুয়ারি ২০২৬ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২৫ এর কয়েকটি অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয়। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, সুপার, সহকারী সুপার পদে নিয়োগও বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) মাধ্যমে করার সিদ্ধান্ত হয়। একই তারিখে এ সংক্রান্ত নিয়োগ সুপারিশের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি প্রকাশ হয়।[৯৩৫] এছাড়া এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে মোট ৬৭ হাজার ২০৮টি শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে।[৯৩৬]

বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (স্কুল ও কলেজ) কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বদলির সুযোগ চালু করা হয়। এ জন্য সংশোধনী এনে 'স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যারের মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ) কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য বদলি নীতিমালা, ২০২৬' জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ। নীতিমালা অনুযায়ী একজন শিক্ষক কর্মজীবনে তিনবার বদলির সুযোগ পাবেন। পূর্বে ২০২৪ সালের ২১ ডিসেম্বর 'স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যারের মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (স্কুল ও কলেজ) কর্মরত এনটিআরসিএ সুপারিশপ্রাপ্ত এমপিওভুক্ত শিক্ষক বদলি নীতিমালা ২০২৪' প্রণয়ন করে প্রজ্ঞাপন জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে আরেকটি খসড়া নীতিমালার অনুমোদন দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নন টিচিং স্টাফ অর্থাৎ তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগে অনিয়ম, দুর্নীতি ঠেকানোর লক্ষ্যে নতুন নিয়োগ নীতিমালা তৈরি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নীতিমালা অনুযায়ী কেন্দ্রীয়ভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) নিয়োগ কার্যক্রম তদারকি করবে। আর নিয়োগ পরীক্ষাসহ অন্যান্য কার্যক্রম জেলা প্রশাসক (ডিসি)-এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে।[৯৩৭]

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২৬' জারি করে, যার মূল লক্ষ্য প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ে স্বচ্ছতা আনা, অনিয়ম রোধ করা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। এতে ভর্তিরত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পুনঃর্ভর্তি ফি নেওয়া নিষিদ্ধ এবং প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় নির্দেশনাবলী প্রদান করা হয়েছে।[৯৩৮] এর পূর্বে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা যথাক্রমে ১ ডিসেম্বর ২০২৫ ও ২৪ নভেম্বর ২০২৫ সংশোধিত হয়।[৯৩৯] এই দুইটি নীতিমালায় প্রধান সংশোধনী হিসেবে, ২য়-৯ম শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে আগের বয়সের কড়াকড়ি তুলে নেওয়া হয়েছে এবং আসন শূন্য থাকলে যেকোনো বয়সের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবে। পূর্বে ৭ অক্টোবর ২০২৪ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা জারি করা হয়[৯৪০], যেখানে প্রতি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৫ উল্লেখ করা হয়েছে যা ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত

---

[৯৩২] ২১ আগস্ট ২০২৪ তারিখে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে যে সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি গঠন করতে পারেনি বা কমিটিবীহিন অবস্থায় পরিচালিত হচ্ছে সেখানে গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানমালা, ২০২৪ এর ৬৪ (২) অনুযায়ী অ্যাডহক কমিটি গঠনের অনুমতির জন্য আবেদন করতে পারবে বলে নির্দেশনা দেওয়া হয় এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অ্যাডহক গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি পদে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানমালা, ২০২৪ এর ৬৮ অনুযায়ী সভাপতি পদে দায়িত্ব প্রদানের নির্দেশনা দেওয়া হয়। এ নির্দেশনায় আরো বলা হয়, গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানমালা, ২০২৪ এর ৬৩ অনুযায়ী পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হবে না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের আদেশে ট্রাস্ট, শিশনারি, সেনাবহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, কালেক্টরেট, পুলিশ লাইন, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, রেলওয়ে , বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা বোর্ড বা অন্য কোনো সংস্থা বা ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত হবে বলে একটি আদেশ জারি করা হয়। সূত্রঃ
https://dhakaeducationboard.gov.bd/data/20240821154340353799.pdf (১৫ নভেম্বর ২০২৪)।

[৯৩৩] *বাসস*, '৩০ নভেম্বরের মধ্যে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত গভর্নিং বডি গঠনের নির্দেশ', ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://www.bssnews.net/bangla/national/232432 (৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫)।

[৯৩৪] https://dhakaeducationboard.gov.bd/data/20241202163044565740.pdf (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৩৫] https://shed.gov.bd/pages/moedu-policies/ (১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬); *জাস্ট নিউজ*, 'বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রধানদের নিয়োগ দেবে এনটিআরসিএ', ২৭ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.justnewsbd.com/national/news/69051#:~:text= (১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৯৩৬] *নিউজবাংলা২৪.কম*, '৬৭ হাজার ২০৮ শিক্ষক নিয়োগে এনটিআরসিএ'র গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ', ৬ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.newsbangla24.com/education/264269/67-thousand-208-teachers-recruitment-notification-of-NTRCA-published (৬ জানুয়ারি ২০২৬)।

[৯৩৭] *ডেইলি ক্যাম্পাস*, 'স্কুল-কলেজে 'নন টিচিং স্টাফ' নিয়োগ কেন্দ্রীয়ভাবে', ১৯ জুন ২০২৫, https://thedailycampus.com/education-ministry/205634 (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৩৮] https://shed.gov.bd/pages/moedu-policies/ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের-আর্থিক-স্বচ্ছতা-ও-জবাবদিহিতা-সংক্রান্ত-নীতিমালা-২০২৬-luvaax-6992db4cfcf25ca2d1004c7d (১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৯৩৯] https://shed.gov.bd/pages/moedu-policies (১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৯৪০] সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা, ৭ অক্টোবর ২০২৪, https://shed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/shed.portal.gov.bd/moedu_policy/bf1255e4_35bc_454c_8fee_464c144ae3c5/-2024.pdf (১৩ নভেম্বর ২০২৪)।

১ঃ৩০ এর লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যহীন। তবে এই নীতিমালাতে ডিজিটাল লটারির ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ ও প্রকাশ কেন্দ্রীয়ভাকে অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেওয়া হয় যা প্রশংসার দাবি রাখে। পরবর্তীতে কিছু সরকারি বিদ্যালয় কেন্দ্রীয় অনলাইন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হতে না পারায় ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ডিজিটাল লটারি প্রক্রিয়ার বাইরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে জারি করা হয়।[৯৪১] এই নীতিমালাতে শিক্ষার্থীর আসন বা কোটাও পুনঃ নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২৭ অক্টোবর ২০২৪ বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের টিউশন ফি নীতিমালা ২০২৪[৯৪২] জারি করে যেখানে এমপিওভুক্ত ও নন-এমপিও বেসরকারি স্কুল-কলেজের বেতন/টিউশন ফি ছাড়া অন্য সব ফি নির্ধারণ করা হয় ও টিউশন ফি প্রতিবছরের নভেম্বর মাসের মধ্যে বিদ্যালয়ের স্থান বিবেচনায় মহানগর কমিটি ও জেল কমিটি নির্ধারণ করবে। এছাড়া অন্তবর্তীকালীন সময়ের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নীতিমালার মধ্যে রয়েছে সরকারি কলেজের শিক্ষক বদলি/পদায়ন নীতিমালা, ২০২৫।[৯৪৩]

অন্তর্বর্তী সরকারের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণার পরদিন ৩ জুন সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য বিশেষ সুবিধার প্রজ্ঞাপন জারি করে অর্থ মন্ত্রণালয়। ওই প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, গ্রেড-১ থেকে গ্রেড-৯ পর্যন্ত ১০ শতাংশ এবং গ্রেড-১০ থেকে গ্রেড-২০ পর্যন্ত ১৫ শতাংশ হারে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে, যা জুলাই থেকে কার্যকর হয়। এরপর, ২৩ জুন সরকারি চাকরিজীবীদের ন্যূনতম বিশেষ সুবিধা ১ হাজার ৫০০ টাকা এবং পেনশনভোগীদের জন্য ৭৫০ টাকা নির্ধারণ করে সংশোধিত প্রজ্ঞাপন করা হয়। একই সময়, এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদেরও বিশেষ সুবিধার আওতায় আনা হয়। পৃথক আরেকটি প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি মাদ্রাসা ও বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জাতীয় বেতনস্কেলের তুলনীয় গ্রেড-১ থেকে গ্রেড-৯ পর্যন্ত গ্রেডভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের আগামী ১ জুলাই থেকে মূল বেতনের ১০ শতাংশ এবং গ্রেড-১০ থেকে গ্রেড-২০ পর্যন্ত গ্রেডভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের ১৫ শতাংশ বেতন বাড়বে। এক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা সর্বনিম্ন ১৫০০ টাকা হবে।[৯৪৪]

আসন সংরক্ষণ: শুধু ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে সরকারি ও বেসরকারি উভয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তিতে জুলাই অভ্যুত্থানে আহত ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রতি শ্রেণিতে একটি আসন সংরক্ষিত থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আসন নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রমাণপত্র বা গেজেটের সত্যায়িত কপি আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে এবং ভর্তির সময় মূল কপি দেখাতে হবে। এর আগে ২০ ফেব্রুয়ারি এ বিষয়ক প্রথম আদেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর ভর্তিতে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের পাশাপাশি অভ্যুত্থানে হতাহতদের পরিবারের সদস্যদের জন্য মোট আসনের ৫ শতাংশ কোটা সংরক্ষিত রাখতে নির্দেশনা দিয়েছিল। পরবর্তীতে, ৩ মার্চ এই সংরক্ষিত কোটা বাতিল হয় এবং সরকারি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত আদেশ জারি হয়। এরপর ১২ মার্চ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যও একই নিয়ম জারি হয়।[৯৪৫] এছাড়া, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের ভর্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়[৯৪৬] এবং গুচ্ছভুক্ত ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে[৯৪৭] 'বিশেষ সুবিধা' পান জুলাই অভ্যুত্থানে হতাহতের স্বজনেরা। এই সুবিধার আওতায় তারা গেজেটভুক্ত শহীদ ও তালিকাভুক্ত আহতদের স্বজন হিসেবে কোটা বা বিশেষ বিবেচনায় ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন।

শিক্ষাক্রম পরিমার্জন: ২০২৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর নানা কারণে আলোচিত-সমালোচিত শিক্ষাক্রম-২০২২ বাস্তবায়নযোগ্য নয় বলে এক প্রজ্ঞাপনে জানায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। একই সঙ্গে ২০২৬ সাল থেকে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠদান করানো হবে বলে জানানো হয়।[৯৪৮] প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, শিক্ষাবিদ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, প্যাডাগগ, মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রশাসক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও অভিভাবক প্রতিনিধিদের সহযোগিতায় ২০২৬ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম চূড়ান্ত করা হবে, যা ২০২৭ সাল থেকে পরিপূর্ণরূপে কার্যকর করা হবে। এছাড়া মাধ্যমিক পর্যায়ে সামনের বছরের মধ্যে ২০১২ এর

---

[৯৪১] *প্রথম আলো*,'ডিজিটাল লটারির বাইরে থাকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আবেদনে মানতে হবে যে যে শর্ত', ১২ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/education/admission/l9ypkbs0h4 (১৩ নভেম্বর ২০২৪); ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ডিজিটাল লটারি প্রক্রিয়ার বাইরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন, ১১ নভেম্বর ২০২৪, https://dshe.gov.bd/sites/default/files/files/dshe.portal.gov.bd/notices/585a9160_b7c0_4e34_b6b6_972310110804/digital_Lotery.pdf (১৩ নভেম্বর ২০২৪)।

[৯৪২] https://shed.gov.bd/site/moedu_policy/927ed0cb-90cf-4169-903e-db5a929cf51e/927ed0cb-90cf-4169-903e-db5a929cf51e/বেসরকারি-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-স্কুল-স্কুল-এন্ড-কলেজ-উচ্চ-মাধ্যমিক-কলেজ-ও-ডিগ্রী-কলেজের-উচ্চ-মাধ্যমিক-স্তর-এর-টিউশন-ফি-নীতিমালা-২০২৪ (১৫ নভেম্বর ২০২৪)।

[৯৪৩] https://shed.gov.bd/pages/moedu-policies?page=2&page_size=10 (১৫ নভেম্বর ২০২৫)।

[৯৪৪] *সমকাল*, 'বেতন বাড়ছে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদেরও', ২৩ জুন ২০২৫, https://samakal.com/economics/article/301861 (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৪৫] *ডেইলি ক্যাম্পাস*, 'বেসরকারি স্কুলে ভর্তিতেও অভ্যুত্থানে হতাহতদের স্বজনদের জন্য আসন সংরক্ষণ', ১৩ মার্চ ২০২৫, https://thedailycampus.com/admission-updates/174649 (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৪৬] *বিডিনিউজ২৪.কম*, 'জুলাই অভ্যুত্থানে শহীদ এবং আহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পাবেন', ২৬ মে ২০২৫, https://www.du.ac.bd/du_post_details/post/24171 (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৪৭] *বিডিনিউজ২৪.কম*, 'জুলাই অভ্যুত্থান: গুচ্ছ ভর্তিতেও হতাহতের স্বজনদের "বিশেষ সুবিধা"', ৩০ মে ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/campus/57399433676e (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৪৮] জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২২, নতুন পুস্তক মুদ্রণ ও চলমান মূল্যায়ন পদ্ধতি সংক্রান্ত জরুরি নির্দেশনা প্রদান সংক্রান্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন (১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪), https://shed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/shed.portal.gov.bd/moedu_policy/9fa12038_9e72_4942_af02_f758fd7ef4f1/518.pdf (১৫ নভেম্বর ২০২৪)।

পাঠ্যক্রমে ফিরে যাওয়া, মাধ্যমিকে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা পুনর্বহাল, অর্ধবার্ষিকীর বাকি মূল্যায়ন না করা ও বার্ষিক পরীক্ষা সংশোধিত ও পরিমার্জনকৃত রূপরেখার মাধ্যমে মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত জানানো হয় এই প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে। আরও বলা হয়, চলমান পাঠ্যপুস্তকগুলি ২০২৪ সাল ব্যাপী বহাল থাকবে এবং ২০২৫ সালে সংশোধিত ও পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হবে। ২০২৫ সালে দশম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুসারে প্রণীত শাখা বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা ভিত্তিক ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ব্যবহৃত পাঠ্যপুস্তকের সংশোধিত ও পরিমার্জিত একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হবে, পাঠদান ও মূল্যায়ন হবে এবং নবম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ২০২৩ সালে ব্যবহৃত শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তকের একটি সংশোধিত ও পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকে ২০১২-এর শিক্ষাক্রম অনুযায়ী মূল্যায়ন হবে। পরবর্তীতে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে এনসিটিবি প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় শিখনকালীন মূল্যায়নের গুরুত্ব (weightage) ৩০ শতাংশ এবং ৩ ঘন্টার বার্ষিক পরীক্ষা পূর্বের মতো লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে হবে যার গুরুত্ব ৭০ শতাংশ ধরা হয়েছে।[৯৪৯] এই বিজ্ঞপ্তিতে নম্বরের ভিত্তিতে গ্রেড পয়েন্টেও নির্ধারণ করা হয়।[৯৫০] এরপর, সম্প্রতি জুন মাসে ২০২১ শিক্ষাক্রমের প্রাথমিক স্তরের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এনে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম প্রকাশ করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। জাতীয় মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও জীবনদর্শনের প্রতিফলনে এই পরিমার্জন করা হয়েছে বলে জানায় সংস্থাটি। এর ফলে, প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শতভাগ ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হবে। আর তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ধারাবাহিক মূল্যায়নের সঙ্গে সামষ্টিক মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর শিখন অভিজ্ঞতা আনন্দময় ও সহজ করার লক্ষ্যে শিখন-শেখানো কার্যাবলি, মূল্যায়ন ও বিষয়বস্তু নির্বাচনেও বিশেষ পরিবর্তন আনা হয়েছে।[৯৫১]

পাঠ্যবই পরিমার্জনের অংশ হিসেবে এনসিটিবি পুনর্গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি ২০২৫ সালে ছাপানোর উদ্দেশ্যে ৪৪১টি পাঠ্যবই পরিমার্জন করেছে। ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতিটি বইয়ে সংযুক্ত হয়েছে জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের গ্রাফিতি। পঞ্চম শ্রেণি থেকে নবম-দশম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজি বইয়ে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে মোট আটটি সাহিত্যিক কনটেন্ট বা লেখা স্থান পেয়েছে। এছাড়া বইয়ের পেছনের পৃষ্ঠায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের নানা ছবি ও গ্রাফিতি যুক্ত করা হয়েছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নিহত আবু সাঈদ, মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধদের 'বীরত্বগাথা' বছরের পাঠ্যবইতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি অভ্যুত্থানে কার্টুন, ব্যঙ্গচিত্র ও পোস্টারের ছবি যে আন্দোলনের প্রতীক হয়ে উঠেছিল, সেই সব কথা তুলে ধরা হয়েছে।[৯৫২]

প্রাথমিক শিক্ষা

সংস্কারের উদ্যোগ: প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও শিখন পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে নয় সদস্যবিশিষ্ট পরামর্শক কমিটি গঠিত হয়।[৯৫৩] ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. মনজুর আহমেদকে প্রধান করে গঠিত এ কমিটি ২০২৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি প্রধান উপদেষ্টার কাছে প্রতিবেদন জমা দেয়, যেখানে প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাসংক্রান্ত আটটি বিষয়ে শতাধিক সুপারিশ প্রদান করা হয়। প্রতিবেদনে শিশুদের বাংলা ও গণিতের ভিত্তিমূলক দক্ষতা অর্জনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিখন সময় বৃদ্ধির জন্য সকল বিদ্যালয়কে এক শিফটের স্কুলে পরিণত করার সুপারিশ করা হয়েছে। পাশাপাশি সহকারী শিক্ষক পদবি বিলুপ্ত করে প্রথমে 'শিক্ষক', এরপর 'সিনিয়র শিক্ষক' হিসেবে পদায়ন ও বেতন স্কেল বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া, ধারাবাহিক ও বার্ষিক মূল্যায়ন চালু, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার বিলোপ, মিড-ডে-মিল প্রবর্তন, শিখন সামগ্রী বিতরণ, অর্থ সাহায্য প্রদান, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারসহ নানা সুপারিশ করা হয়েছে।[৯৫৪]

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বিভিন্ন সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সর্বশেষ ২০২৫ সালের ২৩ ডিসেম্বর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বেতন গ্রেড এক ধাপ বাড়িয়ে দশম গ্রেডে উন্নীত করে আদেশ জারি করে অন্তর্বর্তী সরকার।[৯৫৫] উল্লেখ্য, ৪৫ জন প্রধান শিক্ষক বেতন গ্রেড বাড়ানোর দাবিতে রিট করলে হাইকোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয় কেবল সেসব প্রধান শিক্ষককে দশম গ্রেডসহ দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তার পদমর্যাদা দেওয়ার বিষয়ে সম্মতি দেয়। এ নিয়ে সারা দেশের

[৯৪৯] *প্রথম আলো*, 'ষষ্ঠ থেকে নবমের বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নকাঠামো ও মানবণ্টন প্রকাশ করল এনসিটিবি', ১৩ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/education/examination/xzhrjzi6mv (১৩ নভেম্বর ২০২৪)।

[৯৫০] *প্রাগুক্ত*।

[৯৫১] *যুগান্তর*, 'প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে পরিমার্জন ও মূল্যায়নে এসেছে বড় পরিবর্তন', ১৩ জুন ২০২৫, https://www.jugantor.com/national/964673 (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৫২] *প্রথম আলো*, 'নতুন পাঠ্যবই: গল্প, কবিতা ও ছবিতে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান', ৫ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/education/0djtidqzbf (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৫৩] *ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস*, 'প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কারে কমিটি গঠন', ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://thefinancialexpress.com.bd/bn/prathmik-siksha-sngskare-kmiti-gthn (১৫ নভেম্বর ২০২৪)।

[৯৫৪] *কালের কণ্ঠ*, 'প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কারে শতাধিক সুপারিশ পরামর্শক কমিটির', ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.kalerkantho.com/online/national/2025/02/10/1479344 (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৫৫] *বাসস*, 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের বেতন স্কেল ১০ম গ্রেডে উন্নীতকরণ', ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.bssnews.net/bangla/news/266446 (৩১ ডিসেম্বর ২০২৫)।

অন্য প্রধান শিক্ষকেরা ক্ষুব্ধ হন। এরপর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সব শিক্ষককে এ সুবিধা দিতে অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করে। এরপর অর্থ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সম্মতি দেয়।[৯৫৬]

শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতি বাড়ানো, ঝরে পড়া রোধ করা, অপুষ্টিজনিত সমস্যা হ্রাসের লক্ষ্যে ২০২৫ সালের নভেম্বর থেকে দেশের ৬২ জেলার দেশের ১৫০টি উপজেলার ১৯ হাজার ৪১৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু করা হয়, যার মাধ্যমে ৩১ লাখেরও বেশি শিশুর পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পুষ্টিকর খাবার (যেমন- বিস্কুট, ফল, ডিম) দেওয়া হচ্ছে।[৯৫৭] এছাড়া 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৫'- জারি করা হয়েছে। আপিল বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ৯৩ শতাংশ সহকারী শিক্ষক পদে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের বিধান রেখে নতুন নিয়োগ বিধিমালা তৈরি হয়েছে। বাকি ৭ শতাংশের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তানের জন্য ৫ শতাংশ; ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য ১ শতাংশ এবং প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের নাগরিকদের জন্য ১ শতাংশ কোটা সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।[৯৫৮] পাশপাশি সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগে ৮০ শতাংশ নারী, পোষ্য কোটা নেই।[৯৫৯] এছাড়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিদ্যমান বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিটকে রূপান্তর করে 'প্রাথমিক শিক্ষা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অধিদপ্তর' নামে নতুন অধিদপ্তরের প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবনায় বলা হয়, এই অধিদপ্তর প্রাথমিক শিক্ষার মান পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও গবেষণা এবং সুপারিশ প্রণয়ন, এবং ডাটাবেজ তৈরি ও সংরক্ষণ এবং প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ও বক্তব্য প্রচার করবে। পাশাপাশি এটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডার গার্টেন ইত্যাদির মনিটরিং ও নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালনা করবে।[৯৬০] তবে ইউনিটকে শক্তিশালী করা যৌক্তিক হলেও এটিকে অধিদপ্তর ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, পরিবর্তীত সাংগঠনিক কাঠামোতে অ্যাডমিন ক্যাডারের সংখ্যাধিক্য থাকতে পারে বলে আশংকাও আছে।

এছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সংস্কার হচ্ছে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানকে বাদ দিয়ে দেশীয় মুদ্রণখানায় বই ছাপার নির্দেশনা।[৯৬১] ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি ভারতীয় প্রকাশককে দেওয়া টেন্ডার বাতিল করে নতুন করে টেন্ডার করার সিদ্ধান্ত দেয়।[৯৬২]

সর্বশেষ ৯ জানুয়ারি ২০২৬ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০২৫' এর লিখিত পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। প্রায় ১৪ হাজার ৩৮৫টি শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান।[৯৬৩] এছাড়া ১ হাজার ১১২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।[৯৬৪] এর পাশাপাশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফলে চূড়ান্তভাবে ১৪ হাজার ৩৮৪ জন প্রার্থী সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত হন।[৯৬৫]

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা

সংস্কারের উদ্যোগ: সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষায় গত এক বছরে অন্তর্বর্তী সরকার কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণ করার সিদ্ধান্ত অন্যতম। ইবতেদায়ী শিক্ষকদের টানা আন্দোলনের মুখে এ বছরের ২৯ জানুয়ারি ২০২৫ কোডভুক্ত ৬ হাজার ৯৯৭টি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসাকে পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণ করা হবে বলে জানায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ।[৯৬৬] কিন্তু পরবর্তীতে জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে সরকার, এবং

---

[৯৫৬] *প্রথম আলো*, 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব প্রধান শিক্ষকের বেতন গ্রেড এক ধাপ বাড়ছে', ২৮ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/education/6g8yyb9jtf (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৫৭] *ঢাকা মেইল*, 'নাটোর থেকে শুরু হচ্ছে প্রথম 'স্কুল ফিডিং' কর্মসূচির কার্যক্রম', ১৫ নভেম্বর ২০২৫, https://dhakamail.com/country/267208 (১৫ নভেম্বর ২০২৫)।

[৯৫৮] সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৫, ২৮ আগস্ট ২০২৫, https://dpe.gov.bd/pages/policies/ (১৫ নভেম্বর ২০২৫)।

[৯৫৯] *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'প্রাথমিক শিক্ষক: নতুন নিয়োগ বিধির খসড়া প্রস্তুত, থাকছে না ৮০% কোটা', ৯ এপ্রিল ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/07edb7113b12 (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৬০] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'প্রাথমিকে আরও একটি অধিদফতর হচ্ছে', ৬ মে ২০২৫, https://www.banglatribune.com/educations/897202 (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৬১] *ইত্তেফাক*, '১৫ বছর পর দেশেই ছাপা হবে সব পাঠ্যবই', ১৪ নভেম্বর ২০২৪, https://epaper.ittefaq.com.bd/m/356644/6734cf3cf25c5 (১৫ নভেম্বর ২০২৪)।

[৯৬২] *বিজনেস পোস্ট*, 'ইন্ডিয়ান ফার্মস লুজ আউট অন টেক্সটবুক ডিল', ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://businesspostbd.com/education/indian-firms-lose-out-on-textbook-deal (১৫ নভেম্বর ২০২৪)।

[৯৬৩] *প্রথম আলো*, 'শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা আজ : প্রশ্নপত্র ফাঁস ও 'কেন্দ্র কন্ট্যাক্টের' শঙ্কা', ৯ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/chakri/chakri-news/08uzxhp30u#:~:text (৯ জানুয়ারি ২০২৬)।

[৯৬৪] *ইত্তেফাক*, 'প্রধান শিক্ষক নিয়োগে প্রতি পদে ৬২৪ প্রতিযোগী, পরীক্ষা ঢাকায়', ১৮ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.ittefaq.com.bd/770774/ (১৮ জানুয়ারি ২০২৬)।

[৯৬৫] *প্রথম আলো*, 'প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগের ফল প্রকাশ, নির্বাচিত ১৪৩৮৪ প্রার্থী', ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/chakri/chakri-news/k59brg3p69 (৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৯৬৬] *প্রথম আলো*, 'নিবন্ধিত স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত', ২৯ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/education/higher-education/cd839584xz (২ আগস্ট ২০২৫)।

মাদ্রাসাগুলোকে এমপিওভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। এরই প্রেক্ষিতে ২৫ জুন ২০২৫ 'স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা স্থাপন, পাঠদান, স্বীকৃতি, পরিচালনা ও জনবল কাঠামো এবং এমপিও নীতিমালা, ২০২৫' জারি করা হয়।[৯৬৭] ফলে ইবতেদায়ির শিক্ষকরা বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের মতোই সুযোগ-সুবিধাসহ বেতন-ভাতার সরকারি অংশ পাবেন। সর্বশেষ ৮ জুলাই ২০২৫ স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার এমপিওভুক্তির আবেদন শুরু হয়।[৯৬৮] পরবর্তীতে ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ প্রভাষক পদের নিয়োগে সংশোধনী এন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) এর জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা, ২০২৬ জারি করা হয়।[৯৬৯]

কারিগরি শিক্ষায় দক্ষতা উন্নয়ন, অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ এবং শিল্প-সংযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তবায়নে একাধিক বড় পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। কারিগরিতে শিক্ষক সংকট মোকাবিলায় ৪৩তম বিসিএসের (ক্যাডার ও নন-ক্যাডার) মাধ্যমে ১৩১ জন এবং সরাসরি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আরও ২ হাজার ৮৮১ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে, ৪৪তম থেকে ৪৭তম বিসিএসের আওতায় আরও ১ হাজার ৫টি শিক্ষক পদের জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়ের জন্য নতুন করে ৯৮টি পদ সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোর জন্য 'নন-গেজেটেড কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগবিধি-২০১৫' সংশোধনের প্রস্তাব চূড়ান্ত হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে ভর্তি করতে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকেই সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি কার্যক্রম শুরু করার চিন্তা করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পাশাপাশি সিঙ্গাপুরের নানিয়াং টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটির আদলে গাজীপুরে গড়ে তোলা হচ্ছে একটি মডেল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।[৯৭০] সর্বশেষ ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (ভোকেশনাল, ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা টেকনোলজি ও ডিপ্লোমা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা, ২০২৬ জারি করা হয়।[৯৭১]

শিক্ষাখাতে আন্দোলন ও বিশৃঙ্খলা

শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ও বিশৃঙ্খলা: অন্তর্বর্তী সরকারের পুরো মেয়াদে বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গন বিবিধ অস্থিরতার মধ্য দিয়ে গেছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ক্লাস বর্জন-কর্মবিরতি, প্রশাসনিক অচলাবস্থা ও আন্দোলন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে ওঠে। অন্তর্বর্তী সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই বিভিন্ন দাবিতে বিভিন্ন সময় ক্যাম্পাসে, রাজপথে আন্দোলন করেছে শিক্ষার্থীরা। এসব আন্দোলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে -

- **এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের আন্দোলন -** ২০২৪ সালের ২০ আগস্ট শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে এইচএসসির কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ ছাড়াই ফলাফলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ;[৯৭২] ফলাফল প্রকাশের পর অকৃতকার্য শিক্ষার্থীসহ কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী কাঙ্ক্ষিত ফল না পাওয়ায় ফলাফল অস্বীকার করে পাঁচটি শিক্ষা বোর্ড ঘেরাও এবং স্মারকলিপি পেশ।[৯৭৩]
- **স্বতন্ত্র তিতুমীর বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে আন্দোলন -** ২০২৪ সালের ২৪ অক্টোবর তিতুমীর বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে আন্দোলন শুরু;[৯৭৪] ১৮ নভেম্বর ২০২৪ একই দাবিতে পুনরায় আন্দোলন - মহাখালী সড়ক অবস্থানসহ রেলপথ অবরোধ ও আন্তঃনগর ট্রেনে হামলা;[৯৭৫] শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তিতুমির কলেজের ছাত্রদের ৫ দফা নিয়ে আলোচনার পর এক সপ্তাহের মধ্যে সরকার তিতুমীর কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের সম্ভব্যতা যাচাইয়ে কমিটি করার সিদ্ধান্ত;[৯৭৬] পরবর্তীতে ২৮ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে পুনরায় আন্দোলন; শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতির দাবি বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত সরকার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলা, এবং সেসময় পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, কলেজ কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত।[৯৭৭]

---

[৯৬৭] https://file-rajshahi.portal.gov.bd/uploads/28d300e3-823c-4884-9862-91836d54a56f//686/11a/cd9/68611acd98104269505751.pdf (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৬৮] ঐ-১৫ স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি সংক্রান্ত নোটিশ.pdf (২ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৬৯] https://ntrca.gov.bd/pages/static-pages/698f3645e6af0a3d6f72350a (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৯৭০] রাকিবুল হাসান তামিম, 'কারিগরি শিক্ষায় আসছে নানা পরিবর্তন, লক্ষ্য "স্কিলড বাংলাদেশ"', *ঢাকা পোস্ট*, ১৩ জুলাই ২০২৫, https://www.dhakapost.com/education/379256 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৭১] https://ntrca.gov.bd/pages/static-pages/698f3645e6af0a3d6f72350a (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[৯৭২] *প্রথম আলো*, 'এইচএসসির স্থগিত পরীক্ষা বাতিল নিয়ে নানা প্রতিক্রিয়া', ২১ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/education/examination/hcjghwfydm (১৫ নভেম্বর ২০২৪)।

[৯৭৩] *জনকণ্ঠ*, 'অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের পাঁচ শিক্ষা বোর্ড ঘেরাও', ২০ অক্টোবর ২০২৪, https://www.dailyjanakantha.com/education/news/737839#google_vignette (১৫ নভেম্বর ২০২৪); *প্রাগুক্ত*।

[৯৭৪] *ইত্তেফাক*, 'বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবিতে মহাখালীতে তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ', ২৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.ittefaq.com.bd/704654 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৭৫] *ইত্তেফাক*, 'কলেজের ভেতরে অবস্থান নিয়েছে শিক্ষার্থীরা, বাইরে পুলিশ', ১৯ নভেম্বর ২০২৪, https://www.ittefaq.com.bd/707688 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৭৬] *ইত্তেফাক*, 'আন্দোলন স্থগিত করলো তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীরা', ১৯ নভেম্বর ২০২৪, https://www.ittefaq.com.bd/707754 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৭৭] *ইত্তেফাক*, 'যে কারণে আন্দোলন স্থগিত করেছেন তিতুমীরের শিক্ষার্থীরা', ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/718041 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

- **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সাতটি কলেজের আন্দোলন** - অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে আন্দোলন শুরু;[৯৭৮] সরকারের দিক থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ সাত কলেজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমর্যাদার একটি স্বতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর রূপরেখা প্রণয়ন করতে চার সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন;[৯৭৯] ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর সাত কলেজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ; ইউজিসির এক সদস্যের নেতৃত্বাধীন একটি নজরদারি সংস্থা তৈরির সিদ্ধান্ত, পাশাপাশি সাত কলেজের একজন অধ্যক্ষকে সংস্থাটির পরিচালকের দায়িত্ব পালন;[৯৮০] ১৭ মার্চ সাত কলেজের সমন্বয়ে ঢাকা সেন্ট্রাল বিশ্ববিদ্যালয় নামে পৃথক একটি বিশ্ববিদ্যালয় করার সিদ্ধান্ত; ১৯ মে সাত কলেজের প্রশাসক হিসেবে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এ কে এম ইলিয়াসকে নিয়োগ।[৯৮১]
- **জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন** - ২০২৪ সালের ১১ নভেম্বর ইউজিসির পাইলট প্রকল্পে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্তিসহ তিন দফা দাবিতে শিক্ষাভবন ঘেরাও; সরকার থেকে দাবি বাস্তবায়নের আশ্বাস; আশ্বাসের যথাযথ বাস্তবায়ন না দেখে ২০২৫ সালের মে মাসে আবারও আন্দোলন; সরকারের দাবি পূরণ করতে রাজি হলে আন্দোলনের কর্মসূচি প্রত্যাহার।[৯৮২]
- **খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুয়েট) আন্দোলন** - ১৮ ফেব্রুয়ারি ছাত্র রাজনীতি বন্ধের দাবি নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে কুয়েটে ছাত্রদল নেতাকর্মী ও বহিরাগতদের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ; হামলাকারীদের পক্ষ নেওয়ার অভিযোগ তুলে তৎকালীন উপাচার্যসহ কয়েক শিক্ষক লাঞ্ছিত; আন্দোলনের মুখে ২৫ এপ্রিল উপাচার্য অধ্যাপক মুহাম্মদ মাছুদকে অব্যাহতি; শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনায় জড়িতদের বিচারের দাবিতে ৪ মে থেকে একাডেমিক কার্যক্রম বর্জন শিক্ষক সমিতির;[৯৮৩] ১ মে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) অধ্যাপক মো. হযরত আলীকে কুয়েটের অন্তর্বর্তী উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ; সংঘর্ষ ও শিক্ষক লাঞ্ছিতের ঘটনায় বিচারিক প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার অভিযোগে শিক্ষকদের আন্দোলন;[৯৮৪] ২৪ জুলাই কুয়েটে নতুন উপাচার্য নিয়োগপ্রাপ্ত; ২৮ জুলাই আন্দোলন কর্মসূচি তিন মাসের জন্য স্থগিত; তদন্ত চলার পাশাপাশি ক্লাস শুরু করার ব্যাপারে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাঝে ঐকমত্য; ২৯ জুলাই কুয়েটে ক্লাস শুরু।[৯৮৫]
- **নাম পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলন** - ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে গাজীপুর ডিজিটাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের আন্দোলন।[৯৮৬]

উপরোক্ত ঘটনাসমূহ ছাড়াও দেড় বছরে নানা দাবিতে ছাত্ররা প্রতিবাদ-বিক্ষোভে সরব ছিল। এর মধ্যে রাজশাহী[৯৮৭] ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে[৯৮৮] পোষ্য কোটা বাতিলে আন্দোলন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্কিত শিক্ষকের পদোন্নতি বাতিলের দাবিতে আন্দোলন[৯৮৯], জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর পদে ক্র্যাফট ইনস্ট্রাক্টরদের ৩০ শতাংশ পদোন্নতির কোটা বাতিলসহ ছয় দফা দাবিতে পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের আন্দোলন[৯৯০], বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে উপাচার্যসহ তিনজনের পদত্যাগ[৯৯১], রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ[৯৯২], চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শতভাগ আবাসনের দাবিতে প্রশাসনিক

---

[৯৭৮] *ইত্তেফাক*, 'সাত কলেজকে আলাদা করে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণার প্রস্তাব শিক্ষার্থীদের', ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.ittefaq.com.bd/701079 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৭৯] *ইত্তেফাক*, 'বিশ্ববিদ্যালয় সমমর্যাদায় স্বতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পাচ্ছে সাত কলেজ', ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪, https://www.ittefaq.com.bd/712552 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৮০] *ইত্তেফাক*, 'সাত কলেজ পরিচালনা করবে ইউজিসির নেতৃত্বে নজরদারি সংস্থা', ৪ মার্চ ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/721824 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৮১] *ইত্তেফাক*, 'অবশেষে অন্তর্বর্তী প্রশাসন পেল ৭ কলেজ', ১৯ মে ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/732611 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৮২] *ডেইলি স্টার বাংলা*, 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দাবি দ্রুত পূরণ করা হবে: নাহিদ ইসলাম', ১১ নভেম্বর ২০২৪, https://bangla.thedailystar.net/youth/education/campus/news-628821 (৩ আগস্ট ২০২৫); *বিবিসি নিউজ বাংলা*, 'জগন্নাথের শিক্ষার্থীদের আন্দোলন প্রত্যাহার, উত্তেজনা থামেনি ঢাবিতে', ১৬ মে ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/cjwq4wv8nejo (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৮৩] *সমকাল*, '১৬০ দিন পর কুয়েটে ক্লাস শুরু, উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা', ২৯ জুলাই ২০২৫, https://samakal.com/khulna/article/307844 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৮৪] মোশতাক আহমেদ, 'শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা, নেই পরিকল্পিত সমাধান', *প্রথম আলো*, ২১ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/education/higher-education/sq50k0g5dd (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৮৫] *ডেইলি স্টার*, 'পাঁচ মাস পর কুয়েটে ক্লাস শুরু', ২৯ জুলাই ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/youth/education/campus/news-689461 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৮৬] *প্রাগুক্ত*।

[৯৮৭] বুলবুল হাবিব, '৪৭ বছর পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্য কোটা বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত', *টিবিএস*, ৩ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangla/evsjv‡`k/news-details-297076 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৮৮] *আজকের পত্রিকা*, 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্য কোটা বাতিল', ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.ajkerpatrika.com/education/ajp0ndgtzrvjb (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৮৯] *টিবিএস*, 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদোন্নতি বোর্ড স্থগিত, অবরুদ্ধ ভিসি', ৪ জুলাই ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-361511 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৯০] *প্রথম আলো*, 'আলোচনায় সন্তুষ্ট নন পলিটেকনিক শিক্ষার্থীরা, কঠোর কর্মসূচি দেবেন', ১৭ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/kmvdbivvi7 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৯১] মোশতাক আহমেদ, 'শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা, নেই পরিকল্পিত সমাধান', *প্রাগুক্ত*।

[৯৯২] *সমকাল*, 'স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের দাবিতে রেলপথ অবরোধ, ট্রেন চলাচল বন্ধ', ১৩ আগস্ট ২০২৫ https://samakal.com/whole-country/article/310307/ (১৩ আগস্ট ২০২৫)

ভবনে তালা[৯৯৩], তিন দফা দাবিতে সড়ক অবরোধ প্রকৌশলের শিক্ষার্থীদের[৯৯৪], শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের সংঘর্ষের ঘটনার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটক আটকে বিক্ষোভ[৯৯৫] উল্লেখযোগ্য।

আন্দোলনের পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মাঝে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ দেখা গেছে। এর মধ্যে ন্যাশনাল মেডিকেল ও সোহরাওয়ার্দী কলেজে হামলা ও ভাঙচুর,[৯৯৬] ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের মাঝে সংঘর্ষ,[৯৯৭] এবং দেশের বিভিন্ন এলাকায় কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ উল্লেখযোগ্য। শিক্ষার্থীদের সংঘাতে না জড়িয়ে বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রমে ব্যস্ত রাখতে স্কুল-কলেজের প্রতি ৯টি নির্দেশনা জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।[৯৯৮] এছাড়া ১৩ মে রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শাহরিয়ার আলম সাম্যর মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ হয়।[৯৯৯]

শিক্ষকদের আন্দোলন: শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পাশপাশি শিক্ষকরাও বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করেন। এর মধ্যে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকরা বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করেন। বাতিলকৃত নিয়োগের সহকারী শিক্ষকদের আন্দোলন এর মধ্যে অন্যতম। ২০২৩ সালের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে ২০২৪ সালের ৩১ অক্টোবর ৬ হাজার ৫৩১ জন শিক্ষক চূড়ান্তভাবে সুপারিশপ্রাপ্ত হন। তারা যোগদানপত্র হাতে পেলেও ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ হাইকোর্ট নিয়োগের ফলাফল বাতিল করে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের সুপারিশ করে। এই নিয়োগে যারা সুপারিশপ্রাপ্ত হননি তাদের এক রিটের প্রেক্ষিতে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে হাইকোর্ট। রায় প্রকাশের পর থেকেই সুপারিশপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকরা আন্দোলন চালিয়ে যায়। এদিকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় রায়টি পুনর্বিবেচনার জন্য আপিল করে। পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের সচিব আন্দোলনকারীদের আইনি প্রক্রিয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন, এবং কাউকেই বাদ দেওয়া হবে না বলে আশ্বস্ত করেন।[১০০০]

এছাড়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সারদেশের সহকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন এক ধাপ বাড়িয়ে ১২ গ্রেড করা হলেও কমিটির সুপারিশে হতাশ হন শিক্ষকরা। তাদের দাবি সহকারী শিক্ষকদের শুরুর বেতন ১০তম গ্রেড হতে হবে। পাশাপাশি আরও দুটি দাবি–চাকরিতে ১০ বছর ও ১৬ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেড পাওয়ার জটিলতা নিরসন এবং প্রধান শিক্ষক পদে শতভাগ পদোন্নতিসহ দ্রুত পদোন্নতি–এই তিন দফা দাবি পূরণে তারা লাগাতার আন্দোলন করেন।[১০০১] এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের বেতন গ্রেড দুই ধাপ বাড়িয়ে ১১তম করতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং অর্থ বিভাগে প্রস্তাব পাঠিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।[১০০২]

প্রাথমিকের পাশাপাশি মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকরাও বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করেছেন। এক্ষেত্রে বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবি উল্লেখযোগ্য। সরকার পতনের পর থেকেই এ দাবিতে শিক্ষকরা আন্দোলন করছেন।[১০০৩] পরবর্তীতে অন্তবর্তী সরকারের তৎকালীন শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উৎসব ভাতা ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি ও পরবর্তী বাজেটে বাড়ি ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধিসহ শ্রান্তি-বিনোদন ভাতা কার্যকরের ঘোষণা দেন। এ প্রেক্ষিতে ২০২৫

---

[৯৯৩] *প্রথম আলো*, 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শতভাগ আবাসনের দাবিতে প্রশাসনিক ভবনে তালা', ১৭ আগস্ট ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/2e4wq3npb3 (১৭ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৯৪] *প্রথম আলো*, 'তিন দফা দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো রাজধানীর শাহবাগ অবরোধ করেছেন প্রকৌশলের শিক্ষার্থীরা', ২৭ আগস্ট ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/qtg4c6gzx6 (২৭ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৯৫] *প্রথম আলো*, 'চিট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ-ফটক আটকে শিবিরের বিক্ষোভ, প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের', ৩১ আগস্ট ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/pebb0kpkze (৩১ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৯৬] *প্রথম আলো*, 'ন্যাশনাল মেডিকেল ও সোহরাওয়ার্দী কলেজে ব্যাপক ভাঙচুর', ২৫ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/5qg8iz2o23 (০৩ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৯৭] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ', ২০ নভেম্বর ২০২৪, https://www.banglatribune.com/873675 (৩ আগস্ট ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'সায়েন্স ল্যাবে ঢাকা ও সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ, পুলিশসহ কয়েকজন আহত', ২১ আগস্ট ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/b70di7ir8 (৩১ আগস্ট ২০২৫)।

[৯৯৮] https://shed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/shed.portal.gov.bd/moedu_office_order/b3d52e04_2efc_4e5d_a7cf_8dda0787f623/342.pdf

[৯৯৯] মুকিমুল আহসান, 'ছাত্রদল নেতা শাহরিয়ার হত্যার আগে কী ঘটেছিল সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে?', *বিবিসি নিউজ বাংলা*, ১৪ মে ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c7v7e92090lo (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[১০০০] *কালের কণ্ঠ*, 'আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা নিয়োগ বাতিল শিক্ষকদের', ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.kalerkantho.com/print-edition/last-page/2025/02/12/1479921 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[১০০১] *প্রথম আলো*, 'আগামীকাল থেকে পূর্ণদিবস কর্মবিরতিতে প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকেরা', ২৫ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/education/eymducgfed (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[১০০২] *প্রথম আলো*, 'সহকারী শিক্ষকদের বেতন গ্রেড ১১ করতে মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব, হলে কত টাকা লাগবে', ৯ নভেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/education/k0tsp4ckum (৯ নভেম্বর ২০২৫)।

[১০০৩] *কালের কণ্ঠ*, 'বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবিতে সারা দেশে মানববন্ধন', ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2024/09/24/1428478 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

সালের মে মাসে উৎসব ভাতা ২৫ শতাংশ বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করা হয়।[১০০৪] কিন্তু ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সরকারি নিয়মে বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা ও শ্রান্তি বিনোদন ভাতার প্রজ্ঞাপন জারি না করার কারণে বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত থাকে। ২০২৫ সালে কয়েকদফা কর্মসূচি চলে।[১০০৫] এ প্রেক্ষিতে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়ি ভাড়া ভাতা ১৫ শতাংশ বাড়ানো এবং ন্যূনতম ২০০০ টাকা করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।[১০০৬] এছাড়া স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সব নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একযোগে এমপিওভুক্তির দাবিতে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচী পালন করেন।[১০০৭] বৈষম্যের শিকার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকেরা জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলন করেন এ সময়। এ আন্দোলনের ফলে সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে একটি চিঠি ইস্যু করা হয়, যারা দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি জানান শিক্ষকরা।[১০০৮]

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের উদ্যোগে কিছু ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। ২০২৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত ও মুদ্রিত সব পাঠ্যপুস্তক সংশোধন এবং পরিমার্জন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে ১০ সদস্যের একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করেছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ওই কমিটি গঠনের পর পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিমার্জন কমিটিতে কমপক্ষে দুজন আলেমকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দাবি তোলে জামায়াতে ইসলামী ও হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশসহ ধর্মভিত্তিক কয়েকটি দল ও সংগঠন। এছাড়া কমিটি থেকে দুজন সদস্যকে বাদ দেওয়ার জন্য মানববন্ধন করে ধর্মভিত্তিক একাধিক সংগঠন। এসব ধর্মভিত্তিক সংগঠনের আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজ সমন্বয়ের লক্ষ্যে গঠিত সমন্বয় কমিটি বাতিল করা হয়, যা পরবর্তীতে সরকারের সিদ্ধান্তকে নতজানু নীতির বহিঃপ্রকাশ বলে বিভিন্ন মহলে সমালোচনা হয়।[১০০৯] এছাড়া নতুন বই প্রকাশিত হওয়ার পর সংশোধিত পাঠ্যবইকে ঘিরে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। নবম ও দশম শ্রেণির 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি' বইতে 'আদিবাসী' শব্দযুক্ত গ্রাফিতি থাকায় 'স্টুডেন্টস ফর সভারেন্টি' নামের একটি ছাত্রসংগঠন প্রতিবাদ করে, শব্দটি প্রত্যাহারের দাবি জানায়। তাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে গত ১২ জানুয়ারি এনসিটিবির ওয়েবসাইটে ওই গ্রাফিতির চিত্র বই থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।[১০১০] এরপর আদিবাসী শিক্ষার্থীরা গ্রাফিতি সরিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে এনসিটিবি ভবনের সামনে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে গেলে সেখানে তাদের ওপর হামলা চালায় সংগঠনটি। এ ঘটনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করে, এনসিটিবির দ্রুত গ্রাফিতি সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্তও সমালোচিত হয়।[১০১১] পাশাপাশি ২০২৫ ও ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে বিনামূল্যের পাঠ্যবই সম্পূর্ণ বিতরণ শেষ করতে বেশ দেরি হয়েছে। ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রায় তিন মাসের মাথায় গত ২৪ মার্চ বিতরণ শেষ করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। মূলত, শিক্ষাক্রম, পাঠ্যবই পরিমার্জনে বিলম্ব, দেরিতে ছাপার কাজ শুরু করায় বই পেতে দেরি হয়েছে। এছাড়া আগের দরপত্র বাতিল করে নতুন দরপত্র দেওয়া, দেরি করে পরিদর্শন প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত করা, মন্ত্রণালয় পর্যায়ে আনুষঙ্গিক কাজের অনুমোদন পেতে দেরি হওয়াও এমন পরিস্থিতির কারণ।[১০১২] ২০২৬ সালে ১৫ জানুয়ারি সব বই বিতরণের লক্ষ্যে সব কাজ আগে শুরু করলেও ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ৩০ লাখের বেশি বই বিতরণ বাকি থাকে।[১০১৩]

দেখা যাচ্ছে, অন্তর্বর্তী সরকার গত এক বছর শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা যথাযথভাবে সামাল দিতে পারেনি। তবে যৌক্তিক ও অযৌক্তিক সব আন্দোলনের দাবি মেনে নেওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে সরকারের ভেতর। এসব অস্থিরতার মূলে থাকা সংকটগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে সুচিন্তিত সমাধানে উদ্যোগের ঘাটতি দেখা যায়। শিক্ষাখাতের সংকট নিরসনে সামগ্রিকভাবে পরিকল্পনা করে কোনো

[১০০৪] *প্রথম আলো*, 'এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের উৎসব ভাতা ২৫ থেকে বেড়ে ৫০%', ২৬ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/economics/5268hbi5nn (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[১০০৫] *ডেইলি ক্যাম্পাস*, 'জাতীয়করণের দাবিতে ঢাকায় মহাসমাবেশের ডাক এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের', ২ আগস্ট ২০২৫, https://thedailycampus.com/teacher-politics/212162 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[১০০৬] *বাসস*, 'এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া ভাতা ১৫ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত সরকারের', ১ নভেম্বর ২০২৫, https://www.bssnews.net/bangla/at-a-glance/246120 (৩০ নভেম্বর ২০২৫)।

[১০০৭] *ঢাকা পোস্ট*, 'নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একযোগে এমপিওভুক্ত করার দাবি', ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.dhakapost.com/national/346066 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[১০০৮] *ডেইলি ক্যাম্পাস*, 'বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের দাবিতে শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি', ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://thedailycampus.com/teacher-politics/171060 (৩ আগস্ট ২০২৫); ঢাকা পোস্ট, '৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের দাবিতে শিক্ষকদের অবস্থান', ৩০ জুন ২০২৫, https://www.dhakapost.com/national/376175 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[১০০৯] *প্রথম আলো*, '১৩ দিনের মাথায় পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জনে সমন্বয় কমিটি বাতিল', ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/education/re4wei37vq (১২ নভেম্বর ২০২৪)।

[১০১০] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'স্টুডেন্টস ফর সভারেন্টি কারা, তাদের উদ্দেশ্য কী?', ১৭ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.banglatribune.com/881960 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[১০১১] উম্মে ওয়ারা, 'এনসিটিবি কি চাইলেই গ্রাফিতি সরিয়ে দিতে পারে', *প্রথম আলো*, ১৬ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/opinion/column/tan8nnvesn (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[১০১২] মোশতাক আহমেদ, 'নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু প্রথম দিনে বই পাচ্ছে না অনেক শিক্ষার্থী', *প্রথম আলো*, ১ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/education/mdzqbnj5co (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[১০১৩] *প্রথম আলো*, 'বই সরবরাহ প্রায় শেষ, এখনো বাকি ৩০ লাখের বেশি, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/education/lukk9d6gzd (২৫ জানুয়ারি ২০২৬)।

ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থতা লক্ষ করা গেছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণে ধীরগতি দৃশ্যমান হয়েছে।[১০১৪] সর্বশেষ তড়িঘড়ি করে ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ শিক্ষা আইনের খসড়া মতামত নেওয়ার জন্য ১ ফেব্রুয়ারি (রোববার) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।[১০১৫] সর্বোপরি এ খাতে কাঠামোগত দুর্বলতা ও পর্যাপ্ত বাজেটের ঘাটতি অব্যাহত রয়েছে।[১০১৬]

স্বাস্থ্য

সংস্কারের উদ্যোগ

স্বাস্থ্যব্যবস্থার বিষয়ভিত্তিক সংস্কার, চিকিৎসাসেবার গুণগত মানোন্নয়ন, স্বাস্থ্যব্যবস্থার কাঠামো শক্তিশালীকরণের উদ্দ্যেশ্যে ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন জারি করে ১২ সদস্যের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে স্বাস্থ্য খাত সংস্কার বিষয়ক কমিটি গঠন করে।[১০১৭] স্বাস্থ্য খাত সংস্কার বিষয়ক কমিটি গঠনের পর থেকে এ কমিটিতে কোনো জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, পুষ্টি বিশেষজ্ঞ, জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ রাখা হয়নি বলে সমালোচনা হয়। এছাড়া বিএনপি সমর্থিত চিকিৎসকদের সংগঠন ডক্টরস অ্যাসোসিয়েন অব বাংলাদেশ (ড্যাব) সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কমিটিকে প্রত্যাখ্যান করে।[১০১৮] পরবর্তীতে এ কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা যায়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে কমিটির সভাপতি পদ থেকে অধ্যাপক এম এ ফয়েজ পদত্যাগ করেন।[১০১৯] এরপর ১৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে জাতীয় অধ্যাপক ডা. এ কে আজাদ খানকে প্রধান করে স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়।[১০২০] ৫ মে ২০২৫ তারিখে স্বাস্থ্যখাত সংস্কারের সুপারিশগুলোকে সাতটি স্তম্ভে ভাগ করে উপস্থাপন করে 'স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন'। স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশন তাদের প্রতিবেদনে জাতীয় বাজেটের কমপক্ষে ১৫ শতাংশ বরাদ্দ স্বাস্থ্য খাতে থাকা উচিত সুপারিশ করলেও অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৫-২৬ অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ রেখেছে জাতীয় বাজেটের ৫ দশমিক ৩ শতাংশ।[১০২১] তবে এই কমিশনের রিপোর্টের বাস্তবায়নের কোনো পরিকল্পনা বা দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ এখনো দেখা যায়নি।

এমবিবিএস অথবা বিডিএস ডিগ্রিপ্রাপ্ত ছাড়া অন্য কেউ তাঁদের নামের আগে ডাক্তার পদবি ব্যবহার করতে পারবেন না বলে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। পাশাপাশি 'ডিএমএফ' ডিগ্রিধারীদের (ডিপ্লোমাধারী হিসেবে নিবন্ধিত) ক্ষেত্রে যথাযথ প্রিফিক্স (নামের আগে ব্যবহার করা সম্মানসূচক শব্দ) নির্ধারণে ছয় মাসের মধ্যে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[১০২২]

নিয়োগ ও রদবদল

কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতনের পর থেকে স্বাস্থ্য প্রশাসন, চিকিৎসা শিক্ষা ও জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগ বাতিল, বদলি ও পদায়নে একটি চিকিৎসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে।[১০২৩] এই পর্যন্ত ২০টি মেডিকেল কলেজে নতুন করে অধ্যক্ষ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, এছাড়াও ছয়টি সরকারি মেডিকেল কলেজে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়।[১০২৪]

[১০১৪] মোশতাক আহমেদ, 'শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা, নেই পরিকল্পিত সমাধান', *প্রাগুক্ত*; মনজুর আহমদ, 'সার্বিকভাবে শিক্ষা নিয়ে আমরা হতাশ', *প্রথম আলো*, ২১ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/education/z31cmts4dr (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[১০১৫] *প্রথম আলো*, 'শেষ সময়ে যেনতেন শিক্ষা আইনের চেষ্টা', ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/education/t06jnm28i1 (৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

[১০১৬] *আমাদেরসময়ডটকম*, 'বাজেট বাড়লেও শিক্ষার মানে অগ্রগতি নেই, কাঠামোগত দুর্বলতায় পিছিয়ে বাংলাদেশ', ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.amadershomoy.com/education/article/169681/ (১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১০১৭] *প্রথম আলো*, 'স্বাস্থ্য খাত সংস্কারে অধ্যাপক ফয়েজের নেতৃত্বাধীন কমিটির কাজ শুরু', ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/4cmftz0sj1 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[১০১৮] *প্রাগুক্ত*।

[১০১৯] *প্রথম আলো*, 'স্বাস্থ্য সংস্কার কমিটি থেকে অধ্যাপক এম এ ফয়েজের পদত্যাগ', ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ogpsoj6coh (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[১০২০] *ডেইলি স্টার বাংলা*, 'আরও ৪ কমিশন গঠন করছে সরকার', ১৭ অক্টোবর ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-622676 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[১০২১] *জাগো নিউজ ২৪*, 'স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাড়লো ৫০১ কোটি টাকা', ২ জুন ২০২৫, https://www.jagonews24.com/health/news/1026570 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[১০২২] *যুগান্তর*, 'উচ্চ আদালতের রায়: এমবিবিএস-বিডিএস ছাড়া কেউ ডাক্তার লিখতে পারবেন না', ১৩ মার্চ ২০২৫, https://www.jugantor.com/tp-lastpage/928223 (৩ আগস্ট ২০২৫) ।

[১০২৩] *প্রথম আলো*, 'স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চর দখলের কাজ চলছে', ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/3upub5owqp (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[১০২৪] *জাগো নিউজ ২৪*, 'তিন মেডিকেল কলেজে নতুন অধ্যক্ষ', ১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.jagonews24.com/health/news/971955 (৩ আগস্ট ২০২৫); *মেডিভয়েস*, 'শজিমেকে নতুন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগ', ২৯ নভেম্বর ২০২৪, https://medivoicebd.com/article/31174 (৩ আগস্ট ২০২৫); *মেডিভয়েস*, 'সরকারি ৪ মেডিকেলে নতুন অধ্যক্ষ', ২৬ অক্টোবর ২০২৪, https://medivoicebd.com/article/30868/ (৩ আগস্ট ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'ঢাকাসহ ৫ মেডিকেল কলেজে নতুন অধ্যক্ষ', ২৯ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/education/higher-education/ivatz33fmr (৩ আগস্ট ২০২৫); ওয়েবসাইট ও সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী হালনাগাদকৃত।

দেশের ৪১ জেলায় নতুন সিভিল সার্জন[১০২৫] নিয়োগ এবং ২৯ জন[১০২৬] সিভিল সার্জনকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। শুরুতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নিয়োগ নিয়ে চিকিৎসকদের পালটাপালটি কর্মসূচিতে প্রায় দেড় মাস প্রশাসনিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। দুই দফায় পরিবর্তন করা হয় মহাপরিচালক। তবে দায়িত্ব নিলেও বাধার কারণে সর্বশেষ মহাপরিচালকের নেতৃত্বে স্বাস্থ্য খাত ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। ৮ আগস্ট ২০২৪ থেকে ১০ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ১০ হাজারের বেশি চিকিৎসক বদলির ঘটনা ঘটে। এ সময় অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিচালক, লাইন ডিরেক্টরসহ গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ পদ দখল নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল। এর সঙ্গে 'চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি'র (এইচপিএনএসপি) আওতায় পরিচালিত অপারেশনাল প্ল্যান (ওপি) বন্ধ হয়ে গেছে।[১০২৭] ফলে দীর্ঘসময় এ প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বেতন পাননি।[১০২৮]

নাম পরিবর্তন

অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর শেখ হাসিনা, শেখ মুজিবুর রহমানসহ কিছু ব্যক্তির নাম বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের নাম থেকে বাদ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পক্ষ থেকে জোর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ৩০ অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত পরিপত্র জারি করে ব্যক্তির নাম বাদ দিয়ে জেলার নামে নয়টি সরকারি মেডিকেল কলেজের নাম পরিবর্তন করে। একইভাবে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ৩ নভেম্বর ২০২৪ পরিপত্র জারি করে ২০টি হাসপাতালের নাম পরিবর্তন করে।[১০২৯] পাশাপাশি দুটি সরকারি নার্সিং কলেজ ও একটি নার্সিং ইনস্টিটিউটের নাম পরিবর্তন হয়েছে। এছাড়া ১ জানুয়ারি ২০২৬ মুন্সিগঞ্জ মেডিকেল কলেজ নামে একটি মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দেওয়া হয়।[১০৩০] বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ নভেম্বর ২০২৪ সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ এবং ডেন্টাল কলেজের এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সের ভর্তি ফি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি হয়, যেখানে ভর্তি ফি, ইন্টার্নশিপ ফি, টিউশন ফিসহ অন্যান্য ফি নির্ধারণ করা হয় এবং তা আদায়ের পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হয়।[১০৩১]

প্রণোদনা

স্বাস্থ্যখাতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতের চিকিৎসকরা দীর্ঘদিন পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত ছিলেন। পেশাগত মর্যাদা ও কর্মপরিবেশ উন্নয়নের অংশ হিসেবে ৭ হাজার চিকিৎসককে পদোন্নতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। পদোন্নতি দেওয়া চলমান রয়েছে। সর্বশেষ ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ১২০ জন চিকিৎসককে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।[১০৩২] দলীয় রাজনীতি বিবেচনায় নিয়মিত পদোন্নতি থেকে বেশ কিছু চিকিৎসক এবং সুপারনিউমারারি পদেও কয়েক শ চিকিৎসক পদোন্নতি পাননি, তবে অনেকে রাজনীতিতে যুক্ত না থাকলেও রাজনৈতিক ট্যাগ দিয়ে পদোন্নতি বঞ্চিত করা- দলীয় রাজনীতি থেকে মুক্ত হতে পারছে না চিকিৎসা খাত।[১০৩৩] পাশাপাশি চিকিৎসক ও সার্জনদের বেতন বাড়ানোর প্রস্তাবও চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।[১০৩৪] পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেইনি চিকিৎসকদের ভাতা ৩০ শতাংশ বাড়িয়ে ৩৫ হাজার টাকা করা হয়েছে।[১০৩৫]

[১০২৫] *প্রথম আলো*, 'দেশের ৪১ জেলায় নতুন সিভিল সার্জন নিয়োগ', ৫ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/chakri/chakri-news/zhjwuqfn95 (১০ জুলাই ২০২৫); https://drive.google.com/file/d/1Nc17zXNap-8BZWEd2bqTxibalc0CKqf1/view (১০ জুলাই ২০২৫)।

[১০২৬] *কালের কণ্ঠ*, '২৯ সিভিল সার্জনকে ওএসডি', ৩ মার্চ ২০২৫', https://www.kalerkantho.com/online/national/2025/03/03/1487616 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[১০২৭] জাহিদ হাসান, 'স্বাস্থ্য খাতে প্রতিশ্রুতি কাজে আসেনি', *যুগান্তর*, ১০ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.jugantor.com/tp-city/1050803 (৩১ জানুয়ারি ২০২৬)।

[১০২৮] শিশির মোড়ল, 'স্বাস্থ্যে প্রকল্প থেকে সরছে সরকার: ১৭ মাস বেতনহীন, চাকরি হারানোর শঙ্কা', *প্রথম আলো*, ২৯ নভেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/p2gw212vdz (৩১ জানুয়ারি ২০২৬)।

[১০২৯] *প্রথম আলো*, 'আরও ৩ মেডিকেল কলেজের নাম পরিবর্তন, বঙ্গবন্ধু-হাসিনার নাম বাদ', ১৯ নভেম্বর, ২০২৪, https://www.prothomalo.com/education/higher-education/pp4rld71tj (৩ আগস্ট ২০২৫); ৩ নভেম্বর ২০২৪ এর প্রজ্ঞাপন, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

[১০৩০] *ডেইলি ক্যাম্পাস*, 'নতুন আরেকটি সরকারি মেডিকেল কলেজের অনুমোদন', ১ জানুয়ারি ২০২৬, https://thedailycampus.com/medical-college-news/234755 (১ জানুয়ারি ২০২৬)।

[১০৩১] সরকারি মেডিকেল কলেজ এবং ডেন্টাল কলেজের এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সের ভর্তি ফি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন, ৬ নভেম্বর ২০২৪, https://mefwd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mefwd.portal.gov.bd/notification_circular/7bed7cb7_2699_428b_b76b_8a7c55a8513e/648%20(প্রজ্ঞাপন).pdf (১৫ নভেম্বর ২০২৪); বেসরকারি মেডিকেল কলেজ এবং ডেন্টাল কলেজে-ডেন্টাল ইউনিটে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সের ভর্তি ফি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন, ৬ নভেম্বর ২০২৪, https://mefwd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mefwd.portal.gov.bd/notification_circular/af3850fc_a77e_4e0f_a1d2_5320ec59198e/649%20(প্রজ্ঞাপন).pdf (১৫ নভেম্বর ২০২৪)।

[১০৩২] *দেশ রূপান্তর*, 'স্বাস্থ্য ক্যাডারের ১২০ চিকিৎসককে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি', ৬ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.deshrupantor.com/644448/ (৬ ডিসেম্বর ২০২৫)।

[১০৩৩] *প্রথম আলো*, '৭,৫০০ চিকিৎসকের পদোন্নতি হচ্ছে, স্বাচিপ সদস্যরা বাদ', ১ নভেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/lwdokqxacp (১ নভেম্বর ২০২৫)।

[১০৩৪] *প্রথম আলো*, 'চিকিৎসক-সার্জনদের বেতন বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা', ১৪ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/tcpabzfyss (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[১০৩৫] *বাংলা নিউজ ২৪*, 'ট্রেইনি চিকিৎসকদের ৩০ শতাংশ ভাতা বাড়ল', ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ https://www.banglanews24.com/health/news/bd/1447453.details (৩ আগস্ট ২০২৫)।

সেবার সম্প্রসারণ

ওষুধ সহজে পাওয়ার লক্ষ্যে সারা দেশে 'ফার্মেসি নেটওয়ার্ক' গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছে সরকার। প্রাথমিকভাবে সারা দেশে সরকারি ৭০০ হাসপাতালে এই ফার্মেসি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দেশের ৪২৯টি উপজেলা হাসপাতাল, ৫৯টি জেলা বা সদর হাসপাতাল, ৩৫টি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ২১টির মতো বিশেষায়িত হাসপাতালে এসব ফার্মেসি হবে। এছাড়া সরকারের অন্যান্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ও বড় বড় শহরে ভাড়া বাড়িতে ফার্মেসি হবে। এসব ফার্মেসি সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকবে। পাশাপাশি বেসরকারি ফার্মেসিগুলো চলবে আগের মতোই। এতে ওষুধের প্রাপ্যতা আরও বাড়বে।[১০৩৬] এছাড়া সরকার অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকায় ১৩৫টি নতুন ওষুধ যুক্ত করে মোট ২৯৫টিতে উন্নীত করেছে এবং শীঘ্রই এসব ওষুধের মূল্য নির্ধারণ করা হবে।[১০৩৭] পাশাপাশি অতিপ্রয়োজনীয় ৩৩টি ওষুধের দাম কমিয়েছে দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড (ইডিসিএল)।

স্বাস্থ্য খাতে অন্তর্বর্তী সরকারের অগ্রাধিকার ছিল জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় আহত ব্যক্তিদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা। রাজধানীর ১৩টি হাসপাতাল এবং সারাদেশের বিভিন্ন বিশেষায়িত হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিনামূল্যে আহতদের চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, সারাদেশের হাসপাতালগুলোতে 'রাউন্ড দ্য ক্লক কো-অর্ডিনেশন সেল' গঠন করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে।[১০৩৮]

আন্দোলন ও বিশৃঙ্খলা

বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটে অভ্যন্তরীণ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কোনো লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষা ছাড়াই ৬৫ জন চিকিৎসককে নিয়োগ করা হয়েছিল। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলন করে এই অভিযোগ করে ডক্টরস ফর হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট। পরবর্তীতে চিকিৎসক নিয়োগে নিয়োগ বিধি অনুসরণ না করা এবং স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার কারণে এই নিয়োগ বাতিল করে হাসপাতাল পরিষদ।[১০৩৯] এই প্রভাব বিস্তারের জের হিসেবে ২১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে স্বাস্থ্য অধিদফতরে বিএনপিপন্থী চিকিৎসকদের সংগঠন ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব) এবং জামায়াতপন্থী চিকিৎসকদের সংগঠন ন্যাশনাল ডক্টরস ফোরাম (এনডিএফ) এর চিকিৎসকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় তিনজন চিকিৎসক আহত হয়। চিকিৎসকদের অভিযোগ 'একক আধিপত্য' বিস্তারের চেষ্টায় ড্যাব এবং এনডিএফ-এর মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয় এবং এই দুই গ্রুপের মধ্যে দ্বন্দ্ব থেকে সংঘর্ষ হয়।[১০৪০]

ঢাকা মেডিকেল কলেজের অ্যাকাডেমিক ভবন এবং আবাসিক হল ঝুঁকিপূর্ণ মনে করায়, তা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন করেছে শিক্ষার্থীগণ। আন্দোলনের মুখে কলেজ কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করলেও শিক্ষার্থীরা তা বর্জন করে। পরবর্তীতে তাদের দাবির সাথে একমত পোষণ করে এবং দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়ে একাডেমিক কাউন্সিল ২০ দিন পর কলেজের কার্যক্রম শুরু করে।[১০৪১]

৩১ আগস্ট ২০২৪ তারিখে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত চিকিৎসকদের ওপর দুইবার হামলা হয় এবং পরবর্তীতে ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ইন্টার্নসহ দেশের সব সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসকেরা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির ঘোষণা দেয়।[১০৪২] ঐ দিন আন্দোলনের সাড়ে চার ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার পর স্বাস্থ্য উপদেষ্টা দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে শর্তসাপেক্ষে সময় বেঁধে দিয়ে কর্মবিরতি স্থগিত করেন চিকিৎসকরা।[১০৪৩] একই ধরনের ঘটনা সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর

[১০৩৬] *প্রথম আলো*, 'সরকার ৭০০ হাসপাতালে ফার্মেসি করবে, কী সুবিধা পাবে মানুষ', ২৩ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/3ute5zbhgd (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[১০৩৭] *টিবিএস*, 'গভ অ্যাডস ১৩৫ নিউ মেডিসিনস টু এসেনশিয়াল ড্রাগ লিস্ট, প্রাইসেস ফিক্সিং সুন', ৮ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.tbsnews.net/bangladesh/health/govt-fix-prices-295-essential-drugs-1329396 (৮ জানুয়ারি ২০২৬)।

[১০৩৮] *ডেইলি স্টার বাংলা*, 'জুলাই যোদ্ধারা আগামী মাস থেকে ভাতা পাবেন: উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম', ২৪ জুন ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-681781 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[১০৩৯] *প্রথম আলো*, 'শিশু হাসপাতালে ৬৫ চিকিৎসকের নিয়োগ বাতিল করল বোর্ড', ২৬ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/22160d767d (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[১০৪০] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'স্বাস্থ্য অধিদফতরে চিকিৎসকদের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ৩', ২১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.banglatribune.com/health/869104/ (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[১০৪১] *প্রথম আলো*, 'প্রায় ২০ দিন বন্ধ থাকার পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ খুলছে ১২ জুলাই', ১০ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/fsmghhfgfs (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[১০৪২] *প্রথম আলো*, 'সারা দেশে চিকিৎসকদের কর্মবিরতি ঘোষণা', ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/g57p552iis (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[১০৪৩] *সকাল সন্ধ্যা*, 'চিকিৎসকদের কর্মবিরতি 'শর্তসাপেক্ষে' স্থগিত', ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.shokalshondha.com/doctors-strike-suspended/ (৩ আগস্ট ২০২৫)।

মিডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২০২৬ সালের যতাক্রমে ১৬, ২০ ও ২১ জানুয়ারি ঘটে।[১০৪৪] এছাড়া ২ ডিসেম্বর ২০২৫ দশম গ্রেড বাস্তবায়নের দাবিতে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতালে ২ ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করেছে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টরা।[১০৪৫]

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আহতরা সুচিকিৎসার জন্য বিভিন্ন সময় আন্দোলন করেন, বেশ কয়েকবার প্রকাশ্যে অসন্তোষ দেখান, এবং সড়ক আটকে বিক্ষোভ করেন। তাঁরা প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার সামনে একাধিকবার বিক্ষোভ করেন, সচিবালয়ের সামনে সমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। এছাড়া স্বাস্থ্য উপদেষ্টার গাড়ি আটকে অবরোধ করার চেষ্টা করেন। চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের পরিচালকের কার্যালয়ে ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে। একাধিক চিকিৎসক বলেন, প্রয়োজনের তুলনায় মানসিক স্বাস্থ্যের চিকিৎসার উদ্যোগ কম দেখা গেছে। আহত তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার কার্যকর ও দৃশ্যমান উদ্যোগ, ফিজিওথেরাপী নিশ্চিত করা হয়নি।[১০৪৬] এছাড়া বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা লক্ষ করা যায়। চিকিৎসা সম্পূর্ণ না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এর পাশাপাশি ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে হতাহতদের বিরুদ্ধে সুস্থ হওয়ার পরেও শয্যা দখল করে রাখার অভিযোগ রয়েছে।[১০৪৭]

এছাড়া বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএসের করা এক গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায়, জনসাধারণের চিকিৎসা খরচ বৃদ্ধি হয়েছে।[১০৪৮] কিন্তু সরকার এ খরচ নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়া অন্তবর্তী সময়কালীন দেখা যায়, একাধিক চিকিৎসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য প্রশাসন, চিকিৎসা শিক্ষা ও জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগ বাতিল, বদলি ও পদায়নে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে। দলীয় লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতির কারণে এ খাতে এখনো বিশৃঙ্খলা বিরাজমান। পাশাপাশি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ক্রয় প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি অব্যাহত রয়েছে।[১০৪৯]

স্থানীয় সরকারব্যবস্থা

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি অপসারণ ও নিয়োগ

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী সময়ে সারা দেশে ৪,৫৮০টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ১ হাজার ৪১৬ জন ইউপি চেয়ারম্যান কার্যালয়ে অনুপস্থিত ছিল যা মোট ইউনিয়ন পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ। তাঁদের বেশির ভাগের নামে হত্যা মামলা হয়েছে। তাঁরা গ্রেপ্তার আতঙ্কে থাকায় এবং কেউ কেউ নিজেদের ওপর হামলা হবে, এমন আশঙ্কা থেকে কার্যালয়ে যাননি।[১০৫০] এছাড়া ৫ আগস্ট ২০২৪ এর পর সব পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি অপসারণ করা হয়। সব মিলিয়ে ১২টি সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, ৬১টি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সারা দেশের সব (৪৯৩) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, নারী ভাইস চেয়ারম্যান ও পৌরসভার মেয়রদের - স্থানীয় সরকারের এই চার স্তরে সব মিলিয়ে ১,৮৭৬ জন জনপ্রতিনিধিকে অপসারণ করা হয়। তিন পার্বত্য জেলায় ভিন্ন নিয়মে চলে বলে সেগুলোতে পরিবর্তন হয়নি।[১০৫১]

গত ১৬ আগস্ট ২০২৪ এ 'স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪', 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪', 'জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪' ও 'উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪'-এর খসড়া অনুমোদন করে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ। পরে তা অধ্যারদশ আকারে জারি করা হয়। ওই সংশোধনীর ফলে বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যাবশ্যক বিবেচনা করলে সরকার জনস্বার্থে কোনো সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরকে অপসারণ করতে পারবে। একইভাবে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান,

---

[১০৪৪] *দেশ রূপান্তর*, 'ওসমানী হাসপাতালে চলছে ইন্টার্ন চিকিৎসকদের কর্মবিরতি', ১৮ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.deshrupantor.com/656563/ (৩১ জানুয়ারি ২০২৬); *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, 'রংপুর মেডিকেলে ইন্টার্ন চিকিৎসকদের ধর্মঘট', ২২ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.bd-pratidin.com/city/2026/01/22/1207655, (৩১ জানুয়ারি ২০২৬); *যুগান্তর*, 'ঢামেকে ইন্টার্ন চিকিৎসককে মারধর, দুই ঘণ্টা কর্মবিরতির পর বিচারের আশ্বাসে প্রত্যাহার', ২২ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.jugantor.com/capital/1056136 (৩১ জানুয়ারি ২০২৬)।

[১০৪৫] *যুগান্তর*, '১০ম গ্রেড বাস্তবায়নে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল হাসপাতালে কর্মবিরতি', ২ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.jugantor.com/national/1036055 (৩১ জানুয়ারি ২০২৬)।

[১০৪৬] *প্রথম আলো*, 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের এক বছরঃ ১৩ হাজারের বেশি মানুষ আহত', ১৯ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/7pv8470o6d (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[১০৪৭] *জাগো নিউজ২৪*, '৬০০ কোটি টাকার হাসপাতাল এখন জুলাই আহতদের 'আবাসিক হোটেল'', ৯ জুন ২০২৫, https://www.jagonews24.com/health/news/1027955 (৩ আগস্ট ২০২৫)।

[১০৪৮] *মেডিভয়েস*, 'চিকিৎসা ব্যয়ে বছরে দারিদ্র্যসীমার নিচে ৮৬ লাখের বেশি, ওষুধে খরচ ৬৪.৬%', ১২ ডিসেম্বর ২০২৪, https://medivoicebd.com/article/31292 (২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১০৪৯] *জাগোনিউজ২৪.কম*, 'পরিচালকের দাবি 'প্রিন্টিং ভুল' ১০১ টাকার ওষুধ ১৩০০ টাকায় কিনলো কুমেক হাসপাতাল', ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://www.jagonews24.com/country/news/1055293 (৩১ জানুয়ারি ২০২৬)।

[১০৫০] আরিফুর রহমান, '১৪১৬ ইউপি চেয়ারম্যান 'পলাতক', অপসারণ নিয়ে টানাপোড়েন', *প্রথম আলো*, ১৯ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/2gqq463bjk (২১ অক্টোবর ২০২৪)।

[১০৫১] *প্রথম আলো*, 'সিটি মেয়রসহ ১ হাজার ৮৭৬ জনপ্রতিনিধিকে অপসারণ', ২০ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/5flf06j5kt (২১ অক্টোবর ২০২৪)।

ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানদের অপসারণ করতে পারবে। একই সঙ্গে এগুলোয় প্রশাসক নিয়োগ দিতে পারবে সরকার।

পরবর্তীতে দেশের বিভিন্ন জেলায় বিপুলসংখ্যক ইউপি চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে স্থানীয় সরকার প্রশাসন ৭৮৬টি ইউনিয়ন পরিষদে প্যানেল চেয়ারম্যান নিয়োগ দেয়।[১০৫২] সিটি করপোরেশনগুলোয় অতিরিক্ত সচিব ও সমমর্যাদার কর্মকর্তা এবং বিভাগীয় কমিশনারদের প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। জেলা পরিষদে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) ও ডিসিরা প্রশাসকের দায়িত্বে ছিলেন। উপজেলা পরিষদে দায়িত্ব পালন করছেন ইউএনও। পৌরসভার দায়িত্বে ছিলেন জেলায় কর্মরত স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)। প্রশাসক হিসেবে ইউএনও, এসি ল্যান্ড (সহকারী কমিশনার, ভূমি) এবং উপজেলা সুপারভাইজর (মাধ্যমিক শিক্ষা) দায়িত্ব পালন করেন।[১০৫৩]

আইনি সংস্কার

সব পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে দলীয় প্রতীক বরাদ্দের ধারাগুলো বাতিল করে ২০২৫ সালের ১৮ আগস্ট অধ্যাদেশ জারি করা হয়। ফলে পরবর্তী স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আর দলীয় প্রতীক ব্যবহার ও দলীয় মনোনয়নের আইনি সুযোগ নেই।[১০৫৪]

স্থানীয় সরকারপ্রতিষ্ঠানের সেবা

জনপ্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে স্থানীয় সরকারপ্রতিষ্ঠানের কাজে স্থবিরতা দেখা দেয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি অপসারণের ফলে স্থানীয় সরকারের সেবা প্রদানে বিশৃঙ্খলা ও দীর্ঘসূত্রতা হয়। সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।[১০৫৫] এ সময় বিভিন্ন ভাতার তালিকাভুক্ত সুবিধাভোগীদের পুনরায় যোগ্যতা যাচাই করা হয়। জনপ্রতিনিধি না থাকায় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় প্রকৃত ভাতাভোগীদের তালিকা চূড়ান্ত করতে অসুবিধা হয় এবং পুরোপুরি ঠিক করতে না পারায় নতুন তালিকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[১০৫৬] ফলে সুবিধাভোগীদের দুর্ভোগ ও ভাতা পেতে বিলম্ব হয়। সাধারণত অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ১ কোটি ২১ লাখ উপকারভোগী ভাতা পেয়ে থাকেন। কিন্তু ২০২৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কেউ ভাতা পাননি।[১০৫৭] ভাতার তালিকা চূড়ান্ত না হওয়ায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৪-৫ মাস পর প্রথম প্রথম প্রান্তিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪) ভাতা একসাথে দেওয়া হয়।[১০৫৮] ইউনিয়ন পরিষদে ভিডব্লিইবি নতুন কার্ড বিতরণের সময় রাজনৈতিক প্রভাব ও ঘুষের বিনিময়ের অভিযোগ রয়েছে।[১০৫৯] এছাড়া ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা বিঘ্নিত হয়।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) কিছু সড়ক, ভবন, ও স্থাপনার নতুন নামকরণ করা হয়,[১০৬০] এবং চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের লোগো থেকে নৌকার ছবি বাদ দেওয়া হয়[১০৬১]। ২৪ মার্চ ২০২৫ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তিতে অনুযায়ী, এই সংক্রান্ত উপকমিটির সুপারিশের পর অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের আওতাধীন কিছু সড়ক /অবকাঠামো /স্থাপনা/ সেতু /ফ্লাইওভার /মসজিদ /পার্ক সমূহের নতুন নামকরণ করা হয়।[১০৬২] এছাড়া ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের (ডিএসসিসি) জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন কার্যক্রম কেন্দ্রীয় জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন সার্ভারের মাধ্যমে পরিচালনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সব নিবন্ধনের তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে জমা করারও নির্দেশ দেওয়া হয়।[১০৬৩]

[১০৫২] *আমার সংবাদ*, 'ইউপিতে সেবাবঞ্চিত নাগরিকরা', ৮ নভেম্বর ২০২৪', https://www.amarsangbad.com/today-newspaper/news/296946 (২৭ জুলাই ২০২৫)।

[১০৫৩] *যমুনা টিভি*, 'টিকে যাচ্ছেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বাররা' ২৯ অক্টোবর ২০২৪', https://jamuna.tv/news/572769 (২৭ জুলাই ২০২৫)।

[১০৫৪] *ইত্তেফাক*, 'দলীয় প্রতীক থাকছে না স্থানীয় সরকার নির্বাচনে, অধ্যাদেশ জারি', ১৯ আগস্ট ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/747698/ (১৯ আগস্ট ২০২৫)।

[১০৫৫] শফিকুল ইসলাম, 'চার মাস বন্ধ সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম, অনিশ্চয়তায় সোয়া কোটি উপকারভোগী', *বাংলা ট্রিবিউন*, ৮ নভেম্বর ২০২৪, https://www.banglatribune.com/national/871835 (৯ নভেম্বর ২০২৪)।

[১০৫৬] তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ১৯ জুন ২০২৫।

[১০৫৭] আরিফুর রহমান, 'সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে এখনো ভাতা না পেয়ে উদ্বিগ্ন সোয়া কোটি ভাতাভোগী', *প্রথম আলো*, ১৭ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/y8sgpuvmd9 (১৭ অক্টোবর ২০২৪)।

[১০৫৮] তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ১৯ জুন ২০২৫।

[১০৫৯] *প্রথম আলো*, 'রাজশাহীতে বিএনপি-জামায়াত নেতাদের ভিজিডির কার্ড ভাগাভাগি, অভিযোগ জানাল এনসিপি', ৩ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/4o6io5d2xr (২৭ জুলাই ২০২৫)।

[১০৬০] *টিবিএস বাংলা*, 'ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে সড়ক, ভবন ও স্থাপনার নতুন নামকরণ', ২৫ মার্চ ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-325306 (২৭ জুলাই ২০২৫)।

[১০৬১] *প্রথম আলো*, 'চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের লোগো থেকে বাদ গেল নৌকা, যুক্ত হলো শাপলা', ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/yqzucr5mbu (২৭ জুলাই ২০২৫)।

[১০৬২] *টিবিএস বাংলা*, 'ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে সড়ক, ভবন ও স্থাপনার নতুন নামকরণ', ২৫ মার্চ ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-325306 (২৭ জুলাই ২০২৫)।

[১০৬৩] নাজনীন আখতার, 'ঢাকা দক্ষিণ সিটির জন্মনিবন্ধন নিয়ে পাসপোর্টসহ সব জটিলতা কাটল', *প্রথম আলো*, ১৫ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/xcerkc2du9 (১৮ আগস্ট ২০২৪)।

রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের কারণে স্থানীয় সরকারের সেবা প্রদানে বিশৃঙ্খলা ও দীর্ঘসূত্রতা হয়। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে তৃণমূলে স্থানীয় নেতৃত্ব ও প্রশাসনে সংঘাত দেখা যায়। দেশের বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের কারণে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের দায়িত্ব পালনে অপরাগতা প্রকাশ পায়।[১০৬৪] অপরদিকে ৭ মে ২০২৫ তারিখে দেশের বিভিন্ন উপজেলা পরিষদের অপসারিত চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানরা স্বপদে পুনর্বহালের দাবি তোলেন। উল্লেখ্য উপজেলা পরিষেদে ২০২৪ সালে দলীয় মনোগ্রাম ও প্রতীকে নির্বাচন হয়েছিল। গত বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ-২০২৪ এর ধারা ১৩ (ঘ) প্রয়োগ করে সারা দেশের ৪৯৫টি উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানদের অপসারণ করে।[১০৬৫]

আদালতের রায়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্ধারণ হয়। ২০২৪ এর ১ অক্টোবর চট্টগ্রাম নগর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক শাহাদাত হোসেনকে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র হিসেবে ঘোষণা করে রায় দিয়েছিলেন আদালত। এরপর ২০২৪ সালের ৩ নভেম্বর মেয়র হিসেবে শপথ নেন শাহাদাত হোসেন। অপরদিকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ২৭ মার্চ ২০২৫ সালে ঢাকার নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ইশরাক হোসেনকে মেয়র হিসেবে ঘোষণা করে এবং তারপর ২৭ এপ্রিল ২০২৫ নির্বাচন কমিশন থেকে গেজেটে প্রকাশ হলে গেজেটের বিরুদ্ধে ১৩ মে ২০২৫ তারিখে রিট করা হয়। এরপর গত ১৪ মে ২০২৫ তারিখ থেকে ইশরাক হোসেন তার সমর্থকদের নিয়ে শপথ গ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতায় আন্দোলনে নামেন। পরবর্তীতে ২২ মে ২০২৫ রিটটি খারিজ হয়ে যায় কিন্তু শপথ পড়ানোর বিষয়টি বিচারাধীন উল্লেখ করে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে শপথ গ্রহণের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, যদিও ইশরাক হোসেন শপথ না নিয়েই ৩ জুন স্বঘোষিত মেয়র হিসেবে মেয়রের সিটে বসেন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র হিসেবে ১৫ জুন প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সভায় অংশ নেন। নির্বাচিত মেয়র ও সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টার পাল্টাপাল্টি অবস্থানের ফলে ১৪ মে থেকে ২৫ জুন ২০২৫ মোট ৪৩ দিন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে অচলাবস্থা বিরাজ করে এবং নাগরিক সেবা বিঘ্নিত হয় এবং রাজস্ব আদায় কম হয়। এ সময়ে স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা মন্তব্য করেন, বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেন শপথ না নিয়েই ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র হিসেবে প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন সভায় অংশ নিয়ে সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার মতো 'ক্রিমিনাল অফেন্স' বা ফৌজদারি অপরাধ করেছেন।[১০৬৬] এছাড়া তিনি মন্তব্য করেন, মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র হিসেবে ইশরাক হোসেনের আর শপথ নেওয়ার সুযোগ নেই এবং শপথ পড়ানোর বিষয়টি বিচারাধীন থাকায় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ ছিল না।[১০৬৭] ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে মেয়র নিয়োগে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন ও আইন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের ঘাটতি ছিল এবং আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতা প্রকাশ পায়।

অনিয়ম ও দুর্নীতি

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বন্ধ থাকলেও ১৪ মে থেকে ২৫ জুন ২০২৫ পর্যন্ত সময়ে কর্মকর্তাদের অনেকে উপস্থিত না থাকলেও তাদের জন্য বরাদ্দ করা গাড়ির বিপরীতে প্রতিদিন তেল খরচ দেখানোর অভিযোগ ওঠে।[১০৬৮] এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্রয় প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি অব্যাহত ছিল।[১০৬৯] উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে (ডিএনসিসি) বাতি স্থাপনের কাজ 'খাতিরের' ঠিকাদারকে দিতে দরপত্রে কারসাজির অভিযোগ ওঠে। দরপত্র জমাদানের সময় শেষ হওয়ার মাত্র তিন দিন আগে শর্ত বদলানো হয়। পরে দরপত্র জমার সময় বাড়ানো হয়। শর্ত বদলানোর ক্ষেত্রে কারিগরি কমিটির অনুমোদন নেওয়া হয়নি। এছাড়া প্রকল্প গ্রহণে রাজনৈতিক বিবেচরা ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আধিপত্য অব্যাহত ছিল। ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলায় আশাবট গ্রামে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিবের পারিবারিক কবরস্থানের সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ, উন্নয়ন এবং সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করার নামে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আটটি ছোট প্রকল্প নিয়েছে জেলা পরিষদ এবং এ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে মোট ২৪ লাখ টাকা।[১০৭০] সচিবকে 'সন্তুষ্ট'

[১০৬৪] *প্রথম আলো*, 'অবৈধভাবে প্যানেল তৈরি করে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিলেন বিএনপি নেতা', ২৩ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/eo4v7hrttq (২৭ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'ইউপি চেয়ারম্যানকে বের করে দিয়ে কার্যালয়ে তালা দিলেন স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা', ১৩ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/lm6cr50kg8 (২৭ জুলাই ২০২৫); *যুগান্তর*, 'টাঙ্গাইলে ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে বদলির আবেদন', ১ জুলাই ২০২৫, https://www.jugantor.com/country-news/972592 (২৭ জুলাই ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'সাগরদাঁড়ি ইউপি চেয়ারম্যানের দায়িত্বপালন নিয়ে দুইপক্ষের সংঘর্ষে আহত ২০', ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/3pweqvnfwz (২৭ জুলাই ২০২৫)।

[১০৬৫] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানদের স্বপদে পুনর্বহালের দাবি', ৭ মে ২০২৫, https://www.banglatribune.com/others/897494/ (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[১০৬৬] *বিবিসি নিউজ বাংলা*, 'ইশরাক হোসেনের বিরুদ্ধে 'ক্রিমিনাল অফেন্সের' অভিযোগ আসিফ মাহমুদের', ১৭ জুন ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c62537gq0pwo (১৯ জুন ২০২৫)।

[১০৬৭] *বিডি নিউজ টুয়েন্টি ফোর*, 'ইশরাকের শপথ নেওয়ার সুযোগ নেই: উপদেষ্টা আসিফ', ১৮ জুন ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/4e7b4f49b29d (১৯ জুন ২০২৫)।

[১০৬৮] *প্রথম আলো*, 'নগর ভবন ৪০ দিন বন্ধ, তবু কোটি টাকার তেল খরচ, এই তেল গেল কোথায়', ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/ulwg2q62by (৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫)।

[১০৬৯] *প্রথম আলো*, 'রামপুরা সেতু-কুড়িল মোড় সড়কবাতি-খাতিরের ঠিকাদারকে কাজ দিতে ডিএনসিসির দরপত্রে 'কারসাজি'', ১৭ আগস্ট ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/zisif7fvqs (৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫)।

[১০৭০] *প্রথম আলো*, 'সরকারের টাকায় সচিবের বাড়ির কবরস্থান উন্নয়ন, বরাদ্দ ২৪ লাখ টাকা', ১৫ নভেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/zwhd0ef9n6?fbclid (২০ নভেম্বর ২০২৫)।

করতে জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার ইচ্ছায় এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়ার জেলা কুমিল্লার সড়ক ও অন্যান্য গ্রামীণ অবকাঠামো মেরামত ও উন্নয়নে ২ হাজার ৪০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্পের উদ্যোগ নেয় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)। এ প্রকল্পে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ ধরা হয় আসিফ মাহমুদের নিজ উপজেলা মুরাদনগরে (৪৫৩ কোটি টাকা)। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহর উপজেলা দেবীদ্বারে (৩৩৮ কোটি টাকা)।[১০৭১] পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা পদত্যাগের পর আদিলুর রহমান খান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর সেসব প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়া শুরু না করে ফেরত পাঠানো হয়।[১০৭২] অপর আর একটি ২ হাজার ১৯৮ কোটি টাকার প্রকল্প প্রকমন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আবদুর রশীদের জেলা সাতক্ষীরায় নেওয়ার উদ্যোগ নেয় এলজিইডি। এ প্রকল্প নেওয়ার ক্ষেত্রে নিজেই ভূমিকা রেখেছেন শেখ আবদুর রশীদ।[১০৭৩]

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট দায়িত্ব গ্রহণকারী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এক চরম অস্থির ও ভঙ্গুর অর্থনীতির উত্তরাধিকার পায়। বিগত দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতকে যে সংকীর্ণ রাজনৈতিক ও গোষ্ঠীস্বার্থের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, তার ফলে এই খাতটি বিশাল বৈদেশিক ঋণ, অভ্যন্তরীণ বকেয়া এবং নীতিগত পঙ্গুত্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মূল আকাঙ্ক্ষা ছিল একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ গড়া, যেখানে জ্বালানি খাতের মতো কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভটি লুণ্ঠনের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে না।[১০৭৪] এই প্রেক্ষাপটে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই বেশ কিছু সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। তবে দীর্ঘদিনের কাঠামোগত দুর্বলতা এবং এর পাশাপাশি এলপিজি সংকট, প্রাকৃতিক গ্যাসের তীব্র স্বল্পতা এবং ক্রমবর্ধমান আর্থিক বোঝার মতো বিষয়গুলো সরকারের সাফল্যকে যেমন ম্লান করে দিয়েছে, তেমনি কিছু ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অদক্ষতা ও ব্যর্থতার চিত্রকেও সামনে নিয়ে এসেছে।[১০৭৫]

জ্বালানি খাতের প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি সংস্কার

অন্তর্বর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় অঙ্গীকার ছিল বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের আইনি কাঠামো পুনর্গঠন করা। বিগত সরকারের আমলে এই খাতটি মূলত বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০-এর অধীনে পরিচালিত হতো, যা বাজার প্রতিযোগিতা এবং স্বচ্ছতাকে সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দিয়েছিল।[১০৭৬] ২০১০ সালে প্রণীত বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০ (যা দায়মুক্তি আইন হিসেবে সমধিক পরিচিত) ছিল জ্বালানি খাতে দুর্নীতির প্রধান আইনি ঢাল। এই আইনের অধীনে কোনো ধরনের দরপত্র ছাড়াই সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কাজ দেওয়া হতো এবং সরকারের কোনো সিদ্ধান্তকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ ছিল না।[১০৭৭] অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৪ সালের ২০ নভেম্বর উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এই বিতর্কিত আইনটি বাতিলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে এটি কার্যকর হয়।[১০৭৮]

এই আইন বাতিলের ফলে এখন থেকে এই খাতের সকল প্রকল্প ও চুক্তি প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।[১০৭৯] এর মাধ্যমে বাজারে স্বচ্ছতা ফিরে আসবে এবং গোষ্ঠীস্বার্থের পরিবর্তে জাতীয় স্বার্থ প্রাধান্য পাবে বলে বিশেষজ্ঞরা আশা করছেন। তবে এই আইনের অধীনে আগে স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলোর বৈধতা বজায় রাখায় এবং সেগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষায় আইনি বাধ্যবাধকতা থাকায় অন্তর্বর্তী সরকারকে একটি জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছে।[১০৮০]

[১০৭১] *প্রথম আলো*, 'উপদেষ্টা আসিফ ভুঁইয়ার কুমিল্লাপ্রীতি, নিলেন ২৪০০ কোটি টাকার প্রকল্প', ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/hsto0q56vc (২০ নভেম্বর ২০২৫)।

[১০৭২] *প্রথম আলো*, 'উপদেষ্টা বদলের পর স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ব্যাপক রদবদল', ৩ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/1ma40wvi2f (৩১ জানুয়ারি ২০২৬)।

[১০৭৩] *প্রথম আলো*, 'উপদেষ্টা আসিফ ভুঁইয়ার কুমিল্লাপ্রীতি, নিলেন ২৪০০ কোটি টাকার প্রকল্প', *প্রাগুক্ত*।

[১০৭৪] *টিআইবি*, 'নতুন বাংলাদেশ: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সুশাসন', https://www.ti-bangladesh.org/upload/files/policy-brief/2024/Policy-Brief-Power-and-Energy-146-3.pdf (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১০৭৫] *ঢাকা পোস্টডটকম*, 'বিদ্যুৎ জ্বালানিতে 'আওয়ামী বোঝা' ভোগাচ্ছে এখনও', ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.dhakapost.com/national/347132 (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১০৭৬] *বণিক বার্তা*, 'বিদ্যুৎ, জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি আইন বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি', ১ ডিসেম্বর ২০২৪, https://www.dhakapost.com/national/347132 (১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১০৭৭] *প্রাগুক্ত*।

[১০৭৮] *ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস*, 'কন্ট্রোভার্শিয়াল' স্পেশাল এনার্জি ল রিপিলড', ১ ডিসেম্বর ২০২৪, https://thefinancialexpress.com.bd/national/controversial-special-energy-law-repealed (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১০৭৯] *বণিক বার্তা*, 'সংস্কারহীন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত পরবর্তী সরকারের জন্য হবে বড় বোঝা', ১৬ আগস্ট ২০২৫, https://www.bonikbarta.com/bangladesh/XWMMlCE6BDW2M6GO (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১০৮০] *ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস*, 'কন্ট্রোভার্শিয়াল' স্পেশাল এনার্জি ল রিপিলড', *প্রাগুক্ত*।

বিগত সরকার বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) আইন সংশোধন করে নির্বাহী আদেশে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম নির্ধারণের ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিয়েছিল। এতে স্বচ্ছতা ও গণশুনানির পরিবেশ বিঘ্নিত হয়।[১০৮১] অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৪ সালের ২৭ আগস্ট এই সংশোধনী বাতিল করে পুনরায় বিইআরসি-র ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে।[১০৮২] এর ফলে জ্বালানির দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে অংশীজনদের অংশগ্রহণ এবং প্রকাশ্য গণশুনানি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে, যা এই খাতের জবাবদিহিতাকে শক্তিশালী করবে।

আর্থিক দায়বদ্ধতা ও বকেয়া পাওনা পরিশোধ

অন্তর্বর্তী সরকার যখন দায়িত্ব নেয়, তখন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বকেয়া দেনা ছিল প্রায় ৩.২ বিলিয়ন ডলারের বেশি।[১০৮৩] ব্যাংক গ্যারান্টি এবং ডলার সংকটের কারণে এই বকেয়া পরিশোধ করা বিগত সরকারের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর অত্যন্ত অগ্রাধিকারের সাথে বকেয়া পরিশোধের উদ্যোগ নেয়। গত এক বছরে প্রায় ১৮ হাজার ৬৩১ কোটি টাকার বৈদেশিক বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা হয়।[১০৮৪] এর মধ্যে ভারতের আদানি পাওয়ার লিমিটেডের বকেয়া পাওনা মেটাতে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা প্রদান করা হয়।[১০৮৫] সরকারের তথ্য অনুযায়ী, শুরুতে যে ৩.২ বিলিয়ন ডলারের বকেয়া ছিল, তা বর্তমানে ৫০০-৬০০ মিলিয়ন ডলারে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়।[১০৮৬] এই দ্রুত বকেয়া পরিশোধ আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোর কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করে।

ভর্তুকি ব্যবস্থাপনায় সংকোচন নীতি

বিদ্যুৎ খাতে গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভর্তুকির পরিমাণ ছিল প্রায় ৬২ হাজার কোটি টাকা।[১০৮৭] সরকার এই বিপুল ভর্তুকি চাপ কমাতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ভর্তুকির বরাদ্দ কমিয়ে ৩৫ হাজার থেকে ৩৭ হাজার কোটি টাকায় নির্ধারণ করার পরিকল্পনা করে।[১০৮৮] তবে ভর্তুকি কমানোর এই কৌশল গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির একটি বড় ঝুঁকি তৈরি করে।[১০৮৯] বিশেষজ্ঞদের মতে, কেবল মূল্যবৃদ্ধি নয়, বরং উৎপাদন ব্যয় কমানো এবং অকার্যকর বিদ্যুৎকেন্দ্রের 'ক্যাপাসিটি চার্জ' বন্ধের মাধ্যমেই কেবল এই আর্থিক ক্ষতি সামলানো সম্ভব।[১০৯০]

ভারতের আদানি গ্রুপের সাথে বিদ্যুৎ চুক্তি ও পুনর্মূল্যায়ন - ভারতের আদানি পাওয়ার লিমিটেডের সাথে ২০১৭ সালে স্বাক্ষরিত ২৫ বছর মেয়াদি বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তিটি অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য একটি অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক ও আইনি অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[১০৯১] জাতীয় পর্যালোচনা কমিটির অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদনে আদানির চুক্তিতে 'সীমাহীন দুর্নীতি', 'যোগসাজশ' এবং 'প্রশাসনিক ব্যর্থতা' পাওয়া গেছে বলে জানানো হয়েছে।[১০৯২] কমিটির মতে, এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশে বিদ্যুতের দাম প্রতিযোগীদের তুলনায় ২৫ শতাংশ বেশি হয়ে গেছে।[১০৯৩] বর্তমানে আদানির কাছ থেকে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ কেনা হচ্ছে প্রায় ৮ দশমিক ৯১ সেন্টে, যেখানে ভারতের অন্যান্য সরকারি বা বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রের দাম অনেক কম।[১০৯৪]

[১০৮১] *বাসস*, 'বিদ্যুৎ-জ্বালানি খাতে দুর্নীতির কাঠামো ভেঙেছে অন্তর্বর্তী সরকার: উপদেষ্টা', ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.bssnews.net/bangla/national/281983 (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১০৮২] *ঢাকা ট্রিবিউন*, 'গভ ইমপ্লিমেন্টস মেজর পাওয়ার সেক্টর রিফর্মস অ্যাক্রস সিক্স এরিয়াস', ২৫ জুন ২০২৫, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/power-energy/384812/govt-implements-major-power-sector-reforms-across (২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১০৮৩] *বণিক বার্তা*, 'লোকসান কমেনি, বেড়েছে সিস্টেম লস, নবায়নযোগ্য বিদ্যুতেও নেই অগ্রগতি', ৮ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.bonikbarta.com/bangladesh/XohyCUvErWQNTucW (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১০৮৪] *বাসস*, 'অন্তর্বর্তী সরকার ১৮ হাজার ৬৩১ কোটি টাকার বৈদেশিক বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করেছে', ৭ আগস্ট ২০২৫, https://www.bssnews.net/bangla/news-flash/222605 (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১০৮৫] *প্রাগুক্ত*।

[১০৮৬] *বণিক বার্তা*, 'অর্থনীতির বড় চাপ ভুল জ্বালানি ও বিদ্যুৎনীতি', ২৯ নভেম্বর ২০২৫, https://bonikbarta.com/bangladesh/zKKQROa0IQChWGDE (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১০৮৭] *বণিক বার্তা*, 'সংস্কারহীন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত পরবর্তী সরকারের জন্য হবে বড় বোঝা', *প্রাগুক্ত*।

[১০৮৮] *বাসস*, 'অন্তর্বর্তী সরকার ১৮ হাজার ৬৩১ কোটি টাকার বৈদেশিক বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করেছে', *প্রাগুক্ত*।

[১০৮৯] *নিউজটোয়েন্টিফোর*, 'বিদ্যুৎ ভর্তুকি প্রায় অর্ধেক কমছে, বাড়তে পারে দাম', ১৮ মে ২০২৫, https://www.news24bd.tv/details/221810 (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১০৯০] *বণিক বার্তা*, 'সংস্কারহীন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত পরবর্তী সরকারের জন্য হবে বড় বোঝা', *প্রাগুক্ত*।

[১০৯১] *হোয়েলসবুক*, 'বাংলাদেশ মে ক্যান্সেল আদানি পাওয়ার কন্ট্র্যাক্ট অ্যামিড করাপশন প্রোব', ৩ নভেম্বর ২০২৫, https://www.whalesbook.com/news/English/energy/Bangladesh-May-Cancel-Adani-Power-Contract-Amid-Corruption-Probe/6908a091063c3cf834ba3631 (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬); টিবিএস, 'ক্যান্সেল আদানি ডিল নাও টু মেক এ স্ট্রং কেস, রিগ্যাল টিম আর্জেস', ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.tbsnews.net/bangladesh/energy/cancel-adani-deal-now-make-strong-case-legal-team-urges-1353126 (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১০৯২] *প্রাগুক্ত*।

[১০৯৩] *টিবিএস*, 'বিশেষ বিধানে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তিতে সীমাহীন দুর্নীতি পেয়েছে জাতীয় কমিটি', ৩ নভেম্বর ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-408831 (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১০৯৪] *প্রথম আলো*, 'আদানি বছরে ৫-৬ হাজার কোটি টাকা বাড়তি নিচ্ছে', ২৬ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/wg39nybnot (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

তবে আদানির এই চুক্তি বাতিলের ক্ষেত্রে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক আইনি জটিলতা রয়েছে।[১০৯৫] এককভাবে চুক্তি বাতিল করলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক আদালতে প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত জরিমানার সম্মুখীন হতে পারে বলে আইন বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেন।[১০৯৬] তবে অন্তর্বর্তী সরকার স্পষ্ট জানায় যে, যদি দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে চুক্তি বাতিল বা সংশোধন করা হবে।[১০৯৭]

প্রাকৃতিক গ্যাসের সংকট

অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার প্রচেষ্টার বিপরীতে প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ পরিস্থিতি এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। শিল্প-কারখানা, সার কারখানা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে গ্যাসের অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হয়, যা সরাসরি জাতীয় উৎপাদনশীলতাকে আঘাত করছে।[১০৯৮] বাংলাদেশে গ্যাসের দৈনিক চাহিদা বর্তমানে (জানুয়ারি ২০২৬-এ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী) ৩৮০ কোটি ঘনফুট, যেখানে সরবরাহ করা হচ্ছে মাত্র ২৫৮ কোটি ঘনফুট। ২০২৫ সালে দেশের পাঁচটি গ্যাস উৎপাদনকারী কোম্পানির মধ্যে চারটির উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বাপেক্সের উৎপাদন গত এক বছরে প্রায় ১৪ শতাংশ কমেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পরও স্থানীয় গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধিতে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।[১০৯৯] গ্যাসের এই তীব্র সংকটের কারণে অনেকগুলো বড় সার কারখানা ও বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ রাখতে হয়েছে।[১১০০] অন্তর্বর্তী সরকার দেশীয় গ্যাস উৎপাদন বাড়াতে ১৫০টি কূপ সংস্কার ও খননের পরিকল্পনা নিলেও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং কারিগরি সক্ষমতা তৈরিতে কমপক্ষে তিন বছর সময় প্রয়োজন বলে জানান বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা।[১১০১]

এলপিজি

অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় জনঅসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এলপিজি বা সিলিন্ডার গ্যাসের বাজার পরিস্থিতি। পাইপলাইনের গ্যাসের অভাবের কারণে দেশের প্রায় শতভাগ নতুন গৃহস্থালি গ্রাহক এলপিজির ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু এই বাজারটি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন ছিল।[১১০২] বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) প্রতি মাসে এলপিজির দাম নির্ধারণ করে দিলেও খুচরা বাজারে তা কখনোই কার্যকর ছিল না। ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে ১২ কেজি সিলিন্ডারের নির্ধারিত দাম ১,৩০৬ টাকা হলেও দেশের অনেক এলাকায় এটি ১,৮০০ থেকে ২,২০০ টাকা পর্যন্ত দামে বিক্রি হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা একে শক্তিশালী সিন্ডিকেটের কারসাজি হিসেবে অভিহিত করেছেন।[১১০৩] এলপিজি আমদানিকারকেরা দাবি করেন ডলার সংকটের কারণে এলসি খুলতে সমস্যা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে জাহাজের সংকটের কারণে আমদানিতে ঘাটতি তৈরি হয়। বিশেষ করে ইরানি গ্যাস পরিবহনের সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে বেশ কিছু জাহাজের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার ফলে বাংলাদেশের সরবরাহ চেইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।[১১০৪] এই সংকটের সুযোগ নিয়ে ডিলার ও খুচরা বিক্রেতারা কৃত্রিম সংকট তৈরি করছে। পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে ২০২৬ সালের ৮ জানুয়ারি সারা দেশে এলপিজি ব্যবসায়ীরা ধর্মঘট পালন করেন।[১১০৫] যদিও পরবর্তীতে বিইআরসির সাথে আলোচনার পর ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়, কিন্তু বাজারে দামের অস্থিরতা কাটেনি।[১১০৬]

[১০৯৫] *টিবিএস*, 'বিশেষ বিধানে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তিতে সীমাহীন দুর্নীতি পেয়েছে জাতীয় কমিটি', *প্রাগুক্ত*।

[১০৯৬] *ইকোনমিক টাইমস*, 'বাংলাদেশ সে'স কন্ট্র্যাক্ট উইথ আদানি কুড বি স্ক্র্যাপড ইন কেস অব ইরেগুলারিটিস অ্যান্ড করাপশন', ৩ নভেম্বর ২০২৫, https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/power/bangladesh-says-contract-with-adani-could-be-scrapped-in-case-of-irregularities-or-corruption/articleshow/125057520.cms?from=mdr (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১০৯৭] *প্রাগুক্ত*।

[১০৯৮] *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, 'ফের ভয়াবহ গ্যাসসংকট', ৪ নভেম্বর ২০২৫, https://www.bd-pratidin.com/last-page/2025/11/04/1175501 (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১০৯৯] *বণিক বার্তা*, 'গভীর জ্বালানি সংকটের দিকে এগোচ্ছে দেশ', ১১ জানুয়ারি ২০২৬, https://bonikbarta.com/bangladesh/Ki77Hc5OZw9Z0EJD (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১০০] *প্রথম আলো*, 'বিদ্যুৎ খাতে সরবরাহ বাড়ায় শিল্পে গ্যাস-সংকট', ২৮ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/dcck00ogjb (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬); *ডেইলি স্টার বাংলা*, '২১ মাস পর যমুনা সার কারখানায় গ্যাস সংযোগ', ২৫ নভেম্বর ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-717391 (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬); *এখন*, 'গ্যাসের অভাবে থমকে আছে আশুগঞ্জ সার কারখানা, নষ্ট হচ্ছে যন্ত্রপাতি', ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫, https://ekhon.tv/economy/69521667a936bb5e18715b1e (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১০১] *প্রথম আলো*, 'স্বস্তিতে বিদ্যুৎ, সংকটে গ্যাস সরবরাহ', ১১ মে ২০২৪, https://en.prothomalo.com/bangladesh/v4wov3p1at (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১০২] *সময় নিউজ*, 'এলপি গ্যাসের দাম বাড়বে না কমবে, জানা যাবে আজ', ০২ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.somoynews.tv/news/2025-01-02/93KFyzwv (২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১০৩] *ডেইলি স্টার*, 'দি এলপিজি মার্কেট মাস্ট বি ডিসিপ্লিন্ড', ৮ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.thedailystar.net/opinion/editorial/news/lpg-market-must-be-disciplined-4076416 (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১০৪] *ঢাকা ট্রিবিউন*, 'এনার্জি মিনিস্ট্রি: অ্যাডেকুয়েট এলপিজি স্টক, আর্টিফিশিয়াল শর্টেজ বিহাইন্ড প্রাইস হাইক', ৪ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/government-affairs/400279/energy-ministry-adequate-lpg-stock-artificial (২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১০৫] *জাগোনিউজ২৪.কম*, 'এলসি জটিলতায় এলপিজি সংকট, 'ঘি ঢালছেন' ডিলার-খুচরা বিক্রেতা', ১২ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.jagonews24.com/economy/news/1083899 (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১০৬] *ঢাকা ট্রিবিউন*, 'এলপিজি ট্রেডার্স ইউথড্র স্ট্রাইক', ৮ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/bangladesh-others/400568/lpg-traders-withdraw-strike (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

বাজারে দুই মাসের অধিক সময় ধরে চলমান এলপিজি সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশ অন্তর্বর্তী সরকার আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ) এবং স্থানীয় ও বিদেশি ব্যাংকের সঙ্গে ৩৫০ মিলিয়ন ডলারের ঋণ চুক্তি সই করে যা আইডিএ গ্যারান্টির মাধ্যমে পেট্রোবাংলাকে আগামী সাত বছরে ২.১ বিলিয়ন ডলারের বেসরকারি তহবিল সংগ্রহে সহায়তা করবে। এটি তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ নিরাপত্তা বাড়াবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার চাপ কমাবে।[১১০৭] ২৭০ দিনের ক্রেডিট সুবিধা আমদানিকারকদের আর্থিক চাপ কমানোর ক্ষেত্রেও কাজ করবে।[১১০৮] দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকা নতুন গ্যাস সংযোগের কারণে জনগণ এলপিজির ওপর নির্ভরশীল। চলমান এলপিজি সংকট মোকাবিলায় আমদানিতে নীতিগত বাধা কমানো, ক্রেডিট সুবিধা সম্প্রসারণ, ভ্যাট হ্রাস এবং বন্দরে স্টোরেজ পরিদর্শনসহ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ পাঁচটি উদ্যোগ গ্রহণ করে।[১১০৯]

সরকারের নির্ধারিত দামে বাজারে সিলিন্ডার পাওয়া না যাওয়ায় সাধারণ মানুষ, হোটেল-রেস্তোরাঁ ও ব্যবসায়ীরা ভোগান্তিতে পড়েছে। কার্যকর বাজার তদারকি না থাকায় মোবাইল কোর্ট ও মনিটরিং অকার্যকর ছিল। দেশে এলপিজির ৯৮ শতাংশ বেসরকারি খাতের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও ডিসেম্বরে ২৩ কোম্পানির মধ্যে মাত্র ১০টি এলপিজি আমদানি করেছে।[১১১০] বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) অনুমতি চেয়েও সরকারি প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামোগত সক্ষমতার ঘাটতির কারণে কার্যকর সমাধান সম্ভব হয়নি।[১১১১] প্রাকৃতিক গ্যাস সংকটে এলপিজি দেশের জন্য বিকল্পহীন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য হলেও এর দাম লাগাতার বাড়ছে। কেন্দ্রীয়ভাবে দাম নির্ধারণ সত্ত্বেও মাঠে বাজার নিয়ন্ত্রণহীন থাকায় সিন্ডিকেট, মজুতদারি ও অতিরিক্ত মুনাফার সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম স্থিতিশীল বা কম থাকলেও দেশে এলপিজির দাম বেড়েছে, যা সংকটের স্থানীয় চরিত্র প্রকাশ করে।

অটোগ্যাস খাতের অবস্থাও শোচনীয় ছিল। সারা দেশের প্রায় ১.৫ লাখ এলপিজি চালিত যানবাহনের মালিক ও চালকরা চরম ভোগান্তির শিকার হয়, কারণ দেশের অধিকাংশ অটোগ্যাস স্টেশন গ্যাসের অভাবে বন্ধ হয়ে যায়।[১১১২] সরকার এলপিজি আমদানিতে ভ্যাট কমানোর উদ্যোগ নিলেও বাজারের সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করতে দৃশ্যত ব্যর্থ হয়েছে।[১১১৩]

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ

যদিও অন্তর্বর্তী সরকার গ্রীষ্মকালে লোডশেডিং নিয়ন্ত্রণে রাখার দাবি করেছে, কিন্তু শীতকাল বা অন্যান্য সময়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের চিত্রটি বেশ বৈচিত্র্যময় ও চ্যালেঞ্জিং। বাংলাদেশে বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্থাপিত ক্ষমতা (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্যসহ) প্রায় ২৮,৫৩৯ মেগাওয়াট। অথচ শীতকালে বা বছরের স্বাভাবিক সময়ে প্রকৃত চাহিদা ১১,০০০ থেকে ১৬,০০০ মেগাওয়াটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।[১১১৪] এই বিশাল 'রিজার্ভ মার্জিন' (প্রায় ৪১%) বাংলাদেশের জন্য বড় আর্থিক বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ অলস বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে বিপুল পরিমাণ 'ক্যাপাসিটি চার্জ' দিতে হচ্ছে।[১১১৫] সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ কয়লা ও গ্যাসের অভাবে অনেকগুলো বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র উৎপাদন কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়, যার ফলে হঠাৎ করে লোডশেডিং বৃদ্ধি পায়।[১১১৬] মাতারবাড়ী বিদ্যুৎকেন্দ্রে কয়লা

[১১০৭] এম আজিজুর রহমান, 'গভ, ডব্লিউবি সাইন ফোর ডিলস টু সিকিওর ৩৫০ মি ডলার লোনস', *ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস*, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫, https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/govt-wb-sign-four-deals-to-secure-350m-loans-1766514031 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১০৮] *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'সংকট কাটাতে বাকিতে এলপি গ্যাস আমদানির সুযোগ', ১২ জানুয়ারি ২০২৬ https://bangla.bdnews24.com/business/25df9adaf319 (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১০৯] *প্রথম আলো*, 'এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রি বন্ধ রেখেছেন ব্যবসায়ীরা, সংকট কাটাতে জ্বালানি বিভাগের ৫ উদ্যোগ, সেগুলো কী', ৮ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/e8ype01d2p? (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১১০] *বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, 'এলপি গ্যাসের দাম কমাতে আমদানি ভ্যাট কমানোর সিদ্ধান্ত', ৮ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.banglanews24.com/economics-business/news/bd/1631056.details (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১১১] সুজয় চৌধুরী, 'সংকট কাটাতে এলপিজি আমদানি করতে চায় বিপিসি', *প্রথম আলো*, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/business/p6bzp5sgdb (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১১২] *ঢাকা ট্রিবিউন*, 'এলপিজি শর্টেজ ফোর্সেস নিয়ার শাটডাউন অফ অটোগ্যাস স্টেশনস', ১০ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/dhaka/400697/lpg-shortage-forces-near-shutdown-of-autogas (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১১৩] *সময় নিউজ*, 'এলপি গ্যাসের দাম বাড়বে না কমবে, জানা যাবে আজ', *প্রাগুক্ত*।

[১১১৪] *এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার ম্যাগাজিন*, 'উইন্টার স্লাম্প কাটস পাওয়ার জেনারেশন শার্পলি', ৪ জানুয়ারি ২০২৬, https://ep-bd.com/view/details/article/MTI0ODM%3D/title?q=winter+slump+cuts+power+generation+sharply (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১১৫] *সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ*, 'পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি সেক্টর রিফর্ম: অ্যাজেন্ডা ফর দ্য ইন্টেরিম গভর্নমেন্ট', আগস্ট ২০২৪, https://cpd.org.bd/wp-content/uploads/2024/09/Power-and-Energy-Sector-Reform-Agenda-for-the-Interim-Government.pdf (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১১৬] *আইইএফএ*, 'হেভি ইম্পোর্ট রিলায়েন্স ফুয়েলস বাংলাদেশ'স পাওয়ার সেক্টর ও'স', ১ অক্টোবর ২০২৫, https://ieefa.org/resources/heavy-import-reliance-fuels-bangladeshs-power-sector-woes (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

সরবরাহের সমস্যার কারণে উৎপাদন ৮০০ মেগাওয়াট থেকে ১৬২ মেগাওয়াটে নেমে এসেছিল।[১১১৭] এছাড়া পায়রা ও রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোও প্রায়ই জ্বালানি সংকট ও বকেয়া বিলের কারণে পুরোপুরি সক্ষমতায় চলতে পারেনি।[১১১৮]

নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে রূপান্তর: লক্ষ্য ও বাস্তবতা

অন্তর্বর্তী সরকার জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে একটি 'পরিবেশবান্ধব' ও 'সাশ্রয়ী' জ্বালানি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করেছে। সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে জাতীয় চাহিদার ২০ শতাংশ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে।[১১১৯] ২ জুন ২০২৫ তারিখে নতুন নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি ২০২৫ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।[১১২০] এই নতুন নীতিতে সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনকারীদের জন্য ১০ বছরের কর অব্যাহতিসহ বিভিন্ন আর্থিক সুবিধার ঘোষণা দেয়।[১১২১] তবে এই পথে প্রধান বাধা হিসেবে দেখা দিয়েছে জমির স্বল্পতা এবং সঞ্চালন গ্রিডের দুর্বলতা।[১১২২] বিগত সরকারের আমলে বিশেষ আইনের অধীনে করা ৩১টি নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল করায় বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে কিছুটা আস্থার সংকট তৈরি হয়।[১১২৩] বর্তমানে দেশের মোট উৎপাদন সক্ষমতার মাত্র ৪.৬২ শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে আসছে, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক পেছনে।[১১২৪]

দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি মহাপরিকল্পনা (২০২৬-২০৫০)

অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৬ থেকে ২০৫০ সাল পর্যন্ত একটি উচ্চাভিলাষী 'ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান' (আইইপিএমপি) বা জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা খসড়া করে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে মূলত কয়লা ও তেলের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে প্রাকৃতিক গ্যাস, পারমাণবিক বিদ্যুৎ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির সংমিশ্রণ ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে।[১১২৫] তবে পরিবেশবাদী বিভিন্ন সংগঠন ও বিশেষজ্ঞরা সরকারের এই খসড়া/ প্রস্তাবিত জ্বালানি মহাপরিকল্পনা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে, কারণ এই পরিকল্পনা প্রণয়নে তাদের অন্তভুর্ক্ত করা হয়নি। এই পরিকল্পনায় আমদানিনির্ভর জীবাশ্ম জ্বালানি (যেমন এলএনজি ও কয়লা) এবং উচ্চমূল্যের বিদেশি প্রযুক্তির ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ বাড়বে, যা শেষ পর্যন্ত সাধারণ জনগণকে চড়া দাম ও করের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই পরিকল্পনা পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। কার্বন ক্যাপচারের মতো অপ্রমাণিত ও ব্যয়বহুল প্রযুক্তির ব্যবহার পরিবেশ রক্ষা করার বদলে অর্থনৈতিক সংকট আরও ঘনীভূত করতে পারে। স্থানীয় এবং সাশ্রয়ী নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎসগুলোকে যথাযথ গুরুত্ব না দিয়ে আমদানিনির্ভর জ্বালানিকে প্রাধান্য দেওয়ায় দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো অবিলম্বে এই মহাপরিকল্পনা স্থগিত করা এবং এর পরিবর্তে একটি সাশ্রয়ী, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক জনবান্ধব পরিকল্পনা প্রণয়নের দাবি জানায়।[১১২৬]

এই বিশাল মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আগামী ২৫ বছরে প্রায় ১৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে।[১১২৭] এর মধ্যে জ্বালানি খাতে ৭০-৮৫ বিলিয়ন এবং বিদ্যুৎ খাতে ১০৭.২৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হবে বলে ধরা হয়েছে।[১১২৮] এ লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ২০২৫ সালে বাংলাদেশকে ২.৫৭ বিলিয়ন ডলার অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তার একটি অংশ এই রূপান্তর

[১১১৭] *টিবিএস*, 'লোড শেডিং রাইজেস অ্যাজ পাওয়ার জেনারেশন ফ্রম আদানি, মাতারবাড়ি ডিসরাপ্টেড', ১২ এপ্রিল ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangladesh/energy/load-shedding-rises-power-generation-adani-matarbari-disrupted-1114376 (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১১৮] *প্রথম আলো*, 'পাওয়ার সেক্টর: লোড শেডিং মে ইনক্রিজ দিস সামার', ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://en.prothomalo.com/bangladesh/ajyzw41gcr (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১১৯] *দেশ রূপান্তর*, 'জীবাশ্ম জ্বালানির ফাঁদ!', ২২ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.deshrupantor.com/657717/ (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১২০] আসিফুর রহমান, 'গভ আনভেইলস নিউ রিনিউয়েবল এনার্জি পলিসি', *ডেইলি স্টার*, ১৯ জুন ২০২৫, https://www.thedailystar.net/business/news/govt-unveils-new-renewable-energy-policy-3921486 (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১২১] *প্রথম আলো*, 'নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ১০ বছরের কর অব্যাহতি', ১৪ নভেম্বর ২০২৪, https://en.prothomalo.com/business/local/dub2aayg36 (২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১২২] *বণিক বার্তা*, 'পাওয়ার সেক্টর লসেস পার্সিস্ট, সিস্টেম লস রাইজেস, রিনিউয়েবলস প্রগ্রেস স্টলস', ৮ ডিসেম্বর ২০২৫, https://en.bonikbarta.com/business/VHAYuUEXT8WdTiiq (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১২৩] *ঢাকা ট্রিবিউন*, 'গভ ইমপ্লিমেন্টস মেজর পাওয়ার সেক্টর রিফর্মস অ্যাক্রস সিক্স এরিয়াস', *প্রাগুক্ত*।

[১১২৪] *প্রথম আলো*, 'রিনিউয়েবল এনার্জি সেক্টর ল্যাগস ফার বিহাইন্ড', ৮ জানুয়ারি ২০২৬, https://en.prothomalo.com/business/local/dub2aayg36 (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১২৫] *বিডিনিউজ২৪ডটকম*, 'সাগরে গ্যাস উত্তোলনে জোর দিয়ে বিদ্যুৎ-জ্বালানির নতুন মহাপরিকল্পনা', ৭ জানুয়ারি ২০২৬, https://bangla.bdnews24.com/economy/c310b24972b1 (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১২৬] *প্রথম আলো*, 'জ্বালানি মহাপরিকল্পনার কারণে জনগণকে আর্থিক বোঝা বইতে হবে', ৩০ জুলাই ২০২৪, https://en.prothomalo.com/bangladesh/99637h6r1x (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১২৭] *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, '২৫ বছরে বিনিয়োগ লাগবে ১৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার', ৮ জানুয়ারি ২০২৬, https://en.bd-pratidin.com/news/2026/01/08/1201793 (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১২৮] *বাসস*, 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংক্রান্ত গবেষণার জন্য পৃথক ইনস্টিটিউশন তৈরির নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার', ৭ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.bssnews.net/news-flash/348991 (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

প্রক্রিয়ায় সহায়ক হতে পারে।[১১২৯] তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, দেশের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব এবং দুর্নীতিমুক্ত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত না হলে এই বিশাল বিনিয়োগ আকর্ষণ করা কঠিন হবে।[১১৩০]

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করলে সাফল্য ও ব্যর্থতার একটি মিশ্র চিত্র ফুটে ওঠে। সরকারের সদিচ্ছা থাকলেও দীর্ঘদিনের পদ্ধতিগত দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা কাটানো একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। অর্জিত সাফল্যের মধ্যে বিশেষ বিধান আইন (দায়মুক্তি আইন) বাতিলের মাধ্যমে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিক পথ বন্ধ করা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, যা ভবিষ্যতে বড় ধরনের লুণ্ঠন রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এছাড়া জাতীয় পর্যালোচনা কমিটির মাধ্যমে বিতর্কিত চুক্তিগুলোর অনিয়ম খুঁজে বের করার উদ্যোগ এবং শ্বেতপত্র প্রণয়ন জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। অত্যন্ত কঠিন সময়েও বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ থেকে নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল ও জ্বালানি তেল আমদানির অর্থ পরিশোধ করে দেশের আর্থিক বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। বিইআরসি-র ক্ষমতা পুনরুদ্ধার এবং মন্ত্রণালয়ের একক নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করার মাধ্যমে একটি নিরপেক্ষ নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে।

তবে এসব সাফল্য সত্ত্বেও এলপিজি সিন্ডিকেট ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দমনে সরকারের পদক্ষেপগুলো কেবল 'শো-অফ' বা মৌখিক হুঁশিয়ারির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। খুচরা বাজারে সাধারণ মানুষ নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি দামে গ্যাস কিনতে বাধ্য হয়েছেন। শিল্প ও সার কারখানায় গ্যাসের জোগান বজায় রাখতে না পারা সরকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার একটি বড় দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এটি দেশের শিল্পায়ন ও কৃষি উৎপাদনকে ব্যাহত করছে। আমদানিনির্ভর এই খাতে ডলারের যোগান এবং সময়মতো এলসি খুলতে না পারা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর জ্বালানি নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে। সোনালী ব্যাংকসহ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর এলসি খুলতে গড়িমসি এই সংকটকে আরও ঘনীভূত করেছে।[১১৩১] ক্যাপাসিটি চার্জ বা অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমানোর চেয়ে গ্রাহক পর্যায়ে দাম বাড়িয়ে ভর্তুকি কমানোর যে কৌশল সরকার গ্রহণ করছে, তা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িয়ে দিচ্ছে। বিশেষ আইনের অধীনে হওয়া চুক্তিগুলো বাতিলের কোনো কার্যকর দৃষ্টান্ত এখনও তৈরি হয়নি। বিশেষজ্ঞদের মতে, কেবল তদন্ত করলেই হবে না, বরং অসম চুক্তিগুলো থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আইনি ও কূটনৈতিক লড়াইয়ে সরকারকে আরও গতিশীল হতে হবে।

পরিবেশ সংরক্ষণ

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে পরিবেশ সংরক্ষণকে গুরুত্ব দিয়ে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে, যার মধ্যে অধ্যাদেশ জারি, পরিবেশবান্ধব পর্যটন ব্যবস্থা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, বনের জমি উদ্ধার ও বনাঞ্চল সংরক্ষণ, পলিথিন নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অধ্যাদেশ জারি

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশ জারি বা অনুমোদন করা হয়।

- **বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা অধ্যাদেশ, ২০২৫:**[১১৩২] এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে ১,৫৯৯ প্রজাতি ও ১০০ প্রজাতির গাছকে সুরক্ষা দেওয়া, বাঘ, হাতিসহ প্রায় ২৫০ প্রজাতির বন্য প্রাণী হত্যার অপরাধকে অজামিনযোগ্য ঘোষণা করা হয়। বাঘ ও হাতি হত্যা করলে ২-৭ বছরের কারাদণ্ড এবং ১-১০ লাখ টাকা জরিমানা; পুনরাবৃত্তিতে শাস্তি বাড়িয়ে সর্বোচ্চ ১২ বছর। ২৫০ বন্যপ্রাণী হত্যা/ক্ষতির অপরাধ অ-জামিনযোগ্য করা হয়। বন কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এখন পরোয়ানা ছাড়াই সন্দেহভাজন বন অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে পারবে।
- **বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০২৫:**[১১৩৩] এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী, বনের জমি জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ড থাকলেও তারা তা আর ইজারা দিতে পারবেন না; এগুলোর সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বন বিভাগের কাছে থাকবে। এমনকি গাছ না থাকলেও ওই জমিগুলো বনভূমি হিসেবেই সংরক্ষিত হবে। অনুমতি ছাড়া গাছ কাটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ - অপরাধে সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা জরিমানা। গাছের ক্ষতিসাধনে পৃথকভাবে ২০,০০০ টাকা জরিমানা নির্ধারণ করা হয়।
- **গাছে পেরেক লাগানো সংক্রান্ত গেজেট/অধ্যাদেশ, ২০২৬:** ২০২৬ সালের ৬ জানুয়ারি আইন মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা এই গেজেট বা অধ্যাদেশ অনুযায়ী, গাছে পেরেক লাগালে ২০ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।

[১১২৯] *বাসস*, '২০২৫ সালে বাংলাদেশে ২.৫৭ বিলিয়ন ডলার অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে - এডিবি', ৫ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.bssnews.net/business/348049 (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১৩০] *বণিক বার্তা*, 'সংস্কারহীন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত পরবর্তী সরকারের জন্য হবে বড় বোঝা', ১৫ আগস্ট ২০২৫, https://en.bonikbarta.com/bangladesh/wzfQLKouxrkpLDW8 (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১৩১] *কালবেলা*, 'বকেয়া পরিশোধ করতে পারছে না বিপিসি', ২১ আগস্ট ২০২৪, https://en.kalbela.com/business/8282 (২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১৩২] বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ০৯ নং অধ্যাদেশ), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1602.html (২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১৩৩] বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ০৮ নং অধ্যাদেশ), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1601.html (২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

- **ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫:**[১১৩৪] শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি নিষিদ্ধ করে একটি নতুন অধ্যাদেশ কার্যকর করা হয়।
- **হাওর ও জলাভূমি সংরক্ষণ অধ্যাদেশ ২০২৬:**[১১৩৫] অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য করা হয়েছে, এবং হাওর, জলাভূমি, বদ্ধ জলাশয় ভরাট, দখল, প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করা হলে ২ বছর জেল বা ১০ লাখ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। হাওরে অনিয়ন্ত্রিত পানি উত্তোলন, বালু-মাটি-পাথর আহরণ ও পরিযায়ী পাখি শিকার নিষিদ্ধ। সরকার প্রয়োজন মনে করলে হাওরকে সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করতে পারবে এবং ক্ষতিকর স্থাপনা সরিয়ে ফেলতে পারবে।
- **পরিবেশ ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ / বিধিমালা ২০২৫:** হর্ন বাজানোসহ শব্দদূষণকারী আচরণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা – ১০ হাজার টাকা জরিমানা বা ৩ মাস জেল। "নীরব এলাকা" ঘোষণার বিধান (যেমন সচিবালয়, বিমানবন্দর)।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আদেশের মধ্যে রয়েছে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক প্লেসে নাগরিকদের জন্য বিনামূল্যে নিরাপদ পানযোগ্য পানি নিশ্চিত করার জন্য হাইকোর্টের নির্দেশ, এবং রাজধানীর পান্থকুঞ্জ পার্ক ও হাতিরঝিল এলাকায় যেকোনো ধরনের নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার জন্য আদালতের নির্দেশ। এছাড়া টাঙ্গুয়ার হাওর ও হাকালুকি হাওরের বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় হাওর প্রতিবেশ সুরক্ষা আদেশের খসড়া তৈরি করা হয়, যেখানে কৃষি, মৎস্য, বনায়ন ও পর্যটন কার্যক্রম কীভাবে চলবে তা নির্দিষ্ট নির্দেশনায় বেঁধে দেয়া হয়েছে। তবে এই আদেশ প্রণীত হয়নি।

পরিবেশবান্ধব পর্যটন

অন্তর্বর্তী সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ পরিবেশবান্ধব পর্যটন উৎসাহিত করা, যার মধ্যে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ ও হাওর এলাকায় পর্যটন নিয়ন্ত্রণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

সেন্ট মার্টিন দ্বীপে পর্যটন নিয়ন্ত্রণ: বঙ্গোপসাগরের বুকে অবস্থিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সেন্ট মার্টিন দ্বীপ একসময় অবাধ পর্যটনের কারণে চরম পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল। দ্বীপের প্রবাল ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সরকার কঠোর পদক্ষেপ নেয়, যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ছে পরিবেশ ও দ্বীপবাসীর জীবনে।

সেন্ট মার্টিন দ্বীপের পরিবেশ রক্ষায় পর্যটক সংখ্যা কমানো হয়েছে। গত ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে পর্যটকের সংখ্যা দুই হাজারে নামিয়ে আনা হয় এবং ১ ফেব্রুয়ারি থেকে পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়, যা সাধারণত ৩১ মার্চ পর্যন্ত চলতো। এর ফলে দ্বীপের পরিবেশের ওপর তাৎক্ষণিক ইতিবাচক প্রভাব দেখা গেছে। পর্যটকদের আনাগোনা বন্ধ হওয়ায় জনশূন্য সৈকতে শামুক-ঝিনুকের বিচরণ বেড়েছে, এবং দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিম অংশের প্রায় ৭-৮ কিলোমিটার সৈকতে শামুক-ঝিনুকের আস্তর জমতে শুরু করেছে। সমুদ্রের পানি স্বচ্ছ নীল রং ধারণ করেছে এবং প্লাস্টিক বর্জ্য চোখে পড়ছে না। কঠোর নজরদারির কারণে প্রবাল আহরণ বন্ধ হয়েছে এবং সৈকতে পর্যটকদের ভিড় না থাকায় মা কাছিমের ডিম পাড়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। লাল কাঁকড়া ও শামুক-ঝিনুকের বংশবিস্তারও লক্ষ করা যায়।[১১৩৬]

এছাড়াও, দ্বীপে পলিথিন ও প্লাস্টিক নেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ সাসটেইনেবল অ্যালায়েন্স (বিএসএ) যৌথভাবে দ্বীপ পরিষ্কার অভিযান চালিয়ে ৯৩০ কেজি প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ করে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সুপেয় পানির সংকট নিরসনের জন্য উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে এবং ড্রোন ব্যবহার করে বর্জ্য শনাক্ত করে তা সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয়।[১১৩৭] বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে একটি ৩৫ কোটি টাকার প্রকল্প চলমান, যার মাধ্যমে প্লাস্টিকের বোতলের পরিবর্তে সুপেয় পানি সরবরাহ, বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ ও জৈব সার উৎপাদন করা হবে। পরিবেশ অধিদপ্তর বিপন্ন কাছিমসহ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় দ্বীপের বেওয়ারিশ কুকুর বন্ধ্যাকরণের কর্মসূচিও হাতে নিয়েছে।[১১৩৮]

অন্যদিকে পর্যটন সীমিত করায় সেন্ট মার্টিন দ্বীপের বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা বেড়েছে, কারণ পর্যটন তাদের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। পর্যটক না থাকায় অনেক শ্রমজীবী মানুষ বিকল্প আয়ের সন্ধানে নেমেছেন। যারা ইজিবাইক-টমটম চালাতেন,

---

[১১৩৪] ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৮০ নং অধ্যাদেশ), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1593.html (২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১৩৫] বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ১১ নং অধ্যাদেশ), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1604.html (২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১৩৬] আব্দুল কুদ্দুস, 'সেন্ট মার্টিনের সৈকতজুড়ে শামুক-ঝিনুকের বিচরণ, মাথা তুলছে গাছপালা', *প্রথম আলো*, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/wgr7vzuqr3 (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)

[১১৩৭] *ডেইলি স্টার*, 'সেইন্ট মার্টিনস আইল্যান্ড: ৯৩০ কেজি প্লাস্টিক ওয়েস্ট কালেক্টেড ইন ক্লিন-আপ ড্রাইভ', ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.thedailystar.net/environment/pollution/plastic-pollution/news/saint-martins-island-930kg-plastic-waste-collected-clean-drive-3825071 (১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)।

[১১৩৮] আব্দুল কুদ্দুস. 'বিপন্ন কাছিম রক্ষায় বন্ধ্যা করা হচ্ছে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের ৩ হাজার কুকুরকে', *প্রথম আলো*, ৭ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/3ber1sxeuv (৮ এপ্রিল ২০২৫)

তাদের কেউ কেউ এখন নৌকা নিয়ে সাগরে মাছ ধরছেন বা শুঁটকি উৎপাদনে নেমেছেন। নারীরা পাথর ভাঙা, পিঠাপুলি তৈরি ও কৃষিকাজে মনোনিবেশ করছেন।[১১৩৯]

সরকার দ্বীপবাসীর এই ক্ষতি পোষাতে এবং তাদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান তৈরির পরিকল্পনা করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে আহ্বায়ক করে একটি ওয়ার্কিং টিম গঠন করা হয়। প্রস্তাবিত বিকল্প কর্মসংস্থানের মধ্যে রয়েছে: বিষমুক্ত শুঁটকি মাছের ব্র্যান্ডিং, স্কুলে নতুন শিক্ষক নিয়োগ ও এসএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন, পরিবেশবান্ধব জাল ও প্রযুক্তি ব্যবহার, সবজি ও মাশরুম চাষ, পোল্ট্রি ও গবাদিপশু পালন, নারীদের সেলাই ও নকশিকাঁথা তৈরির প্রশিক্ষণ, নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে দড়ি তৈরি, ফটোগ্রাফি ও রেস্টুরেন্ট প্রশিক্ষণ, স্থানীয় যুবকদের ট্যুর গাইড প্রশিক্ষণ এবং পর্যটকদের জন্য বিকল্প পথ তৈরি। এই উদ্যোগগুলো দ্বীপবাসীর জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।[১১৪০] সবশেষে সেন্ট মার্টিন রক্ষায় সরকার প্রথমবারের মতো একটি মাস্টারপ্ল্যান বা মহাপরিকল্পনা তৈরি করে। এছাড়া দ্বীপের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ১২ দফা নির্দেশনা জারি করা হয়।

টাঙ্গুয়ার হাওর: সুনামগঞ্জ শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে জেলার তাহিরপুর ও মধ্যনগর উপজেলায় টাঙ্গুয়ার হাওরের অবস্থান। এই হাওরের আয়তন ১২ হাজার ৬৫৫ হেক্টর। হাওরে ছোট-বড় ১০৯টি বিল আছে। হাওরের ভেতরে জালের মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অসংখ্য খাল ও নালা। বর্ষায় সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। হাওর এলাকার ৮৮টি গ্রাম রয়েছে। হাওরের উত্তরে ভারতের মেঘালয় পাহাড়। এই পাহাড় থেকে ৩৮টি ঝরনা নেমে এসে মিশেছে টাঙ্গুয়ার হাওরে।

টাঙ্গুয়ার হাওরে ঘুরতে আসা পর্যটকদের জন্য ১২টি নির্দেশনা জারি করে জেলা প্রশাসন। সংকটাপন্ন এই হাওরের জীববৈচিত্র্য, প্রকৃতি, পরিবেশ ও সৌন্দর্য রক্ষায় পর্যটকদের সচেতন করতে এসব নির্দেশনা দেওয়া হয়। জেলা প্রশাসনের নির্দেশনার মধ্যে রয়েছে - হাওরে পর্যটকদের জন্য ব্যবহৃত নৌযানের প্রশাসন নির্ধারিত নৌপথ ব্যবহার; পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য লাইফজ্যাকেট ব্যবহার; স্থানীয় গাইড ও পরিষেবা গ্রহণ; প্লাস্টিক পণ্য বর্জন; দূর থেকে পাখি ও প্রাণী পর্যবেক্ষণ করা; ক্যাম্পফায়ার বা আগুন জ্বালানো থেকে বিরত থাকা; হাওরে উচ্চ শব্দে গানবাজনা না করা বা শোনা; হাওরের পানিতে অজৈব বা প্লাস্টিক-জাতীয় পণ্য ও বর্জ্য না ফেলা; মাছ ধরা, শিকার বা পাখির ডিম সংগ্রহ না করা ও পাখিদের স্বাভাবিক জীবনযাপনে কোনো ধরনের বিঘ্ন না ঘটানো; ডিটারজেন্ট, শ্যাম্পু বা রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করা; গাছ কাটা, গাছের ডাল ভাঙা বা বনজ সম্পদ সংগ্রহ না করা; হাওরে সংরক্ষিত (কোর জোন) অংশে প্রবেশ না করা; মনুষ্যসৃষ্ট বর্জ্য হাওরে না ফেলা।[১১৪১]

বনাঞ্চল সংরক্ষণ

সরকার বনাঞ্চল সংরক্ষণে বেশ কিছু উদ্যোগ নেয়, যার মধ্যে রয়েছে -

- **জমি উদ্ধার ও ফেরত আনা:** অন্তর্বর্তী সরকার গত এক বছরে কক্সবাজারসহ বিভিন্ন স্থানে প্রায় ১০ হাজার একর বনভূমি উদ্ধার করেছে। বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য দেওয়া বরাদ্দ বাতিল করা হয়েছে, যেমন রামুতে ফুটবল একাডেমি এবং সোনারদিয়ায় অর্থনৈতিক অঞ্চলের বরাদ্দ।[১১৪২] সুন্দরবনের প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় (ECA) স্থাপিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে। নতুন কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দেওয়া হবে না এবং ইতিমধ্যে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন করা হবে।[১১৪৩] এছাড়া সুন্দরবন সংরক্ষিত বনের (রিজার্ভ ফরেস্ট) চারপাশে ১০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ঘোষিত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার (ইসিএ) মধ্যে নতুন কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।[১১৪৪] তবে বাংলাদেশের ২৪ জেলায় ১ লাখ ৩৮ হাজার একর বন দখল হয়ে আছে, দখলদার সংখ্যা ৮৮ হাজারের বেশি। মহেশখালী-সোনাদিয়া অঞ্চলে প্যারাবন (ম্যানগ্রোভ) উজাড় করে গড়ে তোলা হয়েছে লবণ চাষ ও চিংড়িঘের। অন্তত ১২,৫৬৩ একর প্যারাবন ধ্বংস হয়েছে। স্থানীয় নেতাদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা, বনবিভাগের

[১১৩৯] মনোজ দে, 'সেন্ট মার্টিন থেকে তো পলিথিন-প্লাস্টিক আসছে...,' *প্রথম আলো*, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/opinion/5eob4vpazu (০৬ ডিসেম্বর ২০২৫)।

[১১৪০] *বিডিনিউজ২৪.কম*, 'সেন্ট মার্টিন: মানুষের 'চরম দুর্দিনে' প্রকৃতিতে ফিরছে 'সুদিন', ১০ জুন ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/4a3203be58f8 (১৩ জুন ২০২৫); আব্দুল কুদ্দুস, 'ড্রোন উড়িয়ে শনাক্ত করা হবে সেন্ট মার্টিনের বর্জ্য', *প্রথম আলো*, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/vblyzvvwex (৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫); আব্দুল কুদ্দুস, 'এক টাকায় পাঁচ লিটার বিশুদ্ধ পানি, বর্জ্য থেকে হবে বিদ্যুৎ-সার', *প্রথম আলো*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/rcdbj6a2hi (২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)।

[১১৪১] *প্রথম আলো*, 'টাঙ্গুয়ার হাওরে পর্যটকদের মানতে হবে ১২ নির্দেশনা', ২১ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/fp8awxwx8p (২২ জুন ২০২৫)।

[১১৪২] *প্রথম আলো*, 'বন বিভাগে ফেরত যাচ্ছে সোনাদিয়ার জমি, হবে রক্ষিত এলাকা,' ১৭ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/esxaotpxga (১৮ মার্চ ২০২৫)।

[১১৪৩] *প্রথম আলো*, 'সুন্দরবনের প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দেবে না সরকার', ২২ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/dvaq12aqp4 (২২ এপ্রিল ২০২৫)।

[১১৪৪] *প্রথম আলো*, 'সুন্দরবনের চারপাশে শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা', ১৩ মে ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=135cc29f423&eid=1&imageview=0&epedate=13/05/2025&sedId=1 (১৩ মে ২০২৫)।

দুর্বলতা এবং মামলার দীর্ঘসূত্রতার কারণে বন ধ্বংস রোধে কোনো বাস্তব অগ্রগতি নেই। সিলেট ও চট্টগ্রামে অবৈধভাবে টিলা কাটার প্রবণতা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। সিলেট জেলায় গত এক বছরে আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি টিলা কাটা হয়েছে। আইন থাকা সত্ত্বেও টিলা শ্রেণিভুক্তির জটিলতা ও প্রভাবশালীদের ক্ষমতার কারণে কর্তন অব্যাহত।

- **অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ:** ২০২৪ এর আগস্ট থেকে ২০২৫ এর মে পর্যন্ত ১ হাজার ৭১৭ একর বনভূমি থেকে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করা হয়েছে।[১১৪৫]
- **বেসরকারি ও সরকারি প্রকল্পের জমি বাতিল:** শহীদ এটিএম জাফর আলম ক্যাডেট কলেজ এবং অন্যান্য সরকারি প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ দেওয়া বনভূমি বাতিল করে তা বন বিভাগকে ফেরত দেওয়া হয়েছে।[১১৪৬]
- **জলাভূমি অভয়ারণ্য ঘোষণা:** প্রথমবারের মতো রাজশাহীর দুটি জলাভূমিকে 'জলাভূমি-নির্ভর প্রাণী অভয়ারণ্য' হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[১১৪৭]
- **বালুমহাল ইজারা স্থগিত:** কক্সবাজারের সংরক্ষিত বনের কাছাকাছি অবস্থিত পাঁচটি বালুমহাল ইজারা না দেওয়ার জন্য আইনি নোটিশ জারি করা হয়। এছাড়া বালুমহাল চিহ্নিত ও ইজারা দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিবেশের ওপর এর প্রভাব বিবেচনা করে এবং আইনি বিধান মেনে চলার ওপর জোর দেওয়া হয়।[১১৪৮]

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ[১১৪৯] নিচে আলোচনা করা হলো:

- **পাখি আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ:** বিপন্ন বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত কনভেনশন (CITES) এর আওতায় এই কনভেনশনভুক্ত পাখি আমদানি ও রপ্তানির জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে সাইটস পারমিট/সনদ এবং অনাপত্তি সনদ (NOC) প্রদান করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে পাখি ব্যবসা আরও কঠোর নজরদারির মধ্যে আনা হয়েছে।
- **বন্যহাতি সুরক্ষা:** বন্যহাতির অবাধ চলাচল নিশ্চিত করতে এবং মানুষ-হাতি দ্বন্দ্ব কমাতে হাতি অধ্যুষিত এলাকায় ছয়টি বিশেষ দল গঠন করা হয়। চট্টগ্রামে মানুষ ও হাতির সংঘাত নিরসনের সম্ভাব্য উপায় খুঁজে বের করার জন্য ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। অবৈধভাবে চাঁদাবাজি ও নির্যাতনের শিকার হওয়া তিনটি পোষা হাতিকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং তাদের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে।
- **ক্ষতিপূরণ প্রদান:** বন্যপ্রাণীর আক্রমণে মানুষ ও সম্পদের ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জানমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা, ২০২১ কার্যকর করা হয়। ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত এই বিধিমালার অধীনে ৪৯৪ জনকে দুই কোটি টাকার বেশি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।
- **অবৈধ বন্যপ্রাণী উদ্ধার:** গাজীপুর সাফারি পার্ক থেকে চুরি যাওয়া একটি রিংটেইল লেমুর উদ্ধার করা হয়েছে এবং একজন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি দুটি লেমুর উদ্ধারে অভিযান চলছে। অবৈধভাবে পোষা হাতি দিয়ে চাঁদাবাজি বন্ধ করতেও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

নদী ও বায়ুদূষণ রোধ

ঢাকার চারপাশসহ দেশের ৬৭টি নদীকে দখল ও দূষণমুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। নদী রক্ষা কমিশন ও পানি উন্নয়ন বোর্ড মিলে ১,২৯৪টি নদীর অভিন্ন তালিকা তৈরি করেছে, কিন্তু অধিকাংশই দখল-দূষণের চাপে মৃতপ্রায়। গবেষণায় ঢাকার আশপাশের নদীর পানিতে আন্তর্জাতিক সীমার চেয়ে বেশি ক্যাডমিয়াম ও সিসার মতো ভারী ধাতুর উপস্থিতি পাওয়া গেছে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের প্রকল্প নেওয়া হলেও কার্যকারিতা ধীরগতির। ইটভাটাসহ অন্যান্য দূষণকারী শিল্পের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ইপিটি (Effluent Treatment Plant) স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়, যদিও এগুলো সক্রিয় আছে কি না তার পর্যবেক্ষণ দুর্বল।

বায়ুদূষণের অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে ইটভাটাকে চিহ্নিত করে সরকার ইটভাটায় অভিযান জোরদার করে। ইটভাটা ও অন্যান্য দূষণ উৎসে পরিবেশ অধিদপ্তর নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে, এবং জরিমানা, সিলগালা ও ভাটা উচ্ছেদসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়। বায়ুদূষণ রোধে ২০২৫ সালে পরিবেশ অধিদপ্তর দেশব্যাপী অভিযান চালিয়ে মোট ৮৩০টি ইটভাটা গুঁড়িয়ে দেয়। এছাড়া বিভিন্ন জেলায় অবৈধ ইটভাটা উচ্ছেদ এবং জরিমানা আদায়ের কার্যক্রম চলমান ছিল। শিল্পঘন সাভার এলাকায় ইটভাটা ও অন্যান্য উৎস থেকে সৃষ্ট বায়ুদূষণের মাত্রা জাতীয় মানদণ্ডের চেয়ে প্রায় তিনগুণ বেশি হওয়ায় পুরো উপজেলাকে 'ডিগ্রেডেড এয়ারশেড' (অবক্ষয়িত বায়ু অঞ্চল) ঘোষণা করা হয়, ফলে উক্ত এলাকায় বায়ুদূষণকারী যেকোনো কার্যক্রম পরিচালনা নিষিদ্ধ করা হয়। পার্বত্য

[১১৪৫] সঞ্চিতা সীতু, 'প্লাস্টিক বন্ধ, বনের জমি উদ্ধার ও বিধ্বংসী প্রকল্প বন্ধ করে কুড়িয়েছেন প্রশংসা', *বাংলা ট্রিবিউন*, ৩০ এপ্রিল ২০২৫, https://www.banglatribune.com/others/environment/896380/ (২ মে ২০২৫)।

[১১৪৬] *প্রাগুক্ত*।

[১১৪৭] *প্রথম আলো*, 'রাজশাহীর দুটি জলাভূমিকে দেশের প্রথম 'জলাভূমিনির্ভর প্রাণী অভয়ারণ্য' ঘোষণা', ০৭ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/4znf3sp3p9 (৮ মে ২০২৫)।

[১১৪৮] *প্রথম আলো*, 'পাঁচ বালুমহাল ইজারা না দিতে ১৩ সরকারি কর্মকর্তাকে আইনি নোটিশ', ২৬ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/08q98o28mt (৫ এপ্রিল ২০২৫)

[১১৪৯] সঞ্চিতা সীতু, 'প্লাস্টিক বন্ধ, বনের জমি উদ্ধার ও বিধ্বংসী প্রকল্প বন্ধ করে কুড়িয়েছেন প্রশংসা', *প্রাগুক্ত*।

জেলাগুলোতে ৭০টি ইটভাটার সবকটিই অবৈধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এসব ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ আদালত ও প্রশাসনের নির্দেশ অমান্যকারী মালিকদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়, যদিও কিছু ক্ষেত্রে শ্রমিক-মালিকদের বাধার মুখে পড়তে হয়। তবে ইটভাটা ধ্বংস অভিযান চলমান থাকলেও উন্মুক্ত বর্জ্য পোড়ানো, জরাজীর্ণ যানবাহন ও শিল্পবর্জ্য দূষণ ঠেকানো যায়নি। ঢাকায় পিএম ২.৫ যা ডব্লিউএইচও মানের চেয়ে ১৬ গুণ বেশি, যা প্রতি বছর লাখো মানুষের অকালমৃত্যুর কারণ।

প্লাস্টিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

পলিথিন ও প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধে সরকারের নেওয়া উদ্যোগগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

- **মোবাইল কোর্ট অভিযান:** পরিবেশ অধিদপ্তর পলিথিনের উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাতকরণের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছে। গত ৩ নভেম্বর ২০২৪ থেকে এ পর্যন্ত মোট ৩৭৪টি অভিযানে ৬৮৫টি প্রতিষ্ঠান থেকে ৫৫ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে এবং ১ লক্ষ ৬৯ হাজার কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়েছে।[১১৫০] এই অভিযানগুলোর একটি উদাহরণ হলো চকবাজারে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত, যেখানে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়।[১১৫১]
- **প্লাস্টিক ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ:** জাতীয় উদ্যান, ইকোপার্ক এবং উদ্ভিদ উদ্যানে প্লাস্টিক ব্যবহার এবং বনভোজন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য পূর্বাচলের ১৪৪ একর এলাকাকে বিশেষ জীববৈচিত্র্য এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
- **জনসচেতনতা বৃদ্ধি:** অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস প্লাস্টিক বর্জনের জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে এর ব্যবহার বন্ধ করার ওপর জোর দিয়েছেন।[১১৫২]

অন্যান্য উদ্যোগ

সরকার পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- **মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা:** বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা ৬৫ দিন থেকে কমিয়ে ৫৮ দিন করা হয়েছে। এটি ভারতের জলসীমার নিষেধাজ্ঞার সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা জেলে ও ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল।[১১৫৩]
- **নদী ও খাল উদ্ধার:** ঢাকা ও এর বাইরে সারাদেশের খাল ও নদী উদ্ধারের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ঢাকার শুভাঢ্যা খাল উদ্ধারে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে একটি ৩১৭ কোটি টাকার নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে খাল খনন, পাড় বাঁধাই, হাঁটার পথ নির্মাণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ করা হবে।[১১৫৪]
- **পাথর কোয়ারি বন্ধ:** পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে সিলেটের জাফলংসহ সব পাথর কোয়ারি ইজারা দেওয়া বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর প্রতিবাদে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও শ্রমিকরা বিক্ষোভ করলেও সরকার অবৈধ পাথর উত্তোলন বন্ধে কঠোর অবস্থানে আছে।[১১৫৫] তবে বন ও পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান জাফলংয়ে পাথর উত্তোলন বন্ধে ব্যর্থতার বিষয়ে যে হতাশা প্রকাশ করেছেন। চার বছর পাথর উত্তোলন বন্ধ থাকলেও, তিনি উপদেষ্টা হওয়ার পরও তা চিরতরে বন্ধ রাখতে পারেননি, যা তার জন্য একটি বড় হতাশার বিষয়। তিনি বলেন, জাফলংয়ের মতো অপূর্ব প্রাকৃতিক স্থান ধ্বংস হচ্ছে, অথচ সেখানকার পাথর দেশের মোট চাহিদার মাত্র ৬% পূরণ করে–অর্থাৎ এই ক্ষতির অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা নেই। তিনি অভিযোগ করেন, এই পাথর উত্তোলনের পেছনে একটি সর্বদলীয় ঐক্য কাজ করছে, কিন্তু প্রকৃতি রক্ষায় কোনো ঐক্য নেই। এই বক্তব্যগুলো থেকে স্পষ্ট যে, পাথর উত্তোলন বন্ধে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষায় কার্যকর উদ্যোগ না থাকাই মূল ব্যর্থতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।[১১৫৬]
- **সিলেটে পাথর লুট ও আইনি পদক্ষেপ:** সিলেটের ভোলাগঞ্জ ও কোম্পানীগঞ্জ এলাকায় সাদাপাথর লুটের ঘটনায় হাইকোর্ট জড়িতদের তালিকা দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়াও আদালত পাথর পুনঃস্থাপন, জড়িতদের তালিকা প্রণয়ন ও পরিবেশগত ক্ষতি নিরূপণে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। যৌথ বাহিনী অভিযানে ১৩০টি ট্রাক এবং ৪.৫ লাখ ঘনফুট পাথর উদ্ধার করেছে। দুদক ও পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে, স্থানীয় প্রশাসন (ডিসি, এসপি, ইউএনও), পুলিশ এবং

[১১৫০] *প্রাগুক্ত*।

[১১৫১] *ডেইলি স্টার*, 'সিক্স পিপল অ্যারেস্টেড ইন কানেকশন উইথ অ্যাটাক অন ডিওই ডিরেক্টর', ২৮ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/six-people-arrested-connection-attack-doe-director-3810601 (২৯ জানুয়ারি ২০২৫)।

[১১৫২] *প্রথম আলো*, 'পরিবেশ রক্ষায় প্লাস্টিক বর্জন করার আহ্বান', ২৬ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=26604668460&eid=1&imageview=0&epedate=26/06/2025&sedId=1 (২৬ জুন ২০২৫)।

[১১৫৩] *প্রথম আলো*, 'সমুদ্রসীমায় মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা কমিয়ে ৫৮ দিন নির্ধারণ, খুশি জেলেরা', ১৮ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/v1whxrk6vt (১৯ গধৎপয ২০২৫)।

[১১৫৪] মোহাম্মদ মোস্তফা ও ইকবাল হোসেন, 'শুভাঢ্যা খাল এখন 'প্লাস্টিকের ভাগাড়', *প্রথম আলো*, ১৪ মে ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=145ff7f29d8&eid=1&imageview=0&epedate=14/05/2025&sedId=1 (১৪ মে ২০২৫)।

[১১৫৫] *প্রথম আলো*, 'জাফলংয়ে দুই উপদেষ্টার গাড়ি আটকে বিক্ষোভ, নেতৃত্বে ছাত্রদল, যুবদল', ১৫ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=156d2fb5a15 (১৫ জুন ২০২৫)।

[১১৫৬] *জনকণ্ঠ*, '৪ বছর পাথর তোলা বন্ধ ছিল, উপদেষ্টা হয়ে আর পারলাম না', ২৭ জুলাই ২০২৫, https://www.dailyjanakantha.com/national/news/838092 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

বিজিবির একশ্রেণির কর্মকর্তা এই লুটের টাকার ভাগ পেতেন। এই ঘটনায় ৪২ জন প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীর সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানীগঞ্জ ও গোয়াইনঘাট থানার ২২ জন পুলিশ সদস্যকে বদলি করা হয়েছে।

- **গাছ কাটা বন্ধ ও বৃক্ষরোপণ:** হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী, ঢাকা শহর ও অন্যান্য জেলা-উপজেলা পর্যায়ে গাছ কাটার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হবে, যার অনুমতি ছাড়া কোনো গাছ কাটা যাবে না। এছাড়াও, দেশের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ইউক্যালিপটাস ও আকাশমণি গাছের চারা রোপণ ও বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর পরিবর্তে দেশীয় ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।[১১৫৭]
- **নিরাপদ সুপেয় পানি:** হাইকোর্ট নিরাপদ সুপেয় পানিকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আদালত নির্দেশ দিয়েছেন যে, এক বছরের মধ্যে জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে বিনামূল্যে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করতে হবে এবং দশ বছরের মধ্যে সাশ্রয়ী মূল্যে সবার জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিত করতে হবে।[১১৫৮]

দেখা যাচ্ছে পরিবেশের উন্নতি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ স্থানীয় সুবিধাভোগী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। এছাড়া পরিবেশবান্ধব পর্যটনের বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হলেও বিকল্প জীবিকার পরিকল্পনা না করার কারণে স্থানীয় জনগণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। নদী দূষণ, নদী দখল, শিল্পবর্জ্য দূষণ ও বায়ু দূষণ প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ছিল না। পাথর কোয়ারি বন্ধ ও বনাঞ্চল ধ্বংস প্রতিরোধের মতো কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যর্থতা রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন উদ্যোগ সত্ত্বেও বনাঞ্চল ধ্বংস বন্ধ করা যায়নি।[১১৫৯] কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবেশ রক্ষায় সরকারের পরস্পরবিরোধী আচরণ লক্ষ করা যায়।[১১৬০]

বৈদেশিক কর্মসংস্থান

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে গণ-অভ্যুত্থানের ফলে অভিবাসন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাতে নতুন আলোচনার সূচনা হয়। অভ্যুত্থানের সময় প্রবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন - সাময়িকভাবে রেমিট্যান্স বন্ধ রেখে ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিবাদ সংগঠিত করে তৎকালীন সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। অথচ সংস্কার পরিকল্পনায় অভিবাসন বিষয়ে কোনো দিকনির্দেশনা ছিল না।[১১৬১] পরবর্তীতে অন্তর্বর্তী সরকার কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নেয়, যেমন পর্যায়ক্রমে জেলা পর্যায়ে বিএমইটির ক্লিয়ারেন্স কার্ড ইস্যুর সিদ্ধান্ত[১১৬২], বিদেশে বাংলাদেশের মিশনগুলোতে জনবল বৃদ্ধি[১১৬৩], এবং জাপান ও ইতালির সঙ্গে নতুন চুক্তি স্বাক্ষর[১১৬৪]। এছাড়া প্রধান উপদেষ্টার উদ্যোগে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) থেকে গণ-অভ্যুত্থানকে সমর্থন দিয়ে মিছিল করার দায়ে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ১৮৮ জন বাংলাদেশীকে ক্ষমা ও দেশে ফেরত আনা হয়।[১১৬৫]

২০২৪-২৫ সময়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক শ্রমবাজার অভূতপূর্ব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। দীর্ঘদিন ধরে মধ্যপ্রাচ্যনির্ভর অদক্ষ শ্রমিক রপ্তানির ওপর নির্ভরশীল হওয়ার পর, বৈশ্বিক শ্রমবাজারের কাঠামো নাটকীয়ভাবে বদলে যাচ্ছে। অদক্ষ শ্রমিকের সুযোগ

[১১৫৭] *প্রথম আলো*, 'গাছ কাটার ক্ষেত্রে অনুমতির জন্য ঢাকাসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠনের নির্দেশ', ২৮ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/1uhgxonkgh (২৯ জানুয়ারি ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'ইউক্যালিপটাস ও আকাশমণিগাছ নিষিদ্ধে প্রজ্ঞাপন', ১৬ মে ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=1654e73f865&eid=1&imageview=0&epedate=16/05/2025&sedId=1 (১৬ মে ২০২৫)।

[১১৫৮] *প্রথম আলো*, 'নিরাপদ সুপেয় পানি পাওয়া নাগরিকের মৌলিক অধিকার: হাইকোর্ট', ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/8avnkyizby (২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)।

[১১৫৯] *প্রথম আলো*, 'জাহাজভাঙা শিল্প: টেংরাগিরি বনাঞ্চলকে কি রক্ষা করা যাবে না,' ১১ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/opinion/editorial/p52hqn8ipj (১২ মার্চ ২০২৫); এম জসীম উদ্দিন ও মোহাম্মদ রফিক, 'বনরক্ষীদের ঘুষের বলি টেংরাগিরি বনাঞ্চল ও দেশের গুরুত্বপূর্ণ মৎস্যভান্ডার,' *প্রথম আলো*, ০৩ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/v2kg4s9pae (১ জুলাই ২০২৫); আব্দুল কুদ্দুস, 'প্যারাবন উজাড় করে নতুন জেটি,' *প্রথম আলো*, ২২ মে ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=225758674c9&eid=1&imageview=0&epedate=22/05/2025&sedId=1 (২২ মে ২০২৫)।

[১১৬০] পিংকি আক্তার, 'ব্যর্থতার ছায়ায় অর্জনের দাবি: অন্তর্বর্তী সরকারের পরিবেশ উপদেষ্টার অধ্যায়', *বাংলানিউজ২৪ডটকম*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.banglanews24.com/banglanews-special/news/bd/1639342.details (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১৬১] মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন শিকদার, 'গণ-অভ্যুত্থানের পরেও প্রবাসীরা কেন উপেক্ষিত', *প্রথম আলো*, ১৪ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/opinion/column/lk82q1nxqd (১৫ জানুয়ারি ২০২৫)।

[১১৬২] *টিবিএস*, 'বিদেশগামী কর্মীদের ভোগান্তি কমাতে জেলা পর্যায়ে দেওয়া হবে বিএমইটি ক্লিয়ারেন্স কার্ড', ২ জুন ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-350416 (৩ জুন ২০২৫)।

[১১৬৩] *ঢাকা পোস্ট*, 'বাংলাদেশ মিশনগুলোতে জনবল বাড়াবে সরকার : তৌহিদ হোসেন', ১৯ এপ্রিল ২০২৫, https://www.dhakapost.com/national/358826 (১৯ এপ্রিল ২০২৫)।

[১১৬৪] *প্রথম আলো*, 'বিনা খরচে আরও কর্মী নেবে জাপান, সমঝোতা স্মারক সই', ১০ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/j4mx1qiym6 (১৬ এপ্রিল ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'ইতালিতে বৈধ অভিবাসন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক সই', ৭ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/rbohaer5rz (৭ মে ২০২৫)।

[১১৬৫] মহিউদ্দিন, 'মিছিলে গিয়ে কারাবন্দী হওয়া ১৮৮ প্রবাসী দেশে ফিরেছেন', *প্রথম আলো*, ২ আগস্ট ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/kxuoteag2n (২ আগস্ট ২০২৫)।

কমলেও দক্ষ ও আধা-দক্ষ কর্মীর চাহিদা দ্রুত বাড়ছে জাপান, ইউরোপ, দক্ষিণ কোরিয়াসহ উন্নত দেশগুলোতে। একই সঙ্গে মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, ওমানসহ প্রচলিত বড় বাজারগুলোতে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অনিয়ম, সিন্ডিকেট, মানবপাচার ও নতুন কঠোর শর্তের কারণে কর্মী পাঠানোর প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সরকার শ্রমবাজারের বৈচিত্র্য, ডিজিটাল রূপান্তর, দক্ষতা উন্নয়ন এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধির কৌশল গ্রহণ করে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের বর্তমান চিত্র ও সরকারের লক্ষ্য

বিদেশে কর্মী পাঠানোর হার কিছুটা কমলেও গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের প্রবাসী আয় উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রবাসী আয় আসে ১১.৮৭ বিলিয়ন ডলার, ২০২৫ সালে ৩২.৮২ বিলিয়ন ডলার, যা গত ২৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং গত বছরের তুলনায় প্রায় ২২ শতাংশ বেশি।[১১৬৬] অন্তর্বর্তী সরকার মধ্যপ্রাচ্যের অদক্ষ শ্রমবাজারের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ইউরোপ ও জাপানের মতো উন্নত ও উচ্চ বেতনের দক্ষ শ্রমবাজারে কর্মী পাঠানোর ওপর জোর দিয়েছে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রবাসী পাঠানোও বেড়েছে। বোয়েসেল ২০২৫ সালে ১৬ হাজারের বেশি কর্মী পাঠায়, যা আগের বছরের তুলনায় ৪% বেশি। বিনা খরচে সরকারি ব্যবস্থায় বিদেশগমন কর্মীদের জন্য নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

দক্ষ শ্রমবাজার ও নতুন দ্বিপক্ষীয় চুক্তি

সরকার আগামী পাঁচ বছরে জাপানে এক লাখ দক্ষ কর্মী পাঠানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে এবং এজন্য একটি বিশেষ 'জাপান সেল' গঠন করে। ইতালির সঙ্গে ইতোমধ্যে অভিবাসনবিষয়ক সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে এবং ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশের (সার্বিয়া, স্পেন, অস্ট্রিয়া, মাল্টা) সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া দক্ষিণ কোরিয়ায় মৌসুমি কর্মী পাঠানো শুরু হয়েছে। দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য দেশজুড়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (টিটিসি) জাপানি, ইংরেজি, চীনা ও কোরীয় ভাষা শিক্ষা এবং কেয়ারগিভার কোর্স চালু করা হয়েছে।

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার ও সিন্ডিকেটবিরোধী ব্যবস্থা

রেমিট্যান্স প্রেরণে প্রণোদনা বৃদ্ধি[১১৬৭], ব্যবহারযোগ্য সব বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চালুর সুবিধা এবং সুদের হার নির্ধারণে নমনীয়তা রেমিট্যান্স বৈধভাবে আসার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।[১১৬৮] তবে মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), ওমান ও বাহরাইনের মতো বড় শ্রমবাজারগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে অচলাবস্থা ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রকট হয়ে ওঠে।**উৎৎড়ৎ! ইড়ড়শসধৎশ হড়ঃ ফবভরহবফ.** পূর্বের চুক্তির আওতায় সিন্ডিকেট ভাঙার চেষ্টা বাধাগ্রস্ত হয় এবং সংশ্লিষ্ট ১২টি এজেন্সির বিরুদ্ধে মামলা হয়।[১১৬৯] নারী পাচার ও ভুয়া কাগজপত্রে অভিবাসন সংক্রান্ত দুর্নীতি প্রতিরোধে একাধিক কর্মকর্তা ও এজেন্সির বিরুদ্ধে মামলার উদ্যোগ নেওয়া হয়।[১১৭০] অবৈধ বিদেশিদের বিরুদ্ধে প্রথমবারের মতো অভিযান শুরু হয়, যেখানে ১৫,৬১৮ জন দেশ ত্যাগ করে এবং আরও ৩৩,৬৪৮ জনকে চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি নেওয়া হয়।[১১৭১] বিদেশি কর্মীদের ক্ষেত্রে সাধারণ শ্রমিক হিসেবে ওয়ার্ক পারমিট নবায়ন বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যেখানে কেবল বিশেষজ্ঞদের ক্ষেত্রেই নবায়নের সুযোগ থাকবে।[১১৭২]

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারটি দীর্ঘসময় ধরে দুর্নীতি ও নির্দিষ্ট কিছু এজেন্সির (সিন্ডিকেট) কবলে থাকায় ব্যাহত হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার এই সিন্ডিকেট ভাঙতে কঠোর অবস্থান নেয় এবং সব বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সিকে সমান সুযোগ দেওয়ার জন্য মালয়েশিয়া সরকারের সাথে আলোচনা করে। ইতোমধ্যে মানি লন্ডারিং ও অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে সাবেক তিন সংসদ সদস্য এবং সিন্ডিকেটের হোতা রুহুল আমিন স্বপনসহ ৩৩ জনের বিরুদ্ধে সিআইডি মামলা দায়ের করেছে।[১১৭৩] এছাড়াও মালয়েশিয়ায় যেতে না পারা ৮ হাজার কর্মীকে সরকারি প্রতিষ্ঠান বোয়েসেল-এর মাধ্যমে নামমাত্র খরচে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। দেখা যায়, শ্রম অভিবাসনের জন্য ৫ গুণ পর্যন্ত বাড়তি অর্থ আদায় করা হয়েছে - সরকার নির্ধারিত ফি ৭৮,৯৯০ টাকা হলেও কর্মীদের কাছ থেকে চার-পাঁচ লাখ

[১১৬৬] তাসনিম সিদ্দিকী, *বাংলাদেশ হতে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি ২০২৫: অর্জন এবং চ্যালেঞ্জসমূহ*, রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু), জানুয়ারি ২০২৬, https://drive.google.com/file/d/1TFmdf1YsdwbX8i3-Ih0KDUjDUCheShsh/view (২৪ জানুয়ারি ২০২৬)।

[১১৬৭] *প্রথম আলো*, '১১ মাসে ২৮ বিলিয়ন ডলার প্রবাসী আয়', ৭ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=767bea3e35 (৯ জুন ২০২৫)।

[১১৬৮] *প্রথম আলো*, 'সব বৈদেশিক মুদ্রায় হিসাব খুলতে পারবেন প্রবাসীরা, সুদ বাজারভিত্তিক', ১৪ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/business/bank/jgyfsvz1ye (১৭ এপ্রিল ২০২৫)।

[১১৬৯] *প্রথম আলো*, 'মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর নামে ১ হাজার ১২৮ কোটি টাকা আত্মসাৎ', ১১ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/95qt9bn944 (১২ মার্চ ২০২৫)।

[১১৭০] *প্রথম আলো*, 'বিএমইটির ৪ কর্মকর্তা এবং ৫ এজেন্সির মালিক-কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুদকের মামলা', ৩ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/ctclfsd5jg (৫ জুলাই ২০২৫)।

[১১৭১] *জনকণ্ঠ*, 'বাংলাদেশে অবৈধ ভারতীয়দের পালানোর হিড়িক!', ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.dailyjanakantha.com/national/news/770650 (৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)।

[১১৭২] শেখ আবদুল্লাহ, 'বিদেশি সাধারণ কর্মী নিয়োগে অনুমোদন দেবে না সরকার', *টিবিএস বাংলা*, ২৪ এপ্রিল ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-335156 (২৭ এপ্রিল ২০২৫)।

[১১৭৩] সাহাদাত হোসেন পরশ, 'দায়মুক্তি নয়, মামলায় আসামি হচ্ছেন ৩৩', *সমকাল*, ২৮ আগস্ট ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh/article/312820/ (৩১ আগস্ট ২০২৫)।

টাকা নেওয়া হয়েছে।[১১৭৪] তবে মালয়েশিয়া সরকার রিক্রুটিং এজেন্টদের জন্য নতুন করে ১০টি কঠোর শর্ত দিয়েছে – এর মধ্যে রয়েছে ১০ হাজার বর্গফুট অফিস, পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা, তিন হাজার কর্মী পাঠানোর রেকর্ড ইত্যাদি। এতে ৯৯% এজেন্সির যোগ্যতা হারানোর ঝুঁকি তৈরি হয়েছে এবং একটি নতুন 'বৈধ সিন্ডিকেট' গঠনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।[১১৭৫] বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর কোনো অগ্রগতি হয়নি।[১১৭৬]

প্রবাসীদের সুরক্ষা ও ডিজিটাল সংস্কার

অভিবাসন প্রক্রিয়াকে সহজ ও স্বচ্ছ করতে সরকার 'ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট প্ল্যাটফর্ম' (ওইপি) নামক একটি সমন্বিত অনলাইন পদ্ধতি চালু করে। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কর্মীরা সরাসরি বহির্গমন ছাড়পত্র পাচ্ছেন, ফলে খরচ ও সময় উভয়ই কমছে। এর ফলে ১০০% অনলাইনে বিএমইটি ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। ২১টি জেলায় বিকেন্দ্রীভূত ছাড়পত্র ব্যবস্থা চালু হয়েছে।[১১৭৭] রিক্রুটিং এজেন্সি, টিটিসি, নিয়োগকর্তা, বাংলাদেশ মিশন–সব তথ্য এক প্ল্যাটফর্মে। এটি দুর্নীতি কমানো, প্রতারণা প্রতিরোধ, খরচ হ্রাস ও সুশাসন নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। 'ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড'-এর তত্ত্বাবধানে দেশের সকল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে 'প্রবাসী সহায়তা ডেস্ক' চালু হয়েছে[১১৭৮] এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফেরত আসা কর্মীদের জন্য শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ভিআইপি সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে। যদিও নানা সীমাবদ্ধতার কারণে এটি ব্যবহারে অভিবাসী কর্মীরা নিরুৎসাহিত হচ্ছেন।[১১৭৯] সৌদি, ওমান ও কাতারে হেল্পলাইন চালু করা হলেও তা এখনো পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে। দেশে ফিরে আসা কর্মীদের জন্য 'রিইনটিগ্রেশন প্রোগ্রাম' সীমিত আকারে থাকলেও, এর কাঠামোগত সম্প্রসারণের প্রয়োজন রয়ে গেছে। প্রবাসীদের সুবিধার্থে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে 'প্রবাসী লাউঞ্জ' ও 'ওয়েটিং লাউঞ্জ' স্থাপন করা হয়েছে যেখানে সুলভ মূল্যে খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।

দক্ষতা উন্নয়ন, ভাষা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি

দক্ষ কর্মীর চাহিদার প্রেক্ষিতে সরকার প্রশিক্ষণের ওপর জোর দিয়েছে। সারা দেশের ৪৪টি টিটিসিতে জাপানি, কোরিয়ান, ইংরেজি, চীনা ভাষা কোর্স চালু আছে। চাহিদা বাড়ায় কেয়ারগিভার প্রশিক্ষণ যুক্ত করা হয়েছে। জাপানে দক্ষতা পরীক্ষার খাত ৩ থেকে বাড়িয়ে ৫টি করা হয়েছে। বিএমইটি-তাকামোল চুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা পরীক্ষার ক্ষমতা বেড়েছে। জাপানি প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশের প্রশিক্ষণের মানের উন্নতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছে এবং ভবিষ্যতে আরও বেশি কর্মী নিতে আগ্রহ দেখিয়েছে।

জুলাই বিপ্লবের 'রেমিট্যান্স যোদ্ধা'দের সম্মাননা

২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পক্ষে অবস্থান নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে আটক ও সাজাপ্রাপ্ত ৫৭ জন প্রবাসীকে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ অনুরোধে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তারা দেশে ফিরে আসার পর ২ আগস্ট 'রেমিট্যান্স যোদ্ধা দিবস' পালন করে সম্মাননা জানানো হয়েছে। সরকার তাদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে এবং পুনরায় বিদেশে (যেমন ব্রুনাইয়ে) পাঠানোর বা স্থানীয়ভাবে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিয়েছে।

বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও অনিয়ম

এখনো অনেক কর্মী 'ফ্রি ভিসার' ফাঁদে পড়ে নিঃস্ব হচ্ছেন। গবেষণা অনুযায়ী সরকার নির্ধারিত খরচ (১.১৬ লাখ টাকা) এর জায়গায় গড়ে ৫ লাখ টাকা খরচ করতে হয়েছে, যা আদায় করতে একজন কর্মীর দুই বছরের পুরো বেতন লেগে যায়। ৪৩% কর্মী গন্তব্যে গিয়ে কাজ পাননি। অনেককে নতুন করে টাকা খরচ করে ইকামা কিনতে হয়েছে। ৭২% কর্মী ঋণ নিয়ে বিদেশে গেছেন; অনেকেই

[১১৭৪] *প্রাগুক্ত*।

[১১৭৫] *টিবিএস*, 'রিক্রুটার্স ডিমান্ড উইথড্রয়াল অফ 'ইর‍্যাশনাল কন্ডিশনস' ফর সেন্ডিং ওয়ার্কার্স টু মালয়েশিয়া', ৩০ অক্টোবর, ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangladesh/migration/baira-members-demand-withdrawal-irrational-conditions-sending-workers-malaysia (০২ নভেম্বর ২০২৫); *কালের কণ্ঠ*, 'আবারও সিন্ডিকেটের কবলে যাচ্ছে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার', ৩১ অক্টোবর ২০২৫, https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2025/10/31/1599331 (০২ নভেম্বর ২০২৫); আবির আব্দুল্লাহ, 'সিন্ডিকেটে আটকা পড়ছে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ৪ নভেম্বর ২০২৫, https://www.bd-pratidin.com/last-page/2025/11/04/1175506 (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫); *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, 'মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার সিন্ডিকেটে বন্দি', ১১ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.bd-pratidin.com/first-page/2025/12/11/1190394 (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫); *ঢাকা পোস্ট*, 'মালয়েশিয়ায় শ্রমিক পাঠিয়ে ৫২৫ কোটি টাকা লুটপাট, দুদকের ৬ মামলা', ৬ নভেম্বর ২০২৫, https://www.dhakapost.com/economy/407444 (৯ নভেম্বর ২০২৫)।

[১১৭৬] জামিউল আহসান সিপু, 'মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার খোলেনি সরকারের দ্বিপাক্ষিক সফরেও', *ইত্তেফাক*, ৪ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.ittefaq.com.bd/768815/ (৪ জানুয়ারি ২০২৬)।

[১১৭৭] *ঢাকা পোস্ট*, 'বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নতুন প্ল্যাটফর্ম ওইপি উদ্বোধন', ২০ আগস্ট ২০২৫, https://www.dhakapost.com/national/388663 (২৪ আগস্ট ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'কাজ নিয়ে বিদেশ যাওয়ার সব সেবা এক প্ল্যাটফর্মে', ২০ নভেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=201182e1db91 (২৩ নভেম্বর ২০২৫)।

[১১৭৮] *ঢাকা পোস্ট*, 'প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক কী কী সেবা দেয়?', ১৩ জুলাই ২০২৫, https://www.dhakapost.com/national/379276 (১৭ জুলাই ২০২৫)।

[১১৭৯] *মাছরাঙ্গা নিউজ*, 'বিমানবন্দরে নতুন সুবিধা, জানেন না অনেকেই', ২৬ জুন ২০২৫, https://www.youtube.com/watch?v=pcQ20nIKxSA (২৫ জুলাই ২০২৫)।

জমি বন্ধক বা বিক্রি করেছেন। ফ্রি ভিসার কারণে অনেক কর্মী "আধুনিক দাসত্ব" পরিস্থিতিতে পড়ছেন।[১১৮০] এছাড়াও বিএমইটি-এর কিছু অসাধু কর্মকর্তার যোগসাজশে ভুয়া পাসপোর্ট ব্যবহার করে নারী পাচারের মতো গুরুতর অভিযোগের প্রমাণ পেয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) মামলা করেছে। এদিকে জাপানে কর্মী পাঠাতে না পারায় ৬২টি রিক্রুটিং এজেন্সিকে শোকজ করা হয়েছে।

বৈধ পথে গমনের গন্তব্য সংকুচিত হওয়ায় বেড়েছে অবৈধ পথে অভিবাসন। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার 'ডিসপ্লেসমেন্ট ট্র্যাকিং ম্যাট্রিক্স (ডিটিএম)'-এর তথ্যমতে, ২০২৫ সালে অনিয়মিতভাবে সমুদ্রপথে ইউরোপে প্রবেশে শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ। গত বছর ২২ হাজার ১৪৫ জন বাংলাদেশী প্রচলিত পথের বাইরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গেছেন। তার আগের বছর এ সংখ্যা ছিল ১৫ হাজার ৩০৪। মূলত দালালদের হাত ধরেই এ পথে যাচ্ছেন তরুণরা। মানব পাচারের শিকার হচ্ছেন বাংলাদেশী নাগরিকরা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৯ থেকে ২০২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত মানব পাচারের অভিযোগে মামলা হয়েছে মোট ৪ হাজার ৫৪৬টি। এতে আসামি করা হয়েছে ১৯ হাজার ২৮০ জনকে। বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে সাজা হয়েছে কেবল ১৫৭ জনের। এর মধ্যে ২৪ জনের যাবজ্জীবন ও ১৩৩ জনকে দেয়া হয়েছে অন্যান্য মেয়াদে সাজা।[১১৮১] এছাড়া বৈধভাবে রাশিয়ায় যাওয়ার পর অবৈধভাবে কর্মীদের ইউক্রেন যুদ্ধে নিয়োজিত করার ঘটনা ঘটছে।[১১৮২]

সৌদি আরব বাংলাদেশের বৃহত্তম শ্রমবাজার হলেও বর্তমানে সেখানে অদক্ষ শ্রমিকের চাহিদা কমছে এবং পাকিস্তান বা ভারতের মতো দেশগুলো থেকে দক্ষ শ্রমিক নিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। ওমানে বন্ধ থাকা শ্রমবাজার চালুর বিষয়ে ইতিবাচক আলোচনা চলছে এবং সেখানে অবৈধ হয়ে পড়া কর্মীদের বৈধ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর অভিবাসন নীতির কারণে সেদেশে যাওয়া বাংলাদেশিদের জন্য 'ভিসা বন্ড' চালুর মতো নেতিবাচক প্রভাবের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সার্বিকভাবে, বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাতকে দালালের খপ্পর থেকে মুক্ত করে একটি দক্ষ ও প্রযুক্তিনির্ভর কাঠামোতে রূপান্তরের চেষ্টা করা হয়েছে, যেখানে শ্রমিকের অধিকার ও সুরক্ষা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। বাংলাদেশের অভিবাসন খাত একদিকে নতুন সুযোগের দ্বার খুলছে (জাপান, ইউরোপ, কোরিয়া), অন্যদিকে পুরোনো সংকটের ভারে জর্জরিত (সিন্ডিকেট, মানবপাচার, অতিরিক্ত খরচ)। রেমিট্যান্স প্রাপ্তিতে ব্যাপক অগ্রগতি হলেও বৈদেশিক কর্মসংস্থানে অবনতি, দালাল ও চক্রের কারণে নির্ধারিত খরচের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি টাকা ব্যয়বৈধ পথে সুযোগের অভাব এবং দালালদের প্ররোচনায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার প্রবণতা অব্যাহত ছিল।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

২০২৪ সালের আগস্টে ছাত্র-নেতৃত্বাধীন আন্দোলনের মাধ্যমে শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটিয়ে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়, যার প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নেন শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এই পরিবর্তনকে আন্তর্জাতিক মহল ইতিবাচকভাবে দেখে এবং বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণে সমর্থন ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন

২০২৪ সালে দি ইকোনমিস্ট ম্যাগাজিন বাংলাদেশকে 'কান্ট্রি অব দি ইয়ার' হিসেবে ঘোষণা করে, যা শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী শাসনের অবসান এবং একটি উদার শাসনব্যবস্থার দিকে বাংলাদেশের অগ্রগতির স্বীকৃতি। ইকোনমিস্ট-এর মতে এই অন্তর্বর্তী সরকার অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করতে এবং আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সফল হয়েছে। ফ্রিডম হাউসের ২০২৫ সালের প্রতিবেদনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূচকে উন্নতি হয়েছে, যা দেশটির গণতান্ত্রিক অগ্রগতির একটি ইতিবাচক দিক।[১১৮৩]

বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সমর্থন ও সহযোগিতা

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সমর্থন অব্যাহত ছিল পুরো মেয়াদ জুড়ে। নিচে বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দেশের সমর্থন ও সহযোগিতা উল্লেখ করা হলো -

---

[১১৮০] *প্রথম আলো*, 'ফ্রি ভিসার ফাঁদে প্রবাসীরা, খরচ ৫ গুণ', ২০ অক্টোবর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=20101e8b983b&eid=1&imageview=0&epedate=20/10/2025&sedId=1 (২০ অক্টোবর ২০২৫)।

[১১৮১] শফিকুল ইসলাম, 'দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি রিক্রুটিং এজেন্সি বাংলাদেশে: নতুন করে আরো ২৫২ রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স দিয়েছে আসিফ নজরুলের মন্ত্রণালয়', *বণিক বার্তা*, ৯ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.bonikbarta.com/bangladesh/GBHNbaMWRZKOWiDt (১০ জানুয়ারি ২০২৬); *প্রথম আলো*, 'মালয়েশিয়ায় পাচারের সময় নারী-শিশুসহ ৬৬ জন উদ্ধার', ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=2093798c041 (২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫)।

[১১৮২] *বিডিনিউজ২৪ডটকম*, 'সাত লাখ টাকায় রাশিয়া, ৬ মাসের মাথায় ফিরতে হল ৩৫ জনকে', ১৮ জানুয়ারি ২০২৬, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/2a74ee796403 (২০ জানুয়ারি ২০২৬); *প্রথম আলো*, 'রাশিয়ায় গিয়ে প্রতারিত বাংলাদেশিরা, বাধ্য করা হয় যুদ্ধে যেতে', ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=311aef83d4e (৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১৮৩] *টিবিএস*, 'বাংলাদেশ নেমড দি ইকোনমিস্টস কান্ট্রি অব দ্য ইয়ার', ২০ ডিসেম্বর ২০২৪, https://www.tbsnews.net/bangladesh/bangladesh-named-economists-country-year-1023056 (৬ জানুয়ারি ২০২৬)।

- **যুক্তরাষ্ট্র:** যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অন্তর্বর্তী সরকারের সহযোগিতা অত্যন্ত নিবিড় ছিল। মার্কিন প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার কর্মসূচির প্রতি সমর্থন অব্যাহত রেখেছে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ও গণতন্ত্র উত্তরণের বিষয়ে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করেছে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পাল্টা-শুল্ক সুবিধা প্রদানের বিষয়ে আলোচনা করেছে।
- **যুক্তরাজ্য:** যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার অবাধ, সুষ্ঠু ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের পরিবেশ তৈরিতে সহযোগিতার জন্য স্থিতিশীলতা ও সংস্কার প্রক্রিয়াকে সমর্থন জানিয়েছেন। ড. ইউনূসের যুক্তরাজ্য সফরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একজন শীর্ষ সহযোগীর ১৭০ মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের সম্পদ জব্দ করা হয়, যা দুর্নীতি দমনে সরকারের প্রচেষ্টার প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থনের ইঙ্গিত।
- **কানাডা:** কানাডার হাইকমিশনার অন্তর্বর্তী সরকারের চুরি হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং সম্পদ পুনরুদ্ধারে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। কানাডা সরকার পাচার করা অর্থ জব্দ ও পুনরুদ্ধারের জন্য একটি প্রক্রিয়া চালু রেখেছে।
- **অস্ট্রেলিয়া:** ঢাকায় স্বরাষ্ট্র বিষয়ক অফিস খোলার ঘোষণা দিয়েছে, যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করবে।
- **নরওয়ে:** বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে সমর্থনের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।
- **জার্মানি:** জার্মান চ্যান্সেলর বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।
- **চীন:** ৫ আগস্ট ২০২৪-এর পটপরিবর্তনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক 'কৌশলগত অংশীদারত্ব' থেকে 'সমন্বিত কৌশলগত সহযোগিতামূলক অংশীদারত্বে' উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টার চীন সফরে বেইজিং সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। 'ইয়ালুজাংবু-যমুনা নদীর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প' সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান এবং চিকিৎসা সেবার জন্য কুনমিংয়ে বিশেষ হাসপাতাল নির্বাচনের বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। প্রধান উপদেষ্টা ২০২৫ সালের মে মাসে চীন সফর করেন, যেখানে দুই দেশ প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য ও ডিজিটাল অর্থনীতিতে সহযোগিতা বৃদ্ধির ঘোষণা দেয়। এই সফরে ২১০ কোটি ডলারের বিনিয়োগ, ঋণ ও অনুদানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। চীন তিস্তা প্রকল্পে চীনা প্রতিষ্ঠানকে স্বাগত জানিয়েছে এবং রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বাংলাদেশের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে। বাংলাদেশে ড্রোন নির্মাণের কারখানা স্থাপনে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়।[১১৮৪] চীন থেকে ১ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ মুদ্রা সহায়তা (Yuan Trade) এবং অবকাঠামো খাতে বড় বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে।[১১৮৫] যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের সাথে সম্পর্কের পাশাপাশি চীনকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ কূটনীতি বজায় রাখছে সরকার।
- **পাকিস্তান:** দীর্ঘদিনের স্থবিরতা কাটিয়ে পাকিস্তানের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকা সফর করেন এবং সার্ককে পুনরুজ্জীবিত করার বিষয়ে আলোচনা করেন। ডি-৮ সম্মেলনের ফাঁকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে বৈঠকে ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১৯৭১ সালের অমীমাংসিত সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানান। উভয় দেশ ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে সম্পর্ক জোরদারে সম্মত হয়। দুই দেশের মধ্যে সরাসরি নৌ ও বিমান যোগাযোগ চালুর প্রচেষ্টা চলমান। ঢাকা-ইসলামাবাদ সম্পর্কে ভিসা অব্যাহতি (সরকারি/কূটনৈতিক পাসপোর্ট) চুক্তি, বাণিজ্য-সংস্কৃতি-কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ-গবেষণা-মিডিয়া সহযোগিতা বিষয়ক পাঁচটি এমওইউ, এবং উচ্চশিক্ষায় ৫০০ বৃত্তি দুই দেশের 'স্বাভাবিকীকরণ এজেন্ডা'কে দ্রুততর করে। তবে ১৯৭১-এর গণহত্যায় আনুষ্ঠানিক ক্ষমা, সম্পদ-বণ্টন, আটকে পড়া পাকিস্তানিদের প্রত্যাবাসন – এই তিন অমীমাংসিত ইস্যুতে অবস্থানগত দূরত্ব অব্যাহত ছিল। ১৭ এপ্রিল ২০২৫-এ, বাংলাদেশ পাকিস্তানের কাছে একাত্তরের গণহত্যার জন্য আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনা এবং প্রায় সাড়ে চার বিলিয়ন ডলার পাওনা দাবি করে। ঢাকার অবস্থান ছিল - 'সমাধান হয়নি, আলোচনা চলবে', অন্যদিকে পাকিস্তান 'দুবার সমাধান' এমন দাবিও তুললেও ঢাকায় গৃহীত হয়নি। ফলে কূটনৈতিক উষ্ণতা সত্ত্বেও ইতিহাস-রাজনীতির রূঢ়তা পুরোপুরি কাটেনি।
- **সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই):** ইউএই অবৈধ বিদেশি কর্মীদের জন্য সাধারণ ক্ষমার সুযোগ দিয়েছে, যার ফলে ৫০ হাজারের বেশি বাংলাদেশি উপকৃত হয়েছেন। এছাড়াও, ইউএই বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করেছে, যা কর্মসংস্থান এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়ক হবে।
- **জাপান:** বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ টোকিওতে পূর্ণাঙ্গ দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক চুক্তি সই হয়। চুক্তির মূল সুবিধার মধ্যে রয়েছে - শুল্কমুক্ত সুবিধা যেখানে বাংলাদেশের ৭,৩৭৯টি পণ্য জাপানের বাজারে তাৎক্ষণিক শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে। বিনিময়ে জাপানের ১,০৩৯টি পণ্য বাংলাদেশে একই সুবিধা পাবে। বাংলাদেশের জন্য জাপানের ১২০টি উপখাত এবং জাপানের জন্য বাংলাদেশের ৯৭টি উপখাত উন্মুক্ত হবে। ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের পর বৈশ্বিক বাজারে যে শুল্ক সুবিধার চ্যালেঞ্জ আসবে, তা মোকাবিলায় এই চুক্তি দীর্ঘমেয়াদী নিশ্চয়তা দেবে। অটোমোবাইল, প্রযুক্তি এবং অবকাঠামো খাতে জাপানি বিনিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হবে। বিশেষ করে চীন থেকে জাপানি বিনিয়োগ সরিয়ে আনার প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ লাভবান হতে পারে। এছাড়া ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে ঢাকাতে দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি হস্তান্তর চুক্তি সই হয়। এর মাধ্যমে দুই দেশের সামরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে একটি

[১১৮৪] *ডেইলি স্টার বাংলা*, 'ড্রোন উৎপাদনে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের চুক্তি', ২৮ জানুয়ারি ২০২৬, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news/daraona-utpaadanae-cainaera-sanagae-baamlaadaesaera-caukatai-735891 (২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১১৮৫] *বিবিসি বাংলা*, 'প্রধান উপদেষ্টার চীন সফরে বাংলাদেশের অর্জন কতটুকু?', ৩০ মার্চ ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c3d8dgd4v20o.lite (২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

আইনি কাঠামো তৈরি হলো। এর ফলে নৌ-টহল যান, রাডার এবং নজরদারি সরঞ্জাম হস্তান্তরের পথ সুগম হবে। সাইবার নিরাপত্তা, স্যাটেলাইট প্রযুক্তি এবং উপকূলীয় নজরদারিতে দুই দেশ যৌথভাবে কাজ করবে। হস্তান্তরিত প্রযুক্তি বা সরঞ্জাম তৃতীয় কোনো পক্ষের কাছে হস্তান্তর করা যাবে না এবং এটি কেবল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যবহার করা যাবে। এটি বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকীকরণ এবং সামরিক বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ে বড় ভূমিকা রাখবে।

তবে এই চুক্তিগুলো এমন এক সময়ে হচ্ছে যখন দক্ষিণ এশিয়ায় ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা তীব্র। বিশ্লেষকদের মতে চীনের সঙ্গে ড্রোন কারখানা স্থাপন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্ভাব্য শুল্ক চুক্তির মাঝখানে জাপানের সঙ্গে এই প্রতিরক্ষা চুক্তি বাংলাদেশের "সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব" নীতির প্রতিফলন। কেউ কেউ অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে এই সংবেদনশীল চুক্তি সইয়ের সময় নিয়ে প্রশ্ন তুললেও, বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন এটি দীর্ঘদিনের ধারাবাহিক আলোচনার ফল এবং দেশের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক।

- **মালয়েশিয়া:** প্রধান উপদেষ্টার মালয়েশিয়া সফরে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা এবং জ্বালানি সহযোগিতা সংক্রান্ত পাঁচটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) ও তিনটি নোট বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, এলএনজি সরবরাহ ও অবকাঠামো, উচ্চশিক্ষা/কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ, হালাল ইকোসিস্টেম, বাণিজ্য-বিনিয়োগ-চেম্বার লিঙ্কেজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রমখাতে ৮,০০০ বাংলাদেশি কর্মীর প্রবেশ পুনরায় নিশ্চিতকরণ, মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা, সম-সামাজিক সুরক্ষা সুবিধা, বাংলা ভাষায় অভিযোগব্যবস্থা – এসব প্রবাসী কল্যাণ ও রেমিট্যান্স স্থিতিশীলতায় ইতিবাচক অগ্রগতি। ডিজিটাল ট্রান্সফর্মেশনে আজিয়াটার সঙ্গে ৫জি ও ডেটা-সেন্টার নিয়ে বিনিয়োগ আলোচনা হয়। মালয়েশিয়ার বাজারে ওষুধ, সিরামিক, জুতা, ব্যাটারি, পাটজাত পণ্য ইত্যাদির প্রবেশ সুবিধা বাড়ানোর অনুরোধ এবং সম্ভাব্য মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) আলোচনায় গতি আসে।

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের প্রতিক্রিয়া ও সহায়তা

- **জাতিসংঘ:** জাতিসংঘ মহাসচিব মুহাম্মদ ইউনূসকে চিঠি দিয়ে চলমান পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় সমর্থন জানিয়েছেন এবং জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দাতা হিসেবে বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের বাংলাদেশ সফরে রোহিঙ্গা সংকট, রাজনৈতিক সংলাপ এবং মানবিক করিডোর প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা হয়। জাতিসংঘ শান্তিপূর্ণ রূপান্তরে বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে জাতিসংঘ নির্বাচন কমিশনকে কারিগরি সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এছাড়া ঢাকায় জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনারের মিশন স্থাপনের বিষয়েও কাজ চলছে। মানবাধিকার পরিস্থিতির অগ্রগতির উল্লেখ থাকলেও (যেমন নাগরিক স্বাধীনতায় আংশিক স্বস্তি), পূর্বতন সরকারের সময়ে সংঘটিত লঙ্ঘনের জবাবদিহি প্রক্রিয়া ও অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ের বিচ্ছিন্ন ঘটনার বিচার পর্যবেক্ষণে আন্তর্জাতিক মহল সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনারের ঢাকায় মিশন চালুর বিষয়ে ঢাকা 'শর্তাধীনে' সম্মতি দেয়।
- **ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ):** ইইউ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণে সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা পূরণে পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যদিও বাংলাদেশসহ সাতটি দেশকে 'নিরাপদ' দেশের তালিকায় যুক্ত করায় ইইউ দেশগুলোতে আশ্রয় পাওয়া কঠিন হবে, তবে ইইউ রাজনৈতিক দল ও অন্তর্বর্তী সরকারকে সংস্কারের লক্ষ্যে একসঙ্গে কাজ করার আশা ব্যক্ত করেছে এবং নির্বাচনে সহায়তা দিতে আগ্রহী। ইইউ প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক রূপান্তরে অব্যাহত সমর্থনের কথা জানিয়েছে। তারা বাংলাদেশে অংশগ্রহণমূলক ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের ওপর গুরুত্বারোপ করে, এবং নির্বাচনে একটি বড় প্রতিনিধিদল পাঠায়।
- **ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ:** রোহিঙ্গা বিদ্রোহী নেতা আতাউল্লাহর গ্রেপ্তারকে সরকারের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতির ইতিবাচক লক্ষণ হিসেবে প্রশংসা করেছে এবং বাংলাদেশ ও অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে অপতথ্য ছড়ানোর মোকাবিলায় সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে।
- **কমনওয়েলথ:** কমনওয়েলথ মহাসচিব শার্লি আয়র্কর বোচওয়ে রাজনৈতিক সংস্কারে বাংলাদেশকে সহায়তা করতে আগ্রহী।
- **জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ইউএনইএসসিএপি):** বাংলাদেশ ইউএনইএসসিএপির অধীন মর্যাদাবান দুটি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং কাউন্সিলের নির্বাচনে জয়লাভ করেছে, যা আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে।
- **বিশ্বব্যাংক:** বাংলাদেশ পুনর্গঠনে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে।
- **কোইকা (KOICA):** দক্ষিণ কোরিয়ার এই সংস্থা বাংলাদেশের সংস্কার উদ্যোগে তাদের রাজনৈতিক ও উন্নয়ন সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান ও সহায়তার অঙ্গীকার - বিশ্বব্যাংক স্বাস্থ্যসেবা, পানি-স্যানিটেশন ও জলবায়ু-সহনশীল উন্নয়নে ১.১৬ বিলিয়ন টাকা ঋণ অনুমোদন করেছে। জার্মানি নবায়নযোগ্য জ্বালানি, কারিগরি শিক্ষা ও নারীর প্রতি সহিংসতা মোকাবেলায় ১৮০.৮০৭ মিলিয়ন ইউরো আর্থিক সহায়তা দেবে। ইইউ রোহিঙ্গা শরণার্থী ও জুলাই অভ্যুত্থানে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য যথাক্রমে ৩২.৩ মিলিয়ন ইউরো ও ২০ লাখ ইউরো মানবিক সহায়তা বরাদ্দ করেছে। নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ১০০ কোটি ডলার ঋণ এবং বিশ্বব্যাংক বে টার্মিনাল ও সামাজিক সুরক্ষা আধুনিকীকরণে ৮৮৫০ মিলিয়ন ডলার অর্থায়ন চুক্তি করেছে। ইআইবি নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে ৩৫০ মিলিয়ন ইউরো এবং ইইউ অতিরিক্ত ৪৫ মিলিয়ন ইউরো অনুদান দেবে। জাপান

বাংলাদেশকে ১ লাখ শ্রমিক নেবে এবং ১০৬ কোটি ডলার ঋণ ও ৬টি সমঝোতা স্মারক সই করেছে। চীন ও বাংলাদেশ বাণিজ্য সংক্রান্ত দুটি সমঝোতা স্মারক সই করেছে। এডিবি ব্যাংক খাত সংস্কার ও অবকাঠামো উন্নয়নে ৳১.৩ বিলিয়ন ঋণ দেবে।

দুর্নীতি দমনে সহায়তা ও পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনা

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বাংলাদেশ থেকে অর্থপাচার নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ফিন্যান্সিয়াল টাইমস, গার্ডিয়ান, আল-জাজিরাসহ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো বাংলাদেশের অর্থ পাচার নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ব্রিটিশ সংসদ সদস্য ও এনজিওগুলোও এই উদ্যোগকে সমর্থন করছে, যার ফলে যুক্তরাজ্য সরকার পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে।

দুর্নীতি দমনে সহায়তা ও পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার বিষয়ে সরকারের উদ্যোগে ইতিবাচক আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। ২০২৫ সালে যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি (NCA) বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ দুই ব্যক্তির মালিকানাধীন প্রায় ৯ কোটি পাউন্ড মূল্যের বিলাসবহুল সম্পদ জব্দ করেছে। এই সম্পদগুলো ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ, আইল অব ম্যান ও জার্সিতে নিবন্ধিত কোম্পানির মাধ্যমে কেনা হয়েছিল। এছাড়া যুক্তরাজ্য সরকারের এনসিএ মোট নয়টি জব্দের আদেশ পেয়েছে, যার আওতায় আহমেদ শায়ান এফ রহমান ও আহমেদ শাহরিয়ার রহমান তাঁদের লন্ডনের সম্পদ বিক্রি করতে পারবেন না। এসব সম্পদের মধ্যে রয়েছে লন্ডনের গ্রোসভেনর স্কয়ার ও গ্রেশাম গার্ডেনসের অ্যাপার্টমেন্ট, যেখানে শেখ রেহানা (শেখ হাসিনার বোন) বসবাস করেছেন। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ও ব্রিটিশ গণমাধ্যমের অনুসন্ধান এই পদক্ষেপে ভূমিকা রেখেছে।

বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ও সম্পদ উদ্ধারে সরকার তৎপরতা শুরু করেছে। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি (এনসিএ) সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর প্রায় ১৭ কোটি পাউন্ড মূল্যের সম্পদ জব্দ করেছে এবং তার একটি অংশ বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এছাড়া সালমান এফ রহমানের পরিবারের সদস্যদের সম্পদও লন্ডনে জব্দ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক চাপের ফলেই যুক্তরাজ্যে সম্পদ জব্দের ঘটনা ঘটেছে। তিনি বলেন, "আমরা উৎসাহিত বোধ করছি। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এখন আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই সম্পদ ফেরত আনার কাজ শুরু হবে।" গভর্নর নিজে লন্ডনে গিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং এটিকে "রাজনৈতিক অঙ্গীকার" হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১১৮৬]

বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি সমর্থন প্রকাশ সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার পক্ষ থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে আন্তর্জাতিক উদ্বেগ লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই দেশের সংখ্যালঘু পরিস্থিতি, মানবাধিকার, আইনের শাসন এবং বিক্ষোভকারীদের সুরক্ষার মতো বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার পক্ষ থেকে মানবাধিকারের সুরক্ষা, সংখ্যালঘু সুরক্ষা, সহিংসতার ঘটনার পূর্ণ এবং স্বাধীন তদন্তের প্রয়োজনীয়তা, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখা, আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধার ওপর বিভিন্ন সময়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

সংখ্যালঘু ও মানবাধিকার পরিস্থিতি - যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের কিছু সদস্য ও ব্রিটেনভিত্তিক কিছু সংগঠন বাংলাদেশের সংখ্যালঘু পরিস্থিতির ওপর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, যা অপপ্রচার হিসেবে বিবেচিত হলেও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। বিশেষ করে, "জুলাই অভ্যুত্থানের সময় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো এবং সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায়" আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তরও তাদের প্রতিবেদনে জুলাই-আগস্টের সহিংসতায় ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা এবং তৎকালীন সরকারের দমন-পীড়নের চিত্র তুলে ধরেছে, যেখানে বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় (ওএইচসিএইচআর) ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানের সময় বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে বলা হয়ে, 'আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা ধরে রাখতে পদ্ধতিগতভাবে বিক্ষোভ দমন করেছে, যার ফলে প্রায় ১,৪০০ জন নিহত হয়েছেন।' জাতিসংঘের প্রতিবেদনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ক্ষমতার অপব্যবহার, ভিত্তিহীন মামলা এবং প্রতিশোধমূলক সহিংসতার দায়মুক্তির বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও অন্তর্বর্তী সরকার কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে, তবুও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আরও কাজ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। যদিও ১০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তবুও প্রতিশোধমূলক সহিংসতা ও গোষ্ঠীগত হামলার জড়িতরা এখনো দায়মুক্তি ভোগ করছেন। জাতিসংঘ চিহ্নিত আসামিদের গ্রেপ্তারে ধীরগতি এবং নিরীহ মানুষের ওপর মামলার চাপ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ফলকার টুর্ক দায়ীদের সুবিচার নিশ্চিতের তাগিদ দিয়েছেন এবং রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের আইন সংশোধনে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

[১১৮৬] *প্রথম আলো*, 'লন্ডনে সালমানের ছেলে ও ভাতিজার সম্পদ জব্দ', ২৫ মে ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=25523795c57&eid=1&imageview=0&epedate=25/05/2025&sedId=1 (২৫ মে ২০২৫)।

আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিক্ষোভকারীদের সুরক্ষা - হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভকে ন্যায্য বললেও, "আইনের লঙ্ঘন এবং ভাঙচুরের ঘটনাকে সমর্থন করেনি।" তারা সম্পত্তি রক্ষায় কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার সমালোচনা করেছে। এটি আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধার গুরুত্ব তুলে ধরে। বিক্ষোভকারীদের ওপর দমন-পীড়ন এবং মৃত্যুর ঘটনা জাতিসংঘের প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে, যা "বিক্ষোভকারীদের সুরক্ষায় সরকারের ব্যর্থতাকে ইঙ্গিত করে।"[১১৮৭]

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও চাপ - চীনের পাঠ্যবইয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র ও তথ্য নিয়ে আপত্তি এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের অনুরোধে চীনের অবস্থান নরম হওয়া একটি কূটনৈতিক সাফল্য। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দাপ্রধান তুলসী গ্যাবার্ড বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, যদিও অন্তর্বর্তী সরকার এর প্রতিবাদ জানিয়েছে। এরপরও যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের নিরাপত্তা পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে, যা ইতিবাচক। তবে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের খাবারের বরাদ্দ কমানোর পরিকল্পনা এবং যুক্তরাষ্ট্রের 'স্ট্রেনদেনিং পলিটিক্যাল ল্যান্ডস্কেপ ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পে অর্থায়ন বাতিল বাংলাদেশের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। বাংলাদেশি পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক আরোপ এবং তা তিন মাসের জন্য স্থগিতের অনুরোধ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্কের টানাপোড়েন নির্দেশ করে। এছাড়া, পর্যটকদের জন্য কিছু দেশের ভিসা সীমিত করার প্রবণতা বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

রোহিঙ্গা সমস্যা ও সমাধান প্রচেষ্টা

রোহিঙ্গা সংকট বর্তমান সরকারের জন্য একটি বিশাল ভূরাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের দেড় বছরে নতুন করে ১ লাখ ২৪ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করার ফলে বর্তমানে নিবন্ধিত রোহিঙ্গার সংখ্যা ১৪ লাখ ছাড়িয়ে গেছে, যা শিবিরের পরিবেশ, আইন-শৃঙ্খলা ও জনস্বাস্থ্যব্যবস্থার ওপর নতুন চাপ তৈরি করেছে। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সংঘাত, সহিংসতা ও খাদ্যসংকটের কারণে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ অব্যাহত ছিল।[১১৮৮] অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সহায়তা আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। রোহিঙ্গাকেন্দ্রিক মানবিক বরাদ্দে যুক্তরাষ্ট্র ২০২৫ সালেই ৬০ মিলিয়ন ডলার ও যুক্তরাজ্য ৩৬ মিলিয়ন ডলার সহায়তার ঘোষণা দেয়; উন্নয়ন ও মানবিক খাতে বিশ্বব্যাংকের ৭০০ মিলিয়ন ডলারের একটি প্রকল্পও গৃহীত হয়, যা কক্সবাজারভিত্তিক চাপ প্রশমনে এবং স্থানীয় সেবা অবকাঠামো শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। তবে ২০২৫ সালের যৌথ প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা (JRP)-এর অধীনে প্রস্তাবিত ৯৩৪ মিলিয়ন ডলারের মাত্র ৩৫% জুলাই পর্যন্ত আসে, ফলে খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসেবায় বরাদ্দ হ্রাস পায়। তহবিল সংকটে ৩,০০০ লার্নিং সেন্টার বন্ধ হয়ে যায়, ফলে চার লাখের বেশি শিশু শিক্ষাবঞ্চিত। ক্যাম্পে ২৬৩টি খুন, মাদক ও অস্ত্রপাচারের বিস্তার ও অপহরণ-মুক্তিপণের মতো জঘন্য অপরাধ বাড়ছে।

মিয়ানমার প্রথম ধাপে ১ লাখ ৮০ হাজার রোহিঙ্গাকে ফিরিয়ে নিতে সম্মত হয়েছে, যা রোহিঙ্গা সংকটের দীর্ঘস্থায়ী সমাধানে একটি বড় পদক্ষেপ। আরাকান আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের সীমান্ত সুরক্ষা এবং রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের স্বার্থে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের প্রায় ৯০ শতাংশ দখল করে থাকা আরাকান আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে বাংলাদেশ।[১১৮৯]

রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে অন্তর্বর্তী সরকার তিনটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পরিকল্পনা করে। ২০২৫ সালের ২৫ আগস্ট কক্সবাজারের আন্তর্জাতিক সংলাপে অংশীজন-শুনানি, শিবির-পরিদর্শন, মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতার নথিভুক্ত উপস্থাপন হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পার্শ্ববর্তী আলোচনায় কক্সবাজার-ফাইন্ডিংস থেকে পজিশন পেপার তৈরি করা হয় এবং দাতাদের 'প্লেজ' জোরদার করা হয়। কাতারের দোহায় (৬ ডিসেম্বর) রাজনৈতিক সমর্থন বিন্যাস, আর্থিক প্রতিশ্রুতি আপস্কেল, এবং সম্ভাব্য 'কন্ডিশনাল রোডম্যাপ' তুলে ধরা হয় যেখানে নিরাপত্তা-অ্যাকাউন্টেবিলিটি-মানবাধিকার সাইড-কন্ডিশন যুক্ত থাকবে। এই তিন ধাপে সৌদি আরব, কাতার, তুরস্ক, চীন, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, গাম্বিয়া, ফিনল্যান্ডসহ অন্তত ১০টির বেশি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও জাতিসংঘ সংস্থাগুলোর উপস্থিতি বাংলাদেশের কূটনৈতিক মোবিলাইজেশনকে গতি দেয়। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সংকটে বাংলাদেশের ওপর চাপের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। জাতিসংঘ মহাসচিব মিয়ানমারের ভেতরে বাধাহীন মানবিক সহায়তা প্রবেশের সুযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধান উপদেষ্টা রোহিঙ্গাদের জন্য আন্তর্জাতিক তহবিল বৃদ্ধির জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। রাখাইনে আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণ বিস্তার, পাল্টা সহিংসতায় আরএসও/আরআইআরসহ বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীর সক্রিয়তা–এই মিশ্র সংঘাতে নিরাপত্তা ঝুঁকি এমনভাবে বেড়েছে যে নিকট ভবিষ্যতে নিরাপদ প্রত্যাবাসন প্রায় অসম্ভব।

'মানবিক করিডোর' নিয়ে বিতর্ক

২০২৫ সালের ১৩-১৬ মার্চে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের বাংলাদেশ সফরকালে রাখাইনে মানবিক করিডরের সম্ভাবনার কথা উঠে আসে। গুতেরেস যদিও আন্তর্জাতিক অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছিলেন, তবে তাঁর এই মন্তব্য

[১১৮৭] *প্রথম আলো*, 'ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ন্যায্য হলেও আইনের লঙ্ঘন ন্যায্য নয়', ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/fafdb08nam (৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)।

[১১৮৮] *প্রথম আলো*, 'নতুন করে আসা ১ লাখ ১৮ হাজার রোহিঙ্গার নিবন্ধন', ৫ মে ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=553391cbde&eid=1&imageview=0&epedate=05/05/2025&sedId=1 (৫ মে ২০২৫)।

[১১৮৯] *যুগান্তর*, 'বাংলাদেশের কোন কৌশলে রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে রাজি হলো মিয়ানমার', ৫ এপ্রিল ২০২৫, https://www.jugantor.com/national/937259 (৬ এপ্রিল ২০২৫)।

থেকেই আলোচনা শুরু হয়। পরবর্তীতে, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা সাংবাদিকদের কাছে জানান যে, জাতিসংঘ রাখাইনে মানবিক সহায়তা পাঠানোর জন্য বাংলাদেশের কাছে 'করিডর' চেয়েছিল এবং সরকার নীতিগতভাবে শর্ত সাপেক্ষে একটি করিডর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বলেন, জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে এই করিডর চালু হবে, যা মিয়ানমারের বেসামরিক লোকজনের জন্য ত্রাণ পৌঁছে দিতে ব্যবহৃত হবে।

তবে এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গেই নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা এর ঝুঁকির দিকগুলো তুলে ধরেন। তাঁরা উল্লেখ করেন যে, মানবিক করিডর প্রায়শই বিদ্রোহী বা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর দ্বারা অপব্যবহার হয়। রাখাইনে আরাকান আর্মি এবং মিয়ানমারের জান্তা সরকারের মধ্যে চলমান সংঘাতের কারণে ত্রাণ বেসামরিক মানুষের কাছে পৌঁছানোর পরিবর্তে আরাকান আর্মির হাতে চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এছাড়াও, এই অঞ্চলটি মাদক ও অবৈধ অস্ত্র পাচারের জন্য পরিচিত হওয়ায় মানবিক করিডর চালু হলে এসব অপরাধ আরও বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। রাখাইনে বর্তমানে কোনো স্বীকৃত প্রশাসন না থাকায় সেখানকার অস্বীকৃত গোষ্ঠীর সঙ্গে যেকোনো ধরনের দরকষাকষির ঝুঁকিও রয়েছে।

এই সমস্ত ঝুঁকির মধ্যেই সরকারের পক্ষ থেকে বিপরীতধর্মী বক্তব্য আসতে থাকে। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম ১ মে ২০২৫ তারিখে জানান, সরকার তথাকথিত 'মানবিক করিডর' নিয়ে জাতিসংঘ বা অন্য কোনো সংস্থার সঙ্গে কোনো আলোচনা করেনি। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ শুধু লজিস্টিক সহায়তা দিতে প্রস্তুত। এর কয়েক দিন পর, ৫ মে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমানও জানান, 'মানবিক করিডর' বা এ ধরনের কোনো চুক্তি সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে হয়নি।

একের পর এক বিপরীতধর্মী মন্তব্যের ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল ইস্যুতে সরকারের প্রকৃত অবস্থান কী, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম বিভ্রান্তি তৈরি হয়। একদিকে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা নীতিগত সিদ্ধান্তের কথা, অন্যদিকে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার কোনো আলোচনা না হওয়ার দ্বিমুখী বক্তব্য সরকারের অভ্যন্তরীণ সমন্বয়হীনতা এবং কৌশলগত দুর্বলতাকেই প্রকাশ করে। এই অস্পষ্টতা কেবল দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বাংলাদেশের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে। বিশেষত যখন রাখাইনে সংঘাত ও খাদ্যসংকটের কারণে নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঘটছে, তখন এই বিষয়ে সরকারের একটি সুনির্দিষ্ট ও স্বচ্ছ অবস্থান থাকা অত্যন্ত জরুরি ছিল। কিন্তু এই তথ্য প্রকাশে ঘাটতি ও পরস্পরবিরোধী বক্তব্য সরকারের অদূরদর্শীতাকে প্রতিফলিত করে।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক: বর্তমান পরিস্থিতি ও চ্যালেঞ্জ

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতি এবং তাঁর ভারতে আশ্রয় নেওয়া দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁক তৈরি করে। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং আঞ্চলিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক দ্রুত শীতল হতে থাকে। কর্তৃত্ববাদী সরকারের সময় থেকে দীর্ঘ ১৫ বছরের যে সম্পর্ককে দুই দেশের সরকার "সোনালি অধ্যায়" বা "স্বর্ণযুগ" হিসেবে তুলে ধরেছিল, সেটি পরবর্তী বছরগুলোতে স্পষ্টতই একটি অস্থির ও সতর্কতামূলক পর্যায়ে প্রবেশ করে।[১১৯০] রাজনৈতিক আস্থাহীনতা, সীমান্ত ব্যবস্থাপনার ভারসাম্যহীনতা, অশুল্ক বাধা, ভিসা জটিলতা – সব মিলিয়ে সম্পর্কটিতে এক ধরনের স্থবিরতা তৈরি হয়, যাকে বিশ্লেষকেরা 'স্লিপ মোড' বলে আখ্যা দিয়েছেন।[১১৯১] এই সম্পর্কের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে কিছু প্রধান ইস্যু ও চ্যালেঞ্জ সামনে আসে।

সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ: বাংলাদেশের সংখ্যালঘু পরিস্থিতি, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে ভারত বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর গ্রেপ্তার এবং পরবর্তীতে ভারতে বিবৃতি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর ঢাকায় সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন। তবে, বাংলাদেশ সরকার এসব ঘটনাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উল্লেখ করে ভারতের মন্তব্যকে অযাচিত বলে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার আহ্বান জানিয়েছে। সম্প্রতি, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় বাংলাদেশকে জড়ানোর চেষ্টার প্রতিবাদ এবং ভারতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের আহ্বান দুই দেশের মধ্যে কথার লড়াইয়ের জন্ম দিয়েছে।

রাজনৈতিক সংবেদনশীলতা ও গণতন্ত্র: অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ভারতের প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল অপেক্ষাকৃত সংযত। দিল্লি প্রকাশ্যে "স্থিতিশীলতা, গণতন্ত্র ও শান্তি"র পক্ষে অবস্থান নিলেও শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ প্রশ্নে নীরব থাকে। এই নীরবতা বাংলাদেশের ভেতরে নানা জল্পনা তৈরি করে। ভারতীয় কৌশলগত মহলে বহুদিনের বিশ্বাস ছিল শেখ হাসিনা ভারতের নিরাপত্তা স্বার্থের জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য নেতৃত্ব। নতুন বাস্তবতায় সেই অবস্থান দ্রুত বদলানো সম্ভব হয়নি। একই সময়ে ঢাকার রাজনৈতিক সমাজে ভারতের বিরুদ্ধে জনমত তীব্রতর হয়, কারণ সাধারণ মানুষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ধারণা ছিল দিল্লি শেখ হাসিনার

[১১৯০] অঙ্কিতা সান্যাল, 'ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের উত্থান-পতন', *কালের কণ্ঠ*, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.kalerkantho.com/print-edition/part-five-diplomacy,-geopolitics,-migration%20and-human-rights/2026/01/28/1639022 (২৯ জানুয়ারি ২০২৬)।
[১১৯১] *প্রথম আলো*, 'ঢাকা ও দিল্লির মধ্যে সত্যিকার খোলামেলা আলোচনা দরকার', ৩০ আগস্ট ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=3082845f1df (৩১ আগস্ট ২০২৫)।

একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতাকে নীরব বা প্রকাশ্য সমর্থন দিয়ে টিকিয়ে রেখেছিল।[১১৯২] ফলে রাজনৈতিক ভিত্তিতে গড়ে ওঠা অবিশ্বাস দ্রুত দুই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে।

অন্যদিকে ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রির ঢাকা সফর এবং তাঁর বক্তব্য "ভারত বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে সম্পর্ককে গুরুত্ব দেয়" এই ইঙ্গিত দেয় যে, ভারত কোনো একক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না। তবে, ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী মন্তব্য করেছেন যে, বাংলাদেশে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় এলেই দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে, যা গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার ওপর ভারতের জোর দেওয়ার ইঙ্গিত। আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার ঘটনায় ভারত উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং বাংলাদেশে দ্রুত ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের দাবি পুনর্ব্যক্ত করেছে, যা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভারতের গভীর আগ্রহের প্রতিফলন।

কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতির সবচেয়ে দৃশ্যমান দিক ছিল তলব-পাল্টা তলব, বিবৃতি-পাল্টা বিবৃতি, উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান এবং হাইকমিশনারদের সঙ্গে টানাপোড়েন। দুই পক্ষই একে অপরের অভ্যন্তরীণ অবস্থান সম্পর্কে সতর্ক ভাষায় মন্তব্য করতে থাকে। ঢাকার পক্ষ থেকে অভিযোগ ওঠে, ভারতে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কার্যালয় বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চলতে দেওয়া হচ্ছে। দিল্লি জবাবে জানায়, ভারতের মাটিতে এমন কার্যক্রমের সুযোগ দেওয়া হয় না এবং তারা এমন কোনো ঘটনার ব্যাপারে অবগত নয়। এই পাল্টাপাল্টি অবস্থান আরও স্পষ্ট করে দেয় যে কৌশলগত আস্থা নাজুক হয়ে পড়েছে।

অমীমাংসিত ইস্যু ও সহযোগিতার ক্ষেত্র: ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে তিস্তা চুক্তির বাস্তবায়ন, গঙ্গার পানি ভাগাভাগি চুক্তির নবায়ন, সীমান্ত হত্যা বন্ধ এবং ভারতের আশ্রয় নেওয়া শেখ হাসিনাকে ফেরত চাওয়া বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অন্যদিকে, ভারতের ঋণে বাস্তবায়নাধীন অনেক প্রকল্পের ধীরগতি বা বাতিল হওয়া দুই দেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতায় চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। ভারতের পররাষ্ট্র সচিবের ঢাকা সফরে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্য, জ্বালানি ও আঞ্চলিক সহযোগিতার (বিশেষ করে বিমসটেক[১১৯৩]) মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, যা ভবিষ্যতের সহযোগিতার ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে। তবে, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে চীনের সঙ্গে বৃহত্তর অর্থনৈতিক সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা এবং ভারতের 'সেভেন সিস্টার্স' নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার মন্তব্য ভারতের নিরাপত্তা উদ্বেগ বাড়িয়েছে, যা দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন সংবেদনশীলতা তৈরি করেছে।

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যর্পণ: আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সাবেক প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যর্পণ। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পর সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের কাছে তাঁকে ফেরত দেওয়ার অনুরোধ জানায়। কিন্তু ভারত কোনো ইতিবাচক সাড়া না দিয়ে এটিকে ভারতীয় "অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত" হিসেবে ব্যাখ্যা করে, এবং আন্তর্জাতিক আইনে 'রাজনৈতিক অপরাধ ব্যতিক্রম' প্রয়োগযোগ্য হতে পারে এমন ইঙ্গিত দেয়। এতে দ্বিপক্ষীয় কূটনৈতিক অবস্থান আরও জটিল হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের ভেতরে অনেকের কাছে বিষয়টি ভারতের পক্ষপাতদুষ্ট অবস্থান হিসেবে প্রতিভাত হয়, আর ভারতের কাছে এটি একটি রাজনৈতিক সংবেদনশীল প্রশ্ন, যার সরাসরি সমাধান করা কঠিন।

ভিসা নীতি: ভিসা নীতি এই টানাপোড়েনে আরেকটি স্তর যোগ করে। ভারতের ১১টি ভিসা কেন্দ্র বন্ধ, পর্যটক ভিসা স্থগিত, শুধু চিকিৎসা-জরুরি ভিসায় সীমাবদ্ধ সেবা দুই দেশের সাধারণ মানুষের যোগাযোগকে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত করে। ব্যবসায়িক যাতায়াত বাধাগ্রস্ত হয়, সীমান্তবর্তী অঞ্চলের পরিবারগুলো সমস্যায় পড়ে।

বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক: কূটনৈতিক উত্তেজনার পাশাপাশি বাণিজ্যিক খাতেও টানাপোড়েন ছিল। ২০২৫ সালে ভারত ধাপে ধাপে বাংলাদেশের একাধিক পণ্যে স্থলবন্দর-নির্ভর রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা/সীমাবদ্ধতা আরোপ করে - ১৭ মে ও ২৭ জুনের প্রজ্ঞাপনে পোশাক, খাদ্যপণ্য, প্লাস্টিক, কাঠের আসবাব, তুলা-সুতার বর্জ্য ইত্যাদিতে কড়াকড়ি; ১১ আগস্টে পাট ও পাটজাত চার পণ্যের জন্য স্থলপথ 'বন্ধ' করে কেবল মুম্বাইয়ের নভোসেবা সমুদ্রবন্দর দিয়ে আমদানির শর্ত আরোপ করা হয়। ৯ এপ্রিল কলকাতা বিমানবন্দর হয়ে বাংলাদেশের ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়। ফলস্বরূপ, যে ৮৩% রপ্তানি স্থলবন্দরমুখী ছিল তা দ্রুত সঙ্কুচিত হয়। পাটপণ্য স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি পুরোপুরি নিষিদ্ধ হওয়ায় রপ্তানি ৭৪% কমে যায়। তৈরি পোশাক খাত তুলনামূলকভাবে টিকে থাকলেও অশুল্ক বাধা বাংলাদেশের রপ্তানি কাঠামোকে চাপের মুখে ফেলে। একই সময়ে ভারত বাংলাদেশের প্রতি দেওয়া তৃতীয় দেশে রপ্তানির এয়ার ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করে, যা সাপ্লাই চেইনে বাড়তি খরচ সৃষ্টি করে।

দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য আগের মতোই অত্যন্ত অসম ছিল – বাংলাদেশ ভারতে বছরে প্রায় ১৫০-১৬০ কোটি ডলার রপ্তানি করলেও ভারত থেকে আমদানি করে ৯০০ কোটিরও বেশি। ফলে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাণিজ্যিক অসমতাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে, এবং দুই দেশের ব্যবসায়ীরা ব্যবস্থাপনাগত সংকটে পড়ে।

[১১৯২] *প্রথম আলো*, 'বাংলাদেশের সব পক্ষের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক শক্তিশালী করা জরুরি', ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/u7d5z95p1b (২৫ ডিসেম্বর ২০২৫)।

[১১৯৩] Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (বঙ্গোপসাগরীয় বহুখাতীয় কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা উদ্যোগ)।

সীমান্ত ব্যবস্থাপনা: সীমান্ত ব্যবস্থাপনা দুই দেশের সম্পর্কে উত্তেজনার অন্যতম প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত 'পুশ-ইন' ও 'পুশ-ব্যাক' ইস্যুতে উভয় দেশের বিবৃতিতে কড়া ভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের বিজিবি দাবি করে, উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে বিএসএফ রাতের অন্ধকারে নারী-শিশুসহ বাংলাদেশি পরিবার এবং কখনো কখনো বাংলা ভাষাভাষী ভারতীয় মুসলিমদের বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ঠেলে দিচ্ছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, যশোর, নওগাঁ, সিলেট, মেহেরপুরসহ একাধিক সীমান্ত থেকে শত শত মানুষকে ফেরত পাঠানোর ঘটনা ঘটে। ২০২৫ সালে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে অন্তত ৩২ জন নিহত হয়েছেন। বিএসএফের গুলি ছাড়াও ১২ বাংলাদেশিকে গুলি করে, পিটিয়ে ও বিভিন্নভাবে হত্যা করে ভারতীয় খাসিয়ারা। আহত হয়েছেন ৩৯ জন। ৬৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর বাইরে সীমান্তবর্তী এলাকায় ভারতীয় নাগরিকদের গুলিতে ও হামলায় অন্তত ৭ জন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে কমপক্ষে ৩ হাজার ৪৯৩ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানো (পুশ ইন) হয়েছে এবং ভারতীয় জলসীমার কাছে বঙ্গোপসাগর থেকে ১৪৩ জন জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্টগার্ড।[১১৯৪] অন্যদিকে ভারত দাবি করে, তারা শুধু "অবৈধ অনুপ্রবেশকারী"দেরই আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে ফেরত পাঠাচ্ছে। ৫৫০ জনকে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং আরও কয়েক হাজার কেস যাচাই চলছে। ফলে উভয় পক্ষের বক্তব্যে একটি কাঠামোগত অমিল দেখা যায় – ভারত বিষয়টিকে নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন হিসেবে দেখে; বাংলাদেশ এটিকে মানবিক অধিকার ও চুক্তিভঙ্গের ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করে।

সীমান্ত হত্যাও সম্পর্ককে তীব্রভাবে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশের দাবি প্রতিবছর কয়েক ডজন বাংলাদেশি নাগরিক বিএসএফের গুলিতে নিহত হন, যাদের বেশিরভাগই নিরীহ বা ছোটখাটো সীমান্ত-কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত। ২০২৫ সালের বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ের সম্মেলনে বাংলাদেশ সীমান্ত হত্যার বিষয়ে গভীর উদ্বেগ জানায়। ভারত প্রতিশ্রুতি দেয়, রাত্রিকালীন টহল উন্নত করা হবে এবং 'অপ্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ না করার' মানদণ্ড গুরুত্ব পাবে। কিন্তু বিএসএফ প্রধান যখন বলেন, "শেষ বিকল্প হিসেবে গুলি চালানো হয়", তখন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কড়া প্রতিবাদ আসে। কিশোরী স্বর্ণা দাসসহ বহুল আলোচিত মৃত্যুর উদাহরণ দু'দেশের জনমনে ক্ষোভ জাগায়।

অপতথ্য প্রচার: ভারতের গণমাধ্যমের ভূমিকা:[১১৯৫] ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে যে কভারেজ দেখা গেছে, তা ছিল অতিরঞ্জিত ও বিভ্রান্তিকর। টাইমস অব ইন্ডিয়া নাও, নবভারত ও ইন্ডিয়া টুডে'র মতো চ্যানেলগুলো "বাংলাদেশ গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে" বা "ইসলামপন্থীদের উত্থানে আঞ্চলিক নিরাপত্তা হুমকির মুখে"–এমন শিরোনামে খবর প্রচার করে। তারা প্রাসঙ্গিকতা ছাড়া ভিডিও ফুটেজ ব্যবহার করে এবং ভারতের সম্ভাব্য হস্তক্ষেপের কথাও তুলে ধরে, যা ছিল ভিত্তিহীন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন। এই ধরনের প্রচার ভারতের মিডিয়ায় দীর্ঘদিনের একটি প্রবণতাকে তুলে ধরে, যেখানে বাংলাদেশকে ভারতের প্রভাবাধীন একটি রাষ্ট্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। পূর্ববর্তী বাংলাদেশ সরকার ভারতের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ায় এই ধারণা আরও জোরালো হয়। ভারত সরকার সরাসরি এসব অপপ্রচারে জড়িত না হলেও, তাদের নীরবতা ও কার্যকর পদক্ষেপের অভাব এই প্রবণতাকে উৎসাহিত করছে। এখন পর্যন্ত এসব ভুয়া খবরের বিরুদ্ধে কোনো দৃশ্যমান ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই পরিস্থিতি শুধু ভারতের আঞ্চলিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নই করছে না, বরং বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সংক্ষেপে বলা যায়, বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক বর্তমানে কিছু চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, বিশেষত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং কিছু অমীমাংসিত দ্বিপাক্ষিক ইস্যু নিয়ে।

দেখা যাচ্ছে অন্তর্বর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনায় একাধিক বিশেষ দূত/হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ/উপদেষ্টার সক্রিয়তায় কিছু ক্ষেত্রে 'কমান্ড-অ্যান্ড-কন্ট্রোল' স্পষ্টতার ঘাটতি তৈরি হয়; যেমন মানবিক করিডর ইস্যুতে ভিন্ন ভিন্ন বার্তা প্রকাশ পায়। একই সঙ্গে কিছু কৌশলগত আলোচনায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা সব সময় ফ্রন্ট সিটে ছিল না–এমন পর্যবেক্ষণও উঠে এসেছে। সরকারের পক্ষে যুক্তি–ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্কই লক্ষ্য, এবং প্রতিবেশী বৃহৎ শক্তিগুলোর সাথে 'গুড ওয়ার্কিং রিলেশন' বজায় রেখেই জনগণের প্রত্যাশা মেটাতে হবে। শেখ হাসিনা-উত্তর চিত্রে ভারতের সাথে সদ্ভাব বজায়, চীনের সাথে অর্থনৈতিক-সহযোগিতা বাড়ানো এবং যুক্তরাষ্ট্র-ইইউ-যুক্তরাজ্যের মানবাধিকার এজেন্ডায় ডেলিভারির সামঞ্জস্য–এই ত্রিমাত্রিক ভারসাম্যই মূল পরীক্ষা।

অন্তর্বর্তী সরকার একটি চ্যালেঞ্জিং সময়ে দেশের কূটনীতি সামলেছে। একদিকে যেমন চীন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখা হচ্ছে, অন্যদিকে রোহিঙ্গা সংকটের মতো মানবিক ও নিরাপত্তা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য বৈশ্বিক জনমত তৈরির চেষ্টা ছিল। একদিকে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, রোহিঙ্গা সংকট ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় আন্তর্জাতিক সমর্থন, অন্যদিকে

[১১৯৪] *প্রথম আলো*, 'বিএসএফের হাতে আটকের পর মৃত্যু', ৬ জানুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=6108326ae8&eid=1&imageview=0&epedate=06/01/2026&sedId=1 (৬ জানুয়ারি ২০২৬); *প্রথম আলো*, 'সীমান্তে ভারতীয় খাসিয়ারাও গুলি চালাচ্ছে', ৯ জানুয়ারি ২০২৬, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=919d3e0bb0 (১০ জানুয়ারি ২০২৬)।

[১১৯৫] মো মুবির মাহমুদ চৌধুরী, 'হোয়েন নিউজ বিকামস এ সার্কাস: দি ক্রাইসিস অফ ইন্ডিয়ান মিডিয়া', https://www.linkedin.com/pulse/when-news-becomes-circus-crisis-indian-media-chowdhury-freoc/ (১৪ মে ২০২৫)।

মানবাধিকার লঙ্ঘন, সীমান্ত সমস্যা, রাজনৈতিক উত্তেজনা ও ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের টানাপোড়েন; বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সরকারের অস্পষ্ট অবস্থান ও তথ্য প্রকাশে ঘাটতি (মানবিক করিডোর); বাংলাদেশের সাথে ভারতের বিভিন্ন অবন্ধুসুলভ আচরণ অব্যাহত ছিল।

উপসংহার

অন্তর্বর্তী সরকার দেশের স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা খাতে তারা বিচারবহির্ভূত হত্যা ও গুমের সংস্কৃতি বন্ধের চেষ্টা করলেও কিছু ক্ষেত্রে নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে। আর্থিক খাতে সুশাসন ও দুর্নীতি দমনে উল্লেখযোগ্য অর্জন দেখা যায়, বিশেষ করে ব্যাংকিং খাত, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক রিজার্ভ বৃদ্ধি, সরকারের ব্যয় সংকোচন, খেলাপি ঋণ ও অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে আর্থিক খাতের সংস্কার এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে। শিক্ষা খাতে পাঠ্যক্রম ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তনের উদ্যোগ প্রশংসিত হলেও এর বাস্তবায়ন নিয়ে বিভিন্ন মহলে সমালোচনা রয়েছে। সরকারের পুরো সময় জুড়ে এ খাতে অস্থিরতা বিরাজমান ছিল, এবং সরকারের দিক থেকে পরিকল্পিত উদ্যোগের ঘাটতি দেখা যায়। স্বাস্থ্য খাতে সেবার মান উন্নয়নে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হলেও উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ দেখা যায়নি। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে স্বচ্ছতা বাড়ানো এবং চুক্তি পর্যালোচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রেও কোনো উদ্যোগ লক্ষ করা যায়নি। অন্যদিকে, পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাতে সুদূরপ্রসারী কৌশল প্রণয়নে কিছুটা ধীরগতি লক্ষ করা যায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সরকার কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জনে সফল হয়েছে। তবে কিছু সমালোচনার মধ্যে রয়েছে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কিছু ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাব। সামগ্রিকভাবে, অন্তর্বর্তী সরকার সুশাসন ও সংস্কারের দিকে মনোযোগী হলেও সব ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত গতি ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পারেনি।

অধ্যায় সাত: অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা

কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন এবং অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ক্ষেত্রে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী, শ্রমিক, পেশাজীবী, রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজসহ আপামর জনসাধারণের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল। এই অধ্যায়ে অন্তর্বর্তী সময়ে বিভিন্ন কার্যক্রমে বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা আলোচনা করা হলো। এসব অংশীজনের মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম ও সেনাবাহিনী।

রাজনৈতিক দল

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলসমূহকে অন্যতম অংশীজন হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং অন্তর্বর্তী সরকারের রাষ্ট্র সংস্কার, নির্বাচন ও সরকারি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর সক্রিয় ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন পরবর্তী দেড় বছরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভূমিকা নিচে আলোচনা করা হলো।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম আকাঙ্ক্ষা ছিল কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থার বিলোপ এবং একটি নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত তৈরি করা। অর্থাৎ রাষ্ট্র কাঠামোর মৌলিক ও গুণগত সংস্কারের মাধ্যমে জনগণের অধিকার রক্ষা করবে-এমন একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।[১১৯৬] কার্যকর গণতান্ত্রিক উত্তরণের জন্য দেশে যে নতুন একটি রাজনৈতিক বন্দোবস্তের প্রয়োজন ছিল সে ক্ষেত্রে দেশের রাজনীতিতে প্রধান অংশীদারদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা থাকার প্রয়োজনীয়তা ছিল। এই সমঝোতার মধ্য দিয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে আইনের শাসন ও স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত করা, স্বাধীন গণমাধ্যম, মত প্রকাশ ও সমাবেশ করার স্বাধীনতা নিশ্চিত করাটা গুরুত্বপূর্ণ। একটি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন-পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র সংস্কার এবং নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দল তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ও দফা তুলে ধরে।[১১৯৭] তবে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তে উত্তরণে রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন অংশীজন তথা শিক্ষার্থী-জনতা, সামরিক বাহিনী, আমলাতন্ত্র ও ব্যক্তি খাতের মধ্যে সমঝোতার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও নিজ নিজ এজেন্ডা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কারণে এক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে।[১১৯৮] কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ঘটানো গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম শক্তি রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রকাশ্য মতবিরোধ সামনে এসেছে। রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যের প্রতিশ্রুতি দিলেও, বিভিন্ন ইস্যুতে বিশেষ করে রাষ্ট্রপতির অপসারণ, সংবিধান বাতিল ঘোষণা করা, সেনাপ্রধানের অপসারণ, গনঅভ্যুত্থানের ঘোষণাপত্র, নির্বাচনের সময়, অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ, রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বিভেদে জড়িয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে পারস্পরিক বিপরীতমুখী অবস্থা গ্রহণ করেছে।[১১৯৯] এই সময়ে আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে নির্বাচন পদ্ধতি, সংসদীয় পদ্ধতি, সাংবিধানিক ও রাষ্ট্র সংস্কারের ক্ষেত্রে শক্ত দলীয় অবস্থান প্রতিষ্ঠা, দলীয় শক্তি প্রদর্শন করতে দেখা গেছে - কিছু ক্ষেত্রে সংঘাতময় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা গেছে। এছাড়া দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, সন্দেহ, রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে দলীয় আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতাও লক্ষ করা গেছে।

এই সময়ে নতুন নতুন দলের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধনের অপেক্ষায় থাকা বেশ কয়েকটি দলকে নির্বাচন কমিশন থেকে নিবন্ধন দেওয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগের কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে বাংলাদেশের দীর্ঘ সময় ধরে চলা দ্বিদলীয় রাজনৈতিক মেরুকরণ থেকে নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণ তৈরি হয়েছে। এই মেরুকরণ মূলত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এবং বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী আন্দোলনের একটি অংশ থেকে গঠিত দল জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) কেন্দ্র করে।[১২০০] এছাড়া এই সময়ে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার, দখল, চাঁদাবাজী, পরমত সহিষ্ণুতার ঘাটতি, সহিংসতা, কোন্দল ইত্যাদি চর্চা অব্যাহত ছিল। যা সার্বিকভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে এবং 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার যে আকাঙ্ক্ষা ছিল তা নিয়ে সংশয় ও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

[১১৯৬] নাসিরুদ্দিন পাটওয়ারি, 'নিউ পলিটিক্যাল সেটলমেন্ট অ্যান্ড দি ভিশন অফ এ ডেমোক্রেটিক স্টেট', *ডেইলি স্টার*, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪, https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/new-political-settlement-and-the-vision-democratic-state-3787926 (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[১১৯৭] কাজী মারুফুর ইসলাম, 'নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত যেভাবে সম্ভব', *সমকাল*, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://samakal.com/opinion/article/257142/ (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[১১৯৮] সেলিম রায়হান, 'গণ-অভ্যুত্থান: নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত কেন জরুরি', *প্রথম আলো*, ১৪ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/opinion/column/381oqelazy (২৯ জুন ২০২৫)।

[১১৯৯] মাহবুব আজিজ, 'গণঅভ্যুত্থানের শক্তি বনাম নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত', *সমকাল*, ১৪ জানুয়ারি ২০২৫, https://samakal.com/opinion/article/275273/ (১৫ জুন ২০২৫)।

[১২০০] সাইদ ইফতেখার আহমেদ, 'কোন পথে বাংলাদেশ: নির্বাচন বিতর্ক ও ক্ষমতার ভারসাম্য', *বিডিনিউজ২৪ডটকম*, ২০ জুন ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/opinion/3313bcbd2870 (৩০ জুলাই ২০২৫)।

সংস্কার কার্যক্রমে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

২০২৪ সালে গঠিত ১১টি সংস্কার কমিশনের মধ্যে কয়েকটি কমিশন তাদের সংস্কার প্রস্তাব প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করে। তবে রাজনৈতিক দল, বিশ্লেষক ও সংস্কার কমিশনের সাথে সম্পৃক্ত কেউ কেউ সুপারিশগুলো সব দলের কাছে গ্রহণযোগ্য না হলে কিংবা তাদের মধ্যে ন্যূনতম ঐকমত্য না হলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সুপারিশ শেষ পর্যন্ত 'কাগজে কলমে থেকে যেতে পারে' বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে। কিছু কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে হলে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। আর কিছু সুপারিশ বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাহী আদেশে বাস্তবায়ন করতে পারলেও ২০২৪ এর ৫ আগস্টের পর থেকে বাংলাদেশে যা কিছুই হয়েছে তার সবই ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদে অনুমোদন করাতে হবে। ফলে অনেকের মধ্যে সংশয় তৈরি হয় যে, সংস্কার বিষয়ক সব সুপারিশ পরবর্তী সংসদ নাও গ্রহণ করতে পারে।

বিএনপি'র কয়েকজন নেতা সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন সম্পর্কে তাদের মতামতে বলেন কতটুকু সংস্কার হবে বা হবে না সেটা ঠিক করবে আগামী নির্বাচিত সংসদ, দ্রুত নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ হলে সেখানে সকল সংস্কার প্রস্তাব আলোচনা করা হবে এবং দেশ ও জাতির জন্য যেটা প্রয়োজন সেটা করা হবে।[১২০১] এছাড়া বিএনপি জানায় একটি অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ ও কাঠামো তৈরিতে সংবিধান ও নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার গুরুত্বপূর্ণ, তবে নির্বাচন বিলম্বিত হতে পারে এমন সংস্কারে সমর্থন তারা দেবে না। রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা রূপরেখার সঙ্গে মিল রেখেই পাঁচ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবগুলোর ক্ষেত্রে দলীয় অবস্থান তুলে ধরবে বিএনপি। যেসব সংস্কারের এই মুহূর্তে প্রয়োজন নেই, সেগুলোর ক্ষেত্রে তারা মতামত নাও দিতে পারে বলে জানানো হয়।[১২০২]

অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীসহ কয়েকটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের নারী সংস্কার কমিশন ও কমিশনের প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করে এবং সংস্কার কমিশন ও এর প্রতিবেদন বাতিলের জন্য আন্দোলনের হুমকি দেয়।[১২০৩] এছাড়া হেফাজতে ইসলামের একটি সমাবেশে নারী কমিশন সম্পর্কে অবমাননাকর ও অশালীন মন্তব্য করা হয়। নারীদের নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করার জন্য এনসিপি'র নেত্রীসহ ছয় নারী হেফাজত ইসলামকে আইনি নোটিশ প্রদান করে।[১২০৪] তবে নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন গঠন, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সুপারিশ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সংবেদনশীল বিষয়সমূহকে বিবেচনায় নিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বহুমাত্রিক বা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্ভুক্তির ঘাটতি ছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এছাড়া নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন স্বল্প সংখ্যক রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করে। বিতর্কিত সুপারিশগুলো নিয়ে সংলাপ ও আলোচনার সুযোগ থাকলেও সমগ্র প্রতিবেদন প্রত্যাহার ও কমিশন বাতিলের দাবি করা হয়। যাকে কয়েকটি দলের উদ্দেশ্যমূলক রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির প্রচেষ্টা হিসেবে অভিযোগ করা হয়।

এছাড়া দুদক সংস্কার কমিশনের সুপারিশে রাজনৈতিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব ছিল। কিছু রাজনৈতিক দল ও নেতারা এই সুপারিশকে "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত" বলে দাবি করেন। তারা অভিযোগ করেন, এটি নির্বাচনপূর্ব রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দুর্বল করার কৌশল হতে পারে। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে ইভিএম বাতিল ও কাগজভিত্তিক ব্যালট পুনঃপ্রবর্তনের সুপারিশে কিছু রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে যারা ইভিএম ব্যবস্থাকে সমর্থন করে, তারা অসন্তোষ প্রকাশ করে। তারা দাবি করেন, ইভিএম প্রযুক্তি আধুনিক ও স্বচ্ছ, এবং এর পরিবর্তন পিছিয়ে যাওয়ার লক্ষণ।[১২০৫]

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন: ঐকমত্য গঠন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা

২০২৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়।[১২০৬] রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় সনদ প্রস্তুত করা এবং এর মাধ্যমে ভবিষ্যত নির্মাণের পথরেখা তৈরির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হয়।[১২০৭]৬ মার্চ ২০২৫ তারিখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন এবং দুদক সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত সুপারিশ থেকে

[১২০১] *বিবিসি বাংলা*, 'সংস্কার কমিশনগুলোর সুপারিশ বাস্তবায়ন কতটা চ্যালেঞ্জের হবে', ১৮ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/cn57757ez6do (২৮ জুলাই ২০২৫) ।

[১২০২] *যুগান্তর*, 'নির্বাচন বিলম্বিত হতে পারে- এমন সংস্কারে সমর্থন দেবে না বিএনপি', ১৯ মার্চ ২০২৫, https://www.jugantor.com/politics/931177 (৩১ জুলাই ২০২৫) ।

[১২০৩] *এনটিভি*, 'নারী সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান, প্রয়োজনে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি', ৩০ এপ্রিল ২০২৫, https://www.ntvbd.com/bangladesh/news-1549709 (১৬ জুলাই ২০২৫) ।

[১২০৪] *যুগান্তর*, 'হেফাজতে ইসলামকে লিগ্যাল নোটিশ এনসিপি নেত্রীসহ ৬ নারীর', ৫ মে ২০২৫, https://www.jugantor.com/politics/950080 (১৫ জুলাই ২০২৫) ।

[১২০৫] *ইনকিলাব*, '৬ সংস্কার কমিশনের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশ', ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://dailyinqilab.com/national/article/730955 (২৮ জুলাই ২০২৫) ।

[১২০৬] রিয়াদুল করিম, 'ঐকমত্য কমিশন: মৌলিক সংস্কারের প্রস্তাবে মতপার্থক্য', *প্রথম আলো*, ২০ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/7lwsitn2af (১৩ জুলাই ২০২৫) ।

[১২০৭] *প্রথম আলো*, 'ঐকমত্য কমিশন: সংস্কারের বিষয়ে মতামত চেয়ে দলগুলোকে চিঠি', ৬ মার্চ ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/v2ss402xxc (১৪ জুলাই ২০২৫) ।

১৬৬ টি সুপারিশ ও পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন ৩৮টি রাজনৈতিক দল এবং জোটের কাছে প্রেরণ করা হয় এবং ১৩ মার্চ ২০২৫ তারিখের মধ্যে একটি ছক আকারের স্প্রেডশিটের মাধ্যমে তাদের মতামত জানানোর অনুরোধ করা হয়।[১২০৮] প্রতিটি সুপারিশের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ে মতামত চাওয়া হয় - প্রথমটি হলো–সংশ্লিষ্ট সুপারিশের বিষয়ে একমত কি না। এতে তিনটি বিকল্প রাখা হয় –'একমত', 'একমত নই' এবং 'আংশিকভাবে একমত'। এ তিনটি বিকল্পের যেকোনো একটিতে টিক চিহ্ন দিয়ে মতামত জানাতে বলা হয়।

দ্বিতীয়তটি হলো, প্রতিটি সুপারিশের বিষয়ে সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় –'নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে', 'নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে', 'নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে', 'গণপরিষদের মাধ্যমে' 'নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে' এবং 'গণপরিষদ ও আইনসভা হিসেবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে'। এসব ঘরের যেকোনো একটিতে টিক চিহ্ন দিয়ে মতামত দিতে বলা হয়। এর বাইরে প্রতিটি সুপারিশের ঘরে মন্তব্য দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তবে রাজনৈতিক দলগুলোর মতে সংস্কারের এসব বিষয়ে শুধুমাত্র টিক চিহ্ন দিয়ে মতামত প্রদান করা সম্ভব না, তারা বিস্তারিত মতামত দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে।[১২০৯]

পরবর্তীতে মতামত প্রদানকারী ৩৫টি দল এবং জোটের মধ্যে ৩৩টি দলের সঙ্গে ২০ মার্চ ২০২৫ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত প্রথম পর্বের সংলাপে ৪৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।[১২১০] ২ জুন ২০২৫ থেকে শুরু হওয়া দ্বিতীয় দফার সংলাপে ৩০টি দল এবং জোটকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।[১২১১] প্রথম পর্বে ঐকমত্য হয়নি–এমন মৌলিক সংস্কার প্রস্তাবসমূহ নিয়ে সব দলকে একসঙ্গে নিয়ে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করে ঐকমত্য কমিশন। সংস্কারের ক্ষেত্রে এই প্রস্তাবগুলোকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ৩ জুন থেকে ৩১ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্বের ২৩টি অধিবেশনে ১৯টি মৌলিক সংস্কার প্রস্তাবে ঐকমত্য ও সিদ্ধান্ত হয়।[১২১২]

সংস্কার সুপারিশ প্রস্তাবগুলোতে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিতর্ক, ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জ লক্ষ করা যায়। সংস্কারের ক্ষেত্রে ঐকমত্যের প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলোর অন্তর্ভুক্তি/অংশগ্রহণ ও মতামত গ্রহণ প্রক্রিয়া নিয়ে অস্পষ্টতা ছিল। জতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংলাপ শুরুর প্রাক্কালে বাংলাদেশে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ছিল ৫০টি এবং নিবন্ধনের জন্য আবেদন করে ১৪৪টি দল কিন্তু এদের মধ্যে থেকে কিসের ভিত্তিতে ঐকমত্য কমিশনে ৩৮টি রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তা অস্পষ্ট ছিল। এছাড়া চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে তিন ধরনের অংশীজন ছিল - রাজনৈতিক দল, জনতা এবং শিক্ষার্থী-কিন্তু ঐকমত্য আলোচনায় শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ ছিল। যারা দেশের সর্ব স্তরের সকল জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না বলে এনসিপি অভিযোগ করে।[১২১৩]

সংলাপের শুরুতে ৩৮টি দলকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও ৩৫টি দল মতামত প্রদান করে এবং প্রথম পর্বে ৩৩টি এবং দ্বিতীয় পর্বে ৩০টি দল ঐকমত্য সংলাপে অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখে। যদিও পুরো সংলাপ প্রক্রিয়ায় তিনটি রাজনৈতিক দলকে অধিক গুরুত্ব প্রদান (বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপি) করা হয়েছে বলে অন্যান্য রাজনৈতিক দল অভিযোগ করে। অন্যদিকে এই তিনটি দলের মধ্যেও অপর দুটি দলকে বেশি গুরত্ব দেওয়া হয়েছে বলে বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপি এই তিনটি দল অভিযোগ করে। সংস্কার প্রতিবেদনসমূহের সুপারিশ বিশেষ করে মৌলিক সংস্কার নিয়ে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের অনড় অবস্থান লক্ষ করা গেছে। ২০২৫ সালের মার্চ মাসে শুরু হওয়া ঐকমত্য গঠন প্রক্রিয়া চার মাসের বেশি সময়েও শেষ করা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ঐকমত্য না হওয়ায় পেছনে পরস্পরের অনড় অবস্থানকে দায়ী করে। এনসিপি অভিযোগ করে কয়েকটি দলের কারণে সংস্কার আটকে ছিল।[১২১৪] পক্ষান্তরে বিএনপি অভিযোগ করে সংস্কারের নামে নির্বাচন বিলম্বিত ও ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে।[১২১৫]

এনসিপি মৌলিক সংস্কার প্রস্তাবের ওপর কতটা ঐকমত্য হবে, সে ব্যাপারে শঙ্কা প্রকাশ করে। এনসিপি অভিযোগ করে কয়েক ঘন্টা আলোচনা করার পর সব কিছু বিএনপি'র কাছে এসে আটকে যায়। কয়েকটি বিষয় নিয়ে বারবার আলোচনা প্রসঙ্গে জামায়াতে

[১২০৮] রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে প্রথম পর্বের আলোচনা শেষে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংবাদ সম্মেলন, বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন https://reform.gov.bd/#/view-notice/104 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[১২০৯] *যমুনা টিভি*, '১৬৬ সুপারিশসহ ৩৪ রাজনৈতিক দলকে ঐকমত্য কমিশনের চিঠি', ১০ মার্চ ২০২৫, https://jamuna.tv/news/598978 (১১ মার্চ ২০২৫)।

[১২১০] রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে প্রথম পর্বের আলোচনা শেষে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংবাদ সম্মেলন, বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন https://reform.gov.bd/#/view-notice/104 (২৮ জুলাই ২০২৫)।

[১২১১] *প্রথম আলো*, 'রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা', ২ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/swvc2zm0a3 (২ জুন ২০২৫)।

[১২১২] *প্রথম আলো*, 'জুলাই সনদের বাস্তবায়ন নিয়ে আবার আলোচনা', ৪ আগস্ট ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=489e82f3ee&eid=1&imageview=0&epedate=04/08/2025&sedId=1 (৪ আগস্ট ২০২৫)।

[১২১৩] *প্রথম আলো*, 'ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় সব পক্ষের প্রতিনিধিত্ব নেই: এনসিপি', ১৭ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/vssar5fhnh (১৭ জুন ২০২৫)।

[১২১৪] *প্রথম আলো*, 'মৌলিক সংস্কারের প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলোকে একাত্ম হওয়ার আহ্বান এনসিপির', ২৯ জুন ২০২৫ https://www.prothomalo.com/politics/9unwk20hei (২৯ জুন ২০২৫)।

[১২১৫] *দেশ রূপান্তর*, 'সংস্কারের নামে নির্বাচন বিলম্বিত করে ক্ষমতায় থাকতে চাওয়া হবে দুঃস্বপ্ন', ৫ জুলাই ২০২৫, https://www.deshrupantor.com/604159/ (৫ জুলাই ২০২৫)।

ইসলাম বলে এগুলো নিয়ে আগেও আলোচনা হয়েছে। সবাই মিলে ঐকমত্যে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব। গণঅধিকার পরিষদ অভিযোগ করে "এখানে কিছু কিছু দল একবারে নিজেদের অবস্থানে অনড়। যদি এভাবে চলতে থাকে, কিয়ামত পর্যন্ত কোনো ঐক্যের সম্ভাবনা দেখি না।" তবে বিএনপি থেকে বলা হয়, বিভিন্ন বিষয়ে একমত হচ্ছে, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সকল প্রস্তাবে যদি শতভাগ একমত হতে বলে, তাহলে আলোচনার প্রয়োজন নেই। এখানে কাউকে একমত হতে বাধ্য করা ঠিক হবে না। পুরো ঐকমত্য কমিশনের সংস্কার আলোচনা জুড়ে বিএনপি, জামায়াতে ইসলাম, সিপিবি, বাসদ, গণফোরাম ইত্যাদি দল একাধিক ইস্যুতে এবং অন্য দলকে বেশি গুরুত্ব বা বেশি সময় প্রদান করা হচ্ছে এমন অভিযোগে এক বা একাধিকবার ওয়াকআউট করে। অন্যদিকে ঐকমত্য কমিশন ও অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধেও সংস্কার কার্যক্রমে সময়ক্ষেপণের অভিযোগ করা হয়। সংলাপের বিভিন্ন পর্বের অপ্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সংস্কার প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িত করছে বলে বিএনপি অভিযোগ করে।[১২১৬]

সংলাপে কোন কোন ক্ষেত্রে 'ঐকমত্য হয়েছে' বলে বিবেচিত হবে সে বিষয়েও অস্পষ্টতা ছিল। যে সকল বিষয়ে 'নোট অব ডিসেন্ট' রয়েছে, সেটা নিয়ে কী করা হবে সে বিষয়ে শুরু থেকে অস্পষ্টতা ছিল। গণঅধিকার পরিষদসহ কয়েকটি দল 'ঐক্যের মাপকাঠি' নির্ধারণের তাগিদ প্রদান করে। কতটুকু পর্যন্ত আলোচনায় একমত হলে তাকে ঐকমত্য বলা হবে কিংবা কতটি দল একমত থাকলে সেটাকে ঐক্য বলা হবে, এটার একটা মাপকাঠি ঐকমত্য কমিশনের নির্ধারণ করা দরকার বলে তারা জানায়।[১২১৭]

৩১ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ থাকা বিষয়গুলো নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্যে পৌঁছালেও (নোট অব ডিসেনটসহ) জুলাই সনদে রাজনৈতিক দলের সই করা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়। জুলাই সনদকে আইনি ভিত্তি না দিলে তাতে সই করা থেকে বিরত থাকার কথা জানায় জামায়াত ও এনসিপি। অন্যদিকে শেষ দিনের বৈঠকে সিপিবি ও বাসদসহ চার বামপন্থী দল সংবিধান থেকে চার নীতি বাদ দেওয়াকে কেন্দ্র করে বৈঠক বর্জন করে এবং এ বিষয়ে পরিবর্তন না এলে জুলাই সনদে তাদের সই করার সম্ভাবনা নেই বলে জানায়। বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়, এই মুহূর্তে জাতীয় সনদের আইনি ভিত্তির প্রয়োজন নেই।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে সক্রিয়ভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করলেও সনদে অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো শেষ পর্যন্ত একমত হতে পারেনি। রাজনৈতিক দলগুলোর নিজ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য/দলের স্বার্থ বিবেচনায় সংলাপে অনড় অবস্থান গ্রহণের বিষয়টি লক্ষ করা গেছে। জুলাই সনদে অন্তর্ভুক্ত ৮৪টি বিষয়ের মধ্যে ৫৬টি বিষয়ে কোনো না কোনো দলের 'নোট অব ডিসেন্ট'সহ ভিন্নমত লক্ষ করা গেছে।[১২১৮] এর মধ্যে প্রায় ২০টি সংস্কার ইস্যুতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ ছিল। জুলাই জাতীয় সনদ চূড়ান্ত করার পর ১৭ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে শেষ পর্যন্ত ২৪টি রাজনৈতিক দল সনদে সাক্ষর করে।[১২১৯] মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস সঠিকভাবে উপস্থাপিত না হওয়ার অভিযোগে সিপিবিসহ চারটি রাজনৈতিক দল, এবং জুলাই সনদ আদেশ, গণভোট এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট না থাকায় এনসিপি জুলাই সনদে স্বাক্ষর করা থেকে বিরত থাকে।[১২২০]তবে পরবর্তীতে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের শেষ কর্মদিবসে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) জুলাই জাতীয় সনদে সাক্ষর করে।[১২২১]

জুলাই সনদ স্বাক্ষর কর হলেও জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি, নোট অব ডিসেন্ট (সংস্কার প্রস্তাবে ভিন্নমত) থাকা প্রস্তাবগুলো কিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে, গণভোটের সময়কাল কী হবে, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ও জোটের মধ্যে (প্রধানত বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপি) ব্যাপক মতবিরোধ তৈরি হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিপরীতমুখী অবস্থানের ফলে পুরো সংস্কার কার্যক্রমের বাস্তবায়ন নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়।[১২২২]

জুলাই সনদ কিভাবে বাস্তবায়িত হবে সে বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ব্যাপক সমালোচনা তৈরি হয়। এক্ষেত্রে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন জুলাই সনদ বাস্তবায়নের যে সুপারিশ সরকারের কাছে প্রস্তাব করে তা নিয়ে বিএনপির বিরোধিতা লক্ষ করা যায়। অন্তর্বর্তী সরকার, ঐকমত্য কমিশন ও দুই-তিনটি রাজনৈতিক দল মিলে একটি পক্ষ তৈরি করেছে বলে বিএনপি অভিযোগ করে। তারা অভিযোগ করে যে, ১৭ই অক্টোবর ২০২৫-এ যে জুলাই সনদ সই করা হয়েছে, তার সঙ্গে এর বাস্তবায়নের সুপারিশের মিল নেই।

[১২১৬] *যুগান্তর*, 'দ্বিতীয় ধাপের সংলাপ উদ্বোধন কাল: ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় সব দলকে আমন্ত্রণ প্রধান উপদেষ্টার', ১ জুন ২০২৫, https://www.jugantor.com/tp-firstpage/961004, (১ জুন ২০২৫) ।

[১২১৭] *প্রথম আলো*, 'এভাবে চলতে থাকলে কেয়ামত পর্যন্ত ঐক্যের সম্ভাবনা নেই: নুরুল হক নুর', ২২ জুন ২০২৫ https://www.prothomalo.com/politics/ujjqo4ck4n (২২ জুন ২০২৫) ।

[১২১৮] জুলাই জাতীয় সনদ।

[১২১৯] *প্রথম আলো*, 'জুলাই জাতীয় সনদে ২৪ দলের সই', ১৮ অক্টোবর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/bq8i5y7e91 (১৫ জানুয়ারি ২০২৬) ।

[১২২০] *প্রাগুক্ত*।

[১২২১] *প্রথম আলো*, 'জুলাই সনদে শর্ত সাপেক্ষে স্বাক্ষর করেছি, কাল দুটো শপথ: নাহিদ ইসলাম', ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/politics/3evzemgf1 (১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) ।

[১২২২] জাহেদ উর রহমান, 'জুলাই সনদ: রাজনীতিতে যে সংকট তৈরি করতে পারে', *প্রথম আলো*, ২৯ অক্টোবর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/opinion/column/v2kvlz6274, (১৫ জানুয়ারি ২০২৬)।

ঐকমত্য কমিশন যে সুপারিশ করেছে, এতে করে সিদ্ধান্ত বা ফলাফল আগেই চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে বিএনপি মনে করে। এবং ঐকমত্য কমিশনের বিরুদ্ধে 'প্রহসন' বা 'প্রতারণা' করার অভিযোগ আনা হয়। অন্যদিকে এই বিষয়ে বিএনপির নতুন করে জটিলতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।[১২২৩]

জুলাই সনদের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচন, সংসদের উভয় কক্ষে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতি চালু, অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা; ফ্যাসিস্ট সরকারের সব জুলুম-নির্যাতন, গণহত্যা ও দুর্নীতির বিচার দৃশ্যমান করা এবং স্বৈরাচারের দোসর জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি ইস্যু নিয়ে ঐকমত্য কমিশনের সংলাপ চলাকালীন অবস্থায় জামায়াত ইসলামী দলসহ সাতটি দল বিক্ষোভ সমাবেশ করে। তারা অভিযোগ করে একটি দল অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর প্রভাব তৈরির চেষ্টা করছে। অপরদিকে সংলাপ চলমান থাকা অবস্থায় এই বিক্ষোভ সমাবেশ করা নিয়ে কয়েকটি দল সমালোচনা করে।[১২২৪] কয়েকটি দল উদ্দেশ্যমূলক রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করার চেষ্ট করছে বলে অভিযোগ করা হয়।

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মতভেদ নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ উদ্বেগ প্রকাশ করে। এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজ উদ্যোগে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে সরকারকে ঐক্যবদ্ধ দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত দিতে না পারলে সরকার তার মতো করে সিদ্ধান্ত নেবে বলেও জানানো হয়।[১২২৫] কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও জোট (এবি পার্টি, গণঅধিকার পরিষদ, গণতন্ত্র মঞ্চ ইত্যাদি) দলগুলোর মধ্যে এ বিষয়ে সংলাপ ও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করলেও বিএনপি সংসদ নির্বাচনের দিন গণভোট করার পক্ষে এবং জামায়াতে ইসলামী আগে গণভোট করে জুলাই সনদকে আইনি ভিত্তি দেওয়ার বিষয়ে অনড় থাকে। অন্যদিকে এনসিপি গণভোটের সময় নিয়ে নমনীয় হলেও জুলাই সনদে নোট অব ডিসেন্ট থাকতে পারবে না বলে শর্ত দেয়।[১২২৬] এমতাবস্থায় ১৩ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ জারি করা হয়। যেখানে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে অনুষ্ঠিত হওয়া, চারটি বিষয়ে গণভোট অনুষ্ঠিত হওয়া এবং গণভোটের দিন এই চার বিষয়ের ওপর একটিমাত্র প্রশ্নে 'হ্যাঁ' বা 'না' ভোট দিয়ে জনগণ মতামত জানানোর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[১২২৭] তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই আদেশের ক্ষেত্রে তাদের আপত্তি বা অভিযোগ তুলে ধরে। জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশে 'অস্পষ্টতা' রয়েছে বলে মনে করে জাতীয় নাগরিক পার্টি এবং সনদের বাস্তবায়ন সম্ভব হবে কি না সে বিষয়েও তাদের পক্ষ থেকে সংশয় প্রকাশ করা হয়। এছাড়া গণভোট ইস্যুতে যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছে তার মধ্য দিয়ে সংস্কারের সব বিষয়কে সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলেও দলটি মনে করে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী অভিযোগ করে যে, একটি দলের সঙ্গে 'আপস' করে সংস্কার কমিশনের সুপারিশে অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে। তবে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ এবং জাতীয় নির্বাচনের দিনেই গণভোট আয়োজনের সিদ্ধান্তে অন্তর্বর্তী সরকারকে ধন্যবাদ জানায় বিএনপি। তবে সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠনসহ কিছু বিষয়ে তারা আপত্তি জানায়।[১২২৮]

ঐকমত্য আলোচনায় রাজনৈতিক দলগুলোর অনড় অবস্থা সম্পর্কে রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণের মতে, রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী তাদের অবস্থান নিয়েছে।[১২২৯] রাজনৈতিক দলগুলোর অনড় অবস্থান এবং ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াগত চ্যালেঞ্জের কারণে সৃষ্ট জটিলতা রাষ্ট্রের মৌলিক সংস্কার নিয়ে জন সাধারণের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি করে।

ঐকমত্য কমিশনের সংলাপে মূলত পাঁচটি সংস্কার কমিশনের ৮৪টি বিষয় বিশেষত ২০টি বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হলেও রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, নারী, গণমাধ্যম ইত্যাদি বিষয়ে সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়ন বিষয়ে গুরুত্ব না দেওয়া বিষয়টি লক্ষ করা যায়। এছাড়া রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন তর্ক-বিতর্ক হাজির করলেও রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ও সুশাসন বিষয়ক আলোচনা, বিশেষ করে রাজনীতিতে অর্থ, পেশী ও ধর্মের অপব্যবহার রোধে প্রয়োজনীয় সংস্কার উপেক্ষিত ছিল।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট: রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

[১২২৩] কাদির কল্লোল, 'রাজনীতিতে নতুন করে বিভক্তি সৃষ্টির অভিযোগ কেন উঠছে?', *বিবিসি নিউজ বাংলা*, ৩০ অক্টোবর ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c803gezl1m5o (১৭ জানুয়ারি ২০২৬)।

[১২২৪] *প্রথম আলো*, 'আলোচনার মধ্যে আন্দোলন কেন, ব্যাখ্যা দিলেন জামায়াতের সেক্রেটারি', ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/0mh8e2bph8, (১৭ জানুয়ারি ২০২৬)।

[১২২৫] *দেশ রূপান্তর*, 'রাজনৈতিক দলগুলোকে সাত দিনের আলটিমেটাম', ৪ নভেম্বর ২০২৫, https://www.deshrupantor.com/635558/ (১৭ জানুয়ারি ২০২৬)।

[১২২৬] *বণিক বার্তা*, 'জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও গণভোট: দলগুলোকে অনৈক্য নিরসনে সরকারের বেঁধে দেয়া সময়সীমা শেষ হচ্ছে কাল', ৯ নভেম্বর ২০২৫, https://bonikbarta.com/bangladesh/pPjKD1SOITawqTQA (১৭ জানুয়ারি ২০২৬)।

[১২২৭] *প্রথম আলো*, 'জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি করলেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন', ১৩ নভেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/1li8mdyjvc (১৭ জানুয়ারি ২০২৬)।

[১২২৮] *বিবিসি বাংলা*, 'জুলাই সনদ ও গণভোট নিয়ে দলগুলোর মধ্যে এখনো দূরত্ব', ১৪ নভেম্বর ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c4gpdxqnvlko (১৭ জানুয়ারি ২০২৬)।

[১২২৯] ড. খালিদুর রহমান, 'জুলাই সনদ বিতর্ক: আদর্শ, কৌশল না নতুন রাজনৈতিক জুয়া?', *বাংলা ট্রিবিউন*, ২ নভেম্বর ২০২৫, https://www.banglatribune.com/columns/921444/ (১৭ জানুয়ারি ২০২৬)।

নির্বাচন ও অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ নিয়ে বিতর্ক ও বিভেদ: কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন-পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র সংস্কার এবং নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে সুশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে রাজনৈতিক দলসমূহ একমত পোষণ এবং বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের সংস্কার প্রস্তাব তুলে ধরলেও নির্বাচনের তারিখ ও অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ, জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন, গণভোট, গণপরিষদের নির্বাচন, নির্বাচন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিতর্ক ও দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়। একই সাথে এসব বিষয়ে দলগুলোর সাথে সরকারের দ্বন্দ্বও পরিলক্ষিত হয়। মূলত রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনকে উদ্দেশ্য করে এবং নির্বাচনে নানাবিধ সুবিধা পেতে বিভিন্ন ধরনের কৌশল গ্রহণ করছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ মনে করেন।[১২৩০] অন্তর্বর্তী সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টা এবং কয়েকটি রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মন্তব্যের কারণে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নির্বাচনের তারিখ ও অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ নিয়ে পারস্পরিক অবিশ্বাস, সন্দেহ ও বিভেদ তৈরি হয়। নভেম্বর ২০২৪-এ আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম আল জাজিরাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রধান উপদেষ্টা বলেন অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ চার বছর বা তার কম হবে।[১২৩১] তবে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, মোটাদাগে বলা যায়, ২০২৫ সালের শেষ দিক থেকে ২০২৬ সালের প্রথমার্ধের মধ্যে নির্বাচনের সময় নির্ধারণ করা যায়।[১২৩২] অন্যদিকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা তার এক বক্তব্যে বলেন জনগণ অন্তর্বর্তী সরকারকে পাঁচ বছর ক্ষমতায় দেখতে চায়।[১২৩৩] এনসিপি ও কয়েকটি সংগঠনের কিছু কর্মী সামাজিক মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ পাঁচ বছর থাকার পক্ষে প্রচার করে। যদিও এনসিপি এটা কর্মীদের ব্যক্তিগত মত, দলীয় মত নয় বলে জানায়।[১২৩৪]

বিএনপি ও সমমনা কয়েকটি দল শুরু থেকেই প্রয়োজনীয় কিছু সংস্কার সম্পন্ন করে ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে নির্বাচন দিতে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা না করা হলে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি সহযোগিতা অব্যাহত রাখা কঠিন হবে বলেও বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়। জাপানের একটি ফোরামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচন এ বছরের (২০২৫ সাল) শেষে ডিসেম্বরে অথবা সর্বোচ্চ আগামী বছরের (২০২৬ সাল) জুনে অনুষ্ঠিত হবে, শুধুমাত্র একটি দল ডিসেম্বরে নির্বাচন চাইছে।[১২৩৫] তবে ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বের সংলাপের উদ্বোধনী সভায় উপস্থিত ২৬টি দলের মধ্যে ২৩টি দল ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে নির্বাচনের দাবি করে।[১২৩৬] পরবর্তীতে বিএনপিসহ অন্যান্য দলের চাপের মুখে এবং নিয়মিত সংঘটিত আন্দোলন সংগ্রামের চাপে লন্ডনে প্রধান উপদেষ্টার সাথে বিএনপি'র তৎকালীন সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যানের (ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান) সাক্ষাতের পর সব প্রস্তুতিসাপেক্ষে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচনের ঘোষণা করা হয়। যদিও শুধুমাত্র একটি দলের সাথে বৈঠক করে যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণায় জামায়াতসহ কয়েকটি দল অসন্তোষ প্রকাশ করে। এই ঘটনাকে রাজনৈতিক সংস্কৃতির ব্যত্যয় এবং অন্তর্বর্তী সরকারের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে অভিহিত করা হয়।[১২৩৭]

নতুন রাজনৈতিক দল এনসিপি'র পক্ষ থেকে বলা হয়, এনসিপি নির্বাচনের বিরুদ্ধে নয়। তবে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার, সংস্কার ও গণভোটের পরই জাতীয় নির্বাচন হওয়া উচিত। তাছাড়া বিদ্যমান আইনে গঠিত এই নির্বাচন কমিশনের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া সম্ভব নয়। এই কমিশন ভেঙে দিয়ে নতুন কমিশন গঠন করতে হবে। আর নির্বাচন কমিশন জাতীয় নির্বাচনের জন্য কতটুকু প্রস্তুত, সেটা দেখার জন্য আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন করতে হবে।[১২৩৮]

জামায়াতে ইসলামী নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করেছে। দলটি শুরুতে প্রধান উপদেষ্টার 'ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ২০২৬ সালের জুনের' সময়সীমাকে সাধুবাদ জানায়। এই সময়সীমার মধ্যে থেকে যে কোনো মাসে নির্বাচন নিয়ে তাদের আপত্তি নেই বলে জানানো হয়। তবে দলটির অবস্থান পরবর্তীতে কিছুটা পরিবর্তন হয়। কখনও দলটি এই সময়সীমার মধ্যেই

[১২৩০] *ডয়েচে ভেলে*, 'নির্বাচন নিয়ে ভিন্ন অবস্থানে বিএনপি, জামায়াত আর এনসিপি', ২৫ জুলাই ২০২৫, https://www.dw.com/bn/ -73408729 (২৫ জুলাই ২০২৫)।

[১২৩১] *ডেইলি স্টার*, 'অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৪ বছর হতে পারে বা তারও কম: আল জাজিরাকে ড. ইউনূস', ১৮ নভেম্বর ২০২৪, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-630236 (১৯ নভেম্বর ২০২৪)।

[১২৩২] *প্রথম আলো*, '২০২৫ সালের শেষ থেকে ২০২৬-এর প্রথমার্ধের মধ্যে নির্বাচন হতে পারে: ড. ইউনূস', ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/lk1wc705gn (১৫ জুলাই ২০২৫)।

[১২৩৩] *যুগান্তর*, 'আমি তো বলিনি সরকার পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকতে চায়: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা', ১৫ এপ্রিল ২০২৫, https://www.jugantor.com/national/941427 (৩০ জুলাই ২০২৫) ।

[১২৩৪] *বিবিসি বাংলা*, 'আলোচনায় সরকারের মেয়াদ', ১৪ এপ্রিল ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c5y4719jvx0o (১৫ জুলাই ২০২৫)।

[১২৩৫] *প্রথম আলো*, 'জাপানে প্রধান উপদেষ্টা: ডিসেম্বরে নির্বাচন চাইছে একটি দল', ২৯ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/u98obnqt72 (৩০ জুলাই ২০২৫)।

[১২৩৬] *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, '২৬ দলের মধ্যে ২৩টি ডিসেম্বরে নির্বাচন চায়', ৩ জুন ২০২৫, https://www.bd-pratidin.com/first-page/2025/06/03/1123381 (১৫ জুলাই ২০২৫)।

[১২৩৭] *বিবিসি বাংলা*, 'লন্ডন বৈঠকে সংকট কি আসলেই কেটেছে? বিএনপি কি অন্য দাবিতে নমনীয়?', ১৪ জুন ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c80k82p9lz2o (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[১২৩৮] *ডয়েচে ভেলে*, 'বাংলাদেশে ডিসেম্বরে নির্বাচন নিয়ে জোর আলোচনা', ২২ মে ২০২৫, https://www.dw.com/72639350 (৩০ জুলাই ২০২৫)।

নির্দিষ্টভাবে এপ্রিল মাস, আবার কখনও ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের কথা বলেছে। পরবর্তীতে তারা জানায় সংস্কার ও বিচার কার্য সম্পন্ন হওয়ার আগে নির্বাচন নয়। কিছু দিন পরে দলটি দেশে নির্বাচনের পরিস্থিতি নেই বলে জানায় এবং নির্বাচনের ক্ষেত্রে 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডসহ' প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে সংশয়ের কথা জানায়।[১২৩৯] প্রধান উপদেষ্টার লন্ডন সফরে বিএনপির তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠকের পর যৌথভাবে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার মাধ্যমে জামায়াতকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জামায়াতে ইসলামী জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হওয়া আলোচনা কিছু সময় বর্জন করে।[১২৪০]

গণসংহতি আন্দোলন বিচার, সংস্কার ও নির্বাচনের প্রস্তুতি একসঙ্গে চলতে পারে বলে জানায়। তারা মনে করে - আগে বিচার ও সংস্কার হতে হবে, তারপর নির্বাচন হবে- সেটা হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তারাও ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা ঘোষণার দাবি করে।[১২৪১] বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিও (সিপিবি) দ্রুততার সাথে নির্বাচনের রুপরেখা দেওয়া এবং নির্বাচন সম্পন্ন করার দাবি করে। সেটা যদি আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে হয়, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই বলে মন্তব্য করে।[১২৪২]

স্থানীয় সরকার নির্বাচন আগে হবে নাকি জাতীয় নির্বাচন আগে হবে সেটা নিয়েও দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ করা গেছে। বিএনপি ও এর মিত্র জোট এবং রাজনৈতিক দলগুলোর বেশির ভাগের মতে স্থানীয় সরকার নির্বাচন করা অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব নয়। অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব জাতীয় নির্বাচন করে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। তবে এনসিপি এবং জামায়াত মনে করে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকারের নির্বাচন হওয়া উচিত। বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য ধীরে ধীরে স্থানীয় সরকার নির্বাচন এবং পরে জাতীয় নির্বাচন এভাবে ধাপে ধাপে যাওয়া উচিত। গণসংহতি আন্দোলনের মতে, আগামী জাতীয় নির্বাচন হবে একটি নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত তৈরি এবং সংবিধান ঠিক করার নির্বাচন। তাই এই নির্বাচন প্রধান গুরুত্বের বিষয় হওয়া উচিত। স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন মনে করে বর্তমান পরস্থিতি বিবেচনা করে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আগে হওয়া উচিত, যেহেতু মানুষ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তবে নির্বাচন কমিশন জানায় স্থানীয় সরকার নির্বাচন আগে হলে জাতীয় নির্বাচন অনেক পিছিয়ে যাবে, প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে জাতীয় নির্বাচন করা যাবে না।[১২৪৩]

এছাড়া নির্বাচনের পদ্ধতি কী হবে, অর্থাৎ প্রচলিত পদ্ধতি নাকি আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বশীল পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে সেটা নিয়েও বিতর্ক লক্ষ করা যায়। জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি, গণঅধিকার পরিষদ, ইসলামী আন্দোলন ও বামপন্থী কয়েকটি দল আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। তারা দাবি করে যে এ পদ্ধতিতে কোনো সরকারের স্বৈরাচার বা কর্তৃত্ববাদী হওয়ার সুযোগ নেই, এবং সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ তৈরি হয়। তবে এই পদ্ধতির দাবির পেছনে নির্বাচন প্রলম্বিত করা বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে বিএনপিসহ কয়েকটি দল সন্দেহ প্রকাশ করে। বিএনপি ও সমমনা কয়েকটি দলের মতে বাংলাদেশের বাস্তবতায় এই মূহুর্তে এই পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এ পদ্ধতি চালু করতে আরও অনেক সময় প্রয়োজন। আবার জোটভিত্তিক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতিতে চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে।[১২৪৪] তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, রাজনৈতিক স্বার্থ ও ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রশ্নে পিআর পদ্ধতিকে ঘিরে বিতর্ক হচ্ছে। দলগুলো নিজের স্বার্থ অনুযায়ী অবস্থান নিয়েছে। কেউ নিজ স্বার্থে বিরোধিতা করছে। আবার কেউ নিজেদের স্বার্থে এর পক্ষে কথা বলছে।[১২৪৫]

অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ এবং নির্বাচন নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো সুস্পষ্ট রোডম্যাপ না থাকার কারণে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচনের তারিখ ও অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ নিয়ে সরকারের ওপর রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক অবিশ্বাস, সন্দেহ ও বিতর্ক তৈরি হয়েছে এবং কয়েকটি রাজনৈতিক দল নিজেদের স্বার্থে অনড় অবস্থা গ্রহণ করেছে। দলীয় স্বার্থে এই সংকট তৈরি করা হচ্ছে বলে পরস্পরকে অভিযোগ করা হচ্ছে। নির্বাচন-সংস্কার-মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার কার্যক্রমকে মুখোমুখি দাঁড় করানো হচ্ছে। নির্বাচন ও সংসদীয় পদ্ধতি কী হবে তা নির্ধারণ না করেই নির্বাচনের সময় ঘোষণার ফলে সংকট

[১২৩৯] *বিবিসি বাংলা*, 'লন্ডন বৈঠকে সংকট কি আসলেই কেটেছে? বিএনপি কি অন্য দাবিতে নমনীয়?', ১৪ জুন ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c80k82p9lz2o (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[১২৪০] *প্রথম আলো*, 'ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেয়নি জামায়াত', ১৮ জুন ২০২৫, https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=186b4ab8bba&eid=1&imageview=0&epedate=18/06/2025&sedId=1 (১৯ জুন ২০২৫)।

[১২৪১] *ডয়েচে ভেলে*, প্রাগুক্ত।

[১২৪২] *প্রাগুক্ত*।

[১২৪৩] *প্রথম আলো*, 'স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে কোন দল কী ভাবছে', ১১ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/wr41aw9ze1, (৩০ জুলাই ২০২৫); তাফসির বাবু, 'নির্বাচন নিয়ে বিএনপি-জামায়াত-এনসিপি ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব', *বিবিসি বাংলা*, ৭ মার্চ ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/cj4nwwdxy2wo (২৯ জুলাই ২০২৫)।

[১২৪৪] কাদির কল্লোল, 'নির্বাচন নিয়ে আবার সন্দেহ, অনিশ্চয়তার কথা কেন আসছে? ' *বিবিসি বাংলা*, ৩ জুলাই ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/cx203p1pvd2o (৩০ জুলাই ২০২৫) ।

[১২৪৫] রাকিব হাসনাত, 'পিআর পদ্ধতির দাবিকে ঘিরেই কি আসছে নতুন নির্বাচনি সংকট', *বিবিসি বাংলা*, ২০ জুলাই ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/cp3k063eqp3o (২৯ জুলাই ২০২৫) ।

তৈরির ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকটি রাজনৈতিক দলকে কেন্দ্র করে নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণ হচ্ছে। এবং চিরাচরিত দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে একটি নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠা এবং একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উত্তরণের যে আকাঙ্ক্ষা তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

নতুন নতুন রাজনৈতিক দলের বিকাশ: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নতুন নতুন রাজনৈতিক দলের বিকাশ হয় এবং দলগুলো নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধন লাভের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই সময়ে দীর্ঘদিন ধরে নিবন্ধনের অপেক্ষায় থাকা কয়েকটি দল আদালতের রায়ে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধন লাভ করে। যার মধ্যে রয়েছে আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি), গণ অধিকার পরিষদ (জিওপি), নাগরিক ঐক্য, গণসংহতি আন্দোলন, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি, বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টি (বিএমজেপি)।[১২৪৬] পরবর্তীতে উচ্চ আদালতের নির্দেশে রিপাবলিকান পার্টি ও বাংলাদেশ লেবার পার্টিকেও নিবন্ধন দেওয়া হয়।[১২৪৭] এছাড়া ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশনে দুই ধাপে নতুন করে ১৪৪টি রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য আবেদন করে। আবেদন করা দলগুলোর মধ্যে অধিকাংশ নামসর্বস্ব দল - যাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়, দলীয় গঠনতন্ত্র এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নেই। নির্ধারিত শর্ত পূরণ না করায় নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক বাছাইয়ে এই ১৪৪টি দলের সবগুলোর আবেদন বাতিল করা হয়। যার মধ্যে নতুন গঠিত রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টিও (এনসিপি) ছিল।[১২৪৮] তবে পরবর্তীতে আবেদন পুনরায় যাচাই-বাছাই করে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি, বাংলাদেশ সমঅধিকার পার্টি, আমজনতার দল, জনতার দল এবং বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কে নিবন্ধন প্রদান করা হয়। সার্বিকভাবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে সর্বমোট ১৪টি নতুন রাজনৈতিক দলকে নির্বাচন কমিশন নিবন্ধন প্রদান করে। তবে এর মধ্যে কয়েকটি দলের নিবন্ধন পাওয়া ও না পাওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি রাজনৈতিক দল বিশেষ করে নিবন্ধন না পাওয়া একটি দল নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাত, দলীয় প্রভাব ও অনিয়মের অভিযোগ করে।[১২৪৯] একজন বিতর্কিত ব্যক্তির নেতৃত্বে তৈরি হওয়ায় একটি দলকে নির্বাচন কমিশন দুই কোটি টাকার বিনিময়ে নিবন্ধন দিয়েছে বলে একটি দল অভিযোগ করে। এবং একজন রাজনৈতিক নেতা তার দলকে রাজনৈতিক উদ্দ্যেশে নিবন্ধন দেওয়া হয়নি এমন অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের সামনে আমরণ অনশন করেন।[১২৫০]

রাজনৈতিক দল হিসেবে এনসিপির আত্মপ্রকাশ: বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী শিক্ষার্থীদের একাংশ এবং আন্দোলন পরবর্তী সময়ে গঠিত জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্যদের নিয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) নামে নতুন একটি রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। পরবর্তীতে ২২ জুন ২০২৫ তারিখে নির্বাচন কমিশনে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করে। আবেদনপত্রের সাথে তারা ৪৩ হাজার পৃষ্ঠার দলিল জমা দেয়। এছাড়া দলীয় প্রতীক হিসেবে 'শাপলা' বরাদ্দ চেয়ে আবেদন করা হয়। আবেদন জমা দেওয়ার সময় পর্যন্ত তারা ৩৩টি জেলা এবং ১২৭টি উপজেলায় সমন্বয় কমিটি করে।[১২৫১]

তবে রাজনৈতিক দল হিসেবে এনসিপি'র নিবন্ধনের আবেদনে প্রাথমিক বাছাইয়ে ছয়টি বিষয়ে ত্রুটি বা ঘাটতি পাওয়া গিয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন থেকে জানানো হয়। এসব ত্রুটি সংশোধন করে ৩ আগস্ট ২০২৫-এর মধ্যে উপযুক্ত দলিল দাখিল করতে এনসিপিকে চিঠি দেওয়া হয়। ত্রুটিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ঠিকানাসহ দলের সব কার্যকর জেলা দপ্তরের তালিকা না দেওয়া, দপ্তরের ভাড়ার চুক্তিপত্রে দলের নাম উল্লেখ না থাকা, ঠিকানাসহ সব উপজেলা ও থানা দপ্তরের তালিকা না দেওয়া, ২৫টি উপজেলা বা থানায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটার (ন্যূনতম ২০০ জন) সদস্যের অন্তর্ভুক্তি না থাকা ইত্যাদি।[১২৫২] নির্বাচন কমিশন 'শাপলাকে' এনসিপি'র দলীয় প্রতীক হিসেবে না দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যাকে এনসিপি একটি রাজনৈতিক দলের প্রভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করে।[১২৫৩]

[১২৪৬] *যুগান্তর*, 'নিবন্ধন পেল নুতন রাজনৈতিক দল', ৯ এপ্রিল ২০২৫, https://www.jugantor.com/politics-others/939132, (১৬ জুলাই ২৯২৫)।

[১২৪৭] *বিডিনিউজ২৪ডটকম*, নিবন্ধন পেল বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি, প্রতীক হাতি', ২৬ অক্টোবর ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/cf031f409c3e (২৬ অক্টোবর ২০২৫)।

[১২৪৮] *ডেইলি স্টার*, 'নিবন্ধনের প্রাথমিক শর্ত পূরণে ব্যর্থ এনসিপিসহ ১৪৪ দল: ইসি', ১৫ জুলাই ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/election/news-686271 (১৬ জুলাই ২০২৫)।

[১২৪৯] *যুগান্তর*, 'আমজনতার দল'কে অবশ্যই নিবন্ধন দিতে হবে: রাশেদ খান', ৫ নভেম্বর ২০২৫, https://www.jugantor.com/politics/1024988

[১২৫০] *ইত্তেফাক*, 'দুই কোটি টাকা দিয়ে নিবন্ধন পেয়েছে ডেসটিনির আম জনগণ পার্টি, অভিযোগ তারেকের', ৮ নভেম্বর ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/760865/ (১৫ জানুয়ারি ২০২৬); আসাদ আবেদীন জয়, 'নিবন্ধন না দেওয়ার যেসব কারণ দেখানো হয়েছে আমজনতার দলকে', *বাংলা ট্রিবিউন*, ৬ নভেম্বর ২০২৫, https://www.banglatribune.com/politics/other-politics/921883/ (২৫ জানুয়ারি ২০২৬)।

[১২৫১] *যুগান্তর*, ইসিতে নিবন্ধনের আবেদন জমা দিল এনসিপি, ২২ জুন ২০২৫, https://www.jugantor.com/politics/968730 (২২ জুন ২০২৫)।

[১২৫২] *প্রথম আলো*, 'এনসিপির নিবন্ধন আবেদনে ছয় ঘাটতি, সংশোধনের জন্য ইসির চিঠি', ১৯ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/qlnrmpdshw (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[১২৫৩] *বিবিসি বাংলা*, 'আগেই শাপলা বাদ, নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন পাবে এনসিপি?', ২১ জুলাই ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/crmv0x94zv7o (২১ জুলাই ২০২৫)।

এনসিপি'র রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশের শুরু থেকে কিছু বিতর্ক লক্ষ করা গেছে। বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের মতে অন্তর্বর্তী সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এই দলের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এবং এ কারণে এসব দল এনসিপিকে 'কিংস পার্টি' হিসেবে অভিহিত করে। এই অভিযোগের কারণ হিসেবে একজন উপদেষ্টার পদত্যাগ করে দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের অন্য দু'জন সদস্য এখনো উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়।[১২৫৪] এছাড়া দলের আত্মপ্রকাশের দিনে ঢাকায় সমর্থকদের জড়ো করতে প্রশাসনের সহযোগিতায় গাড়ি বরাদ্দ, এনসিপি'র দাবির প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধনের জন্য নির্বাচন কমিশনে আবেদনের সময়সীমা বৃদ্ধি করার বিষয়টি উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া এনসিপির বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়েও বিতর্ক ও সমালোচনা হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকজন নেতার বিলাসবহুল জীবন, জাঁক-জমকপূর্ণ ব্যয়বহুল দলীয় কার্যক্রম, অর্থের উৎস সম্পর্কে অস্পষ্টতা, থানা থেকে কয়েকজন অভিযুক্তকে জোরপূর্বক ছাড়িয়ে নিয়ে আসা, তদবির বাণিজ্য, নবগঠিত জেলা সমন্বয় কমিটির কয়েকজনের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ-সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[১২৫৫] বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক দল গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের অংশ হিসেবে সুশাসন, দুর্নীতিমুক্ত, জনগণের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিকশিত হওয়ার কথা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে তাদের কার্যক্রম প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। অর্থের উৎসের অস্বচ্ছতা, দলবাজি, দখলবাজি, চাঁদাবাজি, অনিয়ম ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিদ্যমান সংস্কৃতি ধারণ করে এনসিপি আত্মঘাতী পথে ধাবিত হয়। এছাড়া ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জামায়াতের সঙ্গে এনসিপির জোট গঠনকে কেন্দ্র করে দলটির বেশ কয়েকজন নেতা-কর্মী দল থেকে পদত্যাগ করেন। তাদের অভিযোগ ছিল জমায়াতের সাথে জোট গঠন দলের ঘোষিত আদর্শ, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে চরম সাংঘর্ষিক এছাড়া এই জোট গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার ঘাটতি ছিল বলেও অনেক নেতা-কর্মী মনে করেন।[১২৫৬]

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং নিবন্ধন ও প্রতীক ফিরিয়ে দেওয়া: ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে সংগঠিত গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধে সম্পৃক্ততা, হাইকোর্ট বিভাগের রায় অনুসারে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধ বাতিল হওয়া এবং জুলাই মাসে সংগঠিত হত্যাযজ্ঞ, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততার অভিযোগে ২০২৫ সালে ১ আগস্ট জামায়াতে ইসলামী ও এর ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধ সত্ত্বা হিসেবে তালিকাভুক্ত ও সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হয়।[১২৫৭] পরবর্তীতে ২৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে জামায়াতে ইসলামী এবং এর অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনসহ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সন্ত্রাস ও সহিংসতায় সম্পৃক্ততার সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে অন্তর্বর্তী সরকার একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে দলটির নিষিদ্ধ ঘোষণা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন বাতিল করে।[১২৫৮]

অপরদিকে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের করা ২০০৯ সালের একটি রিটের প্রেক্ষিতে ২০১৩ সালে হাইকোর্ট বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধনকে অবৈধ ঘোষণা ও বাতিল করে। ওই রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে জামায়াতের করা আবেদন একই বছরে খারিজ করে দেয় আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে সুপ্রিম কোর্টের ফুলকোর্ট সভায় 'দাঁড়িপাল্লা' ন্যায় বিচারের প্রতীক হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের মনোগ্রামে ব্যবহৃত হয় ফলে এটা জামায়েতের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। জামায়াতের প্রতীক দাঁড়িপাল্লা নির্বাচন কমিশনের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। তবে জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল সম্পর্কিত হাই কোর্টে রায় এক যুগ পর ১ জুন ২০২৫-এ বাতিল করে দেয় আপিল বিভাগ।[১২৫৯] আদালতের রায় অনুসারে পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জামায়েত ইসলামীর নিবন্ধন ও দলীয় প্রতীক দাঁড়িপাল্লা ফিরিয়ে দেয়।

আওয়ামী লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা আরোপ: ২০২৫ সালের মে মাসের শুরুর দিকে সাবেক রাষ্ট্রপতির দেশত্যাগের ঘটনার প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দাবিতে এনসিপির একজন নেতার প্রধান উপদেষ্টার বাস ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি ঘোষণার ফলে রাজধানীজুড়ে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। এবং সেই আন্দোলনে সরকারকে এক ঘন্টার আল্টিমেটাম দেওয়া হয়। আন্দোলনের

[১২৫৪] *বিবিসি বাংলা*, 'জাতীয় নাগরিক পার্টিকে 'কিংস পার্টি' বলা হচ্ছে কেন?' ৯ মার্চ ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/cvg14qn9q98o (১৪ জুলাই ২০২৫)।

[১২৫৫] *ডেইলি স্টার*, 'এনসিপির 'নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত' কোন পথে', ৩১ মে ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/politics/news-676676 (১০ জুন ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'এনসিপির মৌলভীবাজার জেলা সমন্বয় কমিটির কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত', ২১ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/2100zgmywt (২২ জুন ২০২৫) ।

[১২৫৬] *যুগান্তর*, 'জামায়াতের সঙ্গে নির্বাচনি জোট, পদত্যাগের হিড়িকে এনসিপিতে অস্থিরতা', ৫ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.jugantor.com/politics/1048926 (৩০ জানুয়ারি ২০২৬) ।

[১২৫৭] *ডেইলি স্টার*, 'জামায়াত-শিবিরসহ অঙ্গ-সংগঠনকে নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন', ১ আগস্ট ২০২৪ https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/politics/news-601761 (১ আগস্ট ২০২৫) ।

[১২৫৮] *ডেইলি স্টার*, 'জামায়াত নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে প্রজ্ঞাপন', ২৮ আগস্ট ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-609526 (২৮ আগস্ট ২০২৫) ।

[১২৫৯] *বিডি নিউজ২৪ডটকম*, 'হাই কোর্টের রায় বাতিল, এক যুগ পর নিবন্ধন ফিরে পাচ্ছে জামায়াত', ১ জুন ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/politics/d8cf0cb91059 (৩১ জুলাই ২০২৫)।

চাপে অন্তর্বর্তী সরকার জরুরি ভিত্তিতে বৈঠকে বসে এবং আওয়ামী লীগ ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব সংগঠনের বিরুদ্ধে চলমান আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচার কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত সব ধরনের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনের সংশোধনী প্রস্তাবও অনুমোদন করা হয়, যাতে করে ট্রাইব্যুনাল প্রয়োজন মনে করলে কোনো রাজনৈতিক দল, তার অঙ্গসংগঠন বা সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীকে শাস্তির আওতায় আনতে পারে। এর পূর্বে ছাত্রলীগকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল অন্তর্বর্তী সরকার।[১২৬০]

আওয়ামী লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞার কারণ হিসেবে ২০২৪ এর ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সময়ে মানবতাবিরোধী অপরাধের সুস্পষ্ট অভিযোগ থাকা, দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এবং দেশের ফৌজদারি আদালতে বহুসংখ্যক মামলা বিচারাধীন থাকা, এসব মামলার বিচারে প্রতিবন্ধকতা তৈরি, জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি, বাংলাদেশের সংহতি, জননিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার লক্ষ্যে গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-জনতার উপর হামলা, উস্কানিমূলক মিছিল আয়োজন, রাষ্ট্রবিরোধী লিফলেট বিতরণ এবং ভিনদেশে পলাতক নেতাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় অপরাধমূলক বক্তব্য প্রদান, ব্যক্তি ও প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তির ক্ষতিসাধনের প্রচেষ্টাসহ আইন-শৃঙ্খলা বিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা হয়।[১২৬১]

তবে বিশ্লেষকদের মতে কয়েকটি দলের চাপে পড়ে যে প্রক্রিয়ায় আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা ভবিষ্যতে প্রতিপক্ষ দমনে রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠতে পারে।[১২৬২] বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল ও দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার সুযোগ রেখে আইন সংশোধনে ঘটনায় জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনার ফলকার তুর্ক জেনেভায় মানবাধিকার কাউন্সিলের ৫৯তম অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। রাজনৈতিক দল ও সংগঠন নিষিদ্ধ করার সুযোগ তৈরি করে সম্প্রতি আইনে পরিবর্তন আনার ফলে অন্যায্যভাবে সংগঠনের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সমবেত হওয়ার স্বাধীনতাকে সীমিত করবে।[১২৬৩]তবে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ হলেও মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে রায় ঘোষণার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ 'কমপ্লিট লকডাউন' কর্মসূচি ঘোষণা করে এবং এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ, বাস ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আগুন এবং মশাল মিছিলের ঘটনা লক্ষ করা গেছে।[১২৬৪]এছাড়া বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে দলটি বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছল আয়োজন করে। ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করে এবং আওয়ামী লীগের নিবন্ধন স্থগিত থাকায় এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না বলে জানানো হয়। তবে দেশের জনগণের বৃহত্তম অংশের প্রতিনিধিত্বকারী দল আওয়ামী লীগকে নির্বাচনের বাইরে রেখে ঘোষিত নির্বাচনী তফসিল আওয়ামী লীগ প্রত্যাখ্যান করে। দলটি এই নির্বাচনকে "একটি অসাংবিধানিক সরকারের অধীনে অবৈধ নির্বাচন" হিসেবে অভিহিত করে এবং 'নির্বাচনকালীন একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে' নির্বাচন আয়োজনের জন্য দাবি জানায়। তবে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে না থাকলেও তাদের ভোট ব্যাংক বা সমর্থক ভোটারদের আকৃষ্ট করতে বিভিন্ন দলের মাঠপর্যায়ে নানা কৌশল ও তৎপরতা লক্ষ করা যায়। এজন্য স্থানীয় পর্যায়ে নৌকা সমর্থকদের নিরাপত্তার আশ্বাস, মামলা, হামলা বা হয়রানি থেকে রক্ষারও নানারকম প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। [১২৬৫]

বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীদের প্ল্যাটফর্ম নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়া ও নতুন নতুন প্ল্যাটফর্মের আত্মপ্রকাশ: কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ও অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্তর্বর্তী সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে তারা বেশ কিছু দিন কিছু ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে। বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী আন্দোলন প্ল্যাটফর্মটির কয়েকটি আলোচিত ও উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে সাবেক প্রধান বিচারপতিসহ সুপ্রীম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতিদের পদত্যাগে বাধ্য করানো, আনসার আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ, থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র ফেরত,[১২৬৬] পূর্বাঞ্চলের আকস্মিক বন্যায় ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা, ঢাকার রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও পরিচ্ছন্নতার কাজ,[১২৬৭] এবং বাজার সিন্ডিকেট ভাঙতে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের 'বিনা লাভের দোকান চালু'

[১২৬০] *বিবিসি বাংলা*, 'আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করার প্রজ্ঞাপনে যা যা বলা হয়েছে', ১৩ মে ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c861wq0ngxeo (৩১ জুলাই ২০২৫) ।

[১২৬১] প্রাগুক্ত।

[১২৬২] *বিবিসি বাংলা*, 'দল নিষিদ্ধের প্রভাব কেমন হতে পারে ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে', ১১ মে ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c8jg74m1ljeo (১৩ জুলাই ২০২৫) ।

[১২৬৩] *ডেইলি স্টার*, 'বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের সুযোগ রেখে আইন সংশোধন, ফলকার তুর্কের উদ্বেগ', ১৭ জুন ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-680056 (১৫ জুলাই ২০২৫) ।

[১২৬৪] *বিবিসি বাংলা*, 'শেখ হাসিনার মামলার রায় আজ, রাতে বিভিন্ন জায়গায় ককটেল, বাসে আগুন, মশাল মিছিল', ১৭ নভেম্বর ২০২৫ https://www.bbc.com/bengali/articles/cp3xg2y6we6o (১৭ নভেম্বর ২০২৫)

[১২৬৫] *বিবিসি বাংলা*, 'তফসিল 'প্রত্যাখ্যান' করলেও নির্বাচন বয়কট করছে না আওয়ামী লীগ', ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/cgmnnxm83vpo (১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)।

[১২৬৬] *প্রথম আলো*, 'সিদ্ধিরগঞ্জ থানা থেকে লুট হওয়া দুই আগ্নেয়াস্ত্র ও চার ট্রাক মালামাল ফেরত আনলেন শিক্ষার্থীরা', ১০ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/dugl2jw09t (১২ আগস্ট ২০২৪)।

[১২৬৭] *প্রথম আলো*, ঢাকার রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যস্ত শিক্ষার্থীরা, ৭ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/zuqt7z5g8c ; রাজধানীর সড়কে ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে থাকবেন শিক্ষার্থীরা, পাবেন ভাতা, *প্রথম আলো*, ২১ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/qv3cqndfep (২২ অক্টোবর ২০২৪)।

করা।[১২৬৮] পরবর্তীতে বন্যার্তদের জন্য গণত্রাণ সংগ্রহ কর্মসূচিতে ত্রাণ কার্যক্রমের হিসাবসংক্রান্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনও তাদের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়।[১২৬৯] এর পাশাপাশি বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি অব্যাহত রাখে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের কর্মীরা। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা, রাষ্ট্রপতি অপসারণের দাবি, উপদেষ্টা নিয়োগ, রাষ্ট্রীয় কার্যালয় থেকে শেখ মুজিবের ছবি সরানো ইত্যাদি বিষয়ে তাদের কণ্ঠস্বর ছিল জোরালো।

তবে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের কিছু নেতিবাচক বিষয় লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সংগঠক পরিচয় ব্যবহার করে চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটেছে।[১২৭০] জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী আন্দোলনের কর্মীদের জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।[১২৭১] এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সমর্থক দাবি করে শিক্ষকদের পদত্যাগে বাধ্য করা, চাকরিচ্যুতি ও পাঠদানে বিরত রাখার ক্ষেত্রেও তাদের সংশ্লিষ্টতা লক্ষ করা যায়। বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী আন্দোলন প্ল্যাটফর্মের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল, দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটি গঠন নিয়ে বিতর্ক, নেতৃত্বস্থানীয় কয়েকজন শিক্ষার্থীর পদত্যাগ, সমন্বয়ক ও কর্মীদের বিতর্কিত কর্মকাণ্ড ইত্যাদি ঘটনা প্রেক্ষিতে ২৭ জুলাই ২০২৫ তারিখে কেন্দ্রীয় কমিটি ব্যতীত বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী আন্দোলন প্ল্যাটফর্মের সকল পর্যায়ের কমিটি স্থগিত করা হয়।[১২৭২]

ইনকিলাব মঞ্চসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম/সংগঠনের উত্থান: বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী আন্দোলন প্ল্যাটফর্ম ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লেও এই সময়ে ২৫টির বেশি নতুন নতুন প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়,[১২৭৩] যার মধ্যে ইনকিলাব মঞ্চ বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিসরে বেশ আলোচিত হয়। জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে শরিফ ওসমান হাদির নেতৃত্বে ইনকিলাব মঞ্চ গড়ে ওঠে, যার ঘোষিত লক্ষ্য ছিল আধিপত্যবাদবিরোধী অবস্থান, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন করা। ইনকিলাব মঞ্চ প্রতিষ্ঠার পর জুলাই অভ্যুত্থানের স্মৃতি সংরক্ষণ, শহীদ ও আহতদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং জুলাই ঘোষণাপত্র ঘোষণা করা, জুলাই যোদ্ধাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ করা, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ইত্যাদি বিষয়ে ধারাবাহিক সমাবেশ ও বক্তব্য প্রদান খুব দ্রুত ইনকিলাব মঞ্চকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসে।[১২৭৪]একদিকে সংগঠনটির বিভিন্ন কর্মসূচি ও বক্তব্য তরুণ প্রজন্মের মাঝে জনপ্রিয়তা তৈরি করলেও বিতর্ক ও সমালোচনারও জন্ম দেয়, বিশেষত হাদির তীব্র ভাষণ ও রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ওসমান হাদী ঢাকা থেকে নির্বাচন করার ঘোষণা দেয়। তবে ২০২৫ সালের ১২ ডিসেম্বর রাজধানীর বিজয়নগরে নির্বাচনী প্রচারণার সময় মোটরসাইকেল আরোহীদের গুলিতে গুরুতর আহত হওয়ার পর সিঙ্গাপুরে চিকিৎসারত অবস্থায় ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ওসমাস হাদী মারা যান।[১২৭৫] তাঁর মৃত্যুর পর সারা দেশে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ইনকিলাব মঞ্চ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, খুনিদের গ্রেপ্তার না করা হলে শাহবাগে অবস্থান কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে এবং দেশ অচল করে দেওয়ার আন্দোলন চলবে, যা তাৎক্ষণিকভাবে রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন উত্তাপ সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে ইনকিলাব মঞ্চের কর্মীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা শাহবাগ অবরোধ করে আন্দোলন করতে থাকে। এছাড়া ওসমান হাদীর হত্যাকারীদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে দেওয়া হবে না বলেও ঘোষণা দেওয়া হয়। বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ওসমান হাদীর মৃত্যুর ঘটনাটিকে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করে। অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেন, নির্বাচনের পথে এই ধরনের গুপ্ত হামলা, নাশকতা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও নির্বাচনের প্রার্থীগণ সরকারের কাছে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আবেদন করতে থাকেন।

[১২৬৮] *ঢাকা পোস্ট*, 'বাজার সিন্ডিকেট ভাঙতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের 'বিনা লাভের দোকান', ১৮ অক্টোবর ২০২৪, https://www.dhakapost.com/country/316113; *প্রথম আলো*, 'কেরানীগঞ্জে সিন্ডিকেট ভাঙতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের 'বিনা লাভের বাজার', ৮ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/u218ifguzx (৯ নভেম্বর ২০২৪)।

[১২৬৯] *প্রথম আলো*, 'গণত্রাণের ১০ কোটি টাকা ব্যাংকে আছে, তার ৮ কোটি যাচ্ছে প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে', ২ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/a1qfgyc6he (৯ নভেম্বর ২০২৪)।

[১২৭০] *জনকণ্ঠ*, 'তিন সমন্বয়ক আটক', ২৯ অক্টোবর ২০২৪, https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/739681 (৬ নভেম্বর ২০২৪)। উল্লেখ্য, ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের বাংলা বিভাগের মাস্টার্সে অধ্যয়নরত আকুল মিয়া নামে সমন্বয়ক পরিচয়দানকারীর পরামর্শক্রমে তারা ক্যান্সার রোগীর জীবন বাঁচানোর নামে এ অর্থ আদায় করে আসছিল।

[১২৭১] *প্রথম আলো*, 'জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর, আগুন', ০১ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/0txowfejoe (৬ নভেম্বর ২০২৪)।

[১২৭২] *ডেইলি স্টার বাংলা*, 'কেন্দ্রীয় ছাড়া সব কমিটি স্থগিত করল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন', ২৭ জুলাই ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/youth/education/student-politics-others/news-689126 (৩০ জানুয়ারি ২০২৬); *প্রথম আলো*, 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ছাড়লেন উমামা ফাতেমা, ফেসবুকে জানালেন কারণ', ২৮ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/2q29kq4xqd (৩০ জানুয়ারি ২০২৬)।

[১২৭৩] *টিবিএস বাংলা*, 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন থেকে ২৫ প্ল্যাটফর্মের উত্থান: ছাত্র আন্দোলন কোন পথে যাচ্ছে?', ২৯ নভেম্বর ২০২৪, https://www.tbsnews.net/bangla/-283766 (৩০ জানুয়ারি ২০২৬)।

[১২৭৪] *প্রথম আলো*, 'ওসমান হাদি মারা গেছেন', ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/hotftxida8 (৩০ জানুয়ারি ২০২৬)

[১২৭৫] *প্রাগুক্ত*।

ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন ও গণভোটে অংশগ্রহণ: ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন আয়োজন করতে ডিসেম্বরের শুরুতে তফসিল ঘোষণা করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন প্রস্তুতি হিসেবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য অংশীজনদের মধ্যে সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে মত বিনিময় শুরু করে। পরবর্তীতে ভোটার তালিকা হালনাগাদ, সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণ, ভোটকেন্দ্র চূড়ান্ত করা, পর্যবেক্ষক সংস্থা ও দল নিবন্ধনসহ আনুষাঙ্গিক প্রস্তুতি সেরে শেষ ধাপে নভেম্বর মাসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ শুরু হয়। এসব সংলাপে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে ভোটের পরিবেশ, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, গণভোট, জোট করলেও নিজ দলের প্রীতিকে নির্বাচন, প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য পোষ্টাল ভোটিং পদ্ধতি, আইন-বিধি সংস্কার ও আচরণ বিধি প্রতিপালন, সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরিসহ নানা বিষয় আলোচনায় উঠে আসে। এছাড়া নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা কবে করা হবে সে বিষয়েও দলগুলো জানতে আগ্রহ প্রকাশ করে।[১২৭৬] এনসিপি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত তফসিল ঘোষণা না করার আহবান জানায়।[১২৭৭] তবে নির্বাচন নিয়ে থাকা অনিশ্চয়তা ও শঙ্কা দূর করে ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং একই দিনে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে গণভোটের আয়োজনের ঘোষণা দিয়ে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে। এই নির্বাচনে সকল নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নির্বাচন করার সুযোগ পাবে বলে উল্লেখ করা হয়, তবে নিবন্ধন স্থগিত থাকায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না বলে জানানো হয়।[১২৭৮] ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণাকে প্রায় সকল রাজনৈতিক দল স্বাগত জানালেও নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী কার্যক্রমের শুরুতেই অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, মাদক ও সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করার দাবি জানায়। এসব করতে না পারলে এই নির্বাচন বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ও গণতান্ত্রিক পরিবেশকে ভূলুণ্ঠিত করবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান হওয়ার ব্যাপারে তাদের অবস্থান পরিষ্কার থাকার কারণে নির্বাচন নিয়ে সংশয় কিছুটা দূর হলেও তফসিল ঘোষণার দুই সপ্তাহের মধ্যে ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ড, হত্যাকারীদের ভারতে পালিয়ে যাওয়া, প্রথম আলো-ডেইলি স্টার-এ হামলা ও কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ, ছায়ানট-উদীচীতে হামলা, ধর্ম অবমাননার অভিযোগে পুড়িয়ে হত্যা, শহীদ হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে শাহবাগ অবরোধ–এসব ঘটনায় নাগরিকদের মধ্যে নতুন করে নির্বাচন নিয়ে সংশয় তৈরি করে।[১২৭৯]

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ৬০টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ৫১টি রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেয়। নিবন্ধন স্থগিত থাকায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেনি এবং ৮টি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেয়। যাদের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, বিকল্পধারা বাংলাদেশ, তরিকত ফেডারেশন, তৃণমূল বিএনপি ও বাংলাদেশ জাতীয়বাদী আন্দোলন (বিএনএম)।[১২৮০] তবে শেষ পর্যন্ত ৫০টি দল ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন করে।

কর্তৃত্ববাদ সরকার পতন-পরবর্তী সময়ে দেশে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের কথা বলা হলেও এবং এই সময়ে অনেক সম্ভাবনাময় নতুন নতুন দলের আত্মপ্রকাশ ঘটলেও পূর্বের মতোই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নতুন করে দ্বিদলীয় রাজনৈতিক মেরুকরণ ঘটে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয় রাজনৈতিক দল ও শক্তিগুলো নতুন নতুন রাজনৈতিক জোট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করলেও শেষ পর্যন্ত বিএনপি ও জামায়াত ইসলামীকে কেন্দ্র দুইটি প্রধান রাজনৈতিক জোট সামনে আসে। বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটে ছিল বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, গণসংহতি আন্দোলন, গণঅধিকার পরিষদ, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি), জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন জোটের শরিক ছিল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, নেজামে ইসলামী পার্টির একাংশ, বাংলাদেশ লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি), আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি), বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ও জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)। এর বাইরে বাম ঘরানার ৯টি দল মিলে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট এবং জাতীয় পার্টির নেতৃত্বে ১৮টি দল মিলে একটি জোট গঠন করে। তবে নির্বাচনের মাঠে এই দুইটি জোট তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। নতুন নির্বাচনী বিধান অনুসারে এবারের নির্বাচনে জোট গঠন করা হলেও সব দলকে নিজ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করায় বেশ কয়েকটি দল নিজ দল বিলুপ্ত করে বিএনপিতে যোগদান করে এবং ধানের শীষ নিয়ে নির্বাচন করে।[১২৮১] এনসিপি তফসিল ঘোষণার পর এককভাবে ৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়া, দলের দেড় হাজার

[১২৭৬] *বিডিনিউজ২৪ডটকম*, 'সংসদ নির্বাচন: 'অনিশ্চয়তা' কাটাতে তফসিলে চোখ দলগুলোর, শুরু হচ্ছে সংলাপ', ১৩ নভেম্বর ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/politics/40e7f1c87867 (১৩ নভেম্বর ২০২৫)।

[১২৭৭] *প্রথম আলো*, 'রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসার পর তফসিল চায় এনসিপি', ৩ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/sfu5ovsske (৩ ডিসেম্বর ২০২৫) ।

[১২৭৮] *প্রথম আলো*, 'তফসিল ঘোষণা: জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ১২ ফেব্রুয়ারি', ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ https://www.prothomalo.com/politics/73o4xypi6p (১২ ডিসেম্বর ২০২৫) ।

[১২৭৯] *প্রথম আলো*, 'নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ: অনিশ্চয়তা দূর করার দায়িত্ব সরকারের', ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫, 15https://www.prothomalo.com/opinion/editorial/434ajqx2dg (২৮ ডিসেম্বর ২০২৫) ।

[১২৮০] *প্রথম আলো*, 'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে ৫১টি দল', ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/sy88b0g677 (৩০ ডিসেম্বর ২০২৫)

[১২৮১] *আমাদের সময়*, 'ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের জোট সমীকরণ: কে কার সঙ্গে, কে কোথায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে?', ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://image.amadershomoy.com/political/article/175979 (১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

নেতা-কর্মীর কাছে মনোনয়নপত্র বিক্রি, পরবর্তীতে ১২৫ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শীর্ষ পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের মতের বাইরে গিয়ে 'অল্প কিছু আসনের' জন্য জামায়াতের জোটে যাওয়াকে উক্ত নেতা-কর্মীগণ 'জাতির সাথে প্রতারণার শামিল' বলে উল্লেখ করেন। জামায়াতে ইসলামীর সাথে জোট গঠন এনসিপির নৈতিক অবস্থানকে দুর্বল করবে এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করে। এ ধরনের জোট এনসিপির বহু কর্মী, সমর্থক এবং বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মসহ নতুন ধারার রাজনীতিকে সমর্থন করা বহু সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ও হতাশা তৈরি করবে।[১২৮২] এসকল অভিযোগ এনসিপির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নেতা-কর্মী দল থেকে পদত্যাগ করেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে যে রাজনৈতিক স্বপ্ন, আশা আর পরিবর্তনের ভাষা তৈরি হয়েছিল, তার অন্যতম প্রতীক হয়ে উঠেছিল নতুন দল এনসিপি। পুরোনো রাজনীতির বৃত্ত ভাঙার প্রতিশ্রুতি, আদর্শিক সাহস আর তরুণ নেতৃত্ব– এই তিনটি বিষয় এনসিপিকে আলাদা করেছিল। বিশেষ করে তরুণ নারীদের দৃশ্যমান উপস্থিতি দলটিকে ভিন্ন এক রাজনৈতিক পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু জামায়াতের সঙ্গে আসন সমঝোতার সিদ্ধান্ত সেই পরিচয়কে গভীর সংকটে ফেলে দিয়েছে বলে উল্লেখ করেন।[১২৮৩] এছাড়া অন্যান্য কয়েকটি সম্ভাবনাময় রাজনৈতিক দলের এই দ্বিদলীয় জোটভুক্ত হওয়ার ফলে পুরোনো রাজনীতির বৃত্ত ভেঙে নতুন রাজনৈতিক শক্তির আত্মপ্রকাশ বা নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করছে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয় থাকা রাজনৈতিক দলগুলো রাষ্ট্র সংস্কার, নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠা, বৈষম্যের অবসান ইত্যাদি বিষয়ে বারবার তাদের অবস্থান ব্যক্ত করলেও দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন এবং জোট গঠনের ক্ষেত্রে দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। অনেক ক্ষেত্রে দলের প্রার্থীদের যোগ্যতা, জনপ্রিয়তা এবং দলের প্রতি অবদানের বিষয়গুলো বিবেচনা না করে অন্য দল থেকে সদ্য যোগদান করা ব্যক্তি, অর্থ ও পেশিশক্তির অধিকারী বিত্তশালী, দলে যোগ্য ও জনপ্রিয় প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও আসন সমঝোতার মাধ্যমে জোটের শরিকদের আসন ছেড়ে দেওয়া, কিছু ক্ষেত্রে ঋণখেলাপি হিসেবে অভিযুক্ত ও দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকা বিতর্কিত ব্যক্তিদের বিভিন্ন দল থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। এসব কারণে অভ্যন্তরীণ দলীয় কোন্দল, মনোনয়ন বঞ্চিতদের আন্দোলন, বিক্ষোভ, অবরোধ, সহিংসতা, অনেক ত্যাগী নেতা-কর্মীকে দল থেকে বহিষ্কার, পদত্যাগ, দলের মধ্যে ভাঙ্গন, বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করা ইত্যাদি দৃষ্টান্ত ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়।[১২৮৪]

নারী প্রার্থী মনোনয়ন: জুলাই জাতীয় সনদে প্রতিটি রাজনৈতিক দল কমপক্ষে পাঁচ শতাংশ নারীদের মনোনয়নের অঙ্গীকার করলেও নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ৫০টি দলের মধ্যে ৩০টি দলের একজনও নারী প্রার্থী ছিল না।[১২৮৫] জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ধর্মভিত্তিক দলগুলোসহ অন্যান্য কয়েকটি দল কোনো নারী প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়নি। নির্বাচন কমিশনের তথ্যমতে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৯৯ আসনে ২ হাজার ২৮ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করে। এরমধ্যে রাজনৈতিক দলের ১ হাজার ৭৫৫ জন প্রার্থী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ২৭৩ জন ছিল। এই প্রার্থীদের মধ্যে নারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ৮৩ (বিভিন্ন দলের ৬৩ জন এবং স্বতন্ত্র ২০ জন)। সার্বিকভাবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারী প্রার্থীর হার প্রায় ৪ শতাংশ। তবে দলীয় প্রার্থীদের মধ্যে নারী প্রার্থীর হার তুলনামূলক কম লক্ষ করা গেছে (প্রায় ৩.৫ শতাংশ) এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে এই হার তুলনামূলকভাবে একটু বেশি লক্ষ করা গেছে ৭.৩ শতাংশ।[১২৮৬] নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের মধ্যে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন মাত্র সাতজন। বিশেষজ্ঞদের মতে এবারের নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের অংশগ্রহণ ও জয়লাভের হার স্বাধীনতার পর থেকে অনুষ্ঠিত সব নির্বাচনের তুলনায় সর্বনিম্ন। এটা রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ কমে যাওয়ার উদহারণ।[১২৮৭]

নির্বাচনী আচরণ অনুসরণ: কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতনের পর জনগণের প্রত্যাশা ছিল ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পূর্ণ রূপে অবাধ, সুষ্ঠু ও প্রতিযোগিতামূলক হবে। এবং অন্তর্বর্তী সরকারও অঙ্গীকার করে যে আগামী জাতীয় নির্বাচন দেশের ইতিহাসের সর্বকালের সেরা নির্বাচন হবে।[১২৮৮] নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর প্রথম দিকে তুলনামূলক সুস্থ প্রতিযোগিতার লক্ষণ দেখা গেলেও পরবর্তীতে কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের নির্বাচনী কার্যক্রমের পুরাতন রাজনৈতিক চর্চা তথা নির্বাচনে দল ও জোটের মধ্যে সংঘাত, দলীয় কোন্দল, ক্ষমতার জন্য অসুস্থ প্রতিযোগিতা এবং সহিংসতা লক্ষ করা গেছে যা নির্বাচন-পরবর্তী সময়েও অব্যাহত ছিল। পূর্বের নির্বাচনী চর্চা অনুসরণ করে রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীরা নির্বাচনে অর্থ, ধর্ম ও পেশী, পুরুষতান্ত্রিক ও গরিষ্ঠতান্ত্রিক

[১২৮২] *বিবিসি বাংলা*, 'জামায়াতের সঙ্গে জোট চান না এনসিপির ৩০ নেতা, নাহিদ ইসলামকে স্মারকলিপি', ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/live/cz0nk78jk18t (২৭ ডিসেম্বর ২০২৫)

[১২৮৩] সিরাজুল ইসলাম, 'জামায়াত জোটে এনসিপি: আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের রাজনৈতিক পাঠ', *বাংলা নিউজ টোয়েন্টি ফোর*, ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ https://www.banglanews24.com/opinion/news/bd/1629394.details, (২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫)

[১২৮৪] মোঃ মাহ্‌ফুজুল হক ও অন্যান্য, 'প্রাক-নির্বাচন এবং গণভোট পরিস্থিতি: টিআইবি'র পর্যবেক্ষণ', *টিআইবি*, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.ti-bangladesh.org/en/articles/research/7430 (৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) ।

[১২৮৫] *সমকাল*, 'রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ কমছে', ৮ মার্চ ২০২৬, https://samakal.com/politics/article/341883 (৮ মার্চ ২০২৬); *প্রথম আলো*, 'নারী প্রার্থীদের অধিকাংশই উচ্চশিক্ষিত, কর্মজীবী ৬৭%', ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/politics/siyiyoxm54 (৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১২৮৬] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'সংসদ নির্বাচন: ৭০ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে ৬০টি আসনে', ৬ মার্চ ২০২৬, https://www.banglatribune.com/national/936607 (৬ মার্চ ২০২৬)।

[১২৮৭] *সমকাল*, ' রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ কমছে', *প্রাগুক্ত*।

[১২৮৮] *ডেইলি স্টার বাংলা*, 'আগামী নির্বাচন হবে দেশের ইতিহাসের সর্বকালের সেরা: প্রধান উপদেষ্টা', ১২ জানুয়ারি ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-642841 (১২ জানুয়ারি ২০২৫)।

শক্তির ব্যবহার অব্যাহত রাখে। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী আচরণবিধি মান্য করার অঙ্গীকার করলেও প্রধান প্রধান দলগুলো সেই অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারেনি। নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালনে রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের নির্বাচন কমিশনকে অসহযোগিতার মনোভাবও লক্ষ করা গেছে। প্রায় সকল প্রার্থীই কোনো না কোনো নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘন করে। নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘন ও অনিয়মগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, ভোটারদের হুমকি দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া, ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়া, নির্দিষ্ট প্রতীকে ভোট দিতে বাধ্য করা, জাল ভোট বা এক জনের ভোট আরেকজন দিয়ে দেওয়া, ভোট গ্রহণের আগেই ব্যালটে সিল মারা, বুথ দখল ইত্যাদি।

রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের অনেকের ক্ষেত্রে সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিতের মূল্যবোধের পরিপন্থী আচরণ দৃশ্যমান হয়েছে। নির্বাচনে অধিকাংশ প্রার্থী তাদের নির্ধারিত ব্যয়ের সীমা অতিক্রম করে। বিশেষ করে বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টি, এনসিপি এবং কয়েকজন স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে এই চর্চা অধিক হারে লক্ষ করা গেছে। নির্বাচনী ব্যয় সীমা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ একটি দলের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩২৮ শতাংশ বেশি ব্যয় করার ঘটনাও লক্ষ করা গেছে। তবে সার্বিকভাবে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য মাত্রায় সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক, প্রতিযোগিতামূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়েছে।[১২৮৯] ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করে। নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত গেজেটে ২৯৭ সংসদীয় আসনের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নেতৃত্বাধীন জোট সংসদ নির্বাচনে ২১২টি আসনে জয় পেয়েছে। বাংলাদেশ জামায়াত জোট পেয়েছে ৭৭টি আসন এবং স্বতন্ত্র ও অন্যান্য দল ৮টি আসন পেয়েছে। নির্বাচনে দলগতভাবে বিএনপি সবচেয়ে বেশি ২০৯টি আসনে বিজয়ী হয়। এছাড়া জামায়াতে ইসলামী ৬৮টি, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ছয়টি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস দুইটি, ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ, গণঅধিকার পরিষদ, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) ও গণসংহতি আন্দোলন একটি করে আসনে বিজয়ী হয়। এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সাতটি আসনে বিজয়ী হয়।[১২৯০] তবে নির্বাচনে ভোট গণনায় কারচুপি ও ইঞ্জিনিয়ারিং করে অনেক প্রার্থীকে হারানো হয়েছে বলে জামায়াত ও বিএনপি জোট নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ করে এবং উক্ত আসনগুলোতে ভোট পুনঃগণনার দাবি করে।[১২৯১]

রাষ্ট্র/সরকার পরিচালনা: রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর বিএনপি, জামায়াত, গণতন্ত্র মঞ্চ, সিপিবি, বাসদ, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল, এবি পার্টি, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) ও গণ অধিকার পরিষদসহ সকল দল অন্তর্বর্তী সরকারকে রাষ্ট্র সংস্কারে সময় দেওয়া ও সব ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার আশ্বাস দেয়।[১২৯২] তবে একজন উপদেষ্টা দাবি করেন, রাজনৈতিক দলগুলো ডিসেম্বর ২০২৪-এর পর অন্তর্বর্তী সরকারের সহযোগী ভূমিকায় নেই। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারের ক্ষমতার অনেকগুলো ভরকেন্দ্র রয়েছে বলে জানানো হয়। সব কিছুর দায় সরকারের ওপর দেওয়া হয়, যদিও কাজ করে ক্ষমতার অন্যান্য ভরকেন্দ্রগুলো। এই ভরকেন্দ্র বলতে রাজনৈতিক দলগুলোকে ইঙ্গিত করা হয়। যারা প্রশাসন, বিচারবিভাগ, পুলিশে প্রভাব বিস্তার করেছে বলে অভিযোগ করা হয়। এই জোড়াতালি পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক রূপান্তর বা নতুন নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত সম্ভব নয় বলে জনানো হয়।[১২৯৩] এমনকি ঢাকায় প্রতিদিন সড়ক আটকে আন্দোলন, সংস্কারসহ বিভিন্ন বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য না হওয়া, রাষ্ট্রীয় কাজে নানা পক্ষের অসহযোগিতা, রাজনৈতিক দলগুলোর দ্রুত নির্বাচনের তাড়া দেওয়া, সংস্কার এবং রাষ্ট্রীয় কাজ করতে না পারা ইত্যাদি প্রসঙ্গ উপস্থাপন করে প্রধান উপদেষ্টা পদত্যাগের হুমকি দেন।[১২৯৪]

রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে দলীয় আধিপত্য বিস্তার: অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ না দিয়ে বিএনপি, জামায়াত ও বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীদের মধ্যেকার নেতৃত্বস্থানীয় কয়েকজনের প্রভাবে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুগত ব্যক্তিদের নিয়োগ প্রদান করা হয়।[১২৯৫] চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সাথে আলোচনায় কয়েকজন ছাত্রনেতার উক্তি, 'আপনি উপাচার্য পদে নিজ যোগ্যতায় বসেননি,

---

[১২৮৯] মোঃ মাহফুজুল হক ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*।

[১২৯০] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'সংসদ নির্বাচন: ৭০ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে ৬০টি আসনে', ৬ মার্চ ২০২৬, https://www.banglatribune.com/national/936607 (৬ মার্চ ২০২৬); *সমকাল*, 'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিএনপি-জামায়াত ভোটের ব্যবধান ১ কোটি ৩৬ লাখ', ৬ মার্চ ২০২৬ https://samakal.com/bangladesh/article/34159৫৬ (৬ মার্চ ২০২৬)।

[১২৯১] *যুগান্তর*, 'ইসিতে জামায়াত ৩২ আসনে ভোট পুনর্গণনার দাবি', ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.jugantor.com/todays-paper/1066404 (১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১২৯২] *প্রথম আলো*, 'সরকারকে পূর্ণ সহায়তার আশ্বাস বিএনপিসহ বিভিন্ন দলের', ১৩ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/kbgwypwdvq (১৫ জুলাই ২০২৫)।

[১২৯৩] *ইত্তেফাক*, 'রাজনৈতিক দলগুলো ডিসেম্বরের পর সরকারের সহযোগী ভূমিকায় নেই: উপদেষ্টা মাহফুজ', ৮ মে ২০২৫ https://www.ittefaq.com.bd/730880 (১ আগস্ট ২০২৫)।

[১২৯৪] *প্রথম আলো*, 'প্রধান উপদেষ্টা হতাশ-ক্ষুব্ধ, 'পদত্যাগ' নিয়ে আলোচনা', ২৩ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/h4zh6mms4e (১৪ জুলাই ২০২৫)।

[১২৯৫] *ইনকিলাব*, 'ফ্যাসিস্টদের সরিয়ে শিক্ষা প্রশাসন জামায়াতিকরণ, সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্কের ঝড়', ২৬ জানুয়ারি ২০২৫, https://dailyinqilab.com/national/news/726198 (২৬ জুলাই ২০২৫)।

আপনাকে আমরা বসিয়েছি, আপনি আমাদের কথা শুনতে বাধ্য'।[১২৯৬] অন্তর্বর্তী সরকার শপথ নেওয়ার পর পরই বিএনপি-জামায়াত প্রশাসন ও বিচার বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে দলীয় সমর্থকদের বসিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।[১২৯৭] প্রধান উপদেষ্টার একজন বিশেষ সহকারীর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, সরকার মনে করেন, প্রশাসন, পুলিশ এবং নির্বাচন কমিশনের ওপর সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই, সব জায়গায় বিএনপিপন্থীরা রয়েছেন - এ পরিস্থিতিতে সুষ্ঠু নির্বাচন করা অসম্ভব।[১২৯৮] কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতনের পর রাজনীতিমুক্ত শিক্ষাঙ্গন ও লেজুরবৃত্তিক ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার কথা বলা হলেও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিএনপি, জামায়াত, এনসিপিসহ সকল রাজনৈতিক দলের ভ্রাতৃপ্রতিম রাজনৈতিক মতাদর্শের ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের কার্যক্রম বৃদ্ধি করে, এবং এর মধ্যে কয়েকটি দল নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে কোনো স্বচ্ছ গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়া বা মানদণ্ড অনুসরণ না করে সচিবালয় থেকে শুরু করে সরকারি বা রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতিতে কয়েকটি দলের বিশেষত দুইটি দলের প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে পুলিশ ও প্রশাসনে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক মতাদর্শের কর্মকর্তাদের প্রভাবও অনেক ক্ষেত্রে অব্যাহত থাকার অভিযোগ উত্থাপিত হয়।[১২৯৯]

অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর রাজনৈতিক দলের প্রভাব ও পক্ষপাতের অভিযোগ: বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী আন্দোলনের একটি অংশ থেকে এনসিপি দল প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বিএনপিসহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল মনে করে ছাত্রদের মধ্যে থাকা তিনজন উপদেষ্টার একজন পদত্যাগ করে এনসিপি'র নেতৃত্ব গ্রহণ করলেও দুইজন ছাত্র এখনো উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখে। এক্ষেত্রে সরকারে থাকা দুই ছাত্র উপদেষ্টার নিরপেক্ষতা নিয়ে বিএনপি'র প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং তাঁদের পদত্যাগ দাবি করে। বিশেষ করে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও প্রশাসক নিয়োগ নিয়ে একজন ছাত্র উপদেষ্টার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। অপরদিকে এনসিপির পক্ষ থেকে বিএনপির প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে সরকারের তিন উপদেষ্টা ও নির্বাচন কমিশনারদে পদত্যাগ চাওয়া হয়।

সরকার ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এনসিপি গঠিত হয়েছে বলে বিএনপি ও গণঅধিকার পরিষদ অভিযোগ করে এবং এনসিপিকে 'কিংস পার্টি' হিসেবে অভিহিত করে।[১৩০০] এছাড়া এনসিপির জনসমাবেশে প্রশাসনের সহযোগিতা এবং সমাবেশে যোগ দিতে সমর্থকদের গাড়ী বরাদ্দের বিষয়টিও প্রশ্নবিদ্ধ হয়।[১৩০১] কয়েকটি দলের অভিযোগ সরকারের ভেতর নানা বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে ছাত্র নেতাদের পছন্দমতো লোক বসানো হয়েছে। সরকারে তাদের প্রভাব অন্যদের তুলনায় বেশি আছে- মূলত তারাই সরকার চালাচ্ছে।[১৩০২] প্রধান উপদেষ্টা তার একটি ভাষণে বলেন, 'ছাত্ররা সরকারের নিয়োগকর্তা এবং তারা যতদিন চাইবে ততদিন থাকবেন' - এই ভাষণের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের একটা 'সুপিরিয়র' জায়গায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছে বলে কয়েকটি দল মনে করে। অনেক ক্ষেত্রে সরকার পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে বলেও অভিযোগ করা হয়। যেমন, এনসিপির আহবানে যমুনা ঘেরাও করতে গেলে পুলিশ সহনশীল আচরণ করলেও অন্যদের ক্ষেত্রে মারমুখী আচরণ করতে দেখা যায়।[১৩০৩] এছাড়া জামায়াতে ইসলামীর সমাবেশে দলীয় নেতা-কর্মীদের যতায়াতের জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ের চারটি ট্রেইন বরাদ্দ দেওয়া নিয়ে সমালোচনা ও বিতর্ক হয়। যদিও রেলপথ মন্ত্রণালয় থেকে ভাড়ার বিনিময়ে এই বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানানো হয়।

সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমে বিপরীতমুখী অবস্থান গ্রহণ ও চাপ প্রয়োগ: অন্তর্বর্তী সরকারের কয়েকটি সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক দলগুলোর দিক থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। এই সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে রয়েছে - চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবস্থাপনা বিদেশীদের হাতে দেওয়া, রাখাইনে মানবিক করিডোর স্থাপন করা, কাতারকে বাংলাদেশে সামরিক সরঞ্জাম তৈরির কারখানা করতে আহ্বান এবং সেন্ট মার্টিনে পর্যটক বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে অস্বচ্ছতা। সরকারের এসব সিদ্ধান্ত নিয়ে বিএনপি, সিপিবি, বাম জোটের কয়েকটি দল সমালোচনা করে এবং কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করে। তাদের মতে, এই বিষয়গুলোর সঙ্গে দেশের নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন জড়িত।

[১২৯৬] *প্রথম আলো*, 'উপাচার্যকে শিক্ষার্থীরা বললেন, 'আপনাকে আমরা বসিয়েছি, নিজের যোগ্যতায় আসেননি', ৫ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/xs0y4k26dk (৫ জুলাই ২০২৫)।

[১২৯৭] *ঢাকা টাইমস*, 'বিএনপিকে জামায়াত আমিরের কটাক্ষ', ৭ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.dhakatimes24.com/2025/01/07/376558 (১৫ জুলাই ২০২৫)।

[১২৯৮] *সমকাল*, 'বিভিন্ন দল নিজেদের মতো তৎপর, উপদেষ্টারা চুপ', ২৪ মে ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh/article/297124/ (১৭ জুলাই ২০২৫)।

[১২৯৯] *কালের কণ্ঠ*, 'চাকরিচ্যুতি ও বদলি আতঙ্কে দলবাজ কর্মকর্তারা', ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.kalerkantho.com/print-edition/last-page/2026/02/15/1648394, (১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬); *বণিক বার্তা*, 'গণ-অভ্যুত্থানে সবচেয়ে সুবিধাভোগী প্রশাসন ক্যাডারের ৮২ ব্যাচ', ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, https://www.bonikbarta.com/bangladesh/beHSoQShimkFSX6Z (১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)।

[১৩০০] *বিবিসি বাংলা*, 'জাতীয় নাগরিক পার্টিকে 'কিংস পার্টি' বলা হচ্ছে কেন?', ৯ মার্চ ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/cvg14qn9q98o (১৫ জুলাই ২০২৫) ।

[১৩০১] *প্রাগুক্ত*।

[১৩০২] *প্রাগুক্ত*।

[১৩০৩] *বিডিনিউজ২৪ডটকম*, 'আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের দাবিতে যমুনার সামনে অবস্থান', ৮ মে ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/politics/c8034443c1d7 (৩০ জুলাই ২০২৫) ।

কিন্তু সরকার এর কোনো বিষয়ই পরিষ্কার করেনি বলে এতে আরও সন্দেহ তৈরি হয়েছে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের আছে কিনা সে বিষয় নিয়েও প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়।[১৩০৪]

২০২০ সালে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচন নিয়ে দায়ের করা মামলায় আদালত বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনকে মেয়র ঘোষণা করে। আদালতের রায় অনুসারে নির্বাচন কমিশনের গেজেট প্রকাশ করা হয়। গেজেট প্রকাশের ক্ষেত্রে আইন মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ না নেওয়া, মেয়রকে শপথ না পড়ানো, প্রশাসক নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেন ও স্থানীয় সরকার উপদেষ্টার মধ্যে বিতর্ক তৈরি হয়। এই ইস্যুকে কেন্দ্র বিএনপি ও এনসিপি তাদের শক্তি প্রদর্শন করতে থাকে। শপথ না পড়েই সিটি কর্পোরেশন অবরোধ করে মেয়রের দায়িত্ব পালন এবং দীর্ঘদিন ধরে সিটি কর্পোরেশন অবরোধ করে রাখা হয়। অন্যদিকে এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের অবস্থান নিয়ে কমিশনের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করে এনসিপি। একদিকে বিএনপির পক্ষ থেকে স্থানীয় সরকার উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবি করা অন্যদিকে পক্ষপাতের অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠনের দাবি করে এনসিপি।[১৩০৫] তবে বিশ্লেষকদের মতে ইশরাক হোসেনের মেয়র পদের ইস্যুকে জাতীয় ইস্যুতে পরিণত করে বিএনপি শক্তি প্রদর্শন করার চেষ্টা করছে। অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দলটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ দাবির মাধ্যমে সরকারকে চাপে রাখার কৌশল হিসেবে তারা এই আন্দোলন করছে বলে অভিযোগ রয়েছে।[১৩০৬]

ঢাকায় তিন বছরের জন্য জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের একটি মিশন স্থাপনের বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের অনুমোদনের বিরুদ্ধে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশসহ কয়েকটি ইসলামী দল তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায় এবং কার্যালয় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত না হতে দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়।[১৩০৭]

চলমান সংস্কার ও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের সমালোচনা করে বিএনপির একজন নেতা বলেন রাজনৈতিক সংস্কৃতি না বদলালে শত সংস্কার করেও কোনো লাভ হবে না। ঢাকা শহরে ১০ জন বিজ্ঞ ব্যক্তি বসে মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে না। তাদের সেই দায়িত্ব কেউ দেয়নি। কোনো কমিশনই মানুষের মনের ভাষা বোঝে না। তিনি দ্রুত নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবি জানান।[১৩০৮]

২০২৫ সালের ১৫ জানুয়ারির মধ্যে 'জুলাই বিপ্লব ঘোষণাপত্র' জারির দাবিতে সরকারকে আলটিমেটাম দেয় বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী আন্দোলন। রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে 'মার্চ ফর ইউনিটি' কর্মসূচিতে এ আলটিমেটাম দেওয়া হয়। একই সাথে গণহত্যার দায়ে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনার বিচার, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবারের সদস্য এবং আহত ও তাদের পরিবারের নিরাপত্তা, রাষ্ট্র সংস্কার, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের দাবি জানানো হয়। এছাড়া বিদ্যমান সংবিধান বাতিল করে নতুনভাবে প্রণয়নেরও দাবি জানানো হয়। ফ্যাসিবাদের দায়ে আওয়ামী লীগের বিচারের আগে নির্বাচন নয় বলেও মন্তব্য করা হয়।[১৩০৯]

সাবেক পতিত সরকারের প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ নিয়ে করা রাষ্ট্রপতির বক্তব্য ও সেই প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়। বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী আন্দোলনসহ বেশ কয়েকটি দল রাষ্ট্রপতির অপসারণ নিয়ে একমত হলেও সাংবিধানিক সংকট তৈরি হওয়ার আশঙ্কায় বিএনপি দ্বিমত পোষণ করে। এবং এক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামী সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করে।[১৩১০]

রাজনৈতিক দলের আইন-শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজে সম্পৃক্ততা: কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন পরবর্তী সময় থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিশেষ করে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি, বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী আন্দোলন, গণঅধিকার পরিষদ ইত্যাদি দল ও এর অঙ্গ সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সংঘাত, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, হামলা, হত্যাকাণ্ড, অভ্যন্তরীণ কোন্দল ইত্যাদির অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া কয়েকটি দলের বিরুদ্ধে দখল-চাঁদাবাজি, উদ্দেশ্যমূলক মামলা প্রদান ইত্যাদির অভিযোগ পাওয়া যায়। দল থেকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কিছু ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও এই ঘটনাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি।

[১৩০৪] *ইত্তেফাক*, 'বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের 'সিদ্ধান্তের সীমা' নিয়ে বিতর্ক', ১৮ মে ২০২৫, https://www.ittefaq.com.bd/732369/ (১৫ জুলাই ২০২৫)।

[১৩০৫] *বিবিসি বাংলা*, 'এনসিপি-বিএনপি বাকযুদ্ধ, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব কি বাড়ছে?', ২১ মে ২০২৫ https://www.bbc.com/bengali/articles/cdedd4kw7l8o (২১ মে ২০২৫)।

[১৩০৬] *বাংলা নিউজ ২৪*, 'বিএনপি-জামায়াত-এনসিপির দ্বন্দ্বে নতুন সমীকরণে রাজনীতি', ২৩ মে ২০২৫, https://www.banglanews24.com/banglanews-special/news/bd/1523601.details (২৩ মে ২০২৫)।

[১৩০৭] *প্রথম আলো*, 'ঢাকায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে দেব না: মামুনুল হক', ১১ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/politics/8lwqht81gy (১১ জুলাই ২০২৫)।

[১৩০৮] *প্রথম আলো*, 'ঢাকায় বসে ১০ জন বিজ্ঞ ব্যক্তি মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে না: আমীর খসরু', ১৩ জুলাই ২০২৫ https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/kpd97ubxm6 (১৩ জুলাই ২০২৫)।

[১৩০৯] *যুগান্তর*, '১৫ জানুয়ারির মধ্যে 'জুলাই ঘোষণা'র আলটিমেটাম', ১ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.jugantor.com/tp-firstpage/897647 (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[১৩১০] *যুগান্তর*, 'রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের বিষয়ে যা বলছে বিএনপি ও জামায়াত', ২৩ অক্টোবর ২০২৪, https://www.jugantor.com/national/868925 (৩০ জুলাই ২০২৫)।

এছাড়া এই সময়ে কয়েকটি ধর্মভিত্তিক দলের সম্পৃক্ততায় মাজার ভাঙা, নারীদের রাস্তাঘাটে হেনস্তা করা, মেলা-ওরস-গান-নাটকের প্রোগ্রাম বন্ধ করা, পাঠাগারে হামলা, বিভিন্ন সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর হামলার ঘটনা লক্ষ করা গেছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারের শক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে।[১৩১১]

রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মীদের আইন-শৃঙ্খলা পরিপন্থী এসব কাজের মধ্যে রয়েছে[১৩১২] -

- আওয়ামী লীগের দখলে থাকা বিভিন্ন স্থানে হাট-বাজার, বাস ও লঞ্চ টার্মিনাল, বালুমহাল এবং সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনা জোরপূর্বক দখল করা। একটি গণমাধ্যমের সংবাদে দেখা যায় ঢাকা শহরের ৫৩টি পরিবহন টার্মিনাল ও স্ট্যান্ড থেকে প্রতিদিন ২ কোটি ২১ লাখ টাকা চাঁদাবাজি করা হয়। প্রতি মাসে এটি ৬৬ কোটি ৩০ লাখ টাকা, আবার কখনো তা বেড়ে ৮০ কোটি টাকা পর্যন্ত পৌঁছায়। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর স্থানীয় প্রভাবশালী এবং রাজনৈতিক দলের নেতারা, বিশেষ করে বিএনপির সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা এই চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত হয় বলে অভিযোগ করা হয়। সিলেটে বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাদের কোয়ারি ও নদ-নদীগুলোতে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ এবং হাজার হাজার শ্রমিক দিয়ে ১০ মাসে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকার পাথর লুট করা হয়। তবে এই এলাকাকে প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) হিসেবে ঘোষণা করা এবং পাথর উত্তোলন বন্ধ করায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক উপদেষ্টা এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদবিষয়ক উপদেষ্টার গাড়িবহর আটকে আন্দোলন করা হয়। এই আন্দোলনে জামায়াত ও এনসিপির নেতাদেরও সম্পৃক্ততা ছিল।[১৩১৩]
- বিভিন্ন স্থানে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি বা পুকুর দখল করে সেখানে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ পাওয়া গেছে। সিরাজগঞ্জে সরকারি অফিস 'দখল করে' জামায়াতের কার্যালয় স্থাপন করার ঘটনা লক্ষ করা যায়।[১৩১৪]
- বিভিন্ন এলাকার ইটভাটা, নৌঘাট, ফুটপাত, মাছ বাজার, ব্যবসায়ী, দোকানদার ও পরিবহন শ্রমিকদের কাছ থেকে জোরপূর্বক চাঁদা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে।
- সরকারি দপ্তরগুলোতে বিভিন্ন কাজে প্রভাব খাটানো এবং তদবিরের মাধ্যমে টাকা নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।
- পোশাক কারখানাসহ বিভিন্ন শিল্প-কারখানা থেকে চাঁদা আদায়ের অভিযোগও পাওয়া গেছে।
- মিথ্যা মামলা ও নানা ধরনের হুমকি-ধমকি দিয়ে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ এসেছে। গুলশানে সাবেক এক এমপির বাসায় সমন্বয়ক পরিচয়ে ৫০ লাখ টাকা চাঁদা দাবির ঘটনা ঘটে। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির কাছে দুই কোটি টাকার চাঁদার চেক উদ্ধার করা। সমালোচনার মুখে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কমিটি ব্যতীত সব কমিটি স্থগিত ঘোষণা করা হয়। দিনাজপুরের পার্বতীপুরে ট্রাক আটক করে চাঁদাবাজির অভিযোগে এনসিপির এক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়।[১৩১৫]
- চুরি, ছিনতাই ও অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডেও দুই-একটি দলের কর্মীদের সম্পৃক্ততা লক্ষ করা গেছে।

রাজনৈতিক সহিংসতা ও অভ্যন্তরীণ দলীয় কোন্দল: আইন ও সালিশ কেন্দ্রের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, আগস্ট ২০২৪ থেকে জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ১৮ মাসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে মোট ৬৭৫টি রাজনৈতিক সহিংসতা সংঘটিত হয়। এসকল সহিংসতা কখনও নিজ দলের মধ্যে বা দলের অন্য কোনো অঙ্গ সংগঠনের মধ্যে অথবা অন্য দলের সাথে সংঘটিত হয়েছে। রাজনৈতিক সহিংসতার এসব ঘটনায় এই ১৮ মাসে মোট ৭,৬৯৮ জন দলীয় কর্মী আহত হয় এবং ১৬৯ জন রাজনৈতিক কর্মী নিহত হয়। অভ্যন্তরীণ কোন্দলের অধিকাংশ বিএনপি বা এর অঙ্গসংগঠনের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। মোট ৬৭৫টি রাজনৈতিক সহিসংসতার মধ্যে বিএনপি বা এর অঙ্গ সংগঠন ৬১৭টি ঘটনায় সম্পৃক্ত ছিল যা মোট সংঘটিত সংঘাতের ৯১.৪ শতাংশ। এছাড়া আওয়ামীলীগের সম্পৃক্ততা ছিল ১২৫টি ঘটনায় (১৮.৫ শতাংশ), জামায়াতে ইসলামীর সম্পৃক্ততা ছিল ৮০টি ঘটনায় (১১.৯ শতাংশ), এনসিপি এবং বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী আন্দোলন যথাক্রমে ১২টি (১.৮ শতাংশ) এবং ১৩টি সহিংস ঘটনায় (১.৯ শতাংশ) এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল ১৭টি ঘটনায় (২.৫ শতাংশ) সম্পৃক্ত ছিল (সারণি ৭)।

[১৩১১] *প্রথম আলো*, 'অন্তর্বর্তী সরকার কতটা সবার হতে পারছে', ২৬ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/opinion/column/vp66tvzqg1 (২৬ মে ২০২৫); *প্রথম আলো*, 'ধর্মবিরোধী' অভিযোগ তুলে পাঠাগার থেকে নজরুল, রবীন্দ্রনাথদের বই নিয়ে গেলেন একদল যুবক, ২৬ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/apyl3uc24o (২৬ এপ্রিল ২০২৫)।

[১৩১২] *যুগান্তর*, 'চট্টগ্রামে বেপরোয়া নেতারা ৫ মাসে বহিষ্কার ৩১', ২১ জানুয়ারি ২০২৫, https://www.jugantor.com/tp-lastpage/906246 (১৫ জুন ২০২৫); *ডেইলি স্টার*, 'ঢাকায় পরিবহন থেকে প্রতিদিন ২ কোটি ২১ লাখ টাকা চাঁদাবাজি', ৯ মার্চ ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-657026 (৯ মার্চ ২০২৫); *ডয়েচে ভেলে*, 'রাজনৈতিক দখল, আধিপত্য ঘিরে বাংলাদেশে বাড়ছে সংঘাত-সংঘর্ষ', ১৩ এপ্রিল ২০২৫ https://www.dw.com/bn/ (১৭ জুলাই ২০২৫); *বিবিসি বাংলা*, 'জুলাই অভ্যুত্থানের নামে চাঁদাবাজি ও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ, কীভাবে এই পরিস্থিতি তৈরি হলো?', ২৯ জুলাই ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c3dpevkrmyeo (২৯ জুলাই ২০২৫); *যুগান্তর*, 'বিএনপির সাইনবোর্ডে' চাঁদাবাজির নিয়ন্ত্রণ ও দখলের অভিযোগ, ১৬ আগস্ট ২০২৪, https://www.jugantor.com/bnp/838702 (১৫ জুলাই ২০২৫)।

[১৩১৩] *প্রথম আলো*, 'সিলেটে প্রকাশ্যেই পাথর লুট, নেপথ্যে বিএনপি নেতারা, প্রশাসন নির্বিকার', ১৮ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/csxmh6zcyd (১৯ জুন ২০২৫)।

[১৩১৪] *বিডি নিউজ ২৪.কম*, সিরাজগঞ্জে সরকারি অফিস 'দখল করে' জামায়াতের কার্যালয়, ১৪ জুলাই ২০২৫, https://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/65c8a304f001 (১৪ জুলাই ২০২৫)।

[১৩১৫] *সমকাল*, চাঁদাবাজির অভিযোগে এনসিপি নেতা গ্রেপ্তার, ৩০ মে ২০২৫, https://samakal.com/whole-country/article/298237/ (৩০ মে ২০২৫) ।

এসব সংঘাতের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার, নির্বাচনী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, দখল, চাঁদাবাজি ইত্যাদি ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে বা নিজ দলের মধ্যে অন্তর্কোন্দল সংঘটিত হয়।[১৩১৬]

সারণি ৭: রাজনৈতিক সংঘাত ও রাজনৈতিক দলের সম্পৃক্ততা

বছর	মাস	মোট রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা	অন্য দল ও নিজ দলের মধ্যে সংঘটিত সহিংসতায় দলের সম্পৃক্ততা						মোট আহত	মোট নিহত
			বিএনপি	আওয়ামী লীগ	জামায়াত	এনসিপি	অন্যান্য দল	বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন		
২০২৪	আগস্ট	২৫	২৪	৬	-	-	-	-	২০৮	১৫
	সেপ্টেম্বর	৫২	৪৮	২০	-	-	-	২	৮৫৬	১৬
	অক্টোবর	৩৮	৩৮	১১	১	-	-	-	৩৬০	৪
	নভেম্বর	৩৪	৩১	৭	১	-	-	২	৪০৮	৯
	ডিসেম্বর	৫২	৫০	১০	১	-	-	-	৫৮৭	১২
২০২৫	জানুয়ারি	৫৮	৫১	৯	৩	-	-	৪	৬৫০	৮
	ফেব্রুয়ারি	৪৬	৪২	১০	১	-	-	১	৫৪১	৮
	মার্চ	৭১	৬৬	১০	৮	২	-	২	৬৪২	২০
	এপ্রিল	৪৯	৪৪	১৪	৫	২	-	-	৫৩৮	১০
	মে	১৯	১৬	৬	১	-	-	১	১০২	৯
	জুন	২৭	২৫	৩	২	-	৩	-	২৯৭	১০
	জুলাই	১৮	১৫	২	৪	২	-		৩৭২	৮
	আগস্ট	২২	১৮	৫	৩	-	২		২১৩	৬
	সেপ্টেম্বর	১৩	১২	৩	১	-	২		১২৪	৫
	অক্টোবর	২৮	২৪	৩	৪	১	২		৩৫৬	৬
	নভেম্বর	৩০	৩০	১	৩	-	২		৫৬০	৮
	ডিসেম্বর	১৮	১৬	৪	৮	-	১		২৬৮	৪
২০২৬	জানুয়ারি	৭৫	৬৭	১	৩৪	৫	৫		৬১৬	১১
মোট		**৬৭৫**	**৬১৭**	**১২৫**	**৮০**	**১২**	**১৭**	**১২**	**৭৬৯৮**	**১৬৯**
মোট সহিংসতামূলক ঘটনায় বিভিন্ন দলের সম্পৃক্ততার হার			৯১.৪	১৮.৫	১১.৯	১.৮	২.৫	১.৯		

** একই সহিংতার ঘটনায় একাধিক দল সম্পৃক্ত থাকার কারণে দলগুলোর সম্পৃক্ততা হিসাবের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে গণনা করা হয়েছে*
তথ্যসূত্র: *আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কিত পরিসংখ্যান থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ*

কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন পরবর্তী সময়ে দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হয়। এই সময়ে বেশ কয়েকজন শীর্ষ সন্ত্রাসী কারাগার থেকে মুক্ত হয়। রাজধানীসহ সারা বাংলাদেশে আধিপত্য বিস্তার, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, মাদক পাচার ও অস্ত্র চোরাচালানসহ অপরাধ জগত নিয়ন্ত্রণে মরিয়া হয়ে উঠে এসব শীর্ষ সন্ত্রাসীরা। এছাড়া 'আন্ডারওয়ার্ল্ডের' 'টার্গেট কিলার' গ্রুপগুলোও সক্রিয় হয়ে ওঠে। বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা-কর্মী এধরনের 'টার্গেট কিলিং'-এর শিকার হয়। নির্বাচনের আগে পেশিশক্তি হিসেবে ব্যবহারের জন্য কিছু রাজনৈতিক নেতা এসব অপরাধী চক্রকে সহায়তা ও প্রশ্রয় দিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠে আসে।[১৩১৭]

রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন ধরনের আইন-শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজে সম্পৃক্ত হয়ে পড়লেও এসব ক্ষেত্রে দলগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর ছিল না। অল্প কিছু ক্ষেত্রে দলগুলো অভিযুক্ত নেতা-কর্মীদের বহিষ্কার ও সদস্যপদ স্থগিতের মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও এসব নিয়ন্ত্রণে কর্মীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়নি।

'মব ভায়োলেন্স' বা দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলা: অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে বাংলাদেশে 'মব ভায়োলেন্স' বা দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলার ঘটনা ব্যাপকভাবে লক্ষ করা গেছে। মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী, কেবল ২০২৫ সালেই বাংলাদেশে ৪৬০ জনকে 'মব জাস্টিস'

[১৩১৬] আইন ও সালিশ কেন্দ্র, মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান, https://www.askbd.org/ask/statistics-on-human-rights-violations/ (১২ মার্চ ২০২৬)। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের আগস্ট ২০২৪ থেকে জানুয়ারি ২০২৬ সময়ে বিভিন্ন মাসের প্রতিবেদন থেকে এসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।

[১৩১৭] *ডেইলি স্টার বাংলা*, 'নির্বাচনের আগে সক্রিয় 'আন্ডারওয়ার্ল্ড', ২৬ নভেম্বর ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news-714531 (২৬ নভেম্বর ২০২৫)

এবং 'ম্যাস বিটিং' এর মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে।[১৩১৮] আইন ও সালিস কেন্দ্রের তথ্যানুযায়ী, অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত সময়ে কমপক্ষে ২৯৩ জন নাগরিক মব সন্ত্রাসের শিকার হয়ে নিহত হয়েছেন। মব সন্ত্রাস করে নারী, পুরুষ, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক অনেক মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এ ছাড়াও মুক্তিযোদ্ধা, বাউল সম্প্রদায়ের মানুষসহ অনেক মানুষকে হেনস্তা করা হয়েছে, মারধর, জুতার মালা পড়ানোর ঘটনা ঘটেছে। রাজনৈতিক ভিন্নমত, ধর্মীয় উগ্রবাদ, গুজব ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে অধিকাংশ মব সহিংসতাগুলো সংঘটিত হয়। তওহিদি জনতার নাম ধারণ করে মব সন্ত্রাস করে বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও শিল্প-সাহিত্য চর্চা কেন্দ্র ভাঙচুর, নারী ও ভিন্ন মতাবলম্বিদের হেনস্তা করা হয়েছে।[১৩১৯] বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপির বিরুদ্ধেও মবের অনেক ঘটনায় সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। রাজনৈতিক, গোষ্ঠীগত বা ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা থেকে কাউকে 'স্বৈরাচারের দোসর' বা এ ধরনের তকমা দিয়ে দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়। ধর্মভিত্তিক কোনো কোনো দল বা গোষ্ঠী 'তৌহিদী জনতা' বা এ ধরনের ব্যানারে দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। ইসলামপন্থী কোনো কোনো দলেরও তাতে সমর্থন ছিল। মব ভায়োলেন্সের সাম্প্রতিক সময়ে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনা নিম্নরূপ:

- মিটফোর্ড হাসপাতালের সামনে একজন ভাঙারি ব্যবসায়ীকে জনসমক্ষে পিটিয়ে ও পাথর দিয়ে বুক ও মাথা থেঁতলে দিয়ে হত্যা, এই ঘটনায় বিএনপি সমর্থিত যুবদল, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দলের কয়েকজনের বিরুদ্ধে সম্পৃক্তার অভিযোগ ছিল।
- এনসিপি ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কিছু নেতা-কর্মী নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের একজন কর্মীকে ধরে চট্টগ্রামের পটিয়া থানায় নিয়ে যায় এবং তাকে গ্রেপ্তার করতে বলে। তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা না থাকায় পুলিশ ওই ছাত্রলীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করতে অপারগতা জানালে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে সেই থানার পুলিশ কর্মকর্তাকে অপসারণ করা হয়। সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্বদ্যালয়ে একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে মব তৈরিতে ছাত্রশিবিরের সম্পৃক্ততার অভিযোগ ওঠে। ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিলে জাকসু জিএস আম্মার বলেন, 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী ফ্যাসিবাদের মদদপুষ্ট কোনো শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী যদি চাকরি করে তাদেরকে কলার ধরে টেনে টেনে প্রশাসনিক ভবনের সামনে বেঁধে রাখব।' ২০২৫ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার নুরুল হুদাকে পুলিশের কাছে তুলে দেওয়ার আগে জুতার মালা পড়িয়ে লঞ্চিত করা হয়। সেই মবের ঘটনায় বিএনপির একদল নেতা-কর্মীর সম্পৃক্ততার অভিযোগ ওঠে। ঢাকার মহাখালীতে যুবদলের স্থানীয় একজন নেতার সমর্থকেরা সেখানকার একটি রেস্টুরেন্টে হামলা চালায় এবং একজন নারীকে মারধোর করে। কুমিল্লার মুরাদনগরের একটি গ্রামে নারীসহ একই পরিবারের তিনজনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে একটি পাঠাগার থেকে পাঁচ শতাধিক বই নিয়ে যায় একদল যুবক। তাদের দাবি, তারা যে বইগুলো পাঠাগার থেকে নিয়ে এসেছেন সেসব 'ধর্মবিরোধী'। এসব বই পড়ে যুবসমাজ 'ধর্মবিরোধী' হয়ে উঠছে। খেলাফত যুব মজলিসের এক নেতার নেতৃত্বে উপজেলার অভয়ারণ্য পাঠাগারে ঘটনাটি ঘটে।[১৩২০]
- ২০২৫ সালের সবচেয়ে আলোচিত মব সন্ত্রাসের মধ্যে অন্যতম ময়মনসিংহের ভালুকায় ১৮ ডিসেম্বর রাতে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে গার্মেন্টস কর্মী দীপু চন্দ্র দাসকে ধরে নিয়ে পিটিয়ে, এবং কারখানা থেকে এক কিলোমিটার দূরে গাছে ঝুলিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করা।
- গুলিবিদ্ধ ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি মারা যাওয়ার পর এই হত্যাকাণ্ডকে পুঁজি করে প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, ছায়ানট ও উদীচী কার্যালয়ে ভাঙচুরের পাশাপাশি আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এসব ঘটনায় জামায়াতের ভাতৃপ্রতীম ছাত্র সংগঠন ছাত্র শিবিরের দুইজন নেতা এবং জাকসু ও রাকসুর নেতার উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদানের বিষয়টি লক্ষ করা যায়।[১৩২১]

এসব মব সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। এমনকি প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মবকে 'ক্ষুব্ধ মানুষের প্রেশার গ্রুপ' হিসেবে অভিহিত করেন। এনসিপি এবং জামায়াতে ইসলাম মব বা দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ঘটনাগুলোকে 'জনরোষ' হিসেবে বর্ণনা করছে। বিএনপি মব ভায়োলেন্সের কারণ হিসেবে মনে করে, গণ অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি এবং পুলিশের প্রতি মানুষের আস্থা ফেরানো সম্ভব না হওয়া।[১৩২২]

জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগের দোসর, জুলাই অভ্যুত্থানে গণহত্যার সাথে সম্পৃক্ত এমন অভিযোগে বিপুল সংখ্যক মানুষের নামে হত্যা মামলা করা হয়। এসকল মামলার ক্ষেত্রে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী আন্দোলনের নেতা-কর্মীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সম্পৃক্ততা ছিল। মূলত এই গণমামলা দায়ের করার মূল উদ্দেশ্য ছিল চাঁদাবাজি বা গ্রেফতার বাণিজ্য। রাজনৈতিক,

---

[১৩১৮] *বিবিসি বাংলা*, 'মব ভায়োলেন্স' বন্ধ করতে পারবে নতুন সরকার?', ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.bbc.com/bengali/articles/c1kg42knvj4o (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) ।

[১৩১৯] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'আসকের মানবাধিকার পরিস্থিতি প্রতিবেদন প্রকাশ: চলতি বছর মব সন্ত্রাসে নিহত ১৯৭ জন, ঢাকায় সর্বাধিক', ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.banglatribune.com/others/928395 (৩১ ডিসেম্বর ২০২৫) ।

[১৩২০] *প্রথম আলো*, 'ধর্মবিরোধী' অভিযোগ তুলে পাঠাগার থেকে নজরুল, রবীন্দ্রনাথদের বই নিয়ে গেলেন একদল যুবক', ২৬ এপ্রিল ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/apyl3uc24o (২৬ এপ্রিল ২০২৫)।

[১৩২১] *ডেইলি স্টার বাংলা*, 'ডেইলি স্টার-প্রথম আলো বন্ধে শিবির নেতার হুমকি: জামায়াতের প্রতিক্রিয়া', ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/politics/news-724511 (২০ ডিসেম্বর ২০২৫)।

[১৩২২] *বিবিসি*, 'মব ভায়োলেন্স' থামানো যাচ্ছে না কেন,' ১১ জুলাই ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/c3d1m77zgzvo (১১ জুলাই ২০২৫)।

ব্যবসায়িক বা পারিবারিক দ্বন্দ্ব, বা শুধুমাত্র মামলা বাণিজ্য বা চাঁদাবাজি করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কর্তৃত্ববাদী সরকারের দোসর হিসেবে এবং অভ্যুত্থানে হত্যার অভিযোগে গণহারে মামলা দায়ের করা হয়। এসব মামলার অভিযুক্তদের অনেকে সেসময় ঘটনাস্থলে ছিল না বা দেশের বাইরে ছিল, এমন নজরিও দেখা যায়। অথবা একই সময়ে একাধিক স্থানে সংঘটিত একাধিক হত্যাকাণ্ডে একই ব্যক্তিকে মামলার আসামী করা হয়েছে। এসব মামলা বাণিজ্যের ঘটনায় বিপুল পরিমাণ আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ ওঠে।[১৩২৩]

সার্বিকভাবে কর্তৃত্ববাদ সরকার পতন পরবর্তী সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যে প্রধান ম্যান্ডেট ছিল অর্থাৎ রাষ্ট্র সংস্কার, একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠান করা, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের হত্যাকাণ্ডের বিচার এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ করা যায়। এই ভূমিকা কখনও কখনও ইতিবাচক হলেও কিছু ক্ষেত্রে নেতিবাচক ভূমিকা লক্ষ করা গেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের রাষ্ট্র সংস্কার বিষয়ক কার্যক্রমের শুরু থেকে রাজনৈতিক দলগুলো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলেও ঐকমত্য আলোচনায় সাংবিধানিক সংস্কারসহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী তাদের অবস্থান গ্রহণ করে। রাজনৈতিক দলগুলোর অনড় অবস্থান এবং ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াগত চ্যালেঞ্জের কারণে সৃষ্ট জটিলতা রাষ্ট্রের মৌলিক সংস্কার বাস্তবায়ন নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের অংশ হিসেবে নতুন ও পুরনো রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত, জনগণের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার জন-আকাঙ্ক্ষা এবং দলগুলোর প্রতিশ্রুতি থাকলেও এই প্রত্যাশা পূরণের কোনো দৃশ্যমান দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়নি। দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক চর্চার ঘাটতি, ক্ষমতার রাজনীতি, অর্থ, পেশি ও ধর্মনির্ভর রাজনৈতিক চর্চা, দলবাজি, দখলবাজি, চাঁদাবাজি অব্যাহত ছিল। একটি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার গঠন করা হলেও প্রথাগত নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন অব্যাহত ছিল। অর্থ, পেশি ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতির হাতে নারীর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের জিম্মি দশাও লক্ষ করা গেছে। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সময় সকল রাজনৈতিক দল সরকারকে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেও বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারকে সহযোগিতার পরিবর্তে বিরোধিতা করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামাজিক অস্থিরতা তৈরির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন বা সম্পৃক্ততার দৃষ্টান্ত লক্ষ করা গেছে। কর্তৃত্ববাদী সরকারের আমলে প্রশাসন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয়করণের চর্চা ছিল তা বর্তমান সময়েও অব্যাহত রয়েছে। দলীয় প্রভাবের কারণে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অরাজনৈতিক ব্যক্তিরা সুযোগ পায়নি। পুলিশ, প্রশাসন, বিচার বিভাগে আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে টানাপোড়েন লক্ষ করা যায়। রাজনৈতিক দলগুলোর আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। দলগুলোর মধ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, দখলবাজি ও চাঁদাবাজির সংস্কৃতি ছিল তা অন্তর্বর্তী সরকারের সময়েও অব্যাহত ছিল এবং একে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা, সংঘাত, সহিংসতা লক্ষ করা যায়। তবে এসকল ক্ষেত্রে দলগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর ছিল না। এসকল ক্ষেত্রে দলগুলো কর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। বিভিন্ন দলের মধ্যে সংঘাত থাকলেও ব্যক্তি স্বার্থ অর্থাৎ বিভিন্ন দখলবাজীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন দলের কর্মীদের মধ্যে একাত্মতাও লক্ষ করা যায়। একইসাথে সরকারের পক্ষ থেকে শক্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রবণতাও লক্ষ করা গেছে।

এই সময়ে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিকাশ ও প্রভাব দৃশ্যমান ছিল। অনেক ক্ষেত্রে সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের কারণে জেন্ডার, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ে, যা বৈষম্যবিরোধী চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক। সাম্য, মানবিক মর্যাদা, ন্যায়বিচার, সকলের সমান অধিকার, সকলের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক দল ও সরকারের ব্যর্থতা লক্ষনীয় ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা বা তোষণমূলক অবস্থানের কারণে ধর্মান্ধদের ক্ষমতায়ন ঘটে।

নাগরিক সমাজ

আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে ধীরে ধীরে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটি নির্দিষ্ট দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের প্রক্রিয়া শুরু করে।[১৩২৪] এই দীর্ঘ সময়ে নাগরিক সমাজের জন্য কাজের পরিবেশ ছিল মূলত ভয়ের সংস্কৃতি (Culture of Fear) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। রাজনৈতিকভাবে বিরোধী মত দমনের পাশাপাশি সরকার এমন এক আইনি ও প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিল, যেখানে স্বাধীন চিন্তা ও সমালোচনা করার সুযোগ সংকুচিত হয়ে পড়েছিল।[১৩২৫] শেখ হাসিনা সরকারের পতন এবং পরবর্তীতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজের সম্পর্কের রসায়নে এক আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে।[১৩২৬] এই রূপান্তর প্রক্রিয়ায় নাগরিক সমাজ (Civil Society) কখনও দমিত শক্তি হিসেবে, আবার কখনও রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারক ও সংস্কারের প্রধান কারিগর হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ বিভিন্ন বিষয়ে অত্যন্ত

[১৩২৩] বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে সংকলিত তথ্য।

[১৩২৪] ফ্রিডম হাউজ, 'বাংলাদেশ: ফ্রিডম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ২০২৫ কান্ট্রি রিপোর্ট', ২০২৫, https://freedomhouse.org/country/bangladesh/freedom-world/2025 (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৩২৫] *প্রাগুক্ত*।

[১৩২৬] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, *টিআইবি*, 'কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী এক বছর: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি,' https://ti-bangladesh.org/en/articles/research/7290

সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যার মধ্যে রয়েছে - দেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সুরক্ষা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার নিশ্চিত করা; একটি জবাবদিহিমূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় সরকারের প্রতি চাপ সৃষ্টি করা এবং জনগণের কণ্ঠস্বরকে কার্যকরভাবে উপস্থাপন করা। বিভিন্ন গবেষণা, পর্যবেক্ষণ, সংলাপে অংশগ্রহণ এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে নাগরিক সমাজ একটি 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার আকাঙ্ক্ষা এবং এই পথে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেছে।

রাষ্ট্র সংস্কারের পক্ষে অবস্থান ও সক্রিয় ভূমিকা পালন

৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পলায়নের পর যে রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি হয়, তা পূরণে নাগরিক সমাজ এক নজিরবিহীন ভূমিকা পালন করে। প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলোর বদলে ছাত্রদের আহ্বানে এবং নাগরিক সমাজের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়।[১৩২৭] উপদেষ্টা পরিষদের অর্ধেকেরও বেশি সদস্য সরাসরি নাগরিক সমাজের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে আসা ব্যক্তি, যারা দীর্ঘকাল মানবাধিকার, আইন, অর্থনীতি ও পরিবেশ রক্ষায় কাজ করেছেন।[১৩২৮] এর ফলে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা সরাসরি সম্পৃক্ত হয়। এই নতুন ব্যবস্থায় নাগরিক সমাজের ভূমিকা 'ওয়াচডগ' থেকে 'অ্যাক্টর'-এ পরিবর্তিত হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে নাগরিক সমাজ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ শুধু উপদেষ্টা পরিষদে অংশগ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। রাষ্ট্রকে পুনরায় গণতান্ত্রিক পথে ফেরাতে অন্তর্বর্তী সরকার **১১টি** সংস্কার কমিশন গঠন করে, যার প্রায় সবকটিই নাগরিক সমাজের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে।[১৩২৯] এই কমিশনগুলোর লক্ষ্য ছিল কর্তৃত্ববাদী আমলের ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করা এবং একটি শক্তিশালী জবাবদিহিমূলক ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা তৈরি করা।[১৩৩০] এর পাশাপাশি বিভিন্ন **টাস্কফোর্স, শ্বেতপত্র কমিটি ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে নাগরিক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল**। এছাড়া রাজনীতি, সংবিধান, নির্বাচন, অর্থনীতি, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন রাষ্ট্র সংস্কারমূলক কার্যক্রমে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিগণ সরাসরি সম্পৃক্ত হন।

এছাড়াও, বিভিন্ন আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে সুপারিশ নাগরিক সমাজ ও এর প্রতিনিধিগণ প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়মিত প্রস্তাব করেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - সংবিধানে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন, রাজনৈতিক সংস্কার; বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা, মামলাজট নিরসনে দ্রুত বিচার, বিচারক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন; নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার; সরকারি কর্মকর্তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, দুর্নীতি দমন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা, জনগণের সেবাপ্রাপ্তি সহজ করা; দুদকের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, দুর্নীতি দমনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা, দুর্নীতি মামলার দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা; এবং স্থানীয় সরকার সংস্কার।

তথ্য, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের পক্ষে ও রাজনৈতিক সহিংসতার বিরুদ্ধে অবস্থান

অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদে নাগরিক সমাজ বিভিন্ন আইন ও খসড়াতে মতামত প্রদান করেছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিল করে তৈরি নতুন 'সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ', যদিও সিভিকাস (ঈওঠওঈটঝ) এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (ঐজড) মনে করে, এটি আন্তর্জাতিক মানের চেয়ে পিছিয়ে আছে।[১৩৩১] বিশেষ করে মানহানির ফৌজদারি ধারা বজায় রাখা এবং অনলাইন নজরদারির সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।[১৩৩২]

অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা আইনিভাবে স্বীকৃত হলেও কার্যত তা নতুন সংকটের মুখে পড়ে। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা 'প্রথম আলো' এবং 'ডেইলি স্টার'-এর কার্যালয়ে সুসংগঠিত হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে।[১৩৩৩] এসব হামলা মূলত এমন এক সময়ে হয় যখন গণমাধ্যমগুলো ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় উগ্রবাদ এবং সরকারের কিছু সিদ্ধান্তের সমালোচনা করছিল।[১৩৩৪] মানবাধিকার সংস্থাগুলোর মতে, ২০২৫ সালে বাংলাদেশে 'মব জাস্টিস' বা 'উচ্ছৃঙ্খল জনতার বিচার' মহামারির আকার ধারণ করে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং ডক্টরস উইদাউট বর্ডারস (এমএসএফ)-এর প্রতিবেদন

[১৩২৭] *প্রাগুক্ত*।

[১৩২৮] *বণিক বার্তা*, '১৭ মেম্বার ইন্টেরিম গভ আন্ডার ড. মুহাম্মাদ ইউনূস'স লিডারশিপ ফর্মড', ৯ আগস্ট ২০২৪, https://www.bonikbarta.com/home/news_description/394362/17-member-interim-govt-under-Dr-Muhammad-Yunuss-leadership-formed (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৩২৯] *বাসস*, 'গভ কনস্টিটিউটস ফাইভ রিফর্ম কমিশনস', ৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.bssnews.net/news-flash/214053 (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৩৩০] *টিআইবি*, 'কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী এক বছর: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি,' *প্রাগুক্ত*; *বাসস*, 'গভ কনস্টিটিউটস ফাইভ রিফর্ম কমিশনস', *প্রাগুক্ত*।

[১৩৩১] সিভিকাস, 'সিভিল সোসাইটি মিটিং উইথ চিফ অ্যাডভাইজার অফ বাংলাদেশ, প্রোফ. মুহম্মদ ইউনূস', ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/united-nations/new-york/7900-civil-society-meeting-with-chief-adviser-of-bangladesh-prof-muhammad-yunus (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৩৩২] *প্রাগুক্ত*।

[১৩৩৩] *প্রথম আলো ইংরেজি*, 'ইন্টেরিম গভ হ্যাজ আন্ডারমাইন্ড ইটস লেজিটিমেসি ইন মেনি ওয়েজ: দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য', ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, https://en.prothomalo.com/bangladesh/e2ji725cr7 (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৩৩৪] *প্রাগুক্ত*।

অনুযায়ী, ২০২৫ সালে গণপিটুনিতে ১৯৭ জনের মৃত্যু হয় এবং প্রায় ৪০০ থেকে ৬০০ সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার হন।[১৩৩৫] মানবাধিকারের পক্ষে ও রাজনৈতিক সহিংসতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে নারী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, সাংবাদিক, লেখক ও মানবাধিকারকর্মীদের ওপর হামলা, মব সহিংসতা ও হয়রানির ঘটনা, দলবাজি, দখল, চাঁদাবাজি, গ্রেপ্তার ও মামলা বাণিজ্য, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ, ইত্যাদি নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের সক্ষমতা নিয়ে নাগরিক সমাজ গভীর উদ্বেগ ও নিন্দা প্রকাশ করে।[১৩৩৬]

সমসাময়িক বিষয়ে নাগরিক সমাজের কার্যক্রম ও চ্যালেঞ্জসমূহ

অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে নাগরিক সমাজকে এমন কিছু নতুন সংকটের মোকাবিলা করতে হয় যা আগে কখনো দেখা যায়নি। এর মধ্যে প্রধান হলো ধর্মীয় উগ্রবাদের উত্থান, রাজনৈতিক প্রতিশোধপরায়ণতা এবং ভূ-রাজনৈতিক চাপের মোকাবিলা। সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে নাগরিক সমাজ ও প্রতিনিধিগণের পক্ষ থেকে নির্বাচন, সরকারের গ্রহণযোগ্যতা, জনপ্রিয়তা, গৃহীত উদ্যোগের মূল্যায়ন নিয়ে নিয়মিত জরিপের ফল প্রকাশ করা হয়, যা সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

- **ধর্মীয় উগ্রবাদ ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা:** ৫ আগস্টের পর থেকে বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে আগে থেকে তৈরি হওয়া এক ধরনের অসহিষ্ণুতার বহিঃপ্রকাশের বিস্ফোরণ ঘটে। উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলোর দ্বারা মাজার ভাঙচুর, বাউল মেলা বন্ধ করে দেওয়া এবং নারীদের ওপর 'মর‍্যাল পুলিশিং' বা নৈতিক নজরদারি করার প্রবণতা বেড়েছে।[১৩৩৭] নাগরিক সমাজ বিশেষ করে নারী অধিকার সংস্থাগুলো এবং বামপন্থী সংগঠনগুলো এই পরিস্থিতির তীব্র নিন্দা জানালেও সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে ধীরগতি লক্ষ করা গেছে।[১৩৩৮] একাত্তর ও চব্বিশের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের দৃশ্যমান অবক্ষয় অন্তর্বর্তী সরকারের সময়েই দেখা যায়। এর প্রেক্ষিতে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতির প্রতি হুমকি এবং বহু-জাতি, বহু-গোষ্ঠী, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু সংস্কৃতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পরিচয়ের পরিপন্থী শক্তির বিকাশের বিপরীতে নাগরিক সমাজ অবস্থান গ্রহণ করে।
- **অপারেশন ডেভিল হান্ট ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা:** ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সরকার 'অপারেশন ডেভিল হান্ট' নামক একটি যৌথ বাহিনীর অভিযান শুরু করে, যার উদ্দেশ্য ছিল দেশকে অস্থিতিশীল করতে চাওয়া অপরাধীদের ধরা।[১৩৩৯] তবে নাগরিক সমাজ অভিযোগ করে, এই অভিযানের নাম করে মূলত নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের সমর্থকদের লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে বিনা বিচারে আটক রাখা হচ্ছে।[১৩৪০] এটি মানবাধিকারের পরিপন্থী এবং প্রতিহিংসার রাজনীতির পুনরাবৃত্তি হিসেবে উল্লেখ করে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।[১৩৪১]
- **গাজা ইস্যু ও বৈশ্বিক রাজনীতি:** অন্তর্বর্তী সরকার গাজায় 'আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী' হিসেবে বাংলাদেশের সৈন্য পাঠানোর যে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তা নাগরিক সমাজের একটি অংশের মধ্যে বিতর্কের জন্ম দেয়।[১৩৪২] সমালোচকদের মতে, একটি অনির্বাচিত অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে দেশের সার্বভৌমত্ব এবং প্রতিরক্ষা নীতি নিয়ে এত বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়, যা ভবিষ্যতে মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্কের টানাপড়েন তৈরি করতে পারে।[১৩৪৩]

এর পাশাপাশি, ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা, গুজব ও অপতথ্য ছড়ানো নিয়ে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ ও প্রতিবাদ করা অব্যাহত ছিল। এছাড়া আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের সম্পৃক্ততা ছিল লক্ষণীয়। পাচারকৃত অর্থ ফেরত নিয়ে আসা, জাতিসংঘ ও উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে নাগরিক সংলাপ, ট্রানজিশনাল জাস্টিস, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষা, রিপোর্টিং ও নেটওয়ার্কিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল।

[১৩৩৫] *প্রথম আলো ইংরেজি*, 'হিউম্যান রাইটস সিচুয়েশন ডিটেরিওরেশন: এ ওয়ার্নিং ফর ডেমোক্র্যাটিক ট্রানজিশন', ৩ জানুয়ারি ২০২৬, https://en.prothomalo.com/opinion/editorial/dhazzhsajw (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৩৩৬] *প্রথম আলো ইংরেজি*, 'ইন্টেরিম গভ হ্যাজ আন্ডারমাইন্ড ইটস লেজিটিমেসি ইন মেনি ওয়েজ: দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য', *প্রাগুক্ত*।

[১৩৩৭] *পিপলস ডিসপ্যাচ*, 'ইন্টেরিম গভর্নমেন্ট ইজ পুশিং বাংলাদেশ টুওয়ার্ডস এ সিভিল ওয়ার, সে'স ওয়ার্কার্স পার্টি, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, https://peoplesdispatch.org/2025/12/23/interim-government-is-pushing-bangladesh-towards-a-civil-war-says-workers-party/ (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৩৩৮] *প্রাগুক্ত*।

[১৩৩৯] *দ্য ওয়্যার*, 'আনরিয়ালিস্টিক এক্সপেকটেশনস, ব্রোকেন প্রমিজেস: দি আফটারমাথ অফ দি ২০২৪ আপরাইজিং ইন বাংলাদেশ', ২ জানুয়ারি ২০২৬, https://m.thewire.in/article/south-asia/unrealistic-expectations-broken-promises-the-aftermath-of-the-2024-uprising-in-bangladesh (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৩৪০] *টিবিএস*, 'ইন্টেরিম গভট ফেইলিং টু মিট হিউম্যান রাইটস প্রমিজেস: এইচআরডব্লিউ', ৩১ জুলাই ২০২৫, https://www.tbsnews.net/bangladesh/interim-govt-failing-meet-human-rights-promises-hrw-1201371 (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৩৪১] *দ্য ওয়্যার*, 'আনরিয়ালিস্টিক এক্সপেকটেশনস, ব্রোকেন প্রমিজেস: দি আফটারমাথ অফ দি ২০২৪ আপরাইজিং ইন বাংলাদেশ', *প্রাগুক্ত*।

[১৩৪২] *ইউরেশিয়া রিভিউ*, 'বাংলাদেশ ইন্টেরিম গভর্নমেন্টস গাজা ফেইলিওর, ১১ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.eurasiareview.com/11012026-bangladesh-interim-governments-gaza-failure-oped/ (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৩৪৩] *প্রাগুক্ত*।

সংস্কার বাস্তবায়নে নাগরিক সমাজের সক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা

নাগরিক সমাজ অন্তর্বর্তী সরকারের চালকের আসনে থাকলেও প্রত্যাশিত সংস্কার করা এবং সরকারের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনায় তাদের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে 'অ্যাড-হক' বা তাৎক্ষণিক প্রবণতা বেশি এবং দীর্ঘমেয়াদী সমন্বয়ের অভাব রয়েছে।[১৩৪৪] নাগরিক সমাজের সীমাবদ্ধতার জায়গাগুলো হলো:

- **আমলাতান্ত্রিক জটিলতা:** উপদেষ্টারা বিশেষজ্ঞ হলেও সরকারি আমলাতন্ত্রের জটিলতা এবং 'ওল্ড গার্ড' বা পুরনো কর্মকর্তাদের অসহযোগিতার কারণে অনেক সংস্কার কাজ ফাইলবন্দি হয়ে আছে।[১৩৪৫]
- **জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতা:** নাগরিক সমাজের বড় অংশই উচ্চশিক্ষিত ও 'এলিট' শ্রেণির প্রতিনিধি। তৃণমূলের মানুষের আকাঙ্ক্ষা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভাব-অভিযোগ অনেক সময় তাদের নীতিনির্ধারণীতে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে না বলে অভিযোগ ছিল।[১৩৪৬]
- **রাজনৈতিক দলগুলোর চাপ:** বিএনপি ও জামায়াতসহ বড় দলগুলো দ্রুত নির্বাচনের দাবিতে ধারাবাহিকভাবে রাজপথে চাপ দেয়, যা সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় সময়কে সংকুচিত করেছে।[১৩৪৭]

সার্বিকভাবে বলা যায়, অন্তর্বর্তী সরকারে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিত্ব থাকলেও তাদের কার্যক্রম ও ভূমিকার কারণে সাধারণ জনগণের কাছে নাগরিক সমাজের প্রতি নেতিবাচক ধারণা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু কিছু বিষয়ে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী এই অন্তর্বর্তী সরকারের দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ থাকলেও তা তারা নেয়নি, যেমন নারী কমিশনের প্রতিবেদন ইস্যু। পাশাপাশি তথ্য ও মানবাধিকার কমিশন অন্তর্বর্তী সরকারের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা হয়নি। নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি হয়ে সরকারে গিয়ে তারা নাগরিক সমাজের হয়ে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পেরেছে বলে প্রতীয়মান হয় না।

গণমাধ্যম

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার প্রবল আন্দোলনের মুখে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে একটি অবাধ ও উন্মুক্ত গণমাধ্যম প্রত্যাশিত ছিল। বিশেষ করে, গণমাধ্যমের ওপর দীর্ঘদিনের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য প্রবল চাপ, রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব, সেলফ সেন্সরশিপ, মিডিয়া করায়ত্ত করার মতো নানা নেতিবাচক ধারা পরিবর্তন হওয়ার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর প্রধান উপদেষ্টা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে এবং সক্রিয় গণমাধ্যমের জন্য যা যা করা প্রয়োজন, তা-ই করবেন বলেও আশ্বাস দেন।[১৩৪৮] গণমাধ্যমকে স্বাধীন, শক্তিশালী ও বস্তুনিষ্ঠ করতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে ২০২৪ সালের ১৮ নভেম্বর গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছিলো, যার প্রতিবেদন ২০২৫ সালের ২২ মার্চ প্রধান উপদেষ্টার কাছে হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের দীর্ঘ ১৮ মাস এবং কমিশনের প্রতিবেদন জমা দেওয়ার প্রায় ১০ মাস অতিবাহিত হলেও বাংলাদেশের গণমাধ্যম নেতিবাচক পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস (৩ মে) উপলক্ষে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ) ২০২৫ সালে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচক প্রকাশ করে যেখানে বাংলাদেশ ২০২৪ সালের তুলনায় ১৬ ধাপ এগিয়েছে। ২০২৫ সালের সূচকে ১৮০টি দেশ ও স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৯তম। এবার বাংলাদেশের স্কোর ৩৩ দশমিক ৭১। বাংলাদেশ গত বছরের তুলনায় পাঁচটি নির্দেশকের প্রতিটিতে ভালো করেছে। ২০২৪ সালের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৬৫তম এবং স্কোর ছিল ২৭ দশমিক ৬৪। সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ না থাকার কারণে সূচকে বাংলাদেশের উন্নতি হয়েছে বলে অন্তর্বর্তী সরকার তথ্য উপদেষ্টা দাবি করেন।[১৩৪৯]

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার উদ্যোগ

এই সময়ে অন্তর্বর্তী সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বহুল সমালোচিত সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ বাতিল করে অন্তর্বর্তী সরকারের ২১ মে ২০২৫ তারিখে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ জারি করা। এতে আগের আইনের নয়টি ধারা বাদ দেওয়া হয়। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে সাইবার নিরাপত্তা আইনের বিভিন্ন বিতর্কিত ধারা এবং তার অপব্যবহারের কারণে আইনটি বাতিলের দাবি ছিল। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় এসে আইন বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়। সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে সাইবার নিরাপত্তা আইনের ধারা ২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১ ও ৩৪ বাদ

[১৩৪৪] *টিআইবি*, 'কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী এক বছর: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি,' *প্রাগুক্ত*।

[১৩৪৫] *প্রাগুক্ত*।

[১৩৪৬] *কাউন্টার পাঞ্চ*, 'নিও-লিবারেলিজম মিটস রেলিজিয়াস এক্সট্রিমিজম: বাংলাদেশ'স ফ্র্যাজাইল ফিউচার', ১২ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.counterpunch.org/2026/01/12/neo-liberalism-meets-religious-extremism-bangladeshs-fragile-future/ (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৩৪৭] *ফ্রিডম হাউজ*, 'বাংলাদেশ: ফ্রিডম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ২০২৫ কান্ট্রি রিপোর্ট, ২০২৫, *প্রাগুক্ত*।

[১৩৪৮] *প্রথম আলো*, 'ভুল ধরিয়ে দিতে গণমাধ্যমকে সোচ্চার থাকার আহবান', ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/y0oubo1mbo (৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

[১৩৪৯] *প্রথম আলো*, 'সরকারের হস্তক্ষেপ না থাকায় মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে এগিয়েছে বাংলাদেশ: তথ্য উপদেষ্টা', ২ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/8dye0c874n (১৪ জুলাই ২০২৫) ।

দেওয়া হয়েছে।[১৩৫০] সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে কিছু ক্ষেত্রে সংশোধন হলেও জাতিসংঘের কিছু সুপারিশ মানা হয়নি। সংশ্লিষ্টদের মতে, এখনো সংশোধিত অধ্যাদেশের অনেক ধারায় অস্পষ্ট সংজ্ঞার মাধ্যমে মতপ্রকাশকে 'অপরাধ' হিসেবে রাখা হয়েছে, যা অপব্যবহারের আশঙ্কা রয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে কঠোর শাস্তির বিধান, যার ভয়ে অনেকে মতপ্রকাশে নিরুৎসাহিত হতে পারে। পাশাপাশি নির্বাহীদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত একটি শক্তিশালী ও কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক কাঠামো রাখা হয়েছে, যার নজরদারিতে কোনো বিচারিক তত্ত্বাবধান বা কোনো জবাবদিহি ব্যবস্থা রাখা হয়নি।[১৩৫১]

গণমাধ্যমকে স্বাধীন, শক্তিশালী ও বস্তুনিষ্ঠ করতে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব করার লক্ষ্যে ১৮ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে 'গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন' গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ২২ মার্চ ২০২৫-এ কমিশনের প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়।[১৩৫২]
গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এসব সিদ্ধান্তের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-

- সাংবাদিকতার অধিকার সুরক্ষা-সংক্রান্ত অধ্যাদেশ প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা করে স্বল্প সময়ের মধ্যে এই অধ্যাদেশ জারি করা।
- সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা নিরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কারের লক্ষ্যে টাস্কফোর্স গঠন এবং পত্রিকার বিজ্ঞাপন হার যৌক্তিক পর্যায়ে বৃদ্ধি করা।
- গণমাধ্যম সম্পর্কে শ্রোতা, দর্শক ও পাঠকের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি যাচাইয়ের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে বার্ষিক জরিপ পরিচালনা করা।
- বিজ্ঞাপনশিল্পে কোনো ধরনের যোগসাজশ এবং সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিপন্থী কৌশল চর্চা হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া।
- এফএম রেডিও লাইসেন্সের বিপরীতে জামানত ফি যৌক্তিক পর্যায়ে কমিয়ে আনা হবে।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সঙ্গে পরামর্শক্রমে গণমাধ্যমের কলাম লেখক, প্রদায়ক, শিল্পী ও অতিথি উপস্থাপক, আলোচকদের সম্মানির ওপর অগ্রিম কর রহিতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া।
- কমিশনের সুপারিশের আলোকে টেলিভিশন চ্যানেলের আপ-লিংক এবং ডাউন-লিংকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল) ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা তুলে দেওয়ার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের সঙ্গে আলোচনা করে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।
- প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এবং জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের পাঠ্যধারা যুগোপযোগীকরণসহ প্রতিষ্ঠান দুটির সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য বিসিএস ইনফরমেশন একাডেমি প্রতিষ্ঠার বিষয়েও প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[১৩৫৩]

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) ও বাংলাদেশ বেতারের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতে শিক্ষা উপদেষ্টা সি আর আবরারের নেতৃত্বে পাঁচ উপদেষ্টার সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয় যা গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের পথরেখা তৈরিতে কাজ করবে। পাশাপাশি টেলিভিশন ও অন্যান্য গণমাধ্যমের গত ১৫ বছরের নীতিমালা পর্যালোচনা ও ভবিষ্যতের নীতি প্রণয়নে কাজ করবে। শিক্ষা উপদেষ্টার নেতৃত্বাধীন এ কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান; সড়ক পরিবহন ও সেতু উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান।[১৩৫৪] তবে তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়নি।

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রধান কামাল আহমেদ অভিযোগ করেন, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের দেওয়া শতাধিক প্রস্তাবের একটিও সরকার বাস্তবায়ন করেনি এবং এসব সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপও দেখা যায়নি। গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে সংস্কার কমিশনকে সহযোগিতা করার নির্দেশনা দেওয়া হলেও সরকারি দপ্তরগুলো থেকে তথ্য পেতে কমিশনকে বারবার বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। এছাড়াও তিনি অভিযোগ করেন, গোপনীয়তার অজুহাতে কমিশনের

[১৩৫০] *প্রথম আলো*, 'সাইবার নিরাপত্তা আইন বাদ দিয়ে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ জারি', ২২ মে ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/7ehceuwnty (১৫ জুলাই ২০২৫) ।
[১৩৫১] *প্রথম আলো*, 'জাতিসংঘের কিছু সুপারিশ মানা হয়নি সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে', ১৪ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/afusxvmk6r (১৫ জুলাই ২০২৫) ।
[১৩৫২] *প্রথম আলো*, 'গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের কিছু প্রস্তাব দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে: প্রধান উপদেষ্টা', ২২ মার্চ ২০২৫ https://www.prothomalo.com/bangladesh/4m4z7bc2sa (১৫ জুন ২০২৫) ।
[১৩৫৩] *সমকাল*, 'গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে তথ্য মন্ত্রণালয়ের ১২ সিদ্ধান্ত', ১০ জুলাই ২০২৫, https://samakal.com/bangladesh-others/article/304722/ (১০ জুলাই ২০২৫)।
[১৩৫৪] *প্রথম আলো*, 'বিটিভি-বেতারের স্বায়ত্তশাসনে পাঁচ উপদেষ্টার সমন্বয়ে কমিটি গঠন', ২০ জুন ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/lfyjrgq02c (১৭ জুলাই ২০২৫)।

প্রতিবেদনের কিছু অংশ, বিশেষ করে, টেলিভিশন চ্যানেলের লাইসেন্স দেওয়া সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশে বাধা দেওয়া হয়েছে।[১৩৫৫] সাংবাদিকদের অধিকার সুরক্ষায় নতুন একটি অধ্যাদেশের খসড়া করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। তবে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন সাংবাদিক সুরক্ষা আইনের যে খসড়া প্রস্তুত করে দিয়েছিল কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা ছাড়াই প্রস্তাবিত ঐ খসড়ার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের তৈরি করা প্রাথমিক খসড়ায় রাখা হয়নি। গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রধান কামাল আহমেদ মনে করেন, সাংবাদিকতার অধিকার সুরক্ষা অধ্যাদেশে তথ্য মন্ত্রণালয় যেভাবে সংশোধনী আনতে চাইছে, তাতে সংস্কারের মূল লক্ষ্য অর্জিত হবে না।[১৩৫৬]

বাংলাদেশে মুক্তগণমাধ্যম ও স্বাধীন সম্প্রচার বিকাশে একটি অভিন্ন স্বাধীন ও কার্যকর গণমাধ্যম কমিশনের দাবি দীর্ঘদিনের, যার প্রতিফলন ছিলো গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনেও। তবে সংস্কার কমিশনের স্থায়ী ও স্বাধীন গণমাধ্যম কমিশন গঠনের প্রস্তাবও নাকচ করে দেওয়া হয়। এর পরিবর্তে অকার্যকর ও সরকারনির্ভর প্রেস কাউন্সিলকেই পুনর্গঠন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।[১৩৫৭] সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন হস্তান্তরের দীর্ঘ দশমাসের অধিক সময় ধরে অন্তর্বর্তী সরকার এর সুপারিশ বাস্তবায়নে সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকলেও মেয়াদের শেষ মুহূর্তে এসে কমিশনের নামে দুটি নতুন সরকারি সংস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন ও সম্প্রচার কমিশন অধ্যাদেশ শীর্ষক দুটি খসড়া প্রকাশ করে। জনপ্রত্যাশা ও গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সুপারিশের বিপরীতে গিয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এ খাতের অধিকতর নিয়ন্ত্রণের জন্য খসড়া দুটি প্রণয়ন করা হয় বলে অভিযোগ করা হয় এবং মাত্র তিন দিন সময় দিয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত চাওয়া অন্তর্বর্তী সরকারের 'বিদায়ী পরিহাস' বলেও অভিযোগ করা হয়। খসড়া অধ্যাদেশের উভয় ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত কমিশনের গঠন ও ষ্ট্যাটাস, কমিশনারদের পদমর্যাদা ও কর্মক্ষমতা, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে সরকারি, বিশেষকরে আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্বাধীন দুটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব করা হয়। যা মুক্তগণমাধ্যম ও স্বাধীন সম্প্রচার বিকাশের প্রত্যাশার প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের পরিহাসমূলক আচরণের দৃষ্টান্ত।[১৩৫৮]

বাংলাদেশের গণমাধ্যম নানা কারণে কখনোই পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারেনি। কর্তৃত্ববাদী সরকারের সময় গণমাধ্যমের মালিকানায় রাজনৈতিক ও কর্পোরেট স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা এবং সরকারঘনিষ্ঠ উচ্চপদস্থ সাংবাদিকগোষ্ঠীর কারণে কখনোই গণমাধ্যম স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায়নি। এছাড়া নিয়ন্ত্রণমূলক নানা আইনী কাঠামোর প্রচ্ছন্ন চাপের কারণেও স্বাধীন সাংবাদিকতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন স্বাধীন গণমাধ্যম ও স্বাধীন সাংবাদিকতার অন্তরায় হিসেবে ১৩টি আইনের বিভিন্ন ধারা চিহ্নিত করে। বাংলাদেশ পেনাল কোড, ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৯৮, সাইবার নিরাপত্তা আইন, প্রেস কাউন্সিল আইন, ১৯৭৪, অফিসিয়াল সিক্রেটস আইন, ১৯২৩, আদালত অবমাননা আইন, ১৯২৬, জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা, জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা, ২০১৭, দ্যা প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন্স আইন, ১৯৭৩ ইত্যাদি আইন ও নীতিমালার কিছু ধারা এখনো গণমাধ্যমের স্বাধীনতা পরিপন্থী। তবে কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী অন্তর্বর্তী সরকার তা সংস্কারের জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত কর্তৃত্ববাদী সরকার যে প্রক্রিয়ায় বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশনের (টিভি) লাইসেন্স দিত, সেই একই প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী সরকার নতুন দুটি টিভির অনুমোদন দেয়। টিভি দুইটির লাইসেন্স পেয়েছে একটি নতুন রাজনৈতিক দলের যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক এবং অপরজন উক্ত পার্টি গঠনের পূর্বে বিদ্যমান থাকা নাগরিক প্ল্যাটফর্মের সদস্য ছিলেন।[১৩৫৯]

গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর হামলা ও হয়রানি

রিপোর্টারস উইদাউট বর্ডার (আরএসএফ) এর ২০২৫-এর প্রতিবেদনে বাংলাদেশে প্রেস ফ্রিডম সূচকে ১৬ স্থান উন্নতি হলেও অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ও সাংবাদিক, লেখক ও মানবাধিকারকর্মীদের উপর হামলা ও হয়রানির ঘটনা অব্যাহত ছিল। গণমাধ্যমের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব তৈরির চেষ্টা না থাকলেও বিভিন্ন অরাষ্ট্রীয় শক্তি বা 'মব' সহিংসতার মাধ্যমে গণমাধ্যম কার্যালয়গুলোতে চাপ সৃষ্টি করা হয়। টিআইবি পরিচালিত গণমাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন পরবর্তী সময় অর্থাৎ ৫ আগস্ট ২০২৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত সময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গণমাধ্যম কর্মীদের হামলা ও হয়রানির ঘটনা লক্ষ করা যায়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে[১৩৬০]-

- ছয় জন সাংবাদিক দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন হামলায় নিহত হয়।

[১৩৫৫] *ডেইলি স্টার বাংলা*, 'গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের একটি সুপারিশও বাস্তবায়ন করেনি সরকার: কামাল আহমেদ', ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-722876 (১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)

[১৩৫৬] জাফর সাদিক, 'কর্তৃত্ববাদ সরকার পরবর্তী বাংলাদেশের গণমাধ্যম পরিস্থিতি', *টিআইবি*, ৯ ডিসেম্বর ২০২৫, https://www.ti-bangladesh.org/upload/files/2025/ija/Condition-of-Media-after-Fall-of-Authoritarian-Regime.pdf

[১৩৫৭] *ডেইলি স্টার বাংলা*, 'গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের একটি সুপারিশও বাস্তবায়ন করেনি সরকার: কামাল আহমেদ', *প্রাগুক্ত*।

[১৩৫৮] *টিআইবি*, 'খসড়া জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন ও সম্প্রচার কমিশন অধ্যাদেশ দেশে মুক্তগণমাধ্যম বিকাশে জনপ্রত্যাশার প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের বিদায়ী পরিহাস: টিআইবি', সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.ti-bangladesh.org/bn/articles/press-release/7424 (৩১ জানুয়ারি ২০২৬)

[১৩৫৯] *প্রথম আলো*, 'পুরোনো প্রক্রিয়ায় নতুন দুটি টিভি চ্যানেলের লাইসেন্স, কারা পেল', ৯ অক্টোবর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/lmgpyvejgq (৯ অক্টোবর ২০২৫)

[১৩৬০] টিআইবির আউটরিচ ও কমিউনিকেশন বিভাগ পরিচালিত গণমাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তভিত্তিক ড্যাশবোর্ড থেকে গণমাধ্যম কর্মী হয়রানি সম্পর্কিত সংকলিত তথ্য এবং জাফর সাদিক, ২০২৫, *প্রাগুক্ত*।

- ইনকিলাব মঞ্চের আহবায়ক শরীফ ওসমান হাদীর মৃত্যুর ঘটনাকে পুঁজি করে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে নজিরবিহীনভাবে মব সৃষ্টি করে হামলা-লুটপাট-ভাঙচুর করে আগুণ লাগিয়ে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে সরকারের নিষ্ক্রিয় ও অকার্যকর ভূমিকা লক্ষ করা যায়।
- এসময়ে ৪৯৭টি ঘটনায় প্রায় ১,১০৪ জন গণমাধ্যম কর্মী হয়রানির শিকার হয়।
- ২০৪ জনকে গনমাধ্যম কর্মীকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান সংক্রান্ত হত্যা মামলাসহ বিভিন্ন মামলায় আসামী করা হয়। এবং বিভিন্ন মামলায় ৩০ জন গণমাধ্যম কর্মীকে গ্রেফতার করা হয় ও এদের মধ্যে কয়েকজনকে জামিন পাওয়া থেকে বঞ্চিত রাখা হয়।
- আটটি সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং ১১টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের বার্তা প্রধানকে বরখাস্ত করা হয় এবং অন্তত ১৮৯ জন সাংবাদিক এই সময়ে চাকরিচ্যুত হয়। এসব কারণে গণমাধ্যমকর্মীদের মনে চাকরি হারানোর ভীতি তৈরি হয়।
- ২৯টি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পর্যায়ে রদবদল করা হয় এবং একটি অনলাইন পোর্টালের মালিকানা পরিবর্তন করা হয়।

সরকারের দিকে থেকে কোনো ভীতি না থাকলেও 'মব ভায়োলেন্সের' ভয়ে অনেক গণমাধ্যম নিজ থেকেই সেন্সরশিপ আরোপ করে। গত এপ্রিল ২০২৫-এ অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কৃতি উপদেষ্টাকে প্রশ্ন করার কারণে তিনজন সাংবাদিক চাকরি হারায়। তিনটি গণমাধ্যমের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সে সময় জানায়, মূলত মব-সহিংসতার ভয়েই তিন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে 'ব্যবস্থা' নেওয়া হয়। ২০২৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একজন শীর্ষ নেতা (বর্তমানে এনসিপি নেতা) একটি টিভি চ্যানেলের বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সঙ্গে দেখা করেন এবং টিভি স্টেশনের ১০ জনের নামের একটি তালিকা দিয়ে তাদের চাকরিচ্যুত করতে চাপ দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। পরবর্তী সময়ে সেই তালিকার পাঁচজনকে ডেকে পদত্যাগ করতে বলা হয়। তবে তারা পদত্যাগে অস্বীকৃতি জানালেও হোয়াটসঅ্যাপে তাদের অব্যাহতিপত্র পাঠানো হয়। বিএনপির বিরুদ্ধে প্রতিবেদন তৈরি করায় দৈনিক যুগান্তরের একজন সাংবাদিককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।[১৩৬১]

সচিবালয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড দেওয়া নিয়ে সরকারের কার্যক্রম বিতর্কিত হয়। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর তিন দফায় ১৬৭ জন সাংবাদিকের প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিল করা হয়। পরবর্তীতে সচিবালয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর সাংবাদিকদের প্রবেশ সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার পর নির্ধারিত-সংখ্যক সাংবাদিকের একটি তালিকা করা হয় এবং ৬১৫ জন সাংবাদিককে সচিবালয়ে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়। তবে এই সংকট কাটাতে প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন নীতিমালা, ২০২২ সংশোধন করেছে সরকার।[১৩৬২]

কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতনের পর মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে অপব্যবহারের প্রবণতাও লক্ষ করা যায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে প্রতিপক্ষ দল, সরকারের বিরুদ্ধে গুজব/মিথ্যা তথ্য প্রচার করা হয়। বিরুদ্ধ মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক 'ট্যাগ' ব্যবহারের প্রবণতাও লক্ষণীয় ছিল। কর্তৃত্ববাদের সময় ভুয়া তথ্য, অপতথ্য ও বিকৃত তথ্যের প্রচলন, প্রসার ও ছড়াছড়ি থাকলেও কর্তৃত্ববাদের পতন পরবর্তী সময়ে এসে এর প্রবণতা ও ব্যাপকতা আরো অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে, সংবাদমাধ্যমের অনলাইন পোর্টাল বা বিভিন্ন মেটা প্ল্যাটফর্মে প্রচারিত বিভিন্ন সংবাদের ফটোকার্ড নকল করে ভুয়া তথ্যের প্রচার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এছাড়া রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয়টি লক্ষ করা যায়। তবে এই প্রেক্ষিতে সরকারের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের ঘাটতিও লক্ষণীয় ছিল।

অবাধ তথ্য প্রবাহ

"নতুন বাংলাদেশ" এর বহুমাত্রিক অভীষ্টের অন্যতম বাকস্বাধীনতা ও ভিন্নমতের অধিকার, যার অপরিহার্য উপাদান অবাধ তথ্যপ্রবাহ ও তথ্যে অভিগম্যতা। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতের মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, সুশাসিত ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণ–সেই প্রত্যয়েরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। অবাধ তথ্যপ্রবাহ জনগণকে ক্ষমতাকাঠামোর অংশীজন হয়ে উঠতে সহায়তা করে, ক্ষমতায়িত করে, সর্বোপরি রাষ্ট্রকাঠামোতে জবাবদিহির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা "তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে" মর্মে ঘোষণা দিলেও[১৩৬৩] রাষ্ট্রে বিভিন্ন দপ্তরে অবাধ তথ্যর প্রবাহের ক্ষেত্রে ঘাটতি এবং তথ্য গোপন করার প্রবণতা পূর্বের মতোই অব্যাহত ছিল। এছাড়া সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়েছে যা সরকারের কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

অন্তর্বর্তী সরকার গঠন হওয়ার পর প্রায় এক বছর পেরিয়ে গেলেও অন্তর্বর্তী সরকার তথ্য কমিশন এবং মানবাধিকার কমিশন গঠনের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। দুই প্রতিষ্ঠানের শূন্যতা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের প্রতি সরকারের অবহেলার একটি অগ্রহণযোগ্য উদাহরণ। এতে করে সরকারের জন্য বিব্রতকর রেকর্ড হয়েছে। তথ্য কমিশন গঠন সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং মানবাধিকারের প্রতি

[১৩৬১] *ডয়েচে ভেলে*, 'জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশের গণমাধ্যমের অবস্থা', ২৩ জুলাই ২০২৫, https://www.dw.com/bn/73370841 (২৩ জুলাই ২০২৫)।

[১৩৬২] *প্রথম আলো*, 'প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ডের জটিলতা কাটছে, কমিটি গঠন', ১৩ জুলাই ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/6pcz2rdhsd (৩১ জুলাই ২০২৫)।

[১৩৬৩] *প্রথম আলো*, 'দেশবাসীকে ঠিক করতে হবে, কখন আমাদের ছেড়ে দেবেন', ২৬ আগস্ট ২০২৪, https://www.prothomalo.com/politics/vyppd4vm82, (৩০ জুলাই ২০২৫)

রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতির গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। অথচ দায়িত্ব গ্রহণের দেড় বছরের কাছাকাছি সময় পার হয়ে গেলেও কমিশন দুটি গঠনে কোনো কার্যকর উদ্যোগ দৃশ্যমান নয়। কেন দীর্ঘকাল যাবৎ তা গঠিত হচ্ছে না তার কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়নি।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। এই সময়ে সরকার সরাসরি গণমাধ্যমের ওপর হস্তক্ষেপ না করলেও ভিন্ন প্রক্রিয়ায় ও ভিন্ন উপায়ে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা অতিক্ষমতায়িত অরাষ্ট্রীয় শক্তির হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতার চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সাংবাদিক ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিতে দৃশ্যমান ব্যর্থতা ছিল। এছাড়া এই সরকারের আমলে অবাধ তথ্য প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

সেনাবাহিনী

অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃত্ববাদ পতনের চূড়ান্ত পর্বে গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীতে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান রাজনীতি থেকে দূরে থাকার অঙ্গীকার করেন এবং ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করে সেনাবাহিনী রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ না করার কথা জানান। আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের নিরপেক্ষ অবস্থান রাজনৈতিক পরিবর্তনকে বাস্তব রূপ দিতে সহায়ক হয়। একই সঙ্গে নির্বাচনসংক্রান্ত মন্তব্য ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের (সাবেক বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ) সঙ্গে সাক্ষাৎ সেনাবাহিনীর নিরপেক্ষতা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করলেও সেনাবাহিনী রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে।[১৩৬৪] সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত ও উচ্চ পর্যায়ে রদবদল করা হয় এবং উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কর্মকর্তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।[১৩৬৫]

সেনা কর্মকর্তাদের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে (আইসিটি) বিচার কার্যক্রম

মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্তদের একটি অংশের দেশত্যাগে অন্যান্যদের সাথে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সহায়তার অভিযোগ আনা হয়। মানবতাবিরোধী অপরাধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে গুমের মামলার বিচারকার্য শুরু হয়। দুটি মামলার ৩০ জন আসামির মধ্যে ২৫ জনই সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তা, যাদের মধ্যে নয়জন অবসরপ্রাপ্ত, একজন এলপিআরে এবং বর্তমানে কর্মরত ১৫ জন যাদের বিরুদ্ধে ৮ অক্টোবর ২০২৫ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি নিয়ে দেশে ব্যাপক আলোচনা ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়।[১৩৬৬] একযোগে এত সংখ্যক সেনা কর্মকর্তার বেসামরিক আদালতে বিচার বাংলাদেশের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। ট্রাইব্যুনালের পরোয়ানার পর সেনাবাহিনীকে ঘিরে সামাজিক মাধ্যমে গুজব ও তীব্র বিতর্ক ছড়িয়ে পড়ে।

অভিযুক্ত অন্য সেনা কর্মকর্তাদের ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সাবজেল ঘোষণা করে সেনা হেফাজতে রাখা হয়;[১৩৬৭] তবে এই পদক্ষেপ সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তিতে সবার জন্য সমান ন্যায়বিচারকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত সেনা সদস্যদের বিচারপ্রক্রিয়ায় পেশাগত পরিচয় বা পদমর্যাদার কারণে পৃথক ব্যবস্থাপনায় রাখার সিদ্ধান্ত বৈষম্যমূলক বলে সমালোচনা হয়। ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত সেনা কর্মকর্তারা সরকারি চাকরিতে বহাল থাকতে পারবেন কিনা এই নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিলে ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৭৩-এর ২০-সি ধারা সংশোধনের মাধ্যমে অভিযুক্ত সেনাকর্মকর্তারা আর সরকারি চাকরিতে বহাল থাকতে পারবে না বলে জানায় ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর।[১৩৬৮] রাজনৈতিক দলগুলো এসময়ে সেনাবাহিনীর বিচার প্রক্রিয়া বিষয়ে কৌশলী বা নীরব অবস্থান নেয়। মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সেনা কর্মকর্তাদের বেসামরিক আদালতে বিচার করতে আইনি বাধা না থাকার ঘোষণা নিয়ে ট্রাইব্যুনাল ও আইন বিশেষজ্ঞদের মতভেদ দেখা যায়। কেউ কেউ মনে করেন এতে সেনাবাহিনীর জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে অবদানে অর্জিত ভাবমূর্তিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, আবার কেউ কেউ মনে করেন বিচার প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করলে বাহিনীর মর্যাদা বাড়বে।[১৩৬৯]

[১৩৬৪] *সমকাল*, '৪৩ মিনিটের বৈঠক, নানা কৌতূহল', ৪ জানুয়ারি ২০২৫, https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2025-01-04/1/1095 (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৩৬৫] *প্রথম আলো*, 'সেনাবাহিনীর উচ্চপর্যায়ে পদোন্নতি ও রদবদল', ১৪ অক্টোবর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/11zg5fhe3z (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৩৬৬] জাহিদ হাসান, 'গুমের দুই মামলায় ট্রাইব্যুনালে ১৩ সেনা কর্মকর্তাকে হাজির', *এখন*, ২৩ নভেম্বর ২০২৫, https://ekhon.tv/law-and-justice/6922960ebf3c433e1639c2b9 (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৩৬৭] *আজকের পত্রিকা*, 'সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাবেন না: চিফ প্রসিকিউটর,' ২২ অক্টোবর ২০২৫, https://www.ajkerpatrika.com/national/ajpiy2egl07rx (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৩৬৮] আজকের পত্রিকা, 'সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাবেন না: চিফ প্রসিকিউটর,' *প্রাগুক্ত*।

[১৩৬৯] রাকিব হাসনাত, 'সেনা কর্মকর্তাদের বিচার নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক, কী প্রভাব পড়বে?', *বিবিসি নিউজ বাংলা*, ১২ অক্টোবর ২০২৫ https://www.bbc.com/bengali/articles/cx2n2v0nq40o (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

অন্যদিকে সেনাবাহিনী "নো কম্প্রোমাইজ উইথ ইনসাফ" নীতিতে ন্যায়বিচারের পক্ষে অবস্থান নিয়ে গুম তদন্তে কমিশনকে পূর্ণ সহযোগিতার ঘোষণা দিলেও প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেনাবাহিনীর দায় অস্বীকার করে।[১৩৭০] গুম সংক্রান্ত মামলায় সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে 'আনুষ্ঠানিক অভিযোগ' গঠন করা হয় ১৪ জানুয়ারি ২০২৬। এসময় ট্রাইব্যুনালের শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আসামিপক্ষের আইনজীবীকে উদ্দেশ্য করে মামলায় অভিযুক্ত করে দেওয়ার মতো বক্তব্য নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে বিতর্ক ও সমালোচনাও সৃষ্টি হয়। আদালতে এ ধরনের মন্তব্য করাকে পক্ষপাতদুষ্ট বলে সমালোচনা করেন মানবাধিকার কর্মীরা। তবে পরবর্তীতে অন্তর্বর্তী সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর আর কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নতুন গ্রেপ্তারি পরোয়ানার পরিকল্পনা না থাকার সিদ্ধান্ত জানায়।[১৩৭১] উল্লেখ্য, অতীতের নজির (বিডিআর বিদ্রোহ, সাত খুন মামলা ইত্যাদি) অনুযায়ী সেনা সদস্যদের বিরুদ্ধে সাধারণ আদালতে বিচার হওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

বিডিআর হত্যাকাণ্ড ও তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন

বিডিআর হত্যাকাণ্ড তদন্ত কমিশন দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে বিচার করার সুপারিশ করে তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টার কাছে ২০২৫ সালের ৩০ নভেম্বর প্রতিবেদন জমা দেয়। কমিশনের প্রতিবেদনে হত্যাকাণ্ডকে একটি পরিকল্পিত রাজনৈতিক ও কৌশলগত ঘটনা হিসেবে উপস্থাপন করে যার লক্ষ্য ছিল সেনাবাহিনীকে দুর্বল করা এবং তৎকালীন ক্ষমতাকাঠামোকে সংহত রাখা। প্রতিবেদনে সরাসরি শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সাবেক শীর্ষ নিরাপত্তা ও সামরিক কর্মকর্তাদের দায় চিহ্নিত করে, যা কেবল বাহিনীর অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ নয় বরং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের ষড়যন্ত্র হিসেবে তুলে ধরে। প্রতিবেদনে ভারতীয় নাগরিকদের উপস্থিতি ও কয়েকজনের নিখোঁজ থাকার তথ্য আঞ্চলিক ও কূটনৈতিক মাত্রা যুক্ত করে, যা বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এই হত্যাকাণ্ডে নিহতদের পরিবার প্রতিবেদন ও প্রতিবেদন উল্লিখিত দায়ীদের নাম প্রকাশ করে সবাইকে আইনের আওতায় আনার দাবি জানায়। এর বিপরীতে বিডিআর কল্যাণ পরিষদ সাধারণ বিডিআর সদস্যদের দায়ী মনে না করে দণ্ডপ্রাপ্তদের মুক্তি ও ক্ষতিপূরণের দাবি জানায়।[১৩৭২] এমন বিপরীতমুখী দাবিতে বিচার বনাম পুনর্বিবেচনা বিতর্ক তীব্র আকার ধারণ করে, যদিও কমিশনের এই প্রতিবেদনের আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। আইনি প্রক্রিয়া চলমান থাকাকালীন নতুন তদন্তে বিদ্যমান রায়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এছাড়াও কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন সরকারের সিদ্ধান্ত ও আদালতের ভূমিকার ওপর নির্ভরশীল।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনীর ভূমিকা

স্বৈরাচারী সরকারের পতনের পর বাংলাদেশ রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আইনশৃঙ্খলা সংকটে পড়ে। এ সময় সেনাবাহিনী অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। 'ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার'-এর আওতায় প্রায় এক বছর ছয় মাস বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা, আইনশৃঙ্খলা স্থিতিশীল রাখতে অভিযান ও সন্ত্রাস দমনে কাজ করে সেনাবাহিনী। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে তারা ছয় হাজারের বেশি অবৈধ অস্ত্র ও প্রায় দুই লাখ গোলাবারুদ উদ্ধার এবং আড়াই হাজারের বেশি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে ছয় শতাধিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি এবং সাত শতাধিক বিশৃঙ্খল ঘটনা নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনী সক্রিয় ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবেও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের এফডিএমএন ক্যাম্প এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সেনাবাহিনী কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন সিএমএইচে জুলাই আহদের চিকিৎসা দেওয়া হয়।[১৩৭৩]

তবে ৫ আগস্টের পর আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় সেনাবাহিনীর বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগে ইউনিফায়েড কমান্ড ও স্পষ্ট অপারেশনাল নির্দেশনার ঘাটতিতে মাঠপর্যায়ে সেনা সদস্যরা দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। মব সহিংসতায় সরকারের 'জিরো টলারেন্স' বাস্তবায়নের যুক্তিতে সেনাবাহিনীর কঠোরতার ব্যাখ্যা দেওয়া হলেও নুরুল হক নুর আহত হওয়ার ঘটনায় (২৯ অগাস্ট ২০২৫) সরকারের নিন্দামূলক অবস্থান নেয়। এই দুই পক্ষের বক্তব্যের বৈপরীত্যের ফলে বিতর্ক ও জনবিভ্রান্তি বৃদ্ধি দেখা যায়।[১৩৭৪] খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলায় মারমা কিশোরীকে ধর্ষণের ঘটনায় (২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫) সংঘর্ষ, গুলিবর্ষণ ও অগ্নিসংযোগে তিনজন নিহত এবং অন্তত ৩০ আদিবাসী আহত হয়।[১৩৭৫] আদিবাসী সংগঠনগুলো এই ঘটনায় জড়িত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও হামলাকারী সেনাদের শাস্তি দাবি

[১৩৭০] *প্রথম আলো*, 'হেফাজতে ১৫ সেনা কর্মকর্তা, আত্মগোপনে একজন', ১২ অক্টোবর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/08bi9lc7d3 (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৩৭১] *বিবিসি নিউজ বাংলা*, 'চুপ থাকুন, আপনাকেও আসামি করা হতে পারে', যা ঘটেছিল ট্রাইব্যুনালের শুনানিতে', ২৫ নভেম্বর ২০২৫, https://www.bbc.com/bengali/articles/cq8dv5jxpn4o (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৩৭২] *ঢাকা মেইল*, 'বিডিআর হত্যাকাণ্ডে কমিশনের প্রতিবেদন, পরের পদক্ষেপ কী?', ১ ডিসেম্বর ২০২৫, https://dhakamail.com/national/270624 (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৩৭৩] *প্রথম আলো*, '৬ হাজারের বেশি অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, সংশ্লিষ্ট আড়াই হাজারের বেশি ব্যক্তি গ্রেপ্তার: সেনাবাহিনী', ১৩ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/gqttn3dle7 (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৩৭৪] তারেকুজ্জামান শিমুল, 'আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে কেন?', *বিবিসি নিউজ বাংলা*, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ https://www.bbc.com/bengali/articles/cevzjm1802ko (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৩৭৫] *প্রথম আলো*, 'গুইমারায় নিহতদের স্মরণে প্রদীপ প্রজ্বালন: পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে এ সরকারের সময়েও মিথ্যা প্রচার হচ্ছে', ৬ অক্টোবর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/7cjstd3px6 (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

করে।[১৩৭৬] অন্যদিকে ইউপিডিএফকে দায়ী করে পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্থিতিশীলতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা নষ্ট করার অভিযোগ তোলে সেনাবাহিনী।[১৩৭৭] অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার সময় ন্যায়বিচার ও বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের প্রতিশ্রুতি দিলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে কোনো অগ্রগতি হয়নি বরং অবনতি ঘটেছে বলে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন অভিযোগ করে।[১৩৭৮]

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনী অভিযানের সময় বিএনপি নেতার মৃত্যু (১৩ জানুয়ারি ২০২৬) নিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বিএনপি নেতার মৃত্যু নিয়ে বিপরীতমুখী বক্তব্য দেখা যায়। একদিকে বিএনপি তাদের কর্মীর আটক-পরবর্তী নির্যাতনের কারণে মারা যাওয়ার অভিযোগে সেনাবাহিনীকে দায়ী করে, আর অন্যদিকে সেনাবাহিনী হার্ট অ্যাটাককে মৃত্যুর মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করে। তবে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রশাসন ময়নাতদন্ত ও তদন্তের মাধ্যমে ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের ঘোষণা দেয়।[১৩৭৯] বিএনপি মহাসচিব এই মৃত্যুকে 'বিচারবহির্ভূত নির্যাতন' বলে অভিহিত করে সেনাপ্রধানের হস্তক্ষেপ ও সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানান। সেনাবাহিনী এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তদন্ত কমিটি গঠন ও ক্যাম্প কমান্ডারসহ সব সেনাসদস্যকে ঘটনাস্থল থেকে প্রত্যাহার করে।[১৩৮০]

বাংলাদেশ টাইমস-এর কার্যালয়ে সেনা সদস্যদের অভিযান ও সাংবাদিকদের তুলে নেওয়ার ঘটনা ঘটে (৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)। এই ঘটনা স্বাধীন সাংবাদিকতার পরিপন্থী ও নজিরবিহীন পদক্ষেপ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে সচেতন সমাজ এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়েছে বলে ঘটনাটিকে প্রশাসনিক সমাধানের মধ্যে সীমিত রাখার চেষ্টা করে।[১৩৮১] এর আগে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে মব সহিংসতার সময় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা দেখা গেছে সেখানে সেনাবাহিনীর কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোলের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। অন্যদিকে অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃত্ববাদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং জনগণের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন, চাঁদাবাজি এবং আর্থিক খাতসহ রাষ্ট্রীয় দখলের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত গোয়েন্দা সংস্থাগুলো (ডিজিএফআই, এনএসআই) সংস্কারের কোনো দৃশ্যমান উদ্যোগ দেখা যায়নি।

পুলিশের নৈতিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায়ও সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে হামলা, লুটপাট ও সহিংসতা বাড়লে সেনাবাহিনীকে মাঠে নামতে হয় এবং বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রত্যাশিত মাত্রায় সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি নিশ্চিতকরণে ঘাটতি, নির্বাচনের সময়সীমা নিয়ে সেনাপ্রধানের বক্তব্যকে ঘিরে বিতর্ক এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন বা বিচারবহির্ভূত হত্যার অভিযোগ অব্যাহত থাকায় সমালোচনা দেখা গেছে। ২০২৫ সালের জুলাইয়ে 'মার্চ টু গোপালগঞ্জ' কর্মসূচিকে ঘিরে সহিংসতায় প্রাণহানি এবং কিছু ঘটনায় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ধৈর্যের ঘাটতিরও অভিযোগ ওঠে। মব ও বিশৃঙ্খলা দমনে মাঠে থাকা সেনাবাহিনীর কোথাও অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ, কোথাও নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে বাহিনীর ভূমিকা ও ভাবমূর্তি প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

নির্বাচনে সেনাবাহিনীর ভূমিকা

নির্বাচনকালীন দায়িত্ব পালনে আরপিওতে সশস্ত্র বাহিনীকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা ২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়িয়ে সরাসরি নির্বাচনকালীন দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।[১৩৮২] অন্যদিকে নির্বাচনকালীন সময়ে সেনাবাহিনী সর্বোচ্চ সংখ্যক সেনা মোতায়েন ও পূর্ণ সহযোগিতার ঘোষণা দেয়।[১৩৮৩] পেশাদারিত্ব, নিরপেক্ষতা, শৃঙ্খলা, ধৈর্য ও নাগরিকবান্ধব আচরণের মাধ্যমে নির্বাচনকালীন দায়িত্ব পালনে সেনাপ্রধান গুরুত্বারোপ করেন। জাতীয় নির্বাচনে সেনাবাহিনীর কার্যকর ভূমিকা এর গ্রহণযোগ্যতার মূল নির্ধারক হবে বলে মনে করেন অনেকে। তবে সেনাবাহিনীর নির্বাচনকালীন দায়িত্ব পালনে স্পষ্ট রাষ্ট্রীয় অবস্থান, পরিষ্কার নির্দেশনা ও আইনি সুরক্ষা না থাকলে মাঠপর্যায়ে দ্বিধা তৈরি হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ বাধাগ্রস্ত হতে পারে বলেও অনেকে মনে করেন।[১৩৮৪]

[১৩৭৬] *সিএইচটি নিউজ*, 'গুইমারায় জনতার ওপর সেনা হামলা, গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে সাজেকে লাঠি মিছিল', ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://chtnews.blogspot.com/2025/09/blog-post_60.html (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৩৭৭] *প্রথম আলো*, 'খাগড়াছড়িতে সহিংসতা নিয়ে সেনাবাহিনীর বিবৃতি', ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, https://www.prothomalo.com/bangladesh/jah5vqja81 (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৩৭৮] *প্রথম আলো*, 'গুইমারায় নিহতদের স্মরণে প্রদীপ প্রজ্বালন: পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে এ সরকারের সময়েও মিথ্যা প্রচার হচ্ছে', *প্রাগুক্ত*।

[১৩৭৯] *প্রথম আলো*, 'চুয়াডাঙ্গায় সেনা অভিযানে আটকের পর বিএনপি নেতার মৃত্যু, নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভ', ১৩ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/mmoh0c9ktn? (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৩৮০] *প্রথম আলো*, 'সেনা অভিযানে আটকের পর বিএনপি নেতার মৃত্যু: সেনাপ্রধানের হস্তক্ষেপ চায় বিএনপি', ১৩ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.prothomalo.com/politics/pwj5rd0b4w (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৩৮১] *বিবিসি নিউজ বাংলা*, 'বাংলাদেশ টাইমস-এর কার্যালয়ে সেনা সদস্যদের অভিযান, কী ঘটেছে', ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ https://www.bbc.com/bengali/articles/c86ylp368gjo (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৩৮২] এম. আব্দুল্লাহ আল মামুন খান, 'নির্বাচন অর্থবহ করতে সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্বশীল ভূমিকার প্রত্যাশায় দেশ', *কালের কণ্ঠ*, ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬ https://www.kalerkantho.com/online/opinion/2026/01/15/1633913 (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৩৮৩] *নিউজবাংলা*, 'নির্বাচন হলে দেশ ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল হবে: সেনা সদর', *প্রাগুক্ত*।

[১৩৮৪] সিরাজুল ইসলাম, 'নির্বাচনে সেনাবাহিনীর মনোবল অক্ষুণ্ন রাখা অপরিহার্য', *কালের কণ্ঠ*, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬, https://www.kalerkantho.com/online/opinion/2026/01/13/1633011 (১৪ জানুয়ারি ২০২৬)।

২০২৬ সালের ২০ জানুয়ারি থেকে ১ লাখ সেনা সদস্য, নৌবাহিনীর ৫ হাজার ও বিমান বাহিনীর ৩,৭৩০ সদস্য মাঠ পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করে। ৬২ জেলা ও ৪১১ উপজেলায় ৫৪৪টি অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করে টহল, যৌথ অভিযান ও চেকপোস্ট কার্যক্রম চালায়, ফলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দৃশ্যমান উন্নতি দেখা যায়। ২০ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন পর্যন্ত ১৪ দিনে প্রায় ১৫০টির বেশি অস্ত্র উদ্ধারসহ মোট ১০ হাজার ১৫২টি অস্ত্র ও ২ লাখ ৯১ হাজার রাউন্ড গোলাবারুদ উদ্ধার, এবং ২২ হাজার ২৮২ জনকে আটক করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে সেনাবাহিনী।

সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ছিল একটি নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্ন ভোটগ্রহণ। সেই প্রত্যাশা পূরণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা ছিল লক্ষণীয়। প্রকাশ্য শক্তি প্রদর্শনের বদলে গোয়েন্দা নজরদারি ও প্রযুক্তিগত প্রস্তুতিতে মাধ্যমে ডিজিএফআই কাজ করে যা ভোটকেন্দ্রে গোয়েন্দা নজরদারিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভোটকেন্দ্রে বহুস্তর নিরাপত্তা বলয় তৈরি করতে প্রায় ১০ লাখ নিরাপত্তা সদস্য ও ১,০৫১ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোতায়েন করা হয়। নানা রকম সংশয় ও গুজবের মধ্যেও সেনাবাহিনী ও যৌথ বাহিনীর সমন্বয়ে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করে।[১৩৮৫] তবে এই সাফল্যের বড় দিক হলো নিরপেক্ষতা বজায় রাখা। ভোটের দিন কেন্দ্র দখলরোধ, ব্যালট ছিনতাই ঠেকানো এবং সাধারণ ভোটারদের অভয় দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের নিরপেক্ষ ভূমিকা সব মহলে প্রশংসিত হয়।[১৩৮৬]

এবারের নির্বাচন প্রমাণ করেছে যে সংবেদনশীল সময়ে সেনাবাহিনীর পেশাদার ও সংযত সহায়তা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে স্থিতিশীল রাখতে কার্যকর হতে পারে। তবে টেকসই ও প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রের জন্য বেসামরিক কাঠামোর সক্ষমতা ও জবাবদিহিতা শক্তিশালী করাই দীর্ঘমেয়াদি সমাধান।

উপসংহার

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম ও সেনাবাহিনীর ভূমিকা ছিল মিশ্র। রাজনৈতিক দলগুলো, বিশেষত প্রধান দলগুলো, নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান এবং আন্দোলনের দাবি আদায়ে সোচ্চার ছিল। এসব দল স্বৈরাচারী সরকারের পতনে এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে ঐক্যবদ্ধ হলেও নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করতে গিয়ে কিছু ক্ষেত্রে তারা আদর্শিক সংঘাত ও ক্ষমতার লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছে, যা সরকারের স্থিতিশীলতাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে।

নাগরিক সমাজ ও সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের ওপর নজরদারি করা হয়েছে। তারা স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং সুশাসনের জন্য নিয়মিত বক্তব্য ও মতামত দিয়েছে, যা সরকারের কার্যক্রমে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তবে নাগরিক সমাজের একাংশ নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাক-স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে অপপ্রচার ও গুজবের প্রসারে ভূমিকা রেখেছে, যা সামাজিক অস্থিরতা ও বিরূপ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ঝুঁকি তৈরি করে।

গণমাধ্যম এই সময়ে তুলনামূলকভাবে বেশি স্বাধীনতা উপভোগ করলেও তা প্রত্যাশিত পর্যায়ে ছিল না, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাছ থেকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। সেনাবাহিনী এই সময়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এবং সরকারের নীতি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাদের পেশাদারিত্ব ও শৃঙ্খলাবোধ প্রশংসিত হয়েছে। তবে সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে কিছু ক্ষেত্রে বিতর্কও দেখা গেছে, বিশেষ করে যখন তারা রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল বিষয়গুলোর সাথে জড়িত হয়েছে।

[১৩৮৫] সিরাজুল ইসলাম, 'সুষ্ঠু নির্বাচনের নেপথ্যে সেনাবাহিনী', *যুগান্তর*, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.jugantor.com/viewers-opinion/1071258 (১৩ মার্চ ২০২৬)।

[১৩৮৬] মোস্তফা কামাল, 'নির্বাচনে সেনা ও প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সাফল্যের দিক', *ইত্তেফাক*, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, https://www.ittefaq.com.bd/775821/ (১৩ মার্চ ২০২৬)।

অধ্যায় আট: উপসংহার

এই গবেষণায় অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ, বিশেষ করে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও তার পূর্বে সংঘটিত অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার; রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কাঠামো সংস্কার; এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সম্পর্কিত ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন খাতে সরকারের নিয়মিত কার্যক্রম (প্রশাসন, বিচারিক সেবা, আইন-শৃঙ্খলা, আর্থিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকারব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পরিবেশ, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক); অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ এবং বিভিন্ন অংশীজনের (রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম, সামরিক বাহিনী) ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সুশাসনের ঘাটতির ধরন

এ গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে বিভিন্ন সীমাদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে চিহ্নিত করা। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান লক্ষ্য ছিল বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও তার পূর্বে সংঘটিত অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত ও বিচার করা, রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কাঠামো সংস্কার করা, এবং সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সম্পন্ন করা। এর পাশাপাশি সরকারকে নিয়মিত কার্যক্রমও পরিচালনা করতে হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায় অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদে বিভিন্ন ধরনের সুশাসনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে (সারণি ৮)।

সারণি ৮: অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদে বিভিন্ন ধরনের সুশাসনের ঘাটতির উদাহরণ

সুশাসনের ঘাটতির ধরন	উল্লেখযোগ্য উদাহরণ	
আইনের শাসনের ঘাটতি	▪ গ্রেপ্তার, রিমান্ড ও জামিনের ক্ষেত্রে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ না করা ▪ মামলা ও গ্রেপ্তার বাণিজ্য ▪ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিতে গ্রেপ্তারকৃতরা বিচারপ্রক্রিয়া ও আদালতে আক্রমণের শিকার ও লাঞ্ছিত; আসামীপক্ষের আইনজীবীর ওপর হামলা	▪ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের (সিএজি)-এর সাংবিধানিক মর্যাদা ও কর্তৃত্ব খর্ব ▪ পদোন্নতি পাওয়া বা পদবঞ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুসরণে ব্যর্থতা ▪ বিভিন্ন আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতা – কঠোর অবস্থান গ্রহণে দ্বিধা ও অন্যদিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ
সক্ষমতা ও কার্যকরতার ঘাটতি	▪ পুলিশের বিরুদ্ধে করা বেশিরভাগ মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া ▪ বিচার প্রক্রিয়া পরিচালনায় অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন ▪ বিচারক ও কৌঁসুলিদের দলনিরপেক্ষ, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ঘাটতি ▪ অভ্যুত্থানে হতাহতদের প্রকৃত তালিকা চূড়ান্ত করতে না পারা ▪ আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে পুলিশের সক্ষমতার ঘাটতি	▪ রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতা ▪ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যর্থতা ▪ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত না করা ▪ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি অপসারণের ফলে স্থানীয় সরকারের সেবা প্রদান বিঘ্নিত
স্বচ্ছতার ঘাটতি	▪ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ, পদোন্নতি ও অব্যাহতিতে স্বচ্ছতার ঘাটতি – সরকারের উচ্চপর্যায়ের পদ; আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও বিচার বিভাগে বিচারক, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ও কর্মকর্তা; প্রশাসন; শিক্ষা; স্বাস্থ্য; জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সিইও ও কোষাধ্যক্ষের নিয়োগ ▪ বিভিন্ন জনের গ্রেপ্তার নিয়ে লুকোচুরি ▪ গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তে স্বচ্ছতার অভাব: চুক্তি প্রকাশ না করা – বিদ্যুৎ খাতের চুক্তি; চট্টগ্রাম বন্দরের চুক্তি ▪ রাখাইনে 'মানবিক করিডর' দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকারের অস্পষ্ট অবস্থান ও তথ্য প্রকাশে ঘাটতি ▪ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত না করা	▪ আইসিটি টাস্কফোর্স কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত শ্বেতপত্র প্রতিবেদন প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকাশের পর কোন কারণ উল্লেখ ব্যতীত ওয়েবসাইট থেকে অপসারণ; শ্বেতপত্র প্রতিবেদনে পক্ষপাতিত্বের মাধ্যমে গুটিকয়েক কর্মকর্তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করে দুর্নীতি-অনিয়মে অভিযুক্ত অন্যতমদের তদন্তের বাইরে রাখার সুযোগ তৈরির অভিযোগ ▪ সরকারি দপ্তরসমূহে তথ্য গোপন করার প্রবণতা ▪ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ না করার চর্চা অব্যাহত ▪ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের পরিচালনা পর্ষদে সরকারের একজন উপদেষ্টা, বিশেষ সহকারী এবং নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিবকে নতুন পরিচালক হিসেবে নিয়োগ
সমন্বয় ও অংশগ্রহণের ঘাটতি	▪ সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলো প্রতিনিধিত্বশীল না হওয়া ▪ বিভিন্ন আইন প্রণয়ন বা সংশোধনের ক্ষেত্রে সব অংশীজনকে সম্পৃক্ত না করা	▪ কোনো অংশীজনকে সম্পৃক্ত না করে ২০২৬-২০৫০ সালের জন্য জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনার খসড়া চূড়ান্ত

সুশাসনের ঘাটতির ধরন	উল্লেখযোগ্য উদাহরণ	
	▪ এনবিআর ভেঙ্গে দুটি নতুন বিভাগ গঠনের ক্ষেত্রে অংশীজন প্রস্তাবিত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ উপেক্ষিত	▪ ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র ইস্যুতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন ও আইন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের ঘাটতি
সিদ্ধান্তহীনতা/ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন	▪ সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়স নির্ধারণ ▪ সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নিয়োগকৃতদের প্রত্যাহার	▪ আইন প্রণয়নের পর প্রবল বিরোধিতার মুখে সংশোধন (সরকারি চাকরি অধ্যাদেশ; রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ)
জবাবদিহির ঘাটতি	▪ অভিযুক্তদের দেশত্যাগে সহায়তাকারীদের জবাবদিহির আওতায় না আনা	▪ গুমের আলামত নষ্টের সাথে জড়িতদের জবাবদিহির আওতায় না আনা
রাজনৈতিক প্রভাব	▪ প্রশাসন, বিচার বিভাগ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ ও পদোন্নতিতে রাজনৈতিক প্রভাব ▪ স্থানীয় সরকার (ঢাকা ওয়াসার এমডি নিয়োগ) ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের (ক্রিকেট বোর্ড গঠনে) অধীন সংস্থাগুলোতে নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ	▪ উপদেষ্টা পর্যায়ে নিয়োগে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ▪ দুর্নীতির মামলা থেকে অব্যাহতি ও খালাসে রাজনৈতিক প্রভাব ▪ বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশনের লাইসেন্স প্রদানে রাজনৈতিক প্রভাব, দলীয় ঘনিষ্ঠতা ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ
ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব	▪ প্রশাসন, বিচার বিভাগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ ও পদোন্নতিতে অনিয়ম ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব ▪ রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের নিয়োগে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ▪ গ্রামীণ ব্যাংকে সরকারের মালিকানা হ্রাস ও গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ▪ নিজ এলাকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন, নিজস্ব বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা এবং স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশকে প্রভাবিত করার চেষ্টার অভিযোগ ▪ একজন উপদেষ্টার মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে একই খাতে নতুন ব্যবসা শুরুর উদ্যোগ গ্রহণ	▪ একজন উপদেষ্টার নিজ এলাকায় স্বার্থের দ্বন্দ্বে দুষ্ট অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, মসজিদ, মাদ্রাসা ও মন্দিরে বিশেষ উন্নয়ন বরাদ্দ; উপদেষ্টার বাবার নামে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে (এলজিইডি) ঠিকাদারি লাইসেন্স ▪ অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে স্থগিত হওয়া ও তদন্তনাধীন একটি প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখায় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীর চাপ প্রয়োগ ও দুদকের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা
দুর্নীতি	▪ বঞ্চিত হওয়ার নামে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা আদায় ▪ ডিসি পদায়নে দুর্নীতির অভিযোগ – অর্থের বিনিময়ে ফ্যাসিবাদের দোসরদের পুনর্বাসন ▪ স্থানীয় সরকারে ক্রয়ে দুর্নীতি ▪ পিপিপি আইন ও নীতি লঙ্ঘন করে চট্টগ্রাম বন্দরে চুক্তি	▪ কমপক্ষে দুইজন উপদেষ্টার ব্যক্তিগত কর্মকর্তার দুর্নীতি ▪ মাঠ পর্যায়ে সেবাখাতে দুর্নীতি অব্যাহত – বিআরটিএ, পাসপোর্ট, ভূমি, আইন-শৃঙ্খলা, বিচারিক সেবা, স্বাস্থ্য, জাতীয় পরিচয়পত্রসহ বিভিন্ন সেবাখাত

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নজিরবিহীন আত্মত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অসামান্য অর্জন, যা রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার একটি অভূতপূর্ব সুযোগ তৈরি করেছে। এ অভীষ্ট অর্জনে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন অংশীজনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

গবেষণায় দেখা যায়, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বহুবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অন্তর্বর্তী সময়ে বিচার, সংস্কার, নির্বাচন, রাষ্ট্র পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, এবং রাষ্ট্র সংস্কার, বিচার ও নির্বাচনের অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। তবে এ অবকাঠামো পর্যাপ্ত শক্তিশালী হয়নি – উপরোক্ত তিনটি ক্ষেত্রেই বিশেষ করে রাষ্ট্র সংস্কারের ভিত্তি যতটুকু মজবুত হতে পারতো ততটুকু হয়নি। এ ভিত্তির ওপর রাষ্ট্র সংস্কারের বাস্তব সুফল অর্জনের পথে ইতোমধ্যে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও প্রবল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

- **সংস্কার** – রাষ্ট্র সংস্কারের বেশ কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে জুলাই সনদে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে ঐকমত্যে পৌঁছানো একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হলেও রাষ্ট্র সংস্কারের মূলমন্ত্র তথা জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার অভীষ্টের জন্য অপরিহার্য বিধান সম্পর্কে জুলাই সনদে ঐকমত্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের প্রতিরোধ লক্ষ করা যায়, যার ফলে সংস্কারের ভিত্তি দুর্বল হয়েছে। পরবর্তীতে অধ্যাদেশ ও সরকারি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রতিরোধক মহল, বিশেষ করে আমলাতন্ত্রের প্রভাবশালী মহলের অন্তর্ঘাতমূলক অপশক্তির কাছে সরকারের নতি স্বীকারের ফলে সংস্কার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। আশু বাস্তবায়নযোগ্য সংস্কারে অগ্রগতি অর্জনে সরকারের ব্যর্থতা এবং বিশেষ করে জুলাই সনদের আওতার বাইরে সংস্কার কমিশনসমূহের সুপারিশ বাস্তবায়নে কোনো উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ছিল না। এছাড়া সংস্কার প্রতিরোধক ঝুঁকি বিশ্লেষণে আগ্রহ না থাকার কারণে প্রতিরোধক শক্তির হাতে অন্তর্বর্তী সরকার আত্মসমর্পণ করেছে।

- **বিচার –** কর্তৃত্ববাদী সরকারের আমলে এবং জুলাই আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হলেও যথাযথ বিচারিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করার ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ করা যায়।
- **নির্বাচন –** বিভিন্ন অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কা সত্ত্বেও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সুষ্ঠু, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তবে নির্বাচনী ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার প্রবণতা অব্যাহত ছিল।
- **রাষ্ট্র পরিচালনা –** একদিকে প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রধানত উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অপসারণের মাধ্যমে দলীয়করণ থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা, অন্যদিকে একদলের স্থলে অপর দলীয়করণ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে কার্যত দলীয়করণের ধারা অব্যাহত ছিল। পুলিশ-প্রশাসনসহ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অস্থিরতা, নতুন রাজনৈতিক বলয় তৈরির প্রয়াস এবং ব্যাপক রদ-বদলের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক অকার্যকরতা লক্ষ করা যায়। এসব ক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণহীনতা দৃশ্যমান ছিল। সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অ্যাড-হক প্রবণতা লক্ষণীয় ছিল। প্রশাসন পরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রে সরকারের দৃঢ়তা ও কর্মপরিকল্পনার ঘাটতি ছিল। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্বশীলদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা লক্ষ করা যায় - কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতা/ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর পরিবর্তন করার প্রবণতা ছিল। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা হয়নি। সরকারি দপ্তরসমূহে তথ্য গোপন করার প্রবণতা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ না করার চর্চা অব্যাহত ছিল। অবাধ তথ্য প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতে বিষয়টি গুরুত্ব পায়নি। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও সরকারি কর্মচারীদের সম্পদ বিবরণী প্রকাশের চর্চা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা সত্ত্বেও ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপনে ব্যর্থতা লক্ষ করা যায়।

সুশাসনের আলোকে উপরোক্ত খাতগুলোতে বেশ কিছু ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। সুশাসিত, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় ভিত্তি স্থাপনে ব্যর্থতা, সর্বোপরি সংস্কারের নামে গৃহীত উদ্যোগ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বাস্তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে এবং প্রত্যাশা পূরণে ক্ষেত্রবিশেষে উল্টো যাত্রা করেছে।

নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের অংশ হিসেবে নতুন ও পুরনো রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত, জনগণের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার জন-আকাঙ্ক্ষা থাকলেও এই প্রত্যাশা পূরণের কোনো দৃশ্যমান দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না – দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক চর্চার ঘাটতি, ক্ষমতার রাজনীতি, অর্থ, পেশি ও ধর্মনির্ভর রাজনৈতিক চর্চা, দলবাজি, দখলবাজি, চাঁদাবাজি, এবং প্রথাগত নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন অব্যাহত ছিল।

অর্থ, পেশি ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতির হাতে নারীর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব জিম্মি হয়েছে। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিকাশ ও প্রভাব দৃশ্যমান ছিল। অনেক ক্ষেত্রে সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের কারণে জেন্ডার, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়েছে, যা বৈষম্যবিরোধী চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক। সাম্য, মানবিক মর্যাদা, ন্যায়বিচার, সকলের সমান অধিকার, সকলের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সরকারের ব্যর্থতা ছিল পীড়াদায়ক - কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা বা তোষণমূলক অবস্থানের কারণে ধর্মান্ধদের ক্ষমতায়ন হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের শুরুর দিকে বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমে নাগরিক সমাজকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হলেও পরবর্তী সময়ে তাদের অগ্রাহ্য করার প্রবণতা দেখা যায়। একদিকে বিভিন্ন সংস্কারে নাগরিক সমাজের সুপারিশ উপেক্ষা করা হয়েছে, অন্যদিকে সরকারের মধ্যে নাগরিক সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ থাকলেও প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে নাগরিক সমাজ সম্পর্কে সাধারণ জনগণের নেতিবাচক ধারণার বিস্তার ঘটেছে।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতার চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সাংবাদিক ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিতে ব্যর্থতা দৃশ্যমান ছিল। একদিকে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা এখন রাষ্ট্রের পাশাপাশি অতিক্ষমতায়িত অরাষ্ট্রীয় শক্তির হাতে জিম্মি, অন্যদিকে গণমাধ্যমের মধ্যেও অভ্যন্তরীণ শত্রুর অস্তিত্ব বিদ্যমান।

****